বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

৮ম বর্ষ } বৈশাখ ১৩৩৫ { ১ম সংখ্যা

নব বর্ষে

আজি নহে নিষ্ফল ক্রন্দন,
করিয়া স্মরণ
অতীতের শত নিষ্ফলতা,
শত লজ্জা, শত ব্যথা,
শত পরাজয়
হবে জয়,
ওরে ভীরু! নিঃসংশয় হবে তোর জয়।
সব গ্লানি সব ভয় কর দূর,
হৃদে লয়ে সাহস প্রচুর,
হও অগ্রসর
দুর্নিবার তেজে।
ওঠে বেজে
ওই শুন! নব বৎসরের জয় গান,
বিধাতার অমোঘ আহ্বান।
ওই শুন! বিহগ কাকলী,
গুঞ্জে অলি;
পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটে উঠে ফুল
মাধবী বকুল।
হর্ষে মগ্ন সমস্ত মেদিনী।
আজি শুনাওনা নিরাশার বাণী।
অতীত ব্যর্থতা পড়ি থাক্.
ওই শুন! ডাক্!
দক্ষিণা বাতাস হেঁকে যায়—
"আয়, তোরা আয়!"

এ জীবন রণ,
হেথা তব শোভে কি ক্রন্দন?
ওঠ বীর! অফুরন্ত আশা লয়ে বুকে,
হাস্য মুখে,
"জয় নবীনের জয়" বলি,
আলস্য জড়িমা দূরে ফেলি
যাত্রা কর ভবিষ্যের জয়—যাত্রা-পথে।
সর্ব্বমতে
হবে তোর জয়।
হবে জয়,
আজি তারি ত বোধন।
নব বর্ষে ঈশ্বরের নামে কর পণ
দীনতা করিব ত্যাগ,
নাহি হব হীন।
যদি পঞ্চভূতে লীন
হয় দেহ কভু,
তবু,
ভিক্ষা না মাগিব কারো কাছে।
অনন্ত শকতি মোর আছে;
অমৃতের পুত্র আমি, লভিবারে
অমৃত-জীবন
করিব জীবন-পন।
আজি মোর শক্তির বোধন।
আজি শেষ অরণ্যে-রোদন।

—:০:—

সন ১৩৩৫ সালের বর্ষ সূচীপত্র

বৈশাখ

জ্যৈষ্ঠ মাস।

আষাঢ় মাস।

শ্রাবণ।

ভাদ্র।

আশ্বিন।

কার্ত্তিক।

অগ্রহায়ণ।

পৌষ।

মাঘ।

ফাল্গুন।

চৈত্র।

বক্স হারমোনিয়ামের আবিষ্কর্ত্তা
ডোয়ার্কিন কোম্পানীর
৺দ্বারকা নাথ ঘোষ।

১৯২৮ সালের ৩রা মার্চ্চ বাঙালী-জাতির একটী স্মরণীয় দিন। ঐ দিবস একজন বিখ্যাত বাঙালী ব্যবসায়ী জীবনের সমস্ত দেনাপাওনা মিটাইয়া দিয়া পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন। এই স্বনামধন্য পুরুষের নাম বাবু দ্বারকা নাথ ঘোষ।

গত শতাব্দীর শেষ ভাগে যে কয়জন বাঙালী মনস্বী আপনাপন বুদ্ধি, কর্ম্মকুশলতা এবং পরিশ্রমবলে ব্যবসায়ের পথ ধরিয়া উন্নতির সমুচ্চশিখরে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ৺দ্বারকা নাথ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। তিনি দেখাইয়াছেন—মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য-বিধাতা; উচ্চাকাঙ্খা থাকিলে, সততা ও পরিশ্রম করিবার শক্তি থাকিলে নিজ শক্তিতেই মানুষ সর্ব্ববিষয়ে বড় হইতে পারে। নিজ জীবনেই তিনি প্রমাণ করিয়াছেন—বাঙালীর ব্যবসায় বুদ্ধি নাই, অধ্যবসায় নাই, উদ্ভাবনা শক্তি নাই—এসকল কথা অলীক।

কলিকাতার বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র-ব্যবসায়ী Dwarkin & Son এর নাম সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। ডালহৌসী স্কোয়ারের উপর প্রকাণ্ড ইমারতে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সজ্জিত করিয়া এই কোম্পানী আজ পথিকের মন হরণ করিতেছে। কিন্তু খুব সামান্য রকমেই ইহার আরম্ভ হইয়াছিল। অনেকেই শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে ইহার প্রতিষ্ঠাতা এমন একজন বাঙালী যিনি সহায়হীন সম্পদহীন অবস্থায়, জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত অতি বাল্যকালেই লেখাপড়া ছাড়িয়া কারখানায় কাজ করিতে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ডোয়ার্কীনের প্রতিষ্ঠাতা এবং সত্বাধিকারী ৺ দ্বারকা নাথ ঘোষ ধনীর সন্তানরূপে সংসারে প্রবেশ লাভ করেন নাই; তাঁহার পিতা ৺ রামচাঁদ ঘোষ কোন এক বাদ্য যন্ত্রের দোকানে মিস্ত্রীর কাজ করিয়া কোনক্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ঝামাপুকুরে এক পর্ণকুটীরে দ্বারকা নাথের জন্ম হয়। যখন তাঁহার বয়স ১০ বৎসর মাত্র তখন তাঁহার পিতা রামচাঁদ পত্নী পুত্রকে অকুল সাগরে ভাসাইয়া স্বয়ং পরলোকে যাত্রা করিলেন।

সংসারে এক বিধবা মাতা ভিন্ন দ্বারকানাথের আর আপন বলিতে কেহ রহিল না। অবশ্য তাঁহার

এক বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন, কিন্তু বিমাতার সহিত মনোমালিন্য ঘটায়, পিতৃ-বিয়োগের পূর্ব্ব হইতেই তিনি পৃথক্ বাস করিতেন। কাজেই তাঁহার লালন পালনের সমস্ত ভার পড়িল বিধবা মাতার উপর। অতি যত্নে

৺দ্বারকানাথ ঘোষ।

তিনি তাঁহাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অর্থ না হইলে সংসার চলিবে কেমন করিয়া? কাজেই, পাঠশালার পাঠ সমাপ্ন হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মাতা পাড়ার এক কারিগরের সহিত তাঁহাকে হ্যারল্ড্ কোম্পানীর কারখানায় কাজ শিখিতে পাঠাইয়া দেন।

এ দেশে তখন সবেমাত্র অধিকমাত্রায় বাদ্য যন্ত্র আমদানী হইতেছে এবং যে সমস্ত কোম্পানী বিদেশ হইতে বাদ্য-যন্ত্র আমদানী করিতেন বা এদেশেই তৈয়ারী করাইয়া বাজারে বিক্রয় করিতেন হেরল্ড কোম্পানীর নাম তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য। দ্বারিকানাথের বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর ছিল। সম্ভবতঃ তাঁহার পিতাও বাদ্যযন্ত্রের দোকানে মিস্ত্রীর কাজ করিতেন বলিয়া এই বিষয়ে তাঁহার খুবই দক্ষতা জন্মিয়াছিল। সর্ব্বোপরি তাঁহার মেধা, কর্ম্মকুশলতা, শ্রমশীলতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি গুণে সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। কাজেই অল্পদিনেই তিনি হেরল্ড কোম্পানীর বড় সাহেবদের সুনজরে পড়িলেন।

সাহেবেরা তাঁহাকে সব বিষয়েই অতিশয় বিশ্বাস করিতেন। বাহির হইতে কিছু কিনিতে হইলে জিনিষ চিনিয়া লইবার জন্য গাড়ীতে 'দোয়ারীকে' সঙ্গে না লইলে তাঁহাদের চলিত না। বিলাতী যে সব কারিগর ছিল তাহারা অতি যত্ন সহকারে তাঁহাকে কাজ শিখাইত। তাঁহাদের উপদেশগুলি দ্বারকানাথ প্রত্যহ বাড়ীতে আসিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। সেই সব খাতায় ব্যবহারিক জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতির অনেক নক্সাবিষয়ক সমস্যা থাকিত।

কারখানায় কাজ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয় ও অবসরকালে বন্ধু বান্ধবদের সাহায্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতেন। হ্যারল্ড কোম্পানীতে কার্য্য-কালীন তিনি যেমন বড় সাহেবদের অনুগ্রহ-ভাজন হইয়াছিলেন তেমনি নিম্নতর দেশীয় কর্ম্মচারীরা ও কেরাণীগণ তাঁহার সৌভাগ্য-দর্শনে অতিশয় হিংসা করিত। ফলে তিনি

...ন্নিঃসম্বল অবস্থায় চাকরী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে Ghose & Co. নামে তিনি প্রথমে একটি সাধারণ ভাবে ছোট মেরামতির দোকান খুলেন। দুই এক বৎসরের মধ্যেই পরিশ্রমশীলতা ও মিতব্যয়িতাগুণে কিছু টাকা জমাইয়া কিছু কিছু মাল বিলাত হইতে আমদানী করিতে আরম্ভ করেন। দ্বারলড কোম্পানীরই এক সাহেব বিলাতের এক ফার্ম্মের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন ও সেই ফার্ম্ম তাঁহার সততার প্রমাণ পাইয়া বেশী বেশী টাকার জিনিষ তাঁহাকে ধারে দিতে আরম্ভ করে, ক্রমে ক্রমে সেই ফার্ম্মের refernce এ অন্যান্য ফার্ম্মেও তাঁহাকে ধারে মাল দিতে আরম্ভ করে। এইরূপে ১০ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার কারবার বেশ উন্নতি লাভ করিল।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কারবারের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া "ডোয়ার্কিন এণ্ড সন" রাখেন ও বড় এক ঘরে স্থানান্তরিত করেন। বিলাতী বাদ্যযন্ত্রের কোন দেশীয় কারবার সে সময়ে ভারতবর্ষে ছিল না। তিনিই ইউরোপীয় দিগের একচেটীয়া কারবারের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রথমে ইহার জন্য তাঁহাকে অনেকেই বিদ্রূপ করিত, কিন্তু যখন তিনি সফলকাম হইলেন তখন অনেকেই আবার এই প্রকার বাদ্যযন্ত্রের দোকান খুলিবার জন্য ব্যস্ত হন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্ত্তমান বক্স হারমোনিয়ম আবিষ্কার করেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে প্যারিসের বুসন সাহেব accordeon যন্ত্রের অনুকরণে প্রথম বক্স হারমোনিয়ম আবিষ্কার করেন, কিন্তু ইহার বেলো bellow চালান অতিশয় কষ্টকর ব্যাপার ছিল ও ইহা অতি শীঘ্রই খারাপ হইয়া যাইত। দ্বারকাবাবু উহার ত্রুটি উপলব্ধি করিয়া বক্সহারমোনিয়মের গঠন আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান আকার প্রদান করেন। এক্ষণে কি এদেশে কি বিদেশে সকল হারমোনিয়াম নির্ম্মাতারা তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের অনুকরণ করিয়া আসিতেছেন। ইহা দ্বারকাবাবুর কম গৌরবের কথা নহে তাঁহার গঠন প্রণালী এত সহজ যে বিনা কলে সহজেই ও অতি কম খরচে উহা প্রস্তুত হইতে পারে ও এই কারণেই আজ সারা ভারতবর্ষে হারমোনিয়মের এত অধিক কারখানা ও হারমোনিয়মের এত প্রচলন।

অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই কপর্দ্দকহীন অসহায় দ্বারকানাথ কলিকাতার বুকের উপর প্রকাণ্ড ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিলেন। কিন্তু কোন্ গুণে তাঁহার এত উন্নতি হইল? তাঁহার চরিত্রে নিশ্চয়ই এমন কয়েকটী বিশিষ্ট গুণ ছিল যাহার জন্য তিনি সকল বাধা অতিক্রম করিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা সততা, সত্যনিষ্ঠা এবং শ্রমশীলতাই সেই সকল গুণের অন্যতম। একটী ক্ষুদ্র ঘটনার অবতারণা করিলেই তিনি যে কিরূপ কথার মানুষ, ছিলেন তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

জগন্নাথ ঘাটের কোন ইট ব্যবসায়ীর নিকট তিনি মধ্যে মধ্যে ইট কিনিতেন। একবার তিনি তাহাকে কথা দেন য অমুক দিন তোমাকে টাকা পরিশোধ করিয়া দিব। এখন সেই টাকা পরিশোধ করিবার দিনে ইতিহাস বিখ্যাত আশ্বিনের ঝড় আরম্ভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে মুসলধারে বৃষ্টিপাত। সেই ঝড় বৃষ্টিতে বাড়ির বাহির হয়

কাহার সাধ্য। দ্বারকানাথ কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের সকল নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সেই ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়াই ইট ব্যবসায়ীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কথা দিয়াছেন কথা রাখিতেই হইবে। এরূপ 'কথার মানুষ' খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এক কৃষ্ণপান্তিই এইরূপ কথার মানুষ ছিলেন। কিন্তু কথা রাখিবার জন্য এই রূপ সর্ব্বস্ব পণ করিতে না পারিলে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করা অসম্ভব।

দ্বারকানাথের উন্নতির দ্বিতীয় কারণ তাঁহার অনিন্দ্য চরিত্র এবং অমিত শ্রমশক্তি। প্রথম বয়সে তাঁহাকে অশিক্ষিত এবং অসচ্চরিত্র কারিগরগণের সহিত কাজ করিতে হইত। কিন্তু তাহা সত্বেও তিনি নিজের চরিত্র চিরদিন অক্ষুন্ন রাখিতে পারিয়া ছিলেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। ধূমপান, মদ্যপান, বা কোনরূপ নেশার জিনিস ব্যবহার তিনি জীবনে একটী দিনও করেন নাই। নেশা বা বাবুয়ানীর দিকে তাঁহার মন টানে নাই বলিয়াই বোধ হয় তিনি এত উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন।

যে ব্যক্তি বাল্যে দারিদ্র্যের কাশাঘাত সহ্য করিয়াছে, যৌবনে তাহার হাতে পয়সা পড়িলে স্বতঃই সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। কিন্তু দ্বারকানাথের চরিত্র একটু ভিন্ন ধাতুতে গঠিত ছিল। খুব প্রত্যুষে উঠিয়াই তিনি কর্ম্মে লিপ্ত হইতেন ও কাজের নেশায় এত বিভোর থাকিতেন যে কিছুতেই ক্লান্তি অনুভব করিতেন না। যৌবনের এই পরিশ্রমের অভ্যাস জীবনে তিনি ছাড়িতে পারেন নাই ও মৃত্যুর দুই দিন আগে অবধি তিনি বাড়ীর নিজস্ব মোটর গাড়ী থাকা সত্বেও হাঁটিয়া রাস্তায় বাহির হইতে সুখ বোধ করিতেন। ৮৪বৎসর বয়সে অক্লেশে ভিড়ের সময়েও একাকী রাস্তা পার হইতে পারিতেন। কখনও তাঁহাকে রোগশয্যায় পড়িতে হয় নাই ও কাহারও সেবা সুশ্রুষা লাভ করিবার তাঁহার আবশ্যক হয় নাই।

সামাজিক আচার ব্যবহারে তিনি খাঁটি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে তিনি একেশ্বর বাদী ছিলেন ও ঈশ্বর চিন্তায় তাঁহার অবসর সময় অতিবাহিত করিতেন।

তিনি জাতিতে সদ্গোপ ছিলেন ও সদ্গোপ জাতির মধ্যে কৌলিন্যপ্রথা বিদূরিত করিবার জন্য জীবনের শেষ ২৮ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া ছিলেন।

দ্বারকানাথ আজ নাই। কিন্তু তিনি যে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা "ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্" রূপে রূপ-পরিগ্রহ করিয়া কলিকাতার বুকের উপর অটুট রহিয়াছে—তিনি যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও বাঙালী জাতির সম্মুখে উজ্জ্বল রহিয়াছে। সে আদর্শ ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

দ্বারকানাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা পান নাই। বিদ্যার অহঙ্কার তাঁহার ছিল না; কিন্তু বুদ্ধি-বৃত্তিতে, উদ্ভাবনা শক্তিতে বা স্বাধীন চিন্তায় আধুনিক তথা-কথিত শিক্ষিত দিগের মধ্যে কয়জন তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন?

ওয়েষ্টিং হাউস্ ইলেকট্রিক ইঞ্জিন।

আজকাল যে কেবল কলিকাতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান সহরের লোকই ইলেট্রিক আলো পাখা ইত্যাদির সুবিধা ভোগ করিতে পাইবেন, আর সুদূর পল্লীবাসীগণ সে সুখ ও সুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকিবেন, তাহা নহে। পল্লীবাস এখন আর সেরূপ ভয়াবহ নাই। এখন ইচ্ছা করিলে ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক আলো, পাখা ও অন্যান্য সুখ সুবিধা সকলেই পাইতে পারেন, তা আপনি ঐসকল সহর হইতে যত দূরেই বাস করুন না কেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ওয়েষ্টিংহাউস ইলেকট্রিক কোম্পানির নাম জগতে সর্ব্বজন বিদিত। ইহাঁরা ইলেকটিক যন্ত্রাদি প্রায় ৫০বৎসর ধরিয়া প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন। ইহাঁরা বহু আয়াস করিয়া পল্লীগ্রামের লোকের সুবিধার জন্য অনেক দিন যাবৎ এই শ্রেণীর যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এই সকল, যন্ত্র এক্ষণে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আদৃত হইয়াছে। এ দেশের জন্যেও কলিকাতার বসা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ এই সকল যন্ত্রাদি আমদানি করিয়াছেন।

এই যন্ত্রের কার্য্য হইতেছে সাধারণ কেরোসিন তৈলের সাহায্যে ইলেকট্রিক প্রবাহ উৎপাদন করা ও তাহা ব্যাটারির মধ্যে সঞ্চিত করা। লোকে প্রয়োজনানুসারে ইলেকট্রিক আলো বা পাখা চালাইতে চাহিলে এইব্যাটারী হইতে শক্তি সঞ্চারিত হইয়া চলিবে। এইরূপ কয়েক দিন চলার পরে যখন ব্যাটারীর শক্তি ফুরাইয়া আসিবে তখন আবার ঐ ইঞ্জিন চালাইয়া তাহাকে আবার পূর্ণ শক্তিমান করিয়া লইলে হইবে। এইরূপে প্রয়োজনানুরূপ ব্যবহার করিলে কখনও সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন ইঞ্জিন চালাইতে হয়, কখনও আরও অল্প চালাইতে হয়।

এই ইঞ্জিন চালাইতে কোনও মিস্ত্রির আবশ্যক নাই। একবার ইহার ব্যবহার প্রণালী দেখিয়া লইলে সকলেই ইচ্ছামত চালাইতে পারিবেন। ইউরোপে ও আমেরিকায় স্ত্রীলোকেরাও ইহা চালাইয়া থাকেন। বিশেষ সুবিধা এই যে ইহা চালাইতে বাহুবলের প্রয়োগ করিতে হয় না। একটি যন্ত্রে হস্তক্ষেপ মাত্রই ইহা আপনা হইতে চলিতে আরম্ভ করিবে ও ইহার ব্যাটারী পূর্ণ শক্তিমান হইলেই আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যাইবে।

অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে আজ কাল মোটর গাড়ীর ইঞ্জিন start করিবার জন্য আর হাতল ঘুরাইতে হয় না, কেবল কয়েকটি সুইচ্ বা বোতাম টিপিলেই উক্ত ইঞ্জিন চলিতে আরম্ভ করে। এই ওয়েষ্টিং হাউস ইলেকট্রিক যন্ত্রও ঠিক ঐরূপ ভাবে নির্ম্মিত; একটি সুইচ টিপিলেই চলিতে আরম্ভ করে, আবার কার্য্য শেষ হইলে আপনা হইতে বন্ধ হয়।

এই যন্ত্রের সাহায্যে যে কেবল ইলেকট্রিক আলো ও পাখা চলিবে তাহা নহে। ইহা দ্বারা কূপ তড়াগ প্রভৃতি হইতে জল সরবরাহ হইবে, শীতকালে গৃহে বা বিছানায় উত্তাপ দিবে। এমন কি সাধারণ অগ্নির আবশ্যকতা থাকিবে না। পল্লীবাস যে এতকাল অন্ধকার ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য ভয়াবহ ছিল, এখন আর তাহা নাই।

আপনি হয়ত মনে মনে বলিতেছেন যে এ সব সুখ ও সুবিধা হইয়াছে বুঝিলাম, কিন্তু এই যন্ত্র চালাইতে খরচ কত? ইহার উত্তরে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সাধারণ কেরোসিন তৈলের আলো জ্বালিতে যে খরচ হয় সেই খরচেই আপনার ইলেকট্রিক আলো জ্বলিবে। ওয়েষ্টিংহাউস ইলেকট্রিক যন্ত্রের এই একটি বিশেষ সুবিধা।

আর ইহাতে আশ্চর্য্য হইবারও কারণ নাই। কারণ যখন ব্যাটারীর শক্তি হইতে আলো জ্বলিতে জ্বলিতে তাহার শক্তি ফুরাইয়া যায় তখনই কেবল ইঞ্জিন চালাইয়া তাহার শক্তি পূর্ণ করিয়া লইতে হয়। অন্য সময়ে কেবল ঐ ব্যাটারীর শক্তির সাহায্যে আলো বা পাখা চলিবে। সুতরাং যখন সপ্তাহে বা পক্ষান্তে একদিন মাত্র ইঞ্জিন চালাইতে হইবে তখন তাহার খরচ যে

সামান্য হইবে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

ওয়েষ্টিংহাউস ইলেকট্রিক যন্ত্র ছোট বড় সকল প্রকার বাটীর প্রয়োজনানুরূপ আকারে প্রস্তুত হইয়াছে, আপাততঃ রসা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কে যে গুলি পাওয়া যায় তাহার তালিকা দিতেছি।

১। ই। ৩০ **যন্ত্র**—ইহাতে দেড় ঘোড়ার জোরের ইঞ্জিন ও তৎসংলগ্ন ইলেকট্রিক যন্ত্র আছে। ইঞ্জিনের তলায় ২ গ্যালন কেরোসিন তৈল রাখিবার পাত্র আছে তাহা হইতে ইঞ্জিন আপনার প্রয়োজন মত তৈল টানিয়া লয়। সুইচ্ প্রভৃতি যন্ত্র ইহার সহিত সংলগ্ন। এই ইঞ্জিনের সাহায্যে একত্রে ৩৭টি ২০ বাতির আলো 20 candle power জ্বলিতে পারে। তবে ব্যাটারি (৩২ ভোল্ট) ভিন্ন ইঞ্জিন আপনা হইতে চলে না।

এই যন্ত্রের মূল্য——৭৫০৲

২। ই। ৩০ **নং যন্ত্র ও ৮০ আম্পেয়ার ব্যাটারী** (৩২ ভোল্ট) ইঞ্জিন না চালাইয়া কেবল মাত্র এই ব্যাটারীর সাহায্যে ২০টি বাতির আলো ৬ঘণ্টা কাল চলিবে। যাহাদের দুই চারিটি আলোর নিত্য প্রয়োজন যন্ত্র লইলেই চলিবে—

মূল্য ইঞ্জিন ও ব্যাটারি———১২০০৲

৩। ই। ৩০ **নং যন্ত্র ও ১২০ আম্পেয়ার ব্যাটারী** ইঞ্জিন না চালাইয়া কেবলমাত্র এই ব্যাটারীর সাহায্যে ৩২টি ২০ বাতির আলো ৮ ঘণ্টা কাল জ্বলিবে। যাঁহার অপেক্ষাকৃত বেশী আলোর প্রয়োজন, তাঁহার এই যন্ত্র লওয়া আবশ্যক—

মূল্য ইঞ্জিন ও ব্যাটারী —১৩০০৲

৪। **ই ৩০ নং যন্ত্র ও ২০০ আম্পেয়ার ব্যাটারী**। ইঞ্জিন না চালাইয়া কেবলমাত্র ব্যাটারীর সাহায্যে ৫৩ টি ২০ বাতির আলো ৮ ঘণ্টাকাল জ্বলিবে—

মূল্য ইঞ্জিন ও ব্যাটারী——১৪৫০৲

৫। ই ৬০ নং যন্ত্র। ইহাতে তিন ঘোড়ার
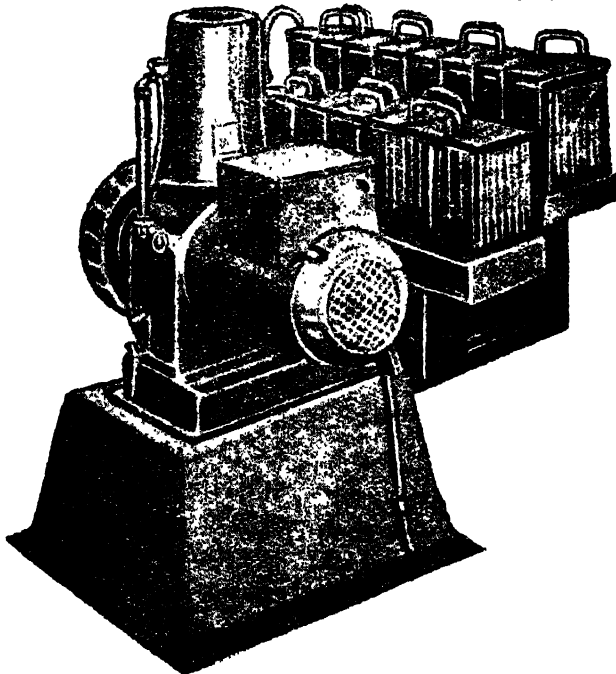
ইঞ্জিন ও তৎসংলগ্ন ইলেক্‌ট্রিক যন্ত্র আছে। ইঞ্জিনের তলায় ২ গ্যালন কেরোসিন তৈল রাখিবার পাত্র আছে, তাহা হইতে ইঞ্জিন আপনার প্রয়োজন মত তৈল টানিয়া লয়। সুইচ্‌ প্রভৃতি যন্ত্র ইহার সহিত সংলগ্ন। এই ইঞ্জিনের সাহায্যে একত্রে ৭৫টি ২০ বাতির আলো জলিতে পারে। তবে ব্যাটারি (৩২ ভোলট) ভিন্ন ইঞ্জিন চলিতে সুরু করে না। এই ইঞ্জিন চালাইয়া ৩ ঘোড়ার জোরের জন্য কলও চালাইতে পারা যায়।

এই যন্ত্রের মূল্য———৯০০৲

৬। **ই ৬০ নং যন্ত্র ও** ১২০ **আম্পেয়ার ব্যাটারী**। ইঞ্জিন না চালাইয়া কেবল এই ব্যাটারীর সাহায্য ৩২টি ২০ বাতির আলো ৮ ঘণ্টা কাল জলিবে।

এই যন্ত্র ও ব্যাটারীর মূল্য—১৬৫০৲

৭। **ই।৬০ নং যন্ত্র ও** ২০০ **আম্পেয়ার ব্যাটারী** (৩২ ভোল্ট) ইঞ্জিন না চালাইয়া কেবল ব্যাটারীর সাহায্যে ৫৩টি ২০ ৫৩টি ২০ বাতি ৬ ঘণ্টা কাল জলিবে।

এই যন্ত্র ও ব্যাটারীর মূল্য—১৭৫০

৮। ই। ৬৩ নং যন্ত্র। ইহাতে ই। ৬০ ইঞ্জিনের ন্যায় ইঞ্জিন আছে তবে ইহার সহিত ১১০ ভোল্টের ইলেকট্রিক যন্ত্র সংলগ্ন আছে। ইহাও ব্যাটারী ব্যতিত আপনা আপনি চলিতে পারে না। ইহার তলায় ৬ গ্যালন কেরোসিন তৈল রাখিবার পাত্র আছে। ইহার দ্বারা একত্রে ৭৯টি ২০ বাতির আলো জলিতে পারে।

৮। **ই। ৬৩ নং যন্ত্র ও** ১২০ **আম্পেয়ার ব্যাটারী** (১১০ ভোল্ট) কেবলমাত্র এই ব্যাটারীর সাহায্যে ৭৫টি ২০ বাতির আলো ছয় ঘণ্টা কাল জলিবে।

ইঞ্জিন ও ব্যাটারির মূল্য—২৯৫০

১০। ই। ৮৬ নং যন্ত্র। এই ইঞ্জিনও উপরিউক্ত ই। ৮৩ ইঞ্জিনের ন্যায় তবে প্রভেদ এই যে ইহা চালাইতে ব্যাটারির আবশ্যক করে না। মূল্য—১৫৫০

একখানি বড় ইলেকট্রিক পাখা চালাইতে পাঁচটি ২০ বাতির আলোর সমান শক্তি আবশ্যক করে। এই হিসাবে লোকে আপনার প্রয়োজনানুরূপ যন্ত্রের নির্ণয় করিতে পারিবেন।

যন্ত্র চালাইবার প্রণালী।

ওয়েষ্টিং হাউস ইঞ্জিনের ন্যায় ইহার ব্যাটারী একটি অতি আবশ্যকীয় জিনিষ। কারণ এই ব্যাটারী যদি ভাল না হয় বা ইহার কার্য্যের উপযোগী না হয়, তবে ইঞ্জিন কার্য্যের উপযুক্ত না হইয়া যদি ছোট ব্যাটারী লওয়া হয় তবে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শীঘ্র ইঞ্জিন চালাইতে হইবে সুতরাং ইঞ্জিন শীঘ্র নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এই সকল কারণে ওয়েষ্টিং হাউস কোম্পানি বেশ মোটা ধরণের মজবুত করিয়া যে ব্যাটারী প্রস্তুত করেন তাহা শীঘ্র নষ্ট হইবার নহে। এইরূপ ব্যাটারী সাধারণতঃ বাজারে পাওয়া যায় না।

ওয়েষ্টিং হাউস যন্ত্র চালাইতে শিক্ষা করিতে কোন আয়াস প্রয়োজন নাই। একটি যন্ত্রে হস্তক্ষেপ মাত্র ইহা আপনা হইতে চলিবে ও ব্যাটারী পূর্ণ শক্তিমান হইলেই আপনা হইতে বন্ধ হইবে। ইলেকট্রিকের কোনও অংশ বাহিরে নাই, সমস্ত বিশেষরূপে ঢাকা, সুতরাং যন্ত্রে হাত দিয়া বিপদের আশঙ্কা নাই।

আজকাল সংবাদ পত্রে এবং বক্তার বক্তৃতায় প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে পল্লীবাস না করিলে আমাদের জাতির কল্যান নাই। কথা সত্য হইলেও, পথ দেখাইতেছেন কয়জন লোক? যাহাতে লোকে সহরের সুখ ও সুবিধা পল্লীগ্রামও পাইতে পারেন, তাহার জন্য এই যন্ত্রের বিষয় লিখিত হইল।

ইহার দ্বারা ব্যবসায়ও চলিতে পারে। শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই যন্ত্রের বিষয় দেখিয়া শুনিয়া পল্লীগ্রামস্থ জমিদার মধ্যবিত্ত লোক দিগকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করিয়া যন্ত্রাদি লাগাইয়া ও তাহাদিগকে চালাইতে শিক্ষা দিয়া একটি লাভের ব্যবসায় করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন বৈদ্যনাথ মধুপুর প্রভৃতি স্থানেও অনেকে স্বাস্থ্যনিবাস করিয়াছেন তাঁহাদের জন্যও এই যন্ত্র বিশেষ উপযোগী। "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" নামোল্লেখ করতঃ পত্র লিখিলে সচিত্র মূল্য তালিকা এবং যাবতীয় জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর সাদরে প্রদত্ত হইয়া থাকে এবং এই কার্য্য প্রণালীও বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ নিয়োগী।

বাংলার অর্থোপার্জ্জন সমস্যা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ব্যবস্থাপক সভায় কেবল রাজবন্দীদের মুক্তি এবং দ্বৈতশাসন ধ্বংশের বিষয় আলোচনা করিলেই বাংলা দেশের উন্নতি হইবে না। এমন অনেক বিষয় আছে ব্যবস্থাপক সভায় যাহার আলোচনা করিলে গভর্ণমেণ্টও শুনিবেন এবং দেশেরও উপকার হইবে, কিন্তু তাঁহারা সেদিকে যাইবেন না।

প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে। ব্যবস্থাপক সভার মফস্বলের সদস্যগণকে, যাঁহারা ভোট দিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই এবং তাঁহাদের অনেকের ছেলেরা নিরক্ষর। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের জন্য গভর্ণমেণ্ট যত টাকা ব্যয় করেন, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তত ব্যয় করেন না; অথচ এই শিক্ষাবিভাগ হস্তান্তরিত বিষয়; সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজসমূহে গভর্ণমেণ্ট ছাত্র প্রতি বৎসরে ২৩৵২ খরচ করেন। সরকারী কলেজসমূহের মধ্যে কৃষ্ণনগর কলেজে ছাত্রপ্রতি ৪৯৬৷৬, হুগলি কলেজে ছাত্র প্রতি ৪৩৩৸৶, প্রেসিডেন্সী কলেজে ৩৬৬, এবং অন্যান্য কলেজে কিছু কম খরচ করেন।

গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত কলেজে ছাত্র প্রতি মাসে মাসে যে টাকা ব্যয় হয় বাহিরে আসিলে তাহাদের অনেকেই মাসে মাসে এই টাকা রোজগার করিতে পারে না। গভর্ণমেণ্ট ছাত্রপ্রতি যত টাকা ব্যয় করেন ছাত্রদের অভিভাবকেরা তত টাকা ব্যয় করেন না। পাঠশালায় ছাত্র ছাত্রীর শিক্ষার ব্যয় প্রতি জনে বার্ষিক ৩৸০ টাকা। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপধ্যায়ের সভাপতিত্বে, বাংলা সরকার ব্যয়হ্রাস কমিটি বসাইলে, কমিটি গভর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজগুলিকে বেসরকারী করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাহা করেন নাই, কিন্তু ভিখারীর ন্যায় যাঁহারা পল্লীগ্রামে নিরক্ষর ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ভোট ভিক্ষা করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহাদের দায়িত্ব ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাও ব্যবস্থাপক সভায় উচ্চ শিক্ষার ব্যয় হ্রাস করিয়া নিম্ন শিক্ষা বিস্তারের কোন চেষ্টাই করেন নাই।

দেশে নিম্নশিক্ষা বিস্তার হইলে কংগ্রেসের প্রভাব খর্ব্ব হইবে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা নিম্নশিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হন নাই। পল্লীর বহু ভোটার সদস্য প্রার্থীর যোগ্যতা অবগত না হইয়া কেবল মাত্র কংগ্রেসের নাম শুনিয়াই নিজেদের হিতাহিত বিবেচনা না করিয়াই কংগ্রেস পক্ষীয় সদস্যকে ভোট দিয়াছে। কিন্তু লেখাপড়া শিখিলে কিসে নিজেদের হিতাহিত হইবে তাহা বুঝিতে পারিবে, তখন হয় ত তাহারা কাহারও কথা না শুনিয়া গ্রামে গ্রামে নিজেরাই এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া আপনাদের হিতৈষীকে ভোট দিবে। পল্লীগ্রামে যাহারা ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছে, যদি তাহাদের অধিকাংশের নিজেদের হিতাহিত বিবেচনা করিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের ভোটে যাহারা ব্যবস্থাপক সভায় আসিতে পারিয়াছেন,

তাহাদের অনেককেই কখনও ভোট দিতেন না। তাহারা অন্যের কুপরামর্শে প্রলুব্ধ হইয়া আপনাদের হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া ভোট দিয়াছে। সংস্কার আইনে সরকার জনসাধারণকে যে অধিকার দিয়াছেন, তাহার অপব্যবহার হইয়াছে।

শিক্ষাবিভাগের পরিদর্শকগণের এবং সরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের বেতন যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু পল্লী গ্রামের পাঠশালার কোন উন্নতিই হয় নাই। যে সকল পাঠশালায় ৩০।৪০টী বালক পড়িতেছে, এরূপ অনেক পাঠশালার শিক্ষক মাসে ১ কি ২ টাকা সাহায্য পান। গভর্ণমেণ্ট সরকারী কলেজে ছাত্র প্রতি বৎসরে যত টাকা ব্যয় করেন, তাহাতে পল্লী গ্রামে একটী অবৈতনিক পাঠশালা চালান যায়। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের কাহারও কাহারও আত্মীয় হয় ত শিক্ষা বিভাগের উচ্চ বিভাগে চাকরী করেন, তাহাদের কাজ যাইবার আশঙ্কায় হয় ত কেহ কেহ এ বিষয়ের আলোচনা করেন নাই। শুধু সরকারের সহিত ঝগড়া করিলেই দেশোদ্ধার হয় না এবং ভণ্ডামীর দ্বারাও দেশোদ্ধার হয় না।

কলিকাতার জনসংখ্যা ১৩২৭৫৪৭; বৃটিশ সাম্রাজ্যে ইহাই দ্বিতীয় সহর। ১৭১০ সালে এই কলিকাতার লোকসংখ্যা ১০।১২ হাজার মাত্র ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইষ্টইণ্ডিয়া কোং এলাকাস্থিত স্থানের জনসংখ্যা এক লক্ষ ছিল। ১৮৩১ সালে ২২৯৩০৫ জন, ১৮৪০ সালে ৩৫৭৬৬, জন, ১৮৫০ সালে ৪ লক্ষ, ১৮৭২ সালে ৬৩৩০০৯, কলিকাতা ও সহরতলীর মোট সংখ্যা ৮২৯১৯৭ ছিল। ১৮৯১ সালে ৯৩২৪৪০ জন, ১৯০১ সালে ১১৪৫৯৩৩, জন এবং ১৯১১ সালে ১২৭২২৭৯ জন ছিল। হায়দ্রাবাদ, রেঙ্গুন, দিল্লী ও লাহোর এই চারিটী সহরে যত লোক বাস করে, কলিকাতা সহরেই তত লোক বাস করে। আহম্মদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বাঙ্গালোর, করাচী, কানপুর ও মীরাটে যত লোক বাস করে, কলিকাতা সহরে তদপেক্ষা অধিক লোক বাস করে। কলিকাতা বাসীদের মধ্যে প্রতি হাজারে ৬৬৫ জনের বাসস্থান কলিকাতার বাহিরে। ২॥ লক্ষ লোক কলিকাতায় স্থায়ী বাসিন্দা। প্রতি একর জমিতে ৬৯ জন বাস করে। লণ্ডনে প্রতি একরে ৬০ জন বাস করে।

কলিকাতা কর্পোরেশন স্বরাজ্য দলের প্রভাবে পরিচালিত। কর্পোরেশনের বার্ষিক যত টাকা আয়, অনেক প্রাদেশিক সরকারের এবং বড় বড় দেশী রাজ্যের তত টাকা আয় নহে। মিউনিসিপ্যালিটীও জেলাবোর্ডের ত কথাই নাই; কিন্তু কলিকাতায় প্রাথমিক শিক্ষা এখনও বাধ্যতামূলক প্রচলিত হয় নাই। অনেক দেশীয় রাজ্যে এবং বাংলার বাহিরে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিউনিসিপ্যালিটীতে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইয়াছে। পাঞ্জাবে অনেক পল্লীগ্রামে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় চলিতেছে। কলিকাতায় পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থাও সন্তোষজনক নহে।

বাংলায় যেরূপ ঘন বসতি তাহাতে বাহিরের কোন লোককে বাংলায় আসিতে দেওয়া উচিত নহে। অবাঙ্গালীদের উপর একটী বিশেষ ট্যাক্স বসাইলে বাংলার উন্নতি হইবে। বাংলার বাহিরে যদি বাঙ্গালীদের উপর ট্যাক্স বসে, তাহাতে বাঙ্গালী জাতির কোন ক্ষতি হইবে না। গত বৎসর একজন প্রবীণ ইংরাজ সিভিলিয়ান লেখককে বলিয়াছিলেন, "আমি যদি স্বরাজ্যদলে ভুক্ত হইয়া ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইতাম তাহা হইলে মাড়য়ারীদের উপর একটী বিশেষ ট্যাক্স বসাইবার চেষ্টা করিতাম।"

অবাঙ্গালীরা শুধু ব্যবসা, চাকরী ও মজুরীর জন্যই বাংলায় আসে নাই; অনেক অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ ও

কুষ্ঠ রোগীও বাংলায় আসিয়াছে। অবাঙ্গালী ভিক্ষুকের সংখ্যাও কম নহে। বহু গুণ্ডা ও চরিত্রহীন নর নারীও বাংলায় আসিয়া বাংলার নৈতিক উন্নতিতে বিঘ্ন ঘটাইয়াছে। বাংলা হইতে অবাঙ্গালী গুণ্ডা বহিষ্করণের জন্য গুণ্ডা আইন পাশ হইয়াছে। অ-বাঙ্গালী পকেটকাটা চোরও দস্যুরও অভাব নাই। বাংলার সহরগুলিতে বাঙ্গালী অপেক্ষা অবাঙ্গালীর আধিপত্যই অধিক। বাংলায় অবাঙ্গালীর অত্যাচারের সহিত ইংরাজের অবিচার বা অত্যাচারের তুলনাই হয় না।

সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলাম, এদেশে সবজজ মাসে যত টাকা বেতন পান, জাপানের প্রধান মন্ত্রীও ততই বেতন পান, অথচ কলিকাতা কর্পোরেশন গতবারে প্রধান কর্ম্মচারীর মাসিক বেতন ১৫০০৲ টাকা ধার্য্য করিয়াছিলেন, এবারে দুই হাজার টাকা হইয়াছে। এক ইংরাজ গভর্ণমেণ্টই এ দেশে অর্থের অপব্যবহার করেন নাই, উচ্চপদ পাইলে এ দেশের দেশহিতৈষী ব্যক্তিরাও অর্থের অপব্যবহার করিতে ইতঃস্তত করেন নাই। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও অর্থের অপচয় হইতেছে।

সরকারী চাকরীর শাসন বিচার প্রভৃতি বিভাগে ১৪১২৪২ জন, পুলিশ বিভাগে ১৬৮৩০৯, রেলওয়ে ১৬১৯১১, বনবিভাগে ৪২৭৫, শিক্ষকতা কার্য্যে ১১২৮৯৯, ডাক ও তার বিভাগে ৩৮৪০৩, জলযানে ২৮৬৩২ মোট ৬৫৫১৮১ চাকরীর দ্বারা প্রতিপালিত হয়। ইহার মধ্যে গ্রাম্য চৌকীদার, ডাকঘরের পিয়াদা, পুলিশের কর্ম্মচারী, আদালতের পিয়াদা, চাপরাশী, আরদালী, রেলওয়ে কারখানার মজুর ও রেল ষ্টেশনের কুলী, জমাদার প্রভৃতি ধরা হইয়াছে। মোটামুটী ধরিলে চাকরী দ্বারা শিক্ষিত পরিবারের ২॥ লক্ষ লোক প্রতিপালিত হয়। আইন ব্যবসা ও কাজির দ্বারা ৮৬৪০০ লোক প্রতিপালিত হয়। যাহারা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ও কলেজে অধ্যয়ন করেন তাহাদের শতকরা ৯৯ জন আইন, চিকিৎসা ব্যবসা কিংবা চাকরি দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের আশা করেন।

এখন হইতে বাঙ্গালী যুবককে ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের আশা করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কাল হইতে ব্যবসায়ী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এরূপ অবস্থায় কিছুদিনের জন্য কলেজগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়াই উচিত, অথবা যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা পাইবে তাহাদের উপর একটী বিশেষ ট্যাক্স বসান উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমাধারীরা দেশের ও গভর্ণমেণ্টের নিকট ঋণী। এই ঋণ পরিশোধের জন্য তাহাদের উপর বিশেষ ট্যাক্স বসান উচিত। তাহা হইলে যুবকগণ কলেজী বিদ্যায় অর্থ, সময় ও স্বাস্থ্য নষ্ট না করিয়া ব্যবসায়ে মনোযোগী হইবে, ইহাতে দেশের ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট হইবে না। ঘর সামলাইবার জন্য বাঙ্গালীকে কিছুদিনের জন্য রাজনীতিচর্চ্চা বন্ধ রাখিতে হইবে। কিসে বাংলার ব্যবসা আমাদের আয়ত্ব হয় তাহারই আলোচনা ও চেষ্টা করিতে হইবে।

আমরা জানি অনেক উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী, কেহ চাকরী প্রার্থী হইয়া তাহাদের নিকট যাইলে, তাহাকে ব্যবসা করিবার পরামর্শ দেন কিন্তু তাঁহারা নিজছেলের চাকরীর যোগাড় করিতে বিরত হন না।

ইউরোপীয়ান ও আমেরিকানরা একটা উদ্দেশ্য লইয়া এ দেশে বেড়াইতে আসেন; তাঁহাদের এই ভ্রমণে তদ্দেশবাসীরা উপকৃত হন কিন্তু বাংলার যে সকল ধনী বিলাতে বেড়াইতে যান, তাঁহাদের ভ্রমণের দ্বারা দেশের কতটা মঙ্গল হয়? দরিদ্রকে ব্যবসা করিতে উপদেশ দেওয়া হয় কিন্তু যাঁহাদের ধন আছে,

তাঁহারা তাঁহাদের উপার্জ্জিত অর্থ বৎসর বৎসর বিলাতে যাইয়া ব্যয় করিয়া আসেন।

কয়েকজন বাঙ্গালী উচ্চপদ পাইলেই দেশের দারিদ্র দূর হইবে না। মাড়য়ারী ও পার্শীদের মধ্যে কেহ লাটও হয় নাই, লর্ডও হয় নাই, কিন্তু তাহাদের অবস্থা বাঙ্গালীদের চেয়ে অনেক ভাল। বাংলার বাহিরে কয়েকটী প্রদেশে বাঙ্গালী উচ্চপদ পাইয়াছেন, কয়েকটী দেশী রাজ্যেও উচ্চপদ পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও বাঙ্গালীর দৈন্ত দূর হয় নাই, এবং হইতে পারেও না। সেই সেই প্রদেশে বা রাজ্যে বেশীর ভাগ বাঙ্গালী যাইয়া বাস করিবার সুবিধা পায় নাই। কিন্তু একজন মাড়য়ারী কি ভাটিয়া এদেশে আসিয়া ব্যবসা করিয়া ধনী হইলে আরও ৫০ জন দরিদ্র মাড়য়ারী কি ভাটিয়া তাহার সহায়তায় ব্যবসা করিবার সুবিধা পায়, তাহার গদিতেও তাহার দেশের অনেক লোক প্রতিপালিত হয়। ধনী মাড়য়ারী ও ভাটিয়া অন্যান্য স্থানে মোকাম খুলিয়া স্বজাতীয়কে প্রতিপালন করে।

বোম্বাইয়ে পার্শীদের সংখ্যা ১ লক্ষ; সমগ্র ভারতের অধিবাসীগণের শতকরা '০৩ জন মাত্র; কিন্তু ইহারা ভারতের নানাস্থানে ব্রহ্মদেশে, সিংহলে, চীন, শ্যাম ও প্রণালী উপনিবেশ সমূহে, মালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স ও বিলাতে এবং আরও অন্যান্য দেশে বৃহৎ কারবার চালাইতেছে। ভারতে ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে এই পার্শীজাতি কৃষিজীবী ছিল। বাংলাদেশে পার্শীদের সংখ্যা ৭৭০; ইহার মধ্যে কলিকাতায় বাস করে পুরুষ ৩৮৫ স্ত্রীলোক ২৩৫ মোট ৬২০, আর্মেনিয়ানদের কলিকাতায় বাস করে ৮৩১ ইহার মধ্যে পুরুষ ৩৩৪ জন। ইহুদীদের কলিকাতায় বাস করে পুরুষ ৮৯৬ স্ত্রীলোক ৯২৪, মোট ১৮২০ জন। জৈনদের সংখ্যা ১৩৩৬৯, কলিকাতায় বাস করে পুরুষ ৩৯১৭ স্ত্রীলোক ১৬০৭ মোট ৫৫২৪। এই তিন জাতি কলিকাতায় কোটী কোটী টাকার কাজ চালাইতেছে।

মাড়য়ারীরা সংখ্যায় দলপুরু বলিয়া বাংলার সহর ও পল্লীতেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু আর্মেনিয়ান ও ইহুদীরা কলিকাতা সহরে থাকিয়াই কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। বাংলা সরকারের বার্ষিক টাকা আয়, বাংলার পাটকল গুলির মালিক যত এবং পাটের ইংরাজ ও মাড়য়ারী দালাল এবং মহাজনদের আয় তদপেক্ষা অনেক বেশী। পৃথিবীর মধ্যে পাট বাংলারই একচেটিয়া ব্যবসায়; এই পাটের চট ও থলি না হইলে পণ্য দ্রব্য আমদানী রপ্তানী হয় না। কাপড়, সূতা, চিনি, শস্য, ময়দা, মশলা প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য পাটের চট ও থলি না হইলে আমদানী রপ্তানী হয় না। পৃথিবীর ব্যবসা যে জাতির করতলগত সে জাতির ঘরে অন্ন নাই। এ হেন বাঙ্গালী জাতি যদি সভ্য জাতি বলিয়া দাবী করে, তবে অসভ্য ও বর্ব্বর জাতি কাহারা? দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোজাতির সহিত বাঙ্গালীর পার্থক্য কি?

কেবল পুরাতন ইতিহাস আবৃত্তি করিলে অথবা বিদেশী সরকারকে গালাগালি দিলেই আমাদের দৈন্য দূর হইবে না; ইংরাজ বাংলার বস্ত্র শিল্প নষ্ট করিয়াছে ইহা সত্য; অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যভাগে নীলকর সাহেবেরা এদেশে কৃষকগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে ইহাও সত্য; কিন্তু এই ইংরাজের দ্বারাই বাংলা ও আসামে পাট ও চা আবাদের পত্তন হইয়াছে। যে ইংরাজ এদেশে নীল চাষের জন্য কৃষকগণের প্রতি অত্যাচার করিত, সেই ইংরাজই জার্ম্মানির কৃত্রিম নীলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে না পারিয়া নীলের ব্যবসা ত্যাগ করিয়াছে। বাংলা দেশ হইতে নীলচাষ উঠিয়া গিয়াছে। ইংরাজ

নীলের ব্যবসা ত্যাগ করিয়া পাট ও চায়ের ব্যবসা করিতেছে। ইহাতে তাহারা বৎসরে কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। পাট ও চা ভারতের প্রধান রপ্তানী পণ্য দ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। গত ৫০ বৎসরে এই অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছে।

বাংলায় যে সময়ে ইংরাজ ও মাড়য়ারী পাট ও চায়ের ব্যবসায়ে মনোযোগী হইয়াছে, বাঙ্গালী সেই সময়ে ইংরাজী শিখিয়া চাকরীর আশায় প্রলুব্ধ হইয়া এদিকে আদৌ দৃষ্টি রাখে নাই। কোন কোন শিক্ষিত বাঙ্গালী অবসর সময় রাজনীতি চর্চ্চায় অতিবাহিত করিয়াছে; চাকরী ও আইন ব্যবসায়ে প্রলুব্ধ হওয়ায় এবং রাজনীতি চর্চ্চায় মনোনিবেশ করায় আজ বাঙ্গালীর ঘরে অন্নাভাব হইয়াছে।

কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ বলে। কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য অনেক ধনী কাশ্মীর ভ্রমণে যান। কাশ্মীর ভ্রমণ ব্যয়সাধ্য, কেবল সৌন্দর্য্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। কাশ্মীর ভ্রমণে যাইলে অর্থের প্রয়োজন, ঘরের উপার্জ্জিত অর্থ সেখানে বাহির করিয়া আনিতে হয়। শিমলা, নাইনিতাল, ওয়ালটেয়ার, দার্জ্জিলিং, কালিম্পং কাসিয়ং, শিলং প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণে যাইলেও অর্থের প্রয়োজন। কোন জাতি ঘর হইতে টাকা আনিয়া বাংলায় আসিয়া ব্যয় করিয়া যায় নাই। সকলেই অর্থোপার্জ্জনের জন্য বাংলায় আসে; অনেকে রিক্ত হস্তে বাংলায় আসিয়া লক্ষপতি হইয়াছে। এদেশে আসিয়া ভৃত্য, মজুর কিম্বা পাচকের কাজে নিযুক্ত হইয়া শেষে স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করিয়া লক্ষপতি, কোটীপতি হইয়াছে।

আমরা স্বরাজ স্বরাজ বলিয়া চিৎকার করিতেছি কিন্তু আমরা কার্য্যতঃ আদৌ স্বাবলম্বী নহি। ধনী বাঙ্গালীর মটর চালাইতে হইলে শিখ ড্রাইভার না হইলে চলেনা, রান্নার জন্য হিন্দুস্থানী কি উড়িয়া বামুন আবশ্যক। উড়িয়া চাকর না হইলে চলে না, হিন্দুস্থানী মুটে মজুর চাই। দ্বারে পাহারা দিবার জন্য হিন্দুস্থানী, শিখ ও গুর্খা দ্বারবান চাই। হিন্দুস্থানী জমাদার না হইলে বাঙ্গালী জমাদারও ধনীর চলেনা। প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহের জন্য মাড়য়ারী চাই। রেলের জন্য মান্দ্রাজী ও শিখ চাই। হিন্দুস্থানী নাপিত ধোপা ও মেথরও আমদানী করিতে হইয়াছে। বাঙ্গালী ধনী কি জমিদারের ঘরে কোন বিদেশী গেলে তাহার ধারণা হইবে, যে বাঙ্গালী জাতির মত ধনীজাতি পৃথিবীতে নাই।

মান্দ্রাজ প্রদেশে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি কিন্তু বহু সহরে ব্যবসায়ের স্থান গুলি বেড়াইয়া দেখিলাম মান্দ্রাজের ব্যবসা বাণিজ্য মান্দ্রাজীদের হাতেই রহিয়াছে। এদেশের ব্যবসায়ে অন্য কোন জাতির আধিপত্য নাই। গান্টুরে অনেক ঘর মাড়য়ারী ব্যবসায়ী দেখিলাম। ইহারা এখানে সুতা ক্রয় করে এবং ঘৃত খরিদ করিয়া চালান দেয়; গান্টুর হইতে ওয়াগণ ওয়াগন ঘৃত বাংলায় আসিতেছে। মাদুরা সুক্ষ বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ; সেখানে কয়েকজন ভাটীয়া আছে, তাহারা সেখানের বস্ত্র বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশে রপ্তানী করে। নিজ মান্দ্রাজ সহরে কয়েকজন মাড়য়ারী ও গুজরাটী ব্যবসায়ী আছে। কোকোনদ, রাজামান্দ্রী, ভিজিয়ানা গ্রাম এবং বহরমপুরে ২১ জন মাড়য়ারী আছে। ইহারা বাংলায় পণ্যদ্রব্য রপ্তানী করে। বাংলার জন্যেই মান্দ্রাজের কয়েকটী জেলায় মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা টিকিয়া আছে। কারণ মান্দ্রাজের অনেক দ্রব্য বাংলায় আমদানী হয়। যে যে মোকাম হইতে আমদানী হয় সেই সেই মোকামে মাড়য়ারী আড্ডা গাড়াতে সমর্থ হইয়াছে। রেলে মান্দ্রাজী কর্ম্মচারীই দেখিলাম, পুলিসেও মান্দ্রাজী ব্যতীত অন্য জাতীয় কনেষ্টবল দেখিতে পাই নাই। কলিকাতায় ঘোড়ে

মোড়ে সার্জেণ্ট পাহারাওয়ালা থাকে, মাদ্রাজে সেরূপ দেখিতে পাইলাম না; গুর্খা, শিখ, তিব্বতী, হিন্দুস্থানী উড়িয়াও কাবুলী দেখিতে পাই নাই। সিংহলের ব্যবসা এখন মাদ্রাজীদের হাতে।

যাঁহারা ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট জানিতে চাই গ্রেট বৃটেন, আয়র্লাণ্ড ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্ম্মনি, ইতালী, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে মেথর, খানসামা, চাপরাশী, জমাদার, পাহারাওয়ালা, দ্বারবান্, মটর ড্রাইভার, বাটীর চাকর, নাপিত ধোপা প্রভৃতি কি বাহির হইতে আনীত? যাহারা দরিদ্র, দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহারাই কঙ্কালসার হইয়া বাংলার পল্লীতে বাস করিতেছে। যাহারা অবস্থাপন্ন তাহারা ম্যালেরিয়ার ভয়ে গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরবাসী হইয়াছে জমিদারেরাও গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরবাসী হইয়াছে। কিন্তু মাড়য়ারীরা গ্রামে গ্রামে যাইয়া ব্যবসা করিয়া লক্ষপতি হইতেছে। জমীদারেরা কলিকাতাবাসী হইয়া মাসে মাসে যে টাকা ব্যয় করেন, তাঁহারা স্বগ্রামে থাকিয়া সেই টাকা ব্যয় করিলে, তদপেক্ষা অধিক আরামে থাকিতেন এবং ইহাতে তাঁহাদের প্রজাদেরও মঙ্গল হইত।

মেদিনীপুর জেলার মফস্বলে কয়েক স্থানে মেদিনীপুর জমীদারী কোং'র ইউরোপীয় ম্যানেজার কাজ করিতেছেন; তাঁহারা ম্যালেরিয়ার ভয়ে কর্ম্মস্থান ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন নাই। কলিয়ারীতে ও চা বাগানে ইংরাজ ম্যানেজারেরা কেমন আরামে বাস করিতেছে। আসামে কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী, কিন্তু ইংরাজ ম্যানেজারেরা চা বাগানগুলি ত্যাগ করিয়া যান নাই। বাংলার জমিদার ও ধনবানেরা আরামের জন্য কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন, আর ইংরাজেরা জনমানবহীন স্থানে যাইয়া আরামে বাসের ব্যবস্থা করিয়া নেন। ইংরাজেরা যেখানেই যাউক এবং সেস্থানে যতই অসুবিধা থাকুক তাহার প্রতিকার করিয়া বাসস্থান আরামদায়ক করিয়া নেন। বাংলার ধনী ও জমিদারেরা স্বস্ব গ্রামের সামান্য অসুবিধাও দূর করিতে পারেন না।

শ্রীরামানুজ কর

চিনির ব্যবসায়ের বিবরণ

স্থলপথে চিনির আমদানী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্থলপথে এত অল্প পরিমাণ পরিষ্কৃত চিনি ভারতবর্ষে আমদানী হইয়া থাকে যে তাহা গননার মধ্যে না আনিলেও ক্ষতি নাই। গতবর্ষে মাত্র ৫১ টন চিনি স্থলপথে এদেশে আসিয়াছিল। উহার মূল্য ১০৯৬৪৲ টাকা।

পুনঃ রপ্তানী ঃ—

বিদেশ হইতে যত চিনি ভারতে আমদানী হইয়া থাকে, তার সমস্তই যে ভারতের নিজ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে। উহার কিয়দংশ আবার জগতের বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হয়। ঠিক কী পরিমাণ চিনি বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী হইয়া পুনর্ব্বার বিদেশে রপ্তানী হয় তাহা দেখাইবার জন্ত নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া হইল।

৪নং তালিকা।

ভারত হইতে বৈদেশিক চিনির পুনঃ রপ্তানী।

১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১২ মাসে।

(ক)

যে দেশে রপ্তানী হইয়াছিল।		মূল্য	পরিমাণ	(টন)
	১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬
গ্রেটবৃটেন	১৫৭০৮	৬১৫১	৫০	২৫৮৫
এশিয়াস্ত তুরস্ক	১৩০৮০	৫২৯৩	৩৫৮১	২১৫৭
এডেন	৩২৫১	১৭১২	৫৯৯	৬১২
আরব	৫৪৬৩	৫৫০২	৫৩৫৫	২১৬৯
পারস্য	৭২৫১	৪৭১৩	৫৩১৪	৩৯৪১
সিংহল	২৪৮৫	১৪০৭	৯৪৬	১৪৬৯
ঈজিপ্ট	...	৮০১	...	...
কেনিয়াকলোনি (+জাঞ্জীবার+পেম্বা)	৪২৭১	২৪৩২	৩০৯৩	১৫৯৮
অপরাপর দেশ	১১২২৮	৭৭৮০	৩০৫২	১৮৬২
মোট	৬২৯৬২	৩৫৮০১	২১৯৯০	১৬৩৯৩

(খ)

যে দেশে রপ্তানী তাহার নাম	মূল্য	(টাকা)		
গ্রেটবৃটেন	৬৪৮৫৮৭৩	৩০০৮৮৫৪	২০০'৫	৭৫২৮৫৯
এশিয়াস্ত তুরস্ক	৫০০৫৩৫৬	২৫৫৫৮১৩	১৭৮৪১০৪	৫৯৮৫০৬
এডেন	১২২০৪৩৫	৭৭৪৯৯৯	২৫০২০৫	১৬৭১০৬
আরব	২১২৯৫২৭	২৩২৬৫৬১	২০৯১১৬৫	৬৪২৫৮৮
পারস্য	৩৩৯২১৬৮	২০৬৯৯০২	২২৪১০১৩	১৩৫৯২২০
সিংহল	৯১২৫৪৫	৬১০৪৯৪	৩৩৮৬৪১	৪৬৩২৬১
ঈজিপ্ট	...	৩২১৫৭০	...	...
কেনিয়া জাঞ্জী বাজার এবং পেম্বা	১৫৪৯২৭৯	৯৯৬৭৬২	১১৮২৩৬৯	৪৮৮৫০৪
অপরাপর দেশ	৪৬৪০১৬৫	৩৬০২০৯৬	১২৪১৮৮৮	৫৫০৩১৮
মোট	২৬২৩৫৩৪৮	১৬০৬৭১০১	৯১৪৯৪৫০	৫০১২৩৬২

স্থলপথে রপ্তানী ঃ—

আলোচ্য বর্ষে ২৬৫৬২ টন পরিস্কৃত চিনি স্থলপথে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল।

Stock :—১৯২৬ সালে কলিকাতা, বোম্বাই, করাচী, মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুনের বন্দরে মোটামুটি ৪৩৪৬০ টন পরিস্কৃত চিনি জমায়েৎ ছিল। ১৯২৫ সালের ১লা এপ্রিলে জমায়েৎ ছিল ১০১১৫০ টন।

১৯২৫-২৬ সনে ভারতবর্ষে নিজ প্রয়োজনে কত চিনি ব্যবহৃত হইয়াছে ?

চিনির ব্যবসায় সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যে সকল কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতে ভারতবাসী বৎসরে কত চিনি খায় তাহার মোটামুটি হিসাব করিয়া বাহির করা যায়।

জমা—

	টন
১৯২৫ সালের ১লা তারিখে অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের জের	১০১৫০
ভারতে উৎপন্ন চিনি	১১৬৩০০
বৈদেশিক চিনি (সাদা এবং লাল) আমদানী	৭৩২৮০০
(ক) মোট—	৯৫০০৫০ টন

খরচ—

	টন
বৈদেশিক পরিস্কৃত চিনির রপ্তানী (জলপথে)	১৬৩৯০
ভারতে উৎপন্ন পরিস্কৃত এবং অপরিস্কৃত চিনির রপ্তানী—জলপথে	৬০০
স্থলপথে পরিস্কৃত চিনির রপ্তানী	২৬৫৬০
১৯২৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ জমা	৪৩৪৬০
(খ) মোট—	৮৭০১০ টন

(ক) হইতে (খ) বাদ দিলে ৮৬৩০০০ টন

পাওয়া যায়। অর্থাৎ ১৯২৫-২৬ সনে ভারতবর্ষ সর্ব্ব-সমেত ৮৬৩০০০ টন চিনি নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু ১৯২৪-২৫ সনে ভারতবর্ষ ৭০৯০০০ টন চিনি খরচ করিয়াছিল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ১৯২৫-২৬ সনে ভারতের চিনির চাহিদা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা মোটামুটি ১৫৪০০০ টন বাড়িয়া গিয়াছে।

ঠিক ঐ দুই বৎসর গ্রেটবৃটেন ও আমেরিকার চিনির চাহিদা কী অনুপাতে বাড়িয়াছিল তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নে একটী ক্ষুদ্র তালিকা জুড়িয়া দেওয়া হইল।

	১৯২৫	১৯২৪
গ্রেটবৃটেন	১৬৬২৯৮১	১৫৬৩১৩৭
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	৫৫১০০৬০	৪৮৫৪৪৭৯
	..	...

(৩) ঝোলাগুড় (molasses)

সাধারণতঃ একমাত্র জাভা হইতেই ভারতে ঝোলাগুড় আমদানী হইয়া থাকে। ১৯২৪-২৫ সালে ৫৭০০০ টন গুড় এদেশে আসিয়াছিল। উহার দাম ৩০লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৯২৫-২৬ সালে আমদানী মালের পরিমাণ বাড়িয়া ৭০৮০০ টনে পরিণত হয়। ঐ গুড়ের মূল্য বাবদ ৩৮ লক্ষ টাকা ভারতবর্ষকে পাঠাইতে হইয়াছিল।

ভারতবর্ষেও ঝোলাগুড় প্রস্তুত হয়। ১৯২৩ ২৪ এবং ১৯২৪-২৫ সালের উৎপন্ন মালের পরিমাণ যথাক্রমে ১২০০০০ টন এবং ৯৫০০০ টন। সাধারণতঃ তামাক "কিউর" করিবার জন্য এবং এক প্রকার সুরা তৈয়ারি করিবার জন্য ঐ গুড় ব্যবহৃত হয়।

(৪) অন্যান্য মিষ্টদ্রব্য। (confectionery)

১৯২৫-২৬ সনে জ্যাম ও জেলী ব্যতীত অন্যান্য মিষ্ট দ্রব্যের আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৪-২৫ সালে ২৩১৩৮১৩৲ টাকা মূল্যের ১০৯৪ টন মিষ্টান্ন বিদেশ হইতে ভারতে আসিয়াছিল। ১৯২৫-২৬ সালে ১২৯৮ টন মিষ্টান্ন আসিয়াছে। উহার মূল্য ২৪৮৪৭১৯৲ টাকা। ঐ বৈদেশিক মিষ্টান্নের কিয়দংশ ভারত হইতে পুনর্ব্বার বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে ৪১ টন এবং তৎপূর্ব্ব বর্ষে ১০৭ টন মাল বিদেশে চালান হইয়াছিল। উহাদের মূল্য যথাক্রমে ৫১৭৬৭৲ টাকা এবং ১২৬৩৪৪৲ টাকা।

কিছু কিছু confectionery ভারতেও তৈযারী হয়। আলোচ্য বর্ষে ঐরূপ দেশীয় confectoineryর ১৪১ টন বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। উহার মূল্য ১১৫০৩৫৲

(৫) শার্কর বা স্যাকেরিন্

(Saccharine)

নিম্নের তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে যে উক্ত পদার্থের আমদানী ক্রমাগত কমিয়া যাইতেছে।

সাল	আমদানী মালের পরিমাণ (পাউণ্ড)	মূল্য (টাকা)
১৯২২-২৩	১০০২৫৪ পাউণ্ড	৩৮৬৯০০৲
১৯২৩ ২৪	৩৩৯১৫ ,,	...
১৯২৪-২৫	২০৮৮ ,,	...
১৯২৫-২৬	১৪৮ ,,	১০৪৭০৲

চিনির ব্যবসায়ের হিসাব নিকাশ—বিভিন্ন প্রদেশে।

১। বাংলা

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মধ্যে বঙ্গ দেশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গুড় ও চিনি ক্রয় করিয়া থাকে। অবশ্য আমরা যে সব হিসাবের অবতারণা করিতেছি তাহা হইতে বাংলার লোকে বৎসরে ঠিক কী পরিমাণ চিনি বা গুড় আহার করিয়া থাকে তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। তবে ইহা নিশ্চিত যে বঙ্গদেশে চিনির কারবার বোম্বাই বা মান্দ্রাজের চিনির কারবার অপেক্ষা ঢের বেশী জোরাল। বঙ্গদেশে প্রতিবৎসর ২।৩ লক্ষ মণ পরিষ্কৃত চিনি আমদানী হইয়া থাকে। নিম্নের তালিকা হইতে আমদানীর পরিমাণ জানা যাইবে।

বৎসর	পরিমাণ (টন)	মূল্য (লক্ষ টাকা)
১৯২৫—২৬	৩১৪৪৭৫	৬২৫.৯৪
১৯২১—২২	৩৪৮৭২১	১১৯৩.৩৮
১৯১৩—১৪	৩৪৩৩৪৬	৬০২.৫৭

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গদেশে ৬৫৫৭৮ টন ঝোলা গুড় আমদানী হইয়াছিল। উহার মূল্য ৩৪৭৬৫৫৪৲ টাকা উহার সমস্তটাই জাভার আমদানী।

অপরিষ্কৃত চিনি এবং বীটচিনির আমদানী যথাক্রমে ৪০১ টন এবং ২১১৫ টন। উহাদের মূল্য যথাক্রমে ৭১ লক্ষ এবং ৫.২১ লক্ষ টাকা। বীট চিনির প্রধান বিক্রেতা হাঙ্গেরী। আলোচ্য বর্ষে হাঙ্গেরী ১৬২৭ টন বীট চিনি বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ১৯২৫-২৬ সালে ৩১৪৪৭৫ টন পরিষ্কৃত চিনি বাংলাদেশে আমদানী হইয়াছিল। উহার অধিকাংশই জাভায় প্রস্তুত।

গত তিন বৎসর কী পরিমাণ পরিষ্কৃত চিনি জাভা হইতে আমদানী হইয়াছিল তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

সাল	জাভা হইতে আমদানী পরিমাণ (টন)	জাভা হইতে আমদানী মূল্য (টাকা)	মোট আমদানী পরিমাণ (টন)	মোট আমদানী মূল্য (টাকা)
১৯২৫—২৬	১০৯৪৫৬	৬১৩৭৬১৮২	৩১৪৪৭৫	৬২৫৯৪১২০
১৯২৪—২৫	২১০১৪৭	৬৮১২০৮৪৫	২৮৪৪৯১	৭২৪৪৬৫৬
১৯২৩—২৪	১৫৪৩১৩	৫৭২৯৫৮৫৩	১৫৫৩৩২	৫৭৮০৫১৫৬

২। সিন্ধু প্রদেশ।

১৯২৪—২৫ সালে সিন্ধু প্রদেশে সর্ব্বসমেত প্রায় ১৯২৯৯৫ টন চিনি আমদানী হইয়াছিল। উহার মূল্য ৫৮০৫৫২০০৲ টাকা। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে মাত্র ৩৫১২৪৪৩৮৲ টাকা মূল্যের ১৬৯০০৩ টন চিনি আমদানী হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা শতকরা মাত্র ১২ ভাগ কম মাল আমদানী হইয়াছে বটে—কিন্তু দামের দিক দিয়া আমদানীর পরিমাণ ৩৯% কমিয়া গিয়াছে। চিনির মূল্য অযথা হ্রাস হইয়া যাওয়াই এই অসঙ্গতির একমাত্র কারণ।

যাহা হউক আমদানীর পরিমাণ কমিয়া গিয়াছিল বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে ঐ বৎসর সিন্ধু প্রদেশে চিনির চাহিদা ও কমিয়া গিয়াছিল। এবং চিনির দাম কমিয়া যাওয়ায় চাহিদা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বাড়িয়াছিল বলিতে হইবে। কেননা

১৯২৪—২৫ সালের শেষভাগে ৩৪৪০০ টন চিনি ষ্টকে জমায়েৎ ছিল কিন্তু ১৯২৫—২৬ সালের শেষ ভাগে দেখা যায় যে ৬২০০ টনের বেশী ষ্টকে জমা নাই।

জাভাচিনি ১০% বেশী আমদানী হইয়াছিল। কিন্তু মরিশাস ও ইউরোপীয় দেশ সমুহ হইতে বীট চিনি খুব অল্প পরিমাণে আমদানী হইয়া ছিল। আলোচ্য বর্ষে মরীশাস হইতে চিনি আসা একেবারেই বন্ধ হইয়া যায় এবং ইউরোপীয় দেশ সমুহ হইতে মাত্র ১৩৮২৮ টন বীটচিনি আমদানী হয়। ইউ-নাইটেড্ ষ্টেট্স্ সিন্ধু প্রদেশকে আদৌ চিনি সরবরাহ করিত না। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে ইউনাইটেড ষ্টেটস ৩·৯৫ লক্ষ টাকা মূল্যে ১৮২৫ টন চিনি সরবরাহ করিয়াছিল।

৩। বোম্বাই।

১৯২৪—২৫ সালের শেষভাগে খুব অল্প চিনিই বাড়তি ছিল। অথচ ঐ বৎসর ভারতে আঁকের চাষে তেমন সুবিধা হয় নাই। কাজেই বৎসরের প্রারম্ভেই আড়তদারেরা খুব বেশী পরিমাণ বীট ও জাভা চিনি ক্রয় করিতে আরম্ভ করে।

চিনি সরবরাহকারী হিসাবে সকল দেশের মধ্যে জাভার নামই বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। আলোচ্য বর্ষে জাভা হইতে পূর্ব্ব বর্ষের প্রায় দ্বিগুণ চিনি আমদানী হইয়াছিল। পর পর দুই বৎসরের আমদানীর পরিমাণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই একথা বুঝা যাইবে।

জাভা হইতে ১৯২৪—২৫ সালে আমদানির পরিমাণ—৬৮০০০ টন, ১৯২৫—২৬ সালে—১৩৯০০০ টন, কন্টিনেণ্ট হইতে বীট চিনির আমদানীও প্রায় ১২০০০ টন বাড়িয়াছিল। যে সমস্ত দেশ হইতে ঐ চিনি আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে হাঙ্গেরী, বেল্জিয়াম এবং যুক্ত রাজ্যের নাম উল্লেখ যোগ্য। মরীশাস হইতে বীটচিনি আসা একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়।

আলোচ্য বর্ষে খুব অল্প পরিমাণ চিনি আমদানী পুনঃ রপ্তানী (Reexport) হইয়াছিল। নিম্নের তালিকা দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

বোম্বাই হইতে পুন রপ্তানীর পরিমাণ—

সাল	পরিমাণ	মূল্য
১৯২২-২৩	৪০৩১৯ টন	১৬৮৫৭০৫০৲ টাকা
১৯২৩–২৪	১৫৪০১ টন	৬৪২৮১৯৫৲
১৯২৪ ২৫	১৪৯৫৭ ”	৬২৮১১৩৮
১৯২৫-২৬	১০১২১ ”	৩০৫২৫৩৭

১৯২২-২৩ সাল হইতে ১৯২৫-২৬ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর যে পরিমাণ চিনি বোম্বাই প্রেসীডেন্সীতে আমদানী হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

সাল	পরিমাণ (টণ)	মূল্য (টাকা)
১৯২২-২৩	১৫২০২২	৫০৭১৫৯৮৩
১৯২৩-২৪	১২৮৫২৫	৪৩০৬০২৪৫
১৯২৪-২৫	১৮৩১৬৭	৫৩৯১৩১২৩
১৯২৫-২৬	১৮৭২৬৭	৩৯৮০৮৬৬৪

৪। মান্দ্রাজ

মান্দ্রাজ প্রেসীডেন্সীর সমুদ্রপথে বহির্বাণিজ্যের বিবরণী হইতে জানা যায় যে উক্ত প্রেসীডেন্সীতে ১৯২৫ ২৬ সালে ২৬৪৭৩ টণ পরিষ্কৃত চিনি আমদানী হইয়াছিল। ইহার মূল্য ৬৫·৭১ লক্ষ টাকা।

পূর্ব্ববর্ষ অপেক্ষা আলোচ্য বর্ষের আমদানী পরিমাণের দিক দিয়া ২৭০৬ টন বা ৯ এবং মূল্যের দিক দিয়া ৪০·৬৬ লক্ষ টাকা বা ৩৮ কম। অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় মান্দ্রাজেও অধিকাংশ চিনিই—জাভা হইতে আমদানী হইয়াছিল। ১৯২৪-২৫ সালে মরিশাস ২৩৭ টণ বীটের চিনি পাঠাইয়াছিল; কিন্তু

সেপ্টম্বর	১৪—১৩—০	১৪—১৪—০	১৭—১২—০	১৫—০—০	১২—১৪—০	১২—১২—০
অক্টো	১৪—৬—০	১২—১৪—০	১৫—০—০	১৩—১০—০	১২—১৩—০	১১—১২—০
নভেম্বর	১৫—১৩—০	১৩—৮—০	১৫—৮—০	১৩—১০—০	১২—০—০	১১—১০—০
ডিসে	১৫—১০—০	১৪—১১—০	১৫—১২—০	১৪—১২—০	১২—০—০	১২—০—০
১৯২৬						
জানু	১৬—২—০	১৫—০—০	১৬—৮—০	১৫—১—০	১২—৪—০	১২—২—০
ফেব্রু	১৬—২—০	১৫—৭—৬	১৭—৮—০	১৬—৮—০	১২—৭—০	১২—৪—০
মার্চ্চ	১৫—১৪—৬	১৫—০—৬	১৬—৮—০	১৫—৬—০	১২—৭—০	১২—০—০

এই যে চিনির বাজারে জোয়ার ভাঁটা খেলিতেছে, মুল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে, ইহাতে ভারবাসী শুধু দর্শক মাত্র। কিউবা, জাভা ইহারা দুনিয়ার চিনির বাজার নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। বর্ত্তমানে কিউবা চিনির দর বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। অবশ্য তাহার এ প্রচেষ্টা কতদূর ফলবতী হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কেননা কিউবা ইক্ষু চাষ কমাইলেও ইয়োরোপে বীটের আবাদ বাড়াইয়া চলিয়াছে। তবে অদূর ভবিষ্যতে চিনির দর যে চড়িবে—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ বর্ত্তমানে (১৯২৫ ২৬) চিনি তৈয়ারী করিবার খরচা এবং উহার বিক্রয় দর প্রায় একরূপ বলিলেই চলে। এরূপ অবস্থা কখন স্থায়ী হইতে পারে না। ইহার দুই প্রকার পরিনতি হইতে পারে।

(১) এক শর্করা শিল্প ধ্বংস হইয়া যাওয়া। না হয় চিনির মুল্য বৃদ্ধি পাওয়া।

প্রথমটীর কল্পনা করা বাতুলতা মাত্র। কেননা শর্করার মত অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং দুনিয়ার সকল লোক কর্ত্তৃক নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্য আদৌ প্রস্তুত হইবে না এরূপ ধারণা করা অন্যায়।

কাজেই চিনির মুল্য বৃদ্ধি হওয়া ভিন্ন উপায়ন্তর নাই।

যাহাহউক, চিনির কারবারের হিসাব নিকাশ পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই, জগতের দেশ আমাদের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা কতদূর আগাইয়া গিয়াছে, আর আমরা কত পিছনে পড়িয়া আছি।

কিউবা ২১ সেণ্টে (cents) ২ পাউণ্ড চিনি বিক্রয় করিতে পারে অর্থাৎ ১মন চিনির মুল্য (খরচা ও লাভ সমেত) ৬৲ টাকা। এ সকল শুনিয়া ও দেখিয়া আমরা শুধু বিস্মিত হইয়া যাই। কিন্তু কবে সে দিন আসিবে যখন বৈজ্ঞানিক জগৎ আমাদিগকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিতে পারিবে না, বরং আমরাই আমাদিগের উন্নতির দ্বারা জগৎকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়া দিব?

———

বাংলার দিয়াশলাই শিল্প

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দিয়াশলাই শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে (১) Frame filling machine ব্যবহারকারী কারখানা গুলির উন্নতি সাধন করিতে হইবে।

(২) যে সমস্ত কারখানায় মেসীন ব্যবহৃত হয় না সে গুলি যাহাতে সহজে মেসীন ব্যবহার করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং

(৩) আরও নূতন নূতন কারখানা যাহাতে গড়িয়া উঠে তাহার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে।

প্রথমেই কথা উঠে, এই সমস্ত কারখানা বড় বড় ফ্যাক্টরীর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত টিকিতে পারিবে কি?

দুই দফায় ইহার উত্তর দিতে হয়।

প্রথমতঃ বৈদেশিক দিয়াশলাইয়ের সহিত প্রতিযোগিতার কথা।

বর্ত্তমানে বৈদেশিক দিয়াশলাইয়ের উপর গ্রোস প্রতি ১৷৷ দেড় টাকা শুল্ক ধার্য্য আছে। বরাবর এই শুল্ক বহাল থাকিলে দেশী দিয়াশলাই যে বৈদেশিক দিয়াশালাইয়ের সহিত অনায়াসে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অবশ্য বৈদেশিক দিয়াশালাইগুলি যে উৎকৃষ্টতর তাহা স্বীকার করি। কিন্তু উচ্চহারে শুল্ক ধার্য্য থাকায় দেশী দিয়াশলাই অপেক্ষা উহার মূল্য বাড়িয়া যাইবে এবং অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হইলেও লোকে সস্তাদরের দেশী দিয়াশলাই কিনিতে দ্বিধা বোধ করিবে না। অবশ্য অন্য দেশ হইলে কি হইত বলিতে পারি না, তবে ভারতের বাজারে মালের কাটতি যে তাহার মূল্যের অল্পতার উপর নির্ভর করিতেছে সে বিষয়ে মত দ্বৈধ নাই।

দ্বিতীয়তঃ বৈদেশিক মূলধনে স্থাপিত বড় বড় ভারতীয় ফ্যাক্টরীর সহিত প্রতিযোগিতা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাংলার অধিকাংশ ছোট (দিয়াশালাইয়ের) কারখানাই হাওড়া, বাঁটরা সালকিয়া, টালিগঞ্জ, বেলিয়াঘাটা, উল্টডাঙ্গা, বরানগর প্রভৃতি কলিকাতার সন্নিকটস্থ স্থানেই অবস্থিত, অথচ এখানে অনেকগুলি বড় বড় ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী রহিয়াছে। তবুও যখন এ গুলি টিকিয়া রহিয়াছে তখন ছোট খাট কারখানাও যে অতিকায় কারখানার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের কোন কারণ নাই। বড় কারখানা গুলির পুঁজির জোর খুব বেশী। তাহারা বাজার দখল করিবার জন্য এজেন্ট দিগকে ধারে মাল ছাড়িয়া দেয় এবং কখন কখন কিস্তিবন্দীতে মূল্য আদায় করে। ছোট কারখানার পুজি অল্প। কাজেই মাল কাটাইবার জন্য বাধ্য হইয়া তাহাকে গ্রোস প্রতি ২।৩ আনা কম দাম লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। কিন্তু এত করিয়াও যখন তাহারা উঠিয়া যায় নাই, তখন বুঝিতে হইবে ছোট কারখানার মাল উৎপাদনের খরচা বড় কারখানার মাল উৎপাদনের খরচা অপেক্ষা খুব বেশী নহে। সত্যবটে বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার দরুণ বড় কারখানায় অল্প মজুরেই কাজ চলে। কিন্তু বড় কারখানার যে আদৌ অসুবিধা নাই এমন নহে।

(১) ইহাদিগকে বিপুল মূলধনের উপর উচ্চ হারে সুদ দিতে হয়।

(২) বড় বড় ইমারত ও কল কারখানার পিছনে অনেক টাকা আটকাইয়া থাকে।

কিন্তু ছোট কারখানা গুলির এসব হাঙ্গামা নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ছোট কারখানা গুলিকে বর্ত্তমানে নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; সেই অসুবিধা গুলি দূর করিতে পারিলে ইহাদের মাল উৎপাদনের খরচা আরও কমিয়া যাইবে। বর্ত্তমানে ইহারা ।৵০ আনা দরে ১ গ্রোস কাঠি কিনিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের মনে হয় গভর্ণেমেন্ট একটু চেষ্টা করিলেই ৵১০ কিম্বা ৶০ দরে কাঠিও সরবরাহ করিতে পারেন। ইহাতে এক গ্রোস দিয়াশালাই এর উৎপাদনের খরচা ৯৲ টাকার ও কম হইবার সম্ভাবনা। তাহার পর কাগজ, বারুদ প্রস্তুতের উপযোগী রাসায়নিক পদার্থ সমূহ ও অন্যান্য অনেক কিছুই অপেক্ষাকৃত সস্তাদরে সরবরাহ করা যাইতে পারে। তাহাতে দিয়াশালাই শিল্প আরও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

গভর্মেণ্ট বলিয়া থাকেন দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই উন্মুখ। এই তরুণ কুটির শিল্পটীকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহারা অগ্রসর হইবেন কি?

গভর্মেণ্ট কী করিতে পারেন?

প্রশ্ন হইতেছে, এতদসম্পর্কে গভর্মেণ্ট কী করিতে পারেন? দিয়াশালাই শিল্পের উন্নতি কল্পে গভর্মেণ্টের কী করিবার আছে?

আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি মত আমরা এপ্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমেই দেখা উচিত ছোট ছোট কারখানা গুলির অভাব কিসের? কি জন্য তাহাদের উৎপাদনের খরচা বেশী হয়?

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি প্রধানতঃ কাঠি, বাক্স, কাগজ ও বারুদ অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্যে কিনিতে হয় বলিয়াই ছোট কারখানা গুলিতে দিয়াশালাই প্রস্তুত করিতে অধিক খরচা পড়ে। নিম্নলিখিত উপায়ে গভর্মেন্ট অল্প মূল্যে ঐ সকল দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারেন।

১। কাঠি:—

সাধারণতঃ গেঁয়ো কাঠ হইতেই এতদ্ অঞ্চলে দিয়াশালাইএর কাঠি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচুর পরিমানে গেঁয়ো গাছ পাওয়া যায়। কিন্তু যাহারা ছোট খাট কারখানা খুলিয়াছে তাহারা কিছু আর সরাসরি সুন্দরবন হইতেই কাঠ আনাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে না। কাজেই তাহাদিগকে কাঠের জন্য কাঠ ব্যবসায়ীদিগের উপর নির্ভর করিতে হয়। এদিকে দিয়াশালাই প্রস্তুত করিবার জন্য গেঁয়ো কাঠের অত্যন্ত চাহিদা দেখিয়া কাট ব্যবসায়ীরা ইহার দাম অত্যন্ত বাড়াইয়া দিয়াছে। ছোট ছোট কারখানা গুলি বাধ্য হইয়াই ঐ চড়া দামে কাঠ কিনিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ চড়া দাম দিয়াও যদি তাহারা সাচ্চা মাল পাইত তাহা হইলেও কথা ছিলনা; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহাও পাইবার সম্ভাবনা নাই। বড় বড় কারখানাগুলি ব্যাপারীদের সহিত পূর্ব্ব হইতেই চুক্তি করিয়া রাখে। তাহারা পাইকারী দরে মাল খরিদ করে। ব্যাপারীরা প্রধান খরিদদার দিগকে চটাইতে পারে না কাজেই তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাঠ গুলি সরবরাহ করিতে হয়। পরে তাহাদিগের চাহিদা মিটাইয়া যে নীরেস কাট অবশিষ্ট থাকে সেইগুলি ছোট কারখানা ওয়ালাদের

ঘাড়ে চাপাইয়া থাকে। এই সমস্ত কাট হইতে যে কাঠি বা বাক্সের পাত পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প। তাই বর্ত্তমানে ছোট কারখানা গুলিতে ২ গ্রোস কাঠি প্রস্তুত করিতে প্রায় ।৶ আনা খরচা পড়ে। গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে অল্পায়াসেই ইহার অর্দ্ধেক মূল্যে কাঠি সরবরাহ করিতে পারেন।

আমাদের মতে সুন্দরবন অঞ্চলের কোন উপযুক্ত স্থানে (যেখানে প্রচুর পরিমাণে দিয়াশলাইয়ের কাঠি প্রস্তুতোপযোগী কাঠ কিনিতে পাওয়া যায় অথচ যেখান হইতে কলিকাতায় মাল আনিবার সুবিধা আছে) গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে একটী কাঠি ও বাক্সের কাঠ তৈয়ারী করিবার কারখানা খোলা উচিত; এই কারখানা বিনা লাভে ছোট ছোট কারখানাগুলিকে কাঠি সরবরাহ করিবে। আমাদের মনে হয়, এই উপায় অবলম্বন করিলে ছোট কারখানা-গুলি ৵০ বা ৶০ আনা দরে ১ গ্রোস কাঠি পাইতে পারে।

গভর্ণমেণ্টকে যে চিরদিনই এইভাবে সাহায্য করিতে হইবে, তাহা নহে। কিছুদিন পরে যখন দেশীয় দিয়াশলাই—শিল্প আপনার ভিত্তি আরও একটু দৃঢ় করিয়া লইবে তখন অল্পে অল্পে উক্ত Pioneer কারখানাটার সমস্তভার মিলিত দিয়াশলাই কারখানাগুলির স্কন্ধে চাপাইয়া গভর্ণমেণ্ট সরিয়া দাঁড়াইলেও ক্ষতি নাই।

২। বারুদের উপকরণ ও কাগজ প্রভৃতি :—

ছোট ছোট কারখানাগুলি এক সঙ্গে অনেক উপকরণ কিনিতে পারে না। কাজেই তাহাদের পক্ষে সরাসরি বিলাত বা অন্য কোন ইউরোপীয় দেশ হইতে মাল আনাইয়া লওয়া অসম্ভব। তাহাদের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ঐ সমস্ত মাল সরবরাহ-কারিগণ তাহাদিগকে ঠকাইয়া লইতেছে। একে তাহাদিগকে ষোল আনার যায়গায় আঠার আনা মূল্য দিয়া মাল খরিদ করিতে হয়; তাহার উপর আবার অধিক মূল্য দিয়াও উৎকৃষ্ট মাল পাইবার উপায় নাই।

এক্ষেত্রেও গভর্ণমেণ্ট হইতে ঐসকল দ্রব্য উচিত মূল্যে সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে একটী Sale Depot স্থাপন করিলে যথেষ্ট সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। সমবায় নীতি অবলম্বন করিয়া কারখানার মালিকেরাও ঐরূপ একটী সেল্ ডিপো খুলিতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমানে, দিয়াশলাইয়ের কারখানা গুলির মধ্যে কোন রূপ দৃঢ় বন্ধন নাই; কাজেই গভর্ণমেণ্ট হইতে pioneer ষ্টোর খুলিলেই ভাল হয়।

যাহাহউক, ঐ ষ্টোর এদেশের চাহিদা অনুযায়ী মাল বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া বিনা লাভে বা নাম মাত্র লাভে ছোট ছোট কারখানা গুলিকে বিক্রয় করিবে। ইহা দ্বারা দুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। প্রথমতঃ অল্প মূল্যে কাগজ ও বারুদের উপকরণ কিনিতে পাওয়ায় দিয়াশলাই প্রস্তুত করিবার খরচের বড়তা কমিয়া যাইবে, দ্বিতীয়তঃ খাঁটি জিনিস দিয়া বারুদ প্রস্তুত হইলে তাহাদিগের কারখানায় প্রস্তুত দিয়াশলাইগুলিও বড় কারখানায় প্রস্তুত দিয়াশলাইয়ের মত উৎকৃষ্ট হইবে।

৩। Frame filling machinge :—

ফ্রেম ফিলিং মেসীন ব্যবহার করিবার উপযোগিতা কি—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যে সমস্ত ছোট কারখানায় ফ্রেম্‌ফিলিং মেসীন ব্যবহৃত হয় না তাহা দের মালিকেরাও এই যন্ত্রের উপযোগিতার কথা অস্বীকার করেন না। কিন্তু মুস্কিল হইতেছে উহার দাম লইয়া। বর্ত্তমানে প্রধানতঃ জাপানই ঐ মেসীন সরবরাহ করিয়া থাকে। ঐরূপ একটী জাপানী যন্ত্রের মূল্য অল্পাধিক সাতশত টাকা (৭০০৲)। এত টাকা খরচ করিয়া যন্ত্র কিনিবার সামর্থ্য সাধারণ লোকের নাই। তাই ছোট কারখানাগুলিতে এই যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ অভাবও যে দূরপনেয় তাহা

মনে করিবার কোন হেতু নাই। আমাদের মনে হয়, এ দেশেই ঐ যন্ত্র তৈয়ারী করা সম্ভব এবং গভর্ণমেন্টের শিল্প বিভাগ একটু উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেই উহা তৈয়ারী করিয়া সাতশত টাকা কেন উহার অর্দ্ধেক বা তাহা অপেক্ষাও অল্প মূল্যে ছোট ছোট কারখানাগুলিকে সরবরাহ করিতে পারেন।

ইদানীং কুটির শিল্পের উন্নতি কল্পে বাংলা গভর্ণমেন্ট যথেষ্ট আন্তরিকতা ও উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। কাজেই তাঁহারা দিয়াশলাই শিল্পের ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য যে ফ্রেম্‌ফিলিং মেসীন তৈয়ারী করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন তাহা সর্ব্বতোভাবেই আশা করা যায়।

৪। **টাকা কড়ি (মূলধন)** ঃ—

ছোট ছোট কারখানাগুলির প্রধান অসুবিধা এই যে তাহাদের মূলধন অত্যন্ত অল্প। বড় বড় কারখানা যেমন ধারে মাল বেচিতে পারে ছোটরা সেরূপ ধারে মাল ছাড়িতে গেলে অর্থাভাবে তাহাদের কারবার অচল হইয়া উঠে। ঠিক কী উপায়ে যে এ অসুবিধা দূর করা সম্ভব তাহা বলিতে পারি না। তবে আমাদের মনে হয়, কোন ব্যাঙ্ক যদি কারখানার অবস্থা দেখিয়া ইহার ষ্টকের উপর টাকা অগ্রিম ছাড়িতে রাজী হয়, তবেই এ সমস্যার সম্যক্‌ সমাধান হইতে পারে। এ বিষয়ে কতদূর কী করা যায়, গভর্ণমেণ্ট তাহা ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

যাহা হউক উল্লিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিলে ছোট কারখানাগুলিতে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে উৎকৃষ্টতর দিয়াশলাই প্রস্তুত হইতে পারিবে। কিন্তু তাহা হইলেই যে সকল আপদ ঘুচিয়া গেল এমন নহে। কিছুদিন যাবৎ এই তরুন শিল্পটিকে ফ্যাক্টরীর সহিত অসম প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

১। **বৈদেশিক প্রতিযোগিতা** ঃ—

বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে দিয়াশলাই শিল্পকে রক্ষা করিতে হইলে বর্ত্তমানে বিদেশী দিয়াশলাইএর উপর গ্রোস-প্রতি যে ১৷৹ দেড় টাকা কষ্টম্‌ ডিউটি বা আমদানী শুল্ক ধার্য্য আছে, উহা বহাল রাখিতে হইবে।

কেহ কেহ মনে করেন দিয়াশলাইয়ের উপর ঐরূপ কর বসান অন্যায়। কেন না উহাতে দিয়াশলাইয়ের দাম বাড়িয়া যায় এবং প্রকারান্তরে দরিদ্র জনসাধারণকেই সেই করভার বহন করিতে হয়।

কিন্তু বর্ত্তমানে বৈদেশিক দিয়াশলাইয়ের উপর যে কর ধার্য্য আছে উহা আদৌ রক্ষা শুল্ক নহে ; রাজস্ব হিসাবেই উহা গ্রহণ করা হয়। কাজেই পরোক্ষভাবে দরিদ্রের উপর চাপ পড়িলেও উহা তুলিয়া দেওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ যদি দরিদ্র জনসাধারণকেই রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্স তুলিয়া দিবার পূর্ব্বে আরও অনেক কিছুর উপর হইতেই ট্যাক্স তুলিয়া দিতে হয়। তাহার মধ্যে নূনকরের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যাঁহারা রাজস্বের আয়-ব্যয়ের অনুমাত্র সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন এই সমস্ত ট্যাক্স তুলিয়া দেওয়া কত কঠিন।

তৃতীয়তঃ দিয়াশলাই-কর দেশের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করে নাই ; বরং দেশের মধ্যে দিয়াশলাই শিল্প গড়িয়া উঠিবার সুবিধা করিয়া দিয়া আমাদের পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছে। দিয়াশলাই বাবদ প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে চলিয়া যাইত, দিয়াশলাই শুল্কের কল্যাণে এখন তাহার কিছুটা রদ হইয়াছে এবং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতের ফ্যাক্টরীগুলিই দেশের সমস্ত চাহিদা মিটাইতে পারিবে।

বর্ত্তমানে দিয়াশলাই-শুল্ক রাজস্ব হিসাবেই গ্রহণ করা হয়—ইহাতে আপত্তি তোলা ত দূরের কথা, আমাদের মনে হয় রক্ষা-শিল্প হিসাবেই ইহাকে গ্রহণ

করা উচিত। তাহা হইলে হয় ত দেশীয় দিয়াশলাই শিল্প আরও দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

লোকে অবাধবাণিজ্যের পক্ষ লইয়া যতই ওকালতি করুক না কেন, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই তরুণ শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য বৈদেশিক পণ্যের উপর রক্ষা-শুল্ক বসান হইয়াছে। গাছকে বাঁচাইতে হইলে তাহার চারিদিকে বেড়া দিয়া রাখিতে হয়—ছোট্ট বালকটীকে মানুষ করিতে হইলে তাহাকে সকল প্রকার আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হয়; তাহা হইলে তরুণ শিল্পকে বৈদেশিক শিল্পের সহিত অসম প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য বৈদেশিক পণ্যের উপর শুল্ক বসাইতে দোষ কি? ফলকথা, রক্ষা-শুল্কের স্বাপক্ষে যত কথা বলিবার আছে ইহার বিপক্ষে তত কথা বলিবার নাই। কাজেই বর্ত্তমানে বৈদেশিক দিয়াশলাইএর উপর যে কাষ্টম ডিউটী আছে উহাকে Protective করিলে, লাভ ব্যতীত যে লোকসান হইবে,—এমন কথা আমাদের মনে হয় না।

২। ভারতে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় ফ্যাক্টরীগুলির সহিত প্রতিযোগিতাঃ—

যে সমস্ত ফ্যাক্টরীতে সকল কার্য্যই বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত যন্ত্র দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে তাহাদের উৎপাদনের খরচা অপেক্ষাকৃত অল্প। কাজেই তাহাদিগকে ছোট কারখানার সহিত সম পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। ইহাতে বড়র সহিত সমান ভাবে প্রতিযোগিতা করিতে না পারিয়া ছোটরা মারা যাইবে।

আমাদের মনে হয় গভর্ণমেণ্ট যদি বড় কারখানাগুলির উপর কিছু কিছু excise duty বসান তাহা হইলে ছোট কারখানাগুলি বাঁচিয়া যাইতে পারে।

বাংলায় মাত্র ৭।৮ টী বড় কারখানা আছে। (যাহাতে প্রত্যহ ২৫০ গ্রোসের বেশী দিয়াশলাই প্রস্তুত হয়)। ইহাদের অধিকাংশই যে বৈদেশিক মূলধনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিদেশীগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে—সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। Excise duty স্থাপন করিলে ২।১টী ভারতীয় কারখানা একটু অসুবিধায় পড়িবে বটে, কিন্তু শতাধিক ছোট কারখানা যথেষ্ট সুবিধা লাভ করিবে বলিয়া মোট কল্যাণের পরিমাণ অকল্যাণ অপেক্ষা ঢের বেশী হইবে।

গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে excise duty স্থাপনের পক্ষে যে অন্য যুক্তির অবতারণা করা যায় না—এমন নহে। এ দেশে দিয়াশলাইএর ফ্যাক্টরী স্থাপিত হওয়ায় বৈদেশিক দিয়াশলাইএর আমদানী কমিয়া গিয়াছে। ফলে, বৈদেশিক দিয়াশলাইএর উপর হইতে যে কাষ্টম ডিউটি আদায় হয়, তাহার পরিমাণও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা গভর্ণমেণ্টের যে ক্ষতি হইতেছে, দেশীয় বড় ফ্যাক্টরীতে প্রস্তুত দিয়াশলাইএর উপর excise duty স্থাপন করিলে তাহার কিয়দংশ পূরণ হইতে পারে। Excise duty স্থাপনের আরও একটী সুফল এই যে ইহা দ্বারা এ দেশের দিয়াশলাই শিল্পে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মূলধন নিয়োজিত হইবার সম্ভাবনা কম।

যাহা হউক, এখন কী ভাবে excise duty স্থাপন করা যাইতে পারে তাহাই আলোচনা করা যাউক।

যে সমস্ত বড় ফ্যাক্টরীতে দৈনিক ২৫০ গ্রোস দিয়াশালাই প্রস্তুত হয়, সেই সমস্ত ফ্যাক্টরীর দিয়াশালাইয়ের উপর গ্রোস প্রতি ।০ আনা excise duty ধার্য্য করা যাইতে পারে। ঠিক চারি আনাই যে বসাইতে হইবে এমন কোন কথা নাই, তবে ডিউটির পরিমাণ এমন অল্প করিতে হইবে যাহাতে দেশী দিয়াশালাই বর্ত্তমানের ন্যায় খুচরা এক পয়সা

দরেই বিক্রয় করা যাইতে পারে। কেননা বিদেশী দিয়াশালাইগুলি সাধারণতঃ এক একটী দেড় পয়সা দরে বিক্রয় হয়। দেশী ফাক্টরীতে প্রস্তুত দিয়াশালাই উহা অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবেই নিকৃষ্টতর। কাজেই একটী দেশী দিয়াশালাইয়ের দাম এক পয়সার বেশী হইলে কেহই দেশী দিয়াশালাই ক্রয় করিবে না।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের ছোট কারখানাগুলিতে এক গ্রোস দিয়াশালাই প্রস্তুত করিতে বর্ত্তমানে গড়ে ১৵ আনার বেশী খরচ পড়ে না। বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত ফাক্টরীগুলি উল্লিখিত কারখানা অপেক্ষা নানা বিষয়ে সুবিধা ভোগ করে। কাজেই তাহাদের উৎপাদনের খরচা নিশ্চয়ই উহাদের অপেক্ষা অনেক কম। গ্রোস প্রতি ।০ আনা excise duty স্থাপন করিলেও উহাদের খুচরা ১ পয়সায় ১টী দিয়াশাই বিক্রয় করিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হইবে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নাম মাত্র excise duty স্থাপনের ফলে বড় কারখানাগুলি আদৌ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে না, অথচ ছোট কারখানাগুলি যথেষ্ট সবল হইয়া উঠিবে।

চিরদিন ঐ ডিউটী বহাল রাখিবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নাই। দেশীয় দিয়াশালাই শিল্পের আর একটু উন্নতি হইলে অর্থাৎ ছোট ছোট কারখানাগুলির ভিত্তি আরও একটু দৃঢ় হইয়া উঠিলে উক্ত excise duty অনায়াসেই তুলিয়া দেওয়া চলিবে।

আমরা বাংলার দিয়াশালাই শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা ও সেই অবস্থার উন্নতির উপায়গুলি আলোচনা করিলাম। এই উপায়গুলি অবলম্বন করিতে পারিলে বাংলার দিয়াশালাই শিল্প কুটীর শিল্প হিসাবে সাফল্য লাভ করিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। আর গৃহ শিল্প হিসাবে দিয়াশালাই শিল্পের পত্তন পৃথিবীতে এই নূতন নয়। জাপানে ইহা সাফল্য লাভ করিয়াছে। অতএব আমাদের দেশের দিয়াশালাই শিল্পও যে ফাক্টরীর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াও আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ খুজিয়া পাই না।

—০—

পালকের ব্যবসায়

বহু প্রাচীন কাল হইতেই মানুষ পালক ব্যবহার করিয়া আসিতেছে তাহাদের পোষাক বা শিরস্ত্রাণের শোভা বর্দ্ধন করিবার জন্য। পালক যে কেবল বাবুয়ানার উপাদান তাহা নহে, ইহা মানুষের অত্যাবশ্যকীয় বস্তুর মধ্যে গণ্য। আমাদের দেশে পালকের তত চলন নাই—কেননা, গরম দেশ বলিয়া ইহার প্রয়োজন আমরা আদৌ বোধ করি না। কিন্তু য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি শীত প্রধান দেশে ইহাকে বাদ দিয়া বসবাস করা যায় না।

আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। এখানে শীত নিবারণ করিবার জন্য তত গরম বস্ত্রাদির প্রয়োজন হয় না—পৌষ মাসের শীতেও তুলার বালিশ, লেপ প্রভৃতিই শীত নিবারণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমেরিকা, রুশিয়া, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী বা ইংলণ্ড প্রভৃতি যে সমস্ত দেশ বিষুবরেখা হইতে বহুদূরে অবস্থিত সেই সমস্ত দেশের শীত এত তীব্র যে তুলার বস্ত্রাদিতে দেহ আচ্ছাদিত করিয়াও শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। এইজন্য ঐ সমস্ত দেশে পালকের পোষাক, লেপ, বালিশ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

পালকের পোষাক খুবই মূল্যবান। য়ুরোপের ধনী লোকেরা বহু অর্থব্যয় করিয়া বিচিত্র বর্ণের পালকের পোষাক ক্রয় করিয়া থাকে। এই সম্পর্কে একটী ইতিহাস প্রসিদ্ধ পালকের পোষাকের উল্লেখ করিতেছি। স্যাণ্ডউইচ দ্বীপের অধিবাসীরা তাহাদের রাজার জন্য একটী হাজার হাজার বর্ণের বিচিত্র এবং দুষ্প্রাপ্য পালক দিয়া এই পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছিল। রাজারা সদাসর্ব্বদা ইহা ব্যবহার করিতেন না—কেবল কোন উৎসবাদি উপলক্ষেই ইহা ব্যবহৃত হইত। পরে কোন সম্রাটের মৃত্যুর পর এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ পরিচ্ছদটী তাঁহার শবের সহিত সমাহিত হয়।

যাহা হউক পালকের ইতিহাস আলোচনা করিতে আমরা বসি নাই—পালক কাহাকে বলে তাহা বলিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা বলিতেছিলাম পক্ষীর পালক মানুষের কি কি কাজে লাগে। পরিচ্ছদাদিতে যে পালক ব্যবহৃত হয় এ কথা আমরা বলিয়াছি। অবশ্য এখানে পরিচ্ছদ বলিতে আমরা মেয়েদের টুপির কথাও বলিতেছি।

অন্য ভাবেও পালকের ব্যবহার হয়। কিছু

দিন পূর্ব্বে আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই পালকের কলমে লিখিত। পূর্ব্বে সকল দেশেই এই ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আজকাল ষ্টীলপেন আসিয়া পালকের আসন অধিকার করিয়াছে। তথাপি আজও কেহ কেহ পালকের কলম ব্যবহার করিয়া থাকে। হাঁস, ময়ূর ও চিলের পালকই কলম করিবার পক্ষে প্রশস্ত। ব্যাটমিন্‌টন্ খেলার জন্য যে বল ব্যবহৃত হয় তাহা হাল্‌কা করিবার জন্য উহার গায়ে পালক আঁটিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে নানা কাজে যে পালকের প্রয়োজন আছে তাহা সকলেই জানেন। য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রতিবৎসর বহু টাকা মূল্যের পালক অন্য দেশ হইতে রপ্তানী হইতেছে। পালকের দাম ও খুব বেশী। এক এক তোলা ২৫।৩০ টাকাতেও বিক্রয় হইয়া থাকে। তবে ইহার মূল্য সাধারণতঃ ইহার বর্ণ ও সৌন্দর্য্যের উপর নির্ভর করে।

আমাদের দেশেও যে পালকের ব্যবসায় না চলিতেছে তাহা নহে। তবে অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে পালক সংগ্রহ করিবার জন্য যেরূপ পাখীর চাষ করা হইয়া থাকে আমাদের দেশে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। আষ্ট্রীচ পাখীর পালক উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয় তাই কেপ্-অব্-গুড্-হোপে বিস্তৃত ভাবে অষ্ট্রীচ্ পালন করা হইতেছে। এইরূপ ময়ূর ও অন্যান্য যে সমস্ত পাখীর পালক দেখিতে খুব সুন্দর সেই সব পাখী পালন করিয়া তাহাদের উন্নতি করিয়া পাশ্চাত্য দেশের লোকে যথেষ্ট লাভবান হইয়াছেন এবং হইতেছেন।

ভারতবর্ষে বহু বিচিত্র বর্ণের পাখী দেখিতে পাওয়া যায়—ভারতবর্ষের বনে জঙ্গলে তাহারা বাস করে। তাহাদের পালক খুব উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে এবং বিক্রয় হয়। এদেশের শিকারী অর্থের লোভে বন হইতে তাহাদের মারিয়া আনে। অবশ্য তাহাদের একার্য্যের নিন্দা বা প্রতিবাদ আমি করিতেছি না। বরং বিনা মূলধনে ব্যবসায় করিয়া তাহারা যদি দুই পয়সা রোজগার করিতে পারে তাহা সুখের কথাই বলিতে হইবে। কিন্তু এইরূপে যে বনের পাখী লোপ পাইতে চলিল। ইহার কি কোন প্রতীকার নাই ?

অন্য দেশের লোক পশুপক্ষী মারিয়া খায়—কিন্তু তাহাদিগকে পালন করে। নিজেদের বিদ্যা বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া পশুপক্ষীর অসাধারণ উন্নতি তাহারা করিয়াছে। উহারা ভেড়ার মাংস ভক্ষণ করে—ভেড়ার লোম হইতে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে ক্যানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়ায় বিরাট বিরাট ভেড়ার পাল পালিত হইতেছে। সেখানকার মেষপালকগণ দিবারাত্র কষ্ট করিতেছে এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে কেমন করিয়া তাহাদের পালিত মেষের উন্নতি সাধন করিবে—কি করিলে প্রতি মেষ হইতে অধিক পরিমাণে মাংস এবং পশম পাওয়া যাইবে নিয়ত তাহার চেষ্টা করিতেছে। সাহেবেরা গরুর মাংস খায়, গরুর দুধ না হইলে আমাদের মত তাহাদেরও একদণ্ড চলে না। তাই য়ুরোপে গরুর এত যত্ন। আমরা ত গরুকে গোমাতা বলিয়া পূজা করি—কিন্তু এ দেশের গোমাতার চেহারা দেখিলে অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। গোহত্যা লইয়া ভারতবর্ষে মারামারি কাটাকাটির অন্ত নাই। হিন্দু মুসলমানে এই লইয়া কত কথা কাটাকাটি মাথা ফাটাফাটি করিতেছে কিন্তু কৈ গোমাতার প্রতি সত্যকার দরদ ত কাহারও দেখিতে পাই না ? হিন্দুরও নয়—মুসলমানেরও নয়।

ফলকথা আমরা নিজেরাও যেরূপ নির্জ্জীব আমাদের গৃহপালিত পশুপক্ষীও ঠিক সেইরূপ দুর্ব্বল ও মৃতকল্প। একটী গাভী একসের বা দুইসের দুধ প্রদান করিলেই এদেশের গৃহস্থ মনে করেন যথেষ্ট হইল, আর বিদেশী গৃহস্থ তাহার নিকট হইতে আধ মণ ত্রিশ সের দুধ

এবং আমাদের অবনতির বীজ উপ্ত রহিয়াছে।

ভারতের বনে জঙ্গলে কত অজস্র প্রকারের পশুপক্ষী বাস করিতেছে—এদেশের জলবায়ু তাহাদের জীবন ধারণের সম্পূর্ণ উপযোগী। তাহারা আপনা আপনি জন্মিতেছে—আপনা আপনি মরিয়া যাইতেছে; কখন কখন আমরা তাহাদের ধ্বংস করিতেছি অর্থের জন্ম বা আনন্দের জন্য। কিন্তু তাহাদিগের বৃদ্ধির চেষ্টা কি কেহ করিবে না?

পশু পালনের মত পক্ষী পালনও একটী লাভজনক ব্যবসায়। বিলেত, আমেরিকা, প্রভৃতি দেশের লোকে পক্ষী পালন করিয়া হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। অন্য দেশের পক্ষে যাহা সম্ভব এ দেশের পক্ষে চিরকালই কি তাহা অসম্ভব থাকিয়া যাইবে? কেহ হয়ত বলিবেন—ওসব দেশে পক্ষী পালন করিয়া লাভ হয়, কেননা সেখানে পাখীর মাংস এবং পালকের চাহিদা খুব বেশী। ভারতবর্ষে পালকের চাহিদা যে কম—একথা খুবই সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে ভারতবর্ষে পক্ষী পালন লাভজনক নহে—একথা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? কানাডায় লক্ষ লক্ষ মেষ পালিত হইতেছে, কিন্তু কানাডাই কি সমস্ত মেষ ক্রয় করিয়া থাকে? কানাডার মেষ ইউরোপ ও আমেরিকার জন্য পালিত হয়। প্রতি বৎসর কোটী কোটী টাকার মেষ মাংস ও পশম ইউরোপ ও আমেরিকায় চালান হইতেছে। সেইরূপ ভারতবর্ষে পক্ষী পালিত হইলে খরিদদারের জন্য ভাবিতে হইবে না। খরিদদার নিজের গরজে বাড়ী বহিয়া মাল কিনিয়া লইয়া যাইবে।

আমাদের কথা শুনিয়া অনেকেই মনে করিবেন আমরা আকাশ কুসুম রচনা করিতেছি, আমরা যাহা বলিতেছি তাহা উত্তপ্ত মস্তিষ্কের অলীক কল্পনা মাত্র। কিন্তু আমরা ত বহু অন্বেষণ করিয়াও ইহার মধ্যে অসম্ভব কিছু খুঁজিয়া পাই না। কিছু দিন পূর্ব্বেও এদেশে Poultry industry বলিয়া কিছু বর্ত্তমান ছিল না। মুরগী পালন করিয়া যে মানুষ বড় লোক হইতে পারে একথা তখন কেহই বিশ্বাস করিত না। কিন্তু আজ ত মুরগীর চাষ যে একটী লাভ জনক ব্যবসায় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেবল দুঃখের বিষয়, জানিয়া শুনিয়াও এদেশের লোক এসব দিকে সেরূপ ভাবে অভিনিয়োগ করিতেছে না।

হাঁস ও মুরগী পালন করিয়া যেমন অর্থোপার্জ্জন করা যায়, অন্যান্য পক্ষী পালন করিয়াও সেইরূপ অর্থোপার্জ্জন করা সম্ভব। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে অন্ন সমস্যা যেরূপ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে নূতন নূতন অর্থাগমের পথ আবিষ্কার করিতে না পারিলে জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকা কঠিন হইয়া উঠিবে। আবার নূতন পথ আবিষ্কার করিলেই যথেষ্ট হইবে না, সাহসে নির্ভর করিয়া ঐ সমস্ত পথ অবলম্বন করিতে হইবে।

পাঠক হয় ত বলিয়া বসিবেন—পক্ষীর চাষ, পক্ষী পালন এ ত সব বড় বড় কথা—বড় লোকের জন্য। সাধারণ লোকের কি এই সম্পর্কে কিছুই করিবার নাই? ইহার উত্তরে আমি বলিব মূলধন-হীন গরীব লোকেও পালক বা পরের ব্যবসায় করিয়া বেশ দুপয়সা লাভ করিতে পারেন। অবশ্য, সাধারণতঃ পরের ব্যবসায় বলিতে যাহা বুঝায়, অর্থাৎ বিচিত্র বর্ণের সুন্দর সুন্দর পালক সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করা তাহাতে বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সাধারণ পালক ও ফেলিয়া দিবার জিনিস নয়। উহার ও ব্যবসায় গত মূল্য আছে।

কবি পরশ মাণিকের গল্প লিখিয়া গিয়াছেন—উহা কল্পনার বস্তু। কিন্তু আজ বাস্তব জগতেও "পরশ মাণিকের" ক্রিয়া দেখিতে পাইতেছি—বস্তু-বিজ্ঞানের কল্যানে। বিজ্ঞান মানুষের চক্ষু ফুটাইয়াছে; বিজ্ঞানের কল্যানে ধূলি মুষ্টি স্বর্ণ মুষ্টিতে পরিণত হইতেছে।

দুই বৎসর আগে যাহা আবর্জ্জনা বলিয়া গণ্য হইত এখন তাহার নূতন উপযোগীতা আবিষ্কৃত হইতেছে। কাগজের টুকরা হইতে করাতের গুড়া পর্য্যন্ত কিছুই ফেলা যায় না—সমস্ত জিনিসেরই ব্যবসায় চলিতেছে। সে ব্যবসায় চালাইতেছে অবাঙালী। আর বঙালী আমরা পরম আলস্য ভরে নিশ্চিন্ত মনে তাহাই দেখিতেছি। ভগবান অপচয় করিবার কি অসাধারণ শক্তিই আমাদের দিয়াছিলেন! সংসারের অধিকাংশ বস্তুই আমাদের নিকট আবর্জ্জনা বলিয়া গণ্য। কিন্তু বাঁচিতে হইলে আজ আবর্জ্জনার মধ্যেই অর্থের সন্ধান করিতে হইবে। আমরা হাঁস মুরগী মারিয়া খাই—কিন্তু তাহাদের পালক গুলি ফেলিয়া দিই। সেগুলি বাতাসে উড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া প্রতিবাসীর বিরক্তি উৎপাদন করে। কিন্তু পালকগুলি ফেলিয়া না দিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিলে ইহা দ্বারা কিঞ্চিৎ অর্থ সমাগম হইতে পারিত।

এ দেশের গৃহস্থ যে হাঁস মুরগীর পালক জঞ্জাল জ্ঞানে ফেলিয়া দেয় তাহার প্রধান কারণ আজিও এখানে পালকের ব্যবসায় বিপুলভাবে গড়িয়া উঠে নাই। আজ যে ভাবে পাখীর পালক নষ্ট হইতেছে কিছুদিন পূর্ব্বে ঠিক সেই ভাবেই ভেড়ার লোমও এখানে নষ্ট হইত। তাহার পর ক্রমে ক্রমে পশমের ব্যবসায় গড়িয়া উঠিল। এখন যাহাদের দুই চারিটী ভেড়া আছে তাহাদেরও লোম বিক্রয় করিবার জন্য ভাবিতে হয় না। লোম-ব্যবসায়ীগণ সময় মত আসিয়া বাড়ী বাড়ী হইতে লোম সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। ইহাতে ব্যবসায়ী ও গৃহস্থ উভয়েরই লাভ।

ইচ্ছা করিলে উদ্যমশীল যুবক ঠিক এই ভাবে পালকের ব্যবসায়ও গড়িয়া তুলিতে পারে। লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া পালক সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় বিক্রয় করিলে কিছু কিছু লাভ হইবার সম্ভাবনা। গৃহস্থ যদি বুঝিতে পারেন যে সাধারণ পালকেরও খরিদদার আছে তাহা হইলে তাঁহারাও আগ্রহ সহকারে সকল পালক সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন, তাহাতে সংগ্রহ কারীরও সুবিধা হইবে।

সকল কার্য্যেই প্রথম আরম্ভ যাঁহারা করেন তাঁহাদিগকে নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। পদে পদে বাধা অতিক্রম করিতে না পারিলে কোন বড় কাজই সম্পন্ন করা যায় না। আবার নূতন ব্যবসায় পত্তন করিবার প্রধান অন্তরায় এই যে আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই ইহাতে অসাফল্যের কথাই শুনাইয়া থাকে, সকলেই বলে—"উহাতে কিছু হইবে না—ও পথ পরিত্যাগ কর'! পরিত্যাগ করিয়া গড্ডালিকা প্রবাহে গা ঢালিয়া দাও।" কিন্তু পুরুষ সিংহ যাহারা তাহারা চিরদিনই অপরের উপহাস বাণীকে উপেক্ষা করিয়া দ্বিগুণ উদ্যমের সহিত স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে—এবং আমরা জানি সে উদ্যম কখন ব্যর্থ হয় নাই।

একটী ঘটনার উল্লেখ এখানে করিতেছি। প্রথম যখন ঘড়িয়ালের চামড়ার ব্যবসায়ের কথা আমরা বলিয়াছিলাম তখন অনেকেই বিজ্ঞের মত উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল—ঘড়িয়ালের চামড়ার আবার ব্যবসায়! কিন্তু কাল যাহারা পাগল ভাবিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছিল আজ তাহারাই চামড়া সংগ্রহ করিয়া, বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য আমাদিগের পিছু পিছু ঘুরিতেছে। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া ঘড়িয়ালের চামড়ার বিরাট ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছে।

পালকের ব্যবসাও এইরূপে গড়িয়া তোলা সম্ভব। এবং সে ভার বহন করিতে হইবে যুবক বাংলাকে। যেমন তেমন করিয়া পালক সংগ্রহ করিলে হইবে না। উহার মূল্য প্রধানতঃ উহার সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছন্নতার উপর নির্ভর করিতেছে। কাজেই পালকগুলি যাহাতে খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাহার দিকে

আদায় করিয়াও সন্তুষ্ট নহেন। এইখানেই আমাদের সহিত তাহাদের পার্থক্য—এইখানেই তাহাদের উন্নতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পরিষ্কৃত ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই মোটামুটি পালকগুলি পরিষ্কৃত হইয়া যাইবে। অবশ্য যাহারা এই ব্যবসায়টাকে পেশারূপে অবলম্বন করিবেন তাঁহাদিগকে পালকের বিভিন্ন "পাট", শিখিতে হইবে যেমন পালক রং করা, পালক কোঁকড়ান ইত্যাদি।

কমলার সুবর্ণ মন্দিরে প্রবেশ করিবার এইরূপ সহস্র পথ পড়িয়া রহিয়াছে—আজ কেবল এক পথেরই উল্লেখ করিলাম। কমলার একটী পূজারীও যদি উহা অবলম্বনে উপাস্যের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হয় তাহা হইলে সকল শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব।

কচ্ছপ-পালন

লোকে গো মহিষ পালন করিয়া থাকে, ছাগল ভেড়া পালন করে কাহাকে কাহাকেও হাঁস মুর্গী পালন করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কচ্ছপ পালনের কথা শুনিয়া অনেকেরই মুখে যে অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে—তাহা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। অথচ আমি তামসা করিতেছি না—সত্যসত্যই কচ্ছপ পালনটাকে ব্যবসায় হিসাবে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেছি।

যে জিনিসের চাহিদা আছে, তাহা নিয়মিত ভাবে সরবরাহ করিতে পারিলেই লাভের সম্ভাবনা। কলিকাতার বাজারে কচ্ছপের মাংসের যথেষ্ট চাহিদা আছে, কিন্তু নিত্য নিয়মিত ভাবে চাহিদা অনুযায়ী যোগান দিতে পারে এমন লোক নাই। সাধারণতঃ পাড়াগাঁ হইতেই এখানে কচ্ছপ আমদানী হয়; কিন্তু যে পরিমাণ কচ্ছপ আমদানী হয়, তাহা একদিকে যেমন প্রচুর নহে আর একদিকে সেইরূপ অনিয়মিত ভাবে আসিয়া থাকে।

এস্থলে যদি কেহ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন সুবিধা জনক স্থানে যথারীতি কচ্ছপ পালন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার যথেষ্ট লাভবান হইবার সম্ভাবনা। পালন করিবার সুবিধা এই যে, ইহাতে

(১) নানা দিগদেশ হইতে এক একটা করিয়া খুঁজিয়া পাতিয়া এক একটী করিয়া কচ্ছপ সংগ্রহ করিতে হয় না বলিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প খরচ পড়ে।

(২) নিয়মিত ভাবে এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মাল সরবরাহ করা যায়।

শেষোক্ত কারণটী নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। প্রধানতঃ ঐ কারণেই আমেরিক ও ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে নানা প্রকার প্রাণীই পালন করা হইয়া থাকে। ব্যবসায় হিসাবে যে খরগোস পালন করা যায় ইহা হয়ত আমাদের দেশের লোক কল্পনাও করিতে পারে না, অথচ আমেরিকায় বিস্তৃতভাবে খরগোস পালন করা হইতেছে। খরগোসের লোম হইতে ফেল্ট প্রস্তুত হয়, পাশ্চাত্য দেশে ফেল্টের চাহিদা অত্যন্ত অধিক। সেই চাহিদা মিটাইবার জন্যই লোকের মগজে

খরগোস পুষিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। বনধুড়িয়া একটী দুটী করিয়া খরগোস সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব—তাই তাহাদের এই প্রচেষ্টা।

ফেণ্টের জন্ম খরগোসের প্রয়োজন। কিন্তু খরগোস হইতে আরও অনেক অভাব মিটিয়া যাইতেছে। খরগোসের চামড়া হইতে নানাবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুত হয়—খরগোসের মাংসও আহারের জন্ম প্রয়োজন। কাজেই খরগোস পালকেরা নানাদিক দিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে।

আমরা কচ্ছপের কথা বলিতে ছিলাম। মাংস আহার্য্য বটে, কিন্তু কচ্ছপের খোসা ও ফেলিয়া দিবার নহে। ইহা হইতে নানা প্রকারের সৌখীন দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে—কাজেই ইহারও একটা চাহিদা আছে।

কচ্ছপের খোলা হইতে নানারূপ সুন্দর ও সুদৃশ্য ফলের ডিস (Fruit Dish) চুরুটের বাক্স, বোতাম, নানারূপ আধার ও খেলানা তৈয়ারী হইয়া এদেশে আমদানী হয়।

যাঁহারা বাতের অসুখে ভুগিয়া থাকেন কবিরাজী মতে কচ্ছপের মাংস তাঁহাদের পক্ষে উপযোগী। আজকাল কলিকাতায় পাঁঠার মাংসের সের এক টাকা পাঁচ সিকার কম নহে। মুরগীর দামও দুর্ম্মূল্য। এক একটী আস্ত কচ্ছপ অনায়াসে আট আনা দশ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতে পাবে। কচ্ছপের মাংস সকলেই আদরের সঙ্গে আহার করিয়া থাকেন, কিন্তু বাজারে না পাওয়ার জন্যেই লোকে অনেক দাম দিয়া পাঁঠী, বুড়ো পাঁটা, সুঁটকো মুরগী ইত্যাদি কিনিতে বাধ্য হয়। কচ্ছপের রীতিমত চালান থাকিলে তাহার বিক্রীর সম্ভাবনা অকুবস্ত ইহা জোর করিয়া বলা যায়। কচ্ছপ পালক ইহার মাংস ও খোলা দুইই বিক্রয় করিতে পারিবেন।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন বাগান বাড়ীই কচ্ছপ-পালন করিবার উপযুক্ত স্থান। কেননা ঐরূপ স্থান হইতে সহজে এবং অল্প খরচে কলিকাতায় মাল চালান দেওয়া যায়। এই কার্য্যের প্রাথমিক খরচ খুব বেশী নহে। আর পৌনঃপুনিক খরচ নিতান্তই যৎসামান্য।

বাগান বাড়ীতে ইট দিয়া কয়েকটী বড় বড় চৌবাচ্ছা তৈয়ারি করিতে হইবে। চৌবাচ্ছার দেয়ালগুলি বেশ খাড়াই হওয়া চাই। চৌবাচ্ছার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে মাটি, পানা ও জল দিতে হইবে অর্থাৎ চৌবাচ্ছা গুলিকে যেন ছোট খাট পুকুরে পরিণত করা হয়।

এই সকল চৌবাচ্চা মাঝে মাঝে আবশ্যক মত সাফ্ করা দরকার হইতে পারে, সেই জন্ম সব চৌবাচ্চার জল নিকাশের জন্ম যেরূপ ব্যবস্থা আছে এই চৌবাচ্চাগুলিরও জল নিকাশের জন্ম সেইরূপ ছিদ্র থাকার দরকার। ন্যাকড়ার পুঁটুলি গুজিয়া দিলেই এই সকল ছিদ্রপথ বন্ধ হইয়া যাইবে।

চৌবাচ্চাগুলি বেশী চওড়া না করিয়া দীর্ঘে খুব লম্বা করিয়া গাঁথিলেই ভাল হয় এবং এই চৌবাচ্চার স্থানে স্থানে মাটী, পাথরের টুকরা ও সিমেণ্ট দিয়া এক একটী ছোট কৃত্রিম পাহাড়ের মত করিয়া তাহাতে কতকগুলি করিয়া গুহা তৈরী করিয়া দিলে কচ্ছপী এই সকল গুহায় যাইয়া ডিম পাড়িবে।

অথবা কেবল ডিম পাড়ার জন্ম কচ্ছপীদিগের নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র চৌবাচ্চা তৈরী করিয়া তাহার মধ্যে বেলেমাটীর পাহাড় ও গুহা তৈরী করিয়া দিলে ডিম পাড়ার সময় তাহারা এই সব গুহাতেই ডিম পাড়িবে। এ সম্বন্ধে আমরা কেবল ইঙ্গিত (Indication) মাত্র দিলাম, যাঁহারা এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে চান তাঁহারা আপন আপন বুদ্ধিমত ব্যবস্থা করিয়া লইবেন।

এইবার ইহাদের মধ্যে কয়েকটী করিয়া স্ত্রী ও

পুরুষ কচ্ছপ ছাড়িয়া দিতে হইবে। সকলেই জানেন স্ত্রী কচ্ছপ এক সঙ্গে বহুতর ডিম প্রসব করিয়া থাকে; উহাদের সংখ্যা ৭০।৮০ হইতে ১০০।১৫০ পর্য্যন্ত হইতে পারে। যদি উপযুক্ত ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় তাহা হইলে উহাদের অধিকাংশ গুলি হইতেই বাচ্ছা বাহির হয়। কিন্তু সাধারণতঃ অন্যান্য জন্তুতে ঐ ডিমগুলি খাইয়া ফেলে। তাহা না হইলে খাল বিল কচ্ছপে ভরিয়া যাইত।

শৃগাল, বেজী, গোধিকা প্রভৃতি জন্তুই কচ্ছপের ডিমের প্রধান শত্রু। কচ্ছপী পুস্করিণী তীরে মাটির উপর ডিম পাড়িয়া চলিয়া যায়, আর শৃগালাদি জন্তু তাহার সন্ধান পাইয়া নির্ব্বিবাদে ডিমগুলি খাইয়া ফেলে।

কচ্ছপ পালককে ডিমগুলির রক্ষকের কাজ করিতে হইবে; কেননা ভক্ষকের কবল হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে তাহার লাভের আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

বাগান বাড়ী যদি ঘেরা থাকে, তাহা হইলে শৃগালাদি আসিতে পারিবে না, আর চৌবাচ্চার দেওয়াল বুক সমান উঁচু করিলে গোধিকারাও উহার মধ্যে ঢুকিতে পারিবে না।

ডিমগুলিকে সকল প্রকার শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিলে কিছু দিনের মধ্যেই বহু সংখক কচ্ছপ উৎপন্ন হইবে। তখন তাহাদের আহার্য্য যোগান ছাড়া আর কিছুই কাজ নাই। কচ্ছপ সাধারণতঃ পানার মূল, পোকা মাকড়, ছোট ছোট মৎস্য প্রভৃতি ধরিয়া খায়। ঘাটের ধারে যে ভাত ফেলিয়া দেওয়া হয়, কচ্ছপেরা তাহাও খাইয়া থাকে।

কলিকাতার মেস্, হোটেল প্রভৃতিতে রাশি রাশি ভাত তরকারী ফেলা যায়, ঐ গুলি ঝি চাকর মারফৎ ডাষ্ট বিনে আশ্রয় গ্রহণ করে। একটু চেষ্টা করিলে ঝি চাকর কিম্বা ম্যাথর দিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ঐ সকল ভাত ও উচ্ছিষ্ট দ্রব্য মাসিক নামমাত্র মূল্যে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ৫।৭টী মেসের ভাত একত্র করিলে অজস্র কচ্ছপের খোরাক হইবে। কাজেই কচ্ছপের খোরাক যোগাইবার জন্য বিশেষ ভাবিতে হইবে না।

যখন একটী চৌবাচ্চায় অত্যন্ত বেশী কচ্ছপ জন্মিবে তখন তাহাদিগের কয়েকটী তুলিয়া অন্য চৌবাচ্চায় রাখিতে হইবে।

কচ্ছপের মাংস কলিকাতায় সাত আট আনা সের দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। বংশ বৃদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গে ধাড়ী কচ্ছপগুলিকে তুলিয়া কলিকাতায় চালান দিতে হইবে। এইরূপে খুব অল্প খরচায় কচ্ছপের ব্যবসায় করা যাইতে পারে। এই ব্যবসায়ের আর একটী সুবিধা এই যে, ইহাতে হাঁস বা মুর্গী পালনের মত তাহাদিগের পিছনে সমস্ত সময় ও শক্তি নিয়োজিত করিতে হয় না। কচ্ছপ-পালক অনায়াসে অন্য উপায়ে ও অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম করিতে পারে।

কাজটী নিতান্তই তুচ্ছ। কিন্তু তুচ্ছ বলিয়া অবহেলা না করিয়া স্রষ্টার নূতন দৃষ্টি লইয়া ইহার পানে তাকাইতে হইবে। পরিশ্রম ও বুদ্ধির সহিত কাজ করিতে থাকিলে এই নগণ্য ব্যবসায়ই যে এক কালে প্রকাণ্ড ব্যবসায়ে পরিণত হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? গো সাপের চামড়ার ব্যবসায়ের কথা যখন আমরা বলিয়াছিলাম এবং যখন প্রথমে উহা এদেশে প্রবর্ত্তিত হয়—তখন কত লোকেই না ব্যবসায়ীদিগকে বিদ্রূপ করিয়াছিল; কিন্তু আজ সেই বিদ্রূপকারীর দলই গো-সাপের চামড়ার ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার জন্য ব্যস্ত। আজ প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার চামড়া ভারতবর্ষ হইতে ইয়োরামেরিকায় রপ্তানী হইতেছে।

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম, বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা, অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন। আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায়কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealer এর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ্, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারী, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন,—যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর এদেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organi-

...ation বা অনুষ্ঠান আছে। বাংলা গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলেই circular জারী করিয়া এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষঅভাব মোচন করিবেন। আমরা মফঃস্বল হইতে প্রতি মাসেই ব্যবসায়ীদিগের তালিকা পাইতেছি। যাঁহারা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতিমাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভসঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

মহাশয়!

অত্র জিলা শ্রীহট্ট, করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তঃপাতী নিলামবাজার মোকামের ব্যবসায়ীদেরনাম পাঠাইলাম। নিকটবর্ত্তী অপরাপর স্থানের ব্যবসায়ীদের নাম শীঘ্রই পাঠাইবার চেষ্টায় আছি।

এই মোকামটী করিমগঞ্জ রেল ষ্টেশন হইতে প্রায় নয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। মোটর গাড়ী, লরি প্রভৃতি যাতায়াতের সুবিধায় মজুত থাকে। নদীতীরস্থানে মোকাম থাকায় জলপথে মাল আমদানী রপ্তানী করার বিশেষ সুবিধা আছে। আগামী সন হইতে রেলগাড়ী চলিবে বলিয়া এস্থানে কারবারের বিশেষ সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই।

বশম্বদ

শ্রীজগদীশচন্দ্র দাস

নীলামবাজার

শ্রীহট্ট।

পোষ্ট মোকাম নিলাম বাজার, জিলা শ্রীহট্ট।

রেলওয়ে ষ্টেশন করিমগঞ্জ (A. B. Ry)

ঘৃত, ময়দা, চিনি, বেনেতী মসলা পেটেন্ট ঔষধ প্রভৃতি বিক্রেতা—

১। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচরণ যোগেন্দ্রচরণ দাস। প্রোপ্রাইটার্স—উপেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং। বেঙ্কার প্রমোদনগর চা বাগান। ফরওয়াডিং এজেন্ট—এরালীগুল চা বাগান। ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর দি নিলাম বাজার ট্রেডিং কোং লিমিটেড প্রভৃতি

২। শ্রী যোগেন্দ্রচরণ দাস এণ্ড সন্স্
জেনারেল মার্চ্চেন্ট। কমিশন এজেন্ট—বেঙ্কার ফরওয়াডিং এজেন্ট এরালীগুল ও বিনোদিনী টী ষ্টেট। প্রমোদনগর চা বাগান প্রভৃতি। কাপড়, ষ্টেশনারী ও ঢেউ টীন বিক্রেতা।

৩। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার দাস।
মার্চ্চেন্ট, পাইকারী জিনিষ বিক্রেতা।

৪। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচরণ পরেশনাথ দাস
ক্লথ মার্চ্চেন্ট, করগেটেড টীন বিক্রেতা—

৫। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন কামিনীমোহন দাস
বড় পাইকারী জিনিষ বিক্রেতা

৬। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার দাস,
প্রোপ্রাইটার আম্ব্রেলাবাট ফ্যাক্টরী ও ষ্টেসনার

৭। শ্রীযুক্ত গোপীচরণ দাস,
কেরোসিন কোম্পানীর সাব এজেন্ট তামাক আমদানী কারক, বড় পাইকারী জিনিষ বিক্রেতা।

ডাল, কলাই, মুগ প্রভৃতি ভূষিমাল বিক্রেতা

১। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার প্রদ্যুম্নকুমার দাস
২। ,, ব্রজকিশোর দাস
৩। ,, রসেন্দ্রকুমার দাস
৪। ,, নরেন্দ্রচন্দ্র দেব
৫। ,, নিকুঞ্জবিহারী দাস
৬। ,, রবীন্দ্রকুমার দাস
৭। ,, যামিনীমোহন অশ্বিনীকুমার দাস

কবিরাজী ঔষধ বিক্রেতা।

১। মহামায়া ঔষধালয়
২। ভারত ভৈষজ্য ভাণ্ডার
৩। দীনদয়াল ভট্টাচার্য্য
৪। তরণীকান্ত দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন প্রোপ্রাইটার ভারত ভৈষজ্য ভাণ্ডার।

ষ্টেশনারী জিনিষ বিক্রেতা।

১। মেসার্স উপেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং
প্রোপ্রাইটারস শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচরণ যোগেন্দ্রচরণ দাস
২। সুনীতিকুমার দাস
৩। রমণবিহারী রণেন্দ্রকুমার দাস
৪। গিরিন্দ্রকুমার দে
৫। আবদুল হুসেন চৌধুরী

বস্ত্র ও কাটা কাপড় বিক্রেতা।

১। শ্রীযুক্ত রমণবিহারী দাস
২। ,, গোপীচরণ দাস
৩। ,, পবিত্রনাথ দাস
৪। ,, সত্যেন্দ্রকুমার দাস
৫। ,, অশ্বিনীকুমার দে
(সোডা লিমনেড প্রস্তুত কারক)
৬। মেসার্স যোগেন্দ্রচরণ পরেশনাথ দাস
৭। ,, নরেন্দ্রকুমার প্রদ্যুম্নকুমার দাস
৮। ,, গোপিকারঞ্জন রাধিকামোহন দাস
(বড় পাইকারী বিক্রেতা)

খাবার দোকান।

১। আদর্শ ভাণ্ডার,
প্রোপ্রাইটারস শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার মহেন্দ্রচন্দ্র দে

২। রমণীমোহন দেব
৩। নয়ানচন্দ্র ধর এণ্ড সন্স
৪। নবেন্দ্রকুমার দেব

পাঠাগার

১। দেশবন্ধু মেমোরিয়েল ক্লাব
সেক্রেটারী বি, এম, দেব
এসিঃ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র দাস
২। মোস্‌লেম রিডিং ক্লাব
সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দকী
৩। বয়েজ ক্লাব
সেক্রেটারী কে, আর, দাস

গরম চা সাপ্লায়ার্স

১। প্রতাপচন্দ্র মহাপাত্র
প্রোপ্রাইটার্স—তলাপাত্র কেবিণ
২। মোসলেম ভাণ্ডার
প্রোপ্রাইটারস—সেক আতব আলী

মোকাম—আলমডাঙ্গা বাজার

পোঃ—আলমডাঙ্গা, নদীয়া

দ্রষ্টব্য—ইহা ই, বি, রেলওয়ের আলমডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে ন মাইল দূরে পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এখানে হাইস্কুল, পুলিশ ষ্টেশন, সবকারী ডিসপেনসারী, গাঁজা মদ, আফিমের দোকান, সাহা বাবু জমিদারদের কাছারী ইত্যাদি আছে। এখানে সম্প্রতি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক (সুতা বিভাগ) ও পাট ক্রয়ের একটা সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, এখানে কৃষকেরা উচিৎ মূল্যে তাঁহাদের উৎপন্ন জিনিষ সকল ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন।

মনোহারী।

১। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশচন্দ্র দাস।
২। „ হিরালাল দাস।

সাইকেল।

১। নিতাইপদ বিশ্বাস

মিঠাই।

১। ব্রজনাথ কুরি।
২। অমূল্যচরণ কুরি।
৩। দেবেন্দ্রনাথ দে।

বেনেতি, তৈল, লবণ, হরেক জিনিষ, তারকাঁটা, লোহালকর ইত্যাদি।

১। শ্রীযুক্ত নিলম্বর সাহা।
২। „ মহাদেব হালদার।
৩। „ হিরালাল সাহা।
৪। „ নবদ্বীপ বিশ্বাস।
৫। „ সতিভূষণ মুখার্জ্জি।
৬। „ মহিমচন্দ্র সেন।
৭। „ পঞ্চানন দত্ত।
৮। „ হরিচরণ ঘোষ।
৯। „ হাজারিলাল পোদ্দার
১০। „ প্রভাসচন্দ্র বিশ্বাস।
১১। „ বিহারীলাল বিশ্বাস।
১২। „ কুঞ্জলাল সাহা।
১৩। „ নিতাইচন্দ্র দত্ত।
১৪। মহম্মদ আতাহারালী বিশ্বাস।
১৫। „ সৈয়দালী বিশ্বাস।
১৬। „ পাঁচু জোয়ার্দ্দার।

কাপড় ও পোসাক।

১। নারায়ণচন্দ্র ঠাকুর।
২। চুনিলাল আগরওয়ালা।
৩। জগন্নাথ আগরওয়ালা।

৪। জুয়ালিয়াপ্রসাদ আগরওয়ালা।
৫। রামকুমার আগরওয়ালা।
৬। হাজারিমল আগরওয়ালা।

বাসন।

১। কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত

ঔষধের দোকান।

১। আলমডাঙ্গা মেডিকেল ষ্টোর।
২। ডাঃ কে, আলির দোকান।

ডাক্তার (য়্যালোপ্যাথি)

১। শ্রীযুক্ত মনিমোহন সরকার
২। ডাক্তার কে, আলি

হোমিও প্যাথ।

১। ডাঃ এন, মিশ্র।

দর্জ্জি।

১। মহম্মদ আহদ সেখ।
(আরও অনেক দর্জ্জি আছে)

কাঠের জিনিষ তৈয়ারীর মিস্ত্রি।

১। সেখচন্দ্র মিস্ত্রি।
২। দেলবর হোসেন।
৩। রাখাল মিস্ত্রি।

জুতার দোকান।

১। অনাথ রুই দাস।
(আরও ৩।৪ টা দোকান আছে)

স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুত কারক।

১। রামপদ মজুমদার।
২। বিষ্ণুপদ কর্ম্মকার এণ্ড ব্রাদার্স।
৩। সুরেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার।

মোং বামুন্দি বাজার।

পোঃ কুটি বামুন্দি, নদীয়া।

আড়ৎদার

১। মহম্মদ ভোলাই ফরাজি
ও করিমবক্স বিশ্বাস

হরেক জিনিষের দোকান।

১। মহম্মদ ভোলাই ফরাজি।
ও করিম বক্স বিশ্বাস।
২। গোপিনাথ পোদ্দার।
৩। হরিদাস কুণ্ডু।

মোং বাওট।

পোঃ—ভোলাডাঙ্গা—নদীয়া
(পূর্ব্বে এখানে বাজার ছিল, এখন বাজার নাই)

কাপড়, পোষাক ও য়্যালুমিনিয়ম বাসন

১। রসিকচন্দ্র বিশ্বাস।

পাট, ভুষী মালের খরিদদার ও আড়তদার

১। মহম্মদ জেহেরালি বিশ্বাস

ভ্রম সংশোধন :—

ইতিপূর্ব্বে হাট বোয়ালিয়ার ডাইরেক্টরীতে পাল কোং মোটর সার্ভিস, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, উল্লেখ করা হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহারা আলম ডাঙ্গা হাট বোয়ালিয়া মোটর চালাইতেছেন। ভাড়া ।৵০ দিবসের প্রত্যেক ট্রেনের সঙ্গে ইহাদের যোগ আছে।

নিম্নলিখিত ব্যবসায়ীর নামও যোগ হইবে।

বিড়ি প্রস্তুত কারক

১। নরেন্দ্রনাথ পাল

স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক

১। রামহরি স্বর্ণকার
২। অশ্বিনিকুমার স্বর্ণকার
৩। মতিলাল স্বর্ণকার ও বিষ্ণুপদ স্বর্ণকার

পাট, ভুষামাল, ধান্য, চাউল ইত্যাদি

আমদানি রপ্তানিকারক ও আড়তদার।

১। মেশার্শ উপেন্দ্রনাথ সাহা এণ্ড ব্রাদার্স।
২। শ্রীযুক্ত বণওয়ারী লাল সাহা।
৩। ,, বিনোদবিহারী সাহা।
৪। ,, কান্তিভূষণ সাহা।
৫। মেশার্শ কানাইলাল সাহা এণ্ড ব্রাদার্স।
৬। শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র সাহা।
৭। ,, বেণিমাধব সাহা।
৮। শ্রীযুক্ত রামচরণ পাল।
৯। ,, রামকুমার আগরওয়ালা।
১০। ,, চুনিলাল আগরওয়ালা।
১১। ,, হিরালাল সাহা।
১২। মহম্মদ এব্রাহিম বিশ্বাস।
১৩। ,, আছরোপ বিশ্বাস।
১৪। ,, হোচেন মোল্লা।
১৫। ,, দানেজ মুন্সি।
১৬। শ্রীযুক্ত সতিভূষণ মুখার্জ্জি।
১৭। ,, কুঞ্জলাল সাহা।

সোডা ও লেমনেডের ব্যবসায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(দ্বিতীয় পর্য্যায়)

পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় আমরা জলের কথা আলোচনা করিয়াছিলাম। ভাল সোডা বা লেমনেড প্রস্তুত করিতে হইলে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করা উচিত। অনেকে ভাবিতে পারেন যে, অত খুঁটিনাটির দিকে নজর দিতে গেলে খরচ এরূপ বাড়িয়া যাইবে যে ব্যবসায় করিয়া এক পয়সাও লাভ থাকিবে না। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ভাল মাল উৎপন্ন করিতে বেশী খরচ পড়ে বটে কিন্তু উহাদিগকে ঠিক সেই অনুপাতেই বেশী দামে বিক্রয় করা যায়। এ দেশে ভাল খাইবার লোক নাই, এমন কথা ভাবিবার কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ খুজিয়া পাই না। কলিকাতায় ভালমন্দ সকল প্রকার সোডা লেমনেডই কিনিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এক বোতল সোডা বা লেমনেডের দাম চার পয়সা বা পাঁচ পয়সা। কিন্তু বাথ্‌গেট কোম্পানি কিম্বা আর স্কট্‌টমসন যে সোডা ও লেমনেড তৈয়ারী করে তাহা প্রতি বোতল সাত, আট, দশ পয়সা দরে বিক্রয় হইতেছে। কেন তাহাদের জিনিষের দাম এত চড়া? কারণ, তাহারা ভাল জিনিস তৈয়ারী করে;—তাহারা যে সমস্ত উপাদান ব্যবহার করে তাহার প্রত্যেকটীই বিশুদ্ধ, কাজেই মূল্যবান। লোকে খাঁটি এবং ভাল জিনিস খাইবার জন্য এতই ব্যগ্র যে বাজারে সস্তা দরের সোডা লেমনেডের অপ্রাচুর্য্য না থাকিলেও দ্বিগুণ দাম দিয়া মূল্যবান জিনিস কিনিতে দ্বিধা বোধ করে না। এ দেশের লোক যদি ভাল খাইতে না জানিত তাহা হইলে বাথ্‌গেট বা স্কটটমসনের সোডা কখনই প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইত না। ঐ সমস্ত কোম্পানীর সোডা লেমনেডের চাহিদা এত অধিক যে উহারা যোগান দিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ইহা হইতে কি বুঝা যায় না যে উৎকৃষ্ট জিনিস তৈয়ারী করিতে

খরচা বেশী পড়িলেও উৎকৃষ্ট জিনিস তৈয়ারী করিলেই ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয় না।

তবে এ কথা সত্য যে, সহরে উৎকৃষ্ট দ্রব্যের খরিদদারের অভাব না থাকিলেও, পাড়াগাঁয়ে উহাদের সংখ্যা খুবই কম। পল্লীগ্রামের লোকের ক্রয়-শক্তি খুব বেশী নয়। কাজেই তাহারা সস্তা দরের জিনিস চায়। ব্যবসায়ীকে চাহিদা মাপিক মাল তৈয়ারী করিতে হইবে। কাজেই যাঁহারা পল্লীগ্রামে ব্যবসায় করিতে চাহেন তাঁহাদিগের সস্তা দরের সোডা লেমনেড প্রস্তুত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে যাঁহাদের মূলধন প্রচুর এবং কলিকাতার ন্যায় বৃহৎ সহর যাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র তাঁহাদের পক্ষে জিনিষের উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যতদূর সম্ভব দাম কমান এবং যাঁহাদের মূলধন অল্প এবং কর্ম্মক্ষেত্র পল্লীগ্রাম তাঁহাদের পক্ষে মূল্যের অল্পতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যতদূর সম্ভব জিনিস ভাল করিতে চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

ফারমেণ্টেসন্।

উৎকৃষ্ট লেমনেডের প্রধান গুণ এই যে উহা তৈয়ারী করিবার পর অনেক দিন ফেলিয়া রাখিলেও সহজে গাঁজিয়া বা পচিয়া নষ্ট হইয়া যায় না। এই গাঁজিয়া যাওয়াকে ইংরাজী ভাষায় Fermentation বলে। নানা কারণে সোডা লেমনেড গাঁজিয়া যাইতে পারে। সংক্ষেপে কয়েকটী কারণের কথা লিপিবদ্ধ করা হইল।

১। অপরিস্কৃত চিনি, যথা সাধারণ বীট চিনি, গ্লুকোজ্, স্যাকারিন প্রভৃতি ব্যবহার করিলে সহজেই লেমনেড নষ্ট হইয়া যায়।

২। অপরিস্কৃত জলের ব্যবহার সোডা লেমনেড নষ্ট হইয়া যাইবার অন্যতম কারণ।

৩। সিরাপ প্রস্তুত করিবার সময় অত্যন্ত উত্তাপ প্রয়োগ করিলে সেই সিরাপোৎপন্ন লেমনেড সহজেই গাঁজিয়া যাইবার সম্ভাবনা। অবশ্য একথা কেবল গরম করিয়া প্রস্তুত সিরাপের বেলাই খাটে।

৫। অত্যন্ত অল্প মাত্রায় চিনি দিয়া সিরাপ প্রস্তুত করিলে সিরাপের সেরূপ জোর থাকে না। লেমনেড বা কর্ডিয়াল তৈয়ারী করিবার সময় ঐরূপ সিরাপ ব্যবহার করিলে তাহা কখনই বেশীদিন ভাল থাকিতে পারে না।

৬। সিরাপের বোতলের মুখ ভাল করিয়া আঁটা না থাকিলে বা খুব গরম স্থানে বোতল রাখিয়া দিলে উহা সহজেই নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

উল্লিখিত কারণ কয়টী ব্যতীত লেমনেড গাঁজিয়া যাইবার আরও দুই চারিটী কারণ আছে। তন্মধ্যে পরিচ্ছন্নতার কথাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য। তাই সিরাপ প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া লইব।

পরিচ্ছন্নতা।

সর্ব্বাগ্রে একটি কথা বলিয়া লই। সোডা লিমনেডের বর্ণণা প্রসঙ্গে আমরা "এয়ারেটেড্ ওয়াটার" কথাট বারবার ব্যবহার করিয়াছি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সোডা, লেমনেড্, জিঞ্জারেড, লাইমেড্ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য জলের মধ্যে গ্যাস বা বাষ্প ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। এইজন্য এই সকল বোতলে জলকে ইংরাজীতে সাধারণতঃ এয়ারেটেড ওয়াটা বা বাষ্পপূরিত জল বলে।

যে কোন খাদ্য দ্রব্য তৈয়ারী করিতে হইলে যথেষ্ট পরিমাণে পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা বিধেয় কিন্তু এয়ারেটেড্ ওয়াটার প্রস্তুত কারকের এ বিষ

যেরূপ অবহিত হওয়া প্রয়োজন, এত বোধ হয় আর কাহারও নহে। তাহার ছুইটী কারণ আছে।

প্রথমতঃ এয়ারেটেড্ ওয়াটার প্রস্তুত করিবার সময় পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন না করিলে শুধুই যে এয়া-রেটেড্ ওয়াটার ভাল হইবে না তাহা নহে, এমন কি উহা একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ইহাতে যোল আনাই লোকসান যাইবার সম্ভাবনা।

পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন না করিলে কখনও ভাল সোডালেমনেডাদি তৈয়ারী হইতে পারে না। যাহা-দের মাল বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাজারে তাহাদের একটা সুনাম রটিয়া যায়। এই সুনামের মূল্য নিতান্ত অল্প নহে। বস্তুতঃ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সুনামের মূল্য সকল কিছু অপেক্ষাই বেশী বলিয়া আমাদের মনে হয়। অনেক সময়ে আমরা দেখিয়াছি লেমনেড্, লাইমেড্ প্রভৃতির বোতল ঝাঁকাইলে তাহার তলা হইতে অনেক অপরিস্কার আবর্জ্জনা বোতলের জলের মধ্যে ভাসিতে থাকে। কত সময় আমরা মরামাছি, পিপঁড়ে মৌমাছি ইত্যাদি ভাসিতে দেখিয়াছি। বলাবাহুল্য ইহারা সিরাপের সহিত বোতলে ঢুকিয়া থাকে। এই সকল ময়লা, আবর্জ্জনাদি জলের মধ্যে ভাসিতে দেখিলে সহজেই গা ঘাকার ঘাকার করিতে থাকে। সুতরাং এই সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ নজর রাখা উচিত।

এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। তবে আমরা ভারতবাসী, সকল কাজই হাব্জা গোব্জা করিয়া রাখারূপ অভ্যাসটী আমাদের স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। তাই এবিষয়ে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া হইল।

বোতল, সিরাপের পাত্র, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি যাবতীয় জিনিস সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিরাপাদি গুলিবার জন্য কাঠের ট্যাঙ্ক বা ভ্যাট্ প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। কাজ হইয়া যাইবার পর প্রত্যেকবার এই গুলিকে চুণের জল দিয়া ধুইয়া ফেলা উচিত। চুণের জল তৈয়ারী করিবার সময় ২০ ভাগ জলে একভাগ চুণ মিশ্রিত করিলেই চলিবে। ট্যাঙ্ক প্রভৃতিতে যাহাতে একটুও চিনি লাগিয়া না থাকে সে দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বোতল পরিষ্কার করিবার প্রয়োজনীয়তাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

আজকাল বোতল পরিষ্কার করিবার জন্য নানারূপ যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাজেই বোতল পরিষ্কার করা বড়ই কঠিন ও বিরক্তিকর কার্য্য এই অজুহাতে ঐ কার্য্যে অবহেলা প্রকাশ করিবার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সাধারণ বোতল পরিষ্কার করিবার জন্য সোডার জল ব্যবহার করিলেই চলে। কিন্তু বোতলে যদি কোন তীব্র গন্ধ থাকে তাহা হইলে উহার মধ্যে অন্ততঃ ছুই ঘণ্টা কাল সাল্‌ফিউরিক এসিড ভরিয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর সাল্‌ফিউরিক এসিড ঢালিয়া ফেলিয়া বোতলটীকে উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিতে হয়। বলাবাহুল্য একবার ব্যবহার করিয়াই ঐ সাল্‌ফিউরিক এসিড ফেলিয়া দেওয়া হয় না; পরে উহা আবার ঐ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

সিরাপ।

সোডালেমনেডের দ্বিতীয় উপাদান সিরাপ। এদেশের সাধারণলোকে ছুই চারি প্রকার সিরাপ ব্যবহার করিয়া থাকে এবং দুই দশ প্রকার সিরাপের নাম বলিতে পারে; কিন্তু তাহা ব্যতীত আরও অজস্র প্রকারের সিরাপ প্রস্তুত হইতে পারে। কেমন করিয়া তাহা প্রস্তুত করিতে হয় আমরা ক্রমশঃ তাহা প্রকাশ করিব।

সকল প্রকার সিরাপের মূল উপাদান প্লেন সিরাপ বা চিনির সিরাপ। ইহার সহিত নানাবিধ এসেন্স ও এসিড মিশাইয়া বিভিন্ন প্রকারের সিরাপ তৈয়ারী

গ্রীষ্মকালে আরম্ভোপযোগী ব্যবসায়

(আম)

গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে যত প্রকারের সুস্বাদু ফল মূল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কিনিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে আমের নামই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহা যেরূপ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, ইহার চাহিদাও সেইরূপ অপরিমিত।

ঈশ্বর কবি পেয়ারা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "কাঁচা খাই, পাকা খাই, ডাঁসার ত কথা নাই।" আম সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা খাটে। কচি আম হইতে আরম্ভ করিয়া পাকা আম পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই উহা আমাদের প্রিয় খাদ্য। গ্রীষ্মকালে হাটবাজার আমে ছাইয়া যায়—তখন ধনীনির্ধন, ইতরভদ্র সকলেই আম খাইতে পায়; কিন্তু তাহার পর গাছের ফসল শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাজারে আমের আমদানী বন্ধ হইয়া যায় এবং আমজাত দ্রব্যের আমদানী কমিয়া আসে। ক্রমেই আম ও আমজাত দ্রব্যের দাম চড়িতে থাকে এবং যাহারা সস্তার সময় আম কিনিয়া উহা হইতে আম্‌সী, আমচুর প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া এই সময় বাজারে বিক্রয় করে তাহারা প্রচুর লাভ করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে যাঁহারা আমের বিভিন্ন ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের অধিকাংশই অ-বাঙ্গালী। বাংলা দেশে আম গাছের অভাব নাই। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে অজস্র পরিমাণে আম জন্মিয়া থাকে। এই সমস্ত আম সংগ্রহ করতঃ পশ্চিমাগণ ব্যবসায় ফাঁদিয়া বেশ দুপয়সা লাভ করিতেছে। বাঙালীর পক্ষে ইহা গৌরবের কথা নহে।

আমকে অবলম্বন করিয়া নানাবিধ ব্যবসায় গড়িয়া উঠিতে পারে। আমরা একাধিকবার এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। তথাপি আরও একবার সেই চির নূতন পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

আমসী।

আমের ব্যবসায়ের কথা বলিতে গেলেই প্রথমে আমসীর কথা আসিয়া পড়ে। কেননা আর কোন অবস্থাতেই বোধহয় আমের এত বেশী চাহিদা নাই। অথচ ইহা প্রস্তুত করা খুবই সহজ। বাঙালীর মেয়েরা প্রায় প্রত্যেকেই ইহা তৈয়ারী করিতে জানেন। প্রথমে কাঁচা আমগুলি ছাড়াইয়া ফালা ফালা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়; এমন করিয়া শুকাইতে হয় যাহাতে আমের অভ্যন্তরস্থ জলীয় ভাগ না থাকে। কেননা তাহা হইলে উহা পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

উহাই আম্‌সী প্রস্তুত করিবার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ বটে, কিন্তু কেবল মাত্র ঐটুকু কষ্ট স্বীকার করিয়াই প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করা যাইতে পারে।

আমসীর যে কীরূপ বিরাট চাহিদা রহিয়াছে সাধারণ লোকের সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। আম্‌সীর প্রধান ক্রেতা জাহাজের খালাসীরা। জাহাজে ফলমূল শাকসব্‌জী প্রভৃতি কিছুই টাটকা পাওয়া যায় না বলিয়া নাবিকদিগকে প্রধানতঃ মাছ মাংস আহার করিয়াই জীবন ধারণ করিতে হয়। কিন্তু ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তাহাদের কোন না কোন প্রকার অম্ল ব্যবহার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই জন্য তাহারা

প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে আমসী কিনিয়া রাখে। অন্যান্য প্রকারের অম্লকে বাদ দিয়া আমসী কিনিবার কারণ এই যে—

(১) ইহা অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু।

(২) অধিক কাল স্থায়ী। এবং

(৩) সস্তা।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের মধ্যে যুক্তপ্রদেশের লোকেরাই আমসীর ব্যবসায়ে অগ্রণী।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠই আমসীর ব্যবসায় আরম্ভ করিবার প্রকৃষ্ট সময়। কাল বৈশাখীর ঝড়ে অজস্র কাচা আম পড়িয়া যাইবে। তখন পল্লীগ্রামে কাচা আমের দাম খুবই সস্তা। এই সময় কয়েকজন যুবক যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিভিন্ন গ্রাম হইতে আম সংগ্রহ করিয়া আমসী প্রস্তুত করতঃ কলিকাতায় চালান দেয় তাহা হইলে প্রচুর লাভ হইবার সম্ভাবনা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমসী বহুদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে। তবে মাঝে মাঝে রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া আবশ্যক। কেননা তাহা না হইলে ইহা স্যাতা লাগিয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

কয়েকজন একত্রিত হইয়া এই ব্যবসায় আরম্ভ করিলেই ভাল হয়। তাহাতে কাজের সুবিধা হইবে এবং প্রচুর পরিমাণে মাল সংগ্রহ করা যাইবে। অবশ্য একাকী বা অল্প পরিমাণ মাল সংগ্রহ করিয়াও যে ইহার ব্যবসায় আরম্ভ করা যায় না তাহা নহে।

কলিকাতায় আমসীর খরিদদারের অভাব নাই। যদি কেহ গ্রীষ্মকালে প্রচুর আমসী প্রস্তুত করিয়া রাখেন এবং ছোট্ট একখানি দোকান খুলিয়া সারা বৎসর তাহা সরবরাহ করিতে থাকেন তাহা হইলে তাঁহার মাল যে পড়িতে পাইবে না একথা আমরা বেশ জোরের সহিত বলিতে পারি।

অল্প পরিমাণ মাল পাঠাইতে হইলে প্যাকিং বাক্সে ভরিয়া মাল পাঠান যুক্তি সঙ্গত। মাটীর জালায় করিয়া উহা রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অধিক পরিমাণে মাল দূরদেশে পাঠাইতে হইলে চটের থলিয়াকেই আধার রূপে ব্যবহার করা উচিত।

কাসুন্দী

আম হইতে আবার কাসুন্দী প্রস্তুত হয়। ইহাও কাচা আম হইতেই প্রস্তুত হয় বটে তবে ইহার জন্য ব্যবহৃত আমগুলি অপেক্ষাকৃত বড় হওয়া আবশ্যক; অর্থাৎ আঁটি ধরিয়াছে এমন আম ব্যবহার করিতে হইবে।

প্রথমে আম্রের খোসা ছাড়াইয়া ফালা ফালা করিয়া ঢেকিতে দিয়া থেত লাইয়া লইতে হয়। এই থেত লান আম্রগুলির সহিত লবণ মাখাইয়া একটী ঝুড়ি বা চুব ড়ী করিয়া একটা পাত্রের উপর রাখিয়া দিতে হয়। উদ্দেশ্য আম্রের অভ্যন্তরস্থ জল ঝরিয়া যাওয়া। অতঃপর ওই জল ঝরিয়া যাইলে উহাতে সরিষার গুড়া মাখাইয়া হাড়িতে তুলিতে হয়। একটী কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে—আম্রের সমুদয় জলীয় ভাগ নষ্ট না হইলে উহা শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায়।"

আগেকার লোকেদের পক্ষে আম হইতে উহার সমস্ত জলীয় ভাগ দুর করা সহজ ছিল না। এই জন্য অনেক সময় খুব সতর্কতার সহিত কাসুন্দী প্রস্তুত

করা হয়। কাজেই প্রথমে কেমন করিয়া প্লেন সিরাপ তৈয়ারী করিতে হয় তাহা বর্ণনা করা বাঞ্ছনীয়।

দুই পদ্ধতিতে 'প্লেন' সিরাপ তৈয়ারী হইতে পারে। প্রথমতঃ গরম করিয়া, দ্বিতীয়তঃ অগ্নির সাহায্য ব্যতিরেকে। প্রত্যেক পদ্ধতিরই অবশ্য বিশেষ বিশেষ সুবিধা আছে; তবে দীর্ঘকাল পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে আদৌ গরম না করিয়াও এমন সিরাপ প্রস্তুত করা যায় যাহা গরম করা সিরাপ অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে; বরং যত্ন সহকারে প্রস্তুত করিলে অনেক অংশে উৎকৃষ্ট হয়। যাহা হউক দুই পদ্ধতিই বর্ণিত হইবে।

এখানে একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যে সিরাপ প্রস্তুত হইবে তাহার ঘনত্ব বা (density) ১.২২৫। ঐ সিরাপের মধ্যে টডেলের স্যাকরোমিটার (Twaddle's Saccharometer) ডুবাইয়া দিলে উহাতে ৪৫° ডিগ্রী দাগ উঠিবে। দশ আউন্স বোতলে যদি এই সিরাপের দেড় ফ্লুইড আউন্স বা ১২ ড্রাম প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে যথেষ্ট মিষ্ট হইবে। তবে সাধারণ রুচি অনুযায়ী, চিনির মাত্রা কমাইয়া বা বাড়াইয়া সিরাপের মিষ্টতার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটান যাইতে পারে।

Cold processএ অর্থাৎ অগ্নির উত্তাপ ব্যতিরেকে ১০ গ্যালন চিনির সিরাপ ৪৫° (twaddle) তৈয়ারী করিবার উপায়। (sp. gr.) বা ঘনত্ব ১.২২৫ প্রতি গ্যালনে ৶৬ সের চিনি বিদ্যমান।

একটী পরিষ্কৃত পাত্রে ৬ গ্যালন বিশুদ্ধ ঠাণ্ডা জল রাখিয়া উহাতে ৬০ পাউণ্ড উৎকৃষ্ট দানাদার আকের চিনি ঢালিয়া দাও এবং যে পর্য্যন্ত না সমস্ত চিনি সম্পূর্ণরূপে গলিয়া যায় সে পর্য্যন্ত একটী তাড়ু দিয়া নাড়িতে থাক। এইরূপে প্রায় দশ মিনিট কাল নাড়িতে হইবে। তাহার পর ১½ আউন্স সেলিসাইলিক এসিড (Salicylic acid) মিশ্রিত কর এবং ফিলটার পেপার সাহায্যে উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লও। কি ভাবে ফিলটার করিতে হইবে তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

সিরাপ বা এই ধরণের জিনিষ ছাঁকিবার জন্য বাজারে এক প্রকার থলিয়া পাওয়া যায়। উহাকে ফিলটার ব্যাগ কহে। এক সিট বা আবশ্যক হইলে দুই সিট ফিলটার পেপার লইয়া উহাদিগকে যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত কর। যাহাতে কাগজের খণ্ডগুলি খুব সূক্ষ্ম হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তৎপরে ব্যাগের উপর ঐ কাগজের সূক্ষ্ম খণ্ডগুলি পুরু করিয়া চারদিকে সমান ভাবে ছড়াইয়া দিয়া ব্যাগের মধ্যে জল ঢালিয়া দাও; উহা পরিস্রুত হইয়া নিম্নে চোয়াইয়া পড়িবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাগজগুলিও মণ্ডের আকার প্রাপ্ত হইবে। এখন ব্যাগ নিঙড়াইয়া কাগজের মণ্ড বাহির করিয়া লও এবং আন্দাজ এক গ্যালন সিরাপের সহিত উহা মিশ্রিত করিয়া ব্যাগের মধ্যে ঢালিয়া দাও। বলা বাহুল্য এবার সিরাপ ধরিবার জন্য ব্যাগের নীচে একটী পরিষ্কৃত পাত্র রাখিয়া দেওয়া আবশ্যক। এইবার ব্যাগের মধ্যে অল্পে অল্পে বাকী সিরাপ ঢালিয়া দাও। ব্যাগটী সর্ব্বদাই পূর্ণ রাখিতে হইবে।

এইরূপ করিলে ফিলটার ব্যাগ হইতে যে সিরাপ চোয়াইয়া পড়িবে তাহা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল দেখাইবে। উহাই ঠাণ্ডা-উপায়ে (cold process) প্রস্তুত প্লেন সিরাপ বা চিনির সিরাপ।

উপরে যে পদ্ধতিটী বর্ণিত হইল উহা কাগজে পড়িয়া বড়ই বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয় বটে কিন্তু

যদি কেহ এই উপায়ে কাজ আরম্ভ করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন ব্যাপারটা যত বিরক্তিকর ও কঠিন বলিয়া মনে হইতেছে প্রকৃত পক্ষে উহা তত বিরক্তিকর বা কঠিন নহে।

আমরা উপরে চিনির সিরাপের সহিত ১½ আউন্স স্যালিসাইলিক (salicylic) এসিড মিশ্রিত করিতে বলিয়াছি। কিন্তু উহা সিরাপের কোন অত্যাবশ্যকীয় উপাদান নহে, এবং উহাকে বাদ দিয়াও অনায়াসেই সিরাপ তৈয়ারী করা যাইতে পারে। স্যালিসাইলিক এসিড মিশ্রিত করিলে সিরাপ সহজে নষ্ট হইয়া যায় না এবং ঐ সিরাপ দ্বারা প্রস্তুত লেমনেড, কর্ডিয়েল প্রভৃতি এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও বহুকাল স্থায়ী হয়।

ইহার কোন স্বাদ বা গন্ধ নাই। কিন্তু ইহার জিনিসকে টাট্‌কা রাখিবার ক্ষমতা অপরিসীম। আমরা ১০ গ্যালনে ১½ আউন্স এসিড মিশাইতে বলিয়াছি। কিন্তু উহা কমাইয়া ১ আউন্স করিলেও ক্ষতি নাই। স্যালিসাইলিক এসিডের প্রধান দোষ এই যে ইহা অত্যন্ত হাল্‌কা এবং তরল পদার্থের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে ইহা সহজেই ভাসিয়া উঠে; ইহাতে গুলিবার বড়ই অসুবিধা হয়। কিন্তু স্যালিসাইলিক এসিড অদ্রবনীয় পদার্থ নহে। কাজেই ঐ অসুবিধা দূর করা খুব কঠিন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। প্রথমে এসিডটুকু একটা খলে ঢালিয়া উহার সহিত সম পরিমাণ ঠাণ্ডা জল মিশ্রিত কর এবং খলের দ্বারা বেশ করিয়া মাড়িয়া লও তৎপরে সামান্য পরিমাণ সিরাপের সহিত উহা গুলিয়া লইয়া সেই সিরাপটুকু বাকী সিরাপের সহিত মিশাইয়া ফেল। ইহাতে স্যালিসাইলিক এসিড সিরাপের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যাইবে।

এইখানে স্যালিসাইলিক এসিড সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলা অপ্রয়োজনীয় হইলেও বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই এসিডের আবিষ্কর্ত্তার নাম প্রোফেসার কোব্ (Prof Kolbe)। এই এসিড যে শরীরের পক্ষে আদৌ অনিষ্টকর নহে তাহা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত করিবার জন্য তিনি একাদিক্রমে বার মাস নিত্য ১৫ গ্রেণ করিয়া স্যালিসাইলিক আহার করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষায় দেখা যায় যে তাঁহার শরীরের কোনরূপ ক্ষতি হওয়া ত দূরের কথা বরং যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

অনেকে সিরাপের সহিত বীজাণুনাশক (antiseptic) কোন পদার্থ মিশ্রিত করিবার বিরোধী। আমরা তাঁহাদের সহিত বিরোধ বাধাইতে চাহি না; কেন না বীজাণুনাশক কোন পদার্থ না মিশাইয়াও উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ সিরাপ প্রস্তুত করা সম্ভব এবং প্রকৃত পক্ষে অনেক স্থলেই প্রস্তুত হইতেছে। তবে একটী কথা চলিত আছে যে সাবধানের বিনাশ নাই।

আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। এ দেশে অতি সহজেই জিনিসপত্র নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। কাজেই এক্ষেত্রে সিরাপের সহিত সামান্য পরিমাণ স্যালিসাইলিক এসিড মিশ্রিত করায় লাভ বৈ লোকসান নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

(আগামী বারে তৃতীয় পর্য্যায় বাহির হইবে

গ্রীষ্মকালে আরম্ভোপযোগী ব্যবসায়

(আম)

গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে যত প্রকারের সুস্বাদু ফল মূল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কিনিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে আমের নামই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহা যেরূপ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, ইহার চাহিদাও সেইরূপ অপরিমিত।

ঈশ্বর কবি পেয়ারা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "কাঁচা খাই, পাকা খাই, ডাঁসার ত কথা নাই।" আম সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা খাটে। কচি আম হইতে আরম্ভ করিয়া পাকা আম পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই উহা আমাদের প্রিয় খাদ্য। গ্রীষ্মকালে হাটবাজার আমে ছাইয়া যায়—তখন ধনীনির্ধন, ইতরভদ্র সকলেই আম খাইতে পায়; কিন্তু তাহার পর গাছের ফসল শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাজারে আমের আমদানী বন্ধ হইয়া যায় এবং আমজাত দ্রব্যের আমদানী কমিয়া আসে। ক্রমেই আম ও আমজাত দ্রব্যের দাম চড়িতে থাকে এবং যাহারা সস্তার সময় আম কিনিয়া উহা হইতে আমসী, আমচুর প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া এই সময় বাজারে বিক্রয় করে তাহারা প্রচুর লাভ করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে যাঁহারা আমের বিভিন্ন ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের অধিকাংশই অ-বাঙ্গালী। বাংলা দেশে আম গাছের অভাব নাই। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে অজস্র পরিমাণে আম জন্মিয়া থাকে। এই সমস্ত আম সংগ্রহ করতঃ পশ্চিমাগণ ব্যবসায় ফাঁদিয়া বেশ দুপয়সা লাভ করিতেছে। বাঙালীর পক্ষে ইহা গৌরবের কথা নহে।

আমকে অবলম্বন করিয়া নানাবিধ ব্যবসায় গড়িয়া উঠিতে পারে। আমরা একাধিকবার এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। তথাপি আরও একবার সেই চির নূতন পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

আমসী।

আমের ব্যবসায়ের কথা বলিতে গেলেই প্রথমে আমসীর কথা আসিয়া পড়ে। কেননা আর কোন অবস্থাতেই বোধহয় আমের এত বেশী চাহিদা নাই। অথচ ইহা প্রস্তুত করা খুবই সহজ। বাঙালীর মেয়েরা প্রায় প্রত্যেকেই ইহা তৈয়ারী করিতে জানেন। প্রথমে কাঁচা আমগুলি ছাড়াইয়া ফালা ফালা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়; এমন করিয়া শুকাইতে হয় যাহাতে আমের অভ্যন্তরস্থ জলীয় ভাগ না থাকে। কেননা তাহা হইলে উহা পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

উহাই আমসী প্রস্তুত করিবার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ বটে, কিন্তু কেবল মাত্র ঐটুকু কষ্ট স্বীকার করিয়াই প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করা যাইতে পারে।

আমসীর যে কীরূপ বিরাট চাহিদা রহিয়াছে সাধারণ লোকের সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। আমসীর প্রধান ক্রেতা জাহাজের খালাসীরা। জাহাজে ফলমূল শাকসব্জী প্রভৃতি কিছুই টাটকা পাওয়া যায় না বলিয়া নাবিকদিগকে প্রধানতঃ মাছ মাংস আহার করিয়াই জীবন ধারণ করিতে হয়। কিন্তু ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তাহাদের কোন না কোন প্রকার অম্ল ব্যবহার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই জন্য তাহারা

প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে আমসী কিনিয়া রাখে। অন্যান্য প্রকারের অম্লকে বাদ দিয়া আমসী কিনিবার কারণ এই যে—

(১) ইহা অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু।

(২) অধিক কাল স্থায়ী। এবং

(৩) সস্তা।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের মধ্যে যুক্তপ্রদেশের লোকেরাই আমসীর ব্যবসায়ে অগ্রণী।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠই আমসীর ব্যবসায় আরম্ভ করিবার প্রকৃষ্ট সময়। কাল বৈশাখীর ঝড়ে অজস্র কাচা আম পড়িয়া যাইবে। তখন পল্লীগ্রামে কাচা আমের দাম খুবই সস্তা। এই সময় কয়েকজন যুবক যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিভিন্ন গ্রাম হইতে আম সংগ্রহ করিয়া আমসী প্রস্তুত করতঃ কলিকাতায় চালান দেয় তাহা হইলে প্রচুর লাভ হইবার সম্ভাবনা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমসী বহুদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে। তবে মাঝে মাঝে রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া আবশ্যক। কেননা তাহা না হইলে ইহা স্যাতা লাগিয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

কয়েকজন একত্রিত হইয়া এই ব্যবসায় আরম্ভ করিলেই ভাল হয়। তাহাতে কাজের সুবিধা হইবে এবং প্রচুর পরিমাণে মাল সংগ্রহ করা যাইবে। অবশ্য একাকী বা অল্প পরিমাণ মাল সংগ্রহ করিয়াও যে ইহার ব্যবসায় আরম্ভ করা যায় না তাহা নহে।

কলিকাতায় আমসীর খরিদদারের অভাব নাই। যদি কেহ গ্রীষ্মকালে প্রচুর আমসী প্রস্তুত করিয়া রাখেন এবং ছোট একখানি দোকান খুলিয়া সারা বৎসর তাহা সরবরাহ করিতে থাকেন তাহা হইলে তাঁহার মাল যে পড়িতে পাইবে না একথা আমরা বেশ জোরের সহিত বলিতে পারি।

অল্প পরিমাণ মাল পাঠাইতে হইলে প্যাকিং বাক্সে ভরিয়া মাল পাঠান যুক্তি সঙ্গত। মাটীর জালায় করিয়া উহা রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অধিক পরিমাণে মাল দূরদেশে পাঠাইতে হইলে চটের থলিয়াকেই আধার রূপে ব্যবহার করা উচিত।

> যদি কেহ প্রচুর পরিমাণে আমসী সরবরাহ করিতে পারেন তবে উচিত মূল্যে আমরা তাঁহার মাল কাটাইয়া দিবার ভার লইতে প্রস্তুত আছি।

কাসুন্দী

আম হইতে আবার কাসুন্দী প্রস্তুত হয়। ইহাও কাচা আম হইতেই প্রস্তুত হয় বটে তবে ইহার জন্য ব্যবহৃত আমগুলি অপেক্ষাকৃত বড় হওয়া আবশ্যক; অর্থাৎ আঁটি ধরিয়াছে এমন আম ব্যবহার করিতে হইবে।

প্রথমে আম্রের খোসা ছাড়াইয়া ফালা ফালা করিয়া ঢেকিতে দিয়া থেত্‌লাইয়া লইতে হয়। এই থেত্‌লান আমগুলির সহিত লবণ মাখাইয়া একটী ঝুড়ি বা চুবড়ী করিয়া একটা পাত্রের উপর রাখিয়া দিতে হয়। উদ্দেশ্য আম্রের অভ্যন্তরস্থ জল ঝরিয়া যাওয়া। অতঃপর ওই জল ঝরিয়া যাইলে উহাতে সরিষার গুড়া মাখাইয়া হাড়িতে তুলিতে হয়। একটী কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে—আম্রের সমুদয় জলীয় ভাগ নষ্ট না হইলে উহা শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায়।"

আগেকার লোকেদের পক্ষে আম হইতে উহার সমস্ত জলীয় ভাগ দূর করা সহজ ছিল না। এই জন্য অনেক সময় খুব সতর্কতার সহিত কাসুন্দী প্রস্তুত

করিয়াও উহা নষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু আজকালের দিনে ফল হইতে সমস্ত জলীয় ভাগ নিঃশেষে বাহির করিয়া লওয়া আদৌ কঠিন নহে। আজকাল যে Fruit Press বা ফলের রস বাহির করিবার কল বাহির হইয়াছে তাহার দ্বারা সুন্দর রূপে আম্রের জলীয় ভাগ বাহির করিয়া লওয়া যায়।

যাহাহউক কাসুন্দী প্রস্তুত করিবার মোটামুটী প্রক্রিয়া উপরে বর্ণিত হইয়াছে। উহার সহিত পরিমাণ মত লঙ্কা বা তেঁতুল ও গুড় মাখাইয়া যথাক্রমে **ঝাল কাসুন্দী ও তেঁতুল কাসুন্দী** তৈয়ারী করা যাইতে পারে। ঐ দুই পদার্থ অধিকতর মুখরোচক কাজেই উহাদের চাহিদা সাধারণ কাসুন্দী অপেক্ষা বেশী।

সাধারণতঃ মাটির হাঁড়িতেই কাসুন্দী ভরিয়া রাখা হয়। খুব ঠাসিয়া ভরা উচিত, যেন উহার মধ্যে বিন্দু মাত্র ফাঁক না থাকে। তৎপরে হাঁড়ীর মুখে একখানি সরা বসাইয়া ময়দার আটা দিয়া ভাল করিয়া আটিয়া দিতে হইবে। কেননা উহার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিলে সমস্ত কাসুন্দী নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

আমচুর।

আমসী ও কাসুন্দীর ন্যায় কাঁচা আম হইতে প্রস্তুত হয়। কাঁচা আমের খোসা ছাড়াইয়া ৫।৬ ফালা করিয়া কাটিয়া ভিতরের কসি বাহির করিয়া লইয়া লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। যখন ইহা বেশ শুকাইয়া আইসে, তখন পরিমাণ মত হরিদ্রা ও লঙ্কা রৌদ্রে শুকাইয়া গুড়া করিয়া ঐ শুকান আম্রের সহিত গুড় সংযোগে বেশ করিয়া মাখাইয়া লইতে হয়। যখন সকল আম্রগুলিতে মসলা সহ গুড় উত্তমরূপে মাখান হইল, তখন উহা একটী মাটির হাঁড়ির ভিতর রাখিয়া উপর হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গুড় ঢালিয়া দিতে হইবে যাহাতে হাঁড়ির আমসী গুলি উহা ভাল করিয়া শোষণ করিতে পারে। এই সময় মাঝে মাঝে আমগুলিকে উল্টাইয়া দিতে হয়; যখন উপর ও নীচের আমগুলি সম পরিমাণে গুড় শোষণ করিয়া লয়, তখন আর উল্টাইবার প্রয়োজন হয় না। তখন হাঁড়ির মুখ সরা দ্বারা ময়দার আটা দিয়া উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া মাসাবধি কাল পরে বাজারে বিক্রয় করা যাইতে পারে।

আমরা আমচুর গুলিকে মাটির হাঁড়িতে রাখিতে বলিয়াছি। কিন্তু উহা কাচের jar এ রক্ষা করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। মাটির হাঁড়ির দাম সস্তা বলিয়াই উহা ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

আমতেল

কাঁচা আম হইতে প্রস্তুত আর একটী রুচিসুখকর খাদ্য হইতেছে আমতেল। ইহা খাইতে যেরূপ সুস্বাদু প্রস্তুত করা ও সেইরূপ সহজ। প্রথমেই আমতেলের "জমি" প্রস্তুত করিতে হয়। ব্যাপারটী আর কিছুই নহে একটী পাথর, কলাই বা মাটির চ্যাপটা পাত্রে সরিষার তেল ঢালিয়া উহা রৌদ্রে বসাইয়া রাখিবে। পাত্রের মুখ একখণ্ড পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়া বাঁধিয়া দিলে আর কুটি মাটি পড়িতে পারিবে না। এইরূপে উত্তপ্ত তেলই আমতেলের জমী।

যাহা হউক এইবার আমগুলিকে ধুইয়া ফেল এবং উহাদিগকে না ছাড়াইয়া দুই ফালা করিয়া, কিম্বা অৰ্দ্ধেক চিরিয়া শেষ ভাগ আস্ত রাখিয়া আস্তে আস্তে কসি বাহির করিয়া লইয়া কসির স্থানে হরিদ্রা, মেথী, মৌরী, কালজীরা, লঙ্কা ও সরিষা গুড়া করিয়া পুর দিয়া তৈলের মধ্যে ফেলিয়া দাও।

এইরূপে কিছুদিন রাখিয়া যখন আমগুলি যথেষ্ট পরিমাণে তেল শোষণ করিয়া লইবে তখন উহা ব্যবহার করিতে হয়।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর পরাজয়ের কারণ।

জীবন যুদ্ধে হারিয়া বাঙালী ক্রমশঃই কোন্‌ঠাসা হইয়া পড়িতেছে—এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বেও নাকি বাংলার অবস্থা অন্যরূপ ছিল—বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কোন বিষয়েই তাহাদের এই শোচনীয় অবস্থা আরম্ভ হয় নাই। অবশ্য ইহা ঐতিহাসিকের কথা। কিন্তু দেড় শত বৎসর আগেকার কথা না জানিলেও আমরা পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা জানি। এই পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস বাঙালীর পরাজয়ের ইতিহাস। অগ্রসর হওয়া ত দূরের কথা প্রত্যহই তাহারা পশ্চাতে হটিতেছে। শ্মশানের বুকে স্বর্ণ প্রদীপের মত, দারিদ্র ও ম্যালেরিয়া প্রপিড়ীতা বন্যাপ্লাবিতা বাংলার বুকে কলিকাতা মহানগরী গড়িয়া উঠিয়াছে; সমস্ত বঙ্গদেশের শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্র এই কলিকাতা; সেই কলিকাতার কর্ম্মকেন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর। কি দেখিবে? দেখিবে রাস্তার দুই ধারে প্রাসাদোপম অট্টালিকা শ্রেণী; আর সে অট্টালিকার মালিক বাঙালী নহে—মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, ইহুদী। দেশের সমস্ত বড় বড় ব্যবসায় তাহাদের হাতেই আছে, এমন কি ছোট খাট দোকান যেমন, চাল ডালের দোকান, খাবারের দোকান প্রভৃতি যাহা এতদিন বাঙালীর হাতে ছিল তাহাও ক্রমশঃ বাঙালীর হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে। আবার শুধু কলিকাতা নহে, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বাংলার অন্যান্য কর্ম্মকেন্দ্রও অবাঙালীর করায়ত্ব। পাট, তুলা, ধান চাউল, তৈল প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ে বাঙালী পাত্তা পাইতেছে না। অথচ বিদেশ হইতে ইংরাজ, আমেরিকান, জাপানী, ইহুদি, পার্শী, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, বোম্বেওয়ালা, দিল্লীওয়ালা প্রভৃতি আসিয়া সমস্ত বাংলার বাজার দখল করিয়া বসিয়া আছে। এমন কি দিনে দিনে উড়িষ্যা হইতে উড়িয়ারাও উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিতেছে;—ইহার কারণ কি? বাংলায় যে আজ সকলেই খাইতে পায় কেবল বাঙালী বাদে; বাঙালীর এ দুর্দ্দশার কারণ কি? সকলেই বলিবে—

ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্যতাই বাঙালীর অধঃপতনের মূল।

ইহা সত্য কথা। কিন্তু ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই বা তাহারা অকৃতকার্য্য হয় কেন?

একদল লোক আছেন যাঁহারা বলেন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারেই আমাদের সকল প্রচেষ্টা ধ্বংস হইয়া যায়। রাজা বিদেশী তাহার উপর রাজার জাতি বণিক হওয়ায় আমাদের স্বার্থ প্রতি নিয়তই পদদলিত হইতেছে—আমরা ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিব কেমন করিয়া?

ইঁহাদিগের মতবাদের গুরুত্ব অনুভব করিলেও ইঁহাদিগকে অভ্রান্ত বলিতে আমরা রাজী নহি। সত্য বটে বৈদেশিক গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে আমাদিগের স্বার্থ সর্ব্বদাই রক্ষিত হয় না, তথাপি একই আইন ত সমগ্র ভারতের উপর প্রযোজ্য। তবে ভারতের অন্যান্য জাতি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এত উন্নতি করিল কেমন করিয়া? ইংরাজের অধীন থাকিয়া পার্শী, মাড়োয়ারী, গুজরাটী এবং ভাটিয়ারা যদি ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে পারে, বাঙালী পারিবে না কেন? পারা উচিত ছিল, কিন্তু পারে নাই যখন, তখন বুঝিতে হইবে নিশ্চয়ই ইহার অন্য কোন কারণ আছে।

বস্তুতঃ "বাঙালী অব্যবসায়ী, বাঙালী হুজুগে জাত"—ইত্যাদি নীতি কথা আমরা প্রতিনিয়তই শুনিয়া আসিতেছি বটে, কিন্তু বাঙালীর ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্যতার প্রকৃত কারণ যে কি তাহা খুব কম লোকই অনুসন্ধান করিয়াছেন। রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে রোগের কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। নহিলে নিদান নির্ণয় করা দুরূহ হইয়া পড়ে। সেইরূপ বাঙালীর ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্যতার দাওয়াই ঠিক করিতে হইলে আগে সেই অকৃতকার্য্যতার কারণ নির্ণয় করিতে হইবে।

বাঙালী চরিত্রে এমন কতকগুলি মারাত্মক দোষ রহিয়া গিয়াছে যাহার জন্য তাহারা কিছুতেই ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। **ব্যবসায় বিমুখতাই** ইহাদের অন্যতম। বস্তুতঃ অন্য প্রদেশের ছেলেদের ব্যবসায়ের দিকে যেরূপ একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে—বাঙালীর সেরূপ কিছু নাই। তাহারা ব্যবসায় বাণিজ্যের কথা তেমন বুঝিতে পারে না এবং বুঝিতেও চাহে না। অবশ্য অনেকগুলি কারণ ইহার জন্য দায়ী।

সুক্ষণে কিম্বা কুক্ষণে বলিতে পারি না ইংরাজ আসিয়া বাংলাতেই প্রথম আস্তানা গড়িল। কলিকাতা হইল প্রথমে বাংলার, পরে সমগ্র ভারতের রাজধানী। ইহাতে ফল আর যাহাই হউক না কেন বাঙালী ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া ইংরেজী শিক্ষায় যেরূপ দক্ষ হইয়া উঠিল, ভারতের আর কোন প্রদেশই সেইরূপ হয় নাই। তখন শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে ডাকিয়া গভর্ণমেণ্ট চাকুরী দিতে লাগিলেন। এইরূপে চাকুরীর দিকে আমাদের মন টানিল। এখন তাহা নেশায় পরিণত হইয়াছে। পাখীকে কিছুদিন নিয়মিতভাবে অল্প অল্প আফিং খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিলে সে যেমন মুক্তির আনন্দ ভুলিয়া নেশার আবেশে আবার ফিরিয়া আসিয়া স্বেচ্ছায় ধরা দেয়—আমরাও সেইরূপ আফিস হইতে বিতাড়িত হইলেও কোনরূপ স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন না করিয়া সেই আফিসেরই দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া মরিতেছি। ইহাকেই বলে slave-mentality **বা দাস মনোভাব**।

ব্যবসায়-বিমুখতার দ্বিতীয় কারণ **আদর্শের অভাব**। বাংলার যুবকেরা রাসবিহারী ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলরতন সরকার প্রভৃতি যাঁহাদিগকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া বিবেচনা করে তাঁহাদিগের কেহই ব্যবসায়ী নহেন। কাজেই তাহাদের ব্যবসায়ের দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক থাকা অসম্ভব। তাহারা দেখিতেছে বাঙালী ওকালতিতে উন্নতি করিতেছে; ডাক্তারীতে নাম কিনিতেছে—সকল প্রকার মস্তিষ্কের কার্য্যেই তাহারা বড়—তাই বাঙালীর ছেলে উকিল, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি হইবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু অন্য প্রদেশের দিকে বারেকের জন্য দৃষ্টিপাত কর—দেখিবে সে প্রদেশের প্রধান

ব্যক্তিগণ ব্যবসায়ী। ব্যবসায় করিয়াই তাঁহারা গণ্যমান্য হইয়াছেন। তাঁহাদের ছেলেরাও তাই তাঁহাদের আদর্শে স্বাধীন ব্যবসায়ের পথ অবলম্বন করিতেছে। এবং সিদ্ধিলাভও তাহারা করিতেছে; কেননা "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

বাঙালীর ব্যবসায় বিমুখতার তৃতীয় কারণ তাহার **নিশ্চিন্ততা প্রিয়তা**। অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে সে রাজী নহে! এই ঝুঁকি ঘাড়ে লইবার অনিচ্ছাই তাহার চাকুরী-প্রিয়তার অন্যতম কারণ। চাকুরীতে বিপদের সম্ভাবনা নাই—লোকসান যাইবার সম্ভাবনা নাই। পরম নিশ্চিন্ত মনে মাসাবধিকাল দশটা হইতে পাঁচটা এবং কখন কখন বা সাতটা অবধি কলম পিষিয়া যাও, মাসান্তে কুড়ি বা ত্রিশটা টাকা পাইবেই। ব্যবসায়ে কিছুই নিশ্চিয়তা নাই। হয়ত ইহা হইতে লাখপতি হইয়া যাইব, নহিলে ইহাতেই আমার সর্ব্বনাশ হইবে। বিশেষতঃ লাভ হইলেও ইহা হইতে মাসিক কত টাকা লাভ পাইব তাহারও স্থিরতা নাই। এই সমস্ত সাত পাঁচ ভাবিয়া বাঙালীর ছেলে ব্যবসায়ে নামিতে সাহস পায় না। কিন্তু তাহাদের জানিয়া রাখা উচিত, অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপাইয়া না পড়িলে জীবনে উন্নতি লাভ করিবার আশা বিড়ম্বনা মাত্র। No risk no gain অর্থাৎ ঝুঁকি ঘাড়ে না লইলে লাভবান হওয়া যায় না—ইহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। উপভোগ করিতে হইলে কাঁটা কে উপেক্ষা করিয়াই গোলাপ তুলিয়া আনিতে হইবে। নহিলে সুগন্ধ আঘ্রাণের সৌভাগ্য তোমার নাই।

যাহা হউক ব্যবসায় বিমুখতার জন্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে জাতি হিসাবে আমরা প্রতিদিন পিছাইয়া পড়িতেছি বটে—কিন্তু ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ ইহা নহে। কেননা ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য হ'ন বা হইতে পারেন কেবল তাঁহারাই যাঁহারা ব্যবসায়কেই জীবিকা অর্জ্জনের উপায় রূপে অবলম্বন করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের আর যে দোষই থাকুক না কেন, তাঁহারা যে ব্যবসায় বিমুখ নহেন একথা আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পারি।

ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্যতার প্রথম কারণ **ব্যবসায় বুদ্ধি ও শিক্ষার অভাব**। অবশ্য শিক্ষা অর্থে আমরা ব্যবসায় শিক্ষার কথাই বলিতেছি। মাড়োয়ারীর ছেলে তেমন লেখাপড়া শেখে না বটে কিন্তু অতি বাল্যকাল হইতেই তাহার ব্যবসায়ের শিক্ষা আরম্ভ হয়। বাপের গদীতে যাতায়াত করিয়া বাপের কারবার দেখিয়া শুনিয়া কালে সে একজন পাকা ব্যবসাদার হইয়া উঠে। কিন্তু বাঙালীর ছেলের সেরূপ শিক্ষালাভের কোনই সুবিধা নাই। সে বাল্য, শৈশব এবং যৌবন সেক্সপীয়র এবং মিলটন কপচাইতে অতিবাহিত করিয়া প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভে—হাঁ, পঁচিশ বৎসরের পর বাঙালীকে প্রৌঢ় বৈ আর কি বলিব? কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হয়। তখন তাহার অবস্থা অনেকটা বাঁশবনে ডোম কাণার মত। এই সুবিশাল জগৎ-পারাবারের উত্তাল তরঙ্গ সংঘাতে সে নিমজ্জমান বালকের মত হাবুডুবু খাইতে থাকে। অকূলে কূল কোথায়? কেহ হয়ত বলিল ব্যবসায় কর। সে পিতার সঞ্চিত অর্থ মূলধন করিয়া ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিল—বিরাট কারবার, লোক নস্কর গাড়ী ঘোড়া, চেয়ার টেবিল ইত্যাদি। লোকে বলিল—"বাঃ! অমুক চমৎকার ব্যবসায় ফাঁদিয়াছে।" কিন্তু ধুম ধড়াকা দুই দিনের জন্য।

বৎসর না ঘুরিতেই লালবাতি জ্বালিতে হইল। কেন?—তাহার ব্যবসায়ের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না—সমস্ত মূলধন হাঁসে খাইয়া ফেলিয়াছে; অবশ্য হাঁসগুলি বড় বড় মানুষের মত।

বাঙালীর ব্যবসায় বুদ্ধির কথা বলিতেছিলাম। এই সম্পর্কে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আমাদের গ্রামে এক ভদ্রলোক ছিলেন; আজ তিনি বাঁচিয়া নাই—তিনি সম্পর্কে ঠাকুরদা হ'ন বলিয়া আমরা তাঁহাকে উপেনদা বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার চিরদিনই দোকান করিবার ঝোঁক—এমনকি বাতিক বলিলেও চলে। সেই বাতিকের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বহুবার বহুপ্রকার জিনিষের দোকান ফাঁদিয়াছেন—কিন্তু কোন বারই সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। একবার কিছুটাকা খরচ করিয়া একখানি কাপড়ের দোকান খোলা হইল। মাল গুদামজাত হইবা-মাত্র তিনি কয়েক জোড়া ভাল ভাল কাপড় বাড়ীতে ব্যবহার করিবার জন্য আনয়ন করিলেন। অবশ্য ইহার মূল্যবাবদ যে, দোকানে কিছুই জমা রাখিলেন না তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। আমরা বলিলাম—"উপেনদা! ওকি হইল? অমন করিলে দোকান টিকিবে কেন?" উপেনদা বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তোরা ছেলেমানুষ এর কি বুঝবি? গয়লার যতই লোকসান হোক্ না—তার দুধে ভাত পড়ে না। আমি কাপড় এনেছি বটে, কিন্তু ও হ'ল স্রেফ্ আমার লাভের অংশ।" আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—"লাভের অংশ কি রকম? এখন বিক্রীই হ'ল না, তা লাভ হবে কেমন করে?" তিনি পূর্ব্ববৎ সহাস্যে উত্তর করিলেন—"আহা! বিক্রী হবেত? আর বিক্রী হইলেই লাভ হবে। লাভ যখন হ'ল তখন সে ত আমারই পাওনা। তা সেই লাভটা পরে না নিয়ে—না হয় আগেই নিচ্ছি, এতে আর দোষ কি?" আমরা ত তাঁহার বুদ্ধির বহর দেখিয়া অবাক।

অবশ্য উপেনদার বুদ্ধির সহিত যে সকলের বুদ্ধির তুলনা করা যায় এমন কথা আমি বলিতে চাহি না। তবে মোটামুটি বাঙালীর ব্যবসায়-বুদ্ধি ঐ ধরণের। দোকানের আয় ব্যয়ের সহিত সংসারের আয় ব্যয় মিশাইয়া আমরা জগা খিচুড়ী করিয়া ফেলি।

আমি যতগুলি কারবারের ইতিহাস জানি তাহার অধিকাংশই ঐভাবে নষ্ট হইয়াছে। অব্যবসায়ী ব্যবসায় করিতে গেলে এইরূপ হইয়া থাকে। একটী কথা আছে "যার কাজ তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে।" ইহার সারবত্তা বাঙালী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই বলিয়াই বোধ হয়। হয়ত যে ব্যক্তি সারাজীবন ডাক্তারী করিয়া কাটাইয়াছে, হঠাৎ সে একটী প্রকাণ্ড কারখানা খুলিয়া বসিল, যেন কারখানা খুলিতে একটুও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন করে না বা এনাটমি তাহার কারখানা পরিচালনে সহায়তা করিবে। ইহার ফল কি?—ইহার অনিবার্য্যফল দুইদিন বা দুইমাস পরে কারখানার দরজা বন্ধ হইয়া যাওয়া। বাঙালী বড়ই Idealist বা আদর্শবাদী। অন্যদিক দিয়া ইহা গুণ হইলেও ব্যবসায়ের উন্নতিপথে ইহা যে একটী প্রধান অন্তরায় তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহার আদৌ মাত্রা জ্ঞান নাই। নিজের ওজন যে ঠিক কতখানি তাহা না বুঝিয়াই হটাৎ সে একটা কাজ করিয়া বসে। কিন্তু ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে একটু বেশী Practical, একটু বেশী Sober হইতে হইবে। মূলধনের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অতিরিক্ত বড়

Scaleএ দোকান ফাঁদিতে গিয়া অনেক দোকান ফেল হইয়া গিয়াছে। ব্যবসায় জিনিসটা নেহাত মোরব্বা খাওয়ার মত সহজ নহে। দস্তুর মত মেহন্নত করিয়া ইহা শিক্ষা করিতে হয়। কিন্তু অন্য জাতির মত ব্যবসায় শিক্ষার বিশেষ কিছু সুবিধা বাঙালীর নাই। কেননা বাঙালীর শিক্ষা ক্ষেত্র কোথায়? স্বজাতির কার কারবার তেমন কিছুই নাই, অথচ মাড়োয়ারী প্রভৃতি অবাঙালী ব্যবসায়ীগণ তাহাদিগকে শিক্ষাপ্রদানে পরাঙ্মুখ। কাজেই একলব্যের মত বাঙালীকে আপন সাধনা বলেই সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। এরূপ স্থলে পয়সা থাকিলেও হটাৎ কোন বড় কারবার ফাঁদিয়া বসা অন্যায়। ছোট হইতেই বড় হয়। ছোট দোকান খোলা উচিত। যদি লোকসান যায় ছোটর উপর দিয়া যাইবে। বিশেষতঃ ইহা দ্বারা অভিজ্ঞতা জন্মিবে—ব্যবসায়ের সড়ি সন্ধান আয়ত্ব হইয়া আসিবে।

বাঙালীর ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্যতার দ্বিতীয় কারণ—**অলসতা এবং আরাম-প্রিয়তা**। জল বায়ুর গুণেই হউক বা আর যে কোন কারণেই হউক সাধারণতঃ বাঙালী বড়ই অলস প্রকৃতির। কিন্তু প্রচুর পরিশ্রম করিতে না পারিলে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করা অসম্ভব। বিশেষতঃ বাঙ্গালী চরিত্রে দৃঢ়তার একান্ত অভাব। হয়ত বিপুল উদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল—অসামান্য পরিশ্রম বলে কারবারটীকে গড়িয়া তুলিল, কিন্তু ব্যবসায়টী একটু দাঁড়াইয়া যাইবামাত্র তাহার সকল উদ্যম যেন কর্পূরের মত উপিয়া গেল। তখন কর্ম্মচারীবৃন্দের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং বিলাস ব্যসনে দিন কাটাইতে লাগিল। ইহাতে যে কিছুদিনের মধ্যেই কারবার গুটাইতে হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বস্তুতঃ কেবল দেখা শুনা করিবার অভাবেই যে কত দোকান লালবাতি জ্বালাইয়াছে তাহা আর বলিতে পারি না। আমরা যে ব্যবসায় ছাড়িয়া চাকুরীর দিকে ছুটিয়া যাই আমাদের এই প্রকৃতিগত আরাম-প্রিয়তাই তাহার অন্যতম কারণ। আফিসের কাজের মধ্যে মস্তিষ্কের পরিশ্রম যতই হউক না কেন, শারীরিক পরিশ্রম ইহাতে কিছুই করিতে হয় না। আমরা কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম করিতে নারাজ; তাই ইলেক্‌ট্রিক পাখার নীচে চেয়ারে বসিয়া কলম পিষিবার লোভ সম্বরণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তৃতীয় কারণ **মূলধনের অভাব**। ইহাই যে বাঙালীর ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্যতার প্রধানতম কারণ, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। জগতের মধ্যে ভারতবাসী সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র আবার ভারতবাসীর মধ্যে বাঙালীর তুল্য দরিদ্র কেহ নাই বলিলেই চলে। অবশ্য ইহার প্রধান কারণ বাঙালী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সকলের পিছে পড়িয়া আছে, এ কথা আমরা বলিয়াছি। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, **বাঙালী দরিদ্র বলিয়াই তাহারা ব্যবসায়ে পিছাইয়া আছে।** বাঙালীর যে আদৌ মূলধন নাই এমন কথা আমরা বলি না। এমন অনেক জমিদার বাংলায় আছেন যাঁহাদের লাখ লাখ টাকা ব্যাঙ্কে সঞ্চিত রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা সে টাকা ব্যবসায়ে খাটাইতে ইচ্ছুক নহেন। বাজী পোড়াইয়া, আমোদ করিয়া হাজার হাজার টাকা তাঁহারা নষ্ট করিতে পারেন, কিন্তু তাহার একাংশও ব্যবসায় করিয়া নষ্ট (?) করিতে তাঁহাদের বুক ফাটিয়া যায়। বিশেষতঃ বাংলার জমিদারবৃন্দ অত্যন্ত আরাম প্রিয় এবং কাজেই স্বার্থপর। তাঁহারা নিজেদের

বিলাস ব্যসন লইয়াই ব্যস্ত। ব্যবসায় করিতে গেলে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়, অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। স্বীয় বংশধরগণের উন্নতি তথা দেশের উন্নতির জন্ম তাঁহারা সে কষ্ট স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। ইহা অপেক্ষা প্রজা মরিয়া কাছারি গরম করিতেই তাঁহারা অধিক অভ্যস্ত।

"বাংলার মূলধন লাজুক"—এ কথাটী প্রবাদের মত চলিয়া গিয়াছে। বাঙালীর স্বভাবসিদ্ধ ভীরুতাই যে এই লাজুকতার অন্ততম কারণ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিতে গেলে যথেষ্ট সাহসিকতার প্রয়োজন। পণ্ডিতপ্রবর ডাঃ শীল মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন—"বাঙালীর মরিবার সাহস আছে কিন্তু বাঁচিবার সাহস কৈ?" বাঙালীর যে বাঁচিবার সাহস নাই এ কথা ত অস্বীকার করা যায় না।

অবশ্য বাঙালীর ব্যবসাগত ভীরুতার প্রধান কারণ এই যে দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙালীর কয়েকটি অনুষ্ঠান পর পর ফেল হইয়া গিয়াছে। ঘরপোড়া গরু যেমন লাল মেঘ দেখিলে ডরাইয়া উঠে আমরা ও তেমনি ব্যবসায়ের নাম শুনিলেই চমকিয়া উঠি—মুখ হইতে আপনা আপনি বাহির হইয়া আসে—"ওরেঃ বাবা! বাঙালীর ব্যবসায়? ও ত ফেল হইয়া বসিয়া আছে।" বাঙালী বড়ই ভাবপ্রবণ অর্থাৎ দুর্ব্বল চিত্ত। ভাবপ্রবণ ব্যক্তির নিকট এইরূপ ব্যবহারই প্রত্যাশা করা যায়। ইংরাজীতে একটী কথা আছে 'Nothing succeeds like success" অর্থাৎ সফলতাই সফলতার জনক। চোখের সামনে যদি আমাদের জাতেরই আর পাঁচজন ব্যবসায় করিয়া সাফল্য লাভ করে, তবে স্বতঃই মনে হয় আমিও ঐ পথ অনুসরণ করিলে আমারও উন্নতি হইবে। ইহাতে বুকে বল বাড়িয়া যায়। মনে সাহস পাওয়া যায় এবং সাহস ও আগ্রহের সহিত কাজ আরম্ভ করিলে তাহাতে জয় অনিবার্য্য।

কিন্তু Nothing succeeds like success যেমন সত্য, nothing fails like failure ও প্রায় সেইরূপ সত্য কথা। তবে প্রভেদ এই যে উপরের কথাটী সবলের বেলাই খাটে, কিন্তু শেষোক্ত কথাটী কেবল দুর্ব্বলচিত্ত লোকের বেলা অর্থাৎ আমাদের বেলাই প্রযোজ্য। বাধা পাইলে শক্তিমান যে, তাহার সুপ্ত শক্তি জাগিয়া উঠে, যেমন জলপ্রপাতের গতিরোধ করিতে গেলে জল সহস্রগুণ শক্তিতে ফুলিয়া ফুঁসিয়া দুকুল প্লাবিয়া যায়। সবলের নিকট failures are the pillers of success. অর্থাৎ অকৃতকার্য্যতাই সফলতার সোপান। অবশ্য নীতিকথার অভাব বাংলা ভাষায় নাই—"যে মাটিতে পড়ে নর উঠে তাই ধরে' "হাঁটীতে শেখে না কেহ না খেয়ে আছাড়"—ইত্যাদি অনেক কথাই শোনা যায়। এমন কি অন্যান্ত বিষয়ে দেখাও যায়, কেবল ব্যবসায়ের ক্ষেত্র ছাড়া। আমরা পরীক্ষায় একবার অকৃতকার্য্য হইয়া দ্বিতীয়বার চেষ্টা করি—দ্বিতীয়বার অকৃতকার্য্য হইয়া তৃতীয়বার চেষ্টা করি—এইরূপ বার বার অকৃতকার্য্যতায় নিরাশ হইয়া পড়ি না। কিন্তু ব্যবসায়ে একবার অকৃতকার্য্য হইলেই আমাদের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

ব্যবসায়ে একবার অকৃতকার্য্য হইলে আমরা যে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করিতে পারি না তাহার কারণ আবার আমাদের অর্থাভাব। প্রথম বারেই সমস্ত টাকা নিঃশেষ হইয়া যায়, দ্বিতীয় বার কারবার করিব কি দিয়া? ইহার প্রতি-

ব্যবসার করিতে হইলে যৌথ কারবার স্থাপন করিতে হইবে। যৌথ কারবারে পাঁচজনের অর্থ একত্রিত হওয়ায় মূলধন নষ্ট হইলে কাহাকেও পথে বসিতে হয় না। আমাদের মত দরিদ্র দেশে যৌথ কারবার স্থাপন করা ভিন্ন ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিবার দ্বিতীয় উপায় নাই। আজ কাল প্রতিযোগিতার দিন আসিয়াছে। স্বাধীন প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে হইলে বিপুল মূলধনের আবশ্যক। বিদেশী ব্যবসায়ীগণ লক্ষ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া কারবার ফাঁদিয়া বসিয়া আছে। ব্যবসায়ের সকল ক্ষেত্রই তাহাদের করতলগত। এ ক্ষেত্রে তাহাদের সহিত আঁটিয়া উঠা বড় সহজ-কথা নহে। কেবল একটী মাত্র উপায় আছে, তাহা অনেকে মিলিয়া যৌথ কারবার স্থাপন করিয়া। কিন্তু সে পথেও অন্তরায় অনেক। যৌথ কারবারের প্রথম কথা যে একতা সেই **একতার অভাবই** বাঙালীর জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট। পাঁচজনে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার শক্তি বাঙালীর নাই। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল আকবরের মুখ দিয়া বলাইয়া ছিলেন—একা বাঙালী বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে বা গরিমায় পৃথিবীর কোন জাতির লোক অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে—কিন্তু দশজন বাঙালী একত্রিত হইলে তাহাদের মত নির্ব্বোধ ও দুর্ব্বল কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না—জগতের যে কেউ তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারে। একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কেন না দশ জন বাঙালীর মাথা হইতে অন্ততঃ বিশটা মত বাহির হইবে এবং সকলেই নিজের নিজের মত জাহির করিতে যাওয়ায় প্রথমে মতান্তর এবং পরে মনান্তর হওয়া অনিবার্য্য। যৌথ কারবারে সাফল্য লাভের দ্বিতীয় অন্তরায় পরস্পরের প্রতি **বিশ্বাস-হীনতা**। বাঙালী কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারে না। পাঁচ জনে মিলিয়া কারবার ফাঁদিয়াছে কিন্তু একজনের আরএকজনের প্রতি বিশ্বাস নাই। সর্ব্বদাই ভয় "ঐ বুঝি অপরে ফাঁকি দিয়া লইল।" এরূপ অবিশ্বাস লইয়া কারবার করা চলে না। ইহাতে অংশীদারদিগের মধ্যে সন্দিগ্ধতা ও অসন্তোষের বীজ ছড়াইয়া পড়ে এবং ফলে বিবাদ বাধিয়া সমস্ত ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যায়। অবশ্য বাঙালীর স্বভাবগত সন্দিগ্ধতা ছাড়া পরস্পরের প্রতি এইরূপ বিশ্বাসহীনতার আরও অনেক কারণ আছে। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে এ পর্য্যন্ত বাঙালী চালিত যতগুলি partnership কোম্পানী ফেল হইয়াছে তাহার অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে একজন না একজন অংশীদারের **বিশ্বাস ঘাতকতায়**। অতিরিক্ত বুদ্ধিমান নাকি বাঙালী, তাই অপরকে পথে বসাইয়া নিজে মোটর হাঁকাইবার স্পৃহা তাহার মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য শুধু যে Partnership কোম্পানী গুলিই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে তাহা নহে, Joint stock company বা যৌথ কারবার সমূহও নষ্ট হইয়া যাইবার কারণ ঐ একই। ডাইরেক্টারদিগের ঔদাসীন্য ও অসাধুতা যে কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের অকালমৃত্যু ঘটাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই সব কারণে বাঙ্গালী জনসাধারণ এরূপ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহারা আর ঘরের কড়ি বাহির করিয়া কোন দেশী কোম্পানীর সেয়ার কিনিতে রাজী নহে। অবশ্য ডাইরেক্টার বা ম্যানেজারগণ অসাধু হয় কেন তাহাও অনুসন্ধান করিতে হইবে। অনেক সময় দেখা যায় যে যে ব্যক্তি গভর্ণমেণ্ট বা অন্য কোন সাহেব কোম্পানীর

অধীনে যোগ্যতা ও সততার সহিত কাজ করিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন সেই ব্যক্তিই কোন স্বদেশী প্রতিষ্ঠানে ঢুকিয়া চোর বনিয়া গেল। ইহারই বা কারণ কি? একই ব্যক্তি কখন সাধু কখন চোর হয়, কেন? ইহার দুইটী কারণ আমরা অনুমান করিতে পারি। প্রথমতঃ প্রতিষ্ঠানের আইন কানুনের দোষে ও শৃঙ্খলার অভাবে, দ্বিতীয়তঃ **অংশীদারদিগের ঔদাসীন্যে**।

বাঙালীর কোন কাজেই আঁটসাট নাই। সবই এলোমেলো। আইন কানুন কাগজে কলমে ঠিক রহিল বটে; কিন্তু তাহা মানিয়া চলিব না। এই সমস্ত কারণে কর্ম্মচারীরা চুরি করিবার যথেষ্ট সুযোগ পায়। এবং সুযোগ পাইলেই মানুষ যে তাহার সদ্ব্যবহার করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ **কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না**।

আমি একজন অংশীদার অতএব আমার শ্যালক যতই অনুপযুক্ত হউক না কেন তাহাকে চাকুরী দিতে হইবে। আমি ডাইরেক্টার অতএব আমার আত্মীয়স্বজন চাকুরী পাইতে বাধ্য; ইহাতে ঘোড়াই মরুক আর চ্যাকড়াই ছিঁড়ুক। অথচ কর্ম্মচারী নিয়োগের উপর ব্যবসায়ের সাফল্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। অবশ্য ডাইরেক্টর ও ম্যানেজারদিগের উপরোক্ত রূপ মনোভাব তাহাদের অযোগ্যতাই প্রমানিত করে। ফল কথা ডাইরেক্টর বা ম্যানেজারআদি নির্ব্বাচিত করিবার সময় আমরা আদৌ তাহাদের যোগ্যতা অযোগ্যতার দিকে দৃষ্টিপাত করি না যতটা দৃষ্টিপাত করি তাহাদের টাইটেল বা লম্বাগাজের দিকে। যেন কতকগুলা টাইটেল থাকিলেই তাহারা মস্ত ব্যবসায়ী হইয়া পড়িল। আরও আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় এতদ্দেশীয় নামজাদা প্রধান ব্যক্তিরা নিজেদের অক্ষমতা জানিয়াও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। অবশ্য তাঁহাদের দায়িত্ব বোধ যে কতখানি তাহা আমরা বলিতে পারি না। তাঁহারা হয়ত মনে করেন তাঁহারা যে অনুগ্রহ করিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টর হইয়াছেন ইহাতেই অংশীদারগণ কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন এবং শুধু এই জন্যই অংশীদারগণের তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা উচিত। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে ডাইরেক্টারদিগের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের মতে যে কারণেই হউক না কেন যাঁহারা দায়িত্ব অনুযায়ী কাজ করিতে পারিবেন না তাঁহাদের সে দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া কোন ক্রমেই বিবেকসম্মত নহে।

যাহাহউক ডাইরেক্টারদিগকে দোষ দিতেছি বলিয়া অংশীদারদিগকেও আমি নির্দ্দোষ বলিতে চাহি না। তাঁহাদিগের স্বীয় স্বার্থের প্রতি অসীম উদাসীন্যই কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে অসাধু করিয়া তুলে। ঘোড়া ছুটাইয়া রাশ ছাড়িয়া দিলে সে যে উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবে ইহাই ত স্বাভাবিক। চুরি করিবার অবাধ সুযোগ পাইলে সাধুও চোর হইয়া পড়ে। অংশীদারগণ কোন কোম্পানীর অংশ কিনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না, ব্যবসায়ের প্রকৃত অবস্থা ও পরিচালনা সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

চতুর্থ কারণ **সংগঠনীশক্তি ও শৃঙ্খলার (Organising Power) অভাব** এই দুইটী গুণের অভাবেই বাঙালী কোন বিষয়ে উন্নতি করিতে পারিতেছে না। ইংরাজেরা যে

মুষ্টিমেয় হইয়াও আজ সমগ্র জগতের অধিপতি; তাহার প্রধান কারণ তাহাদের অসাধারণ Organising Power। সাহেব ও বাঙালীর মধ্যে প্রভেদ কোথায়, তাহা যে কোন দুইটী সাহেব ও বাঙালী কোম্পানীর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। সাহেবদের সকল কার্য্যই সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়া যায় যেন কলে কাজ হইতেছে। আর বাঙালীর সব তাতেই বিশৃঙ্খলা ও গণ্ডগোল। নিয়মানুবর্ত্তিতা নাই বলিলেই চলে। হয়ত আপনার নিকট হইতে অর্ডার লইল ১লা তারিখে মাল সরবরাহ করিবে অথচ মাল আপনার গৃহজাত হইতে মাসের তিন চার তারিখ অতিবাহিত হইয়া যাইবে। দেখাযায় **বাঙালীর কথার বা সময়ের মূল্যজ্ঞান আদৌ নাই।** ইহাতে ক্রেতার দল বিরক্ত হইয়া উঠে, কাজেই এরূপ ভাবে ব্যবসায়ে উন্নতি করা যায় না।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি সেই কথা বলিয়াই আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। সেটা হইল অসাধুতা।

আমরা সর্ব্বদাই ভাবিতেছি কেমন করিয়া অপরকে ঠকাইব। অধিক মূল্যে নিকৃষ্ট জিনিষ বেচিয়া রাতারাতি বড়লোক হইবার দিকেই আমাদের লক্ষ্য। ইউরোপীয় জাতিবৃন্দের কার্য্য-কলাপ ঠিক ইহার বিপরীত। তাহারা মাল যতই অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইতে থাকে ততই অল্পমূল্যে কেমন করিয়া উৎকৃষ্ট মাল দেওয়া যাইবে তাহাই ভাবিতে থাকে। ইহাতে তাহাদের সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং ব্যবসায় দ্রুত উন্নতির পথে ধাবিত হয়। বস্তুতঃ সততাই ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। সুনামের মূল্য মূলধন অপেক্ষা অনেক বেশী। আমাদিগকে এই সকল কথা স্মরণ রাখিতে হইবে তবেই ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমরা উন্নতি লাভ করিব।

— —

বেকারের উপায়

(স্বর্ণপদক প্রাপ্ত শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র নাগ লিখিত।)

সামান্য ২০।৩০ টাকা বেতনের চাকরীর জন্য আফিসের দ্বারে দ্বারে না ঘুরিয়া কি উপায়ে স্বাধীন ভাবে ততোধিক টাকা রোজগার করা যায় গত ফাল্গুণ সংখ্যায় এই পত্রিকায় "আবর্জনার মধ্যে অর্থের সন্ধান" নামক প্রবন্ধ পড়িয়া তাহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিলাম।

এইরূপ সময়োপযোগী প্রবন্ধ বেকার সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট সহায়তা করে। আমেরিকার বেকারসমস্যাজনিত প্রবন্ধাদির জন্য ষ্টেট্ গভর্ণমেণ্ট লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে একবার বেকার-সমস্যা পার্লামেণ্টের টনক নড়াইয়া ছিল। ইংরাজ সরকারকে বাধ্য হইয়া টাকা মঞ্জুর করিতে হইয়াছিল।

ইংলণ্ডে ও ভারতে—আকাশ-পাতাল প্রভেদ, বর্ত্তমানে আমাদের দৌড় কাউন্সিল পর্য্যন্ত। যেখানে একটা জাতির জীবন-মরণের প্রশ্ন এইরূপ সমস্যায়ও আমরা এক আবেদন আর নিবেদন ভিন্ন বাধ্য করিতে পারি না, কারণ Councilors are agents of the people, not rulers. দুর্ভাগ্য আমাদের—যত সব বেকারদের' আর দুশ্চিন্তা যত সব সম্পাদক মহাশয়দের, কারণ যখন দেখেন যে বাঙ্গালীর হাতে পয়সা নাই, পেটে ভাত নাই, রক্তে জোর নাই—মরিতে চলিয়াছে, তখন চিন্তায় নিজের রক্ত শুখাইয়া, সময়ে না খাইয়া, আর নিজের হাতের পয়সা খরচ করিয়া বেকারের বাঁচিবার পথ—রোজগারের পন্থাদি নির্দ্দেশ করেন।

অনেকে এবিষয়ে নিজ নিজ অভিমত জানাইতেছেন। সাবান ও সুগন্ধ দ্রব্যাদি ভিন্ন অন্য ব্যবসায়ে আমার অভিজ্ঞতা নাই। এই সাবান সংক্রান্ত একটী সহজ ও অর্থকরী সন্ধান জানাইব। আমার বিশ্বাস, এমন কি সুদূর পল্লী-গ্রামে থাকিয়া যৎসামান্য চেষ্টা ও যত্নসহ নিকটবর্ত্তী গ্রাম্যদোকানদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিলে মাসিক ৩০।৪০ টাকা রোজগার সহজসাধ্য হইবে।

সাবানের চাঁচন অর্থাৎ কাট-ছাটের টুকরা হইতে সুন্দর "লোমনাশক সাবান" প্রস্তুত করা যায়। এইজন্য যন্ত্রপাতি না হইলেও চলে। সরঞ্জাম যাহা আবশ্যক তৎসমুদায় গৃহস্থের ঘরে সচরাচর দেখা যায়।

এই চাঁচন - দিনাজপুর, ঢাকা এবং কলিকাতার দেশীয় সাবানের কারখানায় প্রতিসের পাঁচআনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হয়। মোটের উপর ৫৲ টাকা মূলধনে এই ব্যবসা করা যায়। এই ব্যবসার জন্য ছোটখাট ভাবে আরম্ভ করিতে যে যে জিনিষ প্রয়োজন, নিম্নে লিখিত হইল—

চাঁচন—এক ছটাক

ষ্টার্চ্চ পাউডার—তিন ছটাক

বেরিয়াম সালফাইড—দুই ছটাক

প্রয়োজন হইলে ছটাকের পরিবর্ত্তে সের হিসাবে ধরা যায়।

প্রস্তুত প্রণালী:—প্রথমে সামান্য জলসহ চাঁচনকে পিষিয়া একটা কড়াইতে রাখিয়া উহার নীচে অগ্নিসংযোগ করিতে হয় এবং যাহাতে চাঁচনগুলি না পুড়িয়া উত্তমরূপে দ্রবীভূত হয় সেজন্য অনবরত একটা সরু কাঠের টুকরা দ্বারা নাড়িতে হইবে। সমস্ত স্তূপাকার হইয়া মলমাকৃতি ধারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কড়াই নামাইয়া ষ্টার্চ্চ এবং বেরিয়াম সালফাইড একত্রে অল্প অল্প করিয়া মিশ্রিত করিতে হইবে।

রান্নাঘরের কড়াই ব্যবহার না করিলেই ভাল। যদি ঐ কড়াই ব্যবহার করিতে হয় তবে উত্তমরূপে পরিষ্কার না করিয়া পুনরায় রন্ধনকার্য্যে লাগাইবেন না। কোন রকমে সাবানের অপরিস্কৃত অংশাদি খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত হইলে অনিষ্ট হইতে পারে, ইহা স্মরণ রাখিবেন।

পূর্ব্বোক্ত কড়াইএর জিনিষ ঠাণ্ডা হওয়ার পর ইচ্ছানুযায়ী গোলাকৃতি অথবা চতুষ্কোনভাবে কাটিয়া লইলেই উত্তম "লোমনাশক সাবান" প্রস্তুত হইবে। সন্দেশের ছাঁচ করিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়, তারপর ছোট বড় টীনের কৌটায় রাখিয়া প্রতি সাবান একআনা দুইআনা হিসাবে বিক্রয় করিলেই লাভবান হইবার আশা আছে।

নিকটবর্ত্তী গ্রামের ও হাট বাজারের দোকানদারদিগের সহিত কমিশনে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে এবং বাজে 'লেক্‌চার' না বকিয়া, সঙ্গে সঙ্গে হাটের দিনে একটু-আধটু পেটের-লেক্‌চার দিলে অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে 'ক্যানভাসিং' বলে—এই করিতে পারিলে বার মাসেরই অন্নসংস্থান হইতে থাকিবে সন্দেহ নাই।

'লোমনাশক সাবান' নিত্য ব্যবহৃত জিনিষ না হইলেও ইহার যথেষ্ট কাট্‌তি আছে। বাঙ্গালা দেশে এই জাতীয় যে সব সাবান বিক্রয় হয় তাহার অধিকাংশ আসে বোম্বাই হইতে। কলিতার অধিকাংশ পাঞ্জাবী সাবান ব্যবসায়ীরা ইহা প্রস্তুত করেন। এই সাবান বিক্রয় করিয়া অনেক হিন্দুস্থানী লোক দিন কাটাইতেছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা পরিশ্রমী ও উন্নতি-শীল তাহারা বেশ সঞ্চয়ও করিতেছে—সম্প্রতি একটী লোক এই অবস্থা হইতে উন্নতি করিয়া জোড়াসাঁকো অঞ্চলে একটী ছোটখাট কাপড়কাচা সাবানের কারখানা খুলিয়াছে। এই লোকটীও প্রথমে বেকার ছিল তবে বাঙ্গালী নয়, নিশ্চেষ্ট নয়—এই যা তফাৎ। একটী নিরক্ষর হিন্দুস্থানী যাহা করিয়াছে আমার বিশ্বাস মনেপ্রাণে কাজ করিলে বাঙ্গালী তদপেক্ষা অধিক কিছু করিতে পারে।

ছাগলের ব্যবসায়।

আমরা বাঙ্গালী। বি, এ, এম, এ পাস করে চাকুরী খুজি।

কৃষিকর্ম্ম ও ব্যবসা করা বাঙ্গালী লজ্জাজনক মনে করে। পরের দাসত্ব কতদূর লজ্জাজনক তা কেহ ভাবেনা। যাক্ সে কথা।

ছাগল আজকাল সকল দেশেই পাওয়া যায়। তবুও পাঁঠার বাজার আজকাল চড়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় "ছাগলের ব্যবসা নিয়ে কেহ কার্য্যক্ষেত্রে আজপর্য্যন্ত উপস্থিত হননি, বিশেষতঃ বাঙ্গালী। বাঙ্গালী ব্যবসা ক্ষেত্রে পিছুপাও কেন, তা আজপর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

ছাগলের ব্যবসা যে লাভজনক একথা বোধহয় সকলেই জানেন। মাত্র দুশো টাকা মুলধনে এ ব্যবসা করা যায়। প্রথম পঁচিশটী ছাগল নিয়েই ব্যবসা করা যায়। পঁচিশটী ছাগলের মূল্য একুনে সোয়াশত টাকার অধিক নয়। ছাগলের অন্যান্য খরচ বাবৎ বৎসরে পঁচাত্তর টাকার অধিক লাগিবে না। কিন্তু এক বৎসর পর দেখিবেন আপনি একুনে যা খরচ করেছেন, তার চেয়ে অধিক এসেছে—আপনার হাতে, পাঁঠা বিক্রি করে। অনেকে হয়ত বিশ্বাস করিতেছেন না। তাঁদের ভ্রম দূর করিবার জন্য একটা সত্য ঘটনার উল্লেখ করছি।

আমার একজন বন্ধু বিএ, পাশ করেও চাকুরী না পাওয়ায় আমার নিকট দুঃখ করে বলছিলেন যে "আজকাল বি,এ, পাস করেও কোন লাভ নেই। দেখনা আমার দশা—বি, এ, পাস করেছি অথচ ২০৲ টাকা বেতনের একটা চাকুরী পেলুম না।"

আমি তখন তাকে বল্লুম "দেখ ভাই! বি, এ, পাস করার উদ্দেশ্য কেবল চাকুরী নয়। গভর্ণমেণ্ট তোমাদিগকে চাকুরী দিবার উদ্দেশ্যে বি, এ, পাস করান নি। অর্থোপার্জ্জনের উপায় হ'ল ব্যবসা বাণিজ্য কৃষিকর্ম্ম করা।"

আমার বন্ধু বল্লেন "ব্যবসাতো কর্ব্বো! কিন্তু মুলধন কোথায়?"

আমি বলিলাম, "তোমার জমির আয়, প্রায় পাঁচশত টাকা। তোমার নিকট নগদ কত টাকা আছে?"

আমার বন্ধু বল্লেন "প্রায় দেড় হাজার টাকা। কিন্তু এই টাকা নিয়ে ব্যবসা করা যায় না। ব্যবসা কর্ত্তে অন্ততঃ পাঁচহাজার টাকা আবশ্যক!"

আমি বলিলাম, "দেড় হাজার টাকা কেন, দুশো টাকা দিয়েও ব্যবসা করা যায় এমন ব্যবসাও আছে; অথচ বাঙ্গালী আজও সে ব্যবসারের খোঁজ পায় নাই। সে ব্যবসা হচ্ছে—ছাগলের ব্যবসা। করনা কেন? ৫।৭ বৎসর পরে তুমি একজন ধনী বলে সমাজে গন্য হবে।"

তারপর তাকে ছাগলের ব্যবসা সম্বন্ধে আরো

উপদেশ দিলাম। এই ঘটনার ২।৩ দিন পরে আমার বন্ধু নিজ দেশে চলে যায়।

*　*　*　*

এ ঘটনার পর ৭ বৎসর অতীত হয়ে গিয়েছে। এই ৭বৎসরের মধ্যে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় নাই বটে, কিন্তু খবর পেয়েছিলাম যে আমার বন্ধু ছাগলের ব্যবসাই করিতেছিলেন।

সুদীর্ঘ ৭ বৎসর পরে বন্ধুর যে চিঠি খানা পাইয়াছিলাম তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করলাম।

চিঠিখানা এই—

প্রিয় বন্ধু!

বহুদিন পরে তোমার নিকট একখানা পত্র লিখিতেছি। তোমার কথামত সেদিন তোমার নিকট হইতে আসিয়াই আমি ছাগলের ব্যবসার দিকে মন দেই। আমি পাঁচশত হইতে কিঞ্চিৎ অধিক টাকা দিয়া ছাগল ও বড় পাঁঠায় মোট ১০০টা কিনি। তুমি জান আমার বাড়ীর পশ্চাতে প্রায় দুই বিঘা জমি আছে। সেই জমিতে ছাগলের জন্য গৃহ তৈয়ার করাই। ছাগলের জন্য মাসিক ২৲ টাকা বেতনে একজন রাখালও রাখি। প্রায় একবিঘা জমিতে ধান্য ও অন্যান্য শস্য বপন করি—ছাগলের আহারের জন্য; মোট পাঁচ শত টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেই। যদি ছাগলের মড়ক হয় তাহলে এর টাকা দিয়া পুনরায় ছাগল কিনিয়া ব্যবসা করিতে পারিব। এই জন্যই টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছিলাম। সেই বৎসর শ্রাবণ মাসে ব্যবসা আরম্ভ করি। পরবর্ত্তী বৎসর পূজার পর দেখি যে আমার হাতে মূলধনের একহাজার টাকাই আছে। এবং আমার কারবারে ১০০টীর স্থলে প্রায় দেড়শত ছাগল আছে। ভাই! তোমার কথা সত্যই ফলিয়াছিল। সেই বৎসর কার্ত্তিক মাসে আমি তোমার কথামত আরও পঞ্চাশটী ছাগল কিনি এবং একজন রাখালের স্থলে দুইজন রাখাল নিযুক্ত করি। পরবর্ত্তী বৎসর পূজার পর দেখি খরচ বাদেই আমার দুইহাজার টাকা লাভ হয়েছে। তখন আমার কারবারে ২৮০টী ছাগল, ১০টী বড় পাঁঠা, ১৫টী খাসী ও প্রায় ৮০টী ছোট পাঁঠা মজুত আছে।

তখন আমি আমার জমির সংলগ্ন ভট্টাচার্য্যের যে জমি আছে সেই জমি উচিত মূল্যে ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে ক্রয় করি এবং তাহাতে একটী ছোট পুষ্করিণী তৈয়ার করাই।

পুষ্করিনী ছাগল জলপান করিতে পারে এমন ভাবে তৈয়ার করাই। যে বৎসর আমার কারবার পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করে সেই বৎসর কার্ত্তিক মাসে দেখি খরচ বাদে লাভ হয়েছে মোট প্রায় পাঁচসহস্র টাকা। এবং আমার কারবারে মোট প্রায় চার শত ছাগল, ২০টী বড় পাঁঠা, ৩০টি খাসী ও প্রায় ১০০ শত ছোট পাঁঠা মজুত আছে। তখন আমি ২০০ শত হাঁস, ২০০ শত কবুতর ও একশত ভেড়া ক্রয় করি। এবং হাঁসের জন্য একটী বড় পুষ্করিণী তৈয়ার করাই।

চলিত সনে আমার কারবার ৭ম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। এবং ৫।৬ শত ছাগল, ৫০।৬০টী বড় পাঁঠা প্রায় ৮০টী খাসী, দুইশত ছোট পাঁঠা, প্রায় তিন শত হাঁস, প্রায় একহাজার কবুতর, ১৫০ দেড় শত ভেড়া কারবারে মজুত আছে।

পাঁঠা, খাসী, ভেড়া, কবুতর ও হাঁসের ডিম বিক্রয় দ্বারা এখন আমার মাসিক আয় খরচ বাদে প্রায় ৬।৭ শত টাকা।

বন্ধু! তোমার বুদ্ধি মত এই ব্যবসা যদি না করিতাম—তবে এখন আমার মাসিক আয় ৫০।৬০ টাকার অধিক হইত না।

তুমিই আমাকে এই পথের সন্ধান দিয়েছ;

বন্ধু! পূজার পূর্ব্বে আমার বাড়ীতে একবার পদধূলি দিবে কি? ইতি—"তোমার প্রিয় বন্ধু"

এখন আপনারা বিচার করে দেখুন এ ব্যবসা লাভজনক কি না?　　শ্রীসুধীরকুমার নন্দী।

বীমার অর্থ ও সামর্থ্য

ঋতং সত্যং তপো-রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্ম্মশ্চ কর্ম্ম চ।
ভূতং ভবিষ্যৎ উচ্ছিষ্টে বীর্য্যং লক্ষ্মীর্বলং বলে॥

অথর্ব্ব বেদের এই শ্লোকে উচ্ছিষ্টের মাহাত্ম্য গীত হইয়াছে। উচ্ছিষ্টের লক্ষ্মী-বলের বীমা প্রথা একটি নিদর্শন। দৈবের দুর্ব্বিপাক মানব-সমাজে একপক্ষে যে সকল ঢিবি-ঢাবা, অপর পক্ষে যে সকল খানা-খন্দ রাখিয়া যায়, পুরুষকার দ্বারা সেই গুলিকে সমান করিয়া লইয়া সংসার-যাত্রার পথ সুগম করার চেষ্টা-মাত্রকেই বীমা বলা যাইতে পারে। জীবন তরঙ্গের উত্থান-পতনের মাথাগুলি কাটিয়া খালগুলি ভরাট্ করাই বীমার পদ্ধতি। উচ্ছিষ্ট বা উদ্বৃত্তই ইহার অবলম্বন বা উপায় স্বরূপ।

বীমা-ক্রিয়া সকল সময়ে সমবেত-চেষ্টার অপেক্ষা রাখে না। গোছালো লোক-মাত্রই নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে ইহার সাহায্য লইয়া থাকে। সুদিনের স্বাচ্ছল্য হইতে গৃহস্থ দুর্দ্দিনের নিমিত্ত সঞ্চয় করিয়া রাখে। কৃষক এ-ক্ষেতে ও-ক্ষেতে রকমারি ফসল লাগায়, কারবারী হরেক মাল আমদানি রপ্তানি করে, যাহাতে একের বাড়তি আরের ঘাট্তিকে পূরণ করিতে পারে। ভাবিয়া দেখিলে, এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত সকলেই মনে আনিতে পারিবেন।

অবশ্য, অনেকে মিলিত হইয়া করিলে এ ধরণের ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সহজে ও সুবিধায় নিষ্পন্ন হইতে পারে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে যাঁহারা কৃতী তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে বাল বৃদ্ধ বণিতা, এমনকি এক আধটি লক্ষ্মীছাড়া যুবককেও চালাইয়া লইয়া থাকেন। রাজা মনে করিলে ধনীর নিকট কর আদায় করিয়া গরীবের উপায় করিয়া দিতে পারেন, যদিও, দুঃখের বিষয়, তিনি প্রায়ই সেরূপ মনে করেন না। আমাদের শস্য-শ্যামলা পল্লীর অধিবাসিগণ সমবায় প্রণালী অনুসারে খরিদ-বিক্রী করিলে পরস্পরের উপর

বিনিময়-দ্বারা সকলেরই খাঁকৃতি ঘুচিতে পারে। যাহা হৌক, চলতি ভাষায় এ জাতীয় নানা চেষ্টার নানা নাম থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে এ সবই বীমার প্রকার-বিশেষ। এবং মোটামুটি বলা চলে যে, বীমা-অনুষ্ঠান-বিশেষ দেশে কালে লোকসংখ্যায় যতই বিস্তৃত হইবে, অতিরিক্তের দ্বারা অভাব মোচনের সম্ভাবনা উহার পক্ষে ততই নিশ্চিতে পরিণত হইবে।

অনেকের ধারণা, বীমার জন্ম বুঝি পাশ্চাত্যে। পশ্চিম ভূভাগে ইহাকে বৈজ্ঞানিক রূপ দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু তত্ত্বটী প্রাচ্যে অজ্ঞাত ছিল না। এমন কি, সকল দেশে সকল কালে বীমা-জাতীয় অনুষ্ঠান বিভিন্ন আকারে প্রকারে চলিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশের ধর্ম্মগোলা ইহারই একটি নমুনা। সুজন্মা বৎসরের আঠারো-আনা ফলনের উদ্বৃত্ত গোলাজাত করিয়া অজন্মার দিনের অন্ন-সংস্থান করা ইহার উদ্দেশ্য। তিব্বতে এই উপায় প্রকারান্তরে অবলম্বন করা হয়। তথায় মন্ত্র-পাঠের দ্বারা সুবৃষ্টি আনয়নের ভার মঠের লামার উপর ন্যস্ত থাকে। লামার মন্ত্রোচ্চারণে ইন্দ্রদেব প্রসন্ন হইলে, কৃষিজীবির দক্ষিণায় মঠের গোলা-ঘর ভরপুর হইয়া উঠে। কিন্তু দেবতা বধির বা বিমুখ থাকিলে, সে বৎসর ঐ গোলা হইতে লামাকে নিরন্নের ক্ষুধা মিটাইতে হয়। জাপানের চাষারা মূলধন সংগ্রহের একটি কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে—২০জন করিয়া চাষা মিলিত হইয়া জমিদারের সহিত চুক্তি করে যে, ২০ বৎসর ধরিয়া প্রত্যেকে প্রতিবছর ১০৲ টাকা তাঁহার হাতে দিবে। বার্ষিক প্রাপ্ত এই ২০০৲ টাকা তিনি পালায় পালায় ঐ দলের এক এক জনকে লটারি দ্বারা নির্ব্বাচন করিয়া দিয়া চলিবেন। একজন একাধিকবার পাইবে না; যে পাইবে সেও শেষ পর্য্যন্ত বার্ষিক কিস্তি দিতে থাকিবে। ফলত, শীঘ্রই হৌক্, বিলম্বেই হৌক, ২০ বৎসরের মধ্যে একবার না একবার প্রত্যেকে এই ২০০৲ মূলধন থোকে পাইয়া জমি বাড়াইতে পারে, বা কোন কারবারে লাগাইতে পারে। এই কয়টি দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, উদ্বৃত্তের মহিমা সর্ব্বত্র প্রচারিত।

তবে স্বীকার করিতে হয়, জীবন-বীমা-পদ্ধতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের লোক-হিতকর কীর্ত্তি-বিশেষ। ইহারও মূলে, অবশ্য, ঐ একই তত্ত্ব। অনেকের উদ্বৃত্ত আয় হইতে নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক পণের টাকা একত্র সঞ্চয় করিয়া, সুদে বাড়াইয়া, তদ্দ্বারা বীমাকারী-বিশেষের বার্দ্ধক্যের বা অকাল-মৃত্যুকালের উপায় করাই ইহার মূল কথা। অর্থাৎ একটি বৃহৎ এক-তহবিল-বর্ত্তী পরিবার গঠন করিয়া দীর্ঘায়ুর দ্বারা স্বল্পায়ুর, কর্ম্ম-পটুর দ্বারা বেকার-বৃদ্ধের, সহায়তা করার নামই জীবন বীমা।

লোকে বলে জীবন মরণের কিছুই ঠিক নাই। যাহা মূলে বে-ঠিক, অঙ্ক ঠিক দিয়া সে সম্বন্ধে নির্ভর-যোগ্য যোগফলের আশা কোন্ সাহসে করা যাইতে পারে? করা যায়, যে হেতু এক হিসাবে কথাটা সত্য হইলেও আর এক হিসাবে তাহা সত্য নহে। বেশী দূর যাইতে হইবে না, সংবাদপত্রে নিয়মিত প্রকাশিত কলিকাতা সহরের কয়েক বৎসরের মৃত্যু-তালিকা মিলাইয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে যে, ঋতু-পরিবর্ত্তন ঘটিত নিত্য-নূতন নানা ব্যাধির আক্রমণ-সত্ত্বেও বার্ষিক হাজার-করা মৃত্যু-সংখ্যার বেশী এদিক ওদিক হয় না। ভাল বৎসরে মন্দ বৎসরে গড়-পড়তায় মৃত্যুর হ্রাস-বৃদ্ধি যৎসামান্য। অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষের জীবনের কিছু ঠিক না থাকিলেও

মানব-সমষ্টি-বিশেষের মৃত্যু ক্রমের শতকরা-হিসাব অনেকটা ঠিক থাকে। সে অবস্থায়, সুস্থ ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া যদি একটি দল গঠন করা যায়, তবে সে দলের মধ্যে বার্ষিক মৃত্যু-ঘটনা সম্বন্ধে নির্ভর যোগ্য ভবিষ্যৎ-বাণী করা চলে। এই কারণেই জীবন-বীমা কারবারকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর খাড়া করা সম্ভবপর হইয়াছে।

এই ভিত্তি নির্ম্মাণ করিবার জন্য বিলাতের বহুসংখ্যক সুস্থব্যক্তির জীবনের গতি পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদের মৃত্যু-ঘটনা-ক্রমের তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। সেই তালিকা অবলম্বন করিয়া, তাহার উপর গচ্ছিত পণের টাকার সুদ ও কারবার চালাইবার খরচ পড়তা করিয়া, কোন্ বয়সে কোন্ প্রকার বীমার কত বার্ষিক পণ লাগিতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করা যায়। তবে কিনা এপ্রকার গণনায় দুইয়ে-দুইয়ে-চারের মত অকাট্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে মৃত্যুর ক্রম, সুদের হার, খরচের পরিমাণ, সর্ব্বত্র বা সব সময়ে সমান থাকে না। তাই কার্য্য-ক্ষেত্রে কিছু হাতে রাখিয়া পণের পরিমাণ ঠিক করা হইয়া থাকে। সুতরাং জীবন-বীমা সংক্রান্ত কারবার বিচক্ষণতা ও সততার সহিত চালিত হইলে, বীমা তহবিলে ক্রমশ ন্যূনাধিক উদ্বৃত্ত বা লাভ টিঁকিয়া যায়। সেই লাভের অংশ যদি মধ্যে মধ্যে, উপযুক্ত পরীক্ষার দ্বারা সাব্যস্ত করিয়া, বীমাকারী-গণকে ফেরৎ দেওয়া হয়, তবেই স্ব স্ব প্রদত্ত পণের টাকার যথোপযুক্ত প্রতিদান প্রত্যেকের পাওয়া হয়।

জীবন-বীমা ক্ষেত্রে এইখানেই কোম্পানীতে কোম্পানীতে প্রভেদের কারণ ঘটে। কোন কোম্পানীর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় হাত-যশ, কোনটির সুদ-কামানো বিষয়ে হাত-সাফাই, কোনটির ব্যয়বাহুল্য সম্বন্ধে হাত-কষা, আবার কোনটিবা সব্য-সাচী,—সব দিকে হাত খেলে। এই ত্রিবিধ দোষগুণের তুলনা সাধারণ বিমাকারী করিবে কি দিয়া? ঐ লাভ-ফেরৎই বীমা-কোম্পানীর গুণপণার মাপকাঠি। চুক্তিমত বীমার টাকা ত কোম্পানীকে প্রাণের দায়ে দিতে হয়, নইলে যে পেয়াদা আসিয়া, গণেশ উল্টাইয়া, লালবাতি জ্বালাইয়া, অংশীগণের রক্ত জল (ইংরাজিতে যাহাকে বলে liquidate) করিয়া ছাড়িবে! কাজেই, কোন কোম্পানী হইতে বীমার টাকা যথাকালে আদায় হওয়াটা উহার অস্তিত্ব-মাত্রের পরিচয়; লাভ-বণ্টন-রূপ উদ্বৃত্ত-পরিবেশনেই উহার কৃতিত্ব ও সতীত্বের অগ্নি-পরীক্ষা। ঘুরিয়া ফিরিয়া আর একদিক দিয়া সেই উচ্ছিষ্টের মাহাত্ম্যেই অবতীর্ণ হওয়া গেল।

সাধারণের কৌতূহল মিটাইবার মত জীবন বীমার এক দিকের কথা এইটুকুতেই বলা শেষ হইল বটে, কিন্তু উহার লোকহিতকারী ক্ষমতার আর একটি ব্যাপক দিক আছে, যাহা বিমাকারী-বৃন্দের হিত অতিক্রম করিয়া দেশ-হিতের কোঠায় গিয়া পড়ে। সে সম্বন্ধেও যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা না করিলে বিষয়টির প্রতি অবিচার করা হয়।

যেটুকু বলা হইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, অন্যান্য কারবারের তুলনায় জীবন-বীমা কারবার কি জন্য অধিকতর ব্যাপক-ভাবে উপকার বিকীর্ণ করিতে পারে। প্রথমেই দেখা গিয়াছে যে, বীমার কর্ম্ম-ক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হয়, উহার মূল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ একের বেশী দিয়া অপরের কমতি-পূরণ-কার্য্য, ততই সুনিশ্চিতরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং জীবন-বীমা-কোম্পানীগণ যে সকল এক-তহবিল-বর্ত্তী পরিবার গঠন করে, সেগুলির আয়তন বৃদ্ধি সম্বন্ধে তাহারা সর্ব্বদাই সযত্ন থাকিতে বাধ্য। সে অধ্যবসায়ের ফলে প্রত্যেক সু-চালিত

কোম্পানীর আয়ত্তে একটি প্রকাণ্ড তহবিল পুষ্ট হইতে থাকে, যাহাতে একপক্ষে বার্ষিক পণের টাকা নিয়মিত জমা হয়, অপর পক্ষে যাহা-হইতে, বীমাকারীর মৃত্যু বা বার্দ্ধক্য উপস্থিত না-হওয়া পর্য্যন্ত, খরচের কারণ ঘটে না। ইহাও দেখা গেল যে, এ তহবীলের টাকা খাটাইয়া সুদ অর্জ্জন না করিলে বীমার দায় হইতে উদ্ধারের উপায় থাকে না। ফলত, বীমা-কারবার চালাইবার গতিকেই বিস্তর টাকা সুদে খাটিতে থাকে। দেশে অনেক টাকা খাটায় দেশের কত রকম উপকার হইতে পারে তাহা অল্পবিস্তর সকলেই অনুমান করিতে পারেন।

অথচ এখানে কতকগুলি সমস্যা আসিয়া পড়ে। টাকা দিয়া টাকা আনিতে গেলে উহাকে স্বতঃ বা পরতঃ মূলধন আকারে কোন না কোন লাভ-জনক কারবারে নিযুক্ত করা চাই। কিন্তু লাভ-লোকসান শুধু কথায় একসঙ্গে বসে না, কার্য্য-ক্ষেত্রেও ইহারা জোড়ে চলাফেরা করে। যে কাজেই লাভ করিতে যাওয়া যায়, লোকসানের ভয় ও সেখানে লাগিয়া থাকে। তবেই ত! বিধবা নাবালকের প্রাপ্য গচ্ছিত টাকা এমন কাজে কেমন করিয়া দেওয়া চলে? ইহার মীমাংসা-মানসে কেহ কেহ বলেন যে, সাহেব-কোম্পানীর রাজ্য-চালনারূপ কারবারের ত মার নাই—অতএব, কোম্পানী-কাগজের সুদ কম হইলেও, ইহাতেই বীমার টাকা রাখা উচিত। কিন্তু জীবন-বীমার জন্মস্থান, স্বাধীন বিলাতে একথার যে অর্থ, আমাদের পরাধীন জন্মভূমিতে তাহা খাটে না। প্রজাতন্ত্র-চালিত রাজ্যে আমলাবর্গের হাতে টাকা দেওয়ার মানেই দেশের কাজে দেওয়া। কিন্তু হতভাগা ভারতের কোম্পানী-কাগজের টাকা কাহাকে মারিবার জন্য কোথায় ঘুরিয়া বেড়ায়, যাহারা লুটের ভাগিদার তাঁহারাই জানেন। তাও যদি মূলধন ঠিক থাকিত, সে একটা কথা ছিল। কিন্তু গত যুদ্ধের পর সাড়ে-তিন টাকার কাগজ-ধারীদের আধা-আধি মূলধন বারুদের ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে শূন্যে মিলাইয়া গেল! তাই বলি, বরং নিজের হাতের কারবারটায় লোকসান এড়াইবার ফিকির-ফন্দি আঁটা যায়, কিন্তু প্রভু-হস্ত-গত মূলধনের অধোগতির রাস্তা বড়ই পিছল।

এই লোকসান-এড়ানোর কথাটা একটু বিবেচনা-যোগ্য। তেজী-মন্দী খেলা এবং কারবার করা, এই দুই যে এক নয় তাহা আরম্ভেই মনে রাখা আবশ্যক। প্রথমটি অদৃষ্টের উপর কপাল ঠোকে, ঠেকিয়াও শিখিতে চায় না; উহার সহিত বীমা-কোম্পানীর সম্বন্ধ রাখা চলে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। দ্বিতীয়টি অর্থনীতির উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ পাইকারীর অপেক্ষা খুচরা-দরের আধিক্য, সামগ্রীকে খরিদদারের নিকটে আনার পারিশ্রমিক, টাকা বাকি-রাখার সুদ,—এইগুলি চেষ্টার দ্বারা অর্জ্জন করে। তবে মানুষের চেষ্টায় দৈব সর্ব্বদাই বাধ সাধে, তাই লাভে-লোকসানে এমন ভাবে জড়িত-বিজড়িত। বীমা-কোম্পানী এই লাভ-লোকসানের দায় ঘাড়ে করিতে পারে না বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি সে দায় লইয়াছে, তাহাকে কতক টাকা সরবরাহের ভার লইতে উহার পক্ষে বাধা নাই। "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" একথা কারবারী বলিতে না পারিলেও, তাহার যিনি মহাজন তিনি মাছের ভাগও পান, ঢেউয়ের ঝাপটাও খান না। কারণ, লাভ-লোকসানের তরঙ্গমালা উপরিভাগেই তোলপাড় করে, কিন্তু মহাজন ডুব মারেন এমন তলায় যেখানে মূলধনের সেই অংশ

থাকে যাহা সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইলেও পরিত্যাগ করিতে হয় না। সোজা কথায়, মহাজন মূলধনের অল্পাংশ-মাত্র কারবারীকে দিয়া থাকেন, যাহাতে কারবার অচল হইলেও ভগ্নাবশিষ্টের মূল্যেই সুদে-আসলে আদায় হইয়া আসিতে পারে। কোন্ কারবারে কতখানি গভীরে তলাইতে হয়, অর্থাৎ কতখানি হাতে রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া চলে, সে তত্ত্ব যে ধনী জানিয়াছেন তিনি কদাপি লোকসানের ভয়-প্রাপ্ত হন না। অতএব বীমা-কোম্পানীকে বিচক্ষণ মহাজনের পদে বসিয়া বীমা তহবিলের টাকা খাটাইতে হয়।

এই ত গেল কোম্পানীর তরফের কথা। এ প্রসঙ্গে বীমাকারীর দুইটি নিষেধ এবং একটী বিধি পালনীয়। যে কোম্পানী তেজী-মন্দী-জাতীয় নিছক জুয়াখেলার দ্বারা রাতারাতি বড়মানুষ হইবার মোহ মুক্ত নহে, তাহার দিকে তাকাইবেও না। যাহার লাভের লোভ অপেক্ষা লোকসানের ভয় বেশী নয়, তাহা হইতেও দূরে থাকিবে। এবং যাহারা বিচক্ষণতার সহিত মহাজনী করে তন্মধ্যে কোন একটি বাছিতে হইলে, দেশের অভাব স্মরণ রাখিয়া টাকা লাগাইতে যে জানে—অর্থাৎ, দেশের ভালটা যে চিনিতে পারে, গতানুগতিক ত্যাগ-সম্বন্ধে আলস্য যে জিনিতে পারে, সদ্ব্যবহারের দ্বারা দেশবাসীকে বিনা-মূলে যে কিনিতে পারে— তাহাকেই বরণ করিবে।

পক্ক কেশের দোহাই দিয়া যদি উপদেশ দিতেই বসিলাম তবে একটি শেষ উপদেশ দিয়া উপসংহার করি। বিদেশী-বর্জ্জন সম্বন্ধে আমরা মাঝে মাঝে প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকি। দুঃখের বিষয়, রাগের মাথায় ছাড়া এ প্রতিজ্ঞা বড় একটা রক্ষিত হয় না, যদিচ ধীর-স্থির ভাবে বিবেচনা করিলেও বেশ বুঝা যায়, দেশের টাকা দেশে রাখার উপায়-স্বরূপ এ পন্থার বিশেষ একটু সার্থকতা আছে। ঘুম ভাঙ্গিলে আমরা চোখ রগড়াই, আবার চোখ না টাটাইলে আমাদের ঘুম যে ভাঙ্গিতে চায় না। আমাদের এই দুর্ব্বলতার কথা রাজ-ব্যবসাদারগণ বেশ জানেন, তাই দেশময় বিদেশীর ফেসা বীমা-জাল কি পরিমাণ ভরিয়া উঠিতেছে, এবং বিদেশেই বা কত চালান হইতেছে, সে খবর কোথাও প্রকাশ থাকেনা। সেইজন্য বীমার পণ আকারে দেশ হইতে যে কোটি কোটি টাকা বাহির হইয়া যায়, সে সম্বন্ধে আমরা তেমন সজাগ হইতে পারি নাই। দেশে আজকাল বহুতর লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বীমা-কোম্পানী বিদ্যমান, যাহাদের মধ্যে যে-কোন ব্যক্তির যে কোন প্রয়োজন-মত বীমা অনায়াসে ও নিরাপদে পাওয়া যায়। তাহা সত্ত্বেও যদি আমরা বিদেশী বীমা-কোম্পানীতে টাকা ঢালিতে থাকি, তবে দেশীয় কৃষি শিল্প বাণিজ্য যাহা মূলধনের অভাবে কিছুতেই মাথা তুলিতে পারিতেছে না, তাহাদের সদগতির উপায় কে করিবে? "দেশের কোম্পানীতে বীমা করিব, যদি সে কোম্পানী, নিজের মূলধন বজায় রাখিয়া, দেশের অভাবের দিকে চাহিয়া, বীমা তহবিলের টাকা খাটায়,"—এই এক মাত্র পণ যদি আমরা সকলে মিলিয়া রক্ষা করিতে পারি, তবে অচিরে দেশের জন্য বহুকোটী মূলধন-সৃষ্টির ফল-লাভ হইবে, যাহা এত সহজে, এত নির্ব্বিবাদে, অন্য কোন প্রচেষ্টার দ্বারা সাধ্য নহে।

গল্প শুনা যায়, কোন দেশহিতৈষী যুবক এক সেকেলে বৃদ্ধের নিকট স্বদেশী কাজের জন্য চাঁদার টাকা চাওয়ায়, সে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল—"এ ত প্রাণ নয় যে ফস্ করে' দিয়ে ফেলব!" দেশের জন্য জীবন দান করার উপদেশ অপরকে দেওয়া চলে না—সে প্রেরণা যার যার অন্তর হইতেই জাগে। কিন্তু "দেশের জন্য জীবন-বীমা কর" এ অনুরোধ করিলে বোধ করি দোষ হইবে না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাবান প্রস্তুতের নিমিত্ত চর্ব্বি পরিশুদ্ধ করিবার উপায়।

সকলেই বোধ হয় জানেন সাবান প্রস্তুত করিতে গেলে যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন তাহাদের মধ্যে চর্ব্বি অন্যতম। কিন্তু খুব উৎকৃষ্ট এবং উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ চর্ব্বি ব্যবহার না করিলে উত্তম সাবান প্রস্তুত করা যায় না। বাজারে সরেস চর্ব্বি বলিয়া যাহা বিক্রয় হয় তাহাও অধিকাংশ সময় খুব উত্তরূপে পরিষ্কার করা নহে। ফলে বাজারের সরেস চর্ব্বি ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিলেও সরেস সাবান উৎপন্ন না হইয়া নীরেস সাবানই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বাংলা গর্ভমেণ্টের Industrial Department তাঁহাদের Research Laboratoryতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে তাঁহাদের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যে কেহ অতি অল্প ব্যয়েই নিজেদের ঘরে বা কারখানায় অপরিষ্কার চিনি পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে পারেন।

পদ্ধতিটী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বাজারে কেনা চর্ব্বির সহিত সাধারণতঃ রক্ত ও মাংসের কুচি লাগিয়া থাকে।

প্রথমে একটী গভীর পাত্রে এই অপরিষ্কার চর্ব্বিটুকু চড়াইয়া দাও। উহাতে সম পরিমাণ জল ঢালিয়া দিতে হইবে। পাত্রটী যথেষ্ট গভীর এবং উহার অঙ্গে কয়েকটী Stop cork যুক্ত নল থাকা আবশ্যক। এই নলগুলি রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে চর্ব্বি গলিয়া গেলে এই নলের সাহায্যে উপরের ভাল চর্ব্বি অন্য পাত্রে ঢালিয়া লওয়া যাইবে। যাহা হউক, পাত্রে চর্ব্বি রাখা হইয়া গেলে পাত্রটীকে অল্পে অল্পে উত্তপ্ত করিতে হইবে। কিছুকাল পরে জল সমেত সমস্ত চর্ব্বি ফুটিতে থাকিবে এবং একটু একটু করিয়া সমস্ত চর্ব্বি উপরে ভাসিয়া উঠিবে। এক ঘণ্টা বা একঘণ্টার কিছু বেশী কাল টগ্ বগ্ করিয়া ফুটাইলেই যথেষ্ট হইবে। কেবল মাঝে মাঝে সমস্ত জিনিসটা এক একবার নাড়িয়া দেওয়া উচিত। সমস্ত রক্তের কণা বা মাংসের খণ্ডগুলি চর্ব্বি হইতে ছাড়িয়া জলের তলায় পড়িয়া যাইবে এবং উপরে যে চর্ব্বির পর্দ্দা ভাসিয়া উঠিবে তাহা হইবে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার এবং সকল প্রকার ময়লা বর্জ্জিত। এক ঘণ্টা বা পাঁচ কোয়ার্টার ফুটাইবার পর আগুনের উপর হইতে পাত্রটীকে সরাইয়া লইতে হইবে। এইবার প্রয়োজন মত পাত্রটীর গাত্রসংলগ্ন ষ্টপ্ কর্ক খুলিয়া বা সিরিঞ্জের সাহায্যে উপরের চর্ব্বিটুকু অন্য একটী পাত্রে ঢালিয়া লইতে হয়। অবশ্য জলের অব্যবহিত উপরে চর্ব্বির যে পর্দ্দা থাকিবে উহা উল্লিখিত ভাবে টানিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। কেন না উহার তলদেশে মাংস ও রক্তের

কণাসমূহ লাগিয়া থাকিবার সম্ভাবনা। ঐ চর্ব্বি সংগ্রহ করিবার জন্য অন্য পদ্ধতি অবলম্বনীয়। চর্ব্বি ও জল সমেত পাত্রটীকে কয়েক ঘন্টা ধরিয়া কেবল ঠাণ্ডা স্থানে রাখিয়া দাও। চর্ব্বি জমাট বাঁধিয়া যাইবে। তখন জল হইতে চর্ব্বির চাপ তুলিয়া লইয়া উহার তলদেশে যদি মাংসের টুকরা লাগিয়া থাকে একখানি ছুরি বা অন্য কিছু দিয়া তাহা চাঁচিয়া ফেল। এই চর্ব্বিকে মোটা-মুটি পরিষ্কার চর্ব্বি বলা যাইতে পারে—তবে ইহাতে কিছু কিছু ময়লা থাকিয়াই যায়। এই চর্ব্বিকে আরও পরিষ্কার করিতে হইলে অন্য সময় যখন আরও অপরিষ্কৃত চর্ব্বি পরিষ্কৃত করা হইবে তখন তাহার সহিত এই অর্দ্ধ পরিষ্কৃত চর্ব্বি মিশাইয়া দিলেও চলিতে পারে।

চর্ব্বি পরিষ্কার করিবার জন্য উহার সহিত যে জল মিশান হইয়াছিল তাহাও ফেলিয়া দিবার বস্তু নহে। ঐ জলের সহিত প্রচুর পরিমাণে মাংস, মজ্জা ও রক্ত থাকে। অবশ্য মাংসের মধ্যে চর্ব্বি থাকে না, কাজেই সেগুলা তুলিয়া ফেলাই ভাল এবং একখানি ভাল ঝাঁঝরা পাইলে ইহার দ্বারা অতি সহজেই সমস্ত মাংসের টুকরা ছাঁকিয়া তুলিয়া ফেলা যায়। কিন্তু মজ্জার সহিত কিছু কিছু চর্ব্বি মিশ্রিত থাকে। কাজেই গাদ হইতে মজ্জার কণাগুলি দূরীভূত করিবার চেষ্টা না করিয়া বরং নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিলে নষ্ট চর্ব্বি পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে।

চর্ব্বির গাদের সহিত অল্পে অল্পে কষ্টিক সোডা সলিউসন (কাপড় কাচা সোডার জল) মিশ্রিত কর এবং ঐ মিশ্রিত পদার্থ আগুনে চড়াইয়া দাও। কিছুক্ষণের মধ্যেই মজ্জা ও মাংসের সূক্ষ্ম কণাগুলি সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হইয়া যাইবে। আরও কিছুক্ষণ আগুনের উত্তাপে থাকিলে পাত্রের পদার্থগুলি মিলিত হইয়া সাবানে পরিণত হইতে থাকিবে। এখন এই সাবানবৎ পদার্থে alkali বা ক্ষারজ ভাব অত্যন্ত প্রবল। যে পর্য্যন্ত না ক্ষারজ ভাব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায় সে পর্য্যন্ত ইহার সহিত অল্পে অল্পে কস্টিক্ সোডা মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে ফুটাইতে হইবে। ক্ষারজ বা alkali ভাব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইল কিনা তাহা জানিবার একটী সহজ উপায় আছে। জিভের উপর একটুখানি সলিউসন্ রাখিয়া চাখিয়া দেখিলে যদি জিভ্ চিন্‌চিন্ করিয়া উঠে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহাতে ক্ষার রহিয়াছে।

যাহা হউক উল্লিখিত ভাবে ফুটাইবার সময় জলের মধ্যে যাহা কিছু চর্ব্বি অবশিষ্ট থাকে তাহা ক্রমশঃ সাবানের আকার প্রাপ্ত হয় এবং রক্ত ও মাংসের কণাগুলি গলিয়া গিয়া গ্লূতে পরিণত হয়। কিন্তু আগুনের প্রয়োজন এখনই শেষ হইয়া গেল না। এখন সলিউসনটীকে ফুটাইয়া আরও ঘন করিয়া ফেল। সলিউসনটী যখন অপেক্ষা-কৃত ঘন হইয়া আসিবে তখন ইহার সহিত অল্পে অল্পে লবণ মিশ্রিত কর। লবণ মিশাইলে সাবান উপরে ভাসিয়া উঠিবে। প্রত্যেক দফা লবণ নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাইবে যে অল্প অল্প সাবান সলিউসনের উপর ভাসিয়া উঠিতেছে। উপরে যথেষ্ট পরিমাণে সাবান ভাসিয়া উঠা মাত্র লবণ মিশ্রিত করা বন্ধ রাখিতে হইবে। কিন্তু তখনও সলিউসনটীকে ফুটাইতে হইবে। যখন দেখা যাইবে যে সমস্ত সাবানই অন্য পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছে তখন আর উহাকে ফুটাইবার প্রয়োজনীয়তা নাই। বরং পাত্রটীকে একটী ঠাণ্ডা স্থানে জুড়াইতে দেওয়া উচিত। ইহাতে কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত সাবান জমাট বাঁধিয়া যাইবে। তখন

ঐ শক্ত সাবানের চাপটীকে তুলিয়া লওয়া আদৌ কষ্টকর নহে।

উল্লিখিত উপায়ে প্রস্তুত সাবানের মধ্যে কোন প্রকার শক্ত আবর্জ্জনা থাকিতে পারে না; তবে ইহার মধ্যে অনেক প্রকার দ্রবনীয় বাজে জিনিস থাকিয়া যায়। কাজেই এই সাবানকে ছাঁচে ফেলিয়া ইহাকে কোন বিশিষ্ট আকার দেওয়া যায় না। তবে এই সাবান জলে গুলিয়া লবণ সংযোগে আবার আলাহিদা করিয়া লইতে পারিলে ইহা আরও একটু পরিষ্কৃত হইতে পারে। অবশ্য তখনও ইহা সরাসরি ছাঁচে ফেলিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। তবে সাবানের কারখানায় ইহা অন্য সাবানের সহিত মিশ্রিত করিবার জন্য ব্যবহৃত করিলে ক্ষতি নাই।

এই প্রবন্ধে চর্ব্বি পরিষ্কৃত করিবার যে পদ্ধতি বলা হইয়াছে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অল্পব্যয়-সাপেক্ষ অথচ এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অতি চমৎকাররূপে চর্ব্বি পরিষ্কার করা যায়। প্রথম দফায় যে পরিশুদ্ধ চর্ব্বি পাওয়া যাইবে উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাবানে ব্যবহার করিবার যোগ্য। দ্বিতীয় দফায় প্রাপ্ত অর্থাৎ ময়লা সংযুক্ত চর্ব্বি নিকৃষ্ট ধরণের সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে।

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে গভর্ণমেণ্টের Industrial Research Laboratoryতে এ সম্বন্ধে দস্তুর মত গবেষণা এবং পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং সেই গবেষণার ফলাফল সর্ব্বসাধারণকে জানানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

Industrial Department বলিতেছেন—এই প্রবন্ধ লিখিত উপায়ে চর্ব্বি প্রস্তুত করিতে পারিলে লাভ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এইখানেই তাঁহারা ক্ষান্ত হয়েন নাই। অজ্ঞতাবশতঃ জনসাধারণ চিরকালই নিজেদের স্বার্থের বিষয় উদাসীন। তাহাদের চ'খে আঙুল দিয়া দেখাইয়া না দিলে তাহারা দেখিতে পায় না। কাজেই সকল সন্দেহ দূরীকরণার্থ Department তাঁহাদের পরীক্ষাগারের একটী বিশিষ্ট পরীক্ষার ফলাফল এবং লাভালাভের হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি। নিম্নে যে হিসাব উদ্ধৃত হইবে, তাহাতে দেখান হইয়াছে একমণ চর্ব্বি পরিষ্কার করিলে ৩৯ সের পরিষ্কৃত চর্ব্বি এবং ১৮½ ছটাক অপরিষ্কৃত সাবান (ইহা প্রস্তুত করিতে ১২½ ছটাক চর্ব্বি, এক পোয়া কস্টিক্ সোডা এবং এক সের লবণের প্রয়োজন) উৎপন্ন হয়। লবণ ও সোডার মূল্য খুবই অল্প। প্রতি মণ অপরিষ্কৃত চর্ব্বিতে মাত্র দশ পয়সার সোডা ও লবণ লাগে; বিশেষতঃ সাবান প্রস্তুত করিবার সময়ও উহাদের প্রয়োজন আছে। এই জন্য চর্ব্বি পরিষ্কৃত করিবার সময় সোডা ও লবণের খরচকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে।

Laboratoryর পরীক্ষায় যে অপরিষ্কৃত চর্ব্বি ব্যবহৃত হইয়াছিল উহা খুব ভাল চর্ব্বি। বাজারে সাধারণতঃ অত ভাল চর্ব্বি কিনিতে পাওয়া যায় না। কাজেই সকল ক্ষেত্রেই যে এক মণ চর্ব্বি হইতে ৩৯ সের পরিষ্কৃত চর্ব্বি পাওয়া যাইবে—এরূপ আশা করা অন্যায়। তবে চর্ব্বিতে যত বেশী ময়লা থাকিবে ইহার দাম ও সেই অনুপাতে কমিয়া যাইবে। সুতরাং মোটামুটি হিসাবে কোনই ভুল নাই।

হিসাবে একমণ অপরিষ্কৃত চর্ব্বির দাম ২২৲ টাকা এবং একমণ পরিষ্কৃত চর্ব্বির দাম ২৪৲ টাকা ধরা হইয়াছে।

হিসাব।

আয় :—

একমণ চর্ব্বি হইতে ৩৯ সের পরিষ্কৃত চর্ব্বি পাওয়া যায়; ২৪৲ টাকা করিয়া মণ ধরিলে ইহার দাম———— ২৩৷৵০

গাদ হইতে ১২½ ছটাক চর্ব্বি সাবানরূপে পাওয়া যায়, ২৪৲ করিয়া মণ ধরিলে ইহার দাম—— – ৷৶১০

———— ———

মোট— ২৩৸/১০

ব্যয় :—

একমণ অপরিষ্কৃত চর্ব্বির দাম———— ২২৲ টাকা।

উহা পরিষ্কৃত করিবার খরচ———— ৷৵০

———— — —

মোট— ২২৷৵০

লাভ :—

২৩৸/১০
২২৷৵০
———————
১৷৶১০

এতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে নিজ নিজ কারখানায় চর্ব্বি পরিষ্কৃত করিয়া লইলে মণ করা ১৷৶১০ কম খরচ পড়িবে বা লাভ হইবে। অথচ যে চর্ব্বি পাওয়া যাইবে তাহাকে প্রথম শ্রেণীর চর্ব্বি বলা যায়। বাজার হইতে যত দাম দিয়াই কিনুন না কেন উহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না এবং উহার প্রতি সন্দেহ করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। বাজারের বিশুদ্ধ চর্ব্বিতে অনেক প্রকার খনিজ পদার্থ ভেজাল দেওয়া হয়। কিন্তু নিজের কারখানায় পরিষ্কার করিয়া লইলে উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাবানেও ব্যবহার করা যাইবে। কেন না ইহাতে কোন দ্বিতীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকা অসম্ভব। ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা কম লাভের কথা নহে।

— —

সেলিং এজেন্সী।

মাল উৎপন্ন করা এবং মাল বিক্রয় করা এ দুটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের কাজ। মাল উৎপন্ন যে কর্ত্তে পারে—মাল বিক্রয় কর্ব্বার সামর্থ্য হয়ত তার মধ্যে নেই; আবার মাল কাটাবার সামর্থ্য যার আছে, মাল তৈয়ারি কর্ব্বার কৌশল হয়ত তার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। কাজেই ঐ দুই ধরণের কাজ একই লোককে কর্ত্তে হ'লে সময় সময় বিষম অনর্থের সৃষ্টি হয়। সকল দেশের লোকেই তাই প্রত্যেক ব্যবসায়কেই মোটামুটি দুইটা ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছে। একদল মাল তৈয়ারি কর্ব্বার জন্য ব্যস্ত, আর একদল ব্যস্ত সেই মাল বিক্রয় কর্ব্বার জন্যে। মাল তৈয়ারি কর্ব্বার জন্যে ফাক্টরী সমুহের উদ্ভব, আর মাল কাটাবার জন্যে সেলিং এজেন্সীগুলির সৃষ্টি। অবশ্য,ফ্যাক্টরী এবং সেলিং এজেন্সী যে পরস্পর নিরপেক্ষ তা নয়। একই ব্যবসায়ের ওরা দুইটা দিক—একই পাখীর দুইটা ডানা মাত্র।

একা একশ কাজে মাথা ঘামাতে গেলে কোন কাজই সুসম্পন্ন হ'তে পারে না—এই সহজ সত্যটী মানুষ বহু প্রাচীন যুগেই আবিষ্কার করেছিল। দুনিয়ায় এমন একটা যুগ ছিল যখন যে ব্যক্তি গরু চরাত, তাকেই পূজা কর্ত্তে হ'ত, আবার প্রয়োজন হ'লে তীর ধনুক নিয়ে তাকেই শত্রুর সঙ্গে লড়াই কর্ত্তে যেতে হ'ত। অর্থাৎ জুতা গড়া থেকে চণ্ডী পাঠ পর্য্যন্ত যাবতীয় সংসারের কাজই একই লোককে অর্থাৎ প্রত্যেক লোককে কর্ত্তে হ'ত। কিন্তু এতে বিষম অসুবিধার সৃষ্টি হয় দেখেই মানুষ নিজেদের মধ্যে কর্ম্মের বিভাগ করে নিলে। সেই কর্ম্মবিভাগ থেকেই নাকি হিন্দুদের এই জাতিভেদের সৃষ্টি।

সে যাই হোক্, আজ কিন্তু দেখছি আমাদের দেশে জাতিভেদ পূর্ণ মাত্রায় প্রচলিত থাকলেও অন্ততঃ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কর্ম্মবিভাগের প্রচলন আদৌ নেই। আর পাশ্চাত্য দেশসমুহে জাতিভেদ না থাকলেও তথাকার লোকে নিজেদের মধ্যে চমৎকাররূপে কর্ম্মের বিভাগ করে নিয়েছে।

ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলা দেশে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, ফ্যাক্টরীসমুহ লিকুইডেশনে যাচ্ছে, উঠে যাচ্ছে ইত্যাদি। দেশের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক সেলিং এজেন্সী না থাকাই এর অন্যতম কারণ বলে আমার মনে হয়। কারখানার মালিককে মাল কাটাবার সমস্ত খুটিনাটি ঝঞ্ঝাটই পোহাতে হ'লে তার পক্ষে মাল উৎপন্ন কর্ব্বার দিকে অখণ্ড মনযোগ দেওয়া অসম্ভব। এবং অখণ্ড মনযোগ দিতে না পার্লে ভাল বা অধিক পরিমাণে মাল উৎপন্ন করা যেতে পারে না।

মৌমাছিরা এ বিষয়ে আমাদের উপদেষ্টার আসন গ্রহণ কর্ত্তে পারে। উৎপন্ন কর্ব্বার গুরুভার যার উপর ন্যস্ত, তাকে যে অন্য সকল বিষয়ে একান্ত নিশ্চিন্ত করে রাখা দরকার—এ কথাটা মৌমাছিরা যেমন বোঝে আমরা সে রকম বুঝি কিনা সন্দেহ। মৌমাছিরা রাণী মৌমাছিকে কোন

কাজই কর্ত্তে দেয় না—তার কাজ কেবল সন্তান প্রসব করা। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা, গৃহনির্ম্মাণ করা, —এ সব কাজ করে অপর মাছিতে, এবং তারা আছে ঝাঁকে ঝাঁকে।

একটা রাণীর ছানাপোনাগুলির গৃহনির্ম্মাণ কর্ত্তে এবং আহার্য্য যোটাতে যেমন এক ঝাঁক কর্ম্মী মাছির প্রয়োজন, একটা কারখানার মাল কাটাবার জন্যে সেই রকম এক পাল বিক্রেতার দরকার। অনেকগুলি বিশৃঙ্খল বিক্রেতা অপেক্ষা সঙ্ঘবদ্ধ একদল বিক্রেতা ঢের বেশী কাজ কর্ত্তে পারে। তাই বর্ত্তমানযুগে সঙ্ঘবদ্ধ বিক্রেতা-দলেরই আদর অধিক। এই সঙ্ঘবদ্ধ বিক্রেতা দলেরই নাম সেলিং এজেণ্টস্।

মাল বিক্রয় কর্ব্বার জন্যে ভাল এজেণ্ট পেলে কারখানাওয়ালার নানা দিক থেকে সুবিধা হয়ে যায়। প্রথমতঃ কারখানার মালিক তার সমস্ত শক্তি এবং বুদ্ধি মাল উৎপন্ন কর্ব্বার জন্যে নিয়োজিত কর্ত্তে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এবং সেইটাই বড় কথা, কারখানার মালিকের এতে আর্থিক স্বচ্ছলতা হয়।

মনে করুন, আপনি একজন কারখানার মালিক। দুই লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে আপনি ব্যবসায় ফেঁদেছেন। সমস্ত মূলধনের প্রায় অর্দ্ধেক টাকা বাড়ী-ঘর কল-যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সাজ সরঞ্জামের জন্য ব্যয় কর্ত্তে হবে।

এই টাকা চিরকালের জন্য আটকা পড়ে থাকবে। বাকী রইল এক লক্ষ টাকা, এর দ্বারা আপনাকে কাঁচা মাল খরিদ কর্ত্তে হবে,লোকজনের মজুরী দিতে হবে ইত্যাদি। মনে করুন, আপনি মজুরী প্রভৃতি ব্যবসায় সংক্রান্ত অন্য সকল প্রকার খরচের জন্যে ৫০ হাজার টাকা মজুত রেখে কাঁচা মাল ক্রয় কর্ব্বার জন্যে বাকী ৫০ হাজার টাকা নিয়োগ কর্লেন। আপনার কারখানায় যন্ত্রপাতির সাহায্যে ৫০ হাজার টাকার জিনিষ একমাসে একলক্ষ টাকার মালে পরিণত হ'ল। কিন্তু তখনই যদি নগদ মূল্যে আপনার মাল বিক্রয় হ'য়ে না যায়, তা হলে আপনি কারখানা চালাবেন কি করে? আর কাঁচামাল কেনবার টাকা কোথায়? আপনার ঘরে একলাখ টাকার তৈরি মাল থাকতে পারে কিন্তু তাতে কিছুমাত্র যায় আসে না; কাঁচামাল কেনবার জন্যে নগদ টাকা চাই। নগদ টাকার অভাবে আপনাকে আপনার কারখানা বন্ধ রাখ্‌তে হবে। এমন কি আপনার কারখানার মাল ধারে বিক্রয় করে ফেল্লেও চল্‌বে না। এ ক্ষেত্রে এমন কোন ব্যক্তি বা সঙ্ঘ যদি থাকে যারা এককালীন আপনার কারখানার সমস্ত বা অধিকাংশ মাল খরিদ করে নিয়ে নগদ টাকা ফেলে দিতে পারে, তা হলে আপনার আর টাকার ধান্ধায় ছুটাছুটি কর্ত্তে হবে না, সচ্ছন্দ মনে কল চালাতে পার্ব্বেন; এবং আপনার Working capital পঞ্চাশ হাজার টাকা ২।৩ লাখ টাকার কাজ কর্ব্বে।

এই সমস্ত সুবিধা আছে বলেই বর্ত্তমানে দুনিয়ায় প্রায় সমস্ত কারখানার মালই সেলিং এজেণ্টস্‌দের হাত দিয়া বিক্রয় হয়।

এজেণ্টস্‌রাও যে নিঃস্বার্থ ভাবে মাল কাটাবার সমস্ত ঝুঁকি কলওয়ালার ঘাড় থেকে নিজের ঘাড়ে তুলে নেয়—তা নয়। এজেণ্টস্‌রা এই ঝুঁকি নেওয়ার দরুণ খুব উচ্চহারে কমিশন পেয়ে থাকে।

একটা কারখানার সমস্ত মালই যদি একজন বা একদল সঙ্ঘবদ্ধ লোক কিনে নেয় তা হ'লে তাকে বা তাদের সেই মালের সোল্ এজেণ্ট বলে। সোল্ এজেণ্ট যে সরাসরি Consumerকে মাল যোগায়

তা নয়; সোল্ এজেন্টের অধীনে আবার সাব্ এজেন্টস্ আছে। তারাও আবার বিভিন্ন লোক কে এজেন্সী দিয়েছে। এই রকম ভাবে ধাপের পর ধাপ নেমে এসে সকলের শেষে মালটা এসে পৌঁছায় আসল খরিদ্দারের কাছে অর্থাৎ Consumer এর কাছে।

Mechanismটা অনেকটা এই রকম। অবশ্য আমি শুধু Mechanism এর কাঠামের কথাই বল্‌ব। কেননা ওর মূলনীতিটা বোঝানই হচ্ছে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

সোল্ এজেন্ট যিনি তিনি কারখানার সমস্ত মাল কিনে নেন একমাসের মধ্যে দাম চুকিয়ে দেবার কড়ারে। তারপর তিনি তাঁর সাব্ এজেন্টদের মধ্যে সেই মাল বণ্টন করে দেন যার যার যোগ্যতা অনুসারে। তাদের সঙ্গে কড়ার থাকে ১৫ বা ২০ দিনের মধ্যে টাকা দিয়ে দিতে হবে। এ রকম কর্‌বার উদ্দেশ্য এই যে, যদি সাব্ এজেন্ট কোন কারণে সময় মত টাকা দিতে না পারে তাহ'লে সোল্ এজেন্টকে যোগাড় যন্ত্র কার কারখানা ওয়ালার টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। বলা বাহুল্য, এজেন্সী নেবার জন্য প্রত্যেককেই উপযুক্ত পরিমাণ টাকা স্ব স্ব উপর ওয়ালার নিকট আমানত বা deposit রাখতে হয়।

একই ব্যক্তি সব দেশের জন্যেই একটা জিনিসের সোল্ এজেন্ট হ'তে পারে। আবার প্রত্যেক দেশের জন্যেও এক একজন লোক সেই জিনিসের সোল্ এজেন্ট হ'তে পারে। এই শেষোক্ত সোল্ এজেন্সীর অর্থ এই যে সেই দেশে যত মাল কাটবে তার সবটাই তার হাতের ভিতর দিয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ ভেজিটেবল্ প্রোডাক্টের ব্যবসায়ের কথা ধরা গেল। মনে করুণ হলাণ্ডের কোন কারখানায় রাশি রাশি ভেজিটেবল প্রোডাক্ট প্রস্তুত হচ্ছে। প্রত্যেক দেশেই সেই সমস্ত মাল বেচবার জন্যে এক একজন এজেন্ট আছে; যেমন ভারতবর্ষের এক-জন এজেন্ট, চীনে একজন ইত্যাদি। ভারতবর্ষের এজেন্ট যে ব্যক্তি বা যে কোম্পানী সে আবার প্রত্যেক প্রদেশে তার মাল বেচবার জন্য এক একজন এজেন্ট খাড়া করে;—বাংলায়, বিহারে বোম্বায়ে, মাদ্রাজে সর্ব্বত্রই এক একজন. এজেন্ট বা কখন কখন বাংলায় ৫।৭ জন, বিহারে ৫।৭ জন বোম্বায়ে ৫।৭ জন ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে এজেন্টকে যথেষ্ট ঝুঁকি নিতে হয় এবং সেই জন্য এজেন্ট খুব উচ্চহারে কমিশন পেয়ে থাকে। কিন্তু এজেন্ট মাল কাটায় কেমন করে? এক কথায় এজেন্টের function বা কাজ কি?

প্রথমেই বলে রাখি, এজেন্সী জিনিসটা আর কিছুই নয় একটু বড় রকমের দালালি মাত্র। তফাৎ এইটুকু যে একজন সাধারণ দালাল মাল বিক্রয় কর্ত্তে পারলে কমিশন পায়, বিক্রয় কর্ত্তে না পারলে কমিশন পায় না কিন্তু মাল বিক্রয় ক'রে দিতে বাধ্য সে নয়, অপর পক্ষে সেলিং এজেন্ট একটা নিয়মিত পরিমাণ মাল বিক্রয় করে দিতে বাধ্য থাকে। কেমন করে সে সমস্ত মাল বিক্রয় করে এখন তারই কতকটা আভাষ দেব।

মনে করুন ম্যানচেষ্টারের কোন কাপড়ের কলের বঙ্গদেশীয় এজেন্ট হ'ল রেলী ব্রাদার্স। কলে একটা নতুন নম্বরের কাপড় তৈরী হয়েছে। রেলী ব্রাদার্সের কাছে তার Sample বা নমুনা এল। এখন প্রত্যেক সওদাগরী আফিসেই একজন করে Banyan বা মুৎসদ্দি আছে। এই মুৎসদ্দিই প্রকৃত পক্ষে মাল কাটাবার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে। রেলী ব্রাদার্স নমুনা কাপড় পাওয়া

মাত্র মুৎসুদ্দিকে সেই কাপড় দেখায়। মুৎসুদ্দির অধীনে অসংখ্য বড় বড় দালাল আছে। তারা ব্যবসায়ী বা দোকান দারদিগকে মাল সরবরাহ করে। এই সমস্ত দালাল মুৎসুদ্দির কাছ থেকে কাপড়ের নমুনা নিয়ে ব্যবসায়ীদিগকে দেখিয়ে বলে—"দেখ এ কাপড় বেশ ভাল। এই ধরণের কাপড় বাজারে খুবই চলছে। এ কাপড় তোমরা দোকানে রাখ—বিকুবে। ইত্যাদি"। ব্যবসায়ীরা পাকা লোক—খরিদদারেরা যে ঠিক কি চায়—তা তাদের বিলক্ষণ জানা আছে। যদি তারা বোঝে মাল বিক্রয় হবার সম্ভাবনা তারা তখনই দালালকে বলে—"আচ্ছা বেশ। এ মাল বিক্রয় হবার সম্ভাবনা। আমি এত গাঁট মাল কিনিতে পারি।" প্রত্যেক দোকানদার তার দালালকে এই কথা বলে। তখন দালালেরা মুৎসুদ্দিকে বলে—"হাঁ, আমরা মাল কিনিতে রাজী আছি।" একজন বলে—আমাকে "একশ গাঁট দাও" আর একজন বলে—"আমাকে দুশ গাঁট দাও" ইত্যাদি মুৎসুদ্দি তখন রেলী ব্রাদার্সের কাছ থেকে জিনিস বিক্রী করে দেবার ভার নেয়।

আফিস বাড়ীতে মুৎসুদ্দির একটা নিজস্ব কামরা আছে। মুৎসুদ্দি সেখানে বসে কোথায় কত মাল পাঠাতে হবে তাই বলে দেয়। তার হুকুম না পেলে একটা কুটোও গুদাম থেকে বের কর্ব্বার জো নেই।

কিন্তু এত গেল বড় বড় কথা। যথেষ্ট পুঁজিপাটা এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকলে কেউ আর Banyan হতে পারে না। কাজেই ছোট খাট কাজের কথা বলতে হয়।

উচ্চ আশা থাকা ভাল। কিন্তু অত্যুচ্চ আশা নিয়ে কাজে নামলে, অনেক সময় ঠকতে হয়। আবার কখন কখন মনে মনে অতিরিক্ত উচ্চ আশা পোষণ করায় কাজে নামাই দায় হ'য়ে ওঠে। কাজেই অলীক কল্পনার বিলাস পরিত্যাগ করে কঠিন বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ছোট বড় সব জিনিসেরই আছে। ৫০ হাজার টাকা নিয়ে যেমন ব্যবসায় ফাঁদা যায়—৫০ টাকা নিয়েও তেমন ব্যবসায়ে নামা সম্ভব। বড় ধরণের সেলিং এজেন্সী খুলতে গেলে অনেক টাকার দরকার। কিন্তু এদেশে যেমন অনেকগুলি বিজ্ঞাপনের এজেন্সী রয়েছে সেই রকম ছোট খাট সেলিং এজেন্সী খুলতে খুব বেশী পুঁজির দরকার করে না। ৪।৫ জন ক'রে পরিশ্রমী যুবক একত্র মিলিত হয়ে যদি এক একটা এজেন্সী খোলেন এবং যে জিনিসের এজেন্সী তাঁরা নেবেন তা বিক্রী কর্ব্বার জন্যে যদি প্রাণপণ পরিশ্রম করেন, তা হলে তাঁদের সাফল্য লাভের খুব বেশী সম্ভাবনা।

প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে। কিন্তু কোন্ কাজেই বা প্রথম প্রথম অসুবিধা ভোগ কর্ত্তে না হয়? কিছুদিন সততার সঙ্গে কাজ কর্ত্তে পার্লে বাজারে তাদের একটা সুনাম বেরিয়ে যাবে। তখন কোন নতুন জিনিসের এজেন্সী সংগ্রহ করে নেওয়াও যেমন তাদের পক্ষে খুব সহজ হয়ে পড়বে, অপর পক্ষে মাল বিক্রয় কর্ত্তেও তাদের তেমন আর বেগ পেতে হবে না। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সুনামের শক্তি অপরিসীম। বাজারে একবার নাম বেজে গেলে সকলেই সেই কোম্পানীর কাছ থেকে মাল কিনতে চায়। অনেক অপরিণামদর্শী ব্যবসায়ী আছেন যাঁরা একবার বাজারে তাঁদের নাম বেজে গেলে আর আদৌ খরিদদারের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখেন না। এঁদের ব্যবসায়ী না ব'লে অব্যবসায়ী

বলাই যুক্তি সঙ্গত। কেননা এঁদের এই ব্যবহারের ফলে ব্যবসায়ের সর্ব্বনাশ হয়ে যায়। যাঁরা নতুন এজেন্সী খুলবেন তাঁদের লোকের চ'খে ধুলা দিয়ে টাকা রোজগার কর্ব্বার স্পৃহা পরিত্যাগ কর্ত্তে হবে।

আরো গোটা কতক কথা এই ব্যবসায়ে নতুন ব্রতী দিগকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

ছোট বা বড় যে ধরণেরই এজেন্সী খোলা যাক্‌না কেন যাদের কাছ থেকে এজেন্সী নেওয়া যাবে তাদের কাছে কিছু টাকা আমানত রাখ্‌তে হয়। অবশ্য ঐ টাকার পরিমাণ স্থির হবে মালের পরিমাণ ও মূল্যের তারতম্য অনুসারে। প্রথম চোটেই একেবারে অনেক টাকা আমানত রেখে অনেক টাকার মাল নিয়ে কারবার কর্ত্তে যাওয়া খুব বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয় না।

কোন্‌ জিনিসের এজেন্সী গ্রহণ কর্ব্ব—সে বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করা দরকার। বস্তুতঃ এজেন্সীর সাফল্য নির্ভর কচ্ছে মুখ্যতঃ এজেন্টের মাল নির্ব্বাচনী শক্তির উপর। প্রথমেই দেখ্‌তে হবে যে ধরণের জিনিসের এজেন্সী নিতে যাচ্ছি দেশের মধ্যে সে জাতীয় জিনিসের যথেষ্ট চাহিদা আছে কিনা। দ্বিতীয়তঃ যে জিনিসটার এজেন্সী নিচ্ছি সেই জিনিসটা সেই জাতীয় জিনিসের মধ্যে সুলভ বা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কিনা। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অর্থাৎ এজেন্সীগুলির শৈশব অবস্থায় সব চেয়ে ঝোঁক দিতে হবে সুলভে উৎকৃষ্ট মাল সরবরাহ কর্ব্বার দিকে। এমন কি এ বিষয়ে দেশী বিলাতির প্রভেদ কর্লে চল্‌বে না। অবশ্য বিলাতি অর্থে আমি সমস্ত বিদেশী জিনিসই বোঝাতে চাই। এ কথা বল্‌বার কারণ হচ্ছে এই যে ক্রেতার দল তাদের কষ্টার্জ্জিত পয়সার পরিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট জিনিসই পেতে চায়। এবং ক্রেতারা যা কিন্‌তে চায় বিক্রেতাকে তাই যোগাতে হবে। এখানে ব'লে রাখা আবশ্যক যে ক্রেতাদের কি কেনা উচিত সে সম্বন্ধে আমি আদৌ মন্তব্য প্রকাশ কচ্ছিনা, কেবল ক্রেতারা কি কিন্‌তে চায় সেই কথাই বল্‌ছি।

যাহা হউক, সেলিং এজেন্সী খুলতে গেলে আরও খুটি নাটি নানা বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখ্‌তে হয়। কিন্তু সে সকল technical difficulties এর কথা একজন বাইরের লোক সম্যক ভাবে বুঝিয়ে দিতে পারে না। যাঁরা ব্যবসায়ে ব্রতী হবেন তাঁদের নিজেদেরই কষ্ট করে এ সকল বিষয় ভাবতে হবে এবং অন্তরায় যদি কিছু উপস্থিত হয় ত সেগুলিকে অতিক্রম কর্ত্তে হবে।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি ব্যবসাদারীটা একটা আর্ট বিশেষ; এবং যে কোন একটা আর্টেই পারদর্শী হয়ে উঠতে গেলে রীতিমত সাধনার দরকার। অনন্যকর্ম্মা হয়ে একটা জিনিস নিয়ে লেগে পড়ে থাক্‌তে না পার্লে কোন সাধনাতেই সিদ্ধি লাভ করা যায় না। কাজেই প্রথম প্রথম সেলিং এজেন্সী যাঁরা খুলবেন তাঁরা একেবারে নানা সামগ্রীর এজেন্সী নিয়ে নিজেদের শক্তিকে চারিদিকে ছড়িয়ে না দেন। অবশ্য কেবল প্রথম অবস্থার জন্যেই এই উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বেশ সুপরিচিত হয়ে উঠ্‌লে তখন বিভিন্ন জিনিসের এজেন্সী নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

এদেশে অসংখ্য শিক্ষিত যুবক চাকুরীর অভাবে বেকার বসে আছে। তাদের মধ্যে অনেকে ইচ্ছা কর্লে ৫০৲ বা ১০০৲ টাকা মুলধন বের কর্ত্তে পারে। এই রকম চার জন, পাঁচজন বা ছয় জন ক'রে যুবক একত্র হলে অনায়াসেই এক একটা সেলিং এজেন্সী খুল্‌তে পারে। এতে

লোকসান যাবার বিশেষ সম্ভাবনা নেই অথচ একটু বুদ্ধিমত্তা এবং পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ কর্ত্তে পারলে যথেষ্টই লাভবান হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আশা করি উদ্যমী যুবকেরা এ বিষয়ে অগ্রণী হবে। দেশময় সেলিং এজেন্সী খুল্‌লে শুধু যে এজেন্টরাই লাভবান হবেন, তা নয়; স্বদেশেরও এতে পরম কল্যান সাধিত হবে। স্বাধীনতাই বল, আর স্বরাজই বল, ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নতি লাভ কর্ত্তে না পার্লে ও কিছুই হবার যো নেই। প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকার বিদেশী মাল এদেশে আমদানী হচ্ছে। কাপড়, জামা, সাবান—সব কিছুই ত বিদেশের আমদানী। এ দেশে ঐ সব জিনিস তৈরি কর্ত্তে হবে এবং তৈরি করে এদেশে এবং বিদেশে তা বিক্রয় কর্ত্তে হবে। কিন্তু বিক্রয় কর্ব্বে কারা? কারখানাওয়ালারা? তাদের সে সময়, সামর্থ্য বা শক্তি নেই। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে যদি সেলিং এজেন্সীই ছেয়ে যায় তবেই স্বদেশী কারখানার মাল দেশ বিদেশে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হ'তে পারে। কেন না দেশী কারখানার মাল অপেক্ষাকৃত খারাপ হবেই, এবং একমাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত সুনাম সম্পন্ন সেলিং এজেন্সীই অপেক্ষাকৃত নিরেস জিনিসও ক্যানভাসিংএর জোরে বাজারে চালাতে পারে। পৃথিবীর অন্য সকল দেশেই মাল কাটাবার এই ব্যবস্থা। আমরা চ'খের সামনেই দেখ্‌তে পাচ্ছি কত তৃতীয় শ্রেণীর জিনিসও ক্যান্‌ভাসিংএর জোরে ও বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে প্রথম শ্রেণীর মাল ব'লে বিক্রী হয়ে যাচ্ছে।

কাজেই দেখা গেল, সেলিং এজেন্সী স্থাপনের দ্বারা নিজের অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম করে নিলে, শুধু এই কাজের দ্বারাই প্রকারান্তরে দেশেরও উপকার করা হবে। দেশের উন্নতি কর্ত্তে সবাই চায়—বিশেষতঃ যুবকেরা। দেশের উন্নতি কল্পে অনেকেই নানা ভাবে স্বার্থত্যাগ করেছেন এবং অনেকেই আরও স্বার্থত্যাগ কর্ত্তে প্রস্তুত। আমরা কোন কিছু ত্যাগ কর্ত্তে বল্‌ছি না। আর্থিক হিসাবে আমরা ত দেউলে। কাজেই অন্ততঃ আর্থিক হিসাবে আমাদের কিছুই ত্যাগ কর্ব্বার নেই। তাই, আমরা বল্‌ছি অর্জ্জন কর্ত্তে। নিজেরা নিজেদের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াও —নিজেদের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান নিজেরা ক'রে নাও নিজেরা দু বেলা পেট পুরে খাও—এইটুকু মাত্র আমরা চাই। জেল নয়, ফাঁসী নয়, কঠিন কিছুই নয়, শুদ্ধ নিজেদের অবস্থার উন্নতি ক'রে দেশের উপকার কর্ত্তে, আশা করি, বাংলার যুবকেরা দ্বিধা বোধ কর্ব্বে না।

———

ভারতীয় ধান ও চাউলের ব্যবসার বৃত্তান্ত।

১৯২৬—২৭ সনে কোন্ প্রদেশে কত একর জমীতে ধান্যের আবাদ হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রদেশের নাম।	কত একর জমীতে আবাদ হইয়াছে।	
	১৯২৬—২৭,	১৯২৫-২৬
বাংলাদেশ—		
শরৎ কালের শস্য	৫০১৫০০০	৫১৩৯০০০
শীত ” ”	১৫২৯০০০০	১৫৬১৯০০০
গ্রীষ্ম ” ”	৩৯২০০০	৩৭৫০০০
(বাংলাদেশ) মোট—	১৯৬৯৭০০০	২১৬৩৩০০০
বিহার ও উড়িষ্যা—		
শরৎ কালীন শস্য	৩৫৫০০০০	৩৫৪৬০০০
শীত ” ”	১০৬৫৫০০০	১০৬৯৮০০০
গ্রীষ্ম ” ”	৪০০০০	৪২০০০
(বিহার ও উড়িষ্যায়) মোট —	১৩৯৩৪০০০	১৫২৮৬০০০
বর্ম্মা—	১২৩৯৬০০০	১২২১২০০০
মাদ্রাজ—	১০৯৫৪০০০	১১৩২৩০০০
যুক্তপ্রদেশ —	৭৪৯৮০০০	৭৪৭৪০০০
মধ্য প্রদেশ ও বেরার—	৫৬৩২০০০	৩১৫২০০০
আসাম—		
শরৎ কালীন শস্য	৭৮৪০০০	৮০১০০০
শীত কালীন শস্য	৩৪০৫০০০	৩৪১৩০০০
গ্রীষ্ম ” ”	১৮০০০০	১০১০০০
(আসাম) মোট—	৪৩৭৮০০০	৪৪০২০০০
বোম্বাই প্রদেশ—		
শরৎ কালীন শস্য	৩১৫৮০০০	৩৫৪৬০০০
বসন্ত ” ”	২০০০০	২৩০০০
(বোম্বাইপ্রদেশ) মোট—	৩১৬৮০০০	৬৫৬৯০০০
কুর্গ—	৮৩০০০	৮২০০০
হায়দ্রাবাদ—	৫১৬০০০	৮৪৬০০০
মহীশূর —	৬৮৩০০০	৭২৫০০০
বরদা—	১৯৪০০০	১৭৪০০০
সর্ব্বসমেত মোট-	৭০১৩৩০০০	৮২২৮৮০০০

প্রদেশের নাম	কত টন্ শস্য পাওয়া গিয়াছে।	
	১৯২৬—২৭	১৯২৫—২৬
বাংলাদেশ—		
শরৎ কালীন শস্য	১৫৬৫০০	১৪৮১০০০
শীত ” ”	৫৫৭৮০০০	৬৫০৮০০০
গ্রীষ্ম ” ”	১৫৪০০০	১৩৯০০০
(বাংলাদেশে) মোট—	৭২৯৭০০০	৮২১৭০০০

বিহার ও উড়িষ্যা—		
শরৎ কালীন শস্য	১১২৩০০০	৯৬১০০০
শীত " "	৩৬৫১০০০	৪৮১৪০০০
গ্রীষ্ম " "	১৪০০০	১৪০০০
(বিহার ও উড়িষ্যায়) মোট—	৪৭৮৮০০০	৪৭৮৯০০০
বর্ম্মা—	৫১১২০০০	৪৭৪৩০০০
মাদ্রাজ প্রদেশ—	৪৬৩৯০০০	৫৩২২০০০
যুক্তপ্রদেশ—	২৩৪৬০০০	২৬৭১০০০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—	১৮১০০০০	১৭০৭০০০
	১৩৯০৭০০০	১৪৪৪৩০০০
আসাম—		
শরৎ কালীন শস্য	২০৯০০০	২৬১০০০
শীতকালীন শস্য	২২২৬০০০	১ ৯১০০০
গ্রীষ্ম " "	৮৫০০০	৮৬০০০
(আসামে) মোট —	৯৫২০০০০	১৫৮৮০০০
বোম্বাই প্রদেশ		
শরৎ কালীন শস্য	১৫২৬০০০	১৪১৬০০০
বসন্ত " "	১০০০০	১২০০০
(বোম্বাই প্রদেশে) মোট	১৫৩৬০০০	১৪২৮০০০
কুর্গ—	৪০০০০	৪০০০০
হায়দ্রাবাদ—	১৮০০০০	৪১৮০০০
মহীশূর—	১৪৯০০০	১৮৪০০০
বরদা—	৫৩০০০	২৯০০০
সর্ব্বসমেত মোট—	২৯৪৭৯০০০	৩০৬২৭০০০

গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে বৃটিশ ভারত হইতে সমুদ্রপথ দিয়া বিদেশে কি পরিমান ধান রপ্তানী হইয়াছে তাহার বিবরন নিম্নে প্রদত্ত হইল। হিসাব টনে প্রদত্ত হইল। ১ টন = ২৭ মন।

বৎসর	বর্ম্মা হইতে	বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা হইতে	মাদ্রাজ বম্বে ও সিন্ধু হইতে	মোট।
১৯২২	১৭৪৫০০০	১২৯৫০০	১২৫০০০	১৯৯৯৫০
১৯২৩	১৬৪৬০০০	২৭১৫০০	১১০৮০০	২০৩৯২০০
১৯২৪	১৮৪৭৪০০	৩৪০৩০০	১০০০০০	২২৮৭৭০০
১৯২৫	২১৫৫২০০	১৯৭৪০০	১২৬৮০০	২৪৬৯৪০০
১৯২৬	২০৬২৮০০	১১৯২০০	১৬১৯০০	২৩৪৬৯০০

কোন্ দেশে কি পরিমাণ চাউল রপ্তানী হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল—

কোন দেশে রপ্তানি হইয়াছে	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬
	টন হিঃ	টন হিঃ	টন হিঃ	টন হিঃ	টন হিঃ
যুক্তরাজ্য—	৬৭৮০০	৬৫৫০০	৯৩৮০০	৯৩২০০	৭৪০০
জার্ম্মাণী—	৩২৭২০০	২৯৮৩০০	৪২২০০০	৪৪৬৭০০	২৫৩০০০
নেদারল্যাণ্ডস্—	৩৫২০০	৫১৫০০	৭৪৭০০	১০৭৩০০	১০৮২০০

বেলজিয়াম—	৭৯০০	১৫৮০০	১৭৫০০	১৩৯০৭	৬৫০০
আরব—	৫৬২০০	৬৬৩০০	৪০০০৯	৪০২০০	৩৮৪০০
সিংহল—	৩৬৯৩০০	৩৮১৫০০	৩৮১৫০০	৪২৯৯০০	৪৩০১০০
ষ্ট্রেট্ সেটেলমেণ্ট—	১৯৬৬০০	১৬৭৪০০	২২০৪০০	২০৮৯০০	২২৮৬০০
সুমাত্রা—	৬৬২০০	৬২৪০০	৬৭১০০	৮৩৩০০	৮৪০০০
জাভা—	৮৭৮০০	৯৯১০০	৯৯৫০০	৪২৯০০	১০০৯৫৯
চীন—	২০০৬০০	২৬১২০০	১৫৬৯০০	৭৩৪০০	২৫৩০০০
জাপান—	১১৯৫০০	৯৪৫০০	২৩৩৬০০	২৭০১০০	১০০২০০
মউরিটিয়াম্—	৬৩১০০	৬০৭০০	৪৩৮০০	৬০৭০০	৫৩৩০০
রিউব—	৮৬৪০০	৭৭২০০	১১৮০০০	৭০৯০০	১১৯০০০
অষ্ট্রেলীয়া ও নিউজিল্যাণ্ড—	২৫৫০০	২৮২০০	২৬৯০০	২০৩০০	২০১০০

—:*:—

কয়েদ বেল।

[কবিরাজ শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার কবিভূষণ]

কয়েদ বেলের সংস্কৃত নাম কপিত্থ, ইংরাজী নাম Wood apple এবং উদ্ভিদ বিদ্যার পারিভাষিক নাম Foronia Elephantum.

কয়েদ বেল বঙ্গদেশে সর্ব্বজন পরিচিত এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পরম লোভনীয় ফল।

গাছ বেল গাছের ন্যায় উচ্চ ও বহু শাখা প্রশাখা সমন্বিত হইয়া থাকে। পাতা আকারে ক্ষুদ্র, প্রায় কামিনী ফুলের পাতার ন্যায়। ফুল ছোট ও শ্বেতবর্ণ। শীতের প্রারম্ভে পাতা ঝরিয়া যায় ও নববসন্তের আবির্ভাবে নূতন কিসলয় উদ্গত হয়।

পক্ক কয়েদ বেলের গন্ধ মধুর। বেলের মতই বহুসংখ্যক বীজ শাঁসের মধ্যে সজ্জিত থাকে।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগে ফল পাকিতে আরম্ভ হয় ও জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত থাকে।

পক্ক ফলের চাট্‌নী বা অম্ল যথার্থই সুখাদ্য তৃপ্তিজনক এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতপ্রদ। পক্ক কয়েদ বেলের ব্যবহার ব্যাপকভাবেই হওয়া প্রয়োজন।

ঔষধার্থ ইহার ফল পুষ্প ও পত্র ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্ব্বেদীয় বহু ঔষধে ইহার ব্যবহার আছে। মাত্রা ফলের শাস ২—৫ তোলা, ফলের রস

১—২ তোলা, পুষ্প বা পত্রের ক্বাথ ৫—১০ তোলা।

আয়ুর্ব্বেদ মতে কয়েদ বেলের গুণ :—

কাঁচা ফল—ধারক, কষায় রস, লঘু ও লেখন গুণ সম্পন্ন।

পক্কফল :—হিক্কা, পিপাসা, বায়ু ও পিত্ত নাশক, গুরু, অম্ল কষায় রস, কণ্ঠ শোধন কারক, ধারক ও দুষ্পাচ্য।

নব্য মতে ইহাতে এ, বি ও সি এই তিন প্রকার খাদ্য প্রাণ (Vitamine) বিদ্যমান আছে। সেজন্য স্কর্ভি রোগ নিবারক স্বাস্থ্য ও শক্তি বর্দ্ধক। পাকা কয়েদ বেল লবণ সহ ভোজন করিলে বা অল্প পরিমাণে লবণ, চিনি ও লঙ্কা সহযোগে আচার প্রস্তুত করিলে অতি সুখাদ্য হইয়া থাকে।

বিভিন্ন রোগে কয়েদ বেলের ব্যবহার :—

(১) অর্শে :—কাঁচা কয়েদ বেলের ক্বাথ পান করিলে অর্শ সত্বর হ্রাস পায়। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক ছটাক মাত্রায় ক্বাথ পান করিবে।

(২) হিক্কায় :—কাঁচা কয়েদ বেলের রস পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ প্রাতে পান করিবে।

(৩) রক্ত পিত্তে:—

কয়েদ বেলের পাতা গব্য ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রক্তপিত্তে উপকার হয়।

(৪) বমনে :—কয়েদবেলের রস মধুসহ পান করিলে বমন নিবারিত হয়।

(৫) শ্বাসে :—কয়েদবেলের রস পান করিলে শ্বাস হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

(৬) কর্ণ রোগে :—কয়েদবেলের রস কর্ণে বিন্দু বিন্দু মাত্রায় প্রয়োগ করিলে কর্ণ-পাক ও বেদনা আরোগ্য হয়।

(৭) প্রবাহিকায় :—কাঁচা কয়েদবেলের শাঁস দধির সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া আমাশা রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে পান করাইবে।

(৮) প্রদরে :—কয়েদবেলের পাতা ও বাঁশের পাতা সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে। পরে মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। প্রবল প্রদর আরোগ্য হইবে।

(৯) অশ্মরী রোগে :—কয়েদবেলের কচি পাতা আহার করিলে অশ্মরী রোগীর বস্তিতে আর নূতন অশ্মরী সঞ্চিত হইতে পারে না।

(১০) আমরক্তে :—কয়েদবেল গাছের নির্য্যাস অর্থাৎ আটা মধুসহ সেবন করিলে অতিসার ও আমরক্ত বন্ধ হয়।

(১১) কীট দংশনে :—বোলতা বা কাঁকড়া বিছা কামড়াইলে ফলের খোসা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে, সত্বর যন্ত্রণা ও বিষ নষ্ট হইবে।

কয়েদবেলের শাঁসে সাইট্রিক য়্যাসিড্ (citric acid), পটাশ লাইম (Potash lime) এবং লৌহ (Iron) বিদ্যমান আছে।

বঙ্গদেশে কয়েদবেলের চাষ নাই। যত্র তত্র অনাদৃত অবস্থায় গাছ জন্মে এবং বহু দিন ফল প্রদান করে। কিন্তু ইহার চাষে লাভ ভিন্ন ক্ষতির কোন কারণ নাই। ফল সুস্বাদ ও উপকারী, সেজন্য বাজারে ফলের চাহিদা আছে। পয়সায় ২।৩টি বিক্রয় হয়। প্রতি বৎসর গাছ প্রতি ৩।৪ টাকার ফল পাওয়া যায়। একবার গাছ তৈরী করিলে আম কাঁঠালের ন্যায় বহু বর্ষ ব্যাপী ফল প্রাপ্তির কোনই বিঘ্ন ঘটে না।

———

অল্প মূলধনে ব্যবসায়।

(আটাভাঙ্গা কল)

ব্যবসায় করিতে হইলেই হাজার, দশহাজার টাকা মূলধন চাই—এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক শক্তিমান যুবক ব্যবসায়ের পথ না ধরিয়া দিনের পর দিন আফিসের দ্বারে দ্বারে অপমানের বোঝা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়া দীর্ঘ দ্বাবিংশ বা পঞ্চবিংশ বর্ষ সাধনার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি অর্জ্জন করিয়া যুবকেরা মাতাপিতা ভ্রাতা ভগ্নী ত দূরের কথা নিজেদেরই গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জ্জনে সক্ষম হইতেছে না।

তাহাদিগকে চাকরীর উমেদারী ছাড়িয়া ব্যবসায়ের পথ অবলম্বন করিতে বলিয়াছি, তাহারা উত্তর দিয়াছে—"ব্যবসায় ত আর মুখের কথা নহে! টাকা কই?"

টাকা নাই—এই কথাই চারিধারে শুনিতে পাই। বাঙলী টাকার অভাবে ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিছে না—এই কথা বাংলার যুবকেরা আমাদিগকে বুঝাইতে চায়; কিন্তু,দুর্ভাগ্য আমাদের—আমরা বুঝিতে পারি না। সাধারণ বাঙালী যুবকের বিস্তর টাকা নাই—ইহা অবশ্যই স্বীকার করি। কিন্তু বিস্তর টাকার প্রয়োজন কি? আমরা বার বার বলিয়াছি খুব অল্প পুঁজি লইয়াও লাভজনক ব্যবসায় করা চলে। মাত্র ৩০।৪০ টাকা মূলধন লইয়াও এমন ব্যবসায় অবলম্বন করা যাইতে পারে যাহাতে মাসিক ৪০।৫০ টাকা অনায়াসে উপার্জ্জন করা যায়। এই ৩০।৪০ টাকাও কি যোগাড় করা অসম্ভব?

যখন দেখি ২।৩ শত এবং কখন কখন ৫।৭ শত টাকা আমানত রাখিয়াও বাঙালী ছেলেরা ৩০।৪০ টাকা মাহিনার চাকুরী গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ নহে—যখন দেখি, একটী ৫০।৬০ টাকা মাহিনার চাকুরী যোগাড় করিবার লোভে বাঙ্গালার ছেলেরা ৭০।৮০ টাকা খরচ করিয়া পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা হইতে দিল্লী লাহোর ছুটিতেছে—যখন দেখি, নিতান্ত দরিদ্রের সন্তানও মাসিক ৩০।৪০ টাকা খরচা করিয়া ৪।৫ বৎসর কলিকাতা সহরে লেখাপড়া শিখিতেছে—এবং ১০০৲ টাকা ফিস্ দিয়া পরীক্ষা দিতেছে এবং লেখাপড়া শেষ করিয়াও মাসিক ২০।২৫।৩০ টাকা খরচ করিয়া এই কলিকাতা সহরেই কেহ দুই বৎসর, কেহ তিন বৎসর, কেহ বা আরও বেশী দিন চাকুরীর উমেদারী করিতেছে—তখন সত্যই এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না যে বাংলার ছেলেপুলে ইচ্ছা থাকিলেও ৩০।৪০ টাকা মূলধন জোগাড় করিতে অপারগ।

আসল কথা, অভাব মূলধনের নহে, **অভাব ইচ্ছার, অভাব চেষ্টার, অভাব আগ্রহের, এবং**

সর্ব্বোপরি অভাব পরিশ্রম করিবার প্রবৃত্তির। আসল কথা, আজও আমাদের দাস মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই—
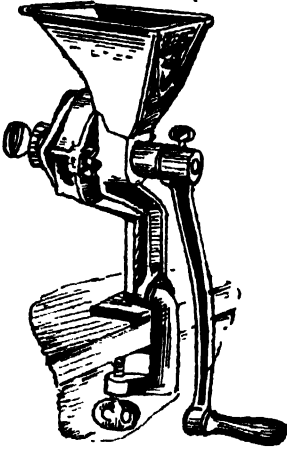
আমরা উপার্জ্জনের স্বাধীন পথ অবলম্বন করিতে চাহি না—চাকুরীর মোহ আজও আমাদিগের সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে পরিশ্রম করার ক্ষমতাই আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। বাঙ্গালী যুবকেরা ব্যবসায় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন—অথচ মূলধনের অভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারেন না—সে তাঁহাদের ইচ্ছা নিতান্তই কথার কথা বলিয়া। নহিলে একটী কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন পড়িয়া হাজার হাজার যুবক আফিসের দ্বারে ভিড় জমাইয়া তুলে, কিন্তু শত শত লাভজনক ব্যবসায়ের সন্ধান বলিয়া দিয়াও তাঁহাদিগের নিকট কোন সাড়া পাওয়া যায় না কেন?

কিন্তু সাড়া জাগাইতেই হইবে যে। বাঙালী যে পথ গ্রহণ করিয়াছে—সে ত জীবনের পথ নহে; সে পথ মৃত্যুর। এই মৃত্যুর পথ হইতে তাহাকে ফিরাইতেই হইবে যে!—আমরা সেই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। তাই সাড়া না পাইলেও আমাদিগকে বলিতে হয়—পাগল বলিয়া লোকে উপহাস করিলেও আমাদিগকে বলিতে হয়। —"ভিক্ষুকের বৃত্তি তোমার জন্ম নহে— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।"

চাকুরী না করিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে। মাড়োয়ারী চাকুরী করে না—অথচ তাহারা বড়লোক, ভাটিয়া চাকুরী করে না অথচ তাহারা ধনশালী, ইহুদি পার্শী চাকুরী না করিয়াও অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। দুনিয়ার লোক যে উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতেছে বাঙ্গালী বড় হইতে চাহিলে তাহাকেও সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে।—সেই পথ ব্যবসায় ও বাণিজ্য। ব্যবসায় ও বাণিজ্য বলিলেই বৃহৎ কিছু ভাবিবার আবশ্যকতা নাই। খুব অল্প লোকই লক্ষ টাকা লইয়া কারবার ফাঁদিয়া বসে। আজ যাহার প্রকাণ্ড আড়ত দেখিতেছ, দশ বৎসর পূর্ব্বে সে হয়ত ছোট্ট মুদীখানা খুলিয়াছিল। আজ যাহার প্রকাণ্ড প্রাসাদ আকাশের বুক চিরিয়া উন্নত শিরে দাঁড়াইয়া আছে, বিশ বৎসর পূর্ব্বে সে হয়ত রাস্তায় রাস্তায় চানাচুর ফিরি করিয়া বেড়াইত। এরূপ দৃষ্টান্তের ত অভাব নাই। ছোট দোকান বাড়িয়া বড় আড়তে পরিণত হইতেছে—দুর্ব্বল শিশু বলবান যুবকে পরিণত হইতেছে—ক্ষুদ্র বীজ শাখা প্রশাখা সমন্বিত বিশালবৃক্ষে পরিণত হইতেছে—এইরূপ কত "ছোট"ই না বাড়িয়া "বড়" হইতেছে—ইহা আমরা চক্ষের সম্মুখে নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছি। তবে সে দৃষ্টান্ত নিজেদের জীবনে ফলাইতে পারি না কেন?

মূলধনের অভাব? কিছু নয়, কিছু নয়।

আমরা কৃষ্ণপান্তির জীবনী আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি—ওয়ালগ্রীণের জীবন কাহিনী প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছি, মূলধনের চেয়েও বড় জিনিষ আছে। আমাদের মনে হয়—"ইচ্ছা থাকিলে উপায়ের অভাব হয় না।" যাহার ব্যবসায় করিবার প্রবল ইচ্ছা আছে,পরিশ্রম করিবার আগ্রহ আছে—আর্থিক বাধা তাহার নিকট বাধা বলিয়াই গণ্য নহে। অল্প মূলধনে কত ব্যবসায় অবলম্বন করা যাইতে পারে,—নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস রাখিয়া পরিশ্রম ও সততা সহকারে সেই সকল কার্য্যে আত্মনিয়োগ কর দেখি, দেখিবে "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী" কথাটা নিতান্ত নিরর্থক নহে।

কৌতূহলী জিজ্ঞাসা করিবেন—অল্প মূলধনে কি এমন ব্যবসায় অবলম্বন করা যায় যাহাতে একজন ভদ্র যুবক মাসিক কমপক্ষে ৫০ ৬০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে?

আমরা ইহার উত্তরে বলিতে চাই—বন্ধু! এরূপ অসংখ্য ব্যবসায় রহিয়াছে। কোন্‌টীর নাম করিব? পূর্ব্বে কত ব্যবসায়ের সন্ধান বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—তথাপি আরও একটী বলিতেছি। কেহ শুনিবে কি?

আমাদের একটী বিশেষত্ব এই যে কেহ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া না দিলে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। মাসের পর মাস "ব্যবসা ও বানিজ্যে"র পৃষ্ঠায় একটী বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়—"আটা ভাঙ্গা কলের।" মাত্র এই বিজ্ঞাপনটীই যদি কেহ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত এই জিনিসটী অবলম্বন করিয়াই কেমন সুন্দর ব্যবসায় করা চলে।

বিজ্ঞাপনে লেখা আছে—

এই কলের সাহায্যে **বাড়ীর ছেলে মেয়েরা ১৫ মিনিটের মধ্যে এক সের আটা ভাঙ্গিতে পারিবে।** বলা বাহুল্য আটার ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্যে এই কল ব্যবহার করা চলে না; কেননা ইহার out put বা উৎপন্ন নিতান্তই অল্প। আটার ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে এমন অনেক প্রকার আটার কল বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়, তাহার দাম ৭০৲।৮০৲ টাকা হইতে ১৪০৲।১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত। তাহারও বিজ্ঞাপন এই কাগজে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু এই ছোট কলটীকে অন্য অনেক কার্য্যে লাগান যাইতে পারে। উহা আটা-ভাঙ্গা-কল বটে কিন্তু উহা দ্বারা কেবল গম নহে,যব,ছোলা,মকাই প্রভৃতি যাবতীয় শস্য এবং বাদাম, পেস্তা, সরিষা, প্রভৃতি তৈলবীজ সুন্দররূপে গুঁড়া করা যায়। সরিষার গুঁড়া বা mustard; লঙ্কার গুঁড়া এবং গোল মরিচের গুঁড়া (pepper) আজকাল চপ্ কাট্‌লেটের দোকানে যথেষ্ট বিক্রয় হয়। কালকাতা সহরে চায়ের দোকানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কাজেই উল্লিখিত দ্রব্য কয়টীর চাহিদাও ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। এ ক্ষেত্রে যদি কেহ একটা কল কিনিয়া ঐ সকল দ্রব্য সুন্দর রূপে গুঁড়া করিয়া বোতলে পুরিয়া দোকানে দোকানে এবং গৃহে গৃহে নিয়মিত ভাবে সরবরাহ করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি যে বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

চপ্ কাটলেট তৈরী করিতে হইলে যথেষ্ট পরিমাণে শুক্‌ন' পাঁউরুটি গুঁড়ার দরকার। কলিকাতার দোকানে দোকানে দেখা যায় একটি লোক হামান্ দিস্তা দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া এই পাঁউরুটির গুঁড়া তৈরী করিতেছে; হামান-

দিলা ভাজিয়া যায় বলিয়া অনেকে আবার মেঝেতে গর্ত্ত করিয়া ঢেঁকিতে ধান ভানার মত পাউরুটির টুকরাগুলি লোহার মুগুর দিয়া গুঁড়া করিয়া লয়েন। এই সব প্রক্রিয়ায় যেমন সময় লাগে তেমনি কষ্টকর। তাহা ছাড়া মাটিতে গর্ত্ত করিয়া গুঁড়া করা স্বাস্থ্যের পক্ষে যে কি ভয়াবহ তাহা না বলিলেও চলে। আমাদের দেশ বলিয়া তাই এ সব অস্বাস্থ্যকর ব্যপার আজও চলিয়া যাইতেছে। ইহার জায়গায় একটি আটা ভাঙ্গা কল দ্বারা গুঁড়া করিয়া লইলে অল্পায়াসে, অল্প সময়ের মধ্যে রুটির গুঁড়া তৈরী করা যাইতে পারে, ইহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

কিন্তু ইহাত গেল কল কিনিয়া ব্যবসায় করার কথা; কল বিক্রয় করার ব্যবসায় ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী লাভ জনক।

একটি কলের দাম ৩০৲ টাকা। ৩০৲ টাকার একটী কল বিক্রয় করিয়া ৩৲ টাকা কমিশন পাওয়া যায়। নানা কারণে আজকাল,আটা ও ময়দার প্রচলন খুব বেশী হইয়াছে। পূর্ব্বে বঙ্গদেশের লোকে দুই বেলাই ভাত খাইত। আজকাল কিন্তু অনেকেই এক বেলা ভাত আর এক বেলা আটার রুটি খাইবার পক্ষপাতী। পল্লীগ্রামের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম; কিন্তু কলিকাতা সম্বন্ধে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে এখানকার পনের আনা লোকই এক বেলা আটা বা ভূষি আহার করিয়া থাকে। চাউল অপেক্ষা ময়দা অধিকতর পুষ্টিকর এবং একবেলা ভাত ও আর এক বেলা রুটি খাইলে শরীর বেশ ভাল থাকে ডাক্তারেরা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহার উপর আবার আজকাল বেরী-বেরী, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া প্রভৃতি রোগের ছড়াছড়ি। এই সমস্ত রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অনেকেই ডাক্তারের পরামর্শে ভাত ছাড়িয়া রুটি ধরিতেছেন। এই সকল নানা কারণে মোটের উপর আজ কাল আটার চাহিদা খুব বেশী।

কলের প্রচলন হইবার পূর্ব্বে সকলেই জাঁতায়-ভাঙ্গা-আটা গ্রহণ করিত। কিন্তু কলের সংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে জাঁতা ওয়ালার রুটি মারা যাইতে লাগিল। বড় বড় কল কারখানার প্রবর্ত্তনের ফলে মানুষের লাভ হইয়াছে যথেষ্ট সন্দেহ নাই কিন্তু লোকসানও যে কিছু হয় নাই এমন কথা আমরা বলিতে চাহি না। আটার কল প্রবর্ত্তিত হওয়ায় আটার সহিত ভেজাল মিশান সহজ হইয়াছে। কলিকাতার রাস্তার ধারে যে সকল আটাভাঙ্গা কল দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে আটার নামে যাহা বিক্রয় হয় তাহা বস্তুতঃই অখাদ্য এবং নানা রোগের আকর।

একেই ত আজকাল খাঁটি খাদ্য দ্রব্য কিনতে পাওয়া যায় না। দুধ, ঘি, তেল সবতাতেই ভেজাল চলিতেছে। তাহার উপর গুঁড়া জিনিসে অতি সহজেই ভেজাল মেশান যায় বলিয়া কেওলিন মাটি, পুরাণো গুদাম পচা চাউল, গম ও ডাল ইত্যাদি কলে ফেলিয়া সহজেই গুঁড়াইয়া আটা ও ময়দার মধ্যে ভেজাল দিয়া থাকে। আর আমরা মুখে-রক্তওঠা পয়সা দিয়া সেই বিষাক্ত খাদ্য কিনিয়া লইয়া যাই।

আজকাল যে চারিদিকেই নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব, খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল মেশানই তাহার অন্যতম কারণ। আহার্য্যের মধ্যে ভিটামীন না থাকিলে শরীর পুষ্ট হয় না। আটার মধ্যে প্রচুর ভিটামীন থাকে বলিয়া ডাক্তার পরামর্শ

দিলেন ভাত ছাড়িয়া আটার রুটি আহার কর। কিন্তু যে আটা আহার করিব তাহা যদি আটা না হইয়া পাথরের গুঁড়া হয় তাহা হইলে তাহার মধ্যে ভিটামিন আসিবে কোথা হইতে? আর সে আটা আহার করিয়া আমাদের শরীরই বা পুষ্ট হইবে কেমন করিয়া ?

এই সকল কথা লোকে আজকাল ভাবিতে শিখিতেছে। অন্ততঃ যাঁহারা এ সকল বিষয়ে ভাবিয়া দেখেন না তাঁহাদিগকে একটু বুঝাইয়া বলিলেই তাঁহারা এই সমুদায় যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিবেন।

ভাল খাইতে ভাল পরিতে কে না ইচ্ছা করে ? যদি কেহ টাটকা ও অবিমিশ্র খাদ্য দ্রব্য পাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন, কে না তাহার কথা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিবে? এ ক্ষেত্রে যদি কেহ আটা-ভাঙ্গা-কল বিক্রয় করিবার ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। একটা দোকান খুলিয়া বসিলেই যে হু হু করিয়া মাল বিক্রয় হইয়া যাইবে এমন কথা অবশ্যই আমরা বলিতে চাহি না। জিনিসটীকে push করা বা চালানো চাই। দোকান বহিয়া কল কিনিতে আসিবে খুব কম লোকই বাড়ী বহিয়া কল বিক্রয় করিয়া আসিতে হইবে। বাড়ী বহিয়া বিক্রয় করিয়া আসিবার পক্ষে সুবিধাও আছে যথেষ্ট। কলের আকার খুব বড় নহে (লম্বা ১ফট × চওড়া ৯ ইঞ্চি × খাড়াই ১ফুট) এবং ওজনেও ১২ পাউণ্ড বা ছয় সের মাত্র। কাজেই, ইহা হাতে লইয়া অনায়াসেই স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরা ফেরা করা যাইতে পারে।

এখন এই ব্যবসায় করিতে কতটাকা মূলধন এবং কী কী সাজ সরঞ্জামের প্রয়োজন তাহা দেখা যাউক। সাজ সরঞ্জামের মধ্যে একটী কল, একটী থলিতে কয়েক সের গম, একখানি খবরের কাগজ ও আর একটা থলি।

মূলধন ৩২৲ টাকার বেশী প্রয়োজন নাই। আমাদের আফিসে ৩০৲ টাকা জমা দিলেই একটী sample কল কিনিতে পাওয়া যাইবে। বাকী ২৲ টাকায় গম ও থলিয়া কিনিলেই চলিবে।

যদি কেহ এই কল লইয়া সহরের উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, এবং ধনী ব্যবসায়ীদিগের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে পারে, তাঁহাদের চোখের সম্মুখে গম পিষিয়া আটা তৈয়ারি করিয়া দেখাইতে পারে এবং কলের উপযোগীতার কথা ও এই কলের বিশেষ সুবিধার কথা তাঁহাদিগকে সম্যকরূপে বুঝাইতে পারে, তাহা হইলে অধিকাংশ লোকই যে তাহার কল কিনিতে রাজী হইবেন সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

এই কলের সুবিধা একটি নহে, বহু !

১। নিজেদের ঘরে এইরূপ ছোট একটী আটা ভাঙ্গা কল রাখিলে আর বাজারের ভেজাল মেশান আটা খাইয়া রোগগ্রস্ত হইতে হইবে না। বাজার হইতে সুস্বাদু গম আনাইয়া নিজের ছেলে-মেয়েদের দ্বারা ভাঙ্গাইয়া সকলেই খাঁটি জিনিস আহার করিতে পারিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য আনন্দ ও নবজীবন ফিরিয়া পাইবেন।

২। এই কলের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে gear অথবা clog whel (দন্তবিশিষ্ট চাকা) নাই। clog wheel এর দাঁত গুলি সত্বর ক্ষয় হইয়া যায় বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র চাকা বদলাইতে হয়। কিন্তু এই কলে gear অথবা clog wheel এর পরিবর্তে কেবল Ball Bearing এর উপর কল চলায় ক্ষয় খেসারৎ কিছুই নাই বলিলে হয়।

৩। কেবলমাত্র গুঁড়া করিবার জাঁতাটী ক্ষয় হইয়া গেলে বদলাইতে হয়। তাহার দাম সামান্য একটাকায় আমাদের কাছেই পাওয়া যায়। কোন অংশ নষ্ট হইয়া গেলে নূতন কল কিনিতে হইবে না, অল্প মূল্যে সেই অংশ আমাদের নিকটেই পাওয়া যাইবে।

৪। এই কলের সাহায্যে অতি সহজেই মাত্র একটী প্যাচ ঘুরাইয়া সকল রকম শস্যের দানা ইচ্ছামত সূক্ষ্ম অথবা মোটারূপ গুঁড়ান যায়।

এই সকল কথা লোককে দেখাইতে হইবে। ৯০৲ টাকা উপার্জ্জন করা যাইবে। এমন কি যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে মাসিক ১৫টীর বেশী কল বিক্রয় হইবে না, তাহা হইলেও ৩ × ১৫ = ৪৫৲ টাকা লাভ থাকিবে। ঐ টাকা খুব বেশী নহে স্বীকার করি, কিন্তু এই চাকুরী বিভ্রাটের দিনে উহাকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিবই বা কি বলিয়া?

দ্বিতীয়তঃ আটার কল ক্যানভাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দ্রব্যের ও ক্যানভাসিং করা চলিবে। তাহার দ্বারাও উপার্জ্জনের মাত্রা বাড়ান যাইতে পারে।
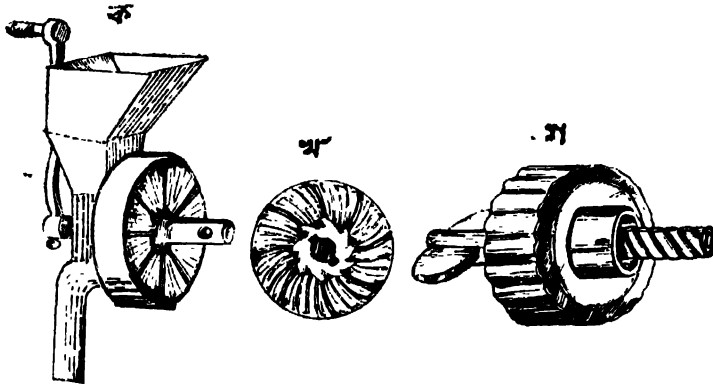
চোখের সামনে ঘুরাইয়া দেখাইলে অধিকাংশ লোকই ইহা কিনিতে রাজী হইবেন আশা করা যায়।

কলিকাতা প্রকাণ্ড সহর। এই সহরে ধনী ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। তাহাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া একজন যুবকের পক্ষে দৈনিক একটী করিয়া কল বিক্রয় করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। একটা কল বিক্রয় করিতে পারিলে ৩৲ টাকা লাভ। দৈনিক একটী করিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে প্রত্যহ ৩৲ টাকা বা মাসিক ৩ × ৩০ =

তবেই দেখা গেল অল্প মূলধনেও লাভজনক ব্যবসায় করা চলে। কিন্তু প্রাণপণে পরিশ্রম করা চাই। আশা করি যাঁহারা কেবল মাত্র মূলধনের অভাবেই দিস্তা দিস্তা কাগজে Uunderstanding that the post of a clerk…ইত্যাদি লিখিতে বাধ্য হইতেছেন সেই সব I have the honour to be Sirএর দল পরিশ্রম করিতে পরাঙ্মুখ নহেন।

ফেডারেল ব্যাঙ্ক।

ব্যবসা বানিজ্যে একটা দেশ বা জাতি কত বড় হয়ে উঠেছে এটা অনুমান কর্ত্তে হলে প্রথমে দেখতে হয়, সেই দেশের বা জাতের ভিতর কত গুলি ব্যাঙ্ক আছে, তাদের মূলধনের পরিমাণ কত, এবং কত টাকা আদায়ী share capital ও কত টাকা সাধারণের নিকট গচ্ছিত হিসাবে প্রাপ্ত। মোট কথা তারা কত টাকার আদান প্রদান করে; কোন্ কোন্ দেশে সেই সকল ব্যাঙ্কের কত গুলো শাখা প্রশাখা আছে ইত্যাদি। বাংলা দেশের তথা বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক বলতে কিছুই নেই। যে দু'দশটা লোন কোম্পানী ব্যাঙ্ক আখ্যা নিয়ে দেশে চলছে তাদের সমুদয় মূলধনের সমষ্টি ও যত টাকা সেখানে সাধারণে গচ্ছিত রেখেছে, তার সমস্ত একত্র করলেও এ দেশের এক একটা সাহেবী ব্যাঙ্কে যে টাকা খাটে তার তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধ হবে এবং আমাদের জাতি অর্থ হিসাবে কিরূপ নিম্ন স্থানের অধিকারী তা সেই সঙ্গে কতকটা অনুমান ক'রে আমাদের লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করবে।

এক একটা মাড়য়োয়ারী একাই এত পুঁজির মালিক যে, তা সমস্ত বাংলা দেশে বাঙালীর ব্যাঙ্কে যত টাকা আছে তার সমকক্ষ হবে। এমন দু'চার জন মাড়য়োয়ারী কলকাতায় আছে। সাহেব,পার্শী ও অপরাপর জাতীয় লোকের কথা ছেড়ে দাও; ব্যক্তিগত ধনের পরিমাণ ওদের যে কত তা কারও অবিদিত নেই, আর আমরা বা কোথায় তা যখন মনে হয় তখন মনটা নিরাশায় যাতে না দমে যায় এজন্য যখন তখন এই সকল আলোচনা হ'লে আমরা রাতারাতি না হলেও একদিন আবার ওঠবার জন্য সচেষ্ট হতে পারি। এইরূপ বারম্বার আলোচনার একটা প্রয়োজন এই যে আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে না থেকে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ যেটা, সর্ব্বদা সেটা স্মরণ পথে আসার দরুণ অর্থহীন বলে আমরা যে সকলের হেয় তার প্রতীকারের জন্য আমাদেরও একটা প্রবল উত্তেজনা হবে। তারফলে যে প্রতিক্রিয়া হবে,তাতে করে আমরা প্রকৃত পথে চলতে সুরু করলে অদূর ভবিষ্যতে আলো খুঁজে পাব।

ব্যবসা ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক হচ্ছে যে একটা জাতীর অর্থের মাপকাঠি সে কথা আর না বল্লেও চলবে। ব্যাঙ্ক হচ্ছে ব্যবসার মেরুদণ্ড। বাঙলার স্বদেশী যুগে নিঃস্ব বাঙালীর মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা পরিশ্রমের ও তার কত কষ্টের সঞ্চয়ের ফল স্বরূপ, কত লোকের আজন্ম সঞ্চিত অর্থ, কত বিধবা, অনাথার একমাত্র জীবনের সম্বল যে পুঁজি Bengal National Bank এ গচ্ছিত করে তারা নিশ্চিন্ত মনে আশা ও বিশ্বাস করেছিল, যে তাদের দেশের নেতারা সেটাকে খাটিয়ে দেশের ও দশের কত কল্যানকর অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করবে। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনা এমনিই

যে সেই আশা ও সেই ভরসা চিরদিনের তরে নিবিয়ে দিয়েছে। তার স্বদেশীয় নেতাদের উৎকট স্বার্থপর বুদ্ধি, স্বজন ও আশ্রিত জন পালন-স্পৃহা ও এই রকম আরও অনেক প্রকারের দুর্বুদ্ধি যা মানুষকে সব সময় কর্ত্তব্য জ্ঞান শূন্য করে ফেলে যার মূল কারণ, অনুসন্ধান কর্লে দেখি যে জাতীয় চরিত্র গঠন এখনও সেই স্তরে পৌঁছায় নি যেখানে অন্য দেশের তথাকথিত মূর্খ ব্যক্তিরাও এসে পৌঁচেছে, যাদের আমরা আজীবন সদা ঘৃণার চক্ষে দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করে আসছি। যেমন মাড়োয়ারী প্রভৃতি জাতি।

বিলাতের কথা ছেড়ে দাও, কারণ সেখানে প্রত্যেক বিধবা স্ত্রীলোক জানে যে তার জাতের যে সব দেশবাসী যদিও ৫।৭ হাজার মাইল দূরে ব্যবসা কচ্ছে, তার কাছে তার যথাসর্ব্বস্ব গচ্ছিত রেখে নিশ্চিন্ত মনে রাত্রে নিদ্রা যাবার পক্ষে কোন বাধা হবে না। তার কৃতিত্বের ও সততার উপর তার এমনিই অগাধ বিশ্বাস। আর বাস্তবিক এই সব বড় বড় জুট মিলের চা বাগিচার কত টাকা মূলধন! তার মালিক কারা? অধিকাংশই ত ওরা। তা ওরা যেখানেই থাকুক না কেন, তারা শতকরা বার্ষিক ২৫। ৩০। ৫০৭ ততোধিক টাকা মুনফা পাচ্ছে।

এত মুনফা পাবার পর তারা যদি ডুবেও যায় তবুও তাদের গায়ে আঁচড় লাগবে না। আর Bengal National Bank-এর জন্ম হতেই তার স্বদেশীয় নেতারা তার প্রতি "পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ" ব্যবহার কর্লে, সে কেবল বড় বড় আঘাত সহ্য করতেই থাকলো, কোনদিন তারা মুনফার মুখ দেখতে পেলে না। যারা মূলধন দিয়েছিলেন অনেক আশা ও নিরাশার মধ্যে দীর্ঘকাল অতিক্রম করে অবশেষে এখন তারা নিঃসংশয়ে বুঝেছে যে তারা মূল খুইয়েছে। তাদের অনেক দুঃখকষ্টে অর্জ্জিত অর্থ হতে তারা চিরদিনের জন্ম বঞ্চিত হয়েছে। স্বদেশীয় নেতাদের কৃতিত্ব ও সততার উপর বিশ্বাস করে যারা টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন শেষকালে তাদেরও মূলে হাবাত হতে হয়েছে। এতবড় বিশ্বাস-ঘাতকতা ও অক্ষমতা যে দিক দিয়েই ধরা যাক, উহা বাংলা দেশের যে কত বড় সর্ব্বনাশ সাধন করেছে তা মনে করলেও শিউরে উঠতে হয়। ভাল করে ভেবে দেখলে সেই ক্ষতির পরিমাণ-গুলি এই :—

১ম। এই নিঃস্বদেশের অনেকটা মূলধন নষ্ট হয়ে গেছে।

২য়। কতলোক এই অর্থনাশে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে, কতলোক তার জন্য না খেয়ে মরবে।

৩য়। কতটা বিপুল বিশ্বাসের বনিয়াদ এতে টলে গেছে।

৪র্থ। যার জন্য অনেক স্থলে প্রকৃত কারণ থাক বা না থাক ঐ জাতিয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের (institution) উপর দেশের লোক সন্দেহ করে যদি তাদের গচ্ছিত মূলধন এককালীন টেনে আনার চেষ্টা করে ও তার ফলে যদি ২।৪ টা কোম্পানী টাকা দেওয়া বন্ধ করে তাহলে আর যাই হোকনা কেন সে ব্যাধি যে ক্রমে সংক্রামক ব্যাধিতে দাঁড়িয়ে দেশের আরও কত সর্ব্বনাশ করতে পারে তার আর সন্দেহ নাই। তার প্রমাণ তো Specie Bank এবং People Bank fail হলে আমরা পেয়েছি। ঐ রকম কতগুলি বড় বড় ব্যাঙ্ক ডুবে গিয়েছিল তখন!

৫ম। লোকের বিশ্বাস গেল তো সব চলে গেল, কি ভরসায় আবার লোকে বিশ্বাস করবে?

৬ষ্ঠ। এত বড় সুযোগে এদের স্থান অন্য

দেশের লোকে হস্তগত করে নিলে সেটা দেশের কত বড় ক্ষতি।

৭ম। তা ছাড়া তাদের এই অযোগ্যতা, দেশী বিদেশী দশের সামনে বাঙালীর মুখ কত হেঁট করে দিয়েছে। এক্ষণে সেই নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করা কত আয়াস ও শ্রম সাপেক্ষ, সেই হিসাবে ইহা কত বড় জাতীয় ক্ষতি! অনেকে হয় তো বলবেন, কেন অন্য জাতে যেমন সাহেবরা কি ফেল করে না? তার উত্তরে আমি বলি যে যাদের দেশে সহস্র প্রতিষ্ঠান সগৌরবে মাথা উঁচু করে রয়েছে, সেখানে ২ ১০টী ক্ষেত্রে যদি ও তারা অযোগ্যতা দেখায়, সেটা আমাদের দেশের তুলনায় ধর্ত্তব্য নয়। আমি তাদের গুণকে বড় করে দেখতে বলি। আমাদের চেষ্টা হওয়া উচিত, যে সব গুণে তারা বড় হয়েছে কি করে সে সব বিষয়ে তাদেরও আমরা ছাপিয়ে যেতে পারি। তাদের অযোগ্যতার সঙ্গে নিজেদের তুলনা না করে তাদের যোগ্যতার সঙ্গে আমাদের তুলনা কর্ত্তে হবে, তবে তো দশের মাঝখানে আমরা এক পংক্তিতে বসতে জায়গা পাব।

এখন দেখা যাক্ এই সময়ে অন্য দশটা কোম্পানী যারা প্রকৃতই সুপরিচালিত,কিন্তু সন্দেহের বশে যদি সকলে একসঙ্গে তাদের উপর ধাওয়া করে (যাতে ইংরাজীতে বলে run করা) তা হলে তারা দাঁড়ায় কেমন করে? ব্যাঙ্ক গচ্ছিত টাকা তো সিন্দুকে পুরে রেখে কাউকে সুদ দিতে পারে না? টাকা গুলো খাটাতে হয়।

দশ জায়গায় লগ্নী করা থাকে। তাদের কাছে যাইবা মাত্র না পেলে ব্যাঙ্ক ও চাইবা মাত্র সব টাকা দিতে পারে না। আর আমাদের দেশের ব্যাঙ্কিং মানে Land Mortgage Banking,যেখানে সম্পত্তি আবদ্ধ রেখে টাকা দেওয়া হয়, সেখানে তৎক্ষণাৎ চাইবা মাত্র টাকা ফেরত না পাওয়া গেলে,আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে,সেই টাকা আদায় কর্ত্তে যে বেগ পেতে হয়,সেটার কথা ছেড়ে দিলেও টাকা ত সহজে আদায় হবে না। মর্টগেজীকে অপেক্ষা করতেই হবে ; এজন্য প্রকৃত Banking Business যে ব্যাঙ্কে হয় সেখানে সম্পত্তির মাতব্বরিতে অর্থাৎ সিকিউরিটিতে টাকা ধার দেয় না। কারবারী লোককে ধার দেয়। কারবারী লোকেরা হুণ্ডীতে টাকা পায়। সেই হুণ্ডী নির্দ্দিষ্ট দিনে তারা শোধ করে ভাল ভাল কারবারী লোকের হুণ্ডী ইচ্ছা করলে যেখানে সেখানে ভাঙ্গিয়ে যৎ-তৎক্ষণাৎ টাকা পাওয়া যায়। এছাড়া কোম্পানীর কাগজ, ডিবেঞ্চার, ভাল Joint Stock কোম্পানীর Share বন্ধক রাখলেও সেইরূপ সুবিধা আছে।

এখন আমাদের বাঙালীর ব্যবসাই নাই, আমরা কারবারী লোকের হুণ্ডীই বা পাই কোথা থেকে? অথচ এক প্রদীপ তেল থাকতে দীপ নির্ব্বান হওয়া যেমন, তেমনি কোন ব্যাঙ্ক খুব ভাল সম্পত্তির মাতব্বরীতে টাকা ধার দিয়েছে, কিন্তু যদি সে তার দেনা চাইবামাত্র না দিতে পারে সেও, তৎক্ষণাৎ মৃত বলে বিবেচিত হবে, যদিও তার প্রাণ যথেষ্ট আছে। একে বলে গলা টিপে মারা।

মফঃস্বলের অনেক ব্যাঙ্কের এখন এইরূপ একটা আশঙ্কা হয়েছে। হতে পারে অতদূর ব্যাপার গড়াবে না, কিন্তু এ আশঙ্কা দূর করিতে এবং এ অবস্থা থেকে তাদের বাঁচাতে গেলে সমস্ত বাঙালী ব্যাঙ্ককে একযোট হয়ে উঠতে হবে, তাদের চেষ্টা করতে হবে কিসে একে অপরের দুর্দ্দিনে সাহায্য কর্ত্তে পারে। এজন্য তাদের সকলকে 'Unity is Strength' এই নীতি অনুসরণ করে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। এই সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াকে federation

বলে। এইরূপে একটা সঙ্ঘ গঠন ক'রে পরস্পর পরস্পরের ভিতরকার অবস্থা আলোচনা দ্বারা বা অন্য প্রকার ভাবের আদান প্রদান ও সর্ব্বশেষে অর্থের আদান প্রদান করে দরকারের সময় একে অপরকে সাহায্য ক'রতে পারেন। এই জন্য সকলের সমবেত চেষ্টায় একটা Federal Bank গঠন করা উচিত। এই ব্যাপার কার্য্যে পরিণত করতে হ'লে এই Federationএ সকলে যাতে যোগদান করে সেই জন্য Federation এর উদ্দেশ্য তাদের সকলকে বুঝিয়ে দিতে হবে। "ইহার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হলে সুফল প্রদান করবে"এটা বুঝলে সকলেই Federationএ যোগ দিবে অর্থাৎ সঙ্ঘের সভ্য হবে। এবং Federation এর কায চালাবার জন্যে সামান্য চাঁদাও দিবে। ঐ চাঁদার পরিমাণ এমন হওয়ার দরকার, যা কারুর গায়ে না লাগে। প্রত্যেক ব্যাঙ্ক বা লোন কোম্পানী মাসীক ২৲ দুই টাকা চাঁদা দিলে ৫০০ কোম্পানীর নিকট ১০০০৲ এক হাজার টাকা মাসিক পাওয়া সম্ভব হতে পারে। ব্যাঙ্কবিশেষের অবস্থানুযায়ী এইচাঁদার পরিমাণ কম বেশী হওয়া উচিৎ কিনা অবশ্য সেটা বিচার্য্য। ঐ টাকায় এখন Federationএর কার্য্য চলবে, তা হ'লে সহজেই মস্ত একটা কার্য্য সিদ্ধি হবার উপায় হবে। এই কথাই Federal Bankএর meetingএ অর্থাৎ প্রাথমিক অধিবেশনে আমি বলেছিলাম। এইটাই আগে করা দরকার,আর এই উদ্দেশ্য নিয়েই Federation এর meeting হয়, কিন্তু তখন সে কথাটা বাদ দিয়ে Federal Bank না হলে Federation এর দরকার নেই এই ভাবে সভাপতি প্রত্যুত্তরে বলিলে আরও জন কয়েক এই ভাবের কথার উপর জোর দিতে লাগলেন। আমি তখন তাঁদের দেখিয়ে দিলাম, যে উদ্দেশ্য সেই সভা আহ্বান করা হয়েছে তদুপলক্ষে প্রস্তাবিত বিষয় সূচী পাঠ করে তাঁরা দেখবেন Federal Bank এর কোন কথাই তার ভিতর নেই।

ঐ সভায় "সংঘ" হওয়াটা মুখ্য উদ্দেশ্য হবে স্থির না করার দরুণ উহার সভ্যগণকে যে কি পরিমাণে চাঁদা দিতে হইবে সে সম্বন্ধেও কিছু স্থির সিদ্ধান্ত হল না। তার পরিবর্ত্তে ঐরূপ অনুষ্ঠানের চেষ্টার জন্য এককালীন চাঁদা যে যেমন ইচ্ছা দিবেন এই মর্ম্মে সমুদয় লোন কোম্পানীকে এক অনুরোধপত্র পাঠাইলেন। ভাবটা এখনও তাঁরা কি চান সেটা সিদ্ধান্ত হয় নি, অর্থাৎ যদি টাকা কড়ি আসে তবে অগ্রসর হওয়া যাবে। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অগ্রে Federation start করে, নিয়মকানুন গঠন করে সভ্যদের কি পরিমাণ চাঁদা দিতে হবে, স্থির করে সকলকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত হতে যদি আহ্বান করতেন তা হলে কাজটা অনেক এগিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু তখন অনেকে বোধ হয় ভাবলেন যে বর্ত্তমান মিটিংএ Federal Bank সম্বন্ধে আলোচনা না হলে উহা কাজে পরিণত হওয়াটা হয়ত ফস্‌কে যাবে। অতএব এ সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

(বারান্তরে সমাপ্য)

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র বসু।

— — —

চিত্রে বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান-যুগ পরিবর্ত্তনের যুগ।

জগৎ জুড়িয়া এই পরিবর্ত্তনের স্রোত চলিয়াছে; এই স্রোতের বেগে যাহা প্রাচীন ও জরাজীর্ণ তাহা ভাঙ্গিয়া খসিয়া পড়িতেছে এবং তাহার স্থানে নবীন জন্ম গ্রহণ করিতেছে। এই নবীনের অভিযান প্রাচ্যদেশেও দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করিতেছে এবং আমাদের ন্যায় রক্ষণশীল দেশেও চারিদিকে আমরা এই নবীনের প্রভাব দেখিতে পাইতেছি।

আগে মানুষ গোযানে করিয়া ২।৩ দিনে ৭০।৮০ মাইল যাইতে ক্লেশ বোধ করিত না, কিন্তু এখন সে দূরত্বটুকু ট্রেনে যাইতেও লোকে কষ্ট বোধ করে; প্যাসেঞ্জার ট্রেণে না গিয়া মেল অথবা Express এ যাইবার জন্য সকলের মধ্যে হুড়াহুড়ি লাগিয়া যায়। পক্ষান্তরে বিমান পথের যেরূপ দ্রুত বিস্তৃতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে বোম্বাই অথবা পাঞ্জাব মেলের গতি লোকের নিকট গোযানের মতই ধীর ও মন্থর গতি বিশিষ্ট বলিয়া মনে হইবে এবং বিমান পথে ঘণ্টায় ১৫০।২০০ মাইল বেগে চলিবার জন্য লোক ব্যস্ত হইয়া উঠিবে।

যে সকল নদ নদীতে লোক নৌকায় যাতায়াত করিত সেখানে আজ ষ্টীমার, ষ্টীমলঞ্চ, এবং মোটর বোট ছুটাছুটি করিতেছে; আগে যে সকল পল্লীগ্রামে লোকে পায়দল অথবা গোযানে যাতায়াত করিত সেখানে আজ মোটর বাস্ এবং মোটর লরী প্রবেশ করিয়া গোযানের অন্ন মারিয়া দিতেছে। বড় বড় সহরে ডাইং ক্লিনিং (Dying and Cleaning Co.) ও পরামানিকের দোকান খোলা হওয়ায় ধোপা ও নাপিতের অন্ন মারা যাইতে বসিয়াছে। তাহারা যদি হাল ফ্যাসানে তাহাদের জাত ব্যবসাটা একটু ভোল্ বদলাইয়া "ঢালিয়া না সাজে" তবে তাহাদিগকেও এই নূতন সংগ্রামে পটল তুলিতেই হইবে।

প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা এই যে একটু ভূমিকা করিলাম। ইহা শুধু এই কথাটা দেখাইবার জন্য যে, বর্ত্তমান যুগে প্রাচীনকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া থাকিলে মৃত্যু অনিবার্য্য; কারণ, যাহাকে আঁকড়াই থাকিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিবে, সেই প্রাচীনই নবীনের সংঘর্ষে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়িতেছে। জীবনের যে দিকে দেখিবে সেই দিকেই এই প্রাচীনের ক্ষয় ও নবীনের জয় যাত্রা দেখিতে পাইবে।

এইবার বিজ্ঞাপনের বিষয় আলোচনা করা যাক।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রাণই হইতেছে বিজ্ঞাপণ। বিজ্ঞাপণ কথাটার সরল ব্যাখ্যা হইতেছে প্রচার বা Publicity. একতাল সোণা অথবা হীরক খণ্ড মাটীর নীচে পুঁতিয়া

জবাকুসুমের বিজ্ঞাপন
Jabakusum is sheer "comfort in summer time!
Use it daily in your bath and toilet—
Jabakusum is sold by all progressive dealers or C. K. Sen & Co., Ld., 29, Kolutola, Calcutta.
আকুল হইয়া শিশিবতেলের মধ্যেই স্নানের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতেছেন।
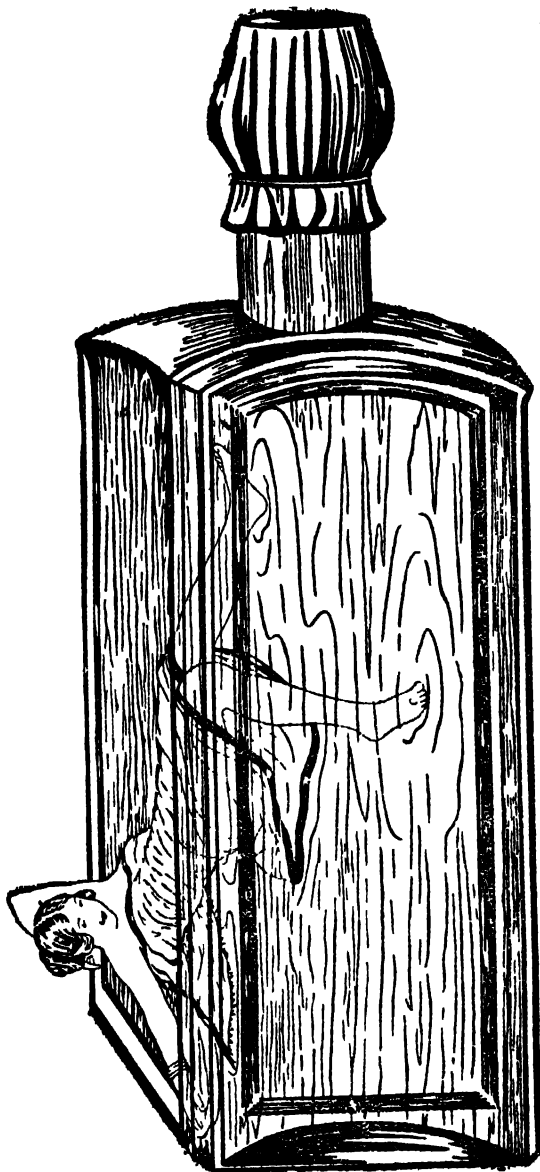
রাখাও যা, ভাল ভাল পণ্যদ্রব্যে দোকান ভরিয়া রাখিয়া জনসমাজে তাহা প্রচারের ব্যবস্থা না করাও ঠিক সেইরূপ। যে ব্যবসায়ী তাঁহার পণ্য দ্রব্য জগতে এবং জনসমাজে—প্রচারের সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তিনিই দেখিতে দেখিতে লক্ষপতি হইয়া উঠেন, আর যিনি প্রচার বন্ধ করিয়া মাল কাটাইবার আশা করেন, তাঁহার আশা পা দুখান কাটিয়া ফেলিয়া Race এ দৌড়িয়া প্রথম হইবার আশা করার ন্যায় বাতুলের কল্পনা মাত্র। আজ আর লোককে একথা বুঝাইয়া বলার দরকার করে না যে Publicity বা বিজ্ঞাপন ছাড়া ব্যবসায়ের বিস্তৃতি লাভ অসম্ভব।

এই Publicity বা প্রচার করার যতরকম পন্থা আছে তাহার মধ্যে মোটামুটি পন্থাগুলি এই :--

১। ক্যানভাসার বা এজেন্ট রাখিয়া নানা স্থানে পাঠাইয়া দিয়া মুখে মুখে প্রচার। কিন্তু ইহা বহু সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ এবং বিশ্বাসী ক্যানভাসার না পাইলে অর্থব্যয় হইবে সত্য কিন্তু কাজ হওয়া কঠিন।

২। সমুদয় ব্যবসায় কেন্দ্রে দোকানীদের ঘরেং মালের নমুনা ও ষ্টক রাখিয়া দেওয়া। ইহার অসুবিধা এই যে সকল মোকামে ষ্টক রাখিয়া দিতে গেলে বহুমাল ও মূল ধনের প্রয়োজন। এবং দোকানীদের নানা জিনিষের মধ্যে এইসকল জিনিষ চাপা পড়িয়া যায়, সুতরাং প্রচার করার আশা কম থাকে। কেবল খদ্দের যখন এই সব জিনিষের নাম করিয়া চাহিতে থাকে তখনই দোকানী জিনিষ দেয় এবং তাহার প্রচার সুরু হয়।

এই যে জনসাধারণের মধ্যে একটা চাহিদার সৃষ্টি করা ইহাই প্রচারের প্রাণ। দেশ শুদ্ধ লোক প্রয়োজনের জন্যই হউক আর কৌতুহল অথবা ঔৎসুক্যের বশেই হউক যখন কোনও একটা জিনিষ সর্ব্বত্র দোকানদারদের নিকট চাহিতে থাকে তখন দোকানদারকে বাধ্য হইয়া সেই জিনিষ মহাজনের ঘর হইতে আনিয়া ষ্টক করিতে হয় নচেৎ খরিদ্দার অন্য দোকানীর ঘরে চলিয়া যায়। বিজ্ঞাপনের দ্বারা দেশের মধ্যে এইরূপে একটা চাহিদার (demand) সৃষ্টি করাই প্রচারের মূল লক্ষ্য, এই লক্ষ্য যিনি যে পরিমাণে হাসিল করিতে পারিবেন, তাঁহার মাল দেশে সেই পরিমাণে কাটিবে এবং তখন মহাজন বা Manufacturer কে দোকানে দোকানে ধন্না দিয়া মাথা কুটীতে হইবে না। দোকানীরা তখন Manufacturer এর দরজায় নগদ টাকা পৌঁছাইয়া দিয়া মাল পাইবার জন্য ধন্না দিবে। এইরূপ প্রচারের উপর যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত তাহার একদিকে যেমন কদর আছে অপরদিকে তেমনি অর্থও আছে

৩। এইজন্য বহু প্রাচীন কাল হইতে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার প্রথা চলিত আছে। অধুনাতন কালে থিয়েটার, সিনেমা প্রভৃতির চিত্রেও বিজ্ঞাপণ দেওয়া হয় বটে কিন্তু খবরের কাগজ ও মাসিকে বিজ্ঞাপণ দিলে দেশের সর্ব্বত্র বহুলোকের মধ্যে যেমন সহজে ও অল্প সময়ে বিজ্ঞাপনটা ছড়াইয়া পড়ে এমন আর কোন উপায়ে হয় না। এইজন্য সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে News Paper Advertisement বা সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া একটা চির প্রচলিত প্রথা বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

চিঠির মধ্যে "জবাকুসুম" ও "ভুলোনা" এই দুইটী কথা
magnifying glass দ্বারা magnify করিয়া
দেখান হইয়াছে।

কিন্তু এই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যাপারও আর সেকেলে মামুলী ধরণের নাই। যাঁহারা সেকেলে মামুলী ধরণে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন, তাঁহাদের পয়সা ব্যয় হয় সত্য, কিন্তু কাজ হয় কি না সন্দেহ। সেই জন্য প্রায়ই অনেক বিজ্ঞাপন দাতার মুখে শুনিতে পাই—

"আর মশায়! বিজ্ঞাপনের কথা আর বল্‌বেন না; এই এবার পূজোয় কত টাকা বিজ্ঞাপনের বাবদ ব্যয় ক'রলাম, কিন্তু একটা enquiry ও পেলাম না।"

কথাটা আদৌ অসত্য নহে। এই সকল বিজ্ঞাপন দাতা পয়সা খরচ করেন বটে কিন্তু বুদ্ধি খরচ করেন কিনা সন্দেহ। কথাটা আর একভাবেও বলা চলে। সেটা বলিলে আশা করি বিজ্ঞাপন দাতাগণ চটিবেন না। সেটা এই যে, তাঁহাদের পয়সা আছে এবং সেই জন্য তাহা খরচ করিতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধি নাই, সুতরাং তাহা আর খরচ করিবেন কেমন করিয়া?—

আশাকরি এই টুকু পড়িয়াই বিজ্ঞাপন দাতাগণ আমার উপর চটিয়া লাল হইয়া যাইবেন না। আজকালকার বিজ্ঞাপন শুধু একটা Science নহে, ইহা একটা বিরাট আর্ট বিশেষ। ইহার পশ্চাতে মানুষের মনস্তত্ব, সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যপিপাসার যে বিপুল অনুভূতি রহিয়াছে তাহার সহিত— বিজ্ঞাপনস্রষ্টা এবং রচয়িতার (Artist) সম্যক পরিচয় থাকা চাই।

যেহেতু আমি কলকারখানা ভাল বুঝি, ব্যবসা বাণিজ্যে খুব নামডাক ও প্রতিপত্তি আছে, দুইহাজার টাকায় একটা লাট কিনিয়া তাহা হইতে তিন হাজার টাকা কেমন করিয়া [illegible] করিতে হয় তাহার সন্ধান জানি, অতএব বিজ্ঞাপনের ভাব, ভাষা ও Drawing সম্বন্ধেও আমি পণ্ডিত, এ ধারণা যতদিন লোকের মন হইতে না যাইবে ততদিন এই শ্রেণীর বিজ্ঞাপন দাতাদিগের নাকিকান্নার কখনও নিবৃত্তি হইবে না। তাঁহারা চিরদিনই অনুযোগ করিবেন যে বিজ্ঞাপন দিলে কোনও ফল হয় না। অথচ বিজ্ঞাপন না দিয়াও মাল কাটাইবার যে কোনও সহজ পথ আছে তাহাও ইঁহারা বলিতে পারেন না এবং স্বীকারও করেন না। মাল যদি কাটাইতে হয় তবে বিজ্ঞাপন দিতেই হইবে ইহা এখন ব্যবসায়ী দিগের মধ্যে স্বতঃ স্বীকার্য্য সত্য। কেবল যেদিন এই সকল ব্যবসায়ী বুঝিতে পারিবেন যে ব্যবসায় বুদ্ধি থাকিলেই বিজ্ঞাপন রচনা করা যায় না কিম্বা আর্টিষ্ট হওয়াও যায় না, সেই দিন হইতে তাঁহাদের ফোঁপানির অবসান হইবে এবং বিজ্ঞাপনও ডাকিয়া কথা বলিবে।

প্রবন্ধের ভূমিকাতে বলিয়াছিলাম যে প্রাচীনের যুগ গিয়াছে; এখন আর মামুলী ধরণের কোনও জিনিষের "চল" নাই। প্রাচীন জড়ভরত-জাতীয় সব জিনিষই আজ নূতনের যুগে "অচল" হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞাপনের বেলায় এই সত্যটা যেমন ভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায় এমন আর কিছুতেই পারা যায় না।

পূর্ব্বে কোনও জিনিষের বিজ্ঞাপন দিতে গেলে বিজ্ঞাপন দাতা তাহার জন্মদিন যে হইতে সুরু করিয়া তাকাইয়া নামিতে গুণপণা বিজ্ঞাপনের মধ্যে নামিতে হইবে যাহা সে সকল বিজ্ঞাপন ৺

হইয়া পড়িত। বর্ত্তমান যুগে—এইরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে গেলে এক এক বারের বিজ্ঞাপনেই এক এক ধামা টাকা খরচ হইয়া যাইবে এবং উপরন্তু বর্ত্তমান তাড়াতাড়ির যুগে, প্রবন্ধ-জাতীয় বিজ্ঞাপন পড়িবার সময় ধৈর্য্য ও অবসর কাহারও নাই। এখন যান বাহনের গতি যেমন ঘণ্টায় ৪০ ৪৫ মাইল হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহাতেও লোকের তৃপ্তি নাই, তেমনি সব বিষয়েই লোকের অবসর কমিয়া গিয়াছে বলিয়া অল্প সময়ের মধ্যে লোকে বিজ্ঞাপনের সব ব্যাপারটা পড়িয়া ও ত চায়। এই খানেই বিজ্ঞাপন স্রষ্টা পাগুন।

কাল পূর্ব্বেই এইরূপ স্রষ্টা য়াছিল তাই সে দেশে বহু বিজ্ঞাপন-স্রষ্টা ও আর্টিষ্টের উদ্ভব হইয়াছে। তাহাদের মাসিক আয়ের কথা শুনিলে আমাদের পীলে চমকাইয়া যায়। মাসে ৮১০ হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন এমন আর্টিষ্টের সংখ্যা আমেরিকায় হাজার হাজার।

যাক্ যে কথা বলিতে ছিলাম তাহাই বলি। আমাদের দেশেও সময় আসিয়াছে যখন এই আর্টিষ্টের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছ ; পা। প্রকাশ করার জন্য অবশ্য একশ্রেণী বিজ্ঞ আছে যাহা এখনও প্রবন্ধাকারে প্রকাশ চলে।

সেগুলি কয়েক শ্রেণীতে বিভাগ . যায়। প্রথম কবিরাজী ঔষধাবলী যা অধিকাংশই অশ্লীল রোগ সম্বন্ধী ধ্বজভঙ্গ উপদংশ, প্রমেহ, ক ।

মদনানন্দ মোদক জাতীয়, অথবা, হাপারী, ক্যাশী ও সালসা জাতীয়। যে সকল অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিত লোকের মধ্যে এই সকল ঔষধ প্রচার করা হয় তাহারা প্রবন্ধ পডিতেই ভালবাসে এবং প্রবন্ধ লিখিয়া সবিস্তারে বর্ণনা না করিলে তাহারা সকল ব্যাপার বুঝিতে পাবে না। সুতরাং এই জাতীয় খ’দ্দেরের মধ্যে “পাঞ্জীর বিজ্ঞাপন” চলে ভাল এবং এখানে এইরূপ বিজ্ঞাপণ ছাড়া আর্টের বিজ্ঞাপন বাহির করিলে বেনাবনে মুক্তা ছডানোব ন্যায় হইবে।

কিন্তু যে সকল জিনিষ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে চালাইতে হইবে, তাহার বিজ্ঞাপন“পাঞ্জীর বিজ্ঞাপন” রচনার মত হইলে লোকে তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না এবং সেরূপ প্রবন্ধ বাহির করিতে হইলে সংবাদ পত্রে যে পরিমাণ স্থানের প্রয়োজন তাহাব টাকা যোগাইতেও দেউলিয়া হইতে হইবে। এই সকল বিজ্ঞাপণেব প্রধান লক্ষ্য গুলি এই :—

১। অল্প জায়গাব মধ্যে বিজ্ঞাপনটীকে বসাইতে হইবে যাহাতে পয়সা কম লাগে অথচ বিজ্ঞাপনের ভাব ও ভাষার দ্বারা সব কথা গুলি বলা যায়।

২। লোকের বেশী কথা পড়ার সময় নাই সুতরাং বিজ্ঞাপন যেন একটা পুঁথি হইয়া না পডে।

৩। বিজ্ঞাপনেব ছবি এমন হইবে যে লোকের দৃষ্টি যেন জোর করিয়া আকর্ষণ করিতে পারে।

ইহা করিতে হইলে বিশেষ শিক্ষা ও সাধনার দরকার ইংরাজীতে যাহাকে Specialise করা বলে।

বিজ্ঞাপন আঁকা ও রচনার জন্য পাশ্চাত্য দেশে তাই কত বিদ্যালয় হইয়াছে যেখানে ছাত্রেরা এই সকল বিষয় শিক্ষা করিয়া [illegible] কার্য্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সুবিখ্যাত চা ব্যবসায়ী লিপ্‌টন কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে Brook bond কোম্পানী যখন চা এর ব্যবসায় প্রবৃত্ত হন, তখন বিজ্ঞাপনের ভিতর দিয়া দুইটী ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর আর্টিষ্ট যে যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন ভারতবর্ষের বিজ্ঞাপনের ইতিহাসে তাহা যেমন উপাদেয় এবং অপূর্ব্ব তেমনি অমর হইয়া গিয়াছে।

চায়ের ব্যবসায়ে Lipton এর নাম, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সর্ব্বজন বিদিত। চায়ের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া Lipton কোম্পানী কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। সেই ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে যখন Brooke bond কোম্পানী যথেষ্ট মূলধন লইয়া চায়ের ব্যবসায়ে নামিলেন তখন তাঁহারা একটা Vacum Tin এর গুণ বর্ণনার দ্বারা এই যুদ্ধে আসর গ্রহণ করিলেন।

Vacum Tin জিনিষটা অতি সামান্য এবং তাহার process বা ক্রিয়া-পদ্ধতিও একটুও নূতন নহে। তাহার বহুপূর্ব্বে অনেক জ্যাম জেলী ও চাটনীর বোতল এই পদ্ধতিতে আটকান অবস্থায় বাজারে বিক্রয় হইতেছিল। কিন্তু Lipton এর চা সাধারণ টীনের কৌটায় ঢাকনী আঁটা অবস্থায় বিক্রয় হইত, সুতরাং গৃহস্থ ঘরে চা তৈরীর জন্য এই টীন বার বার খোলার সময় ঠাণ্ডা লাগিয়া চা নষ্ট হইবার একটা সম্ভাবনা থাকিয়া যাইত।

Brooke bond কোম্পানী দেখিলেন যে বাজারে Liptonএর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নামিতে গেলে এমন একটা কথা নিয়া নামিতে হইবে যাহা
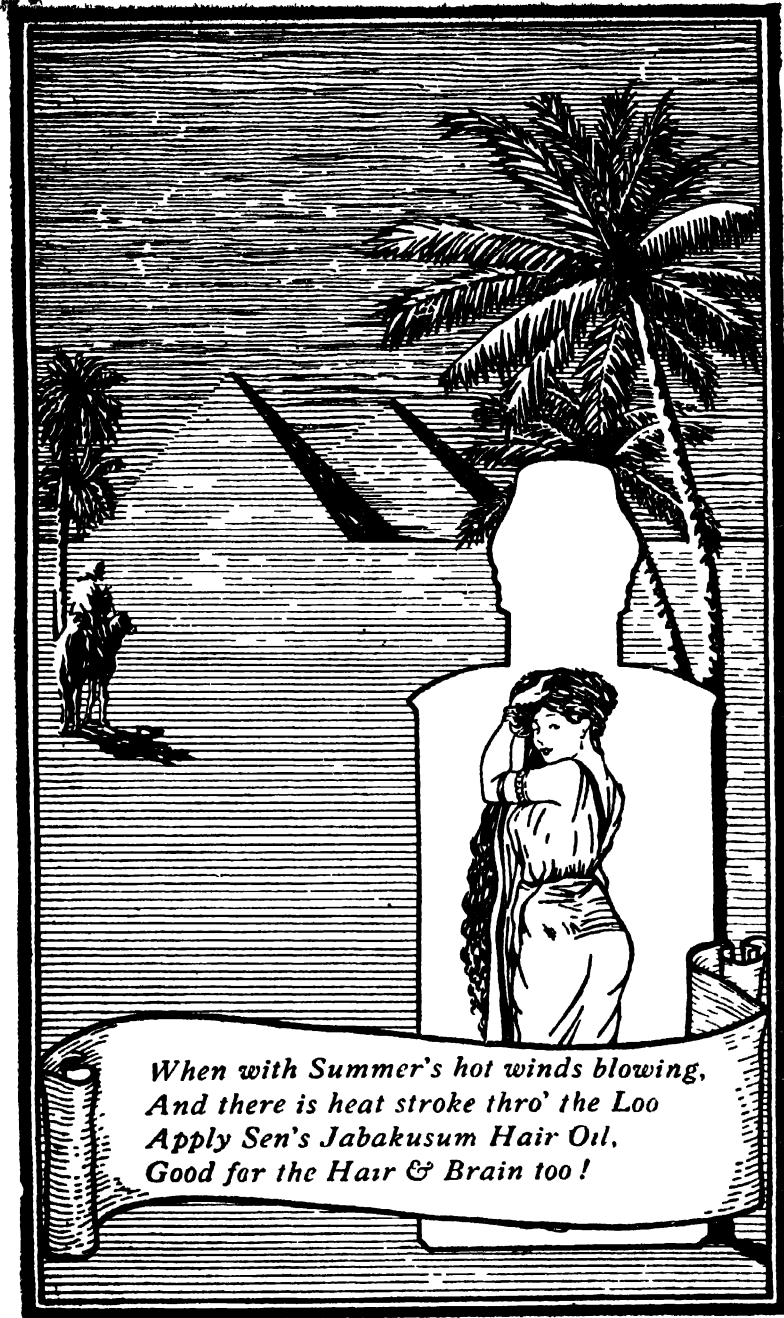
সাহারার উত্তপ্ত "লু"র মত গ্রীষ্মের দিন গুলি যখন গরম আগুণ হইয়া ওঠে তখন জবা কুসুমের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে শরীর ঠাণ্ডা ও স্নিগ্ধ হয়।

সকল লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "আমাদের চা আছে," "আমরাও চা বেচিগো।"—এইরূপ মামুলী কথা নিয়া আসর গরম করা যাইবে না। তা যদি যাইত তবে Gupta's tea, Clive tea, Boses tea ইত্যাদি নানা brand ও লেবেল মারা চা, যাহা Brooke Bond এর অনেক আগে বাজারে আসিয়াছিল, তাহারা বাজার দখল করিয়া বসিতে পারিত।

Brooke Bondএর সাফল্যের মূল তথ্য দুইটী। প্রথম তথ্য এই যে ইঁহারা কূট ব্যবসায়-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া চায়ের আধার টীনের কৌটাটী সম্বন্ধে এমন একটা বৈজ্ঞানিক ধাপ্পা (Scientific Bluff) মাথায় করিয়া বাজারে বাহির হইলেন যাহা দেখিয়া, শুনিয়া ও পড়িয়া দেশ শুদ্ধ লোক ভাবিল যে তাইত হে! ইহাদের কথায়ত সত্য আছে—

তারপর দ্বিতীয় তথ্যটী এই যে এই Bluff বা ধাপ্পাটী—সুদক্ষ আর্টিষ্টের দ্বারা ভাষা, ভাব ও ছবির মধ্য দিয়া জগতের লোকের মনের উপর এমন একটা ছাপ মারিয়া দিল যে অসম্ভব সম্ভব হইল এবং দেখিতে দেখিতে অচিরকালের মধ্যেই সমগ্র—ভারতবর্ষ কেন, এসিয়া মহাদেশের মধ্যে Brooke Bondএর নাম বিদ্যুৎগতিতে ছড়াইয়া পড়িল। সেই হইতে ভারতের বাজারে লিপ্‌টনের যে একছত্র আধিপত্য ছিল তাহা খসিয়া পড়িল এবং Brooke Bond আজ লিপ্‌টনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ভারতের বাজারে টাকা লুটিয়া লইতেছে।

ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায়—যে একটা ব্রাহ্মস্পর্শের যোগে এই অসাধ্য সাধন হইয়াছে। ধনীর মূলধন, ব্যবসায়ীর ব্যবসা-বুদ্ধি—যাহাতে এই Vacum Tin এর ধাপ্পা বাহির হইয়াছিল এবং সর্ব্বোপরি সুদক্ষ আর্টিষ্টের সহযোগ, এই তিনের সম্মিলনকে ঐতিহাসিক হিসাবে Tripple alliance বলা যায় এবং এই সহযোগের ফলে আর্থিক হিসাবে এই তিন জনের ভাগ্যেই Tripple Crown মিলিয়াছিল।

এই বিজ্ঞাপন যুদ্ধে লিপটন ও ব্রুকবণ্ডের পক্ষে যে দুইজন অসাধারণ আর্টিষ্ট তুলিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিজ্ঞাপন জগতে তাঁহারা অসীম প্রতিপত্তি

শুধু টাইপে সাজিয়ে কেমন চিত্তাকর্ষক ক'রে বিজ্ঞাপন সাজানো
হ'য়েছে তা'র পরিচয়।

[illegible] করিয়াছেন। [illegible]

শিল্পী ক্রুকবণ্ডের শিল্পীকে যখন কোনও মতে পরাস্ত করিতে পারিলেন না, তখন রণে ভঙ্গ দিয়া তিনি যে শেষ বিজ্ঞাপন দিলেন ভদ্র এবং মার্জ্জিত রসিকতার হিসাবে তাহার মূল্য যে কত উচ্চ তাহা অনেকের প্রাণে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। লিপ্‌টনের শিল্পী এই বলিয়া রণে ক্ষান্ত দিয়া বিদায় নিলেন যে -

It is the Tea that we adveitise--
NOT THE TIN.

এতক্ষণ বৈদেশিক শিল্পীদের গুণগান করিলাম। এবার আমাদের দেশের বিখ্যাত ব্যবসায়ীগণ—এইরূপ শিল্পীর নিয়োগ দ্বারা বর্ত্তমান দেশকালের উপযোগী—যে সকল বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে সুরু করিয়াছেন আজ তাহার কিছু পরিচয় দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

জবাকুসুম আবিষ্কারক সুবিখ্যাত কবিরাজ সি, কে, সেনের নাম না জানেন এরূপ লোক বাংলাদেশে নাই। তদানীন্তন কালের চিকিৎসকাগ্রগণ্য চন্দ্র কিশোর সেনের পরলোক গমনের পর তাঁহার পুত্র কবিরাজ দেবেন্দ্র নাথ ও উপেন্দ্র নাথ সেন পিতার নাম, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বজায় রাখিয়া তাঁহাদের ব্যবসায় আরও বিস্তৃত করিয়া রাখিয়া যান। বর্ত্তমানে তাঁহাদের সন্তানগণ পিতৃ পিতামহ প্রতিষ্ঠিত এই ব্যবসায়কে আরও বিস্তৃত ভাবে বাড়াইবার জন্য নানারূপ অভিনব আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে তাঁহারা চিত্রের দ্বারা যেরূপ ভাবে বিজ্ঞাপন প্রচারের অনুধাবন যোগ্য বলিয়া আমরা তাঁহাদের প্রচারিত কয়েকটী বিজ্ঞাপনের প্রতিকৃতি এখানে প্রকাশ করিলাম। আগামী সংখ্যায় আরও কতকগুলি চিত্র প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। ৺নগেন্দ্র নাথ সেন প্রচারিত কেশরঞ্জন, শর্ম্মা ব্যানার্জ্জী কোম্পানীর এসেন্সাদিও এইরূপ চিত্র সাহায্যে বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রচেষ্টা। আমরা আনন্দের সহিত তাঁহাদিগের এই নূতন আয়োজন দেশের বিজ্ঞাপন দাতাদিগের নিকটে উপস্থিত করিলাম এবং ভবিষ্যতে করিব।

এই প্রসঙ্গে যিনি এই সকল চিত্র এবং বিজ্ঞাপন রচনা করিয়াছেন তাঁহার নাম ও পরিচয় প্রদান করা উচিত মনে করি। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত অমিতাভ চক্রবর্ত্তী; বিজ্ঞাপনে সংক্ষিপ্ত Adit বলিয়া উল্লেখ থাকে। ইনি যখন বালক তখন লক্ষ্ণৌয়ে ইঁহার সহিত আমাদের আলাপ হয়। তখন মনেও করি নাই যে ইঁহার মধ্যে একজন শিল্পী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বালক অমিতাভ এখন যৌবনে এরূপ একটী বিখ্যাত ব্যবসায়ী ফার্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার শিল্প নৈপুণ্য ও প্রতিভা বিকাশের দ্বারা বিজ্ঞাপন জগতে সুনাম অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি; সর্ব্বাপেক্ষা গভীর আনন্দের বিষয় এই যে, একজন বাঙ্গালীর শিক্ষাও শক্তি এই নূতন পথে ধাবিত হইয়া জয়যুক্ত হইয়াছে।

[illegible]	২৬৲	মণ
কালজীরা	১৬।॰	„
কর্পূর টিমা	৪।॰	সের
কর্পূর স'ন্কী	৪৲	„
ক্যাশভা দানা	১০।॰	মণ
ক্যাশভা ফ্লাওয়ার	৮।॰	„
কুড় আসল	৯৷৵॰	সের
কলম্বা	৮৲	মণ
কট্কী	২৮৲ × ৩২৲	„
ক্যাজিপটী ১নং	১১৲	ডজন
ক্যাজিপটী ২নং	৮৲	„
কড়া হিঙ্গুল	৯৲	সের
খদির গুটী ১নং	২০৷।॰	মণ
খদির ২নং	১৯৷।॰	„
১নং রেঃ খদির	২২৲ × ২৫৲	„
২নং রেঃ খদির	২০৲ × ২১৲	„
গুগ্গুল	২০৲	„
গঁদ আরবি ১নং	৩২৲	„
ঐ ২নং	২৪৲	
গালা ১নং পিওর	৩৲	সের
চলন গালা	৭৫৲	মণ
চন্দন সাদা	৭৬৲	„
চন্দন লাল	৮৲	„
চা পাতা ১নং	৭৫৲	„
চা পাতা ২নং	৫০৲	„
জীরা ১নং নুতন	৩৲	মণ
জীরা ২নং „	২৭৲	„
জায়ফল	৩৬৲	„
জৈত্রী ১নং	৫৷।॰	সের
জোয়ান ১নং	৮৷।॰	মণ
জাফরাণ	৩০৲	সের
তাল মাখনা	৯৬৲	মণ

তাল মিছরী	১০৲	মণ
তারপিণ ইস্প্রীট	১১৲	ডজন
দারুচিনী	১৬৷।॰	মণ
দেবদারু চুড়া	৭৲	„
দেবদারু কাষ্ঠ	১৭৷।॰	„
দানাবার্লী	১৬৲	„
ধনে সুঃ	১৮৲	„
ধনের চাউল ১নং	২৮৷৵॰	„
ধনের চাউল ২নং	২৫৷৵॰	„
ধুনা রেঙ্গুন	১৪৷।॰	„
ঐ বোম্বাই	৭৷।॰	„
নিশাদল বিঃ	২৪৲	„
পিপুল	২।৶॰	সের
ফট্‌কিরি	৬৷।॰	মণ
বড় এলাচ ১নং	৫৪৲	„
বিহিদানা	৩৷।৶॰	সের
বিঃ বার্লী	১০৲৴॰	ডজন
(মরিচ রাঃ)	৭৯।॰	মণ
মরিচ (আলজী)	৭৫৲	„
মুশব্বর	২৮৲	„
মাজুফল	৫০৲	„
মিছরি কুন্দা ১নং	১১৷৵॰	„
মৌরি সরেশ	১৬৷।॰	„
মৌরি মাঃ	১৩৷।॰	„
মেথী	৬৷৵॰	„
রসাঞ্জন	২০৲	মণ
রসকর্পূর	১৩৲	সের
রূপীমস্তকী ২নং	২৫৲	মণ
ঐ ১নং	৪৲	সের
রিটে	৭৷।॰	মণ
রাঃ এলাচ	৬।॰	সের
লবঙ্গ জং	৪২৲	মণ
লঙ্কা পাটনাই	১২।॰	„

শুপারি গোটা দেশী	১৪৲	„
শুপারি কাটা সিঙ্গাপুর	১৪৲	„
শুপারি কাটা পিনাং	১৪৷।॰	„
সরিষা	৮৷।॰	„
ত্রিখুর	১৬৲	„
শুট	১৯৲	„
সোণাপাতা	৮৲	„
সাঃ জীরা	২৪৲	„
„ ১নং	৮৪৲	„
সাঃ মরিচ	৩৷৵॰	সের
হরিদ্রা দেশী	১০।॰	„
হরিদ্রা রং	৯৲	„
হরীতকী বড়	৪৲	„
হরীতকী ছোট	৬৲	মণ
হিং মুলতান ১নং	৭৲	সের
হেংড়া	৪৪৲	মণ
হিরাকশী	৩৷।॰	„
দোণা	১৬৲	„
নিশাদল বাটী	৫৬৲	„
পলাশ পাপড়া	১২৲	„
সালম্ মিছরী ১নং	৬৲	সের
সালম্ মিছরী ২নং	৷৵॰	„
তালিশ পত্র	৯৷।॰	মণ
পচাপাতা	৩৪৲	„
বিড়ঙ্গ	৮৲	মণ
বিট লবণ	১০৲	„
একাঙ্গীন	২৮৲	„
ঘোড়বচ	১৩৲	„
তাম্বুল দানা	১১৲	„
বাচকী দানা	৬৲	„
লাল বচ	১৮৲	„

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র পাল ।

নিম্নের ঠিকানায় চিঠি লিখিলে অনেক সংবাদ পাওয়া যায় :—

(১) Director-General of Commercial Intelligence,
1, Council House Street, Calcutta.

(২) H. M. Trade Commissioner in India, Post Box 683, Calcutta.

নিম্নের ডিরেক্টরীতে ব্যবসা সংক্রান্ত অনেক খবর জানা যায় :—

(১) Thaker's Calcutta Directory, (২) Thaker's Indian Directory.

(৩) Thacker's Bombay Directory—Thacker Spink & Co., Post Box 54, Cal.

(২) Indian Mercantile Directory—Laxminarayan Dassabhai & Bros.
Rajkot, Kathiawar,

(৩) Business Directory of India, Burma & Cylon—Kanara Press, Madras.

(৪) Ferguson's Ceylon Directory—Ceylon Observer Ld., Colombo.

(৫) Kelley's Directory (World Manufacturers)—182—184, High Holborn,
Londou, W. C.

(৬) London Directory—25 Abchurch Lane, London, E. C. 4.

(৭) Singapore & Straits Directory—Robinson & Co, Singaporo.

বিদেশের ব্যবসা সম্বন্ধে কোন কিছু জানিতে হইলে কন্সাল জেনারেলকে চিঠি লিখিতে হয় :—

(১) Consul General for France Wede House Road, Colaba Bombay.

(২) Consul General for Germany – 2, Store Road, Ballygange, Calcutta.

(৩) Consul General for Japan—7, London Street, Calcutta.

(৪) Consul General for Russia 10, Esplanade Mansion, Calcutta.

(৫) Consul General for Sweden 21, Burdwan Road, Alipore, Calcutta.

(৬) Secretary, Indo-Japanese Commercial Museum, 135, Canning Street, Cal.

(৭) Consul General for Italy 23, Harrington Mansion, Calcutta.

(৮) Trade Commissioner for America—Grosvenor House,
21, Old Court House Street, Calcutta.

(৯) Consul General for Belgium—C4, Clive Buildings, Calcutta.

ব্যবসা সম্বন্ধীয় পত্রিকা

(১) ব্যবসা ও বাণিজ্য—৯।৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(২) আর্থিক উন্নতি - ১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৩) (ক) Industry (খ) Commercial India—22, Shambazar Bridge Road, Cal.

(৪) Commerce—6, Mission Row, Calcutta.

(৫) Commercial Gazette—5, Pollock Street, Calcutta.

(৬) গৃহস্থ-মঙ্গল— ৬নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

——o——

বাংলার ব্যবসা হস্তগত করিবার উপায়।

উদ্যোগ পর্ব্ব।

বাংলার শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে অধিকাংশই চাকরী, ওকালতি অথবা ডাক্তারী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের আশা করে। বৎসর বৎসর প্রায় ১৮ হাজার ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়; ইহাদের শতকরা ৯০ জন চাকরী পাইবার আশা করে। বাংলায় যত গুলি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় আছে ভারতের আর যে কোন প্রদেশে ততগুলি হাই-স্কুল নাই। বংলা দেশে বৎসরে যতগুলি ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয় ভারতবর্ষে যে কোন ২টী প্রদেশে ততগুলি ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয় না। ছাত্রেরা বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া চাকরীর জন্য লালায়িত হয়, কিন্তু সকলের ভাগ্যে চাকরী জুটে না। যাঁহারা স্বাধীন ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকে আবার চাকরীর মোহে পড়িয়া অধিকতর আয়ের কাজ ত্যাগ করিয়া চাকরীতে নিযুক্ত হন। লর্ড সিংহ সরকারী চাকরী লইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হন। আইন ব্যবসায়ে তাঁহার মাসে ৩০।৪০ হাজার টাকা আয় হইত, কিন্তু তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া প্রথমে বার্ষিক ৭২ হাজার টাকা, পরে ৬৪ হাজার, পরে ১৫হাজার টাকা বেতনে চাকরী গ্রহণ করেন, শেষে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বেতনে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের লাট হন; কিন্তু কোন পদেই তিনি অধিক দিন অথবা নির্দ্দিষ্ট কাল থাকিতে পারেন না। বিহারের লাটের কাজ ত্যাগ করিবার পর তিনি আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন নাই। মৃত্যু কালে তিনি বিলাতে প্রিভিকাউন্সিলের জজ ছিলেন। এই পদের বেতনও তাঁহার আইন ব্যবসায়ের আয়ের তুলনায় সামান্য। ১৯১৭ সাল হইতে তিনি আইন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছিলেন। যদি তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতেন তাহা হইলে এই ১১ বৎসরে তিনি অন্যূন ৪০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। চাকরী লইয়া তিনি ভারতের তেমন কিছুই মঙ্গল করিতে পারেন নাই, কিন্তু যদি তিনি মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতেন এবং সরকারী চাকরীতে যে বেতন পাইতেন তাহা লইয়া বাকী টাকা দেশের মঙ্গলের জন্য দান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের জেলা বীরভূমে চিরদিনের জন্য জলকষ্ট নিবারিত হইত এবং

দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইত। বীরভূম বাংলার অন্যতম ক্ষয়িষ্ণু জেলা। পরলোক গত স্যার আশুতোষ চৌধুরীও হাই-কোর্টের জজ হওয়ায় বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ বড়লাটের কার্য্য-করী সভায় সদস্য হওয়ায় তাঁহারও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বাংলার শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিরা এইরূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়া সরকারী চাকরী গ্রহণ করিলেও অন্যপ্রদেশে ভারতীয়েরা যে সব উচ্চ পদ পাইয়াছেন বাংলার কোন বাঙ্গালীকে সে পদ দেওয়া হয় নাই। অন্যান্য প্রদেশের কৃষি শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরের পদ ভারতীয়কে দেওয়া হইয়াছে কিন্তু বাংলা দেশে কোন বাঙ্গালী কি ভারতীয় এই পদ পান নাই। বিহারে জনৈক বাঙ্গালী শিল্পবিভাগের ডিরেক্টরের পদ পাইয়াছেন; স্যার অতুল চন্দ্র চট্টোপাধায় যুক্ত প্রদেশের চীফ সেক্রেটারীর পদ পাইয়াছিলেন, বর্ত্তমানে জগদীশ প্রসাদ চীফসেক্রেটারীর কাজ করিতেছেন; কিন্তু বাংলায় কোন বাঙ্গালী কি ভারতীয় সিভিলয়ান চীফ সেক্রেটারীর পদ পান নাই; স্যার সাদিলাল (ইনি মাড়োয়ারী) পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির স্থায়ীপদ পাইয়াছেন। বাংলার কোন বাঙ্গালী জজ স্থায়ীভাবে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ পান নাই। পরলোক গত ভূপেন্দ্র নাথ বসু ক্ষতি স্বীকার করিয়া বিলাতে ভারত সচীবের মন্ত্রণা সভার সদস্য এবং পরে বাংলারলাটের কার্য্যকরী সভার সদস্য হইয়াছিলেন। লর্ড সিংহ ও ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় মনস্বী বাংলার লাটের কার্য্যকরী সভায় সদস্য হইলেও রাজস্ব, বাণিজ্য, পুলিশ, নিয়োগ ও পলিটিক্যাল বিভাগের ভার পান নাই। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে লাটের কার্য্যকরী সভার দেশীয় সদস্যগণ এই সব বিভাগের ভার পাইয়াছেন। পরে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ লর্ড সিংহের (তখন স্যার) স্থানে কার্য্যকরী সভার সদস্য হন এবং তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইলে পর-লোক গত ভূপেন্দ্র নাথ বসু সদস্য নিযুক্ত হন; অসুস্থতার জন্য তিনি কার্য্যত্যাগ করিলে নদীয়ার মহারাজা সেই পদে নিযুক্ত হন; স্যার আবদুর রহিমের স্থানে নবাব নবাব-আলি চৌধুরী লাটের কার্য্যকরী সভার সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্যার ভূপেন্দ্র নাথ মিত্রের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকিলেও তিনি স্থায়ীভাবে রাজস্ব বিভাগের ভার পান নাই। লর্ড সিংহ এমন কতকগুলি পদ পাইয়াছিলেন যেগুলি তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী পান নাই। কিন্তু সে গুলির কোনটীতেই তিনি নির্দ্দিষ্ট কাল থাকিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মল্লিকও আর্থিক ক্ষতিস্বীকার করিয়া ভারতসচিবের মন্ত্রণা-সভার সদস্য হইয়াছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি শিল্প, পূর্ত্ত প্রভৃতি বিভাগগুলি মন্ত্রীদের হাতে থাকিলেও তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালীকে এই সকল বিভাগের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিতে পারেন নাই। বহু পূর্ব্বে ডাঃ প্রসন্ন কুমার রায় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু মন্ত্রীদের আমলে কোন বাঙ্গালী এইপদ পান নাই। কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের পদ ইংরাজ সিভিলিয়ানদের এক চেটিয়া ছিল; স্যার সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রী হইলে বাঙ্গালী সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র গুপ্তকে চেয়ার ম্যান নিযুক্ত করেন এবং তিনি ছুটী লইলে আলিপুরের উকিল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক এই পদে নিযুক্ত হন। মেডিক্যাল কলেজ ও ক্যাম্বেল স্কুলের অধ্যক্ষের এবং সার্জ্জেন জেনারেলের পদ এখনও ইংরাজের এক চেটিয়া হইয়া আছে।

মন্ত্রীরা এ পর্য্যন্ত কোনও বাঙ্গালীকে এই পদে নিযুক্ত করিতে পারেন নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পদটীও ইংরাজের একচেটিয়া। কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টে অনেকগুলি পদে ইংরাজ নিযুক্ত আছেন। এই সকল পদ ভারতীয়কে দিবার জন্ত ব্যবস্থা-পরিষদে আন্দোলন হইয়াছে, কিন্তু মন্ত্রীদের অধীনে অনেক পদ খালি হইলেও যোগ্য বাঙ্গালীকে দেওয়া হয় নাই। তাহার জন্ত ব্যবস্থাপক সভায় কোন আলোচনা হয় নাই, সংবাদপত্রেও কোন আন্দোলন অথবা প্রতিবাদ হয় নাই। কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের প্রেসিডেণ্টের পদে এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী নিযুক্ত হইতে পারেন নাই। বাংলা দেশে বহু পুলীশ কর্ম্মচারী আততায়ীর হস্তে প্রাণ দিলেও এবং পুলীশ বিভাগে যোগ্য বাঙ্গালীর অভাব না হইলেও এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালীকে পুলিসের ইন্স্পেক্টর-জেনারেল, ডেপুটী ইন্স্পেক্টর জেনারেল, বা কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের পদ দেওয়া হয় নাই। বিহার ও উড়িষ্যার জনৈক বিহারী ডেপুটী ইন্স্পেক্টর জেনারেলের পদ পাইয়াছিলেন; জনৈক বিহারী হাঁসপাতাল সমূহের ইন্স্পেক্টর-জেনারেলের পদও পাইয়াছিলেন। অন্য প্রদেশে ইনকম ট্যাক্সের কমিশনারের পদে ভারতীয় নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু বাংলাদেশে কোন বাঙ্গালীর পক্ষে এই পদ লাভ ঘটে নাই। সংস্কার-আইন অনুসারে ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইলে স্যার শ্যামসুন্দরই ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি পদে নিযুক্ত হন; অল্প দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে বিলাত হইতে কটন সাহেবকে আনাইয়া সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু অন্য কোন প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভার সভাপতির জন্ত বিলাত হইতে সাহেব আনাইতে হয় নাই। কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ও ছোট আদালতের প্রধান জজের পদ কোন বাঙ্গালী স্থায়ীভাবে পান নাই।

আমাদের দেশের লোক চাকরী হইতে অবসর লইয়া সহরে অথবা কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করেন, কেহবা চাকরীর মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া দেশীয় রাজ্যে অথবা কোন জমিদারীতে চাকরীর সংস্থান করেন, আবার কেহবা ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। বাঙ্গালী সিভিলিয়ান মিঃ বি, দে চাকরী হইতে অবসর লইয়া কয়েকটী কোম্পানীর ডিরেক্টর হইয়াছেন। পরলোকগত সারদা চরণ মিত্র হাইকোর্টের জজিয়তী হইতে অবসর লইয়া যৌথ কারবার খুলিয়াছিলেন কিন্তু সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। পরলোকগত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্যবসায় খুলিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হন, শেষে আবার চাকরী করিতে বাধ্য হন। অনেক ইংরাজ এদেশে চাকরী হইতে অবসর লইয়া বিলাতে যাইয়া আবার ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। স্যার জন হিউয়েট যুক্ত প্রদেশে ছোটলাট ছিলেন, তিনি অবসর লইয়া স্বদেশে যাইয়া ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অভ ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর হন। লর্ড মেষ্টনও যুক্ত প্রদেশের ছোটলাট ছিলেন, তিনিও চাকরী শেষ হইলে স্বদেশে যাইয়া কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের ডিরেক্টর হন। স্যার রেজিন্যাল্ড ক্র্যাডক ব্রহ্ম দেশের ছোটলাট ছিলেন, স্যার গড্ক্রেফেল বড়লাটের কার্য্যকরী সভার সদস্য ছিলেন।

স্যারজন ম্যাফী উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের চীফ কমিশনার ছিলেন, স্যার জ্যোফ্রে ক্লার্ক পোষ্ট টেলিগ্রাফের ডিরেক্টর ছিলেন। ইঁহারাও অবসর লইয়া স্বদেশে যাইয়া ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। মিঃ সিম এদেশে

সিভিল সার্ভিসে থাকিয়া বা উচ্চপদে কাজ করিয়া অবসর লইয়া স্বদেশে যাইয়া ভিকার কোংর সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। স্তর্নে সাহেব পেনিন-সুলার ও ওরিয়েন্ট্যাল ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার হইয়াছেন। এস্কলী সাহেব বাংলা-দেশে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, চাকরী হইতে অবসর লইয়া বেগভানলপ কোংতে যোগদান করিয়াছেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড ও লর্ড রিডিং বিলাতে যাইয়া ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন। লণ্ডনে লর্ড রিডিং-এর পিতার আলু ও ফলের দোকান ছিল; সপ্তদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার পিতা তাঁহাকে জার্ম্মনীর ম্যাগ-ডেবার্গ সহরে আলু খরিদ করিতে পাঠান, তিনি সেখানে এক বৎসর থাকিয়া ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা আমাদের স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের কোন সাহায্যই করে না। কোন যুবক বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া ব্যবসায় খুলিলে চারিদিক অন্ধকার দেখেন; বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহাকে ব্যবসায়ের কোন সন্ধান দিতে পারে নাই। যে দ্রব্যের ব্যবসায় খুলিবে সে দ্রব্য কোথা হইতে আমদানী হয়, কোথায় সুবিধা দরে পাওয়া যায়, কোথায় বেশীদরে বিক্রী হয়, তাহার কোন সন্ধান তাহার জানা নাই। আমরা দেখিতে পাইতেছি মাড়ওয়ারী ভাটিয়া, কাবুলী আমাদের দেশের ব্যবসা সম্বন্ধে যত সন্ধান জানে, কলেজের অধ্যাপক কি ছাত্রেরা তাহার সিকিও জানে না। আমরা প্রত্যহই পানের সঙ্গে যে এলাইচ, লবঙ্গ ও খয়ের ব্যবহার করি, তাহা কোথা হইতে আমদানী হয়, কে আমদানী করিতেছে শিক্ষিত ব্যক্তি তাহার কিছুই জানে না। এই যে ম্যালেরিয়ার দুর্গ বাংলাদেশে প্রত্যেক গ্রামে সাগু ব্যবহৃত হয়, প্রত্যেক মশলার দোকানে সাগু পাওয়া যায়, তাহা কোথা হইতে আমদানী হয়, তাহা কয়জন অধ্যাপক, কি শিক্ষক অবগত আছেন? ব্যবসায় সংক্রান্ত জ্ঞান লাভের জন্য আমরা বিদ্যালয় ও কলেজের কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহাদের পাঠাগারে ব্যবসায় সংক্রান্ত পুস্তক ও সাময়িক পত্র রাখিতে অনুরোধ করিতেছি। বাংলাদেশে উপন্যাস ও গল্পের বইএর গ্রাহকের অভাব নাই, কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকার পাঠক ও গ্রাহকের অভাব। কেবল ব্যবসা সংক্রান্ত পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা পাঠ করিয়া ভাল ব্যবসায়ী হওয়া যায়না সত্য, তবে যাহারা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে, অথবা যাহারা নূতন ব্যবসা খুলিবে ব্যবসা সংক্রান্ত সাময়িক পত্র ও পুস্তক তাহাদের কাজে অনেক সাহায্য করিবে। পাঠ্যাবস্থা হইতেই ব্যবসার সন্ধান রাখিতে হইবে। যে সহরে অধ্যয়ন করিবেন সেই সহর হইতে কোন্ দ্রব্য কোথায় রপ্তানি হইতেছে, কোন্ কোন্ স্থান হইতে কোন্ দ্রব্য আমদানী হইতেছে তাহার সন্ধান রাখিবেন। কেবল হুজুগ ও বক্তৃতায় দেশোদ্ধার হয় না, দেশের উন্নতি করিতে হইলে কাজ করিতে হইবে। ফুটবল খেলায় মোট ২২ জন মাত্র খেলে, কিন্তু তাহা দেখিবার জন্য শত শত ছাত্র তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকে। কলিকাতার ফুটবল ম্যাচে হাজার হাজার লোক পয়সা দিয়া টিকিট কিনিয়া মাঠে ফুটবল খেলা দেখিতে যান। ইহার মধ্যে হাজার লোক খেলিতে জানেন না। পয়সা দিয়া অথবা বিনা পয়সায় ফুটবল খেলা দেখিলে দেহের শক্তি বৃদ্ধি হয়না। আমরা ক্রমশঃ

দরিদ্র হইতেছি অথচ আমাদের অপব্যয়ের মাত্রাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। স্থানীয় রেলষ্টেশনে প্রত্যহ বেড়াইতে যাইলে ব্যবসা সংক্রান্ত অনেক খবর পাইবেন, ফুটবল দেখিতে না যাইয়া বৈকালে বৈকালে কোন মাড়য়ারীর গদিতে যাইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলেও অনেক সন্ধান পাইবেন। শিক্ষকদেরও এসকল বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ব্যবসা শিখিতে পারিলে মূলধনের অভাব হয়না। ইউরোপ ও আমেরিকাতেও অনেকে দরিদ্রের গৃহে জন্মিয়া অধ্যবসায় গুণে কোটীপতি হইয়াছেন।

ইউরোপ ও আমেরিকাতেও ব্যবসায়ে লোকসান হয়। বৎসর বৎসর বহু লালবাতি জ্বালিতে হয়। বাংলাদেশে একমাত্র বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াতেই কত লোকের সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া দেশের নেতাদিগকে ধিক্কার দিলাম, কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় বৎসর বৎসর ইহার চেয়ে অনেক বেশী অনুষ্ঠানকেই লালবাতি জ্বালিতে হয়। ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়কলগুলি এখন অংশীদার দিগকে লাভ দিতে পারিতেছে না। সেখানে ২০০টী কলের ব্যাঙ্কের নিকট ২০কোটী টাকা দেনা হইয়াছে। সম্প্রতি রয়টার খবর দিয়াছেন যে ম্যাঞ্চেষ্টারের ১০০টী কল একত্র মিলিত হইয়া কাজ করিতে মনস্থ করিয়াছেন,যদি তাহারা মিলিত হইয়া ব্যবসায়ে সুবিধা করিতে পারে।

আমরা বিলাতী কাপড় বর্জ্জন করিয়া ইংরাজকে জব্দ করিব মনে করিতেছি। ভারতবর্ষে বৎসরে ৬০ কোটী টাকার বিলাতী কাপড় আমদানী হয়। এই কাপড়ের জন্য তাহাদিগকে ভারতবর্ষ, মিশর ও আমেরিকা হইতে তুলা আমদানী করিতে হয়। তাহারা যে অন্য ব্যবসাতেও মোটা টাকা লাভ করিতেছে তাহার সন্ধান কয় জনে রাখে? তাহারা কর্ম্মবীর আমাদের মত বাক্যবীর নহে। ইংলণ্ডে কাপড়ের কল সমূহে ছলক্ষ স্ত্রী এবং ৩৭২হাজার পুরুষ কাজ করে। ধাতু দ্রব্যের কারখানায় ১৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। মটরের কারখানায় ২৩০ হাজার লোক কাজ করে। ১৯০৭ সালে ১৭ কোটী টাকার মটর গাড়ী ও মটর সাইকেল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯২৪ শালে ১২০ কোটী টাকার মটর গাড়ী ও মটর সাইকেল উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯০৭ সালে গ্রেট বৃটেনে ১৮ কোটী টাকার ইলেকট্রিক দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছিল, ১৯২৪ শালে ৭৪ কোটি টাকার দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে। গ্রেট বৃটেন হইতে যত ইলেকট্রিক দ্রব্য রপ্তানী হয়, পৃথিবীর আর কোন দেশ হইতে তত রপ্তানী হয় না। কৃত্রিম রেশমের বস্ত্র সম্বন্ধে ১৯০৭ সালের গণনায় পৃথক সংখ্যা পাওয়া যায় না, সে সময়ে এই শিল্প সেরূপ প্রসার লাভ করে নাই; ১৯১২ সালে মাত্র এক কোটী টাকা মূল্যের কৃত্রিম রেশম বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, ১৯২৪ সালে ১৫ কোটী টাকার বস্ত্র উৎপন্ন হয়। কৃত্রিম রেশম বস্ত্রের জন্য তাহারা সাত লক্ষ লোককে কাজ দিতে পারিয়াছে।

বিলাতের এক একটি যৌথ কারবারের লাভ শুনিলে অবাক হইতে হয়। বৃটীশ আমেরিকান টুব্যাকো কোংর মূল ধন ৩৬॥০ কোটি টাকা, বার্ষিক আয় ৮॥০ কোটি টাকা, ইম্পিরিয়েল টুব্যাকো কোংর মূলধন ৬৫ কোটী টাকা; গত বৎসর এই কোংর ১২ কোটী টাকা আয় হইয়াছে। ক্যারেরা লিঃএর (সিগারেটের ব্যবসা) মূলধন ১৫৬লক্ষ টাকা; গত বৎসর এই কোংর ১৬৭॥ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। হোয়াইটওয়ে লেডল কোংর অংশীদার এডোয়ার্ড হোয়াইটওয়ে মৃত্যুকালে ৩০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই

কোংর গত বর্ষে ২৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। বামারলরি কোংর ভূতপূর্ব্ব অংশীদার জন্ জেমেল মৃত্যুকালে ২৯ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আমেরিকার জেনারেল মটর কোংর মূলধন ৬৫০ কোটী টাকা, গত বৎসর এই কোংর ৩৩০ কোটী টাকা আয় হইয়াছে। মটর গাড়ীর ব্যবসায়ে ফোর্ড সাহেবের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন, তাঁহার সম্পত্তি কত তাহার কোন কূল কিনারা নাই ; কিন্তু আমেরিকায় তাঁহারও প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। জেনারেল মটর কোং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী।

ইংলণ্ডে মরিশ সাহেব মটরের কাজে প্রথমে সুবিধা করিতে পারেন নাই। ১৯২০।২১ সালে তাঁহার কারবারের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল, তিনি ব্যাঙ্কের নিকট কত টাকা দেনা নিলেন, তাঁহার অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে লোকে তাঁহাকে পাগল বলিত,কিন্তু তিনি কোনদিকে লক্ষ না রাখিয়া নিজের কারবারের উন্নতির উপায় ভাবিতে থাকেন ; পরে তিনি ব্যাঙ্কের দেনা পরিশোধ করিয়া ১২ লক্ষ টাকা জমা রাখেন। এখন তিনি এগারটী মটর কারখানা, কলিয়ারী, ক্লাব ও ইন্সিওরেন্স কোংর মালিক। গ্রেট বৃটেনে তাঁহার মটরের কারখানা সব চেয়ে বড়। তিনি গ্রেট বৃটেনের ফোর্ড। আফগান রাজ ইংলণ্ডে যাইয়া তাঁহার কারখানা পরিদর্শন করিয়াছেন। মরিশ মটর লিঃ মূলধন ৫.০ কোটী টাকা, বার্ষিক আয় ১৬০ লক্ষ টাকা। বিলাতে বড় বড় যৌথ কারবারগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া একত্র মিলিত হইয়া নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। ভিকাসলি ও আমষ্টং হুইট ওয়ার্থ লিঃ একত্র মিলিত হইয়াছে। এই নব-গঠিত কোংর মূলধন ৩০ কোটী টাকা।

লণ্ডনে যেমন বড় বড় কারবার চলিতেছে সেখানে বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থানে খরচ সেইরূপ ; লণ্ডনের রিজেন্ট ষ্ট্রীটে প্রতি বর্গ ফুটের বার্ষিক ভাড়া ১০৫ টাকা। এই রাস্তায় মদ্য বিক্রেতা হেজেশও বাটলার এক শত বৎসর পূর্ব্বে যে স্থান বার্ষিক ২৭৷৷০ পাউণ্ড ভাড়ায় পাইয়া ছিলেন ; ১৯২৪ সালে মিয়াদ শেষ হওয়ায় সে স্থান বার্ষিক ২ হাজার পাউণ্ড খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন। এই রিজেন্ট ষ্ট্রীটে ১৯১৩ সালে গভর্ণেন্টের ৬ লক্ষ টাকা খাজনা আদায় হইয়াছিল ; ১৯২৪ সালে ৪০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে।

১৮৮৫ সালে ইংলণ্ডে ৯৮৪৫টী যৌথ কারবার ছিল এবং ইহাদের সমবেত মূলধন ৭৪২৷৷০ কোটী টাকা ছিল। ১৯২৪ সালে যৌথকারবার সংখ্যা ৯০৯১৮ টি হয়। মূলধনের সমষ্টি ৫৬৬২৷৷০ কোটী টাকা। ১৯২৬-২৭ সালে গ্রেট বৃটেনে ৯৮ হাজার লোক ৮৫ কোটি টাকা সুপার ট্যাক্স দিয়াছে ইহাদের সমবেত আয় ৩৭৮৷৷০ কোটী টাকা। প্রত্যেকের গড় আয় ৭৷৷০ লক্ষ টাকা। ১৯২৬-২৭ সালে বৃটাশ জাতির ৩৭০০ কোটী আয় হইয়াছিল। গ্রেট বৃটেনে ৫০ লক্ষ লোক আয় ব্যয় দেয় ১৩৮ লোকের প্রত্যেকের বার্ষিক আয় ১৩ লক্ষ টাকার অধিক। ১১৩ জনের প্রত্যেকের বার্ষিক আয় ৯ লক্ষ ও ১৩ লক্ষ টাকার মধ্যে।

আমেরিকা সাধারণ তন্ত্র হইলেও সেখানে লৌহ রাজা, তৈল রাজা, মটর রাজা, তামাকু রাজা প্রভৃতি বহু রাজা বিদ্যমান। কার্ণিজি ছিলেন লৌহের রাজা, ফোর্ড মটরের রাজা, রকফেলার তৈলের রাজা, তামাকের রাজা জেমস বুকানন মৃত্যুকালে ৪০ কোটী টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি উত্তর কালিফর্ণিয়ায় ডাহামে ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩ কোটী টাকা এবং জীবিতাবস্থায় ১০ কোটী টাকা দান

করিয়া ছিলেন; জার্ম্মিতে তাঁহার যে প্রাসাদ আছে, তাহার মূল্য ৪ কোটী টাকা; পৃথিবীর মধ্যে এইটী মূল্যবান ও সুন্দর প্রাসাদ।

গিলেট খুর অনেকেই ব্যবহার করেন। ১৯০১ সালে ১৭ হাজার টাকা মূলধনে এই খুরের কারখানা খোলা হয়। বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই খুর বিক্রী হইতেছে এবং বহু কোটী টাকা এই কারবারে খাটিতেছে। হাজার হাজার নরনারী এই কারখানায় কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। আমেরিকা, কানাডা, গ্রেট বৃটেন এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে এই কোম্পানীর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল দেশে প্রায় ১৫০ বিঘাজমির উপর কারখানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কলিকাতার ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিবৎসর শেরিফ নিযুক্ত হন, এবং এক বৎসর মাত্র এই পদে নিযুক্ত রাখা হয়। ইউরোপীয় বাদে অন্যান্য জাতির মধ্যে ১৮৬৬ সালে শেঠ আরাটুন আপকার শেরিফ নিযুক্ত হন; তিনি জাতিতে আর্ম্মেনিয়ান। ১৮৭০ সালে ফিলি পাস ব্যাজেই এই পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯০৬ সালে স্যার আলেকজাণ্ডার আপকার এই পদে বৃত হন। ইহারা উভয়েই আর্ম্মেনিয়ান। তিন জন পার্শি ও শেরিফের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭৫ সালে প্রথম বাঙ্গালী রাজা দিগম্বর মিত্র শেরিফ নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ সালে এক জন ইহুদী শেরিফ হন। এ পর্য্যন্ত ৩ জন ইহুদী এই পদ পাইয়াছেন। বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত ১২ জন এই পদ পাইয়াছেন। এই বার জনের মধ্যে ৩ জন জমিদার, ২ জন ডাক্তার এবং লাহা পরিবারের ৪ জন। মুসলমানদের মধ্যে সাত জন এই পদে বৃত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের কেহই বাঙ্গালী নহেন।

পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রীলোকেরা যেরূপ সাহসের পরিচয় দিতেছে আমাদের দেশের পুরুষেরাও সেরূপ সাহসের পরিচয় দিতে পারে নাই। জনৈক সুন্দরী জার্ম্মান যুবতী তিনমাস ধরিয়া প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া মধ্য এসিয়ায় বিপদ সঙ্কুল নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; তিনি আসাম, ব্রহ্মদেশও দক্ষিণ চীন ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন। আমাদের ও কয়েকজন যুবক দল বান্ধিয়া পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় যুবতীদের সাহসও অধ্যবসায় আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছে; ভনসিল ভিকিং নামধেয় এক দ্বাবিংশতি বর্ষীয় যুবতী নিউ ইয়র্ক হইতে কালিফর্নিয়া পর্য্যন্ত ৪০০০ হাজার মাইল একশত দিনে অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৪০ মাইল হারে অশ্বারোহণে গিয়াছে। কয়েকটী যুবতী ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ডোভার প্রণালী সাঁতার দিয়া পার হইয়াছে। ধূমপানেও সেখানে নারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। বার্লিনের একটী মহিলা ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ধরিয়া সিগারেটের ধূমপান করিয়া পুরস্কার পাইয়াছিলেন। মিস্ গাঁট্রুড বেল আরবও প্যালেষ্টাইনের মরুভূমিতে ১৫০০ মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে বহু নারী ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। অনেকে বড় বড় কারবার চালাইতেছেন। আমেরিকায় মিস্ গ্রীণ একটী গদিতে কাজ করিয়া বার্ষিক এক লক্ষ ডলার বেতন পান। ভারতবর্ষে বড়লাটের চেয়ে তিনি বেশী বেতন পান।

আমাদিগকে সামান্য কাজ খুলিয়া অধ্যবসায়ের জোরে বাংলার ব্যবসা অবাঙ্গালীর হাত হইতে কাড়িয়া লইতে হইবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসকমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু দেশের কাজের জন্য এক হাজার স্বেচ্ছা সেবক

চাহিয়াছেন কিন্তু আমাদের এই জীবন সংগ্রামে কি এক হাজার যুবক পাওয়া যাইবে না? বৎসরে ১৮ হাজার ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে এক হাজার ছাত্র যদি কলেজে না যাইয়া ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে এবং যদি প্রতিবৎসর এইরূপ এক হাজার ছাত্র ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতে থাকে, তাহা হইলে আগামী দশবৎসরের মধ্যেই আমরা বাংলার ব্যবসা অবাঙ্গালীর হাত হইতে কাড়িয়া লইতে পারিব। এই সকল যুবক ৫০৲ বা ১০০৲ টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়া ফেরীর কাজ আরম্ভ করুন। মিলের অথবা তাঁতের কাপড় পাড়ায় পাড়ায় ফিরি করুন; পাড়ায় পাড়ায় পানের দোকান, খাবারের দোকান, ঘী ময়দার দোকান খুলুন; প্রথমে বিরক্তি বোধ হইবে কিন্তু পরিণামে শান্তি পাইবেন। রাতারাতি বড়লোক হইবার আশা ত্যাগ করিয়া স্বল্প আয়েই সন্তুষ্ট থাকিয়া সাধুতার সহিত কাজে লাগিয়া যান, ভেজাল দ্রব্যের ব্যবহার ত্যাগ করুন, খাঁটী ঘৃত খাঁটী তৈল আমাদানী করিয়া ঘরে ঘরে বিক্রয়ের চেষ্টা করুন। এইরূপভাবে কিছুদিন কাজ করিতে থাকিলে দেখিবেন অল্প দিন পরেই আপনার জিনিসের চাহিদা বাড়িতে থাকিবে। সেলাইএর কাজ শিখিয়া দর্জ্জির কাজ করুন এবং কেহ কেহ জামা, শেমিজ, বডি, ছাতা মশারী প্রভৃতি লইয়া ঘরে ঘরে ফেরি করিতে থাকুন, যখন দেখিবেন আপনাদের কাজ বেশ চলিয়া যাইতেছে তখন অবস্থাপন্ন বাঙ্গালীকে দূরস্থান হইতে সেই মাল আনাইতে বলুন এবং যেন তিনি আপনাদিগকে একটা নির্দ্দিষ্ট লাভে মাল সরবরাহ করেন তাহার ব্যবস্থা করুন। যদি তিনি অতিরিক্ত লাভ করিতে থাকেন, তবে অন্য বাঙ্গালীকে সেই মাল আনাইতে বলুন। আপনারা সকলে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ফেরির কাজ করুন অর্থাৎ সকলেই যেন একটা নির্দ্দিষ্ট দামে মাল বিক্রি করেন, যেন দরের তফাৎ কোন মতেই না হয়। বরং বিক্রি না হয় সেও ভাল তবু দরের ইতর বিশেষ রাখিবেন না তাহা হইলে ক্রেতারা আপনাদিগকে অকারণ হায়রাণ করিবে না। সপ্তাহে একদিন, অথবা মাসে একদিন কাজ বন্ধ রাখিয়া ব্যবসার সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, পরস্পরের মধ্যে আলোচনা হইলে সকলেরই জ্ঞান লাভ হইবে। কথার ঠিক রাখিবেন। যেখানে মেলা হইবে সেখানে মাল লইয়া যাইবেন। কলিয়ারীতে, চা বাগানে, কলকারখানায় যাইয়া মাল বিক্রয়ের চেষ্টা করুন। কোলাঘাট হইতে ইলিস মাছ লইয়া বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, আম্পড়া, আসানসোল, ঝরিয়া, পুরুলিয়া; রাঁচী, ঝালো, ধানবাদ, জামশেদপুর, চক্রধরপুর প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী করিয়া ঘরে ঘরে বিক্রয়ের চেষ্টা করুন। গ্রীষ্মকালে বরফ, সোডা লেমোনেড ও সিরাপ লইয়া সহরের পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করুন। গ্রামে ২ সহরে ২ মাদুরি শীতলপাটী, সতরঞ্চ প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া ফেরি করিয়া বিক্রয়ের চেষ্টা করুন। ফলের সময় যে সকল জেলায় ফল উৎপন্ন হয় সেই সকল জেলা হইতে ফল সংগ্রহ করিয়া যে সকল জেলায় ফল জন্মে না সে সকল জেলায় ফল বিক্রয়ের চেষ্টা করুন। বাকুড়া, মানভূম, রাঁচী হাজারীবাগ, সিংহভুম প্রভৃতি জেলায় পান উৎপন্ন হয় না। মেদিনীপুর জেলায় মোহনপুর, কণ্টাইরোড ও বালেশ্বর জেলা হইতে এই সকল স্থানে পান আমদানী করিয়া বিক্রয়ের চেষ্টা করুন। পাড়ায় পাড়ায়, গলিতে গলিতে, গ্রামে গ্রামে

ঘুরিয়া ফেরি করিতে থাকুন এবং যেখানে যে জিনিষের চাহিদা দেখিবেন বাজার হইতে তৎক্ষণাৎ সেই দ্রব্য লইয়া সরবরাহ করুন। কেহ মনহারী, কেহ বাসন-কোসন, কেহ খেলনার দ্রব্য প্রভৃতি যাবতীয় ব্যবসায়ের দ্রব্যের ফিরি করিতে থাকুন। পল্লীগ্রামের কোন দ্রব্য আনিয়া বাজারে বিক্রী করিবার সম্ভাবনা থাকিলে সেই দ্রব্য মফঃস্বল হইতে আনিয়া সহরে বিক্রয়ের চেষ্টা করুন। দশ বৎসরের জন্য বিলাসিতা, আলস্য ও উপন্যাস পাঠ ও ফুটবল খেলা বন্ধ করুন। কায়িক পরিশ্রমে সঙ্কোচ বোধ করিবেন না। "আমরা ভদ্রলোক, বাবু জাতি" এ অভিমান ত্যাগ করুন। প্রত্যেক রেল ষ্টেশনে যাইয়া কয়লার ডিপো খুলুন, পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে কয়লা সরবরাহের চেষ্টা করুন। মান্দ্রাজের ভিজাগাপট্টম্, কোকনদ ও গোদাবরী জেলায়, উড়িষ্যায় কটকে, বিহারে দারভাঙ্গা, মজফরপুর মুঙ্গের, ও ভাগলপুর জেলায় প্রচুর আম উৎপন্ন হয়, বিহারে এই সকল জেলায় লিচুও উৎপন্ন হয় এই সকল ফল বাংলা দেশে ও ছোটনাগপুরে আমদানী করিয়া বিক্রয়ের চেষ্টা করুন; একেবারে বেশী ফল আমদানী করিবেন না, যেমন চাহিদা দেখিবেন সেইরূপ আমদানী করিবেন নতুবা লোকসান হইবার সম্ভাবনা। শ্রীহট্ট হইতে লেবু আমদানী করিয়া বাংলাদেশে ও ছোটনাগপুরে বিক্রয়ের চেষ্টা করুন। পেশওয়ার ও রাওলপিণ্ডি হইতে আঙ্গুর আমদানী করিয়া বিক্রী করিতে পারিলে লাভ হইবে। যখন লাক্ষার দর উঁচু হইবে তখন যে সকল জেলায় লাক্ষা জন্মে সেইসকল জেলায় বেশী মাল বিক্রয়ের সম্ভাবনা, সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরে লাক্ষা জন্মে। যখন কয়লার দর উচু হইবে তখন কলিয়ারীতে মাল বিক্রয় করিয়া লাভবান হইবেন। যখন উচ্চ মূল্যে পাট বিক্রয় হয় তখন যে সকল জেলায় পাট জন্মে সেই সকল জেলার মাল লইয়া গ্রামে গ্রামে ফেরী করিলে লাভের সম্ভাবনা। সামান্য কষ্টে দমিয়া যাইবেন না। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, ভীরু ও কাপুরুষের কোন দিন সুখ নাই। আপনারা সাহসের সহিত কাজ করিয়া যাইলে ভাগ্য-লক্ষ্মী আপনাদের আশ্রয়ে আসিবেই আসিবে। প্রবেশিকা পাশ করিয়াই আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন উপবাসে থাকিতে হয় সেও ভাল, এক বস্ত্রে থাকিতে হয় সেও ভাল, নগ্ন পদে থাকিতে হয় সেও ভাল,বৃক্ষতলে থাকিতে হয় সেও ভাল, তথাপি দেহে প্রাণ থাকিতে কাহারও দাসত্ব করিব না। জগতে যদি উন্নতি হয় ব্যবসাতেই হইবে। চাকরী করিয়া কখন ও কোন জাতি উন্নত হইতে পারে না। শাসকের বেশে অথবা রাজার বেশে ইংরাজ, ফরাসী, দিনেমার ও ওলন্দাজ জাতি প্রথমে ভারতে আসে নাই। তাহারা সকলেই বনিকের বেশে ভারতে আসিয়াছিল। ইংরাজ প্রথমে বনিকের বেশেই পৃথিবীর নানাস্থানে গিয়াছেন, একেবারে রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে যায় নাই। রাজ্য স্থাপনের কল্পনাও তখন তাহাদের মনে স্থান পায় নাই। বাণিজ্যের জন্য তাহারা নানাদেশে গিয়াছিল বলিয়াই তাহারা ক্রমে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছে: এখন তাহাদের রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যায়না। পৃথিবীর নানাজাতি এখনও ভারতে আসিতেছে সে কেবল ব্যবসায়ের জন্য, চাকরীর জন্য নয়। একেবারে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান না করিয়া প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত ভাবে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করুন। দেখিবেন, অচিরে আপনার জাতি স্বাধীন হইয়া যাইবে। তখন আর

স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করিতে হইবে না।

হতাশ হইবেন না, উদ্যমের সহিত কাজে লাগিলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দেশেই কৃষ্ণ পান্তি, রাম দুলাল সরকার, বটকৃষ্ণ পাল, নকর চন্দ্র কোলে দরিদ্রের গৃহেই জন্মিয়া লক্ষ পতি হইয়া ছিলেন। স্যার রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ধনীর গৃহে জন্মান নাই। দরিদ্রের গৃহে জন্মিয়াছেন বলিয়া ভগ্নোৎসাহ হইবেন না বরং তজ্জন্য গৌরব অনুভব করিবেন। চাকরীকে ঘৃণা করিবেন, চাকরী জীবিদিগকে আপনাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করিবেন না; সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবেন যাহারা লেখা পড়া শিখিয়া নিজের উদর পালনে অসমর্থ হইয়া অন্নের জন্য পরের দাসত্ব করে তাহাদের চেয়ে অধম ও অপদার্থ জীব জগতে আর নাই; যাহারা স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করে, তাহারা প্রত্যহ এক বেলা শাকান্ন খাইলেই ভাগ্যবান, তাহারাই এ জগতে সুখী, তাহারাই শ্রদ্ধার পাত্র, তাহারাই উচ্চজাতি, তাহারাই কুলীন, তাহারাই শিক্ষিত।

পরিশ্রম-বিমুখতা ও বিলাসিতাই আমাদের অধঃপতনের কারণ। সু-রত্ন-প্রসবিনী সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ভূমিতে জন্মিয়াও আজ আমরা উদরান্নের জন্য লালায়িত, পরিবার প্রতিপালনে অসমর্থ। কেবল ইংরাজ নয়, জগতের কতজাতি আমাদের দেশে আসিয়া ধন লুটিয়া লইতেছে আর আমরা "হা অন্ন! হা অন্ন!" করিয়া শরীর নষ্ট করিতেছি। যে দিন আমরা বাংলার ব্যবসা হস্তগত করিতে পারিব, সে দিন আমাদের দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য, পানীয় জলের জন্য গভর্ণমেণ্টের কৃপাপ্রার্থী হইতে হইবে না; আমরা নিজেরাই প্রত্যেক জেলার জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারিব, থানায় থানায় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে পারিব, পানীয় জলের অভাব দূর করিতে পারিব।

শ্রী রামানুজ কর

ফেডারেল ব্যাঙ্ক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যাঁরা ঐ meeting আহ্বান করেছিলেন, তাঁরা যদি জানতেন যে Federal Bank এর সম্বন্ধে তাঁরা ঐ সভায় প্রস্তাব করবেন, তবে যখন সভা আহ্বান করেছিলেন, তখনও তা জানতেন। তখনই বোধহয় তাঁদের উচিত ছিল লোককে সে সংবাদ জানিয়ে দেওয়া, তা হ'লে হয়তো তাঁরা আরও অনেক অধিক সংখ্যক ব্যাঙ্ক থেকে ঐ সভার প্রতিনিধি পেতে পারতেন। কারণ পূর্ব্ব হতে লোকে এই আভাষ পেত, যে সভাটা কোন একটী মজলিশ নয়,ওর আরও প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য আছে। লোকে কোন কাজের জন্য পূর্ব্ব থেকে প্রস্তুত হয়ে এলে সে কাজ সহজে ও শীঘ্র মিটে যায়। কিন্তু বিষয় বিশেষের জন্য কোন সভা আহ্বান করে, সে বিষয়টী বাদ দিয়ে অথবা তাকে দ্বিতীয় শ্রেনীর প্রস্তাবনা জ্ঞানে বিষয়ান্তরের অবতারনা দ্বারা তাহাকে প্রথমস্থল দেওয়া হ'লে সভার উদ্দেশ্য নষ্ট হয়।

এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে প্রথম অধিবেশনে যখন Federal Bank এর কথা হ'ল, তখন যশোহর ব্যাঙ্কিং ও ট্রেডিং কোং থেকে শ্রীযুক্ত পি কে ঘোষ পরিষ্কার করেই বললেন যে "বর্ত্তমান সময় এই কার্য্যের অনুকূল নয়। কারণ দেশের লোকের Bengal National Bank এর জন্য মনের অবস্থা বড় ভাল নয়। এখন সকলেই এ সব কাজ সন্দেহের চোখে দেখবেন"। যদিও যাঁরা এই কার্য্যের জন্য উদ্যোগী তাঁহারা এবং কোন কোন কাগজেও এখন দেখছি তাঁরাও বলছেন "যে এই ভাঙ্গার উপরই গড়ে ওঠার উপযুক্ত সময় ইত্যাদি ইত্যাদি"। কিন্তু আসল কথাটী তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে কাল যে অতবড় ঘা খেয়েছে, আজ সে এখনই খাড়া হয়ে উঠ্‌তে পারেনা। সে এখন বসে থাকবে, দেখবে,—তারপর নাইতে খেতে ক্রমে ক্রমে সহ্য হয়ে গেলে যখন ভুলে যাবে আঘাতের কথা, তখন আবার চেষ্টা করবে, নূতন গঠন কর্ত্তে। কিন্তু নিখিল বঙ্গ ব্যাঙ্ক সংঘের উদ্যোগী যাঁহারা, তাঁহারা যদি মনে ভেবে থাকেন, Federal Bank না হলে Federation হবার কোন উদ্দেশ্য নেই, তাঁরাই কার্য্য আরম্ভেই অবসন্ন হয়ে পড়বেন। সেই জন্য বলি যে প্রথম হওয়া দরকার Federation। সেটা হলে Federal Bank হওয়াটা Federation এর উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে একান্তই যখন প্রয়োজন তখন উহা সহজেই আপনা আপনিই গড়ে উঠ্‌বে এবং Federation এর সভ্যেরাই প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কের Share Subscribe কর্ব্বেন। সব কাজ ধীরে ধীরে শৃঙ্খলিতভাবে হলে নির্ব্বিঘ্নে হ'য়ে যায়। কিন্তু গোড়ায় গলদ হ'লে কাজ গড়ে ওঠে না। যদি ওঠে বিস্তর বেগ পেতে হয়। রাম না হতে রামায়ণ যে যুগে সম্ভব হয়েছিল সে যুগ ত বহুদিন অতীত। মাথা

নেই তার মাথা ব্যথা! Federation হলনা Federal হওয়া সেই রকম কথা। ইংরাজীতে যাকে বলে Putting the cart before the horse.

এখন ধীরভাবে বুঝবার সময় এসেছে। জানিনা যাঁরা এর জন্যে পরিশ্রম চেষ্টা ও যত্ন করচেন তাঁরা এইগুলো কি ভাবে গ্রহণ করবেন। আমি তাঁদের গৃহীত পদ্ধতির প্রতি কোন কটাক্ষ করছি না। হয়তো তাঁরা যে পথে চলেছেন সেইটাই সমীচিন ও প্রশস্ত ও আমি ভ্রান্ত পথ নির্দ্দেশ করছি। হতে পারে, তাঁরা যা করছেন তাতেই সফল হয়েছেন, বা শীঘ্রই সফলকাম হবেন; এবং আমার এই অমূলক ভাবনা ভিত্তিহীন। কিন্তু তবু আমি বারবার সেই এক কথাই বলবো যে Federation এর উদ্দেশ্য লোকের কাছে প্রথম খাড়া করে ধরা, সমস্ত ব্যাঙ্কে ও লোন কোম্পানীর নিকট উহার আবশ্যকতা আছে, এইটা বেশ করে বুঝিয়ে দেওয়া ও তাহার সভ্য হলে তাঁদের কি সুবিধা হতে পারে, সংঘের কাছে তাঁরা কতখানি আশা করতে পারবেন, তাঁদের এইগুলি বেশ পরিষ্কার ও পরিস্ফুট করে দেখান হচ্ছে, সর্ব্বপ্রথমে দরকার। কেননা লোকে আগেই হিসাব চাইবে, খতিয়ে দেখবে, যে যে কাজে সে হস্তক্ষেপ করবে সেটাতে কি লাভালাভ। সেই জন্য Federation এর উদ্দেশ্যের একটা খসড়া এই অধিবেশনের মধ্য দিয়া সমস্ত বাংলা দেশের ব্যাঙ্কগুলির গোচরে আনিবার জন্য আমার বুদ্ধিমত নিয়ে দিলাম—

সংঘের উদ্দেশ্য

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কার্য্যে পরিণত করার জন্য বাংলা দেশের সমুদয় লোন কোম্পানী ও বাঙালীর পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির সংঘ বদ্ধ হওয়া উচিত।

১। এমন সকল উপায় নির্দ্ধারণ করতে হবে যদ্দারা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গুলি দেশের ব্যবসা ও শ্রমশিল্প সংরক্ষণে সহায়ক হতে পারে।

২। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ আবশ্যক হ'লে যাতে দুর্দ্দিনে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

৩। এমন একটা জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে, যাহা এই শ্রেণীর দেশীয় ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস কর্ত্তৃক পরিচালিত ও গঠিত হয়ে সংঘের কার্য্য সাধনের সহায়ক হবে।

৪। আবশ্যকমত সময় সময় এমন সকল উপায় নির্দ্ধারণ করতে হবে, যা সাধারণতঃ দেশী ব্যাঙ্কের—কল্যান ও গঠন কার্য্যের সহায়ক হইবে।

৫। দেশে এমন একদল যুবক তৈরী করতে হবে যারা ব্যাঙ্কিং চালাবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে দেশের এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান গুলিকে উপযুক্ত ও যথার্থ পথে পরিচালনা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হবে। শিক্ষার বিষয়—ব্যাঙ্কিং বিধি, হিসাব পরীক্ষা ও উন্নত প্রণালীতে হিসাব রাখা ও ব্যাঙ্ক চালাইবার অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য।

৬। ব্যাঙ্ক পরিচালনার্থে সর্ব্বদেশীয় ভাষায় যে সকল বিবিধ সাহিত্য আছে উহার সংগ্রহণ ও তাহার সার সঙ্কলন ও প্রচার এবং তদুদ্দেশ্যে মাসিক পত্র পরিচালনা করা যাহার উদ্দেশ্য হইবে, এই সমস্ত অনুষ্ঠান যাঁদের হস্তে ন্যস্ত আছে, তাঁহাদিগকে ও সর্ব্বসাধারণকে এমন সব জ্ঞান দানকরা, যাহাতে এ দেশীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্য

সুপরিচালিত হইয়া শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেশের বর্ত্তমান অবস্থার আমুল পরিবর্ত্তন সাধনে সহায়ক হইবে।

সংঘের জন্য যে প্রস্তাবিত Federal Bank হইবে উহা সংঘের সভ্যদের মূলধনেই গঠন করিতে হইবে। উহার প্রধান কারণ সংঘের প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক সংঘের কার্য্যেরই মুখ্যত সহায়ক হইবে ও সেই জন্য পরমুখাপেক্ষী না হইয়া উহা অবিলম্বে গঠন করিতে হইলে সংঘের সভ্যগণ উহার জন্য বদ্ধ পরিকর না হইলে আর কাহারা এ জন্য এত আগ্রহ দেখাইবে? সংঘে যাহাতে বঙ্গদেশের পুরাতন ব্যাঙ্ক ও লোন কোম্পানীগুলি পথ প্রদর্শক হইয়া সকলে মোটা মোটা সেয়ার গ্রহণ করেন এই চেষ্টা করা দরকার। সেইরূপ ব্যাঙ্ক ও লোন কোম্পানী যাহাদের উপর সাধারণের বিশ্বাস ও আস্থা আছে, তাহাদের দূরে রাখিয়া কাজ করিবার চেষ্টা করিলে কার্য্য সফল হইবার পক্ষে বহু বিঘ্ন হইবার কথা। লোকে এই প্রতিষ্ঠানকে কোনরূপ সন্দেহের চক্ষে না দেখে তৎপ্রতি যাঁরা ইহার অস্থায়ী অভিভাবক হইয়াছেন, তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

অনেকে আমায় ইতিমধ্যে প্রশ্ন করেছেন, যে কলিকাতায় এই যে প্রতিষ্ঠানটীর কার্য্যালয় হচ্ছে, তাহার ভিতর ভবানীপুর বা জলপাইগুড়ী ব্যাঙ্ক যে দুটী দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে প্রস্তাবিত Reserve Bank এ খাতির পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছিল, উহাদের কাহারও নাম নাই কেন? এই কথাটী লিখিতে বাধ্য হলাম, কারণ এ কথাটা সহজেই লোকের মনে যে উদয় হ'য়েছে তার একটা মানে আছে।

প্রথম ভবানীপুর ব্যাঙ্কের কথা ধরা যাক্, যে ব্যাঙ্কটী কলিকাতার বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে স্বর্গীয় স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র Kt. প্রমুখ তাৎকালীন কালের ভবানীপুরের বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই ব্যাঙ্ক আজ ৩২ বৎসর ধরিয়া স্থানীয় বিশেষ বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পরিচালনায় চলিয়া আসিতেছে যেমন—স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র যিনি বহুবৎসর ধরিয়া ইহার Director ছিলেন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক মহাশয় যিনি বিলাতে India Council এ member নিযুক্ত হইবার পরেও এর একজন Director ছিলেন এর Director মানে শুধু কর্ত্তা নয়, এঁরা প্রায় প্রতি সপ্তাহে শনিবার মিটিং করিয়া ব্যাঙ্কের সব কাজ দেখা শুনা করেন। বর্ত্তমানে যার প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন—হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল Advocate শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী।

এঁরা একটী অনুষ্ঠান অনেক দিন কৃতিত্বের সঙ্গে চালিয়ে এসে একটা অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন যেমন পরিমাণে বাড়ে সেইরূপ এঁরা জ্ঞান বৃদ্ধ হয়েছেন, অতএব এঁদের পরামর্শ খুব মূল্যবান; সেইজন্য সর্ব্বাগ্রে লো'কে দেখতে চায় যে নব প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানে যারা উদ্যোগী সেই প্রতিষ্ঠানে ভবানীপুর ব্যাঙ্কের ডাক পড়িল না কেন? একথা স্বতই এখানকার স্থানীয় লোকের মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক ও কিছু মাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। সেই রকম জলপাইগুড়ী ব্যাঙ্কের লব্ধ প্রতিষ্ঠ তারিনী বাবু যিনি বিস্তর দেশী চা কোং প্রতিষ্ঠা করে সফলকাম হয়েছেন তাঁকেও এঁদের ভিতর দেখা গেল না কেন? কিম্বা যশোহর লোন কোম্পানী যাহা এই দুই কোম্পানী অপেক্ষা বেশী পুরাতন ও মফঃস্বলের খুব বড় লোন আফিস, তাহাকেও কেন এর ভিতর খুঁজে পাওয়া গেল না? কিংবা অর্থনীতি বিশারদ সুপণ্ডিত

বিনয় কুমার সরকারকেই বা কেন পাচ্ছি না? এই সমস্ত কথার উত্তরে আমাদের নিরুত্তর থাকতে হয়, আমতা আমতা করে জবাবে বলতে হয়; "কেন মফঃস্বলের তরফ থেকে অনেক পুরাতন ব্যাঙ্ক আছেন তো! কিন্তু কলিকাতায় যেখানে প্রস্তাবিত Federal Bank এর হেড আফিস হইবে, সেখানে যদি দশ বৎসরও স্থাপিত হয় নাই এমন কোন ব্যাঙ্ক বা তার কর্ম্ম-কর্ত্তাকে একজন প্রধান উদ্যোগী ও অস্থায়ী পরিচালকরূপে পাওয়া গেল, তথাপি কি বিশেষ কারণে ভবানীপুর ব্যাঙ্কের কোন কর্ম্মকর্ত্তা বা তাহার সংসৃষ্ট কোন ব্যক্তি এর ভিতর নাই কেন এর সদুত্তর প্রদান কর্ত্তে না পেরে সেই সমস্ত ভদ্র-লোকের বিস্ময় ও সন্দেহ দূর করিতে সক্ষম হইলাম না। এটা একটা ভাববার কথা বটে।

"খাস কলিকাতায় এঁদের Office নেই; বাংলা চলে সকাল সন্ধ্যায়, আফিস করেন, তাতে অনেক বিষয়ে কাজের তেমন সুবিধে হয় না।" এ রকম জবাব দেওয়ার ভদ্রলোকগুলি ঘাড় বাঁকিয়ে বল্লেন যে "সে কি কথা মশায়"? এই বলে বিস্ফারিত নেত্রে সেই যে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, কিছুতেই সে কাত্ করা ঘাড়কে সাম্যাবস্থায় আনতে পারা গেল না। এতে বোঝা গেল যে এই সকল কোম্পানীর কার্য্যভার যাঁদের উপর ন্যস্ত আছে তাঁদের উপর সাধারণের একটা গভীর বিশ্বাস আছে। লোকের মুখের কথা ও বিশ্বাসের উপর যে সব অনুষ্ঠানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে হবে, সেখানে সেই ভিত্তি শিথিল করে এমন কোন কথা লোক-মুখে না রটে এটা দেখ্‌তে হবে। দিন থাকতে তার প্রতিকার করাই কর্ত্তব্য। জনরব চেপে রাখা যায় না। সে সব লোকের প্রভাব জনসাধারণের উপর খুব প্রবল। তাদের বাদ দিয়ে কোন অনুষ্ঠান চালাতে গেলে একটু বেগ পেতে হয়। কিন্তু কাজ সহজ ও সুসাধ্য কর্ত্তে গেলে তাঁদের বাদ না দেওয়াই ভাল।

Federal Bank সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বারান্তরে বলিবার চেষ্টা করিব।

শ্রী প্রকাশচন্দ্র বসু

— ——

শীতকালীন ধান্যের পূর্ব্বাভাষ।

(১৯২৭—২৮)

বঙ্গদেশ।

গত বর্ষ অপেক্ষা এ বৎসর ৮৬°/০ অল্প জমীতে ধান্যের চাষ হইয়াছে। গত বৎসর ১৪,৪৪৮,৩০০ একর জমীতে ধান্যের চাষ হইয়াছিল কিন্তু এ বৎসরে আবাদের পরিমাণ ১৩২১০১০০ একর মাত্র।

কেবল মাত্র জলপাইগুঁড়ি ও মৈমনসিং এ পূরা ফসল ফলিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দশখানি জেলায় ফসলের পরিমাণ ৮০০/° হইতে ৯২°/০। এগার খানি জেলায় ৫০°/০ হইতে ৭৫°/০। মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং বর্দ্ধমানে মাত্র ৩৩°/০ ফলন হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা কম ফলন হইয়াছে মালদহে সেখানে পূরা ফসলের ১৬°/০ ও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ।

বাংলা দেশের সকল জেলা জড়াইয়া এ বৎসর পূরা ফসলের ৭৫°/০ পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়; গত বৎসর ৮৫°/০ পাওয়া গিয়াছিল।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে এক একর জমীতে আগড়া বাদে ১২ মন ঝাড়া ধান উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক এবং যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে গড়ে ৭৮°/০ ফসল ফলিবার সম্ভাবনা তাহা হইলে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে এ বৎসর বঙ্গদেশে ৪৭৩১৪০০ টন বা প্রায় ১২৭৭৪৭৮০০ মণ ধান উৎপন্ন হইবে। আর বৎসর ৫৬৩৯৩০০ টন বা ১৫২২৬১১০০ মণ ধান উৎপন্ন হইয়াছিল; অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসরের ফলন ১৬°/০ কম।

বিহার ও উড়িষ্যা।

বিহার ও উড়িষ্যাতেও এ বৎসর ধান্যের অবস্থা খুব সন্তোষ জনক নহে। বিহারের কোন কোন জেলায় খুব ভালই ফসল হইয়াছে; কিন্তু অনা বৃষ্টির দরুণ অনেক স্থানেই ভাল ধান হয় নাই। উড়িষ্যায় বেশ ফসল হইয়াছিল কিন্তু বন্যায় অনেক স্থানে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সাম্বল পুরে পোকায় অনেক ধান নষ্ট করিয়াছে। কূশী নদীতে বান ডাকার ফলে ভাগল পুরের উত্তরাংশের সমস্ত চাষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা চাষ ভাল হইয়াছে সিংভূমে ও রাঁচীতে। ঐ দুই স্থানের চাষীরা যথাক্রমে ১০০ °/০ এবং ১০৭৭ ফসল পাইবার আশা করিতেছে। কিন্তু পাটনা বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে পূরা ফসলের ৩০ °/০ ও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ।

গত বৎসর বিহার ও উড়িষ্যায় সর্ব্বসমেত ১০৩৪৫০০০ একর জমীতে ধানের আবাদ হইয়াছিল। এ বৎসর সেক্ষেত্রে মাত্র ৯৮১১১০০০ একর জমীতে ধান চাষ হইয়াছে। চাষের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় এবার গড়ে ৭৩ °/০ ফসল পাওয়া যাইবে। এক একরে ১২ মণ ধান উৎপন্ন হয় স্বীকার করিয়া লইলে এবৎসর ফলনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৫৭৩৮০০ হন্দর বা ৮৮৭৪৬৮৪০ মণ; ইহা গত বৎসরের ফলন অপেক্ষা ৩০ °/০ কম।

কালার তত্ত্বকথা।

কালার জন্মস্থান যে কোথা বা কোথা নয় তা ঠিক করে কিছু বলা যায় না। তবে কালা কোথাও বাইরে উকিমারে আবার কোথাও, কোথা যে আছে তার ঠিকানা মেলে না। যেখানে পাথর একবারে উপরে সে খানে একটু খোঁজ তল্লাস করলে কালার দর্শন পাওয়া যায়। কালার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে হ'লে কেমন করে তাকে খুঁজে বা'র ক'রতে হয় তা আগে জানা দরকার। অন্যথা অর্থ সামর্থের অপব্যয় করা হয় মাত্র,কালার দর্শন পাওয়া যায় না। কালার খোঁজে যে কত-লোক সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে পথে বসেছে তার হিসাব ক'রতে গেলে অনেকের নাম ক'রতে হয়। এই জন্যই জায়গা জমি বন্দোবস্ত নিয়ে কতক গুলো লোক একটা দলবেঁধে তার খোঁজে লেগে পড়ে; অর্থ সামর্থের অপব্যয় হ'লে একজনের কারুর মনকষ্ট হয় না। এইটাই হবে আ'জ কা'লকার United concern.

সাগর পারে কালা কখন পদার্পণ করে ছিল তা ঠিক করে কেউ ব'লতে পারে না; তবে ভারতে এসেছেন—তিনি বড় জোর ১০ হাজার বৎসর আগে। হিমালয় পাহাড়টী—যখন সমুদ্রের তলা থেকে তার প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে উপরে উঠে ছিল সবাই বলেন তাতেই ভারতবর্ষের উৎপত্তি। এর প্রমাণ হিমালয় পর্ব্বতের উন্নত শিখরে এখনও সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল অনেকটা অবিকৃত আকারে দেখতে পাওয়া যায় এবং ভারতবর্ষের তিন দিক এখনও সাগর জলে ঘেরা। হিমালয়ের সন্নিকট-বর্ত্তী প্রদেশে চাপের পরিমাণ অধিক ছিল তাই

ভারতের পূর্ব্ব পশ্চিম প্রান্ত এতখানি বিস্তৃত। ক্রমশঃ সেই চাপের সহানুভূতি অল্প হওয়ায় এর দক্ষিণ ধারটী ক্রমে ক্রমে সরু হয়ে পক প্রণালীতে যেয়ে মিশেছে। ভারতের জন্ম গ্রহণের পরই সকল অংশ এত উঁচু হ'য়ে যায়নি। হিমালয়ের পাথর ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে প্রস্তর-কণাবাহী নদীর পুনঃ পুনঃ দিক এবং স্থান পরিবর্ত্তনে স্থির জলের উপর জলীয় প্রস্তর জ'মে জ'মে ভারত বর্ত্তমান আকারে এ'সেছে। এই জলীয় প্রস্তরের সঙ্গে কালার বড় ভাব; কারণ জলকেলিই কালা সবচেয়ে বেশী ভাল বাসে। এই জন্য মনে হয় ভারতের সর্ব্বোচ্চ সীমা রেখা বাদ দিয়ে যে খান হ'তে জলীয় প্রস্তর দেখতে পাওয়া যায় সেই খানেই কালার খোঁজ করলে মিলতে পারে। তবে আর এক কথা হচ্চে হিমালয় ছাড়া ভারতে আরও অনেক পাহাড় পর্ব্বত আছে যাদের দ্বারা স্থান বিশেষে কালাও অখোঁজ হ'য়েছে। পাহাড়গুলো সব আগুনে পাথরের তৈরি। পৃথিবীর অন্তর্দাহে দ্রবীভূত জিনিষগুলা পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত কোন সুড়ঙ্গ (fault) পথে পৃথিবীতে এসে ঠাণ্ডা হ'য়ে পাহাড় তৈরি ক'রে ব'সেছে। ভাল ক'রে খোঁজ করলে এমন সুড়ঙ্গ অনেক দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের তলায় পর্য্যন্ত এমন সুড়ঙ্গের অভাব নাই। সমুদ্র বক্ষে যে সকল ঘূর্ণি সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় সেইগুলাও এইরূপ সুড়ঙ্গের নিদর্শন। সমুদ্রের জল শূন্য-গর্ভ পৃথিবীর ভিতর অবিরত ঢুকছে বেরুচ্ছে। এই ঢোকা বেরোন পৃথিবীর আহ্নিক গতি দ্বারা নিয়মিত হয়। জল পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করে সর্ব্বদাই বাষ্পে পরিণত হচ্চে। বাষ্পের চাপ ক্রমশঃ বা'ড়তে বা'ড়তে যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায় তখনই কোন না কোন একটী সুড়ঙ্গ পথে বেরিয়ে পড়বার চেষ্টা করে; মোটামুটি ভাবে তাতেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি। আজ পর্য্যন্ত যত যায়গায় mining (খোড়া) হ'য়েছে সবগুলো এক ক'রে তার উন্নতি অবনতির (Level section) হিসাব করলে দেখা যায় জলীয় প্রস্তর পৃথিবীর প্রায় ১০ হাজার ফুট নীচে-তক্ সমানই আছে। অতএব অন্ততঃ এই দশ হাজার ফুটের যে কোন যায়গায় কালার বাসা-বাড়ী আছে ব'লে মনে হয়। কোন কোন জায়গায় কালার বাসা-বাড়ী দিব্যি আমিরি চালের, দোতালা, তেতালা ইত্যাদি। কালার সঙ্গে ভাব করে নিজের স্বার্থ বজায় ক'রতে হ'লে কালার যেমন তেমন একটী বাসা বাড়ীর খোঁজ পেলেই হ'ল।

মানুষ জাতটী বড় অনুকরণ-প্রিয়। শুনেছি বানর জাতির ভিতর এ অনুকরণ প্রিয়তা আরও বেশী। এই জন্যই মনে হয় যাদের অনুকরণ প্রিয়তা কোন দর্শন বা স্পর্শন যোগ্য বস্তুজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় কেবল মাত্র "পালে বাঘ এসেছে" গোছের ফাঁকা ডাক শুনে হাজির হওয়া মাত্র তারা যে রাখাল ছেলেদের কথায় মিছামিছি দৌড়ে গিয়ে শক্তি ও সামর্থের অপব্যয় ক'রবে তাতে সন্দেহ নাই। তবে বুদ্ধিমানের মত মাথা খাটিয়ে কয়লার খোঁজ ক'রতে হলে আগে Trial pit বা ছোট কুয়া কেটে দেখতে হয়। যে যায়গায় Lower barakar Series বা লালচে বালি-পাথর দেখা যায় সেখানে কয়লার খোঁজ করার আবশ্যক হ'লে ছোট ২।৪ টী কুয়া ক'রে দেখাই সবচেয়ে ভাল; কারণ তাতে কয়লার সম্বন্ধে যা কিছু জানবার খুব শীগ্‌গির এবং সুন্দর রূপে তা জানতে পারা যায়। যেখানে সাদা বা হল্‌দে রঙ্গের খুব নরম পাথর পাওয়া যায় সেখানে Trial pit না কাটিয়ে হাতে বোরিং (Hand Boring)

করাই ভাল; কারণ তাতে খরচ অনেকটা কম পড়ে। কেউ কেউ বলেন Hand Boring কে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু আমার যতদূর জানা আছে তাতে ত্রিভুজাকারে ২।৪টী বেশী বোরিং করে সব গুলোর Record ভাল করে মিলিয়ে দেখলে তাতে জায়গা'র সম্বন্ধে বেশ একটী অভ্রান্ত ধারণা এনে দেয়। তবে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে প্রতি একরে অন্ততঃ একটী Boring হওয়া দরকার তাহ'লে শেষ তক্ কয়লা পাওয়া গেল না ব'লে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে হবে না। ভারতে পদার্পণ ক'রেই চুনো পুঁটি সব সাহেবই একবারে ভূবিদ্যাবিশারদ হ'য়ে পড়েন, আর তাদের কথা শুনে এ দেশের অনেক লোক প্রতারিত এবং সর্ব্বস্বান্ত হন। প্রচলিত Geological mapএ যা দেখতে পাওয়া যায় অনেক ক্ষেত্রেই তার গলদ বেরিয়ে প'ড়তে বড় বেশী দেরি হয়না; তবে এতে করে একটী মোটামুটি খবর জানতে পারা যায় এই পর্য্যন্ত। সাহেবদের বুদ্ধি শুনে কয়লার কুঠি করবে ব'লে বয়লার পাম্প কিনে, কুলিঘর আপিস বাংলো পর্য্যন্ত তৈরি করে, খাদ কাটাতে যেয়ে মনের আগুণ মনে ঢেকে ভাল ছেলেটির মত ঘরে ফিরেছেন এমন নিরীহ ভদ্রলোকের সংখ্যা যে কত তা ভুক্তভোগীরা অনেকেই জানেন। এই ত গেল কয়লা কুঠি করার কথা।

এর উপর Coal field এ Prospecting lease ব'লে আর এক রকম অভিশাপ আছে। এর সরল অর্থ হচ্ছে কয়লার খোঁজ এবং যায়গার বন্দোবস্ত করার ঠিকা দেওয়ার জন্য এক রকম মেয়াদী বন্দোবস্ত। এতে মেয়াদ বড় জোর ৪।৫ বৎসর দেওয়া হয়।

পরের দেখা দেখি রাতারাতি বড়লোক হবার লোভে অনেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক বাড়ী ঘর দোর বাঁধা রেখে টাকা সংগ্রহ করে, কয়লার জমির Prospecting lease নিয়ে কয়লা না থাকায় শেষ তক পথে ব'সেছেন এমন প্রমাণ হুবহু দেখতে পাওয়া যায়। তাদের মস্ত বড় দোষ হচ্ছে নিজের ওজন না জেনে কাজ করা। অবশ্য তাই বলে যে কাকেও বন্দোবস্ত নিতে বারণ করা হচ্ছে এমন কথা বলছি না। বক্তব্য এই যে যিনিই না কেন একটী নূতনত্বের ভিতর পা দিতে যান আগে তার নিজের সামর্থ কতটুকু ভাল করে ভেবে দেখা উচিত। lease নিতে হলে তার আগে জমিদারের অলক্ষিতে এবং অগোচরে ২।১ মাস সেই জায়গায় থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারলে ভাল হয়।চাই কি কয়লা সেখানে আছে বা না আছে তারও একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌছান যায়।

উপরে জমি যেমন সমতল, ভিতরের পাথরগুলো ঠিক তেমন নয়, এক দিকে ঢালু। খবর নেবার সময় পাথরের উঁচু দিকটা কোনদিকে আগে তার খবর নিতে হয়, তারপর উপর দিকে যেতে যেতে আন্দাজি একটী জায়গা ঠিক করে আশে পাশে খবর নিলেই সব কাজ চুকে যায়। উপরের দিকে কয়লার স্তর একবারে পাথরের উপর দেখা যায়; তখন এরঅবস্থা ঠিক যেন টেবিলে কাত করে এক গোছা বই রাখার মত। ছোট ছোট কুয়া, ডোবা, পুকুর খাদ এমন কি জমির উপর কখন কখনও কয়লা বা কাল রঙের মাটী দেখতে পাওয়া যায়। অনেকে বলেন শালবনের তলে কয়লা থাকবেই তাতে এ সব কষ্ট করার আবশ্যক নাই। কথাটীর সত্যতা কতদূর তা আমার ঠিক জানা নাই। যেমন ক'রেই হোক গোপনে আগে একটী স্থির সিদ্ধান্তে এসে তারপর বন্দোবস্ত নিলে মন্দ হয় না। Prospecting

lease নিয়ে শেষ তক্ বন্দোবস্ত দিয়ে কেউ কেউ বড়লোক হয়েছেন; কেউ বা কুঠিটা একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে বিক্রী করে বা Limited Coyর হাতে তুলে দিয়ে বেশ মোটা রকমের লাভ করেছেন। অবশ্য প্রথম চট্‌কায় তা সম্ভবপর হয়েছে বলে আজও যে ঠিক তাই হবে তা আশা করা চলে না বরং আজকালকার দিনে সেটা একেবারেই অসম্ভব ব'লে মনে করতে পারলে ভাল হয়।

এত গেল Unprospected field অর্থাৎ যেখানে কয়লা আছে কিনা এখন তক জানা যায় নি এমন স্থানের কথা। এ সম্বন্ধে এখন হিসাব নিকাশ না ক'রলেও বড় কিছু আসে যায় না।

আজ কালকার দিনে যাঁরা কয়লার ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হ'তে ইচ্ছা করেন তাঁদের পক্ষে অনেক সুবিধাই প'ড়ে র'য়েছে। নূতন কুঠি করবার পক্ষে একটা প্রধান ভাবনা Railway siding রেলওয়ে কোম্পানী কোন কুঠিতে siding দেবার আগে কুঠির হাট হদ্দ দেখে শুনে, তার একটা আন্দাজি পরমায়ু ঠিক করে, দৈনিক কয়লা তোলার উপর ভিত্তি করেই siding দেন; তাও শুধু মহত্ত্ব দেখিয়ে নয়, অনেক লেখালিখি কান্নাকাটির পর বেশ মোটা রকমের একটা টাকা আদায় করে নিয়ে। আজকাল কুঠি করতে হলে আর siding এর ভাবনা নাই। অনেক কুঠি এমন রয়েছে যা ফুটি ফুটি ক'রে ফুটতে পারে নি। খাদ কাটিয়ে, কল কব্জা ঠিক করে কুলি ঘর, অফিস, বাংলো, ট্রাম লাইন, ডিপো, siding পর্য্যন্ত তৈরি করে অর্থাৎ কুঠিকে রীতিমত সাজিয়ে গুছিয়ে পড়তার বাজারে ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'য়েছে। আজ হ'তে ২।৩ বৎসর আগেকার কথা বলছি, অনেক কুটি যার মূল্য চড়ার বাজারে ৪৫ লাক টাকা ছিল, তা মাত্র ২০,২৫ হাজার টাকা বাকী খাজনার দায়ে বিক্রী হয়ে গেছে। কয়লার বাজার নরম দেখে কেউ নিতে ভরসা করে নি, কাজেই জমিদার খাস ডাকে ডেকে রাখতে বাধ্য হয়েছে। আর নিজের খরচে লোকজন রেখে জিনিষ পত্রের খবরদারি করছে। কয়লার দেশে কয়লাই জমিদারের একমাত্র সম্পত্তি। পাথুরে দেশে এক একটা ৫।৭শ বিঘা জমিদারীতে জমির খাজনা আদায় হয় মাত্র ২।৩শ টাকা আর কালেক্টারীতে খাজনা দিতে হয় আদায়ী খাজনার সমান, অনেক ক্ষেত্রে তারও চেয়ে বেশী, ওর উপর আয়কর ত আছেই। অবশ্য আগে আগে পাহাড়ের কাঠ বাঁশ বেচে কিছু আয় হ'ত; কিন্তু আষ্ঠে পৃষ্ঠে কুঠির দৌলতে ১৲ টাকার জিনিষের ৫৲ টাকা দর হয়ে কাঠ বাঁশের দফা শেষ হ'য়ে গেছে। কাজে কাজেই জমিদারের পক্ষে এখন মৌজা রাখাটা একবারে দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে জন্য তারা মৌজাগুলো যার তার হাতে গছিয়ে দিতে পা'রলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। অতএব তাদের কাছ হ'তে এখন ঐ সকল মৌজা বন্দোবস্ত নেবার কোন ঝঞ্ঝাট নাই। নাম মাত্র একটা সেলামি এবং টন-করা দু এক আনা কমিশন স্বীকার করলেই তারা বন্দোবস্ত দিতে রাজী। যাঁদের কিছু সংস্থান আছে তাঁরা যদি এখন ঐ রকম সাজান গোছান দু একটা কুঠি বন্দোবস্ত নিয়ে যেমন তেমন ক'রে চালিয়ে যেতে পারেন তাহ'লে ভবিষ্যতে বেশ একটু সুবিধা হবে ব'লে মনে হয়।

প্রথম খরচ মাত্র pumping ক'রে অর্থাৎ খাদের জল তুলে ফেলে কাদা মাটী সাফ করা আর ঘর দোর গুলোর আবশ্যক মত সংস্কার করা।

চাই কি এখন কুলিঘরের সংস্কার না করালেও চলতে পারে। প্রত্যেক কুঠির আশে পাশের বস্তিতে অনেক মজুর সকল সময়েই পাওয়া যায়, তারা সকালে কাজ করতে আসে আর সন্ধ্যাকালে কাজ সেরে বাড়ী ফিরে যায়। কুঠির চলতির ব্যাপারে কুলি মজুরের যখন খুব টান ছিল, তখন স্থানীয় কুলি মজুর বাদে বিদেশী লোক এনে তাদের সকল সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করে তাদিগকে গুরুর যত্নে রা'খতে হত। সেই জন্য কুলিঘর কুঠির একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল, কিন্তু এখন আর সে বালাই নাই। অবশ্য মজুরী খুব না কমলেও, দু' বেলা কুলিদের ঘরে যেয়ে বকশীষ সর্দ্দারি দিয়ে, খোসা মুদি ক'রে আনবার আবশ্যক হবে না। এমন কি কোন একটা কুঠি খুলেছে শুনলেই অনেক জন মজুর আপন হ'তে এসে হাজির হবে। এতেও কুঠির মস্ত বড় একটা খরচ বেঁচে যাবে।

এর পর কয়লা তুলে বিক্রী করার কথা। চেষ্টা ক'রলে যে এখনও দু একটা খরিদদার যোগাড় করা যায় না এমন বোধ হয় না। যদি তাও না মেলে তা'হলে কয়লা বিক্রীর আরও একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বেঙ্গল নাগপুর রেলের দামোদর হ'তে সুরু করে খড়্গপুর পর্য্যন্ত যায়গার ধারে পাশে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে কেবল জ্বালানির জন্য অনেক কয়লার আবশ্যক হয়। আগে আগে সে সকল জায়গায় যে ডিপো ছিল তা ছোট খাট কুঠি বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হ'য়ে গেছে। কাজে কাজেই এ পড়তির বাজারেও ঐ সকল জায়গায় কয়লার দর আদৌ কমেনি বরং বেড়েই গেছে। কুঠি খুলে মালিক যদি ২।৫টা জায়গা বেছে নিয়ে নিজে ডিপো খুলে বসেন তা হ'লে মাঝারী রকমের দু একটা কুঠির কয়লা বিক্রী করতে ভাবনার আবশ্যক হয় না। এত হ'ল কোন রকমে চালিয়ে যাবার কথা অর্থাৎ গান গাওয়া সুরু করার আগে সারে গামা ভাঁজার মত। তারপর যখন সময় ফিরবে তখন ঐ সকল কুঠিই আবার নিজমূর্ত্তি ধরতে পারবে। অনেকে হয়ত বলবেন যখন কয়লার বাজার উঠবে তখন যে আবার সারি সারি কুঠি গজিয়ে উঠবে না তা কে বলতে পারে? অবশ্য ভেবে দেখলে এরও একটা সমাধান করা যায়।

আগে আগে Coal Industry ছিল Industrial worldএর অর্দ্ধেক ঘিরে। এখন তার স্থল যে কত নীচে যেয়ে প'ড়েছে তা চার দিকে চাইলেই বুঝতে পারা যায়। Private Coy থেকে Alliance Bank এর Liquidation তক হিসাব ক'রে দে'খলে মনে হয় কয়লা কুঠির উপার্জ্জিত পয়সা বোকামি আর বাবুয়ানিতে গ্রাস করে ফেলেছে। প'ড়ে আছে কেবল কয়েকটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস আর জগৎজোড়া হা হুতাশ। অবশ্য এখন যদি বন্দোবস্ত নেওয়া না হয় তা হ'লে আর কিছুদিন পরে সাজান গোছান কুঠি ভেঙ্গে চুরে 'যথাপূর্ব্বং তথাপরং' হ'য়ে যাবে, দীর্ঘকাল জলে ডুবে খাদের অবস্থাও এমন খারাপ হ'য়ে পড়'বে যে পুরাতন খাদে আর কাজ চলবে না, নূতন খাদ কাটাবার ব্যবস্থা করতে হবে। পুরাতন জলে ডোবা খাদকে জোর করে কাজচলা করতে হ'লে, জল তোলাই, কাদা মাটী পাথর সাফ করা আর ঠেকা দেওয়া (Propping) এর খরচে

যা পড়বে তাতে ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রী হ'য়ে উবচে প'ড়বে। অধিকন্তু দীর্ঘকাল অব্যবহৃত থাকলে রেল কোম্পানী Siding থেকে জিনিষপত্র তুলে নিয়ে 'পুনর্মূষিকোভব' ক'রে ছাড়বে। পুনশ্চ লোকসান দিতে দিতে জমিদারদের হাত পা অবশ হ'য়ে উঠলে কুঠি এমন শক্ত যায়গায় যেয়ে প'ড়বে যে তখন নামমাত্র সেলামি বা কমিশনে বন্দোবস্ত পাওয়া সম্ভব হবে না।

কাজে কাজেই বাজার হিসাবে কুঠির গুমোর ও বেশ একটু বেড়ে যাবে। কিন্তু এখন হ'তে আগলে চলতে পারলে তখন আর সে চালই থাকবে না, চাই কি চড়ার মুখে জোগান দিতে পারলে অল্পেই বেশ দুপয়সা লাভ হবে। অতএব এই সুযোগে যদি কেউ কয়লার ব্যবসা সুরু করেন তা হ'লে আশা করা যায় তাঁর উন্নতি বই অবনতি হবে না।

এ ছাড়া কুঠিতে আর একটা ব্যবসার জিনিষ আছে। সেটা হচ্ছে Fire clay. Fire clay হচ্ছে এক রকম মাটী, পুরাকালে কয়লা উৎপাদক বৃক্ষের জন্মস্থান যোগ যায় আশে পাশে, বীরভূম অজয় নদের তীর তক এই রকম মাটী যথেষ্ট আছে এমন কি স্থানে স্থানে ৩।৪ ফুট পর্য্যন্ত স্তরে দেখতে পাওয়া যায়। এই মাটী হ'তে তৈরি ইটগুলা খুব বেশী আগুনের উত্তাপ সহ্য ক'রতে পারে ব'লে এর নাম Fire clay. Fire clay থেকে ইট্ তৈরির কারখানা বরাকর হ'তে ঝরিয়া তক এই ৩০ মাইলের মধ্যে অনেক গুলোই দেখতে পাওয়া যায়। তারা নিজেরা মাটী তোলে না বা তুলে জোগাতে পারে না কাজেই ঠিকাদারদের কাছ হ'তে টনকরা ৩।৪ টাকা দরে কিনতে বাধ্য হয়। তাতে সব খরচ দিয়ে টনকরা ১৲।১॥০ লাভ থাকে।

কয়লার স্তরের ছাদ বা মেজেতে এই রকম মাটী প্রায়ই দেখা যায়। যে যায়গায় এই মাটি থাকে সেখান হ'তে একবারে তুলে ফেলতে না পারলে ছাদ বা মেজে বড় বিপজ্জনক হয়। কিন্তু তা একবারে তুলে ফেলতে পারলে ছাদ বা মেজে ত নিরাপদ হয়ই তার উপর মাটী বিক্রী করে বা কাজে লাগিয়েও দুপয়সা লাভ হ'তে পারে।

সিমেণ্টের প্রধান উপকরণ Fire clay. যাঁরা ঐ মাটী হ'তে নিজে ইটতৈরির কারখানা ক'রতে পারেন তাঁদের দু রকম ব্যবসাই চলতে পারে। তা নাহ'লে Fire clay একটা Crushing Machine এ পিষে সিমেণ্ট তৈরির ব্যবস্থা করতে পারেন। জিনিষ ভাল হ'লে তাহার বিক্রী হবার কোন ভাবনা নাই। চাই কি, আনা নেওয়ার খরচপত্র অল্প লাগার কারণ অন্যান্য চলতি জিনিষের চেয়ে সস্তায় বিক্রী করতে পারা যায়। সস্তা দিতে পারলে আর কাজে সমান হ'লে তার কাটতি যে হবেই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আরও একটা কথা অনেক দিন হ'তেই ভেবে আসছি; দুর্ভাগ্যবশতঃ নিজে পরীক্ষা করে দেখার সুবিধা হ'য়ে উঠেনি। সেটা হচ্ছে Fire clay জিনিষটাকে জমির সার হিসাবে ব্যবহার করার কথা। যখন এই Fire claya উপর ১২০ ফুট তক কয়লার স্তর হবার উপযুক্ত গাছ পালা জন্মাতে পেরে ছিল, তখন তাতে যে এখন ও কিছু পুরাতন তেজ অবশিষ্ট আছে এমন ধারণা করা অসম্ভব নয়। অবশ্য সে সময় হ'তে এখন তক্ যদিও গুরুভারে তার

অনেকটা পরিবর্ত্তন হ'য়ে থাকে তা হ'লেও সেই মাটী চূর্ণ করে এক যায়গায় রেখে, আলো বাতাস জল দিয়ে তৈরি ক'রে জমির সাররূপে ব্যবহার করলে সুফল হবে এমন আশা করা যেতে পারে। অন্ত কিছু ফসলে এই সার কাজ করুক না করুক আনারসের ক্ষেতে যে বড় একটা সুন্দর ফল হবে এ আমার স্থির বিশ্বাস। এর পরীক্ষার ফল অনুগ্রহ করে কেউ জানালে বাধিত হব।

শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য।

শস্যের পূর্ব্বাভাস।

সর্ষপ, রাই ও তিসি।

এবৎসর অর্থাৎ, ১৯২৭-২৮ সালে কিঞ্চিদধিক ২৯৬০০০০ একর জমিতে রাই ও সর্ষপের চাষ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। এইটী প্রথম পূর্ব্বাভাস, কাজেই এখনই নির্ভুল হিসাব দাখিল করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। যুক্তপ্রদেশের অনেক স্থানে রাই, সর্ষপ ও তিসির সহিত বার্লি, ছোলা প্রভৃতি অন্যান্য শস্যও বপন করা হয়; এইজন্য ঐ অঞ্চলে যে পরিমাণ জমীতে রাই, সর্ষপ বা তিসির সহিত অন্য কিছুর চাষ করা হইয়াছে উল্লিখিত হিসাবে তাহা ধরা হয় নাই।

রাই ও সর্ষপের পূর্ব্বাভাস সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রদেশের নাম	১৯২৭-২৮	১৯২৬-২৭	বৃদ্ধি+বা
	একর	একর	একর
যুক্তপ্রদেশ	১৫৭০০০	১৪৩০০০	+১৪০০০
পাঞ্জাব	৭৫৬০০০	৭৭৩০০০	—১৭০০০
বিহার ও উড়িষ্যা	৬৯৮০০০	৭২৬০০০	—২৮০০০
বাংলা	৬৯৬০০০	৭৫৯০০০	—৬৩০০০

প্রদেশের নাম	১৯২৭-২৮	১৯২৬-২৭ একর	বৃদ্ধি+বা হ্রাস একর
আসাম	৩৫৩০০০	৩৪৮০০০	+৫০০০
বোম্বাই	১৫০০০০	১৭০০০০	—২০০০০
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৭৬০০০	৯৮০০০	—২২০০০
দিল্লী	৪০০০	৩০০০	+১০০০
আলোয়ার	৫৫০০০	৪৫০০০	—১০০০০
বরদা	১১০০০	২০০০০	—৯০০০
হায়দ্রাবাদ	৪০০০	৪০০০	...
মোট	২৯৬০০০০	৩০৮৯০০০	—১২৯০০০

তিসি

প্রদেশের নাম	১৯২৭-২৮ একর	১৯২৬-২৭ একর	বৃদ্ধি বা+হ্রাস একর
মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার	১০৯৩০০০	১২৩৪০০০	—১৪১০০০
যুক্তপ্রদেশ	৩৯৯০০০	৩৭৯০০০	+২০০০০
বিহার ও উড়িষ্যা	৬০৮০০০	৬৩৭০০০	—২৯০০০
বোম্বাই	৮৩০০০	৮১০০০	+২০০০
বাংলা	১২০০০০	১২৮০০০	—৮০০০
পাঞ্জাব	২৮০০০	৩০০০০	—২০০০
হায়দ্রাবাদ	১৯১০০০	১৭৮০০০	+১৩০০০
কোটা (রাজপুতনা)	৫২০০০	৬৭০০০	—১৫০০০

ঘিএর ব্যবসায়ের কারচুপী।

(এটোয়ার পত্র)

মহাশয় !

আমি আপনার একজন নূতন গ্রাহক এবং প্রবাসী বাঙ্গালী। পশ্চিমেই আমার জন্ম এবং পশ্চিমেই প্রায় সমস্ত জীবন বোধ হয় কেটে যাবে। বাঙ্গালায় খুব অল্পই গিয়েছি, কিন্তু বাঙ্গালার জন্ম প্রাণ যে ভাবে টানে তা পত্রে প্রকাশ করা যায় না। আপনার "ব্যবসা ও বাণিজ্য" আমাকে যেন বাঙ্গলার অতি নিকটে এনে দিয়েছে। তাই আজ ভাঙ্গা ২ বাঙ্গলায় আপনাকে দু চারটি কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। অনুগ্রহ করে আমাকে নূতন এবং তুচ্ছ গ্রাহকের মধ্যে ফেলে উপেক্ষা করবেন না। আমার বিশ্বাস আমি এ দিককার অনেক খবর দিতে পারব, তাহাতে আপনার গ্রাহকদের লাভ বই ক্ষতি হবে না।

আমি যখন আলিগড়ে অন্তরীণ অবস্থায় ছিলাম তখন মাখনের এবং ঘীয়ের বিষয় অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করি। এখন এটোয়ায় আছি, Ghee Merchants Association এর Laboratoryতে Ghee analyse করে থাকি; প্রত্যহ ১০০।২০০ Sample আমাকে দেখতে হয়। প্রত্যেকটা analyse করে পরীক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব। দুই তিনটা করে analyse করা যায়, বাকী Butyro Refroctometer এর সাহায্য নিয়ে এবং চ'খে দেখে, শুঁকে কাজ চালাতে হয়।

ঘী চিনে নেওয়া খুব কঠিন। বিশেষ করে আজকাল যে রকম বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভেজালের জিনিষ আবিষ্কার হচ্চে তাতে দিন কে দিন কঠিন সমস্যায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এ বিষয় আপনার কাগজে কয়েক বার পড়লাম—সরকারের সাহায্য নেবার জন্য অনেক চেষ্টা ও বিফল হল। কোন উপায় আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না—কি করে ভেজালের কঠিন বিষদাঁত ভাঙ্গা যায়। অনেক চিন্তার পর, এবং আঘাত খেতে খেতে মানুষের চোখ আপনিই খুলে যায়। এখন সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে কাজ করবার যুগ এসেছে। সমস্ত বড় বড় ব্যাপারীরা organized হয়ে মাল খরিদ করতে আরম্ভ করেছে। যাহারা ভেজাল দিয়ে মাল বিক্রী করত তারা কঠিন শাস্তির তাড়নায় অনেক সায়েস্তা হয়েছে, এখন বাজারে ভাল মালের আমদানী হচ্ছে। কিন্তু মফঃস্বলে যাঁহারা ঘী খানেওয়ালা তাঁহারা কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারেন না যে এই জিনিস সম্পূর্ণ খাঁটী। তাঁদের মনে এতই অবিশ্বাস হয়ে গেছে যে ভাল জিনস পেলেও বিশ্বাস করতে পারেন না—কেন না জিনিষ চেনবার ক্ষমতা আদবেই তাঁদের নেই। তা ছাড়া এত বেশী ঠকেছেন যে তাতে বিশ্বাস করা বা না করার প্রশ্নই আর তাঁদের মনে ওঠে না। বাজারে ভেজাল

জিনিষও চোখ বুঁজে কিনে থাকেন। যাহারা ভেজাল দেয় তাহারা বেশ দুই পয়সা রোজগার করতে পায়, সকলেই চালাক হলে তাদের আর লাভ থাকে না। যাহারা ঘী খেয়ে থাকেন, তাঁহারা যদি নিজে নিজে সাবধান হয়ে বেশ সজ্ঘবদ্ধ হয়ে Manufacturer এর কাছ থেকে directly খরিদ করতে পারেন তা হলেই একমাত্র সম্ভব যে ভাল এবং খাঁটী জিনিষ পেতে পারেন।

এখানে গ্রামে কৃষকেরা ঘী তৈরী করে; তাদের কাছ থেকে গ্রাম্য বেণে খরিদ করে একত্র করে জমা করে রাখে, সেই বেনের কাছ থেকে আবার একজন ব্যাপারী উটের ওপর ৪।৫ মণ বোঝাই করে মোকামে নিয়ে আসে। কেউ বা বয়েল গাড়ীতে ১০।১২ মণ একত্র করে নিয়ে আসে। এই ভাবে চারিদিককার ব্যাপারীরা বড় বড় আড়তে মাল রাখে, যেখান থেকে কলকাতার,রেঙ্গুনের ব্যাপারীরা খরিদ ক'রে প্রায় ১০০;২০০ মণ একত্র করে বাহিরে চালান দিয়ে থাকেন। খুর্জা, হাতরস, এটোয়া সিখোহাবাদ ইত্যাদি সব বড় বড় মোকামে এইরূপ হয়ে থাকে। কত দিনের কত পচা মাল একত্রে মিশিয়ে নিয়ে জ্বাল দিয়ে পরিষ্কার করে টীনে ভর্ত্তি করা হয়। সেই জিনিষ আপনারা সব খেয়ে থাকেন। ঘী হিসাবে খাঁটি হলেও, সম্পূর্ণ খাঁটী বলতে পারি না। ইহাতে গরুর, মহিষের ছাগলের, ভেড়ার সমস্ত দুধ একত্র করে ঘী তৈরী হ'য়ে থাকে।

তারপর কত দিনের বাসি দেখুন। দই থেকে ননী তুলে কিছুদিন কৃষক পচা ছেঁড়া পড়া হাঁড়ির মধ্যে রাখল, তারপর গ্রামের ছোট্ট মহাজন (বেণে) বড় মটকায় জমা করতে থাকলেন, তার মধ্যে ইঁদুর টিকটিকি মরে মরে পচে থাকল, বেশ ওজনেও বাড়ল। উটের ওপর বোঝাই হয়ে মোকামে আসল, এক একটী মোকামে ১০০;২০০ ৩০০ মণ প্রত্যহ ঘীয়ের আমদানী হয়ে থাকে। তার মধ্যে প্রায় ১৫।২০ জন খরিদ্দার ঘী খরিদ করে চালান দেবে। রোজ একটু একটু খরিদ করে এক গাড়ী মাল একত্র করে পাঠাবে। কিছু দিন মাল গাড়ীতে বন্ধ থাকবে, কলকাতায় টীনের মধ্যে বন্ধ হয়ে থাক্‌বে কিছুদিন, তারপর কেণারীর ঘরে শ্বাস রুদ্ধ হ'তে থাক্‌বে। তারপর খানেওয়ালা বাবুদের বাড়ী গিয়ে মুক্তি পাবে। এই গেল আপনার ঘীয়ের ইতিহাস।

আপনারা যতই চেষ্টা করুন Corporation কিম্বা সরকার বাহাদুর কাহারও সাধ্য নাই যে ভেজালের হাত হতে রক্ষা করে। এত হাত ঘুরে জিনিষ আমদানী করলে কখনই ভাল জিনিষ পাওয়া যেতে পারে না। Sweden, Denmark, Australia ইত্যাদি বড় বড় দেশে লোকে ভেজালের হাত হতে কি করে মুক্তি পেয়েছে দেখুন—সেই উপায়ে যদি আপনারা জিনিষ আমদানী করিতে পারেন তাহলেই একমাত্র খাঁটী ভাল জিনিষ পেতে পারেন।

এখন সংক্ষেপে আমি আপনাকে একটা Scheme দিতেছি। এই সব মোকামের আশ পাশের গ্রামে ছোট ছোট Co-operative society করা হক (এখন কিছু করা হয়েছে)। সেই গ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে directly জিনিষ খরিদ করে খানেওয়ালা বাবুরা যদি নিতে পারেন, তা হলেই জিনিষটা খুব সহজে এবং খাঁটী পেতে পারবেন। কেবল কৃষকদের মধ্যে co-operative society করলেই চলবে না। খানেওয়ালাদেরও society করতে হবে। কৃষকদের নগদ দামটা তৎক্ষণাৎ চাই। "মাল

গেলে মাইনা পেলে ঘীয়ের দাম দেব" বল্লে চলবে না। কৃষকদের মাল তৈরী হওয়া মাত্রই দাম চাই। কলকাতায় কতকগুলা গ্রাহক ঠিক করা হক যাঁহারা এই co-operative societyর জিনিষ ছাড়া আর কোনও ঘী খরিদ করতে পারবেন না, এবং মাসে তাঁদের কত ঘীয়ের দরকার তারও একটা estimate করা হউক। এই রকম গ্রাহক যদি ৫০ জন হয় এবং প্রত্যেকে পাঁচ সের করে খরিদ করেন তা হলে এখানে ২টা Society supply করতে পারে।

ধরুন ৬/মণ ঘী একটা লোক গ্রাহকদের বাড়ী বাড়ী দিয়ে এল,সে অনায়াসে মাসিক ২৫৲।৩০৲ মাইনা নিয়ে এই কাজ করতে পারে। তাহাতে গ্রাহকেরা ২৸০, ২।০ সেরে বেশ সুন্দর ঘী বারমাস পেতে পারবেন। এই দর co-operative Societyর সঙ্গে Contract করতে হবে। আমি এই রকম ঘী কয়েক জনকে পাঠিয়েছি। তাঁরা খেয়ে খুব খুসী হয়ে আমাকে পাঠাবার জন্য বার বার অনুরোধ করছেন ' কিন্তু অল্প অল্প পাঠালে দর বেশী পড়ে যায়। অল্প মূল ধনে কেউ যদি কর্‌তে চান তাঁহাকে আমি Supplyএর ব্যবস্থা করে দিতে পারি। এই বছরের ৪র্থ সংখ্যার ৫নং পত্রে শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর হাজরা মশায় লিখছেন যে তাঁর গব্য এবং মহীষের ঘৃত দরকার, তাঁকে আপনি এই সূচনটা পাঠিয়ে দেবেন। তাঁর পত্রে আমার মনে হল যে তিনি খুব উৎসাহী পুরুষ, তাঁর দ্বারা এই কাজ খুব সম্ভব সফল হবে। আচ্ছা আপনার কাছে কি কোন গুড় থেকে চিনি তৈরী করবার ছোট হ্যাণ্ড মেশিন আছে?

এখানে একটা গ্রামে কাচের চুড়ী প্রস্তুত হয়, তারা খুব বড় বেপারী, ইহাদের কাছ থেকে পাই-কারী দরে কলকাতায় চুড়ীর ব্যবসা করতে পারা যেতে পারে। এ বিষয় কেহ ইচ্ছা করলে আমি সঠিক খবর দিতে পারব। মাখনে রং করবার আকরাখের বীজ কোথায় পাওয়া যায়?

চিঠিখানা মস্ত বড় হয়ে গেল। আমার বাঙ্গলা লেখা অভ্যাস নাই—লজ্জার কথা বটে। কিন্তু নির্লজ্জ না হতে পারলে বাঙ্গলার আনন্দ হতে বঞ্চিত হব। তাই আপনাকে লিখলাম। যদি উচিত মনে করেন তাহলে আমাকে উত্তর দিবেন। খাম পাঠালাম। আর একটা বিশেষ ভাবে অনু-রোধ করছি অনুগ্রহ করে Central Tipperah Tea Co.এর বিষয় বিস্তারিত জানালে বড় বাধিত হব। নমস্কার—*

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

* আমাদের অনুরোধে পত্র-লেখক ঘি সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে কেমন করিয়া সমবায় প্রণালী মতে শিক্ষিত যুবকেরা ঘিয়ের ব্যবসায়ে নামিতে পারেন তাহার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। আষাঢ় মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" এই প্রবন্ধ বাহির হইবে। আমরা সকলকে এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

নূতন জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী।

[জানুয়ারী ১৯২৮ সাল]।

১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষে ৫৬টী জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছিল। উহাদের সম্মিলিত মূলধন (Authorised Capital) ১৪৭ লক্ষ টাকা। ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসের রেজেষ্ট্রীকৃত কোম্পানীর সংখ্যা ও তাহাদের সম্মিলিত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ৫০টী এবং ৩৮০ লক্ষ টাকা। যাহা হউক গত জানুয়ারী মাসে বঙ্গদেশে ২৩টী (মূলধন ২৭ লক্ষ টাকা) এবং বোম্বাইয়ে ১৩টী (মূলধন ৮৯ লক্ষ টাকা) কোম্পানী স্থাপিত হয়। ঐ মাসে স্থাপিত সর্ব্বাপেক্ষা বড় কোম্পানীর নাম "দি এটলাস মিলস্ কোং," বোম্বাই। উহার নামীয় (Authorised) মূলধন ৩৫ লক্ষ টাকা।

১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাসে বঙ্গদেশে যে কয়টী জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়াছিল তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ব্যাঙ্ক	মূলধন।
১। চাল গোলাবাড়ী মহাজন ব্যাঙ্ক—ডিঃ মহম্মদ আনেয়ারুদ্দিন তরফদার। চারগোলা বাড়ী। পোঃ আঃ—গুণের বাড়ী, মৈমন সিং, বঙ্গদেশ।	৫০০০০৲
২। বহরমপুর ব্যাঙ্ক—সহকারী ম্যানেজিং—পি, এন, সাহা। পোঃ আঃ- বহরমপুর। জেলা দিনাজপুর।	১০০০০০৲
৩। নীলফামারী জোতদার ব্যাঙ্ক—ডিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জি। নীলফামারী।	৫০০০০৲
৪। দুর্গাবাড়ী লোন ও ব্যাঙ্ক—ডিঃ এম্, এন, বোস, জামালপুর। মৈমন সিং।	৫০০০০৲
৫। টাঙ্গাইল পপুলার ব্যাঙ্ক—ম্যাঃ ডিঃ—আর এল, ভৌমিক, পাকুটিয়া লজ্। টাঙ্গাইল।	৫০০০০৲
৬। মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক (ইণ্ডিয়া)—ম্যাঃ এঃ—আর উইন এণ্ড কোং ৮, ক্যানিং ষ্ট্রীট। কলিকাতা।	২০০০০০৲
মধ্যে ২ ৮৭। বারহাট্টা ব্যাঙ্ক—ডিঃ—মণি মোহন গুঁই। বারহাট্টা। মৈমন সিং।	৫০০০০৲

ব্যাঙ্ক :—	মূলধন।
৮। বারিটালি কর্পোরেসন ব্যাঙ্ক—ডিঃ ইস্‌মাতুল্লা পাইকার; বারিটালি; পোঃ আঃ ধুলোট। বগুড়া।	৫০০০০৲
৯। গাইবান্ধা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক—ডিঃ—এস, কে, চক্রবর্ত্তী। গাইবান্ধা; রংপুর।	৫০০০০৲
১০। মৈমনসিং লক্ষ্মী নারায়ণ লোন আফিস—ডিঃ—বি, সি বণিক। রঘুনাথ জীউয়ের রোড। মৈমনসিং।	১০০০০০৲
১১। গুরুদাসপুর লোন কোং—ডিঃ—বি, এন, কুণ্ডু। গুরুদাস পুর, রংপুর।	১০০০০০৲
১২। বারিটালি লোন কোং ডিঃ—আসিমুদ্দিন তালুকদার। সিয়ালি পোঃ আঃ ধুলোট। বগুড়া।	১০০০০০৲
১৩। হাজিপুর লোন আফিস—ম্যাঃ ডিঃ—তায়েবালী আহাম্মদ। হরিপুর, কালী বাড়ী পোঃ আঃ। মৈমনসিং।	২৫০০০৲
১৪। বেলনা ইউনিয়ন লোন কোং—ডিঃ—সৈয়দ মতিয়ার রহমান। বেলনা, পোঃ আঃ—হেমনগর। মৈমনসিং।	৫০০০০৲
১৫। ভৈরব লোন কোং—ডিঃ—বি, সি, ধর। ভৈরব। মৈমনসিং।	১০০০০০৲
১৬। রায়ের ইষ্টেটস্ (Private)—৬, চার্চ লেন। কলিকাতা।	২০০০০৲
যান, বাহনাদি :—	
১৭। ইণ্ডিয়ান সিপিং কোং—ম্যাঃ এঃ—বিরলা ব্রাদার্স এণ্ড কোং। ১৩৭, ক্যানিং ষ্ট্রীট। কলিকাতা।	১০০০০০০৲
১৮। সিরাজগঞ্জ মোটর কোং—ডিঃ—জে, কে, চক্রবর্ত্তী। সিরাজগঞ্জ; পাবনা।	২৫০০০৲
১৯। পাবনা বাইসেন্স মোটর সার্ভিস। পাবনা।	৫০০০০৲
ট্রেডিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারীং :—	
২০। টি, নন্দী এণ্ড কোং—১২ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।	১০০০০০৲
২১। ইষ্টার্ণ ইম্পোর্টারস্—১২৭ লোয়ার সার্কুলার রোড। কলিকাতা।	২০০০০৲
চা বাগিচা :—	
২২। বুড়ী ডিহিং টি কোং—ডিঃ—ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জী। ৬-বি হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট। কলিকাতা।	৩০০০০০৲
খনি :—	
২৩। বাসেরা কোল কোং—ম্যাঃ এঃ—ভোলা নাথ দাস এণ্ড কোং, বহুবাজার। চন্দন নগর, হুগলী।	১০০০০০৲

মোট মূলধন—২৭৩৫০০০৲

ফেব্রুয়ারী মাস, ১৯২৮ সাল।

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতবর্ষে ৫৪টী জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছিল। উহাদের সম্মিলিত মূলধন (Authorised Capital) ৮২ লক্ষ টাকা। গতবর্ষে ঐ মাসে ৪২টী কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়াছিল এবং তাহাদের সম্মিলিত মূলধন ছিল ১২৮ লক্ষ টাকা। যাহা হউক গত ফেব্রুয়ারীতে বঙ্গদেশে ১৯টী (মূলধন ২৪লক্ষ টাকা) মান্দ্রাজে ১১টী (মূলধন ১৩ লক্ষ টাকা) এবং বোম্বায়ে ৬টী (মূলধন ১৯ লক্ষ টাকা) কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কোম্পানীর নাম "দি প্রোপেক্টার ইন্সিওরেন্স কোম্পানী" বর্ম্মা। উহার মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। বঙ্গদেশে যে ১৯টী কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) ব্যাঙ্ক, লোন, ইন্সিওরেন্স।

১। রাজলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক—ডিঃ—কে, বি, দে উজানচর, ত্রিং — ১০০০০০৲

২। গাইবান্ধা সিটি ব্যাঙ্ক—সেক্রেঃ—হরিহর মজুমদার। গাই বান্ধা, রংপুর। — ৫০০০০৲

৩। কুণ্ডাবাড়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—জয়েন্ট ম্যাঃ ডিঃ—ডি, সি, গুহ। কুণ্ডাবাড়ী, পোঃ গুলের বাড়ী, মৈমন সিং। — ৫০০০০৲

৪। রায়গঞ্জ লোন আফিস—ডিঃ—যজ্ঞেশ্বর রায়। রায়গঞ্জ পোঃ নগরবন্দ, রংপুর। — ২০০০০৲

৫। বিষ্ণু নাথ লোন কোং—ম্যাঃ ডিঃ—মোহিনী মোহন গাঙ্গুলী। ধারমা, পোঃ—দেওয়ান গঞ্জ মৈমন সিং। — ৫০০০০৲

৬। ভেবলা লোন আফিস—জয়েন্ট ম্যাঃ ডিঃ—এন. কে; পাণ্ডিত। ভেবলা, পোঃ—ভিগপাইল। মৈমন সিং। — ৫০০০০৲

৭। বিরি লাহিরী বাড়ী ট্রেডিং এণ্ড ব্যাঙ্কিং কোং—ডিঃ—মধুসূদন সরকার। বিরি লাহিরী বাড়ী, পাবনা। — ২০০০০৲

(খ) যান, বাহনাদি ঃ—

৮। ইনটার ন্যাশন্যাল গ্যারেজ— — ২০০০০৲

(গ) ট্রেডিং, ম্যানুফ্যাকচারীং ঃ—

৯। ওরিয়েন্টাল ফারমেসী এণ্ড ষ্টোর্স—ফরিদপুর টাউন। — ৩০০০০৲

১০। Sohering-Kahlbaun (gudia)—ষ্টিফেন হাউস, ৪ ডালহৌসী স্কোয়ার) কলিকাতা। — ২৫০০০০৲

মূলধন।

১১। হাইড্রোজেনেটেড অয়েল প্রোডাক্টস্—ম্যাঃ এঃ—গাঙ্গুলী এণ্ড কোং ১৩৩ ক্যানিং ষ্ট্রীট। কলিকাতা। ৪০০০০০৲

১২। কারতারক এণ্ড কোং—(Private) ১১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩। মোলাসেস ডেভেলপ্‌মেণ্ট কোম্পানী—ষ্টীফেন হাউস, ৪নং ডালহৌসী স্কোয়ার। কলিকাতা। ১০০০০০৲

১৪। ম্যানুফ্যাক্চারার্স কর্পোরেশন—ম্যাঃ এঃ—গুপ্ত এণ্ড কোং, দিনাজপুর টাউন। ৫০০০০৲

(ঘ) মিল, প্রেস ইত্যাদি।

১৫। রাইজিং ইন্‌ডাষ্ট্রীস্—ম্যাঃ ডিঃ—জে, রায়। ৪ শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫০০০০০৲

১৬। রংপুর অয়েল মিলস্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী—ম্যাঃ এঃ—দাস গুপ্ত এণ্ড কোং। রংপুর। ২০০০০৲

(ঙ) চা বাগিচা ঃ—

১৬। কায়াং টি সীড কোং—ম্যাঃ এঃ—সা, ওয়ালেস এণ্ড কোং। ৪ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট কলিকাতা। ২০০০০০৲

১৮। ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটী টি এষ্টেটস—ম্যাঃ এঃ—এম, এল দে এণ্ড কোং। ৩৫৬ আপার চিৎপুর রোড। কলিকাতা। ২৫০০০০৲

(চ) হোটেল, থিয়েটার ইত্যাদি।

১৯। নারায়ণ গঞ্জ বায়স্কোপ কোং—ম্যাঃ এঃ—ইণ্ডিয়ান সিনেমা কোং। নারায়ণ গঞ্জ, ঢাকা। ৫০০০০৲

মোট—২৪১৫০০০৲

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল

কলিকাতার যে সমস্ত ব্যবসায়ী খাদ্যে ভেজাল মেশানর অপরাধে ১৯২৭ সালের নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা	খাদ্যদ্রব্যের নাম	জরিমানার পরিমাণ
মনসারাম শ্যামসুন্দর ৩২।১ মহিম হালদার ষ্ট্রীট্।	সরিষার তৈল	১৫০৲
ছামন খাঁ—২৩ জষ্টিস্ রমেশ চন্দ্র রোড্।	ঐ	৮৲
বদরি প্রসাদ—১৩২।২ রসা রোড্।	ঐ	৩৫৲

নাম ও ঠিকানা	দ্রব্যের নাম	জরিমানার পরিমাণ
বদরি প্রসাদ ঐ	ঘৃত	৫০৲
মনস্থকরাই ১২৬ মনোহর পুকুর রোড্।	ঐ	৪০৲
অনন্ত মণ্ডল—৭।২ বি হাজরা রোড	ঘৃত	৩৫৲
সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৭৭ কালীঘাট রোড	ক্ষীর	২৫৲
অমরচাঁদ ঘোষ ২৭৫ কালীঘাট রোড	ঐ	২৫৲
রামচন্দ্র রক্ষিত ১২, শাঁখারি পাড়া রোড	মিষ্টান্ন	২০৲
অমরনাথ পাত্র ৪৯ রূপনারায়ণ নন্দন লেন—	দুগ্ধ	২৫৲
যমুনা রাম শা—২।১ হাজরা লেন	ভৈসা ঘৃত	৪০৲
সুন্দর মল ও গুলজার মল। ২৭ সার্কুলার রোড্	ঘৃত	১০০৲
ঐ	সরিষার তৈল	১০০৲
গৌরী সাউ এবং ভগবতী প্রসাদ। ওল্ড বৈঠকখানা বাজার	ঐ	১৫০৲
জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। নিউ বৈঠকখানা বাজার	দুগ্ধ	২৫৲
সম্পাল সাউ ও চন্দ্র সাউ ১৭-১-২ বৈঠকখানা রোড	ঘৃত	৬০৲
শরৎচন্দ্র ঘোষ। ওল্ড বৈঠকখানা বাজার	দুগ্ধ	২৫৲
নগেন ঘোষ। ঐ	ঐ	৩৫৲
দাসু ঘোষ ও ফকিরচাঁদ ঘোষ ১৫ বৈঠকখানা রোড	দুগ্ধ	৪৫৲
রাম কিষণ ৩০।২ শোভারাম বসাক ষ্ট্রীট	ঘৃত	৩০৲
সেখ জহুর ৭।১ গ্যাস ষ্ট্রীট্	মিষ্টান্ন	২৫৲
হবিব আবদুল্লা ১৩।২৩ ক্রেটি বাজার ষ্ট্রীট্	সরিষার তৈল	২০০৲

১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে যে সকল বিক্রেতা খাদ্যে ভেজাল মিশাইবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল তাহাদের নাম ও ঠিকানা :—

নাম ঠিকানা	দ্রব্যের নাম	জরিমানার পরিমাণ
গঙ্গাসাগর মাড়য়ারী, ভগীরথ মাড়োয়ারী ও ও অন্য একজন ৬৭-১৬ ষ্ট্রাণ্ড রোড, সরিষার তৈলের কল।	সরিষার তৈল	১২০৲
ব্রজেন্দ্রলাল সিংহ ও কানাইলাল সিংহ ১২।১ রামচাঁদ ঘোষের লেন	ঘৃত	৩০৲

১৯২৮ সনের জানুয়ারী মাসে যে সকল বিক্রেতা খাদ্যে ভেজাল মিশাইবার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিল তাহাদের নাম ও ঠিকানা :—

গণপৎ রায়—বাংলা বাজার	ঘৃত	২০০৲
হর ভকত—বদরতলা	ঐ	২০০৲
যুধিষ্ঠির ঘোষ—পাহাড় পুর	ঐ	১০০৲
হরিপদ সাধুখাঁ—ঐ	ঐ	৭৫৲

জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় মাসে যে সমস্ত বীজ বপন করিতে হইবে এখন হইতেই তাহার জন্ম প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। কারণ পূর্ব্ব হইতেই উত্তমরূপে ভূমি কর্ষণ করিয়া জমীতে সার প্রয়োগ না করিলে বীজ হইতে সুপুষ্ট গাছ জন্মিবে না এবং জন্মিলেও সে সকল গাছ হইতে প্রচুর ফসল পাইবার সম্ভাবনা নাই।

যে সকল ফুলগাছে বর্ষাকালে ফুল ফুটিবে এখন তাহাদের গোড়া খুসিয়া উহাতে সার প্রয়োগ করিতে হইবে। শীতকালে ফুল ফুটিবার সময় গাছ জমী হইতে সমস্ত সার রস টানিয়া লইয়াছে; কাজেই এখন পুনর্ব্বার সার প্রয়োগ না করিলে বর্ষাকালে ভাল ফুল ফুটিবে না।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে রৌদ্রের তাপ অত্যন্ত প্রচণ্ড থাকে; কাজেই ছোট ছোট ফলের গাছ ও ফুল গাছ শুকাইয়া যায়। এই জন্ম ফুল ও ফলের গাছে নিয়মিত ভাবে জল দেওয়া উচিত। প্রাতঃকালই গাছে জল সেচ করিবার প্রকৃষ্ট সময়; দ্বিপ্রহরে গাছে জল দিতে নাই। উহাতে গাছের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। অনেকে বৈকালে গাছে জল দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাকেও খুব ভাল প্রথা বলিয়া মনে হয় না; বরং সন্ধ্যাকালে গাছে জল দেওয়া যাইতে পারে।

এই সময় হইতে গোলাপ গাছের গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে জল ঢালিতে হয়। গাছের গোড়ায় বৃত্তাকারে মাটি খুসিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। গোলাপ গাছের গোড়ার মাটি সর্ব্বদা সরস না রাখিলে উহার পুষ্পিত হইবার শক্তি লোপ পাইয়া যায়।

এই মাসে ফুলকপি বাঁধাকপির গোড় প্রভৃতি তুলিয়া ফেলিতে হয় এবং আমন ধান্ত, পাট, আদা, মুখীকচু, শশা, ফুটি, স্কোয়াস, পালং, শাঁখালু, অড়হর, মানকচু, হরিদ্রা, আমআদা, লাউ, ঝিঙ্গা প্রভৃতির বীজ বপন করিতে হয়। এই মাসে কলা, পান ও পিপুল চারা প্রস্তুত করিতে হয়।

বাঙ্গালী কৃষকের জ্ঞাতব্য দুই একটী কথা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আদা:—জ্যৈষ্ঠ মাসে রোপণ করিতে হয়। দোয়াঁস মাটি বিশিষ্ট জমীই চাষের পক্ষে প্রশস্ত। একবিঘা জমী চষিতে প্রায় ১/মণ বীজ-আদার প্রয়োজন। দুই ফুট অন্তর এক একটী বীজ বসান উচিত। একবিঘা জমীতে সরিষার খৈল ৩/মণ ও ছাই ১ মণ—এই সার প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট। পৌষ ও মাঘ মাস আদা তুলিবার সময়। উপযুক্তভাবে চাষকরা হইলে একবিঘা জমিতে ৪০/মণ আদা উৎপন্ন হইবে।

বেগুন :—উচ্চ দোয়াঁস মাটিতে খুব ভাল বেগুণ গাছ জন্মিয়া থাকে। মাঘ ও ফাল্গুণ মাসে বীজবপন করিতে হয়। অল্প পরিসর স্থানে অনেক বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। চলিত ভাষায় ইহাকে তলা ফেলা বলে। তলা বেশ বড় হইয়া উঠিলে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস নাগাইৎ চারাগুলিকে তুলিয়া পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত জমীতে বসাইতে হয়। অন্ততঃ দেড়হাত অন্তর জুলি কাটিয়া উহার মধ্যে একহাত বা দেড়হাত অন্তর চারা বসান উচিত। মাটিকে সরস রাখিবার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে জল সেচন করিলে ভাল হয়। গাছ বসাইবার সময় গাছের গোড়ায় কিছু কিছু সার দিতে হয়। সরিষার খইল দুইমণ, ছাই একমণ ও চুণ ছয় সের একত্র মিশাইয়া লইলে উহা এক বিঘা জমীতে প্রয়োগের উপযুক্ত সার হইবে। সাধারণতঃ ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে প্রচুর পরিমাণে বেগুণ উৎপন্ন হইতে থাকে।

বরবটি :—ইহা বৎসরে দুইবার বপন করা চলে। প্রথম বপনের সময় চৈত্র ও বৈশাখ মাস। উচ্চ দোয়াঁশ-যুক্ত জমী হইলে ভাল হয়। জমীতে ভাল করিয়া চাষ দেওয়া প্রয়োজন। ৫।৬বার লাঙ্গল দিবার পূর্ব্বে বীজ বপন করা উচিত নয়। বরবটি চাষের জন্য জমীতে কেবলমাত্র গোবর সার দিলেই চলিবে। একবিঘা জমীতে ৫/ মণ গোবর সার দিতে হয়। ১ বিঘা জমীর জন্য অন্যূন ২ সের বীজের প্রয়োজন। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ফসল তুলিয়া লইতে হয়। বিঘাপ্রতি ১৬।১৭ মণ ফসল উৎপন্ন হইবে।

ঝিঙ্গা :—বপনের সময় জ্যৈষ্ঠ মাস। উচ্চ আটাল মাটিই ঝিঙ্গা চাষের উপযুক্ত ক্ষেত্র। বিঘা প্রতি পাঁচ সাতমণ গোবর সার প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট। ইহা চাষ করিতে বিশেষ কোন হাঙ্গামা নাই। ৩ ফুট অন্তর গোটা দুই করিয়া বীজ পুতিয়া দিতে হয়। চারা বাহির হইবার পর যখন উহারা বড় হইবে তখন বলবান চারাটীকে রাখিয়া দুর্ব্বল চারাটীকে মারিয়া ফেলিলেই চলিবে। এক বিঘা জমিতে ৭।৮ তোলা বীজের প্রয়োজন। শ্রাবন ও ভাদ্র মাসে প্রচুর পরিমাণে ঝিঙ্গা ফলিতে আরম্ভ করিবে।

শশা :—শশার চাষ কিছুই শক্ত নহে। এটেল দোয়াশ মাটিতে খুব ভাল শশাগাছ জন্মিয়া থাকে। সাধারণতঃ উচ্চ ভিটাতেই লোকে শশা গাছ রোপণ করে। শশা গাছের গোড়ায় সার প্রয়োগ করিবার বিশেষ কোনই আবশ্যকতা নাই। এক বিঘত অন্তর বীজ পুতিতে হয়। দেড়হাত অন্তর এক একটী সারি করিলেই চলিবে। বৎসরে দুইবার শশার বীজ পোতা যাইতে পারে; এক বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে, কিম্বা কার্ত্তিকে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠে বীজ পোতা হইলে আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত এবং কার্ত্তিকে বীজ পোতা হইলে ফাল্গুণ চৈত্র মাসে ফল পাওয়া যাইবে।

কুমড়া :—(দেশী চাল) বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ পুতিতে হয়। বেলে-দোয়াঁশ মাটি বা উচ্চ ভিটা চাষের উপযুক্ত ক্ষেত্র। গোবরের সরবৎ ব্যতীত অন্য কোন সার প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই। ৪।৫ ফুট অন্তর মাদা দেওয়া ভাল। এক এক বিঘা জমীতে ৫ তোলা বীজ লাগে। শ্রাবণ ও ভদ্র মাস ফলনের সময়।

বিলাতী কুমড়া :—সর্ব্বপ্রকার জমীতেই বিলাতী কুমড়ার চাষ হইতে পারে। বর্ষাকালে ফল হয় বলিয়া জমীতে আইল বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গোবর ব্যতীত অন্য কোন সারের বিশেষ প্রয়োজন নাই। দেড়হাত অন্তর বীজ পুতিতে হয়। দেড়হাত অন্তর এক একটী সারি তৈয়ারী করা উচিত। এক বিঘা জমীতে ১০ তোলা বীজ লাগে। বৎসরের মধ্যে

দুইবার বিলাতী কুমড়ার বীজ বপন করা যাইতে পারে। এক বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আর এক মাঘ মাসে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে, বীজ বপন করিলে ভাদ্র ও কার্ত্তিক মাসে এবং মাঘমাসে বীজ বপন করিলে চৈত্র মাসে ফসল হইয়া থাকে।

ঢেঁড়স:—সারাল দোয়াঁশ মাটিতে ঢেঁড়সের চাষ খুব ভাল হয়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার চারা বসাইতে হয়। আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ফসলের সময়। ঢেঁড়সের চাষ অত্যন্ত লাভ জনক। ভাল মত ফলন হইলে এক বিঘা জমীতে ৫০/ মণ হইতে ৭৫/ মণ পর্য্যন্ত ঢেঁড়স উৎপন্ন হয়। ঐ পরিমাণ জমীতে ৭।৮ তোলা বীজের প্রয়োজন। দুই ফুট অন্তর চারা বসাইতে ও ১½ ফুট অন্তর সারি তৈয়ারি করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৫।৭ মণ গোবরের সার দিলেই যথেষ্ট।

চীনাবাদাম:—বর্ষা ব্যতীত প্রায় অন্য সকল সময়েই চীনাবাদামের চাষ করা যাইতে পারে। তবে জ্যৈষ্ঠ মাসই চারা বসাইবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্থ। চীনাবাদাম চাসের জন্য উচ্চ ঝুরা সারাল দোয়াঁশ মাটী হইলেই ভাল হয়। পলিমাটি, চুণ ও ছাই বা পচাপাতা চীণাবাদামের উত্তম সার বলিয়া গণ্য। তবে চুণ ব্যবহার করিবার সময় একটু সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কলি চুণ সদ্য সদ্য ব্যবহার করিতে নাই। উহা সপ্তাহকাল বাতাসে রাখিয়া অথবা ভুরা চুণ (Slaked lime) সদ্য সদ্য লইয়া উহার ঘোলগুণ জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ জমিতে ছিটাইয়া দিতে হইবে। বিঘাকরা ৪।৫ সের চুণের জল দিলেই যথেষ্ট। চীনাবাদামের ক্ষেতে প্রথম প্রথম ২।১ বার জল সেচন করিতে হয়। কিন্তু তাহার পর আর জলের বিশেষ দরকার নাই। এক বিঘা জমীতে বীজ হিসাবে ৬।৭ সের গুটির প্রয়োজন। মাঘ ফাল্গুণ মাসে ফসল তুলিতে হইবে। এক বিঘা জমিতে ২০/মণ ফসল জন্মিবে।

গ্রীষ্মকালে আরম্ভোপযোগী ব্যবসায়। (আম)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমতেলে কেবল যে আমই দেওয়া হয়, তাহা নহে। অন্য নানাপ্রকারের আনাজ উহাতে যোগ দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে চাটনির স্বাদ বৃদ্ধি বই কম হয় না। আনাজের মধ্যে লঙ্কা, সীম, বেগুণ, এচোঁড়, আদা, জলপাই প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য সমস্ত আনাজ খণ্ড খণ্ড করিয়া এবং জলপাইগুলির গায় বিঁধ করিয়া তৈলে নিক্ষেপ করা উচিত। আনাজ যোগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে চাটনির অম্লতা রক্ষ

করিবার জন্য উহাতে আম বা জলপাই নিক্ষেপ করিতে হইবে। এই ব্যবসায় অত্যন্ত লাভজনক কিন্তু এখন ইহা সম্পূর্ণরূপেই পশ্চিমাদিগের হাতে। তাহারা বাংলার বাহির হইতে আসিয়া বাংলার অর্থ লুটিয়া লইতেছে। আর বাংলার ছেলেরা অর্থোপার্জ্জনের উপায় খুজিয়া পায় না—ইহা অপেক্ষা হাস্য কর অথচ দুঃখময় কাহিনী আর কি হইতে পারে ?

আমের চাট্‌নী।

আমের আচার, চাটনী বা জেলি অতি উপাদেয় মুখরোচক খাদ্য। বাজারে ইহার চাহিদা আছে। সেই চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রতি বৎসর বহুটাকার জেলি (অন্যান্য ফলের) ইয়োরোপ হইতে এদেশে আমদানী হইয়া থাকে। আমের আচার প্রস্তুত করা খুব কঠিন ব্যাপার নহে। ইহার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নলিখিত রূপ।

প্রথমে আমগুলি উত্তমরূপে ধুইয়া উহাদের খোসা ছাড়াইয়া ফেল। তৎপরে একখানা খুব ধারাল ছুরি দ্বারা আমগুলিকে পাতলা পাতলা করিয়া ফালা দাও এবং একটী মাটীর বা কলাইয়ের পাত্রে খানিকটা জলে একটু চুণ গুলিয়া এক বা দেড়ঘন্টা কাল ভিজাইয়া রাখ। খুব সামান্য পরিমাণে চুণ গুলিতে হইবে; তাহা নহিলে সমস্ত আম নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। চুণের জলে আম ভিজাইয়া রাখার উদ্দেশ্য উহার কষ বাহির করিয়া লওয়া। কিন্তু এই উপায়ে সমস্ত কষ বাহির করা যায় না। সেইজন্য আরও একটী উপায় অবলম্বন করিতে হয়। একটী মাটীর পাত্রে খানিকটা জল ঢালিয়া উহা জ্বালে চড়াইয়া দাও এবং উহাতে এক পিঞ্চ বা চিম্‌টি ফটকিরির গুঁড়া নিক্ষেপ কর। জল যখন কুসুম কুসুম গরম হইয়া উঠিবে তখন আমের ফালা গুলি উহাতে ফেলিয়া দাও এবং জল ফুটিয়া উঠিবার মুখেই ঐগুলি তুলিয়া লইয়া জল ঝরিবার জন্য একটী চুবড়ীর মধ্যে রাখিয়া দাও। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে আম সিদ্ধ করিবার জন্য উক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয় নাই। আমের কস বাহির করিয়া ফেলাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য; তবে সেই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া আমগুলিও যে অল্প অল্প সিদ্ধ হইয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ইত্যবসরে আর একটী পাত্রে চিনির সিরাপ প্রস্তুত করিতে হইবে। এক্ষেত্রেও পাত্রটী মাটীর বা কলায়ের হওয়া আবশ্যক। লোহার কড়ায় সিরাপ বা আচার প্রস্তুত করিলে উহার বর্ণ সেরূপ উজ্জ্বল হইবে না—সেই জন্যই এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলিতেছি। সিরাপ যখন বেশ গাঢ় হইয়া আসিবে তখন আমগুলি ঝুড়ি হইতে তুলিয়া সিরাপে ফেলিয়া দিতে হয়। আমের গা হইতে যদি সমস্ত জল সম্পূর্ণরূপে ঝরিয়া গিয়া না থাকে তাহা হইলে একখণ্ড শুভ্র নেকড়া দ্বারা আল্‌গা আল্‌গা ভাবে উহাদিগকে মুছিয়া লওয়া উচিত। আমের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিস্‌মিস্, আদার কুচি, ও লঙ্কা ফেলিয়া দিবে। সিরাপে আমগুলি নিক্ষেপ করিবামাত্র সিরাপ কাটিয়া যাইবে। কিন্তু তাহাতে ভয় পাইলে চলিবে না। পাত্রটিকে আরও কিছুক্ষণ মৃদুজ্বালে চড়াইয়া রাখিলে ঐ রস্ আবার গাঢ় হইয়া আসিবে। এই সময় একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত পরিস্কার তাড়ু দ্বারা সাবধানতার সহিত আমগুলিকে উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেওয়া উচিত। যখন চিনির রস খুব গাঢ় হইয়া আমের সহিত বেশ মাখ মাখ হইয়া যাইবে তখন পাত্রটীকে জ্বাল হইতে নামাইয়া পরিস্কার কাচের বৈয়াম বা টিনের কৌটায় আচার ভরিয়া বেশ করিয়া মুখ আঁটিয়া দিতে হইবে।

মোরব্বা।

আমের মোরব্বা প্রস্তুত প্রণালীও অনেকটা জেলি বা আচারের মত। প্রভেদ এইমাত্র যে ইহাতে আম-

গুলিকে বড় বড় করিয়া ফালা দিতে হয়। আম ছাড়াইয়া, খুব বড় আম হইলে চারি চাক্‌লা এবং তাহা না হইলে দুই চাক্‌লা করিয়া কাটা আবশ্যক। তৎপরে একটী লৌহ শলাকার দ্বারা আমের চাক্‌লা গুলিকে বিঁধিয়া ফুট ফুট করিতে হইবে। বাকী সমস্ত প্রক্রিয়াই জেলির অনুরূপ। তবে ইহাতে আদা, লঙ্কা প্রভৃতি কিছুই দিতে হয় না।

আমচুর, আমতেল প্রভৃতি জিনিষগুলি ছোট ছোট টিনের কৌটায় ভরিয়া বাজারে বাহির করিতে পারিলে খুবই বিক্রয় হইবে; টিনের কৌটার পরিবর্ত্তে কাচের শিশিতে ভরিলেও চলে। উভয় ক্ষেত্রেই ঢাকনিটী এমন ভাবে আঁটিয়া দেওয়া আবশ্যক যাহাতে কৌটা বা শিশির মধ্যে আদৌ বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। কাচের শিশি হইলে উহার ছিপি মোম বা গালা দিয়া আঁটিয়া দেওয়া উচিত।

টিনের কৌটার ঢাকনি রাঙ্ দিয়া জুড়িয়া দিতে হয়। যে কোন কাঁসারী কৌটার মুখ ঝালাইয়া দিতে পারিবে। কিম্বা কাঁসারীরও শরণাপন্ন হইবার আবশ্যক নাই। বাজারে নানাপ্রকার ঝালাইবার যন্ত্র (Saldering set) কিনিতে পাওয়া যায়। উহার মূল্য ৫।৬ টাকা মাত্র। এই যন্ত্র সাহায্যে যে কোন ব্যক্তি অনায়াসে কৌটার মুখ রাঙ দিয়া আঁটিয়া দিতে পারিবে। একবার ৫।৬ টাকা খরচ করিলে পুরুষানুক্রমে কাজ চলিয়া যাইবে। কেবল আবশ্যক মত রাঙ কিনিয়া লইতে হইবে।

ঐরূপে শিশি বা কৌটায় ভরিতে বলিতেছি কেননা ইহাতে আমের আচার বহুকাল স্থায়ী হইবে এবং অনায়াসেই দূরদেশে পাঠান যাইবে। এইখানে একটী কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। কৌটা বা শিশির আয়তন অযথা বড় করিলে চলিবে না—যাহাতে অল্প দামেই বিক্রয় করা যায় সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এই ত গেল কাঁচা আমের কথা; কিন্তু পাকা আম হইতে যে জিনিস উৎপন্ন হয় তাহার চাহিদা ইহাদের কোনটী অপেক্ষা কম নহে।

আমসত্ত্ব।

আমি আমসত্ত্বের কথা বলিতেছি। বাঙালীর নিকট আমসত্ত্বের বিষয় বেশী করিয়া বলিবার প্রয়োজন দেখি না। পাকা আমগুলি যখন পচিতে আরম্ভ করে, তখন উহা হইতে আমসত্ত্ব প্রস্তুত হয়। খুব পাকা কিম্বা একটু পচা আমগুলির খোসা ছাড়াইয়া একটী পাথরের পাত্রে উহাদের কাথ্ বাহির করিয়া কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া বেশ করিয়া চটকাইতে হয়। তৎপরে একটী বেশ ফরসা পাতলা নেকড়ায় উহা ছাকিয়া লইতে হয়। এবং একখানা চেটাইয়ে তেল মাখাইয়া শুকাইয়া লইয়া তাহার উপর অল্প অল্প করিয়া ঢালিয়া শুকাইতে দিতে হয়। যখন উহা অর্দ্ধ শুষ্ক হইবে তখন উহার উপর আবার আর এক পর্দ্দা কাথ্ ঢালিয়া দিতে হইবে। এইরূপে বার বার আমের রস ঢালিয়া উহা শুকাইয়া লইয়া আমসত্ত্বগুলি ইচ্ছানুযায়ী মোটা করিয়া লইতে হয়। প্রথম বার রস ঢালিবার পূর্ব্বে চেটাইয়ে তেলের হাত মাখাইয়া লওয়া উচিত; কারণ ইহাতে আমসত্ত্ব গুলি শুকাইলে অতি সহজে উহা চাটাই হইতে তুলিয়া লওয়া যাইবে।

আমের কষি।

আমরা আম খাইয়া আমের আঁটি ফেলিয়া দিই বটে কিন্তু ইহারও একটা আর্থিক মূল্য আছে। আমের কষি শূকরদিগের অতি প্রিয় খাদ্য। আমের কষি খাওয়াইলে উহাদিগের গায়ে খুব চর্ব্বি হয় বলিয়া শূকরপালকগণ প্রচুর পরিমাণে আমের কষি ক্রয় করিয়া থাকে।

যুক্তপ্রদেশের ব্যবসায়ীগণ আটা ও ময়দায় ভেজাল স্বরূপ আমের কষি ব্যবহার করে। এই জন্যও আমের কষির যথেষ্ট চাহিদা আছে। তাহারা

প্রথমে কষিগুলি চূণ মিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিয়া লয়। ইহাতে সমস্ত কস্ বাহির হইয়া যায়। তখন ঐ গুলিকে ভাল করিয়া শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া আটার সহিত ভেজাল দেয়।

আমের কষি হইতে আবার কালী প্রস্তুত হইতে পারে। আম্রের কসিগুলি ঢেঁকির গড়ে দিয়া বেশ করিয়া থেঁত্লাইয়া লইয়া একটী মাটির নাদায় ভিজাইয়া রাখিতে হয়। এইরূপে ভিজাইয়া রাখিলে আম্রের কসির অভ্যন্তরস্থ কস্ বাহির হইয়া থাকে। ইহাকে ট্যানিন বলে। অনেকে হয়ত ঘরে লিখিবার জন্য চাল ভাজাইয়া চোঁয়াইয়া লইয়া ওই চোঁয়া চাল-ভাজা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া হীরাকস, টোরী ও ভূষার দ্বারা কালী প্রস্তুত করিয়া থাকেন ; ইহাও ঠিক সেইরূপে প্রস্তুত। কসির কস মিশ্রিত জলে হীরাকস, টোরী ও হরিতকী পরিমাণ অনুসারে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। অতঃপর ভুষা মিশাইয়া কালী প্রস্তুত করা হয়। এতদ্বারা দেখা যাইতেছে আমের কসিরও সুন্দর ব্যবসায় হইতে পারে।

এই প্রবন্ধে আমরা দেখাইলাম, আমের কোন অংশই ফেলিয়া দিবার নয়। এমন কি কসির খোলা-গুলিও পোড়াইবার জন্ম ব্যবহৃত হইতে পারে। কাঁচা আম হইতে কত রকম বেরকমের যে চাট্নি মোরব্বা প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ইহাদের চাহিদা অফুরন্ত বলিলেই চলে, প্রস্তুত প্রণালীও খুব জটিল নহে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠই ঐ সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিবার সময়। এই সময় যদি কয়েকজন যুবক মিলিত হইয়া নানাবিধ চাট্নি প্রস্তুত করিয়া বাজারে চালান দিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা অতি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন। তবে এক্ষেত্রেও সমবেত চেষ্টা ও কর্ম্ম বিভাগের প্রয়োজন। একদল মাল উৎপন্ন করিবে, আর একদল তাহা বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিবে। এইরূপে, খুব বেশী নয় ৫।৭।১০ জন যুবক মিলিত হইয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিলেই ব্যবসায়টী জাঁকিয়া উঠিবে। আশা করি বাঙ্গালার যুবকেরা আলস্য পরিহার পূর্ব্বক এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পানুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না।

এই প্রবন্ধে আম হইতে নানারূপ ব্যবসায়োপযোগী দ্রব্য প্রস্তুতপ্রণালী আমরা প্রকাশ করিলাম। ইহার যে কোনও দ্রব্য ব্যবসায়াকারে প্রস্তুত করতঃ যদি কেহ আমাদের নিকট পাঠাইতে পারেন তবে আমরা তাহা কাটাইয়া দিবার সাহায্য করিতে পারি।

অর্শরোগের পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ সমূহ।

১। মনসার আঠা হরিদ্রাচূর্ণের সহিত মিশাইয়া অর্শে প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

২। পিপুল ও হরিদ্রাচূর্ণ গোপিত্তে পেষণ করিয়া অর্শে প্রলেপ দিবে।

৩। সিরীষ বীজ, কুড়, পিপুল, সৈন্ধব, গুড়, আকন্দের আঠা, মনসার আঠা ও ত্রিফলা একত্রে পেষণ করিয়া অর্শে প্রলেপ দিবে।

৪। পিপুল, চিতা, তেউরীমূল, সুরাবীজ, ময়নাফল, কুকুরের বিষ্টা, হরিদ্রা ও গুড় একত্রে পেষণ করিয়া অর্শে প্রলেপ দিবে।

৫। উষ্ট্র অথবা সুশুকের বসার সহিত হরিতাল পেষণ করিয়া অর্সে প্রলেপ দিলে অর্শের বেদনা ও সোথ নিবারণ হয়।

৬। আকন্দের পাতা, মনসার ডাঁটা, তিক্ত লাউয়ের পাতা ও ডহর করঞ্জ এই সমুদয় ছাগমূলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রলেপ।

৭। ভোজনের পূর্ব্বে গুড়ের সহিত হরিতকী চূর্ণ বা ত্রিফলার কাতের সহিত তেউরী চূর্ণ সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা গুহ্যদেশস্থিত দোষ নষ্ট হওয়ায় অর্শরোগের ক্ষয় হইয়া থাকে।

৮। গোমূত্রে হরিতকী ভিজাইয়া পর দিন সেই হরিতকী গুড়ের সহিত খাওয়াইবে।

৯। হবুষ, সূক্ষ্মকৃষ্ণ জারা, ধনে, জীরা, কৃষ্ণজীরা শঠী, পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, গজপিপ্পলী, যোয়ান, বনযোয়ান এই সকল চূর্ণ উপযুক্ত তক্রের সহিত মিশাইয়া ঈষদম্ল ও কটুরসান্বিত করিয়া ঘৃতভাবিত পাত্রে রাখিবে। ইহার স্বাদ স্পষ্ট অম্ল ও কটুরস হইলে তক্রারিষ্ট প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি ভোজনের আদি মধ্য ও অন্তকালে ইহা উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে। এই অরিষ্ট দ্বারা অগ্নির দীপ্তি, কফ ও বায়ুর অনুলোম, বলের বৃদ্ধি এবং গুহ্য দেশের শোথ কণ্ডু ও বেদনার নাশ হইয়া থাকে।

১০। যে অর্শরোগীর জঠরাগ্নি অত্যন্ত মৃদু তাহাকে কেবল তক্র পাণ করাইবে। কিম্বা খইয়ের ছাতু তক্রে আলোড়িত করিয়া সায়ং কালে খাইতে দিবে। অর্শের পুনরুৎপত্তি নিবারণার্থ, জঠরাগ্নির দৃঢ়তার জন্ম এবং বল, উপচয় ও বর্ণের নিমিত্ত তক্র সেবন দীর্ঘকাল করিবেন। তক্র সেবনে অর্শ বিনষ্ট হইলে তাহার আর পুনরায় উৎপত্তি হয় না।

১১। গরম জলে ফটকিরির গুঁড়া মিশাইয়া শৌচ করিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

১২। অপামার্গের মূল চারি আনা, কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত বাটিয়া খাইতে হয়।

১৩। হরিতকী, চিনি নবনীত ও পিপ্পলীর দানা চূর্ণ প্রত্যেক আধ তোলা আধ পোয়া জলে বাটিয়া সেবন করিতে হয়।

১৪। নাগেশ্বর চম্পক পুষ্পের কেসর চূর্ণ ৵০ আনা মাত্রায় লইয়া ১ তোলা মাখন বা নবনী সহ মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও সায়াহ্নে দুইবার সেবন করা উচিত।

১৫। গেঁদাফুলের গাছের পাতা উত্তমরূপে ভাজিয়া অন্ততঃ তিন সপ্তাহ প্রাতে খাইতে হইবে। পরিমাণ অন্ততঃ এক তোলা।

১৬। মলত্যাগ করিয়া গরম জলে সৌচ করা উচিত।

১৭। অধিক দিনের অর্শ হইলে কাঁচা গেঁদার পাতা বাটিয়া তিন সপ্তাহ যথাস্থানে প্রলেপ দিবেন।

১৮। গোমূত্রে হরীতকী দুই তোলা পেষণ করিয়া সম পরিমাণ ইক্ষুগুড় সহ সেবনে অর্শ বিনষ্ট হয়।
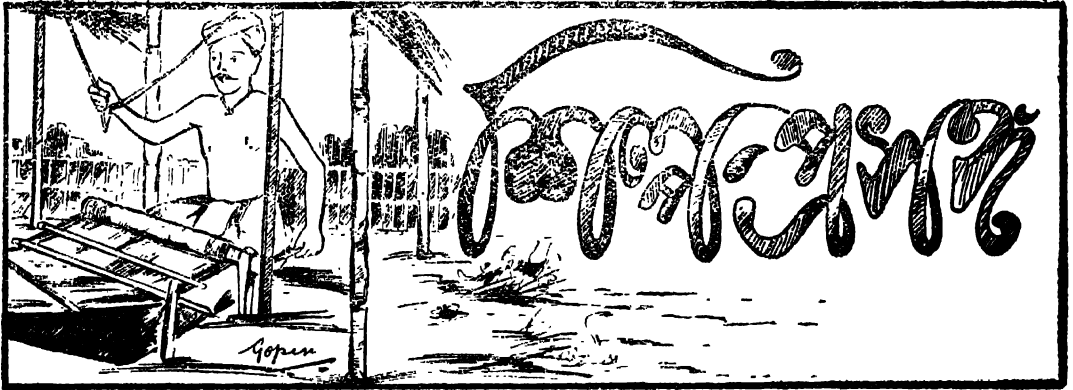
কাগজকে ওয়াটারপ্রুফ করিবার উপায়।

প্যাক্ করিবার জন্য যে সমস্ত কাগজ ব্যবহৃত হইবে সেগুলি ওয়াটার প্রুফ্ করিয়া লইলে ভাল হয়। কেননা তাহা না হইলে অনেক সময় সামান্য জল লাগিয়া প্যাকেটের ভিতরের জিনিস নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কাগজকে ওয়াটার প্রুফ্ করিবার একটী সহজ পদ্ধতি নিম্নে দেওয়া হইল।

এক কোয়ার্টার জলে (এক কোয়ার্টার প্রায় ১৩ সের ১০ ছটাকের সমান) ১½ পাউণ্ড (প্রায় ১ সের) সাদা সাবান দ্রবীভূত কর।

আর এক কোয়াটার জলে ১½ আউন্স গাম্ আরেবিক (আরবদেশীয় গঁদ) ও ৫½ আউন্স গ্লু বা শিরিষ দ্রবীভূত কর।

এইবার ঐ দুইটী দ্রব্য একত্রে মিশাইয়া গরম কর ও যে কাগজ ওয়াটারপ্রুফ্ করিতে হইবে তাহা উহাতে ডুবাইয়া রোলারের মধ্যে প্রেস্ করিয়া লও কিম্বা যে পর্য্যন্ত না শুকাইয়া যায় সেই পর্য্যন্ত কোন ফাঁকা যায়গায় ঝুলাইয়া রাখ। কাগজগুলি শুকাইয়া যাইবার পর উহাতে জল লাগিলেও সহজে ভিজিয়া যাইবে না।

ওয়াটারপ্রুফ করিবার আর একটি উপায়।

যে কোন লিখিবার কাগজকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ওয়াটাপ্রুফ্ করা যায়।

খানিকটা caoutchouc (কৈঁচুক্) এর সলিউসন তৈয়ারী কর বা বাজার হইতে কিনিয়া লও। উক্ত দ্রব্যটী যে কোনও ঔষধালয়ে পাওয়া যাইতে পারে। উহা ইণ্ডিয়া রবারের সলিউসন। কাগজখানি ঐ সলিউনে ডুবাইয়া লইয়া অগ্নির

মৃদু উত্তাপে শুকাইয়া লও। যে কাগজখানি সলিউসনে ডুবান হইবে সেখানি সাইজ করা না থাকিলেই (unsized) ভাল; অর্থাৎ তাহাতে size বা মাড় দিয়া glaze করা না থাকে। যাহা হউক উল্লিখিত উপায়ে ওয়াটার প্রুফ্ করা হইয়া গেলে সেই কাগজকে লিখিবার কাগজ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহাতে ড্যাম্প লাগিলে বা সামান্য জল লাগিলেও নষ্ট হইয়া যাইবে না। এমন কি এই কাগজের ছোট ছোট বাটী বা গ্লাস তৈয়ারী করিয়া উহাদিগকে জলপাত্র হিসাবে ও ব্যবহার করা চলে।

পেষ্টবোর্ড্ ওয়াটারপ্রুফ্ করিবার উপায়।

চারভাগ চূণ (slaked lime) তিন ভাগ তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে অল্প পরিমাণ ফটকিরি ফেলিয়া দাও। দ্রব্যটী প্রস্তুত হইবামাত্র একটী ব্রুসের সাহায্যে পেষ্টবোর্ডের গায়ে উহা লাগাইয়া দাও। উপর্য্যুপরি দুই পোঁচ লাগাইতে হইবে। পেষ্টবোর্ডখানি শুকাইয়া যাইবার পর উহাতে জল লাগিলেও উহা জলে ভিজিয়া যাইবে না।

জল ও অগ্নিসহ কাগজ।

(Fire proof & Water proof)

চার পাইট জলে আট আউন্স ফট্‌কিরি এবং ৩ আউন্স সাদা সাবান দ্রবীভূত কর। আর একটী পাত্রে চার পাইট জল লইয়া তাহাতে দুই আউন্স গাম আরাবিক এবং চার আউন্স গ্লু দ্রবীভূত কর। এই বার দুইটী পাত্রের দ্রব্য একটী পাত্রে ঢালিয়া অগ্নির উত্তাপে গরম করিয়া লও। তৎপরে কাগজখানি ঐ দ্রাবনে ডুবাইয়া লইয়া কোন শূন্য স্থানে ঝুলাইয়া রাখ।

ফট্‌কিরি, সাবান, গ্লু এবং গঁদ এই চারি পদার্থের মিশ্রণে যে দ্রাবন তৈয়ারি হইল উহা কাগজের উপর একটা সূক্ষ্ম আবরণের সৃষ্টি করে। এবং ঐ আবরণ জলে ভিজিয়া যায় না এবং কতকটা অগ্নির উত্তাপ ও সহ্য করিতে পারে। উল্লিখিত উপায়ে ওয়াটার প্রুফ করা কাগজ প্যাক করিবার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পার্চ্চমেণ্ট কাগজ তৈয়ারী করিবার সহজ উপায়।

সাধারণতঃ ভেড়া বা ছাগলের চামড়া হইতে প্রকৃত পার্চ্চমেণ্ট তৈয়ারী হয়। কিন্তু নিম্নলিখিত উপায়ে অতি সহজেই যে কোন কাগজকেই নকল পার্চ্চমেণ্টে পরিণত করা যায়।

দুই ভাগ সালফিউরিক্ এসিড এবং এক ভাগ জল মিশাইয়া একটী সলিউসন তৈয়ারি কর। যে কাগজকে পার্চ্চমেণ্টে পরিণত করিতে হইবে, উল্লিখিত সলিউসনে সেই কাগজকে কয়েক মিনিট ডুবাইয়া রাখ। ৪।৫ মিনিট পরে কাগজখানিকে সলিউসন হইতে তুলিয়া লইয়া একটা ঠাণ্ডা জলের পাত্রে নাড়িয়া নাড়িয়া উহার উপর হইতে সমস্ত এসিড তুলিয়া ফেল। খানিকটা জলে একটুখানি এমনিয়া মিশাইয়া কাগজখানিকে সর্ব্বশেষে ঐ জলে ডুবাইয়া লইলে এসিডের শেষ চিহ্নও উহা হইতে অন্তর্হিত হইবে। এইরূপে বার বার জলে ডুবানর ফলে কাগজখানি কোঁচকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। উহা ভিজা থাকিতে থাকিতেই একখানি ফ্রেমে বেশ আঁট করিয়া টানিয়া রাখিলেই উহা মসৃণ হইয়া যাইবে। কাগজখানি শুকাইয়া গেলে দেখিবে উহা স্বচ্ছ এবং অবিকল পার্চ্চমেণ্ট কাগজের মত হইয়াছে।

পুরাতন লেখা নূতন করা।

হাতে লেখা পুরাতন পুঁথি পত্র অনেক সময় এমন মলিন হইয়া যায় যে চর্ম্মচক্ষুতে পত্রস্থ লেখার পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব হইয়া উঠে। কিন্তু যদি খানিকটা পরিষ্কার জলে ফেরো-সায়ানাইড্ অফ্ পটাশিয়াম্ (ferrocyanide of potassium) গুলিয়া সেই সলিউসনের দ্বারা কাগজগুলি ধুইয়া ফেলা যায় তাহা হইলে সেই মলিন লেখা পুনর্ব্বার নূতনের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

কাগজকে সাময়িকভাবে স্বচ্ছ করিবার উপায়।

একখানি ছবি বা ড্রয়িং আর একখানি কাগজে তুলিয়া লইবার জন্ম অনেক সময় স্বচ্ছ কাগজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি সাধারণ কাগজকেই কোন উপায়ে সাময়িক ভাবে স্বচ্ছ করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। নিম্ন লিখিত পদ্ধতি দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায়।

ব্যাপারটী নিতান্তই সহজ। যে কোন কাগজ বেন্‌জাইনে ভিজাইয়া লইলেই উহা স্বচ্ছ হইয়া যাইবে। বেন্‌জাইন্ (benzine) সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া গেলে কাগজখানি পুনর্ব্বার পূর্ব্বের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। অবশ্য কাগজখানি যতক্ষণ খুব ভিজা থাকে ততক্ষণ উহাতে লেখা চলে না, কিন্তু উহা কার্য্যতঃ শুকাইয়া গেলেও অর্থাৎ উহাতে লেখা চলে এমন ভাবে শুকাইয়া গেলেও, উহাতে অল্প অল্প বেন্‌জাইন লাগিয়া থাকে এবং কাজেই উহা স্বচ্ছ থাকে। লিখিতে লিখিতে যদি কোন অংশ অসচ্ছ হইয়া উঠে তাহা হইলে সেই অংশে সামান্য বেন্‌জাইন্ লাগাইয়া স্যাৎসেতে করিয়া লইলেই চলিবে।

নুতন লেখা পুরাতন করা।

এক পাইট কালির মধ্যে এক ড্রাম জাফ্‌রান ঢালিয়া দিয়া অগ্নির মৃদু উত্তাপে গরম করিয়া লও। এই কালি দ্বারা লিখিলে লেখাটা ঈষৎ হরিদ্রাভ দেখাইবে এবং মনে হইবে যেন কতকাল পূর্ব্বে ইহা লেখা হইয়াছিল. বহু পুরাতন হওয়াতেই উহা মলিন হইয়া গেছে।

দিয়াশলাইকে ওয়াটারপ্রুফ করিবার উপায়।

অনেক সময় দেখা যায় যে যে দিয়াশলাই শীত বা গ্রীষ্মকালে বেশ ভাল জ্বলিতেছে, সেই দিয়াশলাইই বর্ষাকালে একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য দিয়াশলাইগুলি ওয়াটার-প্রুফ্ না হওয়াতে স্যাঁতা লাগিয়াই ঐরূপ হয়। আমরা নিয়ে একটী ফরমুলা উদ্ধৃত করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস, এই উপায়ে সকল অবস্থাতেই দিয়াশলাইকে সম্পূর্ণরূপে ওয়াটারপ্রুফ্ করা যায়। যে কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

একশত ভাগ কলোডাইন (collodine) এর সহিত দুই ভাগ গ্লিসারিন মিশ্রিত করিয়া ঐ সলিউসনে দিয়াশলাইএর খালি বাক্সটী ডুবাইয়া লও। উহা শুকাইয়া যাইবার পর আর উহাতে স্যাঁতা লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

প্লাষ্টার অফ্ প্যারিস নরম রাখিবার উপায়।

প্লাষ্টার অফ্ প্যারিস অত্যন্ত তাড়াতাড়ি শক্ত হইয়া উঠে। ইহাতে অনেক সময় বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু জলের সহিত যদি স্যাচুরেটেড্ বোরাক্স (staurated borax) সলিউসন বা সোহাগার জল মিশাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে প্লাষ্টার অফ্ প্যারিস খুব ধীরে ধীরে শক্ত হইবে। ১২ ভাগ জলের সহিত একভাগ বোরাক্স সলিউসন মিশাইলে প্লাষ্টার শক্ত হইতে ১৫ মিনিট কাল সময় লাগিবে। জল ও সলিউসনের পরিমাণ যদি সমান হয় তাহা হইলে প্লাষ্টার ১০।১২ ঘণ্টা নরম থাকিবে।

স্পঞ্জ সাদা রাখিবার উপায়।

যে স্পঞ্জকে শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট করিতে হইবে তাহাকে একটী পাত্রে ১২ ঘণ্টাকাল ডাইলিউটেড্ ম্যুরিয়েটিক এসিডে (diluted muriatic acid) ডুবাইয়া রাখ। ১২ ঘণ্টা পরে উহা তুলিয়া লইয়া পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেল। এইবার আর একটি পাত্রে খানিকটা হাইপ-সালফাইট-অফ-সোডার সলিউসন রাখিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ম্যুরিয়েটিক এসিড্ নিক্ষেপ কর এবং অবিলম্বে স্পঞ্জটিকে উহার মধ্যে ডুবাইয়া দাও। কিছুক্ষণ পরে উহা তুলিয়া লইয়া পুনর্ব্বার ভাল জলে ধুইয়া ফেলিয়া শুকাইয়া লও। এইরূপে যে কোন স্পঞ্জকে দুধের ন্যায় সাদা করিয়া ফেলা যায়।

কৃষ্ণবর্ণ কাপড়েররঙ নূতনের মত করিবার উপায়

লগ্ উড আধ আউন্স, সালফেট অব্ আইরন আধ আউন্স, সাল্‌ম্যাক আধ আউন্স এবং ভিনিগার এক পাইট লইয়া একটি ঢাকা পাত্রের মধ্যে ২৪ঘণ্টা ধরিয়া উত্তাপ প্রদান করিবে। তরল পদার্থ টি ছাঁকিয়া লইয়া উহাতে দুই আউন্স ব্লুগল (bluegall) দিয়া এক সপ্তাহকাল সময় ভিজাইয়া রাখিবে। প্রত্যহ অন্ততঃ দুইবার করিয়া নাড়িয়া দিবে। একটি শিশির মধ্যে ছিপি আঁটিয়া রাখিয়া দিবে। স্পঞ্জ বা বুরুসের সাহায্যে উহা লাগাইলে কৃষ্ণবর্ণের কাপড়ের রঙ নূতনের মত হয়। উহার সহিত একটু চিনি এবং গঁদ মিশাইলে আরও ভাল হয়।

কাপড় পরিষ্কার করিবার উপায়।

শুষ্ক ফুলার্স আর্থ (fuller's earth), এবং সামান্য পরিমাণ মুক্তাভস্ম একত্রে মিশ্রিত কর। উহাতে সেই পরিমাণ লেবুর রস দিবে, যাহাতে উহা বলের আকারে গড়িতে পারা যায়। অতঃপর উহা কাপড়ে ঘসিলেই কাপড় পরিষ্কার হইবে।

কাপড়ের যত্ন।

টুইড বা পশমের পোষাক টেবিলের উপর ফেলিয়া বুরুস করিয়া পরিষ্কার করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা রুমাল বা অন্য কোন প্রকার পাতলা কাপড় দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিলে পরিষ্কারও হয়, এবং পোষাকও ভাল থাকে। সিল্কের পোষাক কখনও বুরুষ দিয়া ঝাড়িবে না। উহা ঝাড়িবার জন্য মেরিনো বা অন্য কোন প্রকার নরম কাপড় রাখিয়া দিবে। উহা ব্যতীত অন্য কোন কিছু দিয়া সিল্ক ঝাড়িবে না। মসলিন, মোহাইর (mohair) প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্ত্র হাতে করিয়া নাড়িয়া ঝাড়িয়া ফেলিবে।

পোষাকের সঙ্গে যদি পালক থাকে, এবং তাহা যদি স্যাঁতাইয়া যায়, তাহা হইলে আগুনের কাছে ধরিলে কয়েক মিনিটের মধ্যে উহা ঠিক হইয়া যাইবে সাটিনের বুট বা জুতার ধুলা নরম বুরুষ বা ন্যাকড়া দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিবে। কিন্তু চামড়ার বা বার্ণিস চামড়ার জুতা পরিষ্কার করিতে হইলে স্পঞ্জ দুধে ভিজাইয়া তাহাদ্বারা পরিষ্কার করিবে। ইহা চামড়াকে নরম রাখে এবং পালিশ ঠিক রাখে।

সূক্ষ্ম কাপড় আস্তে আস্তে বুরুস করিবে। খুব নরম বুরুস ব্যবহার করা উচিত। তবে যদি কাদা লাগে, তাহা হইলে কড়া বুরুস ব্যবহার করিবে। যে স্থানে কাদা লাগিয়াছে প্রথমে সে স্থানে টোকা মারিয়া কাদা যতদূর সম্ভব দূর করিবে, তাহার পর ধীরে ধীরে বুরুস ঘসিবে। টেবিলের উপর কাপডখানা পাতিয়া যে দিকে সুতার আইশের স্থিতি, সেই দিকে বুরুস চালাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—এই প্রবন্ধে অনেক ইংরাজী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় এখনও যথেষ্ট সংখ্যক রাসায়নিক পরিভাষা সৃষ্ট হয় নাই তাই রাসায়নিক দ্রব্যাদির নাম করিতে হইলেই ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু ইংরাজী দেখিয়াই চমকাইয়া উঠিবার কারণ নাই। উল্লিখিত প্রবন্ধে যে সমস্ত দ্রব্যের নাম করা হইয়াছে তাহাদের সমস্ত-গুলিই খুব সাধারণ বস্তু। যে কোন বড় ডাক্তার-খানায় বা কেমিষ্টের দোকানে (বটকৃষ্ট পাল এণ্ড কোং, বেঙ্গল কেমিক্যাল ইত্যাদি) ঐগুলি কিনিতে পাওয়া যাইবে। ইংরাজী মাপকে বাংলা মাপে পরিণত করিবার জন্য ৩৪ সালের বৈশাখের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" দ্রষ্টব্য।

চা ব্যবসায়ের বিবরণ

(১৯২৭—২৮ সাল)

বিখ্যাত চায়ের দালাল মেসার্স' জে টমাস এণ্ড কোং ১৯২৭—২৮ সালের চা ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই বিবরণটী চা ব্যবসায়ীদিগের নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আমরা উহা হইতে প্রয়োজনীয় অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১৯২৭-২৮ সালে চা গড়ে প্রতি পাউণ্ড ৸৵১০ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছে। ১৯২৫—২৬ এবং ১৯২৬—২৭ সনে এক পাউণ্ডের দাম যথাক্রমে ৸/৫ পাই এবং ৸৩ পাই ছিল।

আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে কলিকাতার চায়ের বাজারে রুশিয়ার পুনরাবির্ভাব। গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে রুশিয়া বড় একটা কলিকাতা হইতে চা ক্রয় করে নাই। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে তাহারা আবার অধিক পরিমাণে চা ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রুশিয়া এবং হংকংএ ভারতীয় চায়ের রপ্তানীর বৃদ্ধি হইতেই একথা পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারা যায়। রুশিয়া স্বয়ং প্রায় ৬০ লক্ষ পাউণ্ড চা কিনিয়া সরাসর ব্লাডিভাষ্টক দিয়া এবং আরও ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড হংকং দিয়া দেশে পাঠাইয়াছে। ১৯২৬—২৭ সালে হংকংএ মাত্র ৫০ হাজার পাউণ্ড চা রপ্তানী হইয়াছিল। বাজারের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে যদি রাশিয়া ব্যাঙ্ক ক্রেডিট লইয়া পুনরায় বাজারে প্রবেশ করিতে পারে তবে ভারতের উৎপন্ন শস্যের বেশীর ভাগই তাহারা খরিদ করিয়া লইবে। কিন্তু ব্যাঙ্ক ক্রেডিট পাওয়া না পাওয়া ভবিষ্যতের কথা; কাজেই এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যায় না।

একমাত্র উত্তর ভারত ব্যতীত পৃথিবীতে চায়ের উৎপন্ন ক্রমে বেশী হইতেছে। নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি মিলিয়ন বা দশলক্ষ পাউণ্ড হিসাবে ধরা গেল।

	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৭	বেশী বা কম
উঃ ভারত	৩১২৸০	৩৩৯৸০	৩৩৩৬৸০	−৩
দঃ ভারত	৪৪	৪৪॥০	৪৭॥০	+৩
সিংহল	২০৯	২১৬	২১৭	+১১
জাভা	৯৪॥০	১১৮৸০	১২৬৸০	+৮
সুমাত্রা	১৬৸০	১৭॥০	১৭॥০	—
	৬৭৭॥০	৭৩৬॥০	৭৫৫।০	১৯

এই বেশী চায়ের অধিকাংশ রাশিয়া খরিদ করায় ১৯২৭ সনের বাজার একেবারে পড়িয়া যাইতে পারে নাই।

যদিও হিসাবপত্রে দেখা যায় যে চাএর উৎপন্ন অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু ভাল চায়ের পরিমাণ সেই হিসাবে মোটেই বাড়িতেছে না। কেবল মধ্যম এবং সাধারণ চায়ের পরিমাণই যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতেছে। সুতরাং প্রত্যেক চা'করেরই এখন হইতে গুণের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

আলোচ্য বর্ষে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ২০০০ লাট (lot) চা বিক্রয় হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে যে লাটের সংখ্যাধিক্য হওয়ায় উহাদের হিসাবপত্র রাখিবার এবং ঠিকমত দর দাম করা বড়ই অসুবিধা হইতেছে। বাগানের কর্ম্মকর্ত্তাগণ যদি এক এক লাটে আরও বেশী করিয়া চা দেন তাহা হইলে বাজারে মোটের উপর বেশী চা পাঠাইলেও লাটের সংখ্যা কমিয়া যাইবে বলিয়া হিসাব রাখিবার ও দর দস্তর করিবার সুবিধা হয়, এমন কি তাহা হইলে তাঁহারা চায়ের লাট বেচিয়া বর্ত্তমানের তুলনায় বেশী টাকা পাইতে পারেন।

আলোচ্য বর্ষের প্রথম ভাগে ফসল অত্যন্ত কম হইয়াছিল। জুলাই মাস পর্য্যন্ত ফসল কম হয়। এই সময় চা পূর্ব্ব বৎসরের ঐ সময় অপেক্ষা প্রায় ১২২৩ লক্ষ পাউণ্ড কমিয়া গেল। কিন্তু আগষ্ট মাস হইতে ফসল আবার বেশী হইতে আরম্ভ করে। উত্তর ভারতে যে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড চা কম উৎপন্ন হইয়াছে তাহার জন্য দায়ী প্রধানতঃ আমাদের চাক্ষেত্রগুলি। কেননা ১৯২৬ সালে আসামে ১৭৭০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল, সেস্থলে আলোচ্য বর্ষে মাত্র ১৭২০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে। আরও দুএকটী স্থানে কি পরিমাণে চা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি দশলক্ষ পাউণ্ড হিসাবে ধরা গেল।

	১৯২৬	১৯২৭
দার্জ্জিলিং—	১৩	১২
ডুয়ার্স—	৬৮	৭১
কাছাড়—	২৯	২৭
শ্রীহট্ট—	৪৫	৪৭

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আজকাল অধিক পরিমাণে চা উৎপন্ন হইতেছে বটে কিন্তু খুব উৎকৃষ্ট গুণ বিশিষ্ট চা উৎপন্ন হইতেছে না। চায়ের দাম বেশী রাখিতে গেলে চায়ের উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সম্ভবতঃ ভারতীয় চাকরগণ ক্রমে ক্রমে একথা বুঝিতে পারিতেছেন। কেননা এবৎসর অধিকাংশ ভারতীয় বাগানেই উৎকৃষ্ট চা তৈয়ারী করিবার দিকে ঝোঁক দেওয়া হইতেছে। ইহা চায়ের ব্যবসায়ে একটী সুখের কথা সন্দেহ নাই! আলোচ্য বর্ষের প্রথম ভাগে চায়ের দাম বেশ চড়া ছিল। কোন কোন সাপ্তাহিক নিলামে ডুয়ার্সের চা ১৷৵২ পাই দরেও বিক্রয় হইয়াছে। ডাষ্টের দামও বেশ চড়া ছিল। ডাষ্ট চাও খুব উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইবার দুইটী কারণ আছে। (১) প্রথমতঃ মধ্যে মধ্যে খুব উৎকৃষ্ট ডাষ্ট

বাজারে আমদানী হইয়াছিল। ঐগুলি খুব বেশী দরে বিক্রয় হয় এবং পরেও ডাষ্টগুলি অপেক্ষাকৃত নীরস হইলেও উচ্চ হারে বিকাইয়া যায়।

(২) দ্বিতীয়তঃ আলোচ্যবর্ষে চায়ের চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। হংকং অতিরিক্ত পরিমাণে ডাষ্ট কিনিয়া লওয়াই উহার একমাত্র কারণ। ২০ লক্ষ পাউণ্ড ডাষ্ট একা হংকং ই কিনিয়া লয় এবং প্রায় ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড বিদেশে পাঠাইয়া দেয়। রুশিয়া কত চা কিনিয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অন্যান্য দেশে কত চা রপ্তানী হয় তাহার তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রেও অঙ্কগুলি দশ লক্ষ পাউণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

ক্যানাডা	১৯২৬	১৯২৭
ইউনাইটেড ষ্টেটস	৭	৯
অষ্ট্রেলিয়া	৯	৩
রুশিয়া—১০১০০০ পাউণ্ড		৬
হংকং—৫ লক্ষ পাউণ্ড		৩॥০

চায়ের ব্যবসায়ে শ্রমিক সমস্যা একটী প্রধান সমস্যা বলিয়া গণ্য কিন্তু নিম্নের তালিকা দেখিলে বুঝা যাইবে আলোচ্যবর্ষে কুলী রিক্রুটিং মন্দ হয় নাই।

আসাম।

১৯২৪-২৫	২২৬৮১ জন
১৯২৫-২৬	২৯৭১০ "
১৯২৬-২৭	২২৫০০ "

ডুয়ার্স।

১৯২৪-২৫	৬৮১৮ জন
১৯২৫-২৬	১৪২৯৮ "
১৯২৬-২৭	১৯৩৭০ "

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত রূপ রিক্রুটিং হইয়াছে।

আসাম—১৪৩০৮ ডুয়ার্স ও তারাই ১৬৪০৭।

The Tea District Labour Association বোম্বাই প্রেসীডেন্সী হইতে নূতন কুলী আমদানী করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন পশ্চিম ঘাট ডিষ্ট্রিক্টের পার্ব্বত্য জাতিগণ চা-বাগানে কাজ করিবার খুবই উপযুক্ত।

আগামী বর্ষে

চায়ের বাজার বেশ ভাল থাকিবে বলিয়াই মনে হয়। তবে দাম কিছু পড়িয়া যাইতে পারে। সস্তা দরের চা তৈয়ারী করা অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া অনেকেই উহা তৈয়ারী করিবার দিকে ঝোঁক দিয়া থাকেন; কিন্তু চাকরদিগের স্মরণ রাখা উচিত সস্তা হইলেই সকল সময় সব জিনিস বিক্রয় হয় না। আজ কাল উৎকৃষ্ট চায়ের চাহিদা বাড়িতেছে কাজেই উৎকৃষ্ট চা তৈয়ারী করিলে বিক্রয় হইবে না, এরূপ ভয় করিবার কোন কারণ নাই।

যাহা হউক, গত তিন বৎসর কোন্ ডিষ্ট্রিক্টের চা গড়ে কতদরে বিক্রয় হইয়াছিল তাহার তালিকা প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৭
আসাম	৸৶৯ পাই	৸৶৯ পাই	৸৶৬ পাই
কাছাড়	॥৶৬ "	।৶০	৸৴৭ "
শ্রীহট্ট	॥৶১০ "	॥৶৫ "	৸৴৪ "
দার্জ্জিলিং	১৲	১৲৮ "	১৶০ "
ডুয়ার্স	৸৴১ "	॥৶৯ "	৸৶৮ "
তেরাই	৸০	॥৶৯ "	৸৴৫ "
গড়	৸৴৫ "	৸৩ "	৸৶১০ "

কলিকাতার নীলামে চা বিক্রয়ের ফলাফল।

সেল নম্বর—৩০

১৭ই জানুয়ারী ১৯২৮ সাল।

স্থানের নাম	প্যাকেটের সংখ্যা	পাউণ্ডের গড় দাম
আসাম	১০৪৬৯	৶৵৩পাই
কাছাড়	১৯২৮	৶৯ পাই
শ্রীহট্ট	২৯৯৪	৶৬ পাই
দার্জ্জিলিং	৪৫৬	৶৵১ পাই
ডুয়ার্স	৮৮৩৯	৶/৩ পাই
তরাই	১৪৯৮	৶৯ পাই
ত্রিপুরা	২৭২	৶১ পাই
চট্টগ্রাম	৩৭৯	॥৵১০ পাই
ছোট নাগপুর	৭৬	৶৪ পাই
মাদ্রাজ	৫৮	৶৵
নেপাল	১১৩	৶৵
মোট—	২৭১০২	৶/৬
ডাষ্ট—	৭৪৯২	৶৭

চাএর বাজার গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর কি পরিমাণ বাড়িয়াছে তাহা নিম্নে তুলনা করিয়া দেখান হইল। এখানে প্রথম তালিকায় ২৬—২৭ সালের ২৫শে জানুয়ারী তারিখের দর দেখাইয়া পরবর্ত্তী তালিকায় ২৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখের দর দেখান হইয়াছে।

সেল নম্বর ৩১

২৫শে জানুয়ারী ১৯২৬—২৭

স্থানের নাম	প্যাকেটের সংখ্যা	গড় মুল্য পাউণ্ডপ্রতি
আসাম	৮৮৮৪	॥৵৬ পাই
কাছাড়	৩৬৭৯	॥/৪ ,,
শ্রীহট্ট	২৯৬৭	৶/১১ ,,
দার্জ্জিলিং	৪৭৮	৶/৫ ,,
ডুয়ার্স	৯৩০২	॥/১১ ,,
তরাই	১১৯২	॥৫ ,,
ত্রিপুরা	৩৩৩	॥/১ ,,
চট্টগ্রাম	৫৮৯	॥/১ ,,
ছোটনাগপুর	৪৩	৶৵৫ ,,
মোট—	২৭৪৫৭	॥৵৩ ,,
ডাষ্ট—	৬৬৭৭	॥৭

সেল নম্বর—৩২

৩১শে জানুয়ারী ১৯২৮।

স্থানের নাম	প্যাকেটের সংখ্যা	পাউণ্ডের গড় মূল্য
আসাম	৭৭৩৭	৶/৩
কাছাড়	১৩০৬	৶৮
শ্রীহট্ট	২৮২৫	৶৩
দার্জ্জিলিং	১৮৩	১৷৵৯
ডুয়ার্স	১৫৭২	৶৮

স্থানের নাম	প্যাকেটের সংখ্যা	পাউণ্ডের গড় মূল্য
তেরাই	১৬১৪	৸৮
ত্রিপুরা	২৮১	৸০
চট্টগ্রাম	১৭৭	৸৭
ছোট নাগপুর	৭৪	৷৷৵৩
কুমায়ন ও কাংগ্রা	—	—
দেরাদুন	১৩০	৸/২
মোট—	১৫৯০৯	৸/০
ডাষ্ট—	৬৮১৯	৸২

ইহা হইতে চা ব্যবসায়ীগণ দেখিতে পাইবেন গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর চায়ের দাম কত বাড়িয়াছে।

সেল নম্বর—৩৩

৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৮।

স্থান	প্যাকেট	১পাউণ্ডের গড়মুল্য
আসাম	৫৫৬৯	৸৮ পাই
কাছাড়	১৪৬৯	৸৩ ,,
শ্রীহট্ট	১৩৫৩	৷৷৴১০ ,,
দার্জ্জিলিং	৬০	৸৵৬ ,,
ডুয়ার্স	৯৬৮	৸১ ,,
তেরাই	৫৩০	৸১ ,,
ত্রিপুরা	১২৯	৷৷৶৭ ,,
চট্টগ্রাম	২২১	৷৷৶০ ,,
মোট—	১০৩০১	৸৫ ,,
ডাষ্ট—	৫১৪১	৷৷৶৭

সোডা লেমনেডের ব্যবসায়।

[তৃতীয় পর্য্যায়]

Hot processএ অর্থাৎ গরম করিয়া ১০ গ্যালন চিনির সিরাপ প্রস্তুত করিবার উপায়।

[Sp. gr. (ঘনত্ব)—১.২২৫। ১গ্যালনে ৬ পাউণ্ড চিনি বিদ্যমান]

এই উপায়ে সিরাপ প্রস্তুত করিতে হইলে পাত্রটীকে ষ্টিম বা বাষ্পের সাহায্যে গরম করিতে হইবে। প্রথমে পাত্রে ৭ গ্যালন পরিষ্কৃত ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া তাহাতে ৬০ পাউণ্ড উৎকৃষ্ট দানাদার সাদা ইক্ষু চিনি নিক্ষেপ কর এবং একটী তাড়ু দিয়া মাঝে মাঝে নাড়িতে থাক। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অধিকাংশ চিনি গলিয়া যাইবে। এইবার ষ্টীমের সাহায্যে চিনির জলটুকু খুব তাড়াতাড়ি ফুটাইয়া ফেল। চিনির জলে যদি গাঁজা বা ফেনা উঠিতে থাকে তাহা হইলে একখানি ঝাঁঝরা বা হাতা দ্বারা তাহা তুলিয়া ফেলিতে হইবে। এই সময় কয়েক মিনিটের জন্য ষ্টীম বন্ধ রাখা উচিত। তৎপরে আবার ফুটাও। যদি গাঁজা হয় তাহা হইলে তুলিয়া ফেল। তাহার পর পাত্রটাকে নামাইয়া ঠাণ্ডা হইতে দাও। ইহাই উত্তাপের সাহায্যে প্রস্তুত চিনির সিরাপ।

সিরাপের উপাদানরূপে যে আঁক চিনি ব্যবহৃত হইল উহা যদি বেশ দানাদার, বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার থাকে এবং যদি বেশ সতর্কতার সহিত সিরাপ প্রস্তুত করা যায় তাহা হইলে উহা ফিলটার করিবার কোনই প্রয়োজন হইবে না, এম্নিই উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ দেখাইবে।

আমরা উপরে সিরাপের উপাদান দ্বয়ের যে পরিমাণ দিয়াছি উহাতে জলের মাত্রা একটু বাড়াইয়া বলা হইয়াছে; কেন না খানিকটা জল বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইবে। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইল স্যাকরোমিটার সাহায্যে সিরাপের ঘনত্ব বা Specific gravity মাপিয়া লওয়া। ইহাতে আবশ্যক হইলে অল্প কিছু জল যোগ করা যাইতে পারিবে। কেহ যেন মনে না করেন ঘনত্বের সামান্য তারতম্যে কিছুই যায় আসে না। বস্তুতঃ সিরাপ সামান্য ঘন হইয়া গেলেও সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। যদি দুই বোতল প্রস্তুত করা যাইত তাহা হইলে অবশ্য বিশেষ ক্ষতির কারণ ছিল না। কিন্তু যদি অনেক বোতল সিরাপ তৈয়ারী করা হয় এবং প্রত্যেক বোতলে সামান্য পরিমাণ সিরাপও বেশী পড়ে তাহা হইলে যে তিল তিল করিয়া ভাল পরিমাণ ক্ষতি হইয়া যাইবে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কাজেই এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

যাহাহউক এই সিরাপে যদি কোন রং বা এসিড মিশাইতে হয় তাহা হইলে ইহা ঠাণ্ডা হইবার পর তাহা মিশান উচিত। প্রয়োজন বোধ করিলে ইহা ফিলটার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ফিলটার করিবার পদ্ধতি পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

Hot processএ যে সিরাপ প্রস্তুত করা হইবে তাহা আরও এক উপায়ে পরিস্কৃত করা যায়। এক আউন্স Hot processএ প্রস্তুত সিরাপের গুঁড়া (Syrup finings) এক পাউণ্ড ঠাণ্ডা জলে গুলিয়া উহা সিরাপ [১০ গ্যালন] ফুটাইবার পূর্ব্বে তাহাতে নিক্ষেপ কর। ফলে সিরাপ ফুটাইবার সময় উহার যাবতীয় ময়লা ফেনার আকারে উপরে ভাসিয়া উঠিবে। তখন ঝাঁঝরা দিয়া উহা ছাঁকিয়া ফেলিয়া দিলে যে সিরাপ প্রস্তুত হইবে তাহা বেশ পরিষ্কার ও উজ্জল দেখাইবে।

প্লেন সিরাপ রক্ষা করিবার নিয়ম।

প্লেন সিরাপ রাখিয়া দিবার জন্য বড় বড় আস্ত স্পিরিটের পিপা ব্যবহার করা খুবই সুবিধা জনক। পিপাগুলি দস্তুর মত পরিষ্কার করিয়া লওয়া চাই এবং ঐ পিপায় স্পিরিট ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ না থাকা বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য পিপার মুখ ভাল করিয়া আঁটিয়া রাখিতে হইবে।

ঠাণ্ডা পদ্ধতিতে (Cold process)
১০০ গ্যালন প্লেন (৬০° Twaddell)
সিরাপ প্রস্তুত করিবার উপায়।

[ঘনত্ব বা Sp. gr.—১·৩০০০। এক গ্যালন সিরাপে ৫/৮ সের চিনি বিদ্যমান।]

নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে প্রস্তুত ও রক্ষিত সিরাপ, কর্ডিয়েলে এবং ফলের সিরাপে ব্যবহৃত হইবার বিশেষ উপযোগী। এয়ারেটেড্ মিষ্ট জল তৈয়ারী করিবার জন্যও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। তবে উক্ত উদ্দেশ্যে টাটকা সিরাপ প্রস্তুত করিয়া লওয়াই অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমাদের মনে হয়।

১০০ গ্যালন স্পিরিট ধরিতে পারে এমন একটী স্পিরিট কাস্ক (Cask) বা পিপা সংগ্রহ করিয়া উহার উপরিভাগে ছয় ইঞ্চ ব্যাস বিশিষ্ট একটী গোলাকার ছিদ্র প্রস্তুত কর। পিপার মধ্যে ৫০ গ্যালন পরিস্কৃত ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দাও এবং উহাতে অল্প অল্প করিয়া ৮০ পাউণ্ড উৎকৃষ্ট পরিস্কৃত দানাদার আঁকের চিনি নিক্ষেপ কর। চিনি নিক্ষেপ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ঐগুলি সম্পূর্ণরূপে গলিয়া যায় সে বিষয়ে নজর রাখিতে হইবে। বেশী কিছু করিতে হইবেনা, একটী কাঠির দ্বারা পিপার ভিতরটা মাঝে মাঝে গুলাইয়া দিলেই চলিবে। সমস্ত চিনি প্রয়োগ করা হইয়া গেলে উহার সহিত দুই পাউণ্ড কার্ব্বনেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া এবং চার আউন্স স্যালিসাইলিক্ এসিড্ মিশ্রিত কর। বলা বাহুল্য সব কয়টা উপাদানকেই ভাল করিয়া মিশ খাওয়ান চাই। এইবার ছিদ্রপথ ছিপি দ্বারা ভাল করিয়া আঁটিয়া সিরাপটুকু থিতাইতে দাও। উহা সম্পূর্ণরূপ থিতাইতে সপ্তাহ কাল সময় লাগিবে। ইহারপর সিরাপ বেশ পরিষ্কার এবং উজ্জলবর্ণ ধারণ করিবে।

ছিপিটী এমন করিয়া আঁটিয়া দেওয়া উচিত যাহাতে পিপার মধ্যে একটুও বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে। যে কাটটি কাটিয়া লওয়া হইয়াছিল তাহাকে এখন ক্যানভাসে আবৃত করিয়া ছিপিরূপে ব্যবহার করিলেই সর্ব্বাপেক্ষা সুফল পাওয়া যাইবে।

এই উপায়ে প্রস্তুত এবং রক্ষিত প্লেন সিরাপ বহুকাল (কয়েক বৎসর যাবৎ) ভাল থাকিবে। ইহা ঐ পিপাতেই রাখিয়া দেওয়া যায়, কিম্বা বোতলে পুরিয়া রাখিলেও ক্ষতি নাই। ফলের সিরাপ, কর্ডিয়েল বা লেমনেডাদি তৈয়ারী করিবার সময় যখন প্লেন সিরাপের প্রয়োজন হইবে তখন আবশ্যক মত সিরাপ ঐ পিপা হইতে বাহির করিয়া লইয়া স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণের জন্য অন্যান্য পদার্থ মিশাইলেই চলিবে। তবে এই সিরাপ একটু বেশী ঘন, কেন না ইহার Sp. gr. ১৩০০ বা ৬০০ টোয়াডেল। উহার সহিত পরিমাণ মত জল মিশাইয়া উহাকে আবশ্যক মত পাতলা করিয়া লওয়া আবশ্যক।

এই সিরাপ সম্বন্ধে একটী কথা পুনর্ব্বার স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করি। ইহা যদি বেশ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল না দেখায়, তবে ব্যবহারের পূর্ব্বে ইহাকে ভাল করিয়া ফিল্টার করিয়া লওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ এই সিরাপ ফলের সিরাপ বা কর্ডিয়েলের মূল উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইবার বিশেষ উপযোগী এবং লেমনেডাদিতেও ব্যবহার করা যায় বটে কিন্তু ইহা লেমনেডাদির পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে।

এইবার আমরা নানাবিধ এয়ারেটেড ওয়াটার তৈয়ারী করিবার পরীক্ষিত ফরমূলা প্রদান করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আরও একটী কথা বলিয়া লওয়া আবশ্যক। নিম্নে যে সমস্ত ফরমূলা দেওয়া হইবে তাহাতে ৪৫^0 ডিগ্রী টোয়াডেল (45^0 Twaddell) প্লেন সিরাপের উল্লেখ আছে। অল্প শক্তি বিশিষ্ট সিরাপ ব্যবহার করিতে গেলে অবস্থানুযায়ী সিরাপের পরিমাণ কমান বা বাড়ান আবশ্যক।

প্রতি বোতল এয়ারেটেড ওয়াটারে ৪৫^0 টোয়াডেল সিরাপ ১½ আউন্স ব্যবহার করা উচিত। অর্থাৎ এক গ্যালন সিরাপে ১০ আউন্স জল ধরিতে পারে এরূপ বোতলের নয় ডজন জল তৈয়ারী হইতে পারে।

যদি প্রতি বোতলে দুই আউন্স করিয়া সিরাপ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে ১ গ্যালন ৪৫^0 Twaddell সিরাপ ব্যবহার না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ২১৬ ফ্লুইড আউন্স অর্থাৎ ১ গ্যালন ২¼ পাইট ৩০^0 Twaddell প্লেন সিরাপ ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।

আবার যদি প্রতি বোতলে এক আউন্স সিরাপ ব্যবহার করাই অধিকতর মনঃপুত হয়, তাহা হইলে এক গ্যালেনের পরিবর্ত্তে ৬০^0 Twaddell প্লেন সিরাপ ৫ পাইট ৪ আউন্স (ফ্লুইড) ব্যবহার করিলেই চলিবে।

কোন কোন স্থানে একই জিনিস তৈয়ারী করিবার জন্য একাধিকবার ফরমূলা দেওয়া হইয়াছে; এ ক্ষেত্রে প্রথমটী ব্যতীত আর সকল গুলিতেই নিকৃষ্ট ধরণের মাল উৎপন্ন হইবে। কাজেই আমাদের মনে হয় যাঁহারা জিনিসের উৎকর্ষতা দেখাইয়া বাজারে সুনাম প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে কেবল প্রথম ফরমূলা গুলিকে অনুসরণ করতঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ উপাদান ব্যবহার করাই যুক্তি সঙ্গত। মনে রাখিতে হইবে এসেন্স প্রভৃতিতে খরচ খুব বেশী পড়ে না, কিন্তু উহাদের সামান্য দোষে সমস্ত অর্থব্যয় নিরর্থক হইয়া যাইবে।

লেমনেডাদি নানাবিধ এয়ারেটেড ওয়াটার তৈয়ারী করিবার পরীক্ষিত ফরমুলা।

প্রস্তুত করিবার সাধারণ বিধি :—

প্রথমে পরিমাণ মত ফিলটার করা প্লেন সিরাপ মাপিয়া লও। পরে সাইট্রিক কিম্বা টার্টারিক এসিড সমপরিমাণ জলে উত্তমরূপে গুলিয়া উহার সহিত মিশ্রিত কর। কেরামেল (caramal) প্রভৃতি ঘন রং গুলিকেও আগে সম পরিমাণ জলের সহিত মিশাইয়া লওয়া আবশ্যক। তৎপরে এসেন্স মিশাইতে হয়। ইহা খুব অল্প অল্প করিয়া ধীরে ধীরে মিশ্রিত করা উচিত। সর্ব্বশেষে উহাতে ফোম্ সিরাপ প্রয়োগ করিয়া বোতলে পুরিয়া ফেলিতে হইবে।

১। অ্যামব্রোসিয়া (অমৃত)

[Ambrosia.]

ফিলটার করা প্লেন সিরাপ ৪৫°T.—	১ গ্যালন।
টার্টারিক এসিড—	½ আউন্স।
বিশুদ্ধ ক্যারামেল 'A' (দগ্ধ শর্করা)	½ ফ্লুইড আউন্স।
তরল লোহিত রং—	½ ফ্লুইড আউন্স।
দ্রবনীয় এসেন্স য়্যাম্‌ব্রোসিয়া—	২ ,, ,,

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশ্রিত কর।

২। আপেল পঞ্চ্।

ফিলটার করা প্লেন সিরাপ ৪৫°T—	১ গ্যালন।
টার্টারিক এসিড—	১½ আউন্স।
বিশুদ্ধ ক্যারামেল 'এ' —	¼ ফ্লুইড আউন্স।
দ্রবনীয় আপেল-পঞ্চ্ এসেন্স	২ ,, ,,
ফোম্ সিরাপ—	½ ,, ,,

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশ্রিত করিতে হইবে।

৩। ব্যানানা স্কোয়াস।

(কলার গন্ধ বিশিষ্ট পানীয়)

প্লেন সিরাপ ৪৫°T—	১ গ্যালন।
টার্টারিক এসিড—	½ আউন্স।
তরল ব্যানানা রঙ—	১ ফ্লুইড ড্রাম।
ব্যানেনা স্কোয়াস্ এসেন্স (দ্রবনীয়)—	½ ফ্লুইড আউন্স।
ফোম্ সিরাপ—	¼ ,, ,,

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশ্রিত করিতে হইবে।

৪। বার্চ বিয়ার।

(Birch Beer)

ফিলটার করা— প্লেন সিরাপ ৪৫°T—	১ গ্যালন।
বিশুদ্ধ ক্যারামেল 'এ'—	৪ ফ্লুইড আউন্স।
দ্রবনীয় বার্চ বিয়ার এসেন্স—	২ ,, ,,
ফোম্ সিরাপ—	¼ ,, ,,

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

ব্ল্যাক্ কিউরাণ্ট।

(Currant মনেক্কা)

ফিলটার করা প্লেন সিরাপ ৪৫°T—	১ গ্যালন।
টার্টারিক এসিড—	২ আউন্স।
তরল ব্ল্যাক্ কিউরাণ্ট রঙ্	১ ফ্লুইড আউন্স।
ব্ল্যাক্ কিউরাণ্ট "ফ্রুটেক্স" বা ফলাসব—	২ ,, ,,

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য]

ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম, বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা। অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানি করিয়াছেন। আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায়কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে, সেই সকল dealerএর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারি, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exportersদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, —যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর দেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায় থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে circular জারী করিয়া, এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই ; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে মফঃস্বল হইতে সংবাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং যাঁহারা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভ-সঙ্কল্প প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

রাঁচি সহর।

পোঃ রাঁচি—জেলা রাঁচি। B. N. R. ভায়া পুরুলিয়া অথবা মুড়ি।

ছোট নাগপুর বিভাগের মধ্যে রাঁচি একটা প্রধান সহর ও স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানকার জলবায়ু খুব স্বাস্থ্যকর বলিয়া অনেকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আসিয়া বসবাস করিয়াছেন। এইস্থান কলিকাতা হইতে ২৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। রাঁচী এক্সপ্রেস দিয়া বা গোমো প্যাসেঞ্জার দিয়া কলিকাতা হইতে ভায়া পুরুলিয়া অথবা মুড়ি জংসন দিয়া যাতায়াত করা যায়। ৭।৶০ টিকিটে (তৃতীয় শ্রেণীর) ভায়া মুড়ি জংসন দিয়া রাঁচি যাতায়াত করা যায় (১৫ দিনের জন্য)।

রাঁচি ষ্টেশন হইতে সহর তিন মাইল ; রিক্স, মটর, ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়, সেইজন্য যাতায়াতের কোন অসুবিধা হয় না। এখানে গরুর গাড়ি, মহিষ গাড়ি প্রভৃতি যানও যথেষ্ট পাওয়া যায় সুতরাং আমদানী ও রপ্তানী মালপত্র সরবরাহ করিবার কোন কষ্ট হয় না। সহরের তিন মাইল দূরে সুবর্ণ রেখা নদী অবস্থিত ; ছোট নাগপুর বিভাগের সমস্তই পার্ব্বত্য নদী ; বার মাস জল থাকে না সেইজন্য নৌকা দিয়া এদেশের কোন ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা হয় না। রাঁচি জেলার ৩০।৪০ মাইল দূরে অনেক বড়

বড় ব্যবসা বাণিজ্যের স্থান আছে। তাহারা গোৎসাই দিয়া মালপত্র আমদানীও রপ্তানী করেন।

পুরুলিয়া হইতে রাঁচি লোহারদাগা পর্য্যন্ত যে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর ষ্টেট লাইন আছে, তাহার মধ্যে ৭২ মাইল দূরে রাঁচি ও ১১৫ মাইল দূরে লোহারদাগা অবস্থিত। আর বেশী দূর রেল লাইন না থাকায় অন্যান্য দূরবর্ত্তী গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য সমস্ত গো-গাড়ি দিয়া রাঁচীর সহরে আমদানী ও রপ্তানী হয়। এ দেশের উৎপন্ন ফসল, সরিষা, গুঁড়, লাক্ষা ও নানাবিধ কাঁচা তরকারী প্রচুর পরিমাণে বিদেশে চালান দেওয়া হয়। রাঁচি সহর, ব্যবসা বাণিজ্য ও স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া দেশ বিখ্যাত।

ঘৃত, ময়দা, চিনি প্রভৃতি পাইকারি দ্রব্য বিক্রেতা—

১। শিববক্স মাড়োয়ারী।
২। রামগোপাল চতুর্ভুজ।
৩। উঙ্কারমল চতুর্ভুজ।
৪। বিহারীলাল সুনকরণ।
৫। উদয়লাল চাঁদমল।
৬। ঝাবড়মল মতিলাল।
৭। বৈজনাথ গদামন।
৮। কাগনসাও রাম ধনী।

মনোহারী জিনিষ বিক্রেতা—

১। ছাত্র ভাণ্ডার।
২। সেন ব্রাদার্স।
৩। কে, এন, রায়।
৪। বিপৎ মিঞা।
৫। দেওয়ানতুল্লা মল্লিক।
৬। ওয়ালি আহাম্মদ।
৭। Ranchi Store.
৮। কমলালয়।
৯। A. T, Bhattacharja.
১০। K. B. Sen.
১১ A. Ali & Bros
১২। The Chotonagpur Co-operative Store.

কাপড় পাইকারী বিক্রেতা—

১। যমুনা ধর পোদ্দার। (Agent of Tata mill)
২। হরদৎ রায় হনুমানবক্স।
৩। ভীম রাজ বংশীধর।
৪। ভুরামল জগন্নাথ।
৫। ধনরাজ লালচাঁদ।
৬। গনপৎরায় বালাবক্স।
৭। হরকিশন দাস নাথ মল।

ভুষিমালের আড়তদার—

১। তবী সাও শুকদেব সাও।
২। ইসবর সাও পুরন রামা সাও।
৩। কুঞ্জ রাম মরুত সাও।
৪। রংলাল সাও।
৫। বালচাঁদ সাও।
৬। নাথু চৌধুরী বলদেও চৌধুরী।
৭। নর মল রাম কুমার।

সুতা বিক্রেতা—

১। ভুরামল জগন্নাথ।
২। যমুনা ধর পোদ্দার।
৩। নরমল রাম কুমার।
৪। লখী রাম মুল রাজ।

৫। মঙ্গল চাঁদ নাগর মল।
৬। সিউরাম দাস খেমরাজ।
৭। ভীমরাজ বংশীধর।
৮। মডেল মিল।

বিলাতী স্পিরিট বিক্রেতা—

১। A. L. Shaw & Bros.
২। G. P. S. Sons.

গ্রামোফোন বাদ্য যন্ত্র বিক্রেতা—

১। Central Music Hall.

মেসিন বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারক—

১। Singer Sewing machine.
২। A. C. Dass. & Bros.
৩। Ranchi Sports House.

নারিকেল রসি, রং, তেল, সিমেণ্ট, আলকাতরা বিক্রেতা—

১। জথীরাম মুঙ্গরাজ।
২। দত্ত ব্রাদার্স।
৩। ভাগবৎ সাও।

কাটা কাপড় বিক্রেতা—

১। কানাইলাল মাড়োয়ারী।
২। রামদাস হর বংশী সাও।
৩। অস্ত রাম, রাম নারান।
৪। জথীরাম কেদার নাথ।
৫। রাম রিখ সাও।

পুরাতন লৌহ বিক্রেতা—

১। জথীরাম মুঙ্গরাজ।
২। দত্ত ব্রাদার্স। প্রোপ্রাইটর সূর্য্যনারাণ দত্ত, গোপী নাথ দত্ত (হেড্ অফিস পুরুলিয়া)

ট্রাঙ্ক কারখানা—

১। আবদুল রহমান খাঁ।
২। রহমান মিঞা।
৩। নাজির হোসেন খাঁ।
৪। বাসিরুদ্দিন মিঞা।

ঔষধালয়।

১। রাঁচি ফার্ম্মেসী।
২। দেবকী মেডিক্যাল হল।
৩। সেণ্ট্রাল মেডিক্যাল হল।
৪। হিন্দুস্থান মেডিক্যাল হল।
৫। ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী।
৬। আর্য্য ঔষধালয়।

বিড়ি প্রস্তুত কারক—

১। অস্তরাম বংশীধর।

মটর সার্ভিস।

১। রাঁচি হইতে লোহারদাগা।
২। " " কুণ্ডু।
৩। " " হাজারীবাগ।
৪। " " খুঁটী।
৫। " " কাঁকে।
৬। " " পুরুলিয়া।
৮। " " লতেহার।

কাঠ গোলা।

১। এম, এম, বোস।
২। জি, এন, বোস।
৩। কে, এন, রায়।
৪। মন্মথ নাথ চক্রবর্ত্তী।

পাটী, বল্টু, করগেট, বিম, টী আয়রণ বিক্রেতা।

১। জথী রাম মুন্দরাজ।
২। মেঃ দত্ত ব্রাদার্স প্রোপ্রাইটার
সূর্য্য নারায়ণ দত্ত। } (হেড অফিস
গোপী নাথ দত্ত। } পুরুলিয়া)

হার্ডওয়ার বিক্রেতা—

১। জথীরাম মুন্দরাজ
১। দত্ত ব্রাদার্স।
সূর্য্য নারায়ণ দত্ত
গোপীনাথ দত্ত
(হেড অফিস পুরুলিয়া)
৩। ভাগবৎ সাও।
৪। মনোহর সাও।
৫। রামলাল সাও।
৬। রাম টহল সাও।

গালাকুঠী।

১। কুঞ্জরাম মরুত সাও।
২। রংলাল সাও।
৩। তকী সাও শুকদেব সাও।
৪। নাথু চৌধুরী বাসদেও চৌধুরী।

কণ্ট্রাক্টর—

1. B. C. Roy & Co.
2. Satish ch, Ball.
3. Martin Co.

সোডা ও লেমনেড বিক্রেতা।

১। জানকীরাম সাও।
২। Jaimall Chowdhary.

বায়স্কোপ—

১। The Ranchi Bisocope properitor Khemraj puran mall.

ব্যাঙ্কিং অফিস।

১। ছোট নাগপুর ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশন
২। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক।

গ্যাস বাতীর দোকান।

১। কুলদা প্রসাদ কর্ম্মকার।
২। গতি প্রসাদ লোহার।
৩। ফকির মহম্মদ।

আটা কল।

১। রংলাল আটা মিল।

সাবান কারখানা।

১। The Ranchi Soap Works.

বরফের কল।

১। Ramakers & Co.

কয়লা বিক্রেতা।

১। হেম চন্দ্র সরকার।
২। ইব্রাহিম ইসাক।

সাইকেল বিক্রেতা।

১। কে, এন, রায়।
২। মহাবীর মিস্ত্রি।
৩। খেম রাজ পুরন মল।
৪। কমরু মিঞা।
৫। মহম্মদ ইসাক।

ঘড়ি মেরামতকারক ও বিক্রেতা।

১। A. R. Chatterjee & Bros.
২। J. M, Mukherjee & Bros.

ছাপাখানা।

১। বন্ধু বিলাস প্রেস।
২। সাকুত প্রেস।
৩। G. E. L, M. Press.

পেট্রোল বিক্রেতা।

১। রতন লাল সুরজ মল।
(Shell motor spirit agent.)
২। চুনি লাল গণপত রায়।
(B. O. C. Motor spirit agent)
৩। Roy. & Rahman. B. O. C.

হিন্দু হোটেল।

১। আর্য্য নিবাস।

সাহেবদের হোটেল।

১। Silver Oak Hotel.
২। Clyton Hotel.

বাংলা টাইপ রাইটার।

সম্প্রতি রেমিংটন টাইপ রাইটার কোম্পানী কলিকাতায় বাংলা টাইপ রাইটার মেসীন আমদানী করিয়াছেন। এই সংখ্যার "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" মলাটে তাহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল।

টাইপ রাইটার মেসীনের প্রয়োজনীয়তার কথা আজ নূতন করিয়া বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। লক্ষ লক্ষ টাইপরাইটার আজ জগৎ জুড়িয়া ব্যবহৃত হইতেছে। এমন আফিস নাই যেখানে টাইপরাইটার ব্যবহৃত না হয়; বস্তুতঃ আফিসে, আদালতে যেখানেই সদা সর্ব্বদা চিঠি পত্র বা অন্য কিছু ইংরাজী লিখিবার প্রয়োজন সেই খানেই ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

হাতের লেখা সকলের একরূপ নহে; কাহারও লেখা সহজে পড়া যায়, আবার কাহারও লেখা একবারে দুর্ব্বোধ্য। সেকালের জড়াইয়া লেখা বা পাকা হাতের লেখা মানে যে লেখা সহজে কেহ পড়িতে পারেন না। আইন আদালতে মুহুরীরা যেখানে বাংলা লেখে সেইখানেই তাহাদের হাতের লেখা পড়া অতি কঠিন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে বাংলাদেশের আদালতসমূহ হইতে মোকর্দ্দমার আরজী, সাক্ষীর সমন, ইত্যাদি যাহা বাংলায় লেখা হইয়া পক্ষদিগের উপর জারী হয় সে সবই মুহুরীদের হাতের লেখা। তাহাতে যে কি লেখা থাকে তাহা হাজার করা একজন লোকেও বুঝিতে পারে কি না সন্দেহ।

ইহার প্রধান কারণ এই যে সমন নোটিশাদি

অনেক কপি বাংলায় লিখিতে হয় বলিয়া মুহুরীদের ধৈর্য্য থাকে না এবং ইঁহার জন্ত স্বতন্ত্র পারিশ্রমিকও তাহারা পায় না। কাজেই ছাপান ফরমের মধ্যে হিজি বিজি যাহা হয় একটা কিছু লিখিয়া দিয়া দায় উদ্ধার করিতে পারিলেই তাহারা যেন বাঁচে। তাহাছাড়া আজকাল ভাল হাতের লেখা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল নানা কারণে এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

বর্ত্তমান যুগ তাড়াতাড়ির যুগ। এখন আর হাতের লেখা পাকাইবার জন্য লোকে বেশী সময় নষ্ট করিতে পারে না। অথচ তাড়াতাড়ির যুগ বলিয়া হিজি বিজি লেখা ও আজকাল অচল। সময় কোথায় ? এ হিজিবিজি লেখা পড়িবার জন্য সময় ও শক্তির অপব্যবহার করিবে কে ! কাজেই এক্ষেত্রে বাংলা টাইপরাইটার যে একটা মস্ত অভাব দূর করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

টাইপরাইটারের সৃষ্টি হইয়াছে বহুকাল পূর্ব্বে, কিন্তু তাহা ইংরাজী ভাষা লিখিবার জন্য। আমরা বহুদিন হইতেই মনে করিতেছিলাম বাংলা ভাষায় লিখিবার জন্য যদি এই ধরণের টাইপ রাইটার কেহ তৈয়ারী করিত তাহা হইলে মন্দ হইত না। আমরা যতক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছি ততক্ষণের মধ্যে রেমিংটন টাইপ রাইটার কোম্পানী বাজারে বাংলা টাইপরাইটার বাহির করিয়া অর্থোপার্জ্জনের এক নূতন পথ খুলিয়া বসিলেন।

টাইপ রাইটারের ব্যবসায়ে রেমিংটন কোম্পানী অদ্বিতীয়। জগৎ জুড়িয়া তাহাদের কারবার। এই কোম্পানীর কলের এরূপ বিপুল প্রচলন হইবার এক মাত্র কারণ উহার মূল্যাল্পতা, কার্য্যকারীতা এবং দৃঢ়তা ; রেমিংটন কোং যে বাংলা টাইপ রাইটার প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা ঠিক তাঁহাদের ১২নং ইংরাজী টাইপ রাইটারের অনুরূপ। বহু বৎসর পরীক্ষা ও গবেষনার ফলে উহা প্রস্তুত হইয়াছে। আমরা এই মেসিন দেখিয়াছি। ইহা দ্বারা সুন্দর বাংলা টাইপ করা যায়। নিম্নে এই মেসিনের দ্বারা যে টাইপ হইয়াছে তাহার Facsimili বা প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

রেমিংটন বাঙ্গালা টাইপরাইটার ।

রেমিংটন টাইপরাইটার কোম্পানী ইণ্ডিয়া লিমিটেড্, নং ৩, কাউনসিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, আনন্দের সহিত জানাইতেছে যে, রেমিংটন বাঙ্গালা টাইপরাইটার বাঙ্গালা দেশের সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ কর্তৃক সর্ব্বতোভাবে অনুমোদিত হইয়াছে । এই টাইপরাইটার বাঙ্গালা ভাষা পরিপাটিরূপে লিখনোপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং এই টাইপরাইটার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা যে সুচারুরূপে লেখা যাইতে পারে তাহা বাঙ্গালা টাইপরাইটারে লিখিত প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ এই বিজ্ঞাপন দৃষ্টেই প্রতিয়মান হইবে ।

বিশেষ বিবরণের জন্য আবেদন করুণ ।

রেমিংটন টাইপরাইটার কোম্পানী ইণ্ডিয়া লিমিটেড্,
পোঃ বঃ নং ১৮৮, কলিকাতা ।

বাংলা টাইপরাইটারে টাইপ করা চিঠির প্রতিলিপি।

যাহাহউক টাইপ রাইটারের গুণ কীর্ত্তন করা আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমরা দেখাইতে চাই ঐ জিনিষটাকে অবলম্বন করিয়া বেকার যুবকেরা কি উপায়ে দুটা পয়সা রোজগার করিতে পারে।

বিনা মূলধনে বা অল্পধনে ব্যবসায় করিয়া অর্থোপার্জ্জনের যত গুলি পন্থা আছে তন্মধ্যে সেলিং এজেন্সী গ্রহণ করাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা তাহা আম[illegible] গত বৈশাখের "ব্যবসা ও বানিজ্যে" স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছি। সেই সময় আমরা আরও বলিয়াছিলাম যে কোন জিনিসের এজেন্সী গ্রহণ করিবার সময় দেখিতে হইবে যে দেশের মধ্যে সেই জিনিসের যথেষ্ট চাহিদা আছে কিনা।

দ্বিতীয়তঃ সেই জিনিস সুদৃঢ়, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অথচ অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্য বিশিষ্ট কিনা।

এই দুইটী বিষয়ে কৃত নিশ্চয় হইয়া অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।

তথাপি এজেন্সী গ্রহণেচ্ছু নূতন ব্রতীদিগের মনে সততই প্রশ্ন জাগিবে "কোন্ জিনিসের এজেন্সী গ্রহণ করিব?" যে সকল জিনিস বাজারে চলিতেছে সে গুলি উৎকৃষ্ট এবং সুলভ হইলে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে বটে যে ঐ জিনিসের এজেন্সী গ্রহণ করিলেই প্রচুর লাভ করা যাইবে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে ব্যাপারটী ঠিক অত সহজ নয়। যে সকল জিনিস বাজারে চলিতেছে তাহার এজেন্সী গ্রহণ সম্বন্ধে দুইটা অসুবিধা আছে।

প্রথমতঃ সেই জিনিসের এজেন্টের অভাব নাই। কাজেই এজেন্সী পাওয়াই দুরূহ ব্যাপার এবং এজেন্সী পাইলেও পাকা এজেন্টদের সহিত প্রতিযোগীতায় দাঁড়ান কঠিন হইয়া উঠে।

দ্বিতীয়তঃ বহুদিনের পুরাতন বাজারচল জিনিসের উপর কখনও উচ্চহারে কমিশন পাইবার সম্ভাবনা নাই। এইজন্য প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত কোন্ নূতন জিনিস আবিষ্কৃত হইতেছে বা কোন্ জিনিস প্রথম এই দেশে আমদানী হইল। নব আবিষ্কৃত বা নূতন আমদানী দ্রব্যের যদি চাহিদার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে সেই জিনিসের এজেন্সী গ্রহণ করিবার চেষ্টা করা উচিত, কেন না তাহা হইলে প্রতিযোগীতা কম থাকিবে, কমিশন বেশী পাওয়া যাইবে এবং কাজেই লাভের মাত্রাও বাড়িয়া যাইবে।

বাংলা টাইপ রাইটার মেসীন এদেশে নূতন আমদানী হইয়াছে। শুধু এই সংবাদটুকুই একজন ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন পরিশ্রমী যুবকের প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিতে পারে। কেননা যে দুইটী গুণ থাকিলে একটী জিনিস ক্যানভ্যাস করিয়া সহজে বিক্রয় করা যাইতে পারে—সে দুটি গুণই ইহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

বাংলা টাইপ রাইটারের দৃঢ়তা ও কার্য্যকারীতার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন কেবল ইহার চাহিদার কথাই বলিব।

চাহিদার অর্থ অভাব বোধ। যে জিনিসে আমাদের প্রয়োজন আছে অথচ যাহা আমাদের নাই, তাহাই আমরা পয়সা খরচ করিয়া খরিদ করিয়া থাকি! যে জিনিসের প্রয়োজন যত বেশী বা যে জিনিস যত বেশী লোকের প্রয়োজন, সেই জিনিসের তত কাটতি হইবে; অর্থাৎ যেখানে চাহিদা বেশী সেখানে কাট্তি ও যে বেশী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা হইতে আরও একটী তথ্যে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। তাহা এই

যে যে জিনিসের কাটতি বেশী হইতেছে, বুঝিতে হইবে যে সে জিনিসের প্রচুর চাহিদা আছে। বাজার-চল জিনিস গুলির চাহিদা আছে কিনা, কিম্বা কিরূপ চাহিদা আছে তাহা এই উপায়ে নিকশ পাথরে অতি সহজেই যাচাই করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু যে জিনিস নূতন আবিষ্কৃত হইল, তাহার চাহিদা আছে কিনা বুঝিবার উপায় কি ?

প্রথমেই দেখিতে হইবে, যে উহার অভাব নিবারণ শক্তি বা প্রয়োজনীয়তা (utility) কতখানি, অর্থাৎ ঐ জিনিষ ব্যবহার করিলে কি কি সুবিধা পাওয়া যায় ?

দ্বিতীয়তঃ ঐ বেশীর ভাগ সুবিধা (additional benefit) ভোগের জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয় পড়ে কিনা। যদি দেখা যায় যে উক্ত দ্রব্য ব্যবহারের ফলে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে অধিকতর সুবিধা ভোগের সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ঐ জিনিসের চাহিদার সৃষ্টি করা খুব অসম্ভব ব্যাপার নহে এবং উহার কাটতি হইবে।

"চাহিদা সৃষ্টি" করার কথা উল্লেখ করিয়াছি। কথাটি অর্থপূর্ণ।

কাহার যে কোন্ জিনিসটীর আবশ্যক তাহা সকলে সব সময় ঠিক মত বুঝিতে পারে না। কোন জিনিস তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করে—"হাঁ! ঠিক ত, এই জিনিসটীর আমার আবশ্যক রহিয়াছে।" তখন সে সেই জিনিসটী ক্রয় করিয়া লয়। আবার একদল লোক আছে যাহারা কোন আবশ্যকীয় দ্রব্য দেখিলেও তাহা যে তাহাদের কি উপকারে আসিতে পারে তাহা ভাবিয়া পায় না। কিন্তু যদি কেহ তাহাদের সম্মুখে আসিয়া বক্তৃতা করিয়া, Demonstration দেখাইয়া উক্ত দ্রব্যের উপযোগীতার কথা বুঝাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহারা সহজেই উহার উপযোগীতার কথা বুঝিতে পারে এবং বলে—"হঁা! সত্যই ত এই জিনিসে আমার প্রয়োজন রহিয়াছে। আমি এই জিনিস এখনই কিনিতে চাই।"

পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই এই শেষোক্ত ধরণের। তাই কোন জিনিস তৈয়ারী করিয়া তা সে যত ভাল জিনিসই হউক না কেন—ফেলিয়া রাখিলেই বিক্রয় হইয়া যায় না ; বিজ্ঞাপন দিলে কতক কতক বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু সমস্ত বিকাইয়া যায় না। যে কোন জিনিস বিক্রয় করিতে হইলে ক্যানভাসার বা দালাল নিযুক্ত করিতে হয়। দালালের কাজ মাল জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়া উহার গুণাবলী বর্ণনা করতঃ তাহাদিগকে উহা কিনিতে প্ররোচিত করা।

পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই যদি প্রথমোক্ত ধরণের হইত তাহা হইলে মাল কাটাইবার জন্য দালালের প্রয়োজন হইত না। নিছক বিজ্ঞাপনই

রেমিংটন কোম্পানীর আবিস্কৃত বাংলা টাইপ রাইটার

ক্রেতাকে বিক্রেতার নিকট টানিয়া আনিতে পারিত।

কাজেই দেখা যাইতেছে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক শেষোক্ত ধরণের হওয়ায় বিক্রেতার কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ অসুবিধার সুবিধা গ্রহণ করিয়া দালাল নামক একদল লোক সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিতেছে।

পৃথিবীর সকল দেশেই দালালেরা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এই বাংলা দেশেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। এই বাংলার বুকের উপর বসিয়া দালালী করিয়া মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, ইহুদী, পার্শী লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। বাঙ্গালীদের মধ্যে দুচার জন দালালী না করিতেছে তাহা নহে, কিন্তু জাতী হিসাবে বাঙ্গালী দালালীতে বড়ই পিছাইয়া আছে এবং আমার মনে হয় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর পরাজয়ের উহাই অন্যতম কারণ।

দালালীতে পয়সা আছে একথা একাধিকবার বলা হইয়াছে। ইহার আরও সুবিধা এই যে ইহা আরম্ভ করিবার জন্য বেশী মূলধনের আবশ্যক নাই। সততা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ই ইহার মূলধন।

বাঙ্গালীর মূলধন নাই। কাজেই ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নামিতে হইলে তাহাকে প্রথমে এই দালালী সুরু করিতে হইবে। দালালী কথাটা একটু উঁচু ধরণের। ক্যানভাসিং কথাটিই ব্যবহার করা উচিত। বাঙালী যুবকদিগকে আজ দলে দলে ক্যানভাসারের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

বাংলা টাইপরাইটারের কথা হইতেছিল। এই জিনিসটী নূতন আমদানী হইয়াছে, অথচ প্রয়োজনীয়। কাজেই নূতন ক্যানভাসারদিগের নিকট এই জিনিসটী একটী আয়ের পথ খুলিয়া দিতে পারে।

ইংরাজী রাজভাষা বলিয়া ইংরাজ অধিকৃত বাংলা দেশে আফিস আদালত প্রভৃতিতে অধিকাংশ কার্য্য ইংরাজী ভাষাতেই নিষ্পন্ন হইলেও বাংলা ভাষা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জিত হয় নাই। বাংলা দেশে এমন অনেক বড় বড় দোকান আছে যাহারা অপরের সহিত চিঠিপত্র বাংলা ভাষাতেই লিখিয়া থাকে; এমন কতকগুলি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা রহিয়াছে যাহাতে নিত্য রাশি রাশি কপি এবং পত্র বাংলা ভাষায় লিখিতে হয়; সর্ব্বোপরি জমিদারী সেরেস্তার সমস্ত কাজই বাংলা ভাষায় নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এমন কি মফঃস্বলের নিম্ন আদালত সমূহের নথি-পত্র, আবেদন, জবাব সমস্তই বাংলা ভাষায় লিখিত হয়। এইজন্য বড় বড় জমিদারী সেরেস্তায় দোকানে ও আদালতে মুহুরী ও গোমস্তা রাখিবার ব্যবস্থা আছে।

এই সমস্ত মুহুরী ও গোমস্তারা সাধারণতঃ "পাকা লিখিয়ে।" অর্থাৎ তাঁহারা চমৎকার লেখেন বটে এবং ইকার উকারের টানে দূর হইতে লেখাগুলি ছবির ন্যায় সুন্দর দেখায় বটে, কিন্তু নিকটে গিয়া উহার পাঠোদ্ধার করে কাহার সাধ্য! বহু তপস্যার পুণ্য থাকিলে তবে সকল মুহুরীর লেখা অবলীলা ক্রমে পড়িতে পারা যায়। বস্তুতঃ অবোধ্য লেখা পড়িতে গিয়া কত উকীল, মোক্তারের যে মহামূল্য সময় নষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এক্ষেত্রে যদি বাংলা টাইপ রাইটার মেসীন কিনিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে বড় বড় উকীল, মোক্তার, বাংলা সংবাদ পত্রের আফিস ও জমীদারগণের পক্ষে উহা ক্রয় করিবার পনের আনা সম্ভাবনা রহিয়াছে। কারণ—

১। একটী বাংলা টাইপ রাইটার থাকিলে সমস্ত লেখাই ছাপার হরপের মত পরিষ্কার হইবে এবং একসঙ্গে অনেকগুলি করিয়া কপিও নেওয়া যাইবে। হিজি বিজি লেখা লিখিবার ও পড়িবার হাত হইতে লেখক ও পাঠক সমাজ নিস্কৃতি পাইবেন।

২। একই জিনিস একাধিক কাগজে লিখিতে হইলে সময়ের সাশ্রয় হইবে। নথি পত্রের কাপি রাখিবার প্রয়োজন করে, প্রজাবৃন্দের উপর কোন নোটীশ জারী করিতে হইলে একসঙ্গে অনেক বিজ্ঞাপন লিখিতে হয়—গোমস্তার দ্বারা এই সকল কাজ করাইতে হইলে অনেক সময় লাগে। কিন্তু টাইপ রাইটার মেসীনে কার্ব্বন পেপারের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন কাগজে একই জিনিস অবিকল ছাপা হইয়া যাইবে।

৩। জমিদারী সেরেস্তায় বা বাঙ্গালীর আফিসে (যেখানে অধিকাংশ কাজ বাংলা ভাষায় নিষ্পন্ন হয়।) অনেক সময় দোকর খাটুনীর ভয়ে লিখিত চিঠিপত্রের নকল রাখা হয় না। কিন্তু সমস্ত চিঠিপত্রেরই নকল রাখা আবশ্যক। একথা যে তাঁহারা বুঝেন না, তাহা নহে ; কিন্তু প্রত্যেক চিঠি দুইবার করিয়া লেখান বড়ই বিরক্তিকর এবং সময় ও খরচ সাপেক্ষ। একটী টাইপ রাইটার মেসীন থাকিলে কাপি রাখিবার জন্ম আদৌ ভাবিতে হয় না।

এই সমস্ত কারণে মনে হয় বাংলা দেশে বাংলা টাইপ রাইটারের চাহিদার সৃষ্টি করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। ইহার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে অতএব ইহার কাটতি হইবেই। কিন্তু তাই বলিয়া লোকের সামনে ইহা হাজির করিবামাত্র লোকে ইহা কিনিয়া লইবে না। তাহা দিগকে ইহার উপযোগীতার কথা বলিয়া, বুঝাইয়া দেখাইয়া দিতে হইবে। এখানে একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। বিক্রেতা লাভবান হইবেন বলিয়া ক্রেতা জিনিস ক্রয় করেন না, নিজের সুবিধার জন্যই তিনি জিনিস ক্রয় করিয়া থাকেন। কাজেই যিনি টাইপ রাইটার ক্যানভাস করিতে চাহেন তাঁহাকে সর্ব্বদাই বুঝাইতে হইবে কেন ঐ মেসীন ক্রয় করা উচিত ? উহা ব্যবহার করিলে কি কি বেশী সুবিধা পাওয়া যায়।

অশিক্ষিত লোকের পক্ষে সকল কথা সম্যক ভাবে বুঝাইয়া বলা অসম্ভব, কাজেই শিক্ষিত বাঙালী যুবককে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। বাংলা দেশের শিক্ষিত যুবকদিগের আজ দুর্দ্দশার সীমা নাই। কার্য্যাভাবে তাহাদিগকে বেকার বসিয়া থাকিতে হয়। বস্তুতঃ বেকার সমস্যা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা প্রধানতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই নিবদ্ধ। বেকার সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত আজকাল নানারূপ আলাপ আলোচনা চলিতেছে। এই সমস্যার সহিত জাতির জীবন মরণ বিজড়িত বলিয়া অনেক চিন্তা-শীল মনস্বী ইহার সমাধান কল্পে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। ব্যাপকভাবে বেকার সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে পারি এমন বিদ্যাবুদ্ধি আমাদের নাই। তবে আমাদের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় এই যে আমাদের দেশে সহস্র সহস্র যুবক বসিয়া আছে ইহা কার্য্যের অভাব বশতঃ নহে, কার্য্য করিবার অনিচ্ছাবশতঃ।

সকলকেই যে চাকুরী করিতে হইবে তাহার অর্থ কি ? পৃথিবীর কোন দেশেই সকল লোক বা অধিকাংশ লোক চাকুরী করে না। চাকুরীর অভাব ঘটিলেই যে কর্ম্মাভাব ঘটিবে অর্থাৎ বেকার সমস্যা প্রবলাকার ধারণ করিবে এরূপ মনে করিবার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

চাকুরী পাওয়া গেলে ভালই হইত। চাকুরী পাওয়া যাইতেছে না—ইহাতে আরও ভাল হইয়াছে। চাকুরীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ের দিকে ঝোঁক দাও, চঞ্চলা চপলা আপনা হইতে তোমার নিকট আসিয়া ধরা দিবেন।

মিলিত হও! দুইজন, দশজন, বিশ জন করিয়া এক একটী দল পাকাও। জোট বাঁধিয়া কাজ করিতে শিখ। ব্যবসায় করিবার মত কত জিনিস পড়িয়া রহিয়াছে, প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন নাই, নাম মাত্র টাকা, হৃদয়ের সাহস ও দেহের শ্রমশক্তি লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও; চাকুরী পাও নাই বলিয়া আপশোষ করিতে হইবে না, বরং দুই চার বৎসর মধ্যেই অপরকে চাকুরী দিতে পারিবে।

একটা জিনিস লইয়া বিশজনে কাড়াকাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই। এক একদল এক একটা জিনিস লইয়া লাগিয়া যাও। ব্যবসায়ের জিনিস অগণ্য। দলের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাউক না কেন জিনিসের ঘাটতি কোন কালে ঘটিবে বলিয়া আমার মনে হয় না। আবার এক একটী জিনিস কে অবলম্বন করিয়াই, একাধিক ব্যবসায় গড়িয়া উঠিতে পারে।

টাইপ রাইটারের ক্যানভাসিং একটী স্বতন্ত্র ব্যবসায়। বিশ পঁচিশ জন যুবক স্বতন্ত্রভাবে বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ইহার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে। কেবল মাত্র কলিকাতাতেই বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরিতে হইবে। এক একটী বিভাগের জন্য এক একজন এজেন্সী গ্রহণ করিতে পারেন। ঢাকা জিলায় কত জমিদার রহিয়াছেন। চট্টগ্রাম বিভাগে জমীদারের সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহাদের বাড়ী বাড়ী গিয়া ক্যানভ্যাস করিতে পারিলে উহা বিক্রয় হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রাখিয়াছে। বলা বাহুল্য প্রত্যেক ক্যানভাসারেরই টাইপ করিতে শিখিয়া লওয়া উচিত। কেন না লোককে চোখের সামনে টাইপ করিয়া দেখাইতে হইবে।

এজেন্সী লইবার সময় অনেক সময় অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। Business Connection না থাকিলে এক এক সময় এজেন্সী পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে। ফল কথা ইহা ব্যবসায়েচ্ছু যুবকদিগের ব্যবসায়ের পথ গ্রহণের পক্ষে একটী প্রধান অন্তরায়। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি কেহ এজেন্সী গ্রহণ করিতে চাহেন তবে আমরা সকল বিষয়ে বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ কল কিনিবার পূর্ব্বে বা উহার এজেন্সী গ্রহণের পূর্ব্বে উহা দ্বারা কিরূপ কাজ চলে তাহা দেখিয়া লওয়া আবশ্যক। রেমিংটন কোম্পানীর নিকট "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" নাম করিয়া উপস্থিত হইলে অথবা আমাদের পরিচয় পত্র নিয়ে গেলে তাঁহারা সাদরে তৎক্ষণাৎ Demonstrationএর দ্বারা উহার কার্য্যকারীতার কথা বুঝাইয়া দিবেন। ইহার জন্য কিছুমাত্র খরচা লাগিবে না।

যাহা হউক ইহা ত গেল টাইপ রাইটার বিক্রয় করিবার ব্যবসায়। একটী মেসীন ক্রয় করিয়া আরও এক উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করা যায়। এক্ষেত্রে নিজের একজন পাকা টাইপিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অনেকেই হয়ত দেখিয়া থাকিবেন লালবাজার পুলিস কোর্টের নিকট কয়েকজন টাইপিষ্ট বসিয়া থাকেন। যাঁহারা কোর্টে দরখাস্ত করিতে চাহেন অথচ লেখা পড়া জানেন না তাঁহারা উঁহাদের দ্বারা দরখাস্ত টাইপ

করাইয়া লন। এই সমস্ত টাইপিষ্ট দৈনিক দুই তিন টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।

যদি কেহ একটী বাংলা টাইপ রাইটার কিনিয়া মফঃস্বলের আদালতের নিকট গিয়া বসিতে পারেন তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস তিনিও উল্লিখিত টাইপিষ্টের ন্যায় অনায়াসে দৈনিক দুই তিন টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন।

তৃতীয়তঃ বাংলা টাইপ রাইটারের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকের অন্নের সংস্থান হইয়া যাইবে। কেননা অনেক শিক্ষিত যুবক টাইপ করিতে শিখিয়া টাইপিষ্ট হিসাবে চাকুরী করিতে পারিবেন। আবার তাঁহাদিগকে টাইপ করিতে শিখাইবার জন্য স্কুল সমূহ খোলা হইবে। তাহার দ্বারাও কেহ কেহ করিয়া খাইতে পারিবেন।

আজ শুধু একটী জিনিসের কথাই বলিলাম। গত বৈশাখ সংখ্যায় আরও একটী জিনিসের কথা বলা হইয়াছিল। এরূপ সহস্র সহস্র জিনিস পড়িয়া রহিয়াছে। কেবল দেখিয়া লইবার মত চক্ষু আমাদের নাই। বাংলার যুবক! তোমার অন্নহীনতার কারণ অজ্ঞতা। অন্নাভাবে মরিতে বসিয়াছ। চোখ মেলিয়া খুঁটিয়া খাইবার চেষ্টা করিবে না কি?

— —

বঙ্গদেশে কটন প্রেসের সংখ্যা

ভারতবর্ষে প্রায় নয় শতাধিক কটন প্রেস আছে। ইহাদের অধিকাংশই মান্দ্রাজ, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ, বেরার, পাঞ্জাব ও মধ্য প্রদেশে অবস্থিত। অবশ্য ইহার প্রধান কারণ এই যে প্রধানতঃ ঐ সকল স্থানেই প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশেও কয়েকটী কটন প্রেস আছে। নিম্নে তাহাদের তালিকা প্রকাশিত হইল :—

	ফ্যাক্টরীর নাম	স্থানের নাম	
১।	রেলি ব্রাদার্স রাণী কটন জিনিং ফ্যাক্টরী—	কাশীপুর, কলিকাতা।	মেসার্স রেলি ব্রাদার্স।
২।	ক্যালকাটা হাইড্রলিক প্রেস্ কোং লিঃ—	৯ কালীপ্রসন্ন সিংহের লেন, কাশীপুর, কলিকাতা।	মেসার্স এণ্ড্রু ইয়ুল এণ্ড কোং লিঃ
৩।	এম্প্রেস্ অফ্ ইণ্ডিয়া জুট প্রেস—	৫৪ ঘুষুরী রোড, হাওড়া।	৺রায় মোহনলাল ক্ষেত্রী বাহাদুর
৪।	ইম্পিরিয়েল জুট প্রেস—	৫৭ ,, ,,	মিঃ, আর, কে, মোদী।
৫।	রেলি ব্রাদার্স কটন জিনিং ফ্যাক্টরী—	নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা জেলা।	মেসার্স রেলি ব্রাদার্স।
৬।	রেলি ব্রাদার্স নিত্যানন্দ কটন জিনিং ফ্যাক্টরী—	ডবল মুরারী, চট্টগ্রাম।	ঐ
৭।	কাশীপুর হাইড্রলিক প্রেস	১৫ রতনবাবু রোড, কাশীপুর, কলিকাতা।	মেসার্স জি, এম, ভগত।

এই তালিকা হইতে পাঠকেরা দেখিবেন যে বাংলা দেশের কটন প্রেসগুলির মধ্যে একটীও বাঙ্গালী পরিচালিত কটন প্রেস নাই। কাপড়ের কলের উপাদানই হইল তুলা; বাংলা দেশে যে সামান্ত পরিমাণ তুলা জন্মে তাহার ব্যবসা বাঙ্গালীর হাতে সিকি পয়সাও নাই, অথচ বাক্যে এবং আস্ফালনে বাঙ্গালী ভারতের সকল জাতির অগ্রণী। বাঙ্গালী যতক্ষণ বৃথা চেঁচাইয়া শক্তির অপচয় করিতেছে ততক্ষণ অবাঙ্গালীরা আসিয়া বাঙ্গালার "হাট, মাঠ, বাট" সবই ধীরে ধীরে দখল করিয়া বসিতেছে।

কলিকাতার বাজার দর।

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চাল,ডাল, আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেকরকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে,তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি; এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার জিনিষের বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নিচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্তি পড়্তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মাম্‌লা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল "ব্যবসা ও বণিজ্য" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে।

চাউল, ডাইল, ঘৃত ইত্যাদি।

চাউল

বাঁক তুলসী—৭৵৹	হইতে	৮।৹	মণ
চিনিশক্কর—১১৲	„	১৩৲	„
বালাম (ঢেঁকি ছাটা) ১০।০	„	১১৲	„
ঐ (আড়ং ছাটা) ৮।০	„	৯॥০	„
দাউদ খানি—৮॥৴	„	১০॥০	„
নাগরা—৭৶	„	৭॥০	„
কামলা—৫।০	„	৬৲	„
দুধ কলমা—৬৵০	„	৭৶	„
পাটনাই আতপ—৮৵০	„	৯।০	„
ঐ সিদ্ধ—৭॥০	„	৮৲	„
সীতা ভোগ—৮॥০	„	৯॥০	„

ডাল

মাষ কলাই ডাল—৭৲	হইতে	৭৵০	মণ
অড়হর দেশী—৭।০	„	৭৵০	„
ঐ কানপুর—৮৲	„	১১॥০	„
ছোলার ডাল—৬৵০	„	৭॥০	„
মশুর দেশী—৭॥০	„	৮৲	„
ঐ পাটনাই—৭॥০	„	৭৵৴০	„
ঐ খাড়ী—৮৲	„	৯।০	„
মুগ—১১॥০	„	১৫॥০	„
মটর—৬॥০	„	৭৲	„
খেসারী—৫৵০	„	৬৲	„
সোণামুগ গোটা—১৩৵০		১৪॥০	„
কৃষ্ণ—৮॥০	„	৮৵০	„
হারি—৭৲	„	৭॥০	„
কালিকলাই—৫৵০	„	৬।০	„

মসলা

হরিদ্রা (মজনি পত্তন)—৮।০, ৮॥০
ঐ (কড়পী)—৮৵০, ৯৲
ঐ (মাদ্রাজ বা গোপালপুরী)—৮॥০, ১০৲
ঐ (পাবনা বা কুষ্টিয়া)—৮।০, ১২৲
সুপারী (ছোট দানা)—১০৵০, ১১৶০
ঐ (বড় দানা)—১২৲
ধনিয়া—১৫৲, ১৫॥০
লাল লঙ্কা—১৪৲, ১৫৲
গোল মরিচ—৭৭॥০
এলাচি (বড়)—৪৪৲
সাগু দানা—১০৶০
এরারুট ৮।৴০
ধুনা (জাহাজী)—৬॥০, ৭॥০
ঐ (রেঙ্গুনী)—১৪৲
কিস্‌মিস্—২৪৲, ২৬৲
সোহাগা (বিলাতী)—১২॥০
নিশাদল—১৮॥০, ১৯৲
কর্পূর—১৬০৲
কাবাব চিনি—৬৫৲, ৬৮৲
তুঁতিয়া—১৫৵০
চন্দন—৭৫৲, ৭৮৲
গসকার—২৫৲
হিঙ্গ—২৪৲
মাজুফল—৩৭৲
মুদ্রাশঙ্খ—২৩॥০
বংশ লোচন—৮॥০, ১২৲, ১৩।০
ফিটকারী—৫।৶০, ৫॥০
জিরা ৩০৲, ৩২৲
দারচিনি—১৫॥০, ১৬৲

লবঙ্গ—৪০৲, ৪২৲

পোস্তাদানা—১৩৶০, ১৪৶০

শ্রীরাম চন্দ্র ছোটে লাল

২নং বাঁশতলা, বড়বাজার

ঘৃত

শ্রী—	৭৯৲
মটকী—	৭৩৲
ভারতী—	৭৩৲
খুরজা—	৭৪৲
সিকোয়াবাদ—(খুরজা মার্কা)	৬৮॥০
লক্ষ্মী—	৭৩৲
বাঁধা সাগর—	৬৪৲

শ্রীঅশোক চন্দ্র রক্ষিত,

২৬নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ময়দা, আটা, সুজী !

পেটেণ্ট ময়দা—	৮৲—৮।৵০
"সুপার ফাইন" বা মিহি—	৭৶০—৭৸৵০
"হাউস হোল্ড" ময়দা—	৭।০—৭॥৵০
সুজী—	৮৲—৮৵০
আটা—'ব'—	৭৶০—৭৸৵০
আটা—২নং—	৭৲—৭৵০
আটা—"এস"—	৬৸৵০—৬৸৵০
আটা—৩নং—	৫৲—৫৵০
ভুষি—	৩৸৵০—৪৲
পোলার্ড—	৪৲—৪৵০

বাজার স্থির আছে। উপরে যে দাম উল্লিখিত হইয়াছে উহা ইয়োরোপীয় চালান মিলোৎপন্ন ময়দা ও আটার দাম। গানি বা থলিয়ার দামও উহার মধ্যে ধরা হইয়াছে।

ময়দার দালাল।

কাশীম এণ্ড ইস্মাইল।

২১ নং আমড়াতলা লেন।

১১ই মে, ১৯২৮

চিনির বাজার দর।

১৬মে, ১৯২৮

সাদা জাভাচিনি :—

ঘরে যে মাল মজুত রহিয়াছে তাহার দাম

প্রতিমণ—	১১৵০
মে মাসের সিপমেণ্ট—	১০॥০

নূতন আখের চিনি :—(জাভা)

জুন মাসের সিপমেণ্ট—	১০১০
জুলাই—সেপ্টেম্বর—	১০৶০
অক্টোবর—ডিসেম্বর—	১০৶১০
জানুয়ারী—মার্চ্চ ১৯২৮—	১০।৵০

লাল জাভা চিনি :—

ঘরে যে মাল মজুত রহিয়াছে তাহার দাম

প্রতিমণ—	১১৲

বাজার বেশ Steady রহিয়াছে। অর্থাৎ দামের খুব বেশী উঠানামা হইতেছে না।

বালিক রাম বিষেন চাঁদ।

১৩৮নং ক্রশ ষ্ট্রীট।

— —

লবণের বাজার।

১১ই মে।

লবণের দালাল কাশীম এণ্ড ইস্মাইল,

২১নং আমড়াতলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রেরিত

	জাহাজে		গভর্ণমেণ্টের গোলায়	
	কত মজুত আছে	১০০/ মণের দাম	কত মজুত আছে	১০০ মণের দাম
লিভারপুল	...	...	৮০০ মণ	১১০৲
হামবার্গ	৩৭০০/০	১১৫৲	—	—
স্পেনির মিহি	—	—	২৩০০/০	১০৬৲
টিউনিস „	—	—	৫৬০০/০	১০১৲
পোর্ট সৈয়দ [গুঁড়া]	৩৪৬০০/০	১০১৲	—	—
মুশায়ী „	—	—	৪৫০০/০	১০৪৲
এডেন মিহি	—	—	৫৪০০/০ পাটি	--
এডেন করকচ	—	—	৫৫০/০	৮৯৲
এডেন সোলার ফাইন	—	—	১৭০০/০	১০১৲
লিটন—এডেন করকচ	—	—	৯৫০/০	৮৬৲
বোম্বাই	—	—	৫৪০০/০	৭০৲

দ্রষ্টব্য।—

১। বাজার স্থির আছে।

২। উপরে যে রেট দেওয়া হইল উহা Toll ও ডিউটি বাদে ১০০/০ মনের দাম।

৩। প্রতি ১০০/০ মণের উপর ৪॥৵০ Toll এবং প্রতি মণের উপর ১।০ ডিউটি আদায় করা হয়।

৪। পাটি শব্দের অর্থ ইহা পূর্ব্বেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে আদ্ধ ডিউটী আদায় হইল।

সোণা ও রূপা।

	১৬ই মে।	গিণি (প্রত্যেক খানা)	১৩৷৵৯ পাই
	প্রতিভরি।	রূপা পাইকারি ১০০ ভরি—	৬৩৶০ „
ইংলিশ বার—	২১৸৵০ পাই	ঐ খুচরা „ —	৬৩৸০ „
টাঁকশালের বার—	২১॥৵৬ „		
বড়াল বার —	২১।৬ „		
চিনাপাত—	২১।৶০ „		

প্রসাদ দাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স

২৮নং সোয়ালো লেন।

কলিকাতা।

লোহা লক্কড় ও করগেটের বাজার দর।

	হিঃ হন্দর।
২২ গেজী করগেট সিট--	১২৸০
২৪ " " "	১২৶০
২৬ " " "	১৪।৵০
২৪ " প্লেন সিট	১৪।১৫
২৬ " "	১৪৸০
মাইল্ড ষ্টীল রাউণ্ডবার বোল্ট—	৬৵০
" " ফ্লাট বার—	৬॥৵০
" " টী (বরগা)	৬॥৵০
" " আংগল্‌স্—	৬৸০
" " প্লেট ১-৮ ইঞ্চ—	৯৲
৫×২" ইঞ্চি	
১৪ হইতে ২০ গেজী	
ব্ল্যাক সীট—	৯৸০
বি, এস, জয়েষ্ট :—	
৫×৩" হইতে ১০×৫" ইঞ্চি—	৬॥৵০
কাঁটাতার—	১০৸০
মটকা—	৸০

দ্রষ্টব্যঃ—এ সমস্তই ১৬ই মে তারিখের F. O.R. কলিকাতার দাম।

আনন্দজী হরিদাস এণ্ড কোং
২০নং দর্মাহাটা ষ্ট্রীট।

মেটাল ও পেণ্ট।

১৬ই মে ১৯২৮।

	প্রতি হন্দর।
ব্লকটিন "পেনাঙ্গ"—	১৭৯৲
তামার ইনগট, আর, টি—	৫৫৵০
" " অষ্ট্রেলিয়ান—	৫৯।০
পিগ, লেড, "বি এম" মার্কা—	১৮।০
" " দেশী—	১৮৲
এণ্টিমনি "এ, এস, পি" মার্কা—	৬৯৸০
" অন্যান্য মার্কা—	৫৬৸০
ফস্‌ফার ব্রঞ্জ ইন্‌গটস—	১১৮৸০
পিতলের চাদর (৪×৪")—	৬৬॥০
" বল্টু—	৫২৲
তামার চাদর ৪×৪"—	৬৯॥০
" বল্টু—	৭০॥০
সীসার চাদর...	২৪॥০
দস্তার টালি বিদেশী—	২২।০
" " দেশী—	২১৸০
হাবাকের সাদা জিঙ্ক পেণ্ট—	৪৬৸০
" " লেড "	৩৭॥০
" গ্রীন পেণ্ট—	২৮॥০
" রেড অক্সাইড পেণ্ট—	২৮৸০
	প্রতি গ্যালন
" তারপিন—	৪৸০
তিসির তেল সিদ্ধ—	২৸৬
" " কাঁচা—	২॥৶০
সিমেণ্ট (ভারতীয়)	৬২॥০ প্রতি টন
" (ইংলিশ)	১৪॥০ প্রতি পিপা

গোপাল চন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ
৮৬৩ ক্লাইভ ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।

কোম্পানার কাগজ।

৩॥০ সুদের কাগজ	৭৫৸৵০
৪৲ সুদের (১৯৬০—৭০ সালের) কর্জ্জ	৮৭৸৵০
৫৲ সুদের (১৯৩৩ সালের) বণ্ড	১০২॥৵০
৬৲ সুদের (১০৩২ সালের) বণ্ড	১০০৶০
৫৲ সুদের (১৯৪৫—৫৫ সালের) কর্জ্জ	১০৬৸৵০

পাটের বাজার।

১৯২৮ সালের ৫ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় যত পরিমাণ পাট আমদানী হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	১৯২৮	১৯২৭
কলিকাতা—	১১২০০০ বেল	৭৭০০০ বেল
কলিকাতা ট্রেড ব্লকের বাহিরে অবস্থিত মিল সমূহে	৬৫০০০ বেল	৪০০০০ বেল
	১৭৭০০০ ,,	১১৭০০০ বেল

ঐ সপ্তাহে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে জল পথে ৫৬০০০ হাজার বেল পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯২৭ সালের ঐ সপ্তাহে ৫৯০০০ হাজার বেল রপ্তানী হইয়াছিল।

বাজার দর—

২৪শে এপ্রিল।

	প্রতি মণের দাম
ইষ্টার্ণ ডিষ্ট্রিক্ট— (ইয়োরোপীয় সেপার)	১২.০
৮ই মে—	
ফার্ষ্টস্ প্রতি বেল— (৪০০ পাউণ্ড)	৭১ ৲
লাইটনিংস (,,)—	৬৭ ৲
ফিউচার—	
সর্ব্বনিম্ন দাম—	৭০০ প্রতি বেল
সর্ব্বোচ্চ মূল্য—	৭৮৮০ ,,
১০ই মে।	
ফার্ষ্টস্ প্রতিবেল —	৭০॥০—৭০ ৲
লাইটনিং—	৬৬ ৲
ফিউচার—	
সর্ব্ব নিম্নহার প্রতিবেল—	৭৬॥০
সর্ব্বোচ্চ মূল্য	৭৭।০

৮ই মে। কলিকাতা।

ব্যাগ বা থলিয়ার দর।—

	১০০ খানার দাম
'বি' টুইল ২৳পাউণ্ড ৪৪ × ২৬½ ; ৩৬ × ৮	৪৮৲—৪৭৲

হেসিয়ান চট বা পাটের কাপড়ের দরঃ—

৮ই মে। কলিকাতা।

	১০০ গজের দাম
(১) হেসিয়ান কাপড়, ৮ আউন্স, ৪০"৯ × ১০	২০৶ হইতে ১৬৷৷০ আনা
(২) হেসিয়ান ক্লথ ১০½ আউন্স, ৪০"১১ × ১২	২৩৵০ হইতে ২০৷৷০ আনা

পাটের সংবাদ।

বঙ্গদেশের যে সকল জিলাতে পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে ঐ সকল স্থানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি হইতে পাটের চাষের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চলিতেছে। কর্ম্মীগণ প্রত্যেক জিলার হাটে বাজারে যাইয়া কৃষকদের মধ্যে আন্দোলন করিতেছেন এবং কৃষকদিগকে অতিরিক্ত পাট চাষের কুফল বুঝাইয়া দিতেছেন। মিলের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাট চাষ করিলে যে তাহাদের দুর্দ্দশা ক্রমেই বাড়িবে এবং তাহাদিগকে যে মিল ওয়ালার দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার পাটের চাষ কম হইবে বলিয়াই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এখনও বৃষ্টি না হওয়াতে উচ্চ ভূমিতে চাষ হয় নাই ; কিন্তু নিম্ন ভূমির ৷৷৶০ আন্দাজ বপন হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কোন কোন স্থলে পাটের চারা প্রায় ২.৩ ফুট বড় হইয়াছে। কুমিল্লা জিলার পাটের চারায় খুব কীটের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পাটের দর বর্ত্তমানে একটু বৃদ্ধির দিকেই দেখা যাইতেছে। বিগত ২ সপ্তাহ যাবৎ ১৲ হইতে ১।০ বেশী দর হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভাল পাটের দর ১১॥০ ; নিম্নের দর ৯।০, ১০৲। গৃহস্থের হাতে এখন আর পাট নাই। বেপারীর হাতে কিছু কিছু আছে। বাজারে টাকার বড়ই অভাব। গৃহস্থগণ এসময় মহাজনের নিকট টাকা কর্জ্জ করিয়া থাকে। এবার সুদের হার খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাটের দাদন আরম্ভ হইয়াছে। পাটের আফিসের সাহেবগণ এবং বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারী আড়তদারগণ ইতিমধ্যে বহু টাকা দাদন দিয়া ফেলিয়াছেন।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

৮ম বর্ষ } আষাঢ় ১৩৩৫ { ৩য় সংখ্যা

কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত প্রণালী।

সাবান আমাদের একটা নিত্য প্রয়োজনীয় পদার্থের মধ্যে গণ্য—বিশেষতঃ কাপড় কাচা সাবান। গৃহস্থের ঘরে গায়ে মাখা সাবান না থাকলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু কাপড় কাচা সাবান তাদের রাখ্‌তেই হবে। এই জন্য বাজারে কাপড় কাচা সাবানের কাট্‌তি খুব বেশী।

২০৷২৫ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের সাবানের সমগ্র চাহিদা পূরণ করা হ'ত বিদেশী সাবান দিয়ে। এখন কিছু কিছু সাবান এদেশেও তৈরী হচ্ছে। অনেকগুলি ছোট বড় কারখানা এদেশে গড়ে উঠেছে। ছোট কারখানা গুলিতে কেবল মাত্র কাপড় কাচা সাবান তৈরী হয়। বড় কারখানায় বেশীর ভাগ কাপড়-কাচা সাবান তৈরি হলেও গায়ে-মাখা সাবানও কিছু কিছু উৎপন্ন হচ্ছে।

বলা বাহুল্য এ দেশের সাবান-শিল্প আজও তরুণ অবস্থা ছাড়িয়ে ওঠেনি। যে সমস্ত সাবান এদেশে তৈরী হয় (১) সেগুলা বিদেশী সাবানের মত উৎকৃষ্ট নয় এবং

(২) যে পরিমাণে সাবান এ দেশে তৈরি হয় তাও এদেশের মোট চাহিদার তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

"ব্যবসা ও বাণিজ্যের" পৌষ সংখ্যায়, কত টাকার বিদেশী মাল প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে আমদানী হয় তার একটা তালিকা বেরিয়েছিল। সেই তালিকাদৃষ্টে জানা যায় যে ১৯২৫—২৬ এবং ১৯২৬-২৭ সালে যথাক্রমে ৫৬৬৩০০৯৲ এবং ৫৬৬১২৬৪৲ টাকার বিদেশী সাবান এ দেশে আমদানী হয়েছিল। আমরা শুধু বিলাতি কাপড়ের কথাটাই বড় করে দেখি। কিন্তু শুধু বিলাতি কাপড়ের জন্য নয়, সহস্র দিক দিয়ে আমরা নিঃস্ব হয়ে পড়ছি। সামান্য সাবানের জন্যও প্রতিবৎসর আমাদিগকে ৫৬।৫৭ লক্ষ টাকা দরিয়ার পারে ইউরোপ ও আমারিকায় পাঠাতে হয়। দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি কর্ত্তে হলে বিদেশে এই ভাবে টাকা পাঠান বন্ধ কর্ত্তেই হবে এবং বিদেশে টাকা পাঠান বন্ধ করা যেতে পারে এক মাত্র দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধনের দ্বারা; অনুরূপ জিনিস দেশের মধ্যে তৈরি না হ'লে বিদেশী জিনিস পূর্ণভাবে বর্জ্জন করা যায় না। সাবানের কথাই ধরা যাক্। স্বদেশী সাবান তৈরি না করে আমরা যদি জন সাধারণকে ক্রমাগত বল্‌তে থাকি —"ভো! ভো প্রস্রাপুঞ্জ! বিদেশী সাবান স্পর্শ ক'র না, কারণ তাতে দেশের ক্ষতি হবে"—তা হলে দুচারজন হয়ত আমাদের কথায় সাবান ত্যাগ কর্ব্বে কিন্তু অধিকাংশ লোক আমাদের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্বেও বিদেশী সাবান ব্যবহার কর্ত্তে দ্বিধা বোধ কর্ব্বেনা। আসল কথা, সাবান ব্যবহার তারা কর্ব্বেই। দেশী সাবান পায় ভালই, না হয় বিদেশী সাবান ব্যবহার কর্ব্বে। জন সাধারণের এই মন ভাবকে উপেক্ষা করা চলে না। কাজেই এ ক্ষেত্রে; দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিই যদি কাম্য হয়, তাহলে বিদেশী বর্জ্জনের জন্য উপদেশ বর্ষণটা কিছুদিন স্থগিদ রেখে দেশজ শিল্পের উন্নতি কল্পে আত্মনিয়োগ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

শিল্প-বাণিজ্যের কথা বল্লেই টাকা কড়ি, লোক লস্কর, কল কারখানার কথা এসে পড়ে। অতিকায় কল কারখানা স্থাপন করবার মত প্রচুর সম্পত্তি ভারতের নাই। অতএব দেশজ শিল্পের উন্নতি হওয়া একরূপ অসম্ভব—এই একদলের মত। অবশ্য কোন কোন শিল্প আছে যার প্রথম অবস্থা থেকেই বিরাট কারখানা, প্রচুর অর্থের প্রয়োজন; কিন্তু এমন কতক গুলা দ্রব্য আছে যা তৈরি কর্ব্বার জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বড় বড় কল কারখানা স্থাপন না কর্ল্লেও বিন্দুমাত্র ক্ষতি নেই। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে সাবানের নাম বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য।

ভারতের সভ্যতা, ভারতের শিক্ষা দীক্ষা, ভারতের সামাজিক অবস্থা, বিশেষতঃ ভারতের আর্থিক অবস্থা এরকম যে বর্ত্তমান কালে যে সমস্ত শিল্প কুটীর-শিল্প হিসাবে বেঁচে থাক্‌তে পারে সেই সমুদায় শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত কর্ব্বার জন্যে বড় বড় কল কারখানার প্রবর্ত্তন না করাই যুক্তযুক্ত এবং ভারতের স্বার্থানুকূল।

এই সমস্ত কথা বিবেচনা করে, বঙ্গীয় সরকারের শিল্প বিভাগ সাবান শিল্পটা কুটীর শিল্প হিসাবে উন্নতি কর্ত্তে পারে কিনা এসম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা কচ্ছিলেন। সম্প্রতি সেই গবেষনার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কেমিষ্ট তাঁর আরব্ধ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়েছেন। পরীক্ষার ফলাফল জন সাধারণকে জানিয়ে দেবার জন্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে বিদেশের সঙ্গে তুলনায়

সাবান শিল্পে আমরা দুই দিক দিয়ে পেছিয়ে আছি। প্রথমতঃ যে সাবান এ দেশে তৈরি হচ্ছে তা বিদেশী সাবানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ধরণের ; দ্বিতীয়তঃ এদেশে উৎপন্ন সাবান পরিমাণের দিক দিয়াও এদেশের চাহিদার তুলনায় নিতান্তই অপ্রচুর। উল্লিখিত দুই দিক দিয়েই যাতে আমারা অগ্রসর হ'তে পারি সে বিষয়ে চেষ্টা কর্ত্তে হবে। শুধু প্রচুর পরিমাণে সাবান উৎপন্ন কর্লেই যথেষ্ট হবে না প্রচুর পরিমাণে **উৎকৃষ্ট সাবান** তৈরী কর্ত্তে হবে।

সাবান-শিল্পের যদি কুটীর-শিল্প হিসাবে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে এ দেশেই প্রচুর পরিমাণে সাবান তৈরি করা কঠিন হবে না. নিজের বাড়ীতে একটা ছোট খাট কারখানা খুলতে খুব বেশী টাকার প্রয়োজন হয়না, কাজেই অনেকেই অল্প স্বল্প মূলধন নিয়োগ ক'রে আপনাপন অর্থোপার্জ্জনের পথ পরিষ্কার ক'রে নিতে পারে।

গায়ে মাখা সাবান তৈরী করা অপেক্ষা কাপড় কাচা সাবান তৈরি করা অনেক সহজ এবং অল্প ব্যয় সাধ্য। বিশেষতঃ কাপড় কাচা সাবানে ধনী-দরিদ্র সকলেরই প্রয়োজন। এইজন্য প্রথমে যাতে এদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট কাপড়-কাচা সাবান উৎপন্ন করা যেতে পারে সেই বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। বঙ্গীয় সরকারের শিল্প বিভাগও সেইজন্য অন্য সকল প্রকার সাবানের কথা ছেড়ে দিয়ে প্রথমেই লবণ সহযোগে ক্ষার জল (Lye) বিদূরিত করে যে বিশুদ্ধ কাপড়-কাচা সাবান প্রস্তুত করা যায়, তাই নিয়েই পরীক্ষা আরম্ভ করে ছিলেন।

সাধারণতঃ দুরকম আকারের কাপড় কাচা সাবান বাজারে বিক্রয় হয়, যথা—

(১) ডেলা ও
(২) চৌকোনা লম্বা।

চৌকোনা সাবান গুলিকে বার সাবান বলে। বাজারে ডেলা ও বার সাবানের চাহিদা খুব বেশী। কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে স্থাপিত অধিকাংশ কারখানাতেই এই ধরণের সাবান তৈয়ারী হয়ে থাকে। এই সাবানের প্রস্তুত প্রণালীর বিশেষত্ব এই যে, ইহা ছোট, বড়, মাঝারী সকল প্রকার কারখানারই বিশেষ উপযোগী।

ছোট ছোট সাবানের কারখানায় সচরাচর নানারূপ অসুবিধা অনুভূত হ'য়ে থাকে। বর্ত্তমান কালে কারখানা গুলির প্রধান দোষ এই যে এই গুলিতে সব সময় একই গুণ বিশিষ্ট একই ধরণের সাবান উৎপন্ন হয় না। শিল্প বিভাগের ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কেমিষ্ট নানারূপ গবেষণার ফলে সাবান প্রস্তুতের এমন একটা সহজ অথচ সুন্দর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যে সেই পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ কর্লে ছোট বড় সকল কারখানাতেই সর্ব্বদাই উৎকৃষ্ট সমগুণসম্পন্ন সাবান তৈরি হবে, অথচ অধুনা-অনুভূত অসুবিধাসমূহের সৃষ্টি হবেনা। পদ্ধতিটা নিম্ন লিখিত রূপ :—

SALTING PROCESS.

কয়েক প্রকারের তৈল ও চর্ব্বি আছে যে গুলার সঙ্গে কষ্টিক সোডা মিশ্রিত কর্লে তৈল মধ্যস্থ Fatty acid এবং চর্ব্বি কষ্টিক সোডার সহিত মিলিত হ'য়ে Fatty acid ঘটিত সোডিয়াম সল্ট নামক এক প্রকার যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই যৌগিক পদার্থই আমাদের নিকট নিত্যব্যবহার্য্য সাবান রূপে পরিচিত। সাবান প্রস্তুত করিবার উল্লিখিত প্রক্রিয়াকে ইংরাজীতে

Saponifying বলে। বাংলায় ইহার কোন রাসায়নিক পরিভাষা আছে ব'লে আমাদের জানা নেই। কাজেই আমরাও উক্ত পদ্ধতিকে Sapo niyfing বলেই বর্ণনা কর্ব্ব।

SAPONIYFING.

সেপনিফাইং কর্ব্বার সময় তেল থেকে গ্লিসারিনের অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং লবণ সংযোগে সাবানের অংশ স্বতন্ত্রীকৃত হ'লে ক্ষারজলের (Lye) সহিত গ্লিসারিনের ভাগ পড়ে থাকে। সাবানের অংশ স্বতন্ত্রীকৃত কর্ব্বার জন্যে লবণ ব্যবহার করা হয় ব'লে এই পদ্ধতিটী Salting Process বলে অভিহিত হয়। Salting Process অনুযায়ী সাবান তৈরি হয়ে গেলে সেই সাবানকে সরাসরি কোন উপযুক্ত পাত্রে রক্ষা ক'রে ইচ্ছামত ডেলা বাঁধা বা অন্য যে কোন রকমের ছাঁচে ঢালা যেতে পারে। এই ভাবে ছাঁচে ফেল্‌বার পক্ষে যদি কোন অসুবিধা অনুভূত হয় তা হলে ঐ সাবানকে কিঞ্চিৎ জলে দ্রবীভূত করে বাক্সে ঢেলে নিলেই চল্‌বে। উহা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার জমাট বেঁধে যাবে। তখন ঐ জমাট বাঁধা সাবানের তালকে উপযুক্ত যন্ত্র সাহায্যে চৌকোণা টালি অথবা লম্বা চৌকোনা বারের আকারের কেটে নিলেই চল্‌তে পারে।

বসা ও তৈল নির্ব্বাচন।

Saponify হ'তে পারে এমন যে কোন তৈল বা চর্ব্বিকেই বার সাবানের উপাদান রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। কতক গুলো তেল ও চর্ব্বি আছে যে গুলাকে কোন নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রিত কর্ল্লে উক্ত উপাদান দ্বারা প্রস্তুত সাবান ঠাণ্ডা হ'য়ে জমে যাবার পর অত্যন্ত শক্ত হ'য়ে উঠে। আবার আর এক শ্রেণীর তেল ও চর্ব্বি আছে যে গুলার সংযোগে সাবান তৈরি কর্ল্লে শক্ত হওয়া দূরে থাকুক উৎপন্ন সাবান এরকম নরম হয়ে যায় যে তার দ্বারা কাজ চলে না। সাবানের জন্য তেল ও বসা নির্ব্বাচন কর্ব্বার সময় মনে রাখ্‌তে হবে যে উল্লিখিত দুই বিপরীত ধর্ম্মী তৈল ও বসা উপযুক্ত মাত্রায় মিশ্রিত করে সাবান তৈরি কর্ল্লে- তবেই তা মানুষের ব্যবহার যোগ্য উত্তম সাবান হবে।

সকলেই জানেন-- সাবান খুব শক্ত হলেও চলে না—আবার খুব নরম হলেও চলে না। আদর্শ অবস্থা হ'ল না-কঠিন না-কোমল বা মোলায়েম অবস্থা। কাজেই পূর্ব্বোক্ত দুই জাতীয় গুণ বিশিষ্ট তৈল বা চর্ব্বির মধ্যে মাত্র এক জাতীয় তৈল বা বসাকে সাবানের সম্পূর্ণ উপাদান হিসাবে গ্রহণ কর্ল্লে কখনই উত্তম সাবান উৎপন্ন হতে পারে না। Tallow বা বসা এবং সাধারণতঃ জীবজন্তুর চর্ব্বি, নারিকেল তেল এবং কার্পাস বীজের তেল থেকে শক্ত সাবান এবং মহুয়া, চীনা বাদাম ও রেড়ীর তেল থেকে নরম সাবান তৈরি হয়। এই দুই শ্রেণীর তেল ও বসা উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত ক'রে সাবান তৈরি কর্ল্লে না-কঠিন না-কোমল বা মোলায়েম সাবান উৎপন্ন হবে এবং তা থেকে প্রচুর ফেনা উঠ্‌বে। সকলেই জানেন, যে সাবান থেকে যত বেশী ফেনা ওঠে, সেই সাবানের দ্বারা কাপড় কাচলে কাপড় তত বেশী ফর্সা হয়।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, একমাত্র কঠিন ধর্ম্মা তৈল ও বসা সংযোগে সাবান প্রস্তুত করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়; কেন না তাতে অতিরিক্ত শক্ত সাবান উৎপন্ন হয়। এ ধরণের সাবানের প্রধান দোষ এই যে ইহা সহজে জলে গুলে যায় না, ফলে বস্ত্রাদিও সুন্দর রূপে পরিষ্কার হয় না। কিন্তু মোলায়েম

সাবান সহজেই জলে গুলে যায় এবং কাপড় চোপড় সহজেই সুন্দর রূপে পরিস্কৃত হয়।

সাবানের উপাদান সংগ্রহ কর্ব্বার সময় আরও একটা বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। সাবান প্রস্তুত কর্ব্বার জন্য ব্যবহৃত যাবতীয় উপাদানই অর্থাৎ—**তৈল চর্ব্বি প্রভৃতি সম্পূর্ণ-রূপে বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক**। বাজারের অধিকাংশ তেল ও চর্ব্বির সঙ্গেই খনিজ তেল মেশান হয়। কিন্তু খনিজ তেলের আদৌ Saponify হবার উপযোগী গুণ নেই। কাজেই যে সমস্ত তেল বা চর্ব্বির সঙ্গে খনিজ তেল মেশান আছে সেই সমস্ত তেল বা চর্ব্বিকে সাবানের উপাদান রূপে ব্যবহার কর্ল্লে উত্তম সাবান উৎপন্ন হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে ডেলা সাবান প্রস্তুত কর্ব্বার পক্ষে—Tallow (চর্ব্বি) এবং বাদাম তেল ও মহুয়া তেল বিশেষ উপযোগী। সাবানের প্রধান অংশের জন্য শত করা ৫০ ভাগ চর্ব্বি এবং বাকী অংশের জন্য মহুয়া তেল ও চীনা বাদাম তেল ব্যবহার কর্ল্লে খুব ভাল সাবান উৎপন্ন হবে। উক্ত পদার্থ ত্রয়ের একত্র মিশ্রনে কিম্বা উহাদের মধ্যে যে কোন দুইটীকে যে কোন মাত্রায় একত্র মিশিয়ে ডেলা সাবান তৈরি করা যায়। এমন কি পরীক্ষার দ্বারা প্রমানিত হয়েছে যে উল্লিখিত তেল গুলির সঙ্গে অন্যান্য প্রকারের তেল মিশিয়েও সাবান প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই পূর্ব্বোক্ত তিনটী জিনিস অর্থাৎ চর্ব্বি (Tallow) বাদাম তেল ও মহুয়া তেল অধিক মাত্রায় থাকা আবশ্যক।

আসবাব পত্র।

সাবান প্রস্তুত কর্ব্বার জন্য আবশ্যকীয় আসবাব পত্রের মধ্যে অন্যতম বস্তু হ'ল একখানি বড় লোহার কড়া। তেল ও চর্ব্বিকে Saponify বা সাবানীকৃত কর্ব্বার সময় তেল, চর্ব্বি ও ক্ষার একত্র মিশ্রিত ক'রে, ঐ মিশ্রিত পদার্থকে একটা প্রকাণ্ড পেটা লোহার কড়ায় জ্বাল দিতে হয়। একখানা লোহার পাত দিয়েই এই কড়াখানা প্রস্তুত হতে পারে। কিম্বা বড় কড়া হ'লে দু তিন খানা পাত জুড়ে ও প্রস্তুত করা যেতে পারে। প্রত্যেক বারে যদি এক মণ তেল ও চর্ব্বি চড়ান হয়, তা হ'লে অন্ততঃ পাঁচমণ পদার্থ ধরে এমন একখানা কড়ার প্রয়োজন। এত বড় কড়া ব্যবহার করার প্রয়োজন এই যে Saponify কর্ব্বার সময় যে সাবান প্রস্তুত হয় তাকে দ্রবীভূত অবস্থায় রাখতে হয়; আবার তাতে লবণ মিশ্রিত করার সময় প্রচুর ফেনা ওঠে, কড়া ছোট হলে ফেনা উথলে নীচে পড়ে যায়। এতে বিস্তর সাবান অযথা নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

কাঠ, পাথুরে কয়লা কিম্বা কোক্ কয়লার উনানে কড়া বসিয়ে প্রত্যক্ষ অগ্নির তাপে মিশ্রিত-পদার্থ সিদ্ধ কর্ত্তে হয়। পাথুরে কয়লা বা কোক্ কয়লার উনান হ'লে ইচ্ছামত তাপের হ্রাস বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত কর্ব্বার ভাল রূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

কষ্টিক সোডা।

Saponification ক্রিয়াটাকে পূর্ণ কর্ত্তে হলে অর্থাৎ সমস্ত তৈলটুকু সাবানে পরিণত কর্ত্তে হ'লে বিভিন্ন তেলের জন্য বিভিন্ন পরিমাণে কষ্টিক সোডা মিশ্রিত করা আবশ্যক। বাজারে বিভিন্ন শক্তি-বিশিষ্ট কষ্টিক সোডা কিনতে পাওয়া যায়। শতকরা৭৭, ৯০ ও ৯৮ অংশ শক্তি সমন্বিত কষ্টিক সোডা আছে। কিন্তু পূর্ব্বে সাবানের উপাদান স্বরূপ যে সমস্ত তেল ও চর্ব্বির নাম করা হয়েছে

সেই সমস্ত তেল ও চর্ব্বি সহযোগে সাবান প্রস্তুত কর্ত্তে হ'লে নিম্ন লিখিত পরিমাণ কষ্টিক সোডা ব্যবহার করা উচিত।

প্রত্যেক ১০০ ভাগ তেলের সঙ্গে ১০০% শক্তি সম্পন্ন কষ্টিক সোডার ১৩ থেকে ১৭ ভাগ পর্য্যন্ত মিশ্রিত করা যেতে পারে। ভাল সাবান প্রস্তুত কর্ত্তে গেলে যে উল্লিখিত অনুপাতে কষ্টিক সোডা মেশাতেই হবে—এর কোন মানে নেই। তবে সাবান প্রস্তুত কার্য্যে যাঁরা নতুন ব্রতী তাঁদের পক্ষে উল্লিখিত অনুপাতে উপাদান ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। পরে এই কাজে অভিজ্ঞতা জন্মালে, নিজেই তেল ও চর্ব্বির sapanificationএর হার পরীক্ষা ক'রে প্রয়োজন মত ভাগের ইতর বিশেষ কর্লে ক্ষতি নেই। কী ভাবে নিজে নিজে পরীক্ষা কর্ত্তে হয় সে কথা পরের সংখ্যায় বলা হবে।

(ক্রমশঃ)

সোডা লেমনেডের ব্যবসায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৬)

রক্তবর্ণের কমলা শ্যাম্পেন।

(Blood orange champagne)

ফিলটার করা প্লেন সিরাপ (৪৫°T) —	১ গ্যালন
সাইট্রিক এসিড—	২½ আউন্স
তরল লোহিত রঙ—	¼ ফ্লুইড „
দ্রবনীয় ব্লড্ অরেঞ্জ এসেন্স –	১ „ „

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

(৭)

বোটানিক বিয়ার।

(Botanic Beer)

ফিলটার করা প্লেন সিরাপ (৪৫°T) —	১ গ্যালন
টার্টারিক এসিড –	১ আউন্স
পরিষ্কার ক্যারামেল এ—	২ ফ্লুইড আউন্স
(রঙ)	
বোটানিক বিয়ারের এসেন্স —	২ „ „
ফোম্ সিরাপ—	¼ „ „

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হয়।

(৮)

কাস্কাডেল।

(Cascadel)

ফিলটার করা প্লেন সিরাপ (৪৫°T)— ৩/৪ গ্যালন
পরিষ্কৃত জল— ১/৪ গ্যালন
সাইট্রিক এসিড— ২ আউন্স
তরল শ্যাম্পেন টিঞ্চার— ১/২ ফ্লুইড „
দ্রবনীয় এসেন্স কাস্কাডেল— ২ „
ফোম্ সিরাপ — ১/৪ ফ্লুইড ড্রাম

সাধারণ নিয়ম অনুসারে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক দশ আউন্স বোতলের জন্য ১½ ফ্লুইড আউন্স ব্যবহার কর।

(৯)

শ্যামপেন সীডারেট বা আপেলাসব।

প্লেন সিরাপ (৪৫°T)— ১ গ্যালন।
টার্টারিক এসিড— ২ আউন্স।
পরিষ্কৃত ক্যারামেল এ— ১/৪ ফ্লুইড আউন্স
এসেন্স অফ্ শ্যামপেন সীডারেট
(Ciderette)— ১/২ „ „
ফোম্ সিরাপ— ১/৮ „ „

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হয়।

(১০) ক

চেরী সীডারেট। ১নং।

প্লেন সিরাপ (৪৫°T)— ১ গ্যালন।
সাইট্রিক এসিড— ২ আউন্স।
তরল চেরী-সীডার রঙ— ১/২ ফ্লুইড আউন্স
এসেন্স চেরী সীডারেট— ২ „ „

সাধারণ নিয়ম অনুসারে মিশাইতে হয়।

(১০) খ

চেরী সীডারেট ২নং।

প্লেন সিরাপ (৪৫°T)— ১ গ্যালন।
সাইট্রিক এসিড— ২ আউন্স।
তরল লোহিত রঙ— ১/৪ ফ্লুইড আউন্স
রিফাইন করা ক্যারামেল এ— ১/৮ „ „
চেরী সীডারেটের রাসায়নিক
এসেন্স— ১/২ „ „

(১১)

চকোলেট।

প্লেন সিরাপ (৪৫°T)— ১ গ্যালন।
সাইট্রিক এসিড— ১/২ আউন্স।
পরিষ্কৃত ক্যারামেল 'সি'— ২ ফ্লুইড আউন্স
স্পার্কলিং চকোলেটের এসেন্স— ১½ „ „

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

(১২)

স্পার্কলিং সিডারেট।

ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট পানীয় এবং সাইডারের অনুরূপ।

প্লেন সিরাপ (৪৫°T)— ১ গ্যালন।
টার্টারিক এসিড— ৪ আউন্স।
তরল লেবু রঙ— ১/৮ ফ্লুইড আউন্স
স্পার্কলিং সিডারেটের এসেন্স
(দ্রবনীয়) ১ „ „
ফোম্ সিরাপ— ১/৮ „ „

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

(১৩)

সিঙ্কোনা টনিক।

প্লেন সিরাপ (৪৫°T)—	১ গ্যালন।
সাইট্রিক এসিড—	২ আউন্স।
রিফাইন করা ক্যারামেল 'এ'—	¼ ফ্লুইড আউন্স
দ্রবনীয় সিঙ্কোনা টনিক এসেন্স	২ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

(১৪)

সাইট্রোনেড।

(Citronade)

ইহা অনেকটা লেমনেডের মত।

প্লেন সিরাপ—	১ গ্যালন।
সাইট্রিক এসিড—	২ আউন্স।
ক্যারামেল এ— (refined)	¼ ফ্লুইড আউন্স।
এসেন্স সাইট্রোনেড—	১ " "
ফোম্ সিরাপ—	½ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

(১৫)

ক্রীম পাঞ্চ।

প্লেন সিরাপ—	১ গ্যালন।
টার্টারিক এসিড—	২ আউন্স।
ক্যারামেল 'এ' (refined)—	¼ ফ্লুইড আউন্স
দ্রবনীয় এসেন্স ক্রীম পাঞ্চ—	২ " "
ফোম্ সিরাপ—	¼ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

(১৬)

ক্রীম সোডা।

প্লেন সিরাপ (৪৫°T)—	¾ গ্যালন।
বিশুদ্ধ জল—	¼ গ্যালন।
সাইট্রিক এসিড—	২ আউন্স।
তরল Lemon colour বা লেবু রঙ্—	¼ ফ্লুইড আউন্স
দ্রবনীয় এসেন্স ক্রীম সোডা—	১ " "
ফোম্ সিরাপ —	½ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইয়া প্রতি ১০ আউন্স বোতলে ১½ আউন্স সিরাপ ব্যবহার করিতে হয়।

(১৭)

ডাব্লিলিয়ান স্টাউট।

প্লেন সিরাপ (৪৫°T)—	১ গ্যালন।
টার্টারিক এসিড—	১ আউন্স।
ক্যারামেল 'বি' (refined) —	৪ ফ্লুইড আউন্স
এসেন্স ডাব্লিলিয়ান ষ্টাউট—	২ " "
ফোম্ সিরাপ—	½ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

(১৮)

এল্ডারেট।

(Elderette)

প্লেন সিরাপ (৪৫°T)—	১ গ্যালন।
টার্টারিক এসিড--	১½ আউন্স।
ক্যারামেল 'এ'—	২ ফ্লুইড আউন্স
তরল লোহিত রঙ -	½ " "
দ্রবনীয় এসেন্স এলডারেট (Spiced)	২ " "
ফোম সিরাপ—	½ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

(১৯)

ফুটবল পাঞ্চ।

প্লেন সিরাপ (৪৫°T)—	১ গ্যালন।
টার্টারিক এসিড—	২ আউন্স।
ক্যারামেল 'এ' (refined)—	$\frac{১}{৪}$ ফ্লুইড আউন্স
দ্রবনীয় এসেন্স "ফুটবল পাঞ্চ"—	২ " "
ফোম সিরাপ—	$\frac{১}{৪}$ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

(২০)

ফুটবল ষ্টাউট।

প্লেন সিরাপ—	১ গ্যালন।
টার্টারিক এসিড—	$\frac{১}{৪}$ আউন্স।
ক্যারামেল 'এ'—	৭ ফ্লুইড আউন্স
দ্রবনীয় এসেন্স ফুটবল ষ্টাউট—	১$\frac{৩}{৪}$ " "
ফোম সিরাপ—	$\frac{১}{২}$ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

(২১)

ফ্রুটেক্স (মিন্ট)।

প্লেন সিরাপ ৪৫°T—	২ গ্যালন।
বিশুদ্ধ জল —	$\frac{১}{৪}$ "
সাইট্রিক এসিড—	১$\frac{১}{২}$ আউন্স।
গ্লেসাল এসেটিক এসিড—	১$\frac{১}{২}$ ফ্লুইড আউন্স
দ্রবনীয় এসেন্স ফ্রুটেক্স—	১$\frac{১}{২}$ " "
ফোম সিরাপ—	$\frac{১}{৪}$ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে। ফোম সিরাপ ব্যবহার না করিলেও ক্ষতি নাই।

(২২)

ফ্রুট স্কোয়াস।

প্লেন সিরাপ—	১ গ্যালন।
সাইট্রিক এসিড—	২ আউন্স।
লিকুইড স্কোয়াস কলার—	$\frac{১}{২}$ ফ্লুইড আউন্স
দ্রবনীয় এসেন্স ফ্রুট স্কোয়াস—	১ " "
ফোম সিরাপ—	$\frac{১}{৪}$ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ—এই প্রবন্ধে অনেক ইংরাজী শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। উহা দেখিয়া ভয় পাইবার কারণ নাই। সিরাপের বাজারে ঐ সমস্ত নাম সকলের সুপরিচিত। দোকানে ঐ নাম করিলেই জিনিষ কিনিতে পাওয়া যাইবে।

(ক্রমশঃ)

এই প্রবন্ধে বাজারে প্রচলিত মামুলী সোডা,লেমনেড্ লাইমেড্ ও আইস্ক্রীম ব্যতীত আরও নানাপ্রকারের সুস্বাদু জল প্রস্তুত প্রণালী বর্ণিত হইতেছে। উদ্যোগী ব্যবসায়ীগণ এই সকল নূতন নূতন জল প্রস্তুত করিলে অধিকসংখ্যক খরিদদার আকর্ষণ করিতে পারিবেন।

খনিজ সম্পদ—কয়লা।

"নিউ কাসল কিসের জন্য বিখ্যাত ?"—এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে একটী স্কুলের বালকও বোধ হয় অবিলম্বে বলিয়া ফেলিবে "কয়লার জন্য"; কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থান কয়লার খনির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা বলিতে অনেককেই গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিতে হইবে। ভারতের খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা অন্যতম ; অথচ ইহার সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই বা খবর রাখিয়া থাকি !

ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই দুই চারিটী কয়লার খনি রহিয়াছে। বিশেষতঃ বাংলা এবং বিহার ও উড়িষ্যার কয়লার খনির জন্য বিখ্যাত। এই সমস্ত খনিতে প্রায় দুইলক্ষ লোক খাটিতেছে, প্রতি বৎসর প্রায় ৫০।৬০কোটী মন কয়লা তাহারা ভূগর্ভ হইতে উপরে উত্তোলন করে। এ সকল বিষয় জানিয়া রাখা আবশ্যক। শুধু, Cat মানে বিড়াল মুখস্থ করিলেই শিক্ষা সমাপ্ত হয় না, একটু কষ্ট করিয়া দেশের আর্থিক অবস্থার কথা, দশের সুখ দুঃখের কথা জানিতে ও ভাবিতে হয়।

ভারতীয় কয়লা খনিগুলির বর্ত্তমান অবস্থা সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যায় Indian coal statisticsএর রিপোর্ট পাঠ করিলে। জন সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত উক্ত রিপোর্টের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ।

গত ৪৮ বৎসরের Coal statisticsএর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায় যে ১৯১৯ সালেই

ভারতীয় খনি সমূহ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল। ঐ বৎসর উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ ছিল ২২৬২৮০৩৭ টন। ১৯২৬ সালে সমগ্র ভারতে ২০৯৯৯০০০ টন কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে। অবশ্য নিখুঁতভাবে হিসাব করিতে গেলে ঐ সংখ্যা আরও একটু বাড়িয়া যাওয়া উচিত, কেননা ঐ বৎসর খনির মজুরেরা নিজ প্রয়োজনে ৬২০০০০টন কয়লা খরচ করিয়াছিল। কিন্তু অন্য বৎসরের সহিত তুলনা করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া ঐ এক কোটী তের লক্ষ চল্লিশ হাজার মন কয়লাকে হিসাবের খাতা হইতে বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, ১৯২৬ সালের উৎপন্ন মালের পরিমাণ ১৯১৯ সালের পরিমাণ অপেক্ষা প্রায় ১৬ লক্ষ টন কম হইলেও ১৯২৫ সালের উৎপন্ন কয়লা অপেক্ষা ৫% বেশী। প্রধানতঃ বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার খনি সমূহ হইতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে কয়লা উত্তোলিত হওয়াতেই উত্তোলিত কয়লার মোট পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কেননা, আসাম, পাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ, হায়দ্রাবাদ ও মধ্যভারতের খনিগুলির উৎপাদন অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়াছিল।

১৯২৭ সালের সম্পূর্ণ হিসাব আজিও পাওয়া যায় নাই। জানুয়ারী হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রতি মাসে কত কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল এবং কী পরিমাণেই বা সরবরাহ করা হইয়াছিল তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৯২৭ সাল	কত উত্তোলিত হইয়াছিল।	কত সরবরাহ হইয়াছিল।
জানুয়ারী—	১৬০৯৯৪৪	১৫৮২৭৭৬
ফেব্রুয়ারী—	১৮৬৩১৪৪	১৫১৭১২৫
মার্চ্চ—	১৯৯১৪১০	১৭৮২৫৩২
এপ্রিল—	১৯৪০৬৫৪	১৮৩৭৫০৮
মে—	১৭৮৯৫০৭	১৭৭৭৬৮৬
জুন—	১৭৬০৬১২	১৬০৮১০৪
জুলাই—	১৪৩৪০১৬	১৩৯৬৭৯৭
আগষ্ট—	১৭৫১৫১৯	১৩০৫৮৮৪

২। মূল্য।

কয়লার মূল্য সকল খনিতেই একরূপ নহে—আবার সকল গ্রেডের কয়লার মূল্যও সমান হওয়া সম্ভব নহে; কাজেই নির্ভুলভাবে কয়লার মূল্য নিরূপণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তবে ইহার একটা গড়পড়তা হিসাব দেওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেইরূপ গড় পড়তা হিসাব দেখাইবারই চেষ্টা করা হইল।

প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক যে নিম্নে টন প্রতি কয়লার যে দাম দেওয়া হইবে উহা খনি সমূহের গহ্বর মুখে গড় পাইকারী দাম মাত্র।

১৯২৬ সালে খনি-মুখে ভারতীয় কয়লার গড় পাইকারী দাম টন প্রতি ৪৸৵০ আনা মাত্র। ১৯০৫ সালে কয়লার দাম সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইয়াছিল (১ টনের দাম ২৷০ টাকা); আর উহার দাম সর্ব্বাপেক্ষা চড়িয়া যায় ১৯২২ সালে। (১ টনের দাম ৭৷৵০ আনা)।

গহ্বর মুখে কয়লার যে দাম থাকে সাধারণতঃ তাহার দ্বিগুণ মূল্যে উহা বিদেশে রপ্তানী হয়। নিম্নে একটী তালিকায় ভারতীয় কয়লার গত পাঁচ বছরের গড় দাম দেওয়া হইল।

ভারতীয় কয়লার গড় দাম।

(টন প্রতি)

	রপ্তানী মূল্য	গহ্বর মুখের মূল্য
১৯২২—	১৩৷৷৹	৭৷৷৶৹
১৯২৩—	১৭৵৹	৭'৶৹
১৯২৪—	১৬৷৷/৹	৭/৹
১৯২৫—	১৫৲	৬/৹
১৯২৬—	১২৸৵৹	৪৸/৹

তুলনা করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া অন্যান্য দেশে খনিমুখে কী মূল্যে কয়লা বিক্রীত হয় তাহার গড় হিসাব নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

গ্রেট বৃটেন ও আর্য়ল্যাণ্ড— ১৪৶৹

(১৯২১—২৫ বৎসরের গড়)

অষ্ট্রেলিয়া— ১১'৶৹

(১৯২০—২৪ বৎসরের গড়)

জাপান— ১২/৹

(১৯২১—২৫ বৎসরের গড়)

আমেরিকার যুক্ত রাজ্য— ১০৷৷৵৹

(১৯২০—২৪ বৎসরের গড়)

ভারতবর্ষ— ৬৷৷৶৹

(১৯২২—২৬ বৎসরের গড়)

দক্ষিণ আফ্রিকা— ৪৸/৹

(১৯২২—২৬ বৎসরের গড়)

অবশ্য এ কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে নানা কারণে কয়লার মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ভারতীয় কয়লার দাম অপেক্ষাকৃত অল্প হওয়ার প্রধান কারণ এই যে এখনও ভারতের অধিকাংশ খনিতেই কয়লা উত্তোলন করিবার জন্য ভূপৃষ্ঠ হইতে বহু নিম্নে নামিয়া যাইতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ ভারতে মজুর অপেক্ষাকৃত সস্তা। তৃতীয়তঃ ভারতীয় কয়লা অন্য দেশের কয়লার মত উৎকৃষ্ট গুণ বিশিষ্ট নহে।

ইয়োরামেরিকায় মজুরের মূল্য ভারতীয় মজুর অপেক্ষা অনেক অধিক। বিশেষতঃ বিলাতি কয়লা ভারতবর্ষের কয়লা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। এই সমস্ত কারণে ঐ সকল দেশের কয়লার দামও এদেশের কয়লার দাম অপেক্ষা অনেক বেশী।

উপরের তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে একমাত্র দক্ষিণআফ্রিকার কয়লার দামই অপেক্ষাকৃত সস্তা। বস্তুতঃ বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের প্রধান প্রতিযোগী দক্ষিণ আফ্রিকা। এবং দেশের সম্বন্ধে যাঁহারা অনুমাত্রও সংবাদ রাখেন তাঁহারাই বলিতে পারিবেন কয়লার ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকা কী ভাবে ভারতবর্ষকে হটাইয়া দিতেছে। ভারতের কয়লাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, আশা করা যায় অচিরেই ইহার প্রতিবিধান হইবে।

৩। ভাড়া।

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রে ভারতীয় কয়লার দাম কত তাহা জানিতে হইলে উহার রপ্তানী মূল্যের সহিত ভাড়া যোগ করিতে হইবে। বস্তুতঃ কোল্‌ফিল্ড সমূহ হইতে সহরে বহিয়া আনিবার ভাড়া কয়লার দামের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে না। বিভিন্ন খনি হইতে ওয়াগন ভরিয়া কয়লা আনিতে টন প্রতি কত খরচ পড়ে, তাহা নিম্নের তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

১৯২৬ সালে রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া হইতে ভারতের বিভিন্ন সহরে রেলপথে কয়লা পাঠাইবার ভাড়া টন প্রতিঃ—

	রাণীগঞ্জ হইতে	ঝরিয়া হইতে
কলিকাতা	৩।৵০	৪॥/০
কাণপুর	৮॥০ *৭॥৵০	৮/০ *৭৶০
জব্বলপুর	৯॥৶০ *৮৸০	৯।/০ *৮।/০
দিল্লী	১১৲ *৯৸৵০	১০॥৵০ *৯৶০
লাহোর	১৩॥/০ *১২৶০	১৩৵০ *১২৲
বোম্বাই	১৪৸৵০ *১৩৸০	১৪৸৵০ *১৩৸০
করাচী	১৭।৵০ *১৬।০	১৬৸৶০ *১৫৸/০

[* ১৯২৬ সালের ২৫শে মার্চ হইতে ।]

কলিকাতা হইতে সমুদ্র পথে ভারতের বিভিন্ন বন্দরে কয়লা পাঠাইবার ভাড়া টন প্রতি নিম্ন লিখিতরূপ ।—

	১৯২৫	১৯২৬
বোম্বাই—	৬৸৶০	৭৸০
মান্দ্রাজ—	৫৶০	৪॥৵০
রেঙ্গুন—	৪।/০	৪৶০
করাচী—	৬৸/০	৭৴/০

৪। মজুরের সংখ্যা ।

ভারতে কয়লার খনি গুলিতে যত লোক কাজ করে, এত অধিক সংখ্যক লোক আর কোন খনিতেই কাজ করেনা। প্রায় ২ লক্ষ মজুর এই সমস্ত খনিতে প্রত্যহ কাজ করিয়া থাকে। ১৯২৫ সালে ১৮৯২৬২ লোক ভারতীয় খনি সমূহে কাজ করিত; ১৯২৬ সালে ঐ সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ১৮৫৭৪৯ জন লোকে পরিণত হয়।

১৯২৬ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খনি সমূহে কত লোক খাটিয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রদেশ	পুরুষ	স্ত্রী	বালক ও বালিকা	মোট
বিহার ও উড়িষ্যা	৭৭৯০৯	৩৫০৩১	৫	১১২৯৪৫
বাংলা	৩০৭৬২	১২৭৩৬	...	৪৩৪৯৮
হায়দ্রাবাদ	...	...	...	১২১৩৪
মধ্যপ্রদেশ	৬১৪১	২২২৫	...	৮৩৬৬
আসাম	৪০৫২	৪৬৩	৮	৪৫২৩
মধ্যভারত	১৪২৭	৮৪২	২২৮	২৪৯৭
পাঞ্জাব	১৩৭৩	১৫	...	১৩৮৮
বেলুচিস্থান	২৩২	...	...	২৩২
বিকানীর	১২৪	১৫	২৭	১৬৬
মোট	১২২০২০	৫১৩২৭	২৬৮	১৮৫৭৪৯

১৯২৫ সালের হিসাবের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বাংলার খনি সমূহে ৭১৭ জন বেশী এবং বিহার ও উড়িষ্যায় খনিতে ১৯৮৯ জন কম দিন-মজুর খাটিয়াছে।

৫। জন প্রতি কত কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের খনি সমূহের সহিত ভারতীয় খনির তুলনা করিতে গেলে একটা জিনিস সর্ব্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা

এই যে অন্যান্য দেশের তুলনায় এ দেশের মজুরেরা জন প্রতি অত্যন্ত অল্প পরিমাণে কয়লা তুলিয়া থাকে। বলা বাহুল্য ইহা খুব গৌরবের কথা নহে। তবে ইহাও সত্য যে একমাত্র out put দেখিয়াই কোন্ দেশের মজুরের কর্ম্ম-শক্তি কিরূপ তাহা নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারা যায় না। নানা কারণে out putএর হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে। ভারতে মজুর প্রতি কম কয়লা উত্তোলিত হইবার প্রধানতম কারণ এই যে, এখানে যন্ত্র শক্তির ব্যবহার খুবই অল্প। ইয়োরোপের একজন মজুর labour-saving যন্ত্র যোগে যে কাজ এক ঘণ্টায় করিয়া ফেলে ভারতের মজুরেরা যন্ত্রাভবে পাঁচ জনে মিলিত হইয়া পাঁচ ঘণ্টায় তাহা সম্পন্ন করিতে বাধ্য হয়। অবশ্য বর্ত্তমানে, ভারতবর্ষেও ক্রমশঃই অধিকতর যন্ত্রপাতির প্রচলন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন অধিকাংশ খনিতেই কয়লা কাটা যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

আশা করা যায় আরও কিছুকাল পরে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও ব্যবহৃত হইবে।

যাহা হউক যন্ত্রপাতির যতই অভাব ঘটুক না কেন একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে দেশী মজুরের কর্ম্মশক্তি অপেক্ষা বৈদেশিক মজুরের কর্ম্মশক্তি সর্ব্বতোভাবেই অধিক।

নিম্নে বিভিন্ন দেশের খনিগুলি হইতে মজুর-প্রতি গড়ে কত কয়লা উত্তোলিত হয় তাহার হিসাব দেওয়া হইল।

	খনির উপরে ও নীচে। মাথা পিছু টন।	কেবলমাত্র ভূগর্ভে। মাথা পিছু টন।	সাল
ইউনাইটেড ষ্টেটস্	৬৯৪	(ক)	১৯২৫
গ্রেটবৃটেন	২২১	২২৭	„
জার্ম্মাণী	২৩৪	(ক)	„
ফ্রান্স	১৫৩	২১২	১৯২৬
বেল্‌জিয়াম	১৫৬	২২৪	„
জাপান	১২২	১৬৮	১৯২৫
ভারতবর্ষ	১১১	১৭৩	„
	১১৩	১৬৬	১৯২৬

গত পাঁচ বৎসর ভারতীয় খনি সমূহ হইতে মজুর পিছু যে পরিমাণ কয়লা পাওয়া গিয়াছে তাহার হিসাব :—

	খনির উপরে ও নীচে টন	কেবলমাত্র ভূগর্ভে টন
১৯২২	৯৪·৬	১৬১·৫
১৯২৩	৯৭·৮	১৬৩·৭
১৯২৪	১০৩·৬	১৬৬·৮
১৯১৩	১১০·৫	১৭৩·১
১৯২৬	১১৩·১	১৬৫·৯

৬। ভারতে বিদেশী কয়লার আমদানী।

ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে কয়লা উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু তথাপি প্রতি বৎসর বহু টন কয়লা বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী হয়। ১৯২৫ সালে ১১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪৮৩.০০ টন কয়লা ভারতে নীত হইয়াছিল, কিন্তু ১৯২৬ সালে ৪৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৯৪০০০ টন মাত্র আমদানী হয়। অবশ্য অকস্মাৎ এইরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ এই যে ঐ বৎসর বিলাতে শ্রমিক ধর্ম্মঘট হওয়ায় কয়লার রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাই প্রদেশই বিদেশী কয়লার প্রধান খরিদদার। আলোচ্য বর্ষে সমস্ত

আমদানী মালের ৬৯% এক বোম্বাই-ই ক্রয় করিয়াছিল। ব্রহ্ম ১৪%, সিন্ধু ১০% মান্দ্রাজ ৫% এবং বাংলা মাত্র ২% বিদেশী কয়লা ক্রয় করে।

গত ৫।৬ বৎসর যাবৎ পৃথিবীর কোন্ দেশ হইতে কী পরিমাণ কয়লা ভারতে আমদানী হইয়াছিল তাহা নিম্নে দেখান হইল।

ভারতে বিদেশী কয়লার আমদানী—

(ক) পরিমাণ (টন)

সাল	গ্রেটবৃটেন ও আয়র্লণ্ড	অষ্ট্রেলিয়া	সাউথ আফ্রিকা ইউনিয়ন	জাপান	পর্ত্তুগীজ অধিকৃত পূর্ব্ব আফ্রিকা	অন্যান্য দেশ	মোট
১৯২১	৪৪১৩০৫	১১১৩৮৪	৩০৬৯৬৮	৬৮০৭১	১৫৬৫৫৫	৬৪৬৬	১০৯০৭৪৯
১৯২২	৭৪২৪৬৯	১৭৮৪৯	২৬৬০৩৪	৫৫৫৪৭	১৫৭১২২	১১৬১৮	১২২০৬৩৯
১৯২৩	১৬১৭৩৯	৫৯৩৮০	২৮১৭৯৩	৪৬৬০	১১৫৯৪২	৩১২০৪	৬২৪৯১৮
১৯২৪	১০৯৯১৬	২১৮০৩	১৮৫১৪১	২৩৮৪	১৪১৫৩৭	২৯৭৫	৪৬৩৭১৬
১৯২৫	১২৪১১১	৭৪৯৫	২০৪১৮৭	৭৪৭০	১৩০৩১২	৯৫৮৩	৪৮৩১৬০
১৯২৬	৩৫০৯১	১৩৩২৩	৮৯৯১১	৭৫২৯	৪৬১৯৪	২১০৯	১৯৩৮৫৭

(খ) মূল্য (টাকা)

সাল	গ্রেটবৃটেন ও আয়র্লণ্ড	অষ্ট্রেলিয়া	সাউথ আফ্রিকা ইউনিয়ান	জাপান	পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব আফ্রিকা	অন্যান্য দেশ	মোট
১৯২১	১৮৮৪৯২৯৫	৩৭৫৮২৫৪	১১৩৭৬৮৩৭	২৪০৭৯৯২	৫৮০৪১৬০	২৫০৮৯১	৪২৫১৭৮২৯
১৯২২	২৯১২৬৩৩৭	৬৫৭৩৩০	৭৪০৩৬৭২	২১২১০৮০	৫৭৭৪৪৫৫	২৭৫৭৭০	৪৫৩৫৮৬৪৪
১৯২৩	৪৮৯৯৮৩১	২১৬১৯৪০	৭৪৪৯১৮১	১৬৪২৭৪	৩১১০৩০৯	৮৬৭৪৬৮	১৮৬৫৩০০৩
১৯২৪	৩৯৪৮৭০৪	৭৪০২৭৯	৪৬৫৮৯৩৪	৮৪৪১০	৩৫০৪৩৫৭	৫৬৫৭১	১৩০৬৩২৫৫
১৯২৫	৩৩৯৪০২১	২৩৪৪৮৫	৪৮৩৫০১১	১৫৮৯৪০	২৯৩৬১৪৬	২৩৮৪৬২	১১৭৯৭০৬৫
১৯২৬	১০০৮৪০৬	৩৭৯৬৫৬	১৯৫০৮৯০	১৩৫৮৬৭	৯৬১১৬৫	৪৯৪৯৬	৪৪৮৫১৮০

দ্রষ্টব্য :—১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত নিউজিল্যাণ্ড হইতে আনীত কয়লা অষ্ট্রেলিয়ার সহিত ধরা হইয়াছে।

৭। রপ্তানী।

ভারতবর্ষ হইতে খুব অল্প কয়লাই বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। ১৯২৪ এবং ১৯২৫ সালে যথাক্রমে ২০৬৫০০ টন এবং ২১৬১০০ টন ভারতীয় কয়লা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৬ সালে হঠাৎ রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া ৬১৭৬০০টনে পরিণত হয়। তথাপি উহা উৎপন্ন কয়লার ০৯% মাত্র। অর্থাৎ ১০০টন কয়লার মধ্যে প্রায় ৯৭টন কয়লা ভারতবর্ষ নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করিয়াছে

এবং মাত্র ৩ টন কয়লা বিদেশে রপ্তানী করিয়াছে।

সিংহল ও ষ্টেটস্ সেটলমেণ্টই ভারতীয় কয়লার প্রধান খরিদ্দার। ১৯২৬ সালে ঐ দুই স্থানে রপ্তানীর পরিমাণ অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ বৎসর এডেনেও প্রচুর পরিমাণে কয়লা রপ্তানী হয়। ঈজিপ্ট এবং এমন কি গ্রেট বৃটেনও ভারত হইতে কয়লা সংগ্রহ করিয়াছিল। অবশ্য একমাত্র বিলাতের শ্রমিক ধর্ম্মঘটই যে এই অভাবনীয় ব্যাপারের জন্য দায়ী তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

১৯২৬ সালে মোট যে পরিমাণ কয়লা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল তাহার ০৭% ই সিংহল ক্রয় করিয়াছিল; ১৯% ষ্ট্রেটস্ সেট্‌ল্‌ মেণ্ট এবং ১৭% ঈজিপ্ট ক্রয় করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সিংহল ও ষ্ট্রেট্‌স্ সেট্‌ল্‌ মেণ্টই ভারতীয় কয়লার প্রধান মার্কেট। কাজেই কয়লার ব্যবসায়ে ঐ দুই স্থানে ভারতবর্ষের স্থান কোথায় তাহা জানিয়া রাখা আবশ্যক। নিম্নের তালিকাটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই ব্যাপারটী পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

কোথা হইতে রপ্তানী হইয়াছিল।	সিংহলে ১৯২৫	সিংহলে ১৯২৬	ষ্টেটস্ সেটলমেণ্টে ১৯২৫	ষ্টেটস্ সেটলমেণ্টে ১৯২৬
ইংরাজ অধিকৃত উত্তর আফ্রিকা	৫৩.৭	৫০.৯	২৭.২	২০.৪
গ্রেট বৃটেন ও আয়ারলণ্ড	২৬.৬	১৫ ৪	৫.৯	১.৫
ইংরাজ অধিকৃত ভারত	১৮.৮	২৬.৪	২.৯	১৪.০
অষ্ট্রেলিয়া	...	...	৪.৯	১.৮
জাপান	.০৩	...	২০.৭	২৯.৬
বর্ণিয়ো	...	...	১১.৯	১৫.৫
সুমাত্রা	...	...	৮.৪৪	৭.৫৯

১৯২৬ সালে এবং ১৯২১ সল হইতে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতিবৎসর কোথায় কত (ভারতীয় কয়লা) রপ্তানী হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

	১৯২১--২৫ টন	১৯২৬ টন
এডেন	৫০০০	৫৯৩৪২
সিংহল	১৬০০০০	২৪৩২৬৩
জাভা	...	৪৮২৩
ষ্ট্রেটস্ সেটলমেণ্ট	১৩০০০	১১৭৪৬৯
সুমাত্রা	১০০০	৪০৪৯
হংকং	...	২০৮৫
(ক) অপরাপর দেশ	৩০০০	১৮৬১২৪
মোট	১৮২০০০	৬১৭৫৬৩

(ক) ইহার মধ্যে ঈজিপ্ট—১০৫৭১১ টন।
গ্রেটবৃটেন ও আয়ারলণ্ড— ৫১৬৬৩ টন।

৮। ভারতে কয়লার কাটতি।

ভারতবর্ষ নিজ প্রয়োজনে বৎসরে প্রায় ২ কোটী টন কয়লা খরচ করে। বাৎসরিক আমদানীর সহিত উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ যোগ করিয়া যোগফল হইতে মোট রপ্তানী বাদ দিয়া ঐ সংখ্যা পাওয়া যায়। ১৯২৬ সালে বিদেশ হইতে ১২৩৮৫৭ টন কয়লা ভারতে আমদানী হইয়াছিল। ঐ বৎসর ২০৯৯৯১৬৭ টন কয়লা ভারতের খনিসমূহ হইতে উত্তোলিত হয়। ঐ বৎসর বিদেশী ও ভারতীয় কয়লার রপ্তানী যথাক্রমে ৪৪১৭৪ টন ও ৬১৭৫৬৩ টন। অতএব দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষ ১৯২৬সালে ২০৫৩১৩১৩টন কয়লা খরচ করিয়াছিল। (১২৩৮৫৭ +২০৯৯৯১৬৭ ৪৪১৭৪— ৬১৭৫৬৩=২০৫৩১৩১৩)। ১৯২৫ সালে খরচের পরিমাণ ছিল ২১১২১০০০ টন।

কোন্ কার্য্যের জন্য কত কয়লা ব্যয়িত হয় তাহার অনুমানিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। অবশ্য ইহা ১৯২৬ সালের হিসাব মাত্র।

	কত খরচ হইয়াছিল টন	মোট খরচের শতকরা কত অংশ
রেলওয়ে	৬৪৫৮০০০	৩১·৩
Admiralty & Royal Indian Marine Shipping Accounts	৩২০০০	০·২
Bunker Coal	১৪১০০০০	৬·৯
কাপড়ের কল	৯২৮০০০	৪·৫
পাটের কল	৯৩০০০০	৪·৫
লৌহ, ইস্পাত ও পিতলের কারখানা	৫২০০০০০	২৫·৩
পোর্ট ট্রাষ্ট্স্	২১৯০০০	১·১
ইন্ল্যাণ্ড ষ্টীমার্স	৬০৬০০০	৩·০
ইট ও টাইলের কারখানা ইত্যাদি	৫৮৩০০	১·৩
চা বাগান	২১৮০০০	১·১
কাগজের কল	১৫৩০০০	০·৭
কোলিয়ারী সমূহে খরচ ও নষ্ট কয়লার পরিমাণ	২৭৩০০০০	১৩·৩
গৃহস্থের ঘরে জ্বালানি হিসাবে ও অন্যভাবে ব্যবহৃত	১১৯৮০০০	৫·৮
মোট	২০৫৩১০০০	১০০

উল্লিখিত তালিকায় দেখান হইয়াছে যে ১১৯৮০০০ টন কয়লা গৃহস্থের ঘরে জ্বালানি হিসাবে ও অন্যান্য ভাবে খরচ হয়। ১৯১৭ সালে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছিল যে কলিকাতায় ও কলিকাতার উপকণ্ঠে যে সমস্ত গৃহস্থের বাস তাহাদিগের বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ টন কয়লার প্রয়োজন। সেই হিসাবে সমগ্র ভারতে গৃহস্থের প্রয়োজনে ব্যবহৃত কয়লার পরিমাণ নিতান্ত অল্প

না হইলেও উল্লিখিত ১১৯৮০০০ টন কয়লার অধিকাংশই নানাবিধ ছোট বড় কারখানায় ব্যয়িত হয়। ঐ সমস্ত কারখানার মধ্যে নিম্নলিখিত গুলির নাম উল্লেখযোগ্য। যথা—তুলা ও পাটের প্রেস, ময়দা ও চালের কল, ডকইয়ার্ডস্, তেলের কল, ইলেকট্রীক্ তৈয়ারী করিবার কারখানা, সোনার খনি, গ্যাস তৈয়ারী করিবার কারখানা, ওয়ার্কসপ, কাচের কারখানা, নীল ও গালার কারখানা ইত্যাদি।

৯। ভারতীয় কয়লা শিল্পের অবস্থা।

ভারতবর্ষের কয়লার খনিগুলিতে কত টাকা খাটিতেছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। কেননা যে সমস্ত প্রাইভেট কোম্পানী খনির কাজ করিতেছে তাহাদের মূলধন জানিবার উপায় নাই। তবে জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানীগুলির অবস্থা সহজেই জানা যায়। ১৯২৫ ২৬ সালে ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত ২৪৩টী জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী খনির কাজ করিতেছিল; উহাদের আদায়ী মূলধন ছিল ১২৬১ লক্ষ টাকা। ১৯২৬ ২৭ সালে কয়েকটা কোম্পানী লিকুইডেসনে যায়। ফলে ১৯২৬-২৭ সালে ভারতে কয়লার খনি সম্বন্ধীয় জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানীর সংখ্যা ২৩৪টীতে পরিণত হয়। উহাদের আদায়ী মূলধন ১২২৪ লক্ষ টাকা।

উক্ত ২৩৪টী কোম্পানীর মধ্যে ২২৩টী কোম্পানীই বাংলা এবং বিহারও উড়িষ্যার অবস্থিত। বাকী ১১টী মাত্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত।

মুক্তির পথে।

(১)

"পরেশ বাবু, আপনার মতো লোকের মেয়ে ঘরে আনা—সে তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। অজিত নিতান্ত ছেলেমানুষ, এই সতেরোতে পা দিয়েছে। লেখাপড়া শেষ ক'রেই ওর বে দেই—এই আমাদের ইচ্ছা। আর আপনার মেয়ে ব'লছেন বারো বছরের বেশী নয়, এখন এতটা তাড়াতাড়িই বা কিসের? বে'থা ব্যাপারে লেখা নির্ব্বন্ধটা মানতেই হয়। তবে কিনা জানেন, এই বি, এ পাশ কর্ত্তে চারটে বছর লাগবে ব'ইত নয়!"

পরেশ সেন মহাশয় বিপিন ঘোষের সহিত কথাবার্ত্তায় বেশ বুঝিয়া ফেলিলেন যে তিনি পঠদ্দশায় পুত্রের বিবাহ দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। সেন মহাশয় শিক্ষিত ও ধনবান্ ছিলেন। এই গরীব অথচ কুলীন ও মেধাবী ছেলেটীকে জামাতা রূপে লাভ করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ যথেষ্টই ছিল। তিনি বর্ত্তমানে নিরাশ হইলেও, ভবিষ্যতের আশা একেবারে ছাড়িলেন না।

বিপিন বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র অজিত নাথ যখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পনেরো টাকা জলপানি পাইয়া কলিকাতায় আই, এ পড়িতে গেল, তখন হইতেই অনেক নামজাদা ঘর হইতে মেয়ের বাপ তাঁহার বাড়ীতে আনাগোনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। বিপিন বাবুর কথাবার্ত্তা শ্রবনে কেহ বা অন্যত্র চেষ্টা করিলেন, কেহবা ভবিষ্যতের আশায় বসিয়া রহিলেন।

ঘোষ মহাশয়ের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। তিনি বাড়ী থাকিয়াই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। সামান্য কিছু জমিজমাও ছিল। তবে তাহার আয় হইতে বৎসরে তিন চারি মাসের অধিক চলিত না। এই ভাবেই তিনি কোন রকমে সংসার চালাইতেন। বিধবা মাতা ও ভগ্নী, স্ত্রী, তিনটি পুত্র ও এক কন্যা লইয়া ঘোষ-পরিবার গঠিত।

বৃত্তির পনেরো টাকায় ব্যয় সঙ্কুলান হইত না বলিয়া, বিপিন বাবুকে প্রতিমাসে পুত্রের জন্য দশটি করিয়া টাকা পাঠাইতে হইত। এইরূপ ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি একটু টানাটানি করিয়াই সংসার চালাইতে লাগিলেন। এমন পুত্রের সুশিক্ষার জন্য তিনি যে-কোনও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তিনি বর্ত্তমান অসুবিধায় ভ্রূক্ষেপই করিলেন না। পুত্রকে "মানুষ" করিয়া তুলিতেই হইবে—এই সঙ্কল্প হইতে তিনি কিছুমাত্র বিচ্যুত হইলেন না। কিছু কিছু ধার কর্জ্জও হইতে লাগিল।

প্রায় দুই বৎসর পরে, একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ঘোষ মহাশয় তামাক টানিতেছিলেন। স্ত্রী ভবসুন্দরী বহুবার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব

করিয়া নিরাশ হইলেও, অদ্য পুনরপি সেই কথা উত্থাপন করিলেন।

বিপিন বাবু প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"আর দুটো বছর বইতো নয়। এখন থেকেই বে'র জন্য উতলা হ'লে চল্‌বে কেন? আই, এ, তে পঁচিশ টাকা জলপানি পেয়েছে, ওর খরচ ও নিজেই চালিয়ে নিতে পার্ব্বে। আরে রামঃ, একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি! ছেলে 'মানুষ' করা কি অত সোজা?'

স্ত্রী উত্তর করিলেন, "ছেলের মাথাটা কিছু কিছু বিগড়াতে আরম্ভ করেছে সে কি লক্ষ্য করেছো? দিনরাত কি সব পুঁথি পত্তর প'ড়ে, আর বলে, 'বিয়ে করবো না, গরীবের বিয়ে করা মহাপাপ।' আবার গোঁ ধরেছে মাছ মাংস ছেড়ে দেবে। সে শুধু আমার জন্যই পেরে উঠ্‌ছে না। ওর মতি গতি গুলি দিন দিনই যেন কেমন হ'য়ে যাচ্ছে। যেমন করেই পারি, আমি এই মাসেই ওর বে দেবো। কাঁচা বাঁশ যে দিকে নোয়াবে সেই দিকেই নুইবে। আর ক বছর এমন ভাবে নিশ্চিন্ত থাক্‌লে তোমার ছেলে 'মানুষ' করা বেরিয়ে যাবে। সেন মহাশয়কে খবর দিলে এক্ষুনি রাজী হয়।"

জোরে একটান তামাকু টানিয়া কুণ্ডলীকৃত অমল ধবল ধূম্ররাশির ভিতর দিয়া তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন তাঁহার ভবিষ্যতের জল্পনা কল্পনা সমূলে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু উপায় নাই; স্ত্রীর যুক্তি অকাট্য। কাজেই বাধ্য হইয়া ঘোষ মহাশয় বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

শুভদিনে সেন মহাশয়ের সুন্দরী ও সুশীলা কন্যা কমলার সহিত অজিতের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। সেন মহাশয় যথাসাধ্য দান সামগ্রী ও অলঙ্কার পত্র দিলেন এবং কন্যা যে এমন জামাতার হাতে পড়িয়া পরম সুখে কাল কাটাইতে পারিবে তাহা ভাবিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িলেন।

(২)

বিবাহের পর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অজিত বি, এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। একদিন বাড়ীর চিঠিতে জানিতে পারিল তাহার পিতা বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত। ত্রিশ মাইল দূরে হাওড়া জিলার অন্তর্গত এক পল্লীগ্রামে তাহার বাড়ী; বি এন রেলে যাইতে হয়। সেই দিবসেই কিছু ফল ক্রয় করিয়া সে বাড়ী রওনা হইল। বাড়ী পৌঁছিবার দুই দিন পরেই তাহার পিতা প্রাণত্যাগ করিলেন। ভবসুন্দরীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—অজিত কাঁদিয়া বুক ভাসাইল।

প্রথম শোকের আবেগ কিছুমাত্র প্রশমিত হইলে, সকলেরই ভাবনা হইল—এখন কি উপায় হইবে, এতগুলি প্রাণী কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? কন্যার বিবাহ এবং পুত্রের পড়ার খরচ বাবদ যে ঋণ করা হইয়াছিল তাহাও আজ সুদে আসলে প্রায় পাঁচশত টাকায় দাঁড়াইয়াছে। সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না—দিন চলিতে লাগিল, স্ত্রীর যৎসামান্য অলঙ্কার পত্র ছিল, তাহার বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারা শ্রাদ্ধ ক্রিয়া কোনও রকমে সম্পন্ন হইল।

শ্বশুর মহাশয় পড়ার খরচ বহন করিবার সাগ্রহ অভিপ্রায় পুনঃ পুনঃ জ্ঞাপন করিয়াও জামাতাকে সাহায্য লইতে কিছুতেই রাজী করিতে পারিলেন না। তিনি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইলেন। কন্যাকে কিছুদিনের জন্য স্ব-ভবনে লইয়া যাইতে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কমলা

রাজী হইল না। এ বিষয়ে অজিত ও তাহার মাতা কমলাকে বহু বুঝাইলেও কোন ফলোদয় হইল না। সে পরিবারের এই দুরবস্থায় পিত্রালয়ে যাইয়া বাস করা কিছুতেই সঙ্গত মনে করিল না। অবস্থাপন্ন লোকের কন্যা হইলেও পিত্রালয়ের সুশিক্ষা গুণে এবং স্বতঃই বুদ্ধিমতী বলিয়া দরিদ্র স্বামীগৃহে আসিয়াও কমলা কোনরূপ অসুবিধায় পড়ে নাই। এখন আর সে দিবারাত্রি উত্তম বেশভূষায় সুসজ্জিত থাকে না। প্রসন্নবদনে নিজহস্তে সে সমস্ত গৃহকর্ম করিত। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গোবর গুলিয়া ছড়া দিত, এক বোঝা বাসন মাজিত এবং স্নান সমাপনান্তে সকলের জন্য রন্ধন করিত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধূপ ধূনা দ্বারা তুলসী মূলে অর্চ্চনা করিত। আরও শত খুটীনাটী কাজে সে সমস্ত দিন ব্যাপৃত থাকিত। বাড়ীর সর্ব্বত্র তাহার হাতের চিহ্ন বিদ্যমান্। তকতকে ঝকঝকে নিকানো মেটে ঘরগুলি যেন হাসিতেছে। আল্‌নার উপর কাপড় গুলি কোচান রহিয়াছে, আলমারীর পুস্তকগুলি যথাস্থানে সুসজ্জিত। সামান্য অব্যবহার্য্য জিনিষ গুলি পর্য্যন্ত এলোমেলো পড়িয়া নাই। গৃহে সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা ও লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গুরুজনের সেবা শুশ্রূষা করিয়া সে অপার আনন্দ পায়। অবসর সময়ে সে নাটক নভেল না পড়িয়া রামায়ন মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থ অধ্যয়নে রত থাকে। মধ্যাহ্নে ভোজন সমাপনান্তে সে পাড়ার কয়েকটী বালিকাকে পাঠ বলিয়া দেয় ও সূচী-কর্ম্ম শিক্ষা দেয়। তাহার অমিয়, মধুর ও সরল ব্যবহারে প্রত্যেকেই মুগ্ধ। তাহার সরলতা-মাখা কথা সকলের প্রাণে সুধা বর্ষণ করিত, কার্য্যকলাপ প্রাণে অফুরন্ত আনন্দ ঢালিয়া দিত।

একদিন অপরাহ্ণে মাতা ও পুত্রে কথোপকথন হইতে ছিল।

"না মা, অনেক ভেবে দেখেছি, কোন উপায়ই স্থির কর্ত্তে পারলুম না। পড়াশুনা বন্ধ করা ছাড়া আর কোন পথই দেখ্‌ছি না। আমার অদৃষ্টে যদি তাই হবে, তবে বাবা আমাদিগকে এমন ক'রে অকূলে ভাসিয়ে যাবেন কেন?"

"বাবা, আমাদের অদৃষ্টেও এই হ'বে এ যে স্বপ্নেরও অগোচর। ভাব্‌তেও বুক ফেটে যায় তুই আজ পড়াশুনা ছেড়ে দিবি! জমিজমা যা কিছু আছে সবই তো বন্ধক পড়েছে, শ্রাদ্ধের সময় আমার অলঙ্কারপত্রগুলিও বিক্রি হ'য়ে গেছে। আমাদের এ অবস্থায় যে আর একটা পয়সাও ধার মিলবে না। তবে আমি বলি তোর শ্বশুরের কাছ থেকে সাহায্যটা—"

অজিত বাধা দিয়া বলিল, "মা, আগেই অনেকবার বলেছি ও আমি পারবো না। তার চেয়ে লজ্জাজনক ব্যাপার আর কিছু হ'তে পারে না। তাঁর পয়সায় আমাকে পড়াশুনা কর'তে হবে? সকলের জীবন বাঁচাতে হবে? কি লজ্জার কথা! কি ঘৃণার কথা! এদিকে আর ক' মাস পরেই ঋণ দিতে না পারলে আমাদের যে একেবারে পথে বসতে হ'বে।"

"তবে তুই কি ঠিক করলি?"

"একটা ভাল দিন দেখে চাকরীর খোঁজে বেরিয়ে পড়বো। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় নেই।"

মাতা অগত্যা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া সম্মতি জানাইলেন।

আরও কয়েক দিবস কাটিয়া গিয়াছে। আগামী কল্য অজিত কলিকাতায় রওনা হইবে। সন্ধ্যার পর একটা বিছানায় শুইয়া অন্য মনস্ক ভাবে সে

কত কি ভাবিতে ছিল, এমন সময়ে কমলা গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'অমন ক'রে দিন রাত ভেবে ভেবে শরীর মাটী করে লাভ কি ?

অজিত চিন্তায় এতটা তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল যে কমলার গৃহে প্রবেশ বা কথা তাহার লক্ষ্যেই আসে নাই। সে পুনরুক্তি করিল। এইবার অজিত চৈতন্য লাভ করিয়া শশব্যস্তে উত্তর করিল, "ও— কমলা—তুমি !"

কমলা প্রত্যুত্তরে বলিল, 'আজ একটা কথার জন্য তোমার কাছে এসেছি, বল রাখবে ?'

"রাখবার মত হ'লে নিশ্চয়ই রাখবো।"

কমলা আবদার করিয়া বলিল, "না তা আমি শুনবো না, কথা রাখতেই হবে।"

অজিত একটু বিরক্তির ভাব দেখাইয়া উত্তর করিল, "এই সৌরচন্দ্রিকাটা ছেড়ে কথাটা বলই না, দেখি রাখতে পারি কি না।"

কমলা অভিমানের স্বরে জবাব দিল, "না, তা হ'লে আমি বলবো না।"

অজিত হাসিয়া উত্তর করিল, "কেই বা শুনতে চাচ্ছে" ?

"আমার মাথা খাও কথা শুনতেই হবে।"

'ঐ চুল শুদ্ধ অত বড় মাথাটা ?"

কমলা কহিল, "তোমার তামাসা রাখ। যখন তখন—"

অজিত জবাব দিল, 'আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা কচ্ছি কথা রাখবো।"

"আমার প্রায় হাজার টাকার অলঙ্কার হবে; সে সব বিক্রি ক'রে তোমাকে পড়াশুনা কর্ত্তেই হবে। বৃত্তির টাকাতেই তোমার খরচ চলে আসছে, ঐ ঋণটা শোধ না করলেই নয়। আর আমাদের এক বছরের সংসার খরচের টাকাও দরকার। বিক্রীর টাকা দিয়ে সব কুলই বজায় রাখা চলবে। একটা বছর দেখতে দেখতে চলে যাবে, তার পর চাকরীর চেষ্টা দেখলেই চলবে।" এক নিঃশ্বাসে কমলা কথাগুলি শেষ করিয়া ফেলিল।

অজিত ভাবিতেও পারে নাই কমলা এইরূপ প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইবে। সে ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া উত্তর করিল, "কমলা, আমায় মাপ করো, প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলুম না। বাপ মার কত আদরের তুমি, আমাদের সংসারে এসে কত না কষ্ট পাচ্ছো। আজ কিনা তোমার সকল গা খালি ক'রে সকলকে বাঁচাতে হবে, আমার ভবিষ্যতের উন্নতি কর্ত্তে হবে! আমার ভবিষ্যৎ চুলোয় যাক্, আমি পারবো না, আমায় মাপ করো।"

সে স্বামীর পদতলে লুণ্ঠিতা হইয়া বলিল, "আমার সকল অলঙ্কার তুমি। তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল, আমার ও ছাই ভস্ম অলঙ্কারে কি হবে? তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমি কিছুতেই মাটী হতে দেবো না।"

অনেক চিন্তা ও যুক্তি তর্কের পর অজিত অলঙ্কারগুলি বিক্রয় না করিয়া বন্ধক রাখিতে সম্মত হইল।

(৩)

অজিত কলিকাতায় আসিয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিয়া দিল। কলেজের অধ্যক্ষগণ তাহার দুরবস্থার কথা শুনিয়া সকলে আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় সে দুই মাসের মধ্যেই একটী প্রাইভেট টিউশানি যোগাড় করিয়া ফেলিল। দুই বেলাই পড়াইতে হইবে। আহার ও বাসস্থান ব্যতীত মাসিক ১০৲ টাকা পাওয়া যাইবে।

স্ত্রীর অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া সেই অর্থের দ্বারা সে সমস্ত পিতৃঋণ শোধ করিয়া ছিল এবং তিন

মাসের বাড়ীর খরচ রাখিয়া আসিয়া ছিল ; তাহার খুবই ভরসা ছিল সে এই কয় মাসের মধ্যে কলিকাতায় একটা সংস্থান করিতে পারিবে। সে বৃত্তির টাকাগুলি বাড়ী পাঠাইতে লাগিল। দশ টাকা তাহার হাতখরচ ও কলেজের বেতনে ব্যয়িত হইত। সকাল বা সন্ধ্যায় পাঠের মোটেই সময় হইত না। তবে রাত্রি ১০টা সাড়ে ১০টার পর দু এক ঘণ্টা করিয়া পড়িতে হইত। এইরূপে সে বি, এ পাশ করিল, তবে ফল বিশেষ ভাল হইল না।

পরীক্ষার পর মা ও স্ত্রী একবার বাড়ী যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেও সে বুঝাইল টিউশানিটী হাতছাড়া হইলে সে বিষম বিপদে পড়িবে। তাহার বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিতে হইল। এখন আর সে বৃত্তির টাকা পায় না ; ১০৲ টাকা হইতে নয় টাকা বাড়ী পাঠাইয়া দেয় ও একটাকা নিজ হাত-খরচের জন্য রাখে। মা চিঠি লিখিতেন, "আমাদের জন্য কোন চিন্তা করিও না। ভগবান্ আমাদের একরূপে চালাইয়া লইবেনই। তাঁহার উপর অটল বিশ্বাস রাখিয়া কাজ কর্ম্মের চেষ্টা করিতে থাক ইত্যাদি।" সে ভাবিয়া উঠিতে পারিত না কি করিয়া কি হইতেছে, কি করিয়া এতগুলি প্রাণীর আহার জুটিতেছে। প্রতীকারের কোন উপায়ও সে এ পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই।

এদিকে কমলা শাশুড়ীকে বলিয়া একটী বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়াছে। তাহার সুনাম পূর্ব্ব হইতেই সে অঞ্চলে বিশেষ করিয়া রাষ্ট্র হইয়া ছিল। অভিভাবকগণ আনন্দের সহিত তাহার উপর স্ব স্ব কন্যাগণের শিক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ছাত্রী সংখ্যা দুই মাসেই পঞ্চত্রিশ জন হইয়া গেল। ঘোষ পরিবারের এই দুরবস্থা দর্শনে এবং নিজেরা ও উপকৃত হইতেছে মনে করিয়া অভিভাবকগণ কিছু কিছু বেতন দিতে আপত্তি করিলেন না। এই উপায়ে মাসিক দশ এগার টাকা আয় হইতে লাগিল। অতি কষ্টে সংসার চলিতে লাগিল। মাতা এই সকল কথা কোন দিনেই পুত্রের কানে তোলেন নাই।

(৭)

চৈত্র মাস ; বেলা অপরাহ্ন তিনটা। চারিদিকে প্রচণ্ড রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। অজিত সমস্ত দিন দরখাস্ত বগলে করিয়া ক্লাইভ ষ্ট্রীটের আফিসে আফিসে ঘুরিয়াছে। কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। কোন আফিসে অন্য একটি চাকুরী পাইবার কথা ছিল ; সে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিল বড় বাবুর সম্বন্ধীর মামতুত ভাই সে চাকুরী পাইয়া গিয়াছে। আজ শেষ আশা ভরসাও একেবারে তিরোহিত হইল। তারপর সে অন্যান্য আফিসেও সন্ধান লইয়াছে। ৮.৯ মাস ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও সে সামান্য একটি চাকুরী সংগ্রহ করিতে পারে নাই। আজ তাহার উৎসাহ ও অধ্যবসায় একেবারে দমিয়া গিয়াছে। শ্রান্ত দেহ ও অবসন্ন মন লইয়া সে লালদীঘির গাছতলায় এক বেঞ্চের উপর আসিয়া বসিল। তাহার পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র, পায়ে শত তালি বিশিষ্ট জুতা ও হাতে একটি ভাঙ্গা ছাতা ; মুখে বিপদ ও নিরাশার কালিমা মাখা। অনতিদূরে দুই চারিজন বসিয়া কেহ বা ঘুগনিদানা কেহ বা চিনাবাদাম চিবাইতেছে। সে ভাবিল, তাহারাও হয়ত তাহারই মত চাকুরীর উমেদার, অথবা নিকটবর্ত্তী কোনও আফিসের ভাগ্যবান কেরানী হইবে। ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত ; তবে কিছু পূর্ব্বে রাস্তার কল হইতে সে

তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া আসিয়াছে; দুই একপয়সার চীনা বাদাম বা ছোলা ভাজা খাইবার সৌভাগ্য তাহার হইয়া ওঠে নাই।

আজ তাহার কত কথাই মনে পড়িতেছে। কলেজে প্রবেশ করিয়া কতদিন সে কল্পনায় ভবিষ্যতের সুখের স্বর্গরাজ্য গড়িয়াছে। উচ্চ সরকারী পদ বা কলেজের প্রফেসারী যে সে পাইবে সে বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহই ছিল না। মনে পড়িল তাহার পিতৃবিয়োগ, মনে পড়িল তাহার মাতৃ-স্নেহ,মনে পড়িল তাহার স্ত্রীর অনাবিল স্বর্গীয় প্রেম। নিতান্ত বালিকা হইয়াও সে কেমন করিয়া নিরাভরণা হইয়া স্বামীর "উজ্জ্বল ভবিষ্যতের" পথে সহায়তা করিয়াছিল সেই কথাটাই আজ তাহার বুকের পাঁজর পিষিয়া দিতেছিল। আজ সে তাহার কি কৈফিয়ৎ দিবে, সকলের নিকট কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে! সহায়সম্পদহীন হইয়া এই বিশাল নগরীতে ৮।৯ মাস অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াও সে সামান্য একটি চাকুরীর যোগাড় করিতে পারে নাই। কত আফিসে দেওয়ালের গায়ে বড় বড় অক্ষরে 'No Vacancy' দেখিয়া সে ফিরিয়া আসিয়াছে; কত স্থানে মলিন বস্ত্র দর্শনে দরোয়ান তাহাকে প্রবেশ লাভের অধিকার দেয় নাই; কত যায়গায় 'বড় বাবু' বলিয়া দিয়াছেন - Over qualified, stick করিবে না"। সে বুঝাইয়াছে ঐ চাকুরী পাইলে সে ধন্য হইবে, উহাতে তাহার কত প্রয়োজন। তাহার দুঃখের কাহিনী কাহারও প্রাণে পৌছায় নাই। সে বুক ভরা ব্যথা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। আজ যে বি-এ, পাশ করিয়া সে তাহার বুভুক্ষু পরিবারের মুখে দুটি অন্ন তুলিয়া দিতে পারিতেছে না—এ জ্বালা সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে!

সে কত কি ভাবিতে লাগিল—ঐ তো মাড়োয়ারী, পেশোয়ারী, ভাটিয়াগণ অভ্রংভেদী প্রাসাদে পরমসুখে বাস করিতেছে—সুখাদ্য, সুপেয় দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিতেছে—প্রকাণ্ড ভুঁড়ি লইয়া জুড়ি হাঁকাইতেছে, তাহাদের কেহ তো বি, এ পাশ করে না। তাহারা সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া লোটা কম্বল সম্বল করিয়া এ দেশে আসে এবং একটী জীবনে স্বীয় পরিশ্রম ও বুদ্ধিবলে লক্ষপতি, ক্রোড়পতি হইয়া বসে। আর শত শত বাঙ্গালী ছুটিয়াছে সাহেবের পদ লেহন করিতে, লাথি ঝাঁটা খাইতে, 'ড্যাম' 'ব্লাডি' 'ফুল' ইত্যাদি সুমধুর সম্ভাষণ শুনিতে। প্রায় এক বৎসর ধরিয়া চাকুরীর বাজারে সে তাহার নিজের যোগ্যতা বেশ করিয়া বুঝিয়াছে। আজ তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ধিক্কারে, আত্মগ্লানিতে,নিরাশায়, আজ তাহার চক্ষু অনেকটা খুলিল। আজ স্থির করিল সে ব্যবসায়ে মন দিবে। কিন্তু কোথায় সে মূলধন পাইবে? কোথায় তাহার অভিজ্ঞতা? সে এ কথাও ভাবিল যে প্রয়োজন হইলে রাস্তায় ফেরিওয়ালাগিরিতেও সে পশ্চাৎপদ হইবে না। আজ তাহার প্রাণ চায় স্বাধীন অর্জ্জন। দাসত্বের উপর, গোলামীর উপর, আজ তাহার ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। এই রকম কত কি ভাবিতে ভাবিতে সে বেঞ্চের উপর ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম ভাঙ্গিলে সে দেখিতে পাইল রাস্তায় রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে, গির্জ্জার ঘড়ীতে আটটা বাজিয়া গেল—ঢং ঢং ঢং।

অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে। ছাত্র পড়াইতে হইবে, সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

(৫)

'নূতন বাজারে' সকাল বেলা একঝুড়ি পটোল সম্মুখে লইয়া অজিত অধোবদনে উপবিষ্ট। ঐ

বাজার হইতে সে পটল কিনিয়াছে। পাইকারী দরে অনেক তরী তরকারী সেখানে পাওয়া যায়।

তাহার বি, এর পাঠ্য পুস্তকগুলি কলেজ স্কোয়ারে 'পুরাতন পুস্তকের' দোকানে মাটীর দরে বিক্রয় করিয়া সে পনেরোটি টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। উহাই সম্বল করিয়া সে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল। ছাত্রদের তখন গ্রীষ্মাবকাশ ছিল। অভিভাবকের নিকট হইতে সকালে না পড়াইয়া সে মধ্যাহ্নে পড়াইবার অনুমতি লইয়াছিল। সে পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিল যে ব্যবসায় করিতে বসিয়া সে সমস্ত দুর্ব্বলতা পরিহার করিবে। কিন্তু পটোল সম্মুখে লইয়া যখন সে বসিল, নিজেই সে জানেনা কেমন করিয়া তাহার মাথা নত হইল, বাক্যরোধ হইয়া আসিল। হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন সে স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিল। সে যেন কত বড় দুষ্কর্ম্ম করিতে বসিয়াছে। তাহার ভয় হইতে লাগিল পাছে সে কোন পরিচিত ব্যক্তির দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ভদ্রলোকের ছেলে পেটের দায়ে পটোল বিক্রয় করিতে বসিয়াছে দেখিয়া কতকগুলি দুষ্ট কলেজের ছাত্র নানারূপ বিদ্রূপ শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতেও দ্বিধাবোধ করিল না।

একজন বলিয়া উঠিল—"এইবার মাড়োয়ারী কল্‌কাতা ছেড়ে পালাবে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি সায় দিল—"বাঙালীর দুঃখ এ'বার ঘুচ্‌বে।"

তৃতীয় ছাত্রটি হাঁকিল—"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"।

কিছুক্ষণ পরে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কত ক'রে পটলের সের মশায়, এক সের দিন তো।" অজিতের চমক ভাঙ্গিল। তাহার দাঁড়িপাল্লা কিছু নাই। এ কথাটা এতক্ষণ তাহার মনেই আসে নাই। পার্শ্বস্থিত দোকানদারের নিকট হইতে প্রার্থনা করিয়া নিরাশ হইলে ভদ্রলোক ফিরিয়া গেলেন। সে বিষম বিপদে পড়িল। অবিলম্বে পাইকারী পটলবিক্রেতাকে তাহার দুরবস্থা জানাইয়া সে আট আনা লোকসান দিয়া তাহাকে পটল ফিরাইয়া দিল। সে দিনের মতো ব্যবসায় হইয়া গেল। তৎপরে সমস্ত তরকারীর বাজার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া সে বাসায় ফিরিল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে আসিয়া সে এক ঝুড়ি কুমড়া, পেঁপে, কাঁচকলা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া বিক্রয়ার্থ সাজাইয়া বসিয়া গিয়াছে। কোন্ জিনিষ কি দরে বিক্রয় করিলে কিছু লাভ হইতে পারে, সে তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া ফেলিল। সমস্ত জিনিষ নিঃশেষে বিক্রয় হইয়া গেলে তাহার বারো আনা লাভ হইল। আজ তাহার উৎসাহ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার দুর্ব্বলতা অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। তরকারীর ব্যবসায় একমাস করিয়া সে একুশ টাকা তেরো আনা দেড় পয়সা লাভ করিল। ছাত্রদের স্কুল খুলিয়াছে; সকালবেলা পড়াইবার অনুমতি আসিল। তাহাকে ব্যবসায় বন্ধ করিতে হইল। আরও দুই সপ্তাহ কলিকাতায় নানারূপ চেষ্টার পর সে বাড়ী রওনা হইল।

(৬)

অজিত তিন ভাই সঙ্গে করিয়া বাড়ীর চতুঃপার্শ্বস্থ সমস্ত জঙ্গল ও ছোট আগাছা কাটিয়া ফেলার পর অদম্য উৎসাহে কোদালি দ্বারা সমস্ত জমী কোপাইতে লাগিয়া গিয়াছে। এদিকে মাথায় করিয়া নিজেরাই ঝুড়ি ঝুড়ি গোবর আনিয়া সেই জমীতে ফেলিতেছে। তাহাদের পৈত্রিক বাড়ীখানি চারি বিঘার কম ছিলনা। কতকাংশে ঘরবাড়ী,

অবশিষ্ট স্থান ছোট আগাছা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। দিনের পর দিন সে ভাইদিগকে সঙ্গে করিয়া কাজ করিয়া যাইতেছে।

অনভ্যাস হেতু প্রথমে কিছুদিন তাহাদের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু অদম্য উৎসাহ ও দৃঢ় সঙ্কল্পের বলে তাহারা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। গ্রামের লোকে কত কি 'কানাঘুষা' করিতে লাগিল, অজিতের ভ্রূক্ষেপও নাই। "কায়েতের ঘরেও এমন গরু হয়", "বাপের নাম ডুবালে", "এমন বি, এ পাশ চাষা কোথাও তো দেখিনি" ইত্যাদি কত কি প্রত্যহ তাহার কাণে যায়। সে সব ভাবিবার অবসর তাহার নাই। সে শুনিয়াছে মুক্তির আহ্বান—সে পাইয়াছে অমৃতের আস্বাদ।

তরকারীর ব্যবসায় বন্ধ করার পর মূলধনের অভাবে যখন অজিত আর কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিল না, তখন এই দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়াই দুই সপ্তাহ পরে সে বাড়ী রওনা হইয়াছিল।

বেগুন, লঙ্কা, আলু, মূলা, মানকচু, ঝিঙ্গা, শশা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি—তরকারীর গাছপালা সে বাড়ী ভরিয়া লাগাইল। তিন চারি মাইল দূর হইতে কাঁচকলা, মর্ত্তমান কলা, চাঁপা কলা প্রভৃতির গাছ নিজেরাই বহিয়া আনিয়া বাড়ীর চারিদিকে লাগাইয়া দিল। সারি সারি পেঁপে গাছে বাড়ী ভরিয়া গেল। আর সকাল বিকাল জল ঢালার পালা। চার পাঁচ মাসের মধ্যেই মাসিক পনেরো কুড়ি টাকা আয় দাঁড়াইয়াছে। ক্রমেই কৃষি বিষয়ক নানারূপ পুস্তক আনাইয়া সে উন্নত প্রণালীতে চাষ আবাদ আরম্ভ করিয়া দিল। উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করায় ক্রমেই তাহার আয় বাড়িয়া চলিল। বৎসরের শেষ ভাগে তাহার আয় দাঁড়াইয়াছে মাসিক চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা। প্রতি সপ্তাহে গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে আনিয়া কলিকাতায় জিনিষ গুলি চালান দেওয়া হইত। দ্বিতীয় বৎসরে সে মনস্থ করিল যে কতক গুলি হাঁস ও ছাগল পুষিবে। কাজেও হইল তাহাই। পঞ্চাশ জোড়া হাঁস কিনিয়া ফেলিল। প্রত্যহ ষাট সত্তরটি ডিম হয়। খরচ বাদেও ডিম বিক্রয় করিয়া দৈনিক পাঁচ সিকা, দেড় টাকা পাওয়া যাইত। এক্ষণে সে একটি ভৃত্য নিযুক্ত করিল। সে মাঠে ছাগল চরাইত ও অবসর সময়ে ক্ষেত্রের কার্য্যে সাহায্য করিত। প্রত্যেক ছাগী বৎসরে তিন চারিটি বাচ্ছা প্রসব করে। কিছু বড় হইলেই এই সব ছাগল বিক্রয়ার্থ কলিকাতায় পাঠানো হয়। ইহাতে তাহার বাৎসরিক আয় তিন শত সাড়ে তিন শত টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইতি মধ্যে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সে প্রায় সহস্র মুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছে। এই অর্থ ব্যয় করিবার এক অভিনব পন্থা সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। দেড় ক্রোশ দূরে এক সুবৃহৎ দীঘি কল্মি, দাম, পানা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। ঐ জলাশয় সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত জনশ্রুতি শুনা যায়। ঐ অঞ্চলের লোকের কুসংস্কার এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে যে কেহ উহার ত্রিসীমানায় পদার্পণ করে না। বাৎসরিক কিছু খাজনা ধার্য্য করিয়া ও সামান্য নজর সেলামী দিয়া জমিদারের নিকট হইতে সে উক্ত দীঘির বন্দোবস্ত লইয়াছে। বহু অর্থ ব্যয়ে সে সমস্ত জলজ আগাছা তুলিয়া রুই, কাত্‌লা প্রভৃতি মৎস্য ছাড়িল ও চারি পার্শ্বে কলা গাছ ও কুমড়া গাছ লাগাইয়া দিল। এইরূপে তাহার সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষে ব্যয়িত হইয়া গেল। সে আরও একটি ভৃত্য নিযুক্ত করিল। প্রতি বৎসর কলা ও কুমড়া বিক্রয় করিয়া আড়াই শত তিন শত টাকা পাওয়া যাইত। পাঁচ বৎসর

পর আড়াই হাজার টাকায় ধীবরদের নিকট সে দীঘির মৎস্য বিক্রয় করিল। পুনরায় নূতন মৎস্য ছাড়িল।

ব্যবসায়ের চিন্তা ক্রমেই তাহার সমস্ত হৃদয় ব্যাপৃত করিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে সে কতক গুলি পশ্চিম দেশীয় দুগ্ধবতী গাভীও ক্রয় করিল। উপযুক্ত সংখ্যক ভৃত্য নিযুক্ত হইয়া গেল। প্রথম অবস্থায় প্রত্যহ রেল যোগে আধমণ করিয়া দুগ্ধ কলিকাতায় চালান দেওয়া হইত।

কর্ম্মচারী রাখিয়া সে চাউলের ব্যবসায়ও আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সে যে কার্য্যে মন দেয় তাহাতেই সাফল্য লাভ করে। ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার উপর সুপ্রসন্ন।

(৭)

বিপিন বাবুর মৃত্যুর পর উনিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ঘোষেদের বাড়ীতে আজ কয়দিন যাবৎ মহা ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে ময়রা আসিয়াছিল; তাহারা প্রাঙ্গনের একধারে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ মধ্যাহ্নে বৃহৎ ভোজের ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইবে। পাড়ার ছেলে পিলেরা সকাল হইতেই সেখানে মহা ভিড় লাগাইয়াছে। তাহাদের কেহ একেবারেই দিগম্বর, কেহ কাপড় বগলে করিয়া আসিয়াছে, কেহ বা নিতান্ত সভ্যের মতো বস্ত্র পরিধান করিয়াই ফেলিয়াছে। তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি রাশি রাশি লুচি সন্দেশের স্তূপের উপর নিবদ্ধ। মধ্যাহ্ন হইতে কেন এত বিলম্ব হইতেছে এই কঠিন প্রশ্নের সমাধান তাহারা কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

উপর্য্যুপরি তিন কন্যার পর অজিত একটী পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছে। সেই পুত্রের অন্ন প্রাশন ও ইষ্টকনির্ম্মিত দ্বিতল গৃহে প্রবেশ উপলক্ষে আজ এই মহোৎসবের আয়োজন।

গ্রামের মাতব্বর হইতে আরম্ভ করিয়া চুনো পুঁটি পর্য্যন্ত সকল বাড়ীর আবালবৃদ্ধবণিতা নিমন্ত্রিত হইয়াছে। মধ্যাহ্ন প্রায় সকলেই উপস্থিত। অক্রূর বোস আজ কয়দিন যাবৎ জ্বরে শয্যাগত। শয্যা প্রান্তে পড়িয়া তাহার প্রাণটা আইঢাই করিতেছে, সে তাহার অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিতেছে; তবে ভরসার মধ্যে এই যে আগামী কল্যই সে অন্ন পথ্য করিবে এবং এ সংবাদ সে অজিত বাবুর শ্রুতিগোচর করিতে ত্রুটী করে নাই। তিনি নিশ্চয়ই ইহার একটা সুবন্দোবস্ত করিবেন। লাল-মোহন ঘোষ পূর্ব্বে দিনেই জোলাপ লইয়া পরদিনের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। বল্লভ সরকার যাহাতে হজমের কোনও রূপ বিঘ্ন না হয় এই জন্য পূর্ব্ব হইতেই মানিক ডাক্তারের নিকট হইতে কয়েক পুরিয়া ঔষধ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে।

"দীয়তাং ভুজ্যতাম্" এর পালা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ পরাণ সরকার বলিয়া উঠিল, "আমার এতটা বয়স হ'য়েছে, এমন আয়োজন চোখে দেখা দূরের কথা, কানেও শুনি নি।"

রামচরণ রায় সায় দিয়া বলিলেন,"ভূভারতে এরূপ ব্যাপার এই প্রথম, আর হয়ও নি—হ'বেও না। দুর্গাপুরের মিত্তিরদের বাড়ী সেবার পাকা হ'য়েছিল বটে, কিন্তু এ'র তুলনায় সে "আকাশ আর পাতাল"।

পাঁচু সেন বলিল, "দেখ্তে হ'বে কার ছেলের অন্নপ্রাশন, সে আর হ'বে না—কি বল বিশ্বম্ভর দা ?"

ভোজন-নিরত-ব্যক্তিগণ অজিতকে সম্মুখে সমুপস্থিত দেখিয়া হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা

জানাইবার জন্য সকলে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কাহার আগে কে কি বলিবে তাহা লইয়াই ব্যস্ত। বলাই মিত্র বলিল, "এসো বাবা এসো—তোমার কথাই হচ্ছিল। অমন বাপ না হ'লে আর এমন ছেলে হয়।" গোবর্দ্ধন বিশ্বাস সায় দিয়া বলিল, "আমি তো পূর্ব্বেই বলেছি অজিতই বাপের নাম রাখবে।" শম্ভু দে বলিয়া উঠিল, "তোমার ঐ কাজ কর্ম্ম নিয়ে কত লোকে কত কি কেচ্ছা গেয়ে বেড়াচ্ছিল; আমি কিন্তু আগা গোড়া বলে আসছি ছেলেটার ভারি সৎসাহস, একটু মান অহং নেই, মাটীর মত স্বভাব, ওর উন্নতি—অনিবার্য্য।

এই রূপ কত কি বলাবলি হইতে লাগিল। অজিত করজোড়ে সকলকে বলিতে লাগিল, "লজ্জা করবেন না যেন, পেট ভরে খাবেন, এতো আপনাদের নিজের বাড়ী। কই রে কে আছিস কোথা, এ পাতে দুটো সন্দেশ, ও পাতে চার খানা লুচি।"

শ্রীজিতেন্দ্র নারায়ণ রায় বি, কম্।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা ১৩৩৪ সালের বৈশাখ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ

মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্ম বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭ পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সেলোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে I. T. J. বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
1 Council House Street
Calcutta.

১১। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন। পত্র ইংরাজীতে লিখিতে হয়।

পেষ্টবোর্ডের ছাঁট।

(কিউ—২৩১) এলাহাবাদের একটী কোম্পানী পেষ্টবোর্ডের ছাঁট কিনিতে চাহেন এমন সব লোকের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I. T. J. ফেব্রুয়ারি)

ফেলস্পার (FELSPAR)।

(কিউ—২৩৩) ফেলস্পার এক প্রকার খনিজ স্ফটিকাভ প্রস্তর। সিংভূম ডিষ্ট্রীক্টের জনৈক ব্যবসায়ী উক্ত দ্রব্যের ক্রেতৃগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

ভিণ্ডির আঁশ।

(BHINDI HIBISCUS ESCULENTUS)

(কিউ – ২৩৪) রাজকোট সহরের জনৈক পত্র প্রেরক উক্ত দ্রব্য সরবরাহকারীদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I. T. J. ঐ)

গেঞ্জী ও মোজার ছাঁট।

(কিউ—২৩৫) এলাহাবাদের জনৈক ব্যবসায়ী গেঞ্জী ও মোজার ছাঁট বিক্রয় করিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

অ্যাজ্‌বেষ্টজ্‌ ফাইবার।

(ASBESTOS FIBRE)

(কিউ-২৩৬) স্থানীয় একটী কোম্পানী, বয়ন করিবার উপযোগী অ্যাজ্‌বেষ্টজ্‌ ফাইবার সরবরাহ করিতে পারেন এমন সব লোকের অন্বেষণ করিতেছেন।

(I. T. J. ১লা মার্চ্চ]

ক্যান্‌ভাসের জুতা।

(কিউ- ২৩৭) যাহারা দড়ির সোল্ বিশিষ্ট ক্যানভাসের জুতা প্রস্তুত করেন কিংবা যাহারা ঐরূপ জুতা সরবরাহ করিতে পারেন বারানসীর একটী কোম্পানী তাঁহাদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহে।

(I. T. J. ১লা মার্চ্চ)

নারিকেল।

(কিউ—২৩৮) গয়া জেলার জনৈক ব্যবসায়ী নারিকেল রপ্তানীকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T, J. ঐ)

পাটের বীজ, শনের বীজ। ইত্যাদি।

(কিউ—২৪০) একটী স্থানীয় কোম্পানী পাট, ধনিচা এবং শনের বীজের খরিদদার খুঁজিতেছেন।

(I. T,J. ঐ)

কমলা চূর্ণ।

(কিউ—২৪১) করাচীর একটী কোম্পানী কমলাচূর্ণ Mallotus Philippinensis কিনিতে চাহেন।

(I, T J. ঐ)

চিতাবাঘ ও গুল বাঘের চামড়া

(কিউ—২৪২) মাদ্রাজের একটী কোম্পানী যাঁহারা চিতাবাঘ ও গুলবাঘের শুষ্ক চামড়া সরবরাহ করিতে পারেন তাঁহাদিগের অন্বেষণ করিতেছেন।

(I. T. J, ঐ)

আলু ও পেঁয়াজ।

(কিউ—২৪৩) বোম্বাইয়ের একটী কোম্পানী আলু ও পেঁয়াজের ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

SOYA OIL বা সয়া তৈল।

(কিউ—২৪৪) স্থানীয় জনৈক পত্রলেখক যাঁহারা ভারতবর্ষে সয়া তৈল প্রস্তুত করেন তাঁহাদিগের অন্বেষণ করিতেছেন।

(I. T. J. ঐ)

চট বা গানি ও হেসিয়ান।

(কিউ ২৪৫) ভারতবর্ষের যে সমস্ত গানি ও হেসিয়ান রপ্তানীকারক গ্রীসে বা বলকান রাজ্যে মাল পাঠাইতে চাহেন গ্রীসের অন্তর্গত এথেন্স নগরের জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহাদিগের Representative রূপে কাজ করিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

মিছরী।

(কিউ—২৪৬) জার্ম্মানীর অন্তর্গত হামবার্গের একটী কোম্পানী সালেপ মিছরী—(Salep orchid) রপ্তানীকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহে।

(I. T. J.) ঐ

বারিপাতের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতের কাজ আরম্ভ হইল। এখন আর কৃষকের বসিয়া থাকিবার সময় নাই। নানা প্রকার শাক সব্জীর বীজ পুঁতিতে হইবে, মাটি তৈয়ারী করিতে হইবে, কোন কোন ক্ষেতের ঘাস নিড়াইয়া দিতে হইবে এবং আরও সহস্র প্রকারের কাজে দিন রাত তাহাকে নিয়োজিত থাকিতে হইবে।

আষাড় মাসে বেগুন ও কার্পাসের চারা লাগাইতে হয়। কলা গাছের 'প' ও বাঁশের 'মুড়া' লাগাইবারও ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। পাট ও অড়হরের ক্ষেত নিড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। আশু ধান্যের ক্ষেতও এই সময় নিড়াইয়া দিতে হইবে।

তবে আমন ধান্যের জমী প্রস্তুত করিবার জন্যই চাষীদিগকে বেশী ব্যস্ত থাকিতে হয়। অবশ্য বৈশাখের পর হইতেই চাষীরা জমীতে চাষ লাগাইতে আরম্ভ করে এবং জ্যৈষ্ঠে ঐ কার্য্য পূর্ণ গতিতে চলিতে থাকে। কিন্তু একবার চাষ দিলেই আমন ধান্যের জমী প্রস্তুত হয় না। একই জমী অন্ততঃ তিন চার বার কর্ষণ করিতে হয়। বিশেষতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে আবশ্যকানুযায়ী বারিপাত না হওয়ায় 'জো' পাইবার জন্য আষাড় মাস অবধি অপেক্ষা না করিয়া উপায় নাই। এই মাসে আমন ধান্যের 'তলা' ফেলা আবশ্যক।

জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সমস্ত বেগুন ও কার্পাসের চারা রোপিত হইয়াছিল এই মাসে তাহাদের গোড়ায় মাটি চাপাইতে হইবে এবং যাহাতে মাঠে জল বসিয়া গাছ গুলি মরিয়া না যায় এই জন্য জল নির্গমনের প্রণালী প্রস্তুত করিতে হইবে। ঢেঁড়স, সীম ও শাকের বীজ বপন করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। কচু, হরিদ্রা, এরারুট, আদা ও শাখ আলুর বীজ ও এই সময় পুঁতিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত এই মাসে সাদা ও রাঙা আলুর লতা লগাইতে হয় ঝিঙ্গা, শশা ও লাউ কুমড়ার বীজ পুঁতিতে হয়। চুবড়ী আলু বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত লাগান চলে। উপযুক্ত পরিমাণে বারিপাত হইলে আমন ধান্য রোপন করা যায়।

শ্রাবণ।

আষাড়ের আরব্ধ কার্য্য শ্রাবণে শেষ করিতে হইবে। আমন ধান্য রোপন করিতে হয়, লঙ্কার চারা বসাইতে হয় এবং মাদুর কাঠির জড়ি লাগাইতে হয়। এই মাসে বাঁশ নারিকেল ও অন্যান্য বৃক্ষ রোপনের উপযুক্ত সময়। কেননা প্রচুর পরিমাণে বর্ষণের জন্য মাটি সর্ব্বদাই সরস থাকে এবং চারা গাছ সহজেই মাটি হইতে রস টানিয়া লইতে পারে। অন্য সময় গাছ পুতিলে তাহার গোড়ায়

প্রত্যহই নিয়মিত ভাবে জল ঢালিতে হয় এবং জল ঢালিয়াও অনেক সময় আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায় না। বর্ষাকালে গাছ পুতিলে জল ঢালার হাত হইতে অব্যহতি পাওয়া যয় এবং গাছ সহজেই "লাগিয়া" যাইবার সম্ভাবনা বটে কিন্তু এ ক্ষেত্রে এক বিষয়ে সর্ব্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

বর্ষাকালে গাছ জলের অভাবে না হইলেও জলের আতিশয্যে মরিয়া যাইতে পারে। কিছুতেই গোড়ায় জল বসিতে দেওয়া উচিত নয়। অনেক সময় দেখা যায় চারা গাছ বেশ সতেজে বাড়িয়া উঠিতেছে হঠাৎ এক সময় শুকাইতে আরম্ভ করিল। আর কিছু নহে গোড়ায় জল বসিয়া শিকড় পচিয়া যাওয়াই ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার একমাত্র কারণ। কাজেই পয়ঃ প্রণালী কাটিয়া ক্ষেত্রের জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত করা প্রত্যেক কৃষকেরই সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

স্বরাজ্য সাধনায় ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী।

"আজ বাংলা যাহা ভাবিতেছে, কাল সমগ্র ভারত তাহা ভাবিবে'—এই কথা তিলক মহারাজের মুখ দিয়া যখন নির্গত হইয়া ছিল তখন সম্ভবতঃ তিনি কেবল রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের কথাই ভাবিতে ছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলা দেশ ভারতের মধ্যে গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছিল সত্য। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই ভারতে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সেই সময় হইতে এযাবৎকাল স্বরাজ আনিবার জন্য বাঙালীরা না করিয়াছে এমন কাজ নাই। তাহারা গুপ্ত সমিতি গড়িয়াছে, বোমা রিভলভার ছুঁড়িয়াছে, ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিয়াছে, দ্বীপান্তরে গিয়াছে, জেলে গিয়াছে নন-কো-অপারেসন করিয়াছে; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। যে মুক্তির জন্য সংগ্রাম, যে পরাধীনতার দৃঢ় নাগপাশ ছিন্ন করিবার জন্য বাঙালীর এই চেষ্টা সে মুক্তি আজিও সমানই দুর্লভ হইয়া রহিয়াছে—পরাধীনতার নাগপাশ বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নাই। বরং আমাদের অবস্থা উত্তরোত্তর সাংঘাতিক হইয়া উঠিতেছে। আর

কিছুদিন এইভাবে চলিলে, ভয় হয়, অদূর ভবিষ্যতে রোগ হয়ত নিদানের অতীত হইয়া উঠিবে।

ভারতবর্ষ পরাধীন ; কিন্তু বাংলার মত পরাধীন আর কোন প্রদেশ আছে কিনা সন্দেহ। ভারতবর্ষ দুর্দ্দশাগ্রস্থ, কিন্তু বাংলার দুর্দ্দশা বোধ হয় একেবারে চরম সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে। যে বাংলা একদিন কমলার লীলা নিকেতন ছিল, যে বাংলার ঐশ্বর্য্যের কথা দিকে দিকে প্রবাদের মত রটিয়া গিয়াছে সে আজ দারিদ্র্যরাক্ষসীর ক্রীড়াভূমি ও দুঃখ দৈন্যের উদাহরণ স্থল। চারিদিকেই রব উঠিতেছে 'নাই' 'নাই'—অন্ন নাই, বস্ত্র নাই স্বাস্থ্য নাই, অর্থ নাই। অর্থনৈতিক হিসাবে বাঙালী একেবারেই দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। সে বাঁচিবে কেমন করিয়া ? দুর্ভিক্ষ এদেশে বাস করিবার মৌরাসী পাট্টা লইয়াছে ; ম্যালেরিয়া বসন্ত, কলেরা তাহার অনুচর রূপে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করিয়া দিতেছে, বাঙালী অর্দ্ধাহারে মরিতেছে, অনাহারে মরিতেছে, ভাবনা চিন্তায় শুকাইয়া মরিতেছে, মরাটাই যেন তাহার নিকট স্বাভাবিক। আর সকলে বাঁচিলেও তাহার যেন বাঁচিবার কোন অধিকার নাই !

কেন এমন হইল ? বাঙালীর যদি বিদ্যা, বুদ্ধি আছে, ভারতের নেতৃত্ব করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে তবে সে অন্নাভাবে মরিতে বসিয়াছে কেন ? বাঙালী দরিদ্র বটে, কিন্তু বাংলার ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই। সেই ঐশ্বর্য্য আহরণ করিবার জন্যই মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত নানা দিগ্‌দেশ হইতে নানা জাতি আসিয়া বাংলার সহর পল্লী ছাইয়া ফেলিতেছে। ভারতেরই অন্যান্য প্রদেশের লোকে বাংলার অর্থ শোষণ করিয়া লয়, আর বাঙালী—শিক্ষাভিমানী বাঙালী ভক্ত বিশেষের ন্যায় তাহাদের মুখ পানে তাকাইয়া লাঙ্গুল নাড়িতে থাকে কেন ?

আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাহিতেছি—কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কি তাহা অপেক্ষাও কাম্যনীয় নহে ? অর্থকে অনর্থ জ্ঞানে সাধুগন যতই দূরে ঠেলিয়া রাখুন না কেন, অর্থ না হইলে যে সংসারে দুই পাও চলিবার উপায় নাই তাহা ত আমরা নিত্যই দেখিতে পাইতেছি। রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইবে কাহারা ? দেশের সমস্ত লোকই যদি না খাইয়া উজাড় হইয়া গেল, তবে স্বরাজের জন্য সংগ্রাম করিবে কে ? যুবকেরাই দেশের প্রাণ-শক্তি। যুগে যুগে, দেশে দেশে যুবকেরাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়াছে, দেশের জন্য প্রাণ দিতে আগাইয়াছে তাহারাই। বাংলার নেতৃবৃন্দও মাঝে মাঝে যুবক দিগকে আহ্বান করিয়া থাকেন। কিন্তু সে ডাকে সাড়া দিবে কাহারা ? বাংলার যুবক আজ অন্নের চিন্তায় দিশাহারা, সমস্যার ঘন কুহেলিকায় তাহার চক্ষের জ্যোতি হীন-প্রভ, সংসারের ভারে তাহার মেরুদণ্ড বাঁকিয়া গিয়াছে—সোজা হইয়া দাঁড়াইবে কেমন করিয়া ? অন্নের চিন্তাতেই যদি সমস্ত শক্তি ব্যয় হইয়া গেল, তবে নিজেকে উচ্চতর চিন্তায় নিয়োজিত করিবার শক্তি আসিবে কোথা হইতে ?

জানি, রাজনৈতিক পরাধীনতার মধ্যে পূর্ণ অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা অসম্ভব, কিন্তু ইহাও মানি যে রাজনৈতিক পরাধীনতা-সত্ত্বেও নিজেদের আর্থিক উন্নতি বিধান করা অসম্ভব নহে। বোম্বাই তাহার দৃষ্টান্ত। ধন দৌলতে বোম্বাই ভারতে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। কল, কারখানা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি যাহা কিছু বড় বড় প্রতিষ্ঠান তাহার অধিকাংশই বোম্বাই প্রেসীডেন্সীতে অবস্থিত, সমস্ত ভারতের বাণিজ্য বোম্বাই প্রেসী-

ডেন্সীর অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ইহার কারণ কি? আমার মনে হয়, ইহার একমাত্র কারণ বোম্বায়ের লোকে রাজনীতির ফাঁকা বচন আওড়াইতে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত না করিয়া উদর-নীতি বা অর্থ-নীতির দিকে মনোযোগ দিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা নিজেদের আর্থিক উন্নতি বিধানের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ঐ খানেই বাংলার সহিত বোম্বাইয়ের পার্থক্য। বাঙ্গালী চিরদিন "রাজনীতি" "রাজনীতি" করিয়াই মরিল, অর্থনীতি, কল, কারখানা, ব্যবসা, বাণিজ্য ব্যাঙ্ক এ সকলের প্রতিষ্ঠা বা উন্নতি বিধানের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিল না, তাই সে এত চীৎকারেও মুক্তি পাইল না বটে, কিন্তু অ-বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর অক্টোপাস বন্ধনে দিন দিন অধিকতর জড়াইয়া পড়িতেছে। তাই বলিতেছিলাম, বাঙ্গালী সম্বন্ধে তিলক মহারাজের উক্তি কেবল রাজনীতি সম্বন্ধেই সত্য। অর্থনীতিতে বাঙ্গালী সকলের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

প্রশ্ন আসিতেছে—রাজনৈতিক মুক্তি আগে না অর্থ-নৈতিক মুক্তি আগে? অর্থাৎ আগে রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন করিব, না আগে অর্থনৈতিক পরাধীনতা হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিব? বলা বাহুল্য রাজনীতি এবং অর্থনীতি দুই এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকে পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা অসম্ভব—একথা বলিয়াছি। আমরা স্বরাজ চাই অর্থনৈতিক বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিব বলিয়া। আবার আমরা আর্থিক স্বচ্ছলতা চাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের শক্তি অর্জ্জন করিবার জন্য। কাজেই আমার মনে হয়, আগে অর্থনীতি, তার পর রাজনীতি,তারপর অর্থনীতি—এইরূপ ক্রম অনুসারেই অধিকার লাভের চেষ্টা করা উচিত। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতেও কিছুটা অর্থনৈতিক উন্নতি করা অসম্ভব নহে—পরিশেষে ইহাই আমার বক্তব্য। মহামতি রানাডে একসময় বলিয়াছিলেন—"ভারতের প্রকৃতিক সুবিধা, ভারতের কৃষি-সম্পদ ও খনিজ-সম্পদ, তাহার ভৌগলিক অবস্থান, তাহার যুদ্ধ বিগ্রহ বর্জ্জিত রাজনৈতিক শান্তি তাহার শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি পথের সহায়ক। ইহার উপর আমরা যদি অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা এবং পরিশ্রম করি তাহা হইলে আমাদের উন্নতি অনিবার্য্য।" বর্ত্তমান কালীন রাজনৈতিক অবস্থার কথা স্মরণ রাখিয়াও রানাডের উক্তিকে হাসিয়া উড়াইতে পারি এমন যুক্তি কখন কাহার কাছে শুনিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না।

এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে বর্ত্তমান যুগ অর্থই শক্তি। শক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে এবং অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলে শক্তি আপনিই আসিয়া জুটিবে। বোম্বায়ের লোকে রাজনীতি লইয়া খুব বেশী হৈ চৈ করেনা, অথচ গভর্ণমেণ্টের উপর বোম্বাইয়ের প্রভাব বাংলা অপেক্ষা অনেক বেশী। দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করিবার জন্যও ত অর্থের প্রয়োজন। অন্ন ভক্ষ্য ধনুর্গুণ হইলে আন্দোলন চলিবে কি করিয়া? তাই বলিতেছিলাম **ভারতের মত অবস্থাপন্ন দেশে** স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্ব্বে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালী একথা বুঝে নাই। কিন্তু জীবন যুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে হইলে তাহাকে একথা বুঝিতেই হইবে। বুঝিতেই হইবে যে—দেশের উন্নতির অর্থ ব্যবসায়ের বিস্তৃতি, বাণিজ্যের প্রসার, কৃষির

উন্নতি, কল কারখানা স্থাপন, এক কথায় দেশকে সর্ব্ববিষয়ে অর্থশালী করিয়া তোলা।

ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানী গুলিই ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রাণ। এক দিকে যেমন ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানী সমূহ গড়িয়া উঠে—অপর দিকে তেমনি ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানী সমূহ গড়িয়া না উঠিলে ব্যবসা ও বাণিজ্যের সম্যক উন্নতি হইতে পারে না। কেননা ব্যাঙ্ক বা ইন্সিওরেন্স কোম্পানী সমূহ এক একটী লোহার সিন্দুক নহে; উহাদের বিপুল মূলধন ঘরে বসাইয়া রাখা হয় না। ঐ টাকা খাটান হয় এবং খাটান হয় অন্যান্য ব্যবসায়ের মূলধন রূপে।

ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স প্রভৃতিকে বাদ দিয়া কেন যে ব্যবসায়ের উন্নতি করা যায় না তাহা আরও একটু তলাইয়া দেখা আবশ্যক। যত টাকা মূলধন লইয়াই ব্যবসায় আরম্ভ করা যাউক না কেন মাঝে মাঝে উহার টাকার অভাব ঘটে। নানা কারণে উহা ঘটিয়া থাকে। মূলধনের অধিকাংশই সাজ সরঞ্জাম কিনিতে ও মাল তৈয়ারী করিতেই ব্যয় হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রে যদি কোন কারণে মাল বিক্রয় না হয়, বা মাল বিক্রয় হইতে দেরী হয় তাহা হইলে টাকার অভাবে কোম্পানী ফেল হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। এই সময় ব্যাঙ্কই কোম্পানীর সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় এবং কোম্পানীকে টাকা ধার দিয়া তাহাকে রক্ষা করে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। সকল দেশের কল কারখানার পৃষ্ঠপোষক সেই সেই দেশের ব্যাঙ্ক। ইংরাজ ব্যবসায়ীগণ এ দেশে ব্যবসায় ফাঁদিয়াছে, তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছে ইংরাজ ব্যাঙ্কার। বাঙ্গালী যে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সবায়ের পশ্চাতে পড়িয়া আছে বাঙ্গালী-পরিচালিত ব্যাঙ্কের অভাবই তাহার অন্যতম কারণ। তুমি বাঙ্গালী, কারবারে মন্দা পড়িয়াছে, উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ সাহায্য পাইলে কারবারের অবস্থা ফিরাইতে পার, তুমি ব্যাঙ্কের শরণাপন্ন হইলে কিন্তু উপযুক্ত সিকিউরিটি বা সুদ দেওয়া সত্ত্বেও কেহই তোমাকে টাকা ধার দিবে না। তুমি যদি সাহেব হইতে অবশ্যই তোমার ধার মিলিত, এমন কি হয়ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সিকিউরিটিরও আবশ্যক হইত না। এ ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দাঁড়াইবে কেমন করিয়া?

তাই শিক্ষিত বাংলার প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য স্বদেশী ব্যাঙ্ক স্থাপন করা। বস্তুতঃ বাঙ্গালী চালিত একটীও ব্যাঙ্ক (প্রকৃত ব্যাঙ্ক বলিতে যাহা বুঝায়) নাই—ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, যে একটীমাত্র ব্যাঙ্ক বাঙ্গালীরা বুকের রক্তে গড়িয়া তুলিয়াছিল কয়েকজন লোকের অপরিণামদর্শিতা ও অসততার ফলে তাহাও ফেল হইয়া গেল। আমি বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের কথাই বলিতেছি। বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক দেশের অনেক উপকার করিয়াছে, অনেক বাঙ্গালী কারবার উহার সহায়তার আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। উহা বাঁচিয়া থাকিলে আরও অনেক প্রকারে বাঙ্গালীকে সাহায্য করিতে পারিত।

বর্ত্তমানে বাংলায় অনেক গুলি লোন্ কোম্পানী আছে, তাহারাও দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছে। কিন্তু দুধের তৃষ্ণা যেমন ঘোলে মিটিতে পারে না, ব্যাঙ্কের অভাব সেইরূপ লোন্ কোম্পানীর দ্বারা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। যাহা হউক বড় বড় লোন্ কোম্পানীগুলি কালে সুপরিচালিত ব্যাঙ্কে পরিণত হইতে পারে, সেই জন্য এবং তাহা না হইলেও বর্ত্তমানেই তাহারা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত করিতেছে এই হেতু লোন্

কোম্পানী গুলির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবেই বাঞ্ছনীয়।

ব্যবসা ও বাণিজ্য বেশীর ভাগ সাহায্য পায় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত সাধারণের অর্থ হইতে—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ সাহায্য পায় — **ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীসমূহের মুলধন হইতে।** ব্যাঙ্ককে স্বদেশী কারবারের 'First line of defence' বলিলে ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী সমূহকে উহার 'Second line of defence' বলা যাইতে পারে। কাজেই ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিলে যেমন শুধু যে টাকাটাই নিরাপদে থাকে ও সুদ আসে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে শিল্প বাণিজ্যকেও প্রকারান্তরে সাহায্য করা হয়। সেইরূপ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে জীবনবীমা করিলে শুধু যে ভবিষ্যতের সংস্থান করিয়া রাখা হয় তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে প্রকারান্তরে শিল্প-বাণিজ্যেরও পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। বাঙালী চালিত ব্যাঙ্ক নাই ; কিন্তু বাঙ্গালী চালিত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী আছে। বর্ত্তমানে আরও ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী স্থাপিত করা এবং বর্ত্তমানের ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী গুলির উন্নতির চেষ্টা করাই বাঙালীদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

আজকাল আমাদের দেশে বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের একটা আন্দোলন চলিতেছে। বহুবারই এইরূপে বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু সকলেই জানেন কোন বারেই আমরা সম্যক্‌রূপে সাফল্য লাভ করিতে পারি নাই। কেন যে পারি নাই তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। আমরা বহুবার বলিয়াছি অর্জ্জন অপেক্ষা বর্জ্জনের দিকে বেশী ঝোঁক দিয়া কখনই সাফল্য লাভ করা যাইবে না। স্বদেশী দ্রব্য উৎপন্ন করিব না অথচ বিদেশী দ্রব্য পরিত্যাগ করিব—এমনটী হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করিতে চাই বলিয়া স্বদেশী গ্রহণ করিলে চলিবে না—স্বদেশীকে গ্রহণ করিতে চাই বলিয়াই বিদেশীকে বর্জ্জন করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে আন্দোলন চলিতেছে উহাতে স্বদেশী-প্রীতি নাই (স্বদেশ-প্রীতি থাকিতে পারে), বিদেশীকে জব্দ করিবার স্পৃহা আছে। দেশ শুদ্ধ লোকই যদি বিদেশীকে জব্দ করিবার জন্য একান্ত উদগ্রীব হইয়া উঠিত, তাহা হইলে হয়ত এই আন্দোলন সাফল্যলাভ করিতে পারিত। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে দেশের অধিকাংশ লোকই বিদেশীকে জব্দ করা সম্বন্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনকারিদিগের সহিত একমত নহেন। কাজেই বর্জ্জন আন্দোলন তেমন জোর পাইতেছে না এবং নেতৃবৃন্দ বার বার গরম গরম বক্তৃতার উত্তেজনক ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া সত্ত্বেও বার বার আন্দোলনটী অসাড় হইয়া ঝিমাইয়া পড়িতেছে।

এখন প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে—"তবে কি স্বদেশীকে পরিত্যাগ করিয়া বৈদেশিক দ্রব্যই গ্রহণ করিব ?" ইহাতে সম্মতি দিতে পারি এরূপ অর্ব্বাচীনতা আমাদের নাই। স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ব্যতীরেকে স্বাধীনতালাভ অসম্ভব এবং স্বাধীন দেশও সর্ব্বোতোভাবে স্বদেশী-ব্রত গ্রহণ না করিলে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর যে কোন স্বাধীন দেশের দিকে চাহিয়া দেখ, যে কোন স্বাধীন জাতির কার্য্যাবলির পর্য্যালোচনা কর দেখিবে তাহারা পারত পক্ষে বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করিবে না। কোন ইংরাজ সহজে বাঙালীর দোকানে জিনিস কিনিতে যাইবে না, যাইলেও বিলাতী ব্যতীরেকে অন্য কোন দেশের তৈয়ারী জিনিস কিনিতে চাহিবে না। বিলাতের লোকে বিলাতী জিনিস চায় ; সেইরূপ আমেরিকার

লোকে আমেরিকার জিনিস, ফ্রান্সের লোকে ফ্রান্সের জিনিস, জাপানের লোকে জাপানের জিনিস ব্যতীত সহজে অন্য জিনিস ব্যবহার করিবে না এই যে স্বদেশী জিনিস অপেক্ষাকৃত নীরেস হইলেও অধিক মূল্যে কিনিয়া লওয়ার স্পৃহা ইহার পিছনে একটা গভীর দেশাত্মবোধ জাগিয়া রহিয়াছে। 'আমি স্বদেশকে ভালবাসি, আমি স্বজাতিকে আপনার জন বলিয়া মনে করি, অতএব আমার নিকট হইতে সে দু পয়সা বেশী লইলেও আমি তাহার নিকট হইতেই জিনিস কিনিব'—এই মনোভাব জাতির উন্নতির লক্ষণ, ইহা গভীর স্বদেশ-প্রেমের নিদর্শন মাত্র। এমন কি, ইহাকে বাদ দিলে জাতি বড় হইতে পারে না।

কোন কোন লোক ইহাকে স্বার্থপরতা বা সঙ্কীর্ণতা বলিতে পারেন; কিন্তু জাতির মুক্তির জন্য এই ধরণের স্বার্থপরতা বা সঙ্কীর্ণতার প্রয়োজন আছে; আমাদের মত পরাধীন দেশে উহার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। কেননা উহার আবশ্যক আমাদের আত্মরক্ষার জন্য, ধরাপৃষ্ঠ হইতে আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনাকে বিলুপ্ত করিবার জন্য। আত্ম বিসর্জ্জন পুণ্যময় কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও আত্মহত্যা চিরদিনই মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বিশ্ব-প্রেমিকতার দোহাই দিয়া আত্মহত্যা করিবার কোন অধিকার আমাদের নাই। যখন ঘরের লোক অন্নাভাবে মরিয়া উজাড় হইয়া গেল তখন বিশ্বের লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার জন্য দান সত্র খোলা আমাদের নিকট বিরাট ভাওতা বলিয়াই বোধ হয়।

"Charity begins at home কথাটাকে" আমরা অন্তরের সহিত সত্য বলিয়া মানি। আমাদের বিশ্বাস প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের চরকায় তৈল প্রদান করে, তাহা হইলে পৃথিবীর সকল চরকাই ঠিকমত ঘুরিতে থাকিবে। নিজের চরকায় তেল দিয়া যদি তেল বেশী থাকে তাহা হইলে অপরের চরকায় তেল দিয়া দিতে আপত্তি নাই। কিন্তু যখন নিজের চরকাই তৈলাভাবে ঘড় ঘড় করিতেছে তখন বিশ্বের লোককে পরিবেশন করিবার জন্য তৈল ভাণ্ড লইয়া ছুটাছুটি করা নিতান্ত তৈল-মর্দ্দন-স্বভাবেরই পরিচায়ক। যে ব্যক্তি নিজেই জলে ডুবিয়া যাইতেছে, সে আবার অপরকে সাঁতার শিখাইতে যায় কি হিসাবে? আমাদের মনে হয়, এইরূপ বিশ্ব-প্রেমিকতার ফল দুইটা। প্রথমত; ইহার দ্বারা বিশ্বের লোকের নিকট হাস্যসম্পদ হওয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ ইহার দ্বারা প্রকারান্তরে বিশ্বের ক্ষতি সাধন করা যায়। শেষোক্ত কথাটাকে আরও একটু বিস্তৃত ভাবে না বলিলে বক্তব্যটা সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে না।

আত্ম-হত্যা দণ্ডনীয় অপরাধ কেন তাহা হয়ত সকলেই জানেন; কিন্তু আত্ম-হত্যা পাপ কেন এবং আত্ম রক্ষা করাটাই বা পুণ্যময় কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয় কিসের জন্য? তাহার কারণ—প্রত্যেক লোকের উপর সমস্ত সমাজের একটা দাবী আছে। সাধ্য মত সেই দাবী পূরণ করিতে সে বাধ্য। সেই দাবী যাহাতে পূরণ করিতে পারা যায় এই জন্য প্রত্যেকেরই বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজন এবং সেই দাবী যাহাতে ভাল ভাবে পূরণ করিতে পারা যায় সেই জন্য প্রত্যেকেরই ভাল ভাবে বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক।

কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ সরকার মহাশয় ছাত্রদিগের সম্মুখে বক্তৃতা দিবার সময় বলিয়া ছিলেন যে স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের

কর্ত্তব্য রাজনীতির ঝড় ঝাপটা হইতে দূরে থাকিয়া একান্ত মনে লেখা পড়া করা এবং নিজেদের গড়িয়া তোলা, কেননা তাহার দ্বারাই দেশের প্রকৃত সেবা করা হইবে।" এই কথা লইয়া কয়েক খানি সংবাদ পত্রে তাঁহাকে যথেষ্ট ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কথার সারবত্তা বিন্দুমাত্র কমিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আমাদের উপর সমাজের যে দাবী রহিয়াছে তাহা যেমন তেমন করিয়া পূরণ করিলে চলিবে কেন? ছেলেরা লেখা পড়া শিখিয়া, মানুষ হইয়া দেশের কাজে নামিলে দেশের যতখানি উপকার করিতে পারিবে, অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া, অপরিণত বয়সে, অপরিণত বুদ্ধিতে দেশের কাজে নামিলে তত খানি কাজ করিতে পারিবে কি? দেশবন্ধু যদি বোধোদয় পাঠ সমাপ্তি মাত্রেই স্বরাজ্যপার্টি স্থাপনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতেন, মহাত্মা গান্ধী যদি স্কুল কলেজে না পড়িয়া ১২।১৩ বৎসর বয়সেই অসহযোগ আন্দোলন সুরু করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা ত দেশবন্ধু বা মহাত্মা হইতে পারিতেনই না, অধিকন্তু দেশ তাঁহাদিগের পরিপক্ক চিন্তার ফল হইতে বঞ্চিত হইত। তাই বলিতেছিলাম, লৌহ যুদ্ধোপকরণ হিসাবে খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলিয়া খনি হইতে লৌহ উত্তোলিত হইবামাত্র উহাকে কামান তৈয়ারী করিবার কারখানায় না পাঠাইয়া সরাসরি সমুদায় লৌহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেওয়াটা যুদ্ধ-জয়ের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

সমাজকে ভাল ভাবে সেবা করিবার জন্য যেমন প্রত্যেক সামাজিক লোকের প্রথমেই নিজেকে ভাল মতে গড়িয়া তোলা ও বাঁচিয়া থাকা উচিত, বিশ্বকে সেবা করিবার জন্যও সেইরূপ প্রথমেই প্রত্যেক জাতির আত্মরক্ষা এবং আত্মোন্নতি করা আবশ্যক। দুর্ব্বল জাতি জাতি-সঙ্ঘের সেবা করিবে কেমন করিয়া? দরিদ্র জাতির দান-শক্তি কতটুকু? কাজেই আমাদের কর্ত্তব্য প্রথমেই সর্ব্বপ্রযত্নে নিজেদের বাঁচিয়া উঠিবার চেষ্টা করা এবং ঐরূপ আত্মরক্ষা এবং আত্মোন্নতির চেষ্টাই হইল বর্ত্তমান কালে আমাদের বিশ্ব-হিতৈষণার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে। কিন্তু বাঁচিব কেমন করিয়া? বর্ত্তমান যুগে শিল্প বাণিজ্যকে বাদ দিয়া জাতি হিসাবে কাহারও বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। কাজেই বর্ত্তমানে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি কল্পেই আমাদিগকে প্রাণ পাত করিতে হইবে। স্বদেশী গ্রহণ ব্যতীত কখনও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে না। অতএব প্রথমেই স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করা চাই। কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ নহে—স্বদেশীর প্রতি প্রীতি বশতঃ। জার্ম্মানীতে বা আমেরিকায় প্রস্তুত কোন দ্রব্যের মূল্য ১২৲ টাকা এবং ইংলণ্ডে প্রস্তুত সেই একই গুণ বিশিষ্ট দ্রব্যের মূল্য ১৫৲ টাকা হইলে, একজন ইংরাজ ১২৲ টাকার জিনিস না কিনিয়া ১৫৲ টাকা দামে বিলাতী জিনিস কেনেন কেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে একজন ইংরাজ বলিয়া ছিলেন—"ঐ যে ১৫৲ টাকা দিলাম উহা ত ডান হাতে দিয়া বাম হাতে লইলাম মাত্র, কেননা উহা আমার জাতির মধ্যেই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু ১২৲ টাকা দিয়া জিনিস কিনিলে উহার সবটাই ত বিদেশে বাহির হইয়া যাইত, কাজেই উহার সবটাই লোকসান হইয়া যাইত।" সেইরূপ ইংরাজ আমেরিকার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে বলিয়া আমেরিকান দ্রব্য পরিহার করে নাই, ইংরাজ ইংরাজকে ভালবাসে বলিয়াই বিলাতী-দ্রব্য কিনিয়াছে। এইরূপ অহৈতুকী স্বদেশী-প্রীতি অর্জ্জন করিতে হইবে।

স্বদেশী কাপড় বা স্বদেশী জামা কিনিলেই স্বদেশী গ্রহণ সম্পূর্ণ হইল না। স্বদেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে বা দেশের অর্থাগমের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য যাহা যাহা করা প্রয়োজন তাহা করিতে হইবে। সেই সকল কাজ কি? একটী হইল স্বদেশী ইন্সিওরেন্স কোম্পানী স্থাপন করা এবং তাহাদিগের পৃষ্ঠপোষকতা করা। এক হিসাবে ইন্সিওরেন্স কোম্পানী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাঙ্ক অপেক্ষাও অধিক। কেন না ব্যাঙ্ক কেবল বড় লোকেরাই টাকা রাখিতে পারে, আর ইন্সিওর করে বা ইন্সিওর করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। দ্বিতীয়তঃ ব্যাঙ্কের কেবল স্থায়ী আমানতের টাকাই নিশ্চিন্ত ভাবে ব্যবসায়ীকে ধার দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রিমিয়ামের একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ঐ ভাবে ব্যবহার করিতে আপত্তি নাই। কেননা চল্‌তি হিসাবের টাকা যে-কেউ যখন-ইচ্ছা ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া লইতে পারে, কিন্তু ইন্সিওরের টাকা একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত না হইলে, বা মৃত্যু না ঘটলে বা প্রকৃত পক্ষে কোন ক্ষতি না হইলে তুলিয়া লইবার উপায় নাই।

ইন্সিওরেন্স কোম্পানী সমূহ যে দেশের আর্থিক উন্নতির হেতু ও নিদর্শন তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যে কোন দেশে ইন্সিওর কোম্পানীর সংখ্যা ও অবস্থা দেখিয়া সে দেশের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। এই হিসাবে বাংলা দেশের প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? বাংলা দেশে ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে তাহার অধিকাংশই বিদেশী। অ-ভারতীয় কোম্পানী ত অছেই—তাহা ছাড়া ভারতীয় অথচ অ-বাঙ্গালী কোম্পানীর সংখ্যাও খুব কম নয়। সাধারণের অবগতির জন্য ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যতগুলি ভারতীয় বীমা কোম্পানী কাজ করিতেছে তাহাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(বারান্তরে সমাপ্য)

ঘিএর ব্যবসা।

[এটোয়ার পত্র]

আজকাল প্রায় বছর দুই থেকে বড় বড় ঘিয়ের মোকামে বড় বড় Ghee Merchants' Association হয়েছে। তারা সংঘবদ্ধ হ'য়ে মাল খরিদ করে। নগদ টাকা দিয়ে কেউ খারাপ মাল খরিদ করতে চায়না, একটা বড় সংঘ বা organization এর মধ্যে থেকে কেউ ভেজাল দিতেও সাহস করে না। যদি কেউ করে তা'হলে অচিরেই ধরা পড়ে, আর কঠোর শাস্তি নিতে বাধ্য হয়। নইলে তাকে বাজারে এতটুকু স্থান দেওয়া হবে না। ভাল মাল পাবে না, পেলেও বিক্রী করবার সুবিধা পাবে না—এই রকম নানান বাধায় পড়ে ছারখার হয়ে যায়। এই ভয়ে সমস্ত কারবারীরা ত্রস্ত থাকে। ইহা খুব সত্য কথা যে আজকাল বড় বড় বণিক ব্যাপারী ভেজাল আদবেই করেন না। তাঁরা যেখান থেকে মাল খরিদ করেন, সেখানকার ছোট ছোট ব্যাপারীরা ভেজাল দিতে পারে—এই আশঙ্কায় Merchantরা strong organized body হয়ে খরিদ করেন। Laboratoryতে পরীক্ষা হবার পর তবে মাল খরিদ হয়; যে মাল reject করা হয় সেই মালের ব্যাপারীকে সাজা দেওয়া হয়; fine করা হয়, তাতে ভবিষ্যতে আবার ভেজাল দিতে সাহস করে না। কিন্তু এই ছোট ছোট ব্যাপারী যার কাছ থেকে খরিদ করে সে যদি ভেজাল দেয়, তাহলে মারা যায় ব্যাপারী,—যে দোষী সে মজা করে। কিন্তু এখন ব্যাপারীরাও যার তার কাছে থেকে মাল খরিদ করে না। বিশেষ পরিচিত কৃষকের কাছ থেকে মাল খরিদ ক'রে থাকে। তারপর বড় বড় সহরে কলিকাতা, রেঙ্গুন ইত্যাদিতে পরীক্ষা করবার যে সব ব্যবস্থা, তাহা কেবল ভয় দেখাবার জন্য। অনেক সময় ভাল এবং শুদ্ধ ঘি আধুনিক পরীক্ষার দ্বারা তাড়াতাড়িতে খারাপ বলে মনে হয়।

বিশেষ ভাবে সাবধানতার সহিত যারা ভেজাল দিয়ে থাকে তারা প্রায়ই বেঁচে যায়। সরকার বা কর্পোরেশন যতই শক্ত হ'ন না কেন, এই ভেজাল সম্পূর্ণ বন্ধ করতে কখনই পারবেন না। ভেজিটেবল আমদানী হবেই, বাহিরের ব্যবসা বন্ধ করবার শক্তি ইংরাজের নাই, থাকলেও বন্ধ করবে না, কেননা তাতে আর্থিক ক্ষতি আছে। ইংরাজ বাহাদুর এখানে টাকা লুটিতে এসেছেন, —পয়সা রোজগার করতে। তাঁদের ভাববার সময় নেই—ভারতবর্ষের লোকের স্বাস্থ্য কি ক'রে অক্ষুন্ন রাখা যায়। ইহা ভাবতে হবে আমাদেরই — যারা ঘি খাবে।

লোকে যদি দলে দলে Vegatable product

দোকান থেকে খরিদ করে, তাহলে তারা বিক্রী করবে না কেন? Vegetable productএর Merchantরা বড় বড় উকীলের certificate দিয়ে বলে থাকেন যে ইহা খুব উপকারী, অম্বলের রোগ সারে, ডিস্‌পেপসিয়া ভাল হয় ইত্যাদি। তারা ব্যবসা করছে—বিজ্ঞাপন দেবে না কেন? ১০৲ দিলে একজন ভারতবর্ষের উকীল একটা সার্টিফিকেট দেবেন—"আমি এতদিন vegetable product খেয়ে উপকার পেয়েছি, অম্বল সেরেছে, পেটের যত কিছু রোগ ছিল সেরেছে, এখন শরীর খুব ভাল বোধ করছি।" ওদিকে Statesman লিখছে, যে ইহা খুব খারাপ, শরীরের উপাদান পোষণ করতে ইহাতে কিছু নেই। দুইটি বিড়ালকে খাওয়ান হয়েছিল ১মাস ধরে তাদের ওজন করে দেখা গেল যে যে ভেজিটেবিল খেত তার ওজন খুব কমে গেল, আর যে ঘী খেত তার ওজন বাড়তে লাগল।

ইংরাজী পত্রিকা "Statesman" হয় ত ফী না পেয়ে এই Vegetable Productএর বিরুদ্ধে লিখেছিলেন কিন্তু আমি নিজে খেয়ে দেখেছি যে বেশ ওজন কমে যায়, শরীর খুব দুর্ব্বল বোধ হয়।

যাক্। আমাদের দেখতে হবে কি উপায়ে বিশুদ্ধ জিনিষ ঠিক স্থানে পৌছতে পারা যায়। প্রথম কয়েকজন লোক মিলে খাতা হাতে ক'রে বাড়ী বাড়ী ঘুরুন—যাঁহারা বিশুদ্ধ ঘী নিয়মমত মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নিতে চান তাঁদের নাম ঠিকানা এবং ঘীয়ের পরিমাণ নোট করুন। Buyers' Association গড়ে তোলা চাই। প্রথম প্রথম তারা বলবে—"তোমরা যে ভাল ঘী দেবে তার প্রমাণ কি? অমুক স্থানে আজকাল সস্তা ঘী বিক্রয় হচ্ছে, তোমরা এত দর নিচ্ছ কেন?" এইরূপ প্রশ্ন শুনতেই হবে; তাদের বিশ্বাস করাবার মত অস্ত্র চাই। বাজারে খাবার জন্য যখন ঘী খরিদ করতে কেউ যায়, তখন প্রথম সে গিয়ে থাকে কোনও পরিচিত দোকানে এবং পুরাতন নামি মার্কার খোঁজে। যখন বেশী দর দেখে, তখন মনে মনে ভাবে—এতেও ভেজাল আছে—তার চেয়ে বিশুদ্ধ তেল কিংবা ভেজি-টেবিল খেলেই হয়—এইভাবে প্রায় অনেক লোক ভেজিটেবল কিনে থাকেন। অনেকে চিরকাল একটী মার্কা মারা প্যাক করা ঘী কিনে থাকেন বলেন—"যাই থাক, একটা পুরাণ মার্কা ত!" তবুও তাদের কোন মতে তৃপ্তি নেই। আমরা যদি এই তৃপ্তিটুকু দিতে পারি তা'হলে লোকে কেন সংঘবদ্ধ হয়ে কিনবে না?

আজকাল বড় বড় ব্যাপারীরা আপশোস করেন—"যতই ভাল মাল দিই না কেন, খদ্দেরকে কোন মতে সন্তুষ্ট করতে পারিনা, তাদের কোন মতেই বিশ্বাস হয় না যে এটা বিশুদ্ধ জিনিষ। যত Lecture দেব ততই সন্দেহ হয়।" অতএব আমাদের লেক্‌চারের দরকার নাই, বিশ্বাস করাবারও দরকার নেই, বিজ্ঞাপনের বড় বড় কথার বাঁধনের দরকার নেই এবং ভেজালের জিনিষের দরের সঙ্গে প্রতিযোগিতার একেবারেই দরকার নেই। ভেজালের জিনিষের দরের সঙ্গে ঘীয়ের দরের তুলনা ক'রে যদি কেউ পড়্‌তা তৈরী করে—তাহলে নিশ্চয়ই ভেজাল দিতে হবে। নইলে বাজারের দরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে না। একটা মোকামে যদি সকলে একই দরে জিনিষ খরিদ করে এবং তার মধ্যে একজন যদি অপর অপেক্ষা সস্তা দরে মাল কাট্‌তি করায়, তাহলে অপর ব্যবসায়ী নিশ্চয়ই চিন্তা করবে যে এত সস্তায় পড়্‌তা কি করে করলে?—হয়ত নিশ্চয়ই

ভেজাল করেছে! তখন সেও চেষ্টা করে ভেজাল দিতে। এই ভাবে ভেজাল দেবার প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়ে থাকে এবং এটা খুব স্বাভাবিক। তাই আমার বক্তব্য যদি গ্রাহক এমন একটা ব্যবস্থা করেন যাতে কৃষকের ঘর থেকে জিনিষ একেবারে গ্রাহকের রান্নাঘরে গিয়ে পৌছায়।

এ কথা শুনলেই লোকে হাসবে। সুইডেন, ডেনমার্ক, অষ্ট্রিয়ায় তারা কিন্তু ঠিক এই ব্যবস্থা করেছে। মাঝের লোকের হাতে মাল পড়তে পায় না, ভেজালের ভয়ও থাকে না। জিনিষ টাটকা পাওয়া যায়, বেশী দিন পচতে পায় না, দরেও সুবিধা হয়। Health Examiner, কিম্বা Corporationএর ডাক্তার খরচ বেঁচে যায়; বরং তাঁরা যদি এই গ্রাহকের সম্বন্ধে মালের আমদানী কার্য্যে সাহায্য করেন, তাহলে আরও ভাল। কেন করবেন না?—তাঁদের উদ্দেশ্য ত ভাল জিনিসের আমদানী করা!

এখন আমি আমার schemeটা বেশ বিস্তারিত ভাবে লিখছি।

১। দুইটি পাড়ার ছেলে একটি নোট বুক ও pencil নিয়ে নেবে পড়ুন। ২০০ লোকের ঘর ঠিক করুন, যারা /৫ পাঁচ সের করে ঘীয়ের টীন কিনে নেবে—প্রত্যেক মাসে।

২। গ্রাহকরা আর কোনও ঘী বাজারে কিনবেন না।

৩। ২৷৴০ সের বারমাস নেবেন, তাই কিনতে হবে।

বাজারে যখন ঘীয়ের দর ৯০৲, ১০০৲ হবে তখনও এই গ্রাহকরা ২৷৴০ সের অর্থাৎ ৮৫৲ মণে ঘী পাবেন। যদি বাজারে ২৲ সের হয় তাহলেও তাঁদের ২৷৴০ দরে কিনতে হবে। এই লোভ সম্বরণ করা কঠিন বটে। সেইজন্য—

৪। প্রত্যেক গ্রাহককে ১০৲ করে জমা দিতে হবে। যদি তিনি (বিশেষ কারণ ছাড়া) কোন মাসে খরিদ না করেন, তাহলে তাঁর ১০৲ বাজাপ্ত হবে।

৫। প্রত্যেক মাসে গ্রাহকদের মিটিং হওয়া উচিত। প্রত্যেক বছরে এমন একজন লোক নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত যাঁকে ঘীয়ের মোকামে আসতে হবে এবং তিনি কৃষকের ঘী তৈরী করা, মোকামে প্যাক্ করা ইত্যাদি নিজের চোখে দেখে নিয়ে সকলের কাছে গিয়ে প্রকাশ করবেন। তাতে সমস্ত গ্রাহকদের তৃপ্তি হবে এবং বিশ্বাস হবে। সর্ব্বদাই প্রত্যেক গ্রাহককে ভাবতে হবে যে আমরা নিজে খরিদ করে থাচ্ছি। মাঝে কেউ নেই যার ওপর সন্দেহ করব।

৬। এখানে কৃষকদের মধ্যে এতগুলি কৃষকের ঘর বেঁধে ফেলতে হবে যারা মাসে /৫ হিসাবে ২০০ গ্রাহকের জন্য ২৫/ মণ ঘী দিতে পারে—(তা অনায়াসেই পাওয়া যাবে)। এখানে পাঁচ সের টীনে সীল মোহর থাকবে। Co-operative societyর মার্কা থাকবে। কৃষকদের ১৫'২০ জন একত্র হয়ে supply করবে। তাদের সঙ্গে দরের এবং মালের purity সম্বন্ধে contract থাকবে। সরকারের ইন্স্পেক্টার এবং ডাক্তার societyকে দেখতে থাকবেন—গরু মহিষদের কোনও রোগ আছে কি না, ভেজাল দেয় কি না, এ সমস্ত অপর লোক দেখতে থাকবে। তা ছাড়া সুদূর গ্রামে এখনও ভেজালের বিষ প্রবেশ করে নি। সহরের কাছে কাছে গ্রামে বেশ আরম্ভ হয়েছে। বাজারে মাখনের ঘীয়ের ওপর সমস্ত লোকের বিশ্বাস বেশী। বিক্রিও খুব হয়। যে জিনিষ বেশী বিক্রি হয় তাতেই ভেজালের সুবিধা হয়—তা গ্রাহকরা বুঝতে পারেন না। মাখনের কথাও আমি নীচে পরিষ্কার করে বলব।

৭। Buyers' Association রেজিষ্টারী হবে—আনুষঙ্গিক আইন কানুন তৈরী হওয়া চাই।

৮। এখানে Manufacturing Co-operative Society রেজিষ্টারী হবে, তাতেও এই সব আইন কানুন থাকবে।

৯। কৃষকরা আমাদের কাছ ছাড়া আর কোথাও মাল বিক্রী করতে পারবে না। সেই জন্য ক্রেতারাও আমাদের কাছ ছাড়া আর কোথাও থেকে মাল খরিদ করতে পারবেন না।

১০। এখানকার Manufacturing Co-operative Societyর Secretary যদি ঘীয়ের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে ভাল বলে কোনও সার্টিফিকেট দেন তাহলে বিশুদ্ধ বলে তৎক্ষণাৎ সকলকেই স্বীকার করতে হবে। কারণ Secretaryর ব্যক্তিগত কোনও মতামত নেই, তিনি সমস্ত Societyকে represent করেন। অপর দিকে Payment সম্বন্ধে এই রকম বাঁধা বাঁধি নিয়ম থাকা দরকার। নগদ লেন দেন না হ'লে কৃষকের কাছে মাল খরিদ করা যায় না। গ্রামের বেণেরা অনেক টাকা কৃষকদের ধার দিয়ে riskএ ফেলে। সেইজন্য তারা খুব সস্তায় ঘী পেয়ে থাকে—তেমনি টাকাও মারা পড়ে। কিন্তু Co-operative Society রেজেষ্ট্রী করা হলে, টাকা মারার এতটুকু ভয় থাকে না। যেমন করেই হোক টাকা আদায় হয়।

১১। কলকাতায় কোনও ছোট দোকানদারকে যেন মাল বিক্রী করতে না দেওয়া হয়। তারা না জানি কি করবে, সন্দেহের মধ্যে যাবার দরকার কি? প্রত্যেক পাড়ায় Association থাকবে, গ্রাহকরা যাকে মাহিনা দিয়ে রাখবেন তাকেই মাল দেওয়া হবে - সেই বিতরণ করবে—সে ব্যবস্থা যেমন সুবিধা বোধ করবেন তেমনি করবেন।

১২। আয় ব্যয়ের হিসাব ;—(খুব সংক্ষেপেই লিখলাম)

মোকাম থেকে ঘী খরিদ করলে তার দর কিছু বেশী পড়বে। যতক্ষন গ্রামে কৃষকদের মধ্যে Co-operative Scociety গঠন না করা হচ্ছে ততক্ষণ একজন লোক নিযুক্ত ক'রে গ্রাম থেকে গিয়ে মাখন খরিদ করতে হবে—সেইজন্য কিছু দর বেশী পড়ে যাবে।

তাই এখন ধরলাম—মণ করা ৭০৲ হিসাবে ২৫৴ মণের ঘীয়ের দাম—১৭৫০৲। এখান থেকে কলিকাতা পর্য্যন্ত মণ করা খরচা ১০৲ হিসাবে ২৫৴ মণের খরচ—২৫০৲।

যখন গ্রামের সোসাইটির কাছ থেকে খরিদ করা হবে তখন ১০৲ মণ করা সস্তা হবে। কিছু খরচাও বেশী পড়বে। যা কিছু লাভ থাকবে, সেটা কলকাতার সোসাইটীর এজেন্ট (organizer) এর পাওয়া উচিত—নইলে সে খাটবে কেন?

আপাততঃ ২৫৴ মণ ঘীয়ের খরচা শুদ্ধ দাম পড়ল—২০০০৲। কলকাতায় ২৶০ সের অর্থাৎ ৮৫৲ দরের ২৫৴ মণ ঘী বিক্রীর মাসিক আয়—২১২৫৲। অতএব ১২৫৲ লাভ থাকে প্রত্যেক মাসে ২৫৴ মণ ঘী বিক্রী করে। মণ করা ১০৲ খরচার একটা Idea দিচ্ছি ;—আড়ত,টীন, লাদাই, তাকাই,ঝালাই, বিল্টী খরচ,মাশুল,চুঙ্গী ইত্যাদিতে প্রায় ৮৲।৯৲ পড়ে যায়; আমি সেখানে ১০৲ ধরেছি। সকলেই তাই ধরে। কলকাতার ঘরভাড়া চাকর ইত্যাদি দিয়েও মাসিক ১২৫৲ লাভ থাকে। ১০৲ হিসাবে ২০০ গ্রাহকের কাছ থেকে ২০০০৲ পাওয়া যাবে, তাতে বেশ সুন্দর ভাবে

ব্যবসা চলতে পারে। আর যে সমস্ত কথা আছে—কাজে নামলে আমি বলে দেব। তারপর নিজেই শিখতে থাকবে। অনেক ব্যবসায়ী অনেক কথা বলতে চান না। কিন্তু এই কথাগুল সমস্ত Open secret—একটু যারা চেষ্টা ক'রে, তারাই সহজে জানতে পারে। যাদের চেষ্টা নেই, তাদের অনেক বোঝালেও মাথায় ঢোকে না।

আজকাল কলকাতার কাছাকাছি গ্রামে দুধের সঙ্গে Vegetable Product জ্বাল দিয়ে রাত্রিতে দই পেতে রেখে দেয়, সকালে মন্থন করে মাখন তোলে। পরে সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ২।০ সেরে সেই মাখন জ্বালান ঘি দিয়ে থাকে। সকলের বিশ্বাস যে আমরা একেবারে সামনে মাখন জ্বালিয়ে ঘী নিয়েছি—ইহাতে এতটুকু ভেজাল নেই। যদি কেউ ইহার বিরুদ্ধে কিছু কথা বলে, তাহলে বেচারার উপর ভৎর্সনার ত্রুটি হয় না—মাখন জ্বালানি ঘী খেয়ে বেশ শক্তির পরিচয় দেন সকলের বিশ্বাস যে সমস্ত ব্যবসায়ীই অপর ব্যবসায়ের নিন্দা ক'রে থাকে—কথাটাও ঠিক বটে—কিন্তু এত সন্দেহ এত দ্বন্দ্ব থেকে রক্ষা পাবার কি কোনও উপায় নেই? আছে; কিন্তু উপায় খোঁজবার চেষ্টা কে করবে? যার ভাল জিনিস খাবার গরজ, তারই ত চেষ্টা করা উচিত। আমরা যদি স্বাধীন হতাম—তাহলে স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট নিজেই ব্যবস্থা করতেন। তেমন আইন কানুন তেমন ব্যবস্থা সব থাকত—আমরা নিজের অবস্থা ভুলে আছি, প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা অধিকতর দুর্ব্বল ও স্বাস্থ্যহীন হ'য়ে পড়েছি।

এবার আমি একটু মাখনের আয় ব্যয় দেব। এখান থেকে মাখনের ব্যবসা অতি সুন্দর চলতে পারে। Edward kaventer আলিগড়ে যে basis এর উপর কারখানাটি স্থাপিত করেছে, তা এতই সহজ যে অনায়াসে একটু পরিশ্রম করিলেই এখানে চলতে পারে। প্রথম একটু আলিগড় ডেয়ারী সম্বন্ধ বলি। ডেয়ারী করবার নামে লোকে ভয়ে কেঁপে ওঠে—কি ক'রে অত গরু,মহিষ রাখব, যদি তারা সব মরে যায় এত টাকা সব ডুবে যাবে ইত্যাদি। যত ভাবছ, এত গরু মহিষ কেউ রাখে না। আমি কাশীতে ডেয়ারী করেছিলাম—"National Dairy" নামে। গ্রামে যখন দুধের ব্যবস্থা করতে গেলাম তখন দেখি যে প্রায় ৫০।৬০টা গরু কষাইতে খরিদ করে নিয়ে চলেছে। রাস্তা দিয়ে গরু মহিষ গেলেই আমার তীব্র কটাক্ষ এড়িয়ে যেতে পারে না। খোঁজ করে জানলাম যে ইহারা খুব সামান্য দুধ দেয়, গরুর দুধ কেউ খরিদ করবার লোক নাই, আমরা বাধ্য হয়ে বিক্রী করে ফেলছি ইত্যাদি। আমি তাদের বল্লাম—"তোমরা এই সব গরু রাখ, যা কিছু দুধ হবে আমি নিজে খরিদ করব।" সমস্ত গ্রামে মহিষের দুধ বেশী পাওয়া যায়—গরুর দুধ কম হয়, খোয়া কম হয়, ছানা কম হয়—এইজন্য গরুর দুধ কেউ খরিদ করে না। কৃষকরা কেন রাখবে? তাদের কাছে আর্য্য-সমাজের গো-শালার মত চাঁদা আসে না যে বসে খাওয়াবে। যাক, আমি মহিষের দরে দুধ কিনব এই আশায় তারা গরুকে খুব যত্ন করতে লাগল- যারা এক সের আধ সের দুধ দিত তারা তখন দুই সের দেড় সের দিতে লাগল। আমিও সেখানে ব্যবসা করতে গিয়েছি। গরুর মাখন কাশীর সহরে, অতি দুর্লভ জিনিষ। ২৷৷০ টাকা ৩৲ সের বিক্রী ক'রে আমার ৷৷০, ৷৷৵০ লাভ থাকত। সের করা ৷৷০, ৷৵০ গরুর মাখনে পেতাম, মহিষের মাখনে কিছু বেশী লাভ থাকত—তাতেই পুষিয়ে যেত।

আলিগড়ে গ্রামে গ্রামে Cream Seperator

কৃষকদের দেওয়া হয়েছে, তারা Cream বার ক'রে Dairyতে একটা নির্দ্দিষ্ট দরে দিয়ে যায়। Cream তোলা দুধটা কৃষকরা কিছু খায়, বাকী সহরে বিক্রী করে দেয়, দোকানদাররা খরিদ ক'রে দই পাতে, খোয়া করে—মিষ্টি তৈরী করে ইত্যাদি। আজকাল আলিগড়ে একটা নূতন উপায় আরম্ভ করেছে। সেই মাখন তোলা দুধে Vegitable Product জ্বাল দিয়ে দই পেতে রেখে দেয়। দেশী উপায়ে মন্থন করলে মাখনের মত একটা পদার্থ তৈরী হয়ে যায়, সেটা গালালেই বেশ ঘীয়ের মত flovour হয়, রং হয়, খেতে স্বাদও মন্দ হয় না, কিন্তু একটু বাসি হলেই আত্ম প্রকাশ হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে কিছু গ্রামের ভাল এবং সস্তা ঘী খরিদ ক'রে জ্বাল দিয়ে পাইকারী দরে বিক্রী করে ফেলে। সহরের লোকের বিশ্বাস যে ইহারা প্রত্যেকে গ্রাম থেকে আসে তাজা ঘীটুকু বেচতে—ইহারা যেমন বিশুদ্ধ জিনিষ আনবে তেমনটি আর কেউ আনতে পারে না। কিন্তু তারাই হল adulterationএ মস্ত বড় expert ; ডবল লাভ করছে। Manufacture ক'রে সরাসরি ক্রেতাকে supply করা চতুর্গুণ লাভ।

মাখনের ব্যবসা করতে হ'লে কলকাতায় ঠিক সেই রকম Buyers' Association রেজেষ্ট্রী করতে হবে। তাঁরা এই মাখন ছাড়া অন্য কোনও মাখন কিনবেন না। এখানে মাখনের কারবার করতে হলে আয় ব্যয় কি রকম পড়বে তার হিসাব দিলাম।

এটোয়া গ্রামে ৪৷৴০ মণ দুধ পাব ; প্রত্যেক মণে এখানকার দুধে ৷৩ তিন সের মাখান পাব। কাশীতে ৷২৷৷০ পেতাম। পাঞ্জাবে ৷৩৷৷০, ৷৪ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

এক মণ মাখন না হলে কলকাতায় চালানের সুবিধা হয় না। সেইজন্য এক মণের হিসাব দিলাম। কলকাতায় ১ মণ মাখনের গ্রাহক প্রস্তুত থাকা চাই।

১৷ মণ মাখনের জন্য ১৩৷ মণ দুধের দরকার। কিছু বেশী দুধ নেওয়াই ভাল। ধর - ১৫৷ মণ দুধ নিলাম।

১৫৷ মণ দুধের দাম ৪৲ হিঃ— ৬০৲
মাখন তোলার দুধের খোয়া ২৷ মণ—২০৲

মাখন তোলা দুধ থেকে কেসিন ইত্যাদি অনেক কিছু তৈরী হয়—সে পরের কথা।

কলকাতায় ভাল Table butter ২৷৷০ টাকা সেরে বিক্রী হয়ে থাকে। তা ছাড়া আমি কিছু খরচ বেশী রেখেছি। মাখন তোলা দুধ আমি কাশীতে ৵০ আনা সেরে বিক্রী করে ফেলতাম। তাতে বেশী লাভ থাকত। এখানে এ দুধ বিক্রী হবে না। খোয়ার পরিমাণ আরও বেশী হবে—আমি কম ধরেছি। এই মাখন কলকাতায় ২৷৷০ টাকা ক'রে সের বিক্রী করতে পারলে মন করা রোজ লাভ থাকে ১৫৲। কিন্তু গৃহস্থ এত দরে নিতে পারে না। তাদের জন্য কিছু অল্প দর করতে হবে। অল্পলাভ বেশী কাটতি—এই principle হওয়া চাই; তাতে ব্যবসা expand করে। মন করা ৫৲ লাভ নিয়ে ২৷০ সের বিক্রী করলে ভাল হয়। ভাল জিনিষ নিতে হলে দর বেশী পড়বে। আবার যখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই মাখন তোলা দুধের সদ্ব্যবহার করতে পারবে তখন চুটিয়ে লাভ করবে—যেমন আলিগড় ডেয়ারী করছে। তারা বয়েলের বাচ্চাকে খাওয়ায়—এক একটা বয়েল খুব বেশী দামে বিক্রী হয়। ভেড়াকে, ছাগলকে পান করায়—তাতে খুব লাভ।

কিছু ফেলা যায় না। কেসিন তৈরী করে; চুড়ী, খেলনা, ইত্যাদি তৈরী করতে পারা যায়।

এইবার মাখনের আয় ব্যয়ের হিসাব দিলাম। কিছু খরচ ইচ্ছা করে বেশী ধরেছি।

ব্যয়ঃ—

১৫/ মন দুধ ৪৲ দরে—	৬০৲
চাকর দুই জন রোজ —	১৲
Chemicals, Butters' colours, Machine, oil etc—	৫৲
মাশুল, প্যাকিং ইত্যাদি—	৮৲
	৭৪৲

আয়ঃ—

/৩ হিসাবে ১৫/ মণ দুধে মাখন হবে ১/৫ সের। যদি পাইকারী দরে সমস্ত মাখনটা মন করা ৮০৲ বিক্রী করা হয়, তালে ১/৫ দাম— ৯০৲

লাভ থাকে ৯০৲—৭৪৲ = ১৬৲ রোজ।

এই লাভটা থাকে মাখন তোলা দুধ ফেলে দিয়ে। এখন ওই দুধটাতেও লাভ করা যায়। ১/৫ মণ দুধ থেকে মাখন তোলার পর থাকে ১০।১২ মণ দুধ; ইহার সহিত যদি ভাল দুধ ২/মণ মিশিয়ে দেওয়া হয়—তাহলে খোয়া ভাল হয়। তার হিসাব:—

ব্যয়ঃ—

ভাল দুধ ২/ মণ—	৮৲
জ্বালানি কাঠ—	১৲
চাকর—	১৲
মোট খরচ—	১০৲

আয়:—

খোয়া পাব—৩/ মণ ৫৲ হিসাবে—	১৫৲
খরচ —	৫৲
লাভ—	৫৲ রোজ।

কেহ যদি উৎসাহী যুবক কলিকাতার ক্রেতাদিগকে organized করতে পারেন এবং কিছু টাকা working capital হিসাবে invest করতে পারেন তাহলে মেশিনের ব্যবস্থা আমি নিজে করতে পারব। এখানকার যা কিছু Milk securing, manufacturing ইত্যাদি সমস্ত ব্যবস্থা আমি করতে পারব। জিনিষ তৈরী করা খুব সহজ কাটতি করান অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু Buyers' Association করলে দুই পক্ষেরই খুব সুবিধা।

মশায়, বড় এলোমেলো হয়ে গেল। ঠিক খেই ধরে লিখতে পারলাম না—আমি যা লিখব তাই যদি বেশ হয়েছে বলে দেন, তাহলেই ত গিয়েছি—একটু ঠিক করে সাজিয়ে নেবেন। একেত লেখবার অভ্যাস আমার আদবেই নেই, তা ছাড়া পশ্চিম দেশের বাংলা আর কত ভাল হবে বলুন? যাক আপনি সুন্দর করে সাজিয়ে নিতে পারলে সবই ভাল হয়ে যাবে। সেটুকু ভরসা আছে বলেই নিঃসঙ্কোচে লিখে ফেল্লাম। আমার গলদ হয় তা জানি, কিন্তু কোথায় হয় তা জানি না—যেখানে হবে সেখানে আপনারাই ধরতে পারবেন।

Centrifugal machine আজকাল সুবিধা নয়; তাতে লাভ থাকে না—বিশেষ ক'রে java চিনির কাছে দাঁড়ান ও কঠিন। এখানে যাঁতি দিয়ে খুব সরু করে সুপারি কাটে, ঠিক চুলের

মত সরু এক ইঞ্চি লম্বা, তাতে মসলা দিয়ে সুবাসিত করে বাজারে বিক্রী করে। এই রকম সুপারী কাটিবার কোন মেশিন আছে কি না? আর এক রকম সুপারী কাটবার table mechine আমি দেখে ছিলাম; সে অতি বড় - কোন কাজের নয়। আপনি যদি সুপারী কাটা নমুনা চান তাহলে আমি কিছু নমুনা স্বরূপ খরিদ করে পাঠিয়ে দেব।

আর একটা খবর চাই—Indian Hosiery Manufacturing Co. 22 Ezra Mansion, Post Box 693, Calcutta. ইহারা কয়েকটী সর্ত্তে মেশীন বিক্রী করে থাকে। Yarn supply করে, মোজা তৈরী হলে ইহারাই সমস্ত খরিদ করবে। সুতরাং দাম ছাড়া পারিশ্রমিক দেবে, তাতে রোজ ২।০ টাকা হয়ে যায়। এটা কিন্তু খুব বড় কথা যে মাল তৈরী করে কাটতির চিন্তা করতে হবে না—ইহা খুব সুবিধা—বিস্তারিত Prospectus তারা দিয়ে থাকে—আমাকেও একটা পাঠাবেন।

নমস্কার—ইতি শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

ঘৃত ও মাখনের বাণিজ্য।

(ক) ভারতে আমদানী।

	১৯০৫—৬	১৯০৬—৭	১৯০৭—৮	১৯০৮ ৯
ঘৃত—	—	৪৯২৩৯৩ পাউণ্ড	৪০৬৫০৫ পাউণ্ড	১০৯৯৮৬ পাউণ্ড।
মাখন—	২৮২৭৩৮ পাউণ্ড	২৪৪৫৭৭ পাউণ্ড	২৩৩৯৭৪ পাউণ্ড	২৬৯৮৩৩ পাউণ্ড।

(খ) ভারত হইতে রপ্তানী।

মাখন -	৩০৭৭৮২ পাউণ্ড	২৯৮৩৪৪ পাউণ্ড	৩৪৫১১৩ পাউণ্ড	৩৬৮৩৮৪ পাউণ্ড।
ঘৃত —	—	৪৮৮৪৩৫২ পাউণ্ড	৪৯৩৬৯৮৭ পাউণ্ড	৬৮১৭০০০ পাউণ্ড।

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকা পি, এম, বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র ম নানা সংবাদে ভরা। অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছে তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবর পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামা জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানি করিয়াছেন। আপনি য বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায়কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে, সে সকল dealerএর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজে জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারি, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করি রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exportersদিগের নামধামাদি জানিতে পারে —যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দা ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ী ডাইরেক্টরী দেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখা ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশে প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায় থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisatio বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে circular জারী করিয়া, এই সকল স্থান হই সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগে মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই ; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে মফঃস্বল হইতে সংবাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং যাঁহারা দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভ-সঙ্কল্প প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

[গত জ্যৈষ্ঠমাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" রাঁচি সহরের যে ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রকাশিত হইয়াছিল উহা আমাদের গ্রাহক পুরুলিয়ার শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ দত্ত মহাশয় প্রেরণ করিয়াছিলেন। মুদ্রাকরের ভ্রম বশতঃ তাঁহার নাম ঐ সংখ্যায় ছাপা হয় নাই – সেই জন্য ত্রুটী স্বীকার করিতেছি।—সম্পাদক।]

মহাশয়, আমি নানাদেশের ডাইরেক্টরী পাঠ করিয়া আমার দেশের সঠিক ডাইরেক্টরী পাঠাইতেছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

ঝিখিরার বাজার।

পোঃ ঝিখিরা ; ভায়া আমতা, জেলা হাওড়া, ষ্টেসণ আমতা।

হাওড়া হইতে আমতা মার্টিন এণ্ড কোং এর রেল চলিতেছে। এবং আমতা হইতে বেতাই ১মাইল পথ বাদে নদীর অপর পার হইতে মটর সার্ভিস ঝিখিরা পর্য্যন্ত চলিতেছে। ষ্টেসণ হইতে ঝিখিরা পর্য্যন্ত ৮ মাইল পথ গোযাড়ী পাওয়া যায়, কিংবা মটর বাস পাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে রূপনারায়ণ নদী দিয়া ১৫ দিনে ঝিখিরা যাওয়া যায়।

ধান্য ও চাউল।

১। শ্রীযুক্ত হরিদাস রায়ের চাউলের কল।
২। শ্রীযুক্ত সুকুমার হাজরা।
৩। শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র হাজরা।

গোলদারী।

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ পণ্ডিত।
২। শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৩। শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বিহারী হাজরা।
৪। শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ পণ্ডিত।

মুদিখানা।

১। শ্রীপঞ্চানন সাধুর্খা।
২। শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায়।
৩। শ্রীনারান সামন্ত।
৪। শ্রীদাতা বেনে।
৫। শ্রীবলাই হাজরা।
৬। শ্রীরসিক তেলী।
৭। শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী।
৮। শ্রীরাজেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী।

কাপড়।

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ পণ্ডীত।
২। শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৩। শ্রীযুক্ত দাস এণ্ড কোং।
৪। শ্রীযুক্ত সাধন চন্দ্র পোদ্দার।
৫। শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ পণ্ডীত।

মনিহারী।

১। শ্রীযুক্ত কালিপদ কল্যা।
২। ,, সুরেন্দ্র নাথ কল্যা।
৩। ,, অশ্বিনী কুমার হাজরা।
৪। ,, কিশরী মোহন হাজরা।
৫। ,, জলধর অধিকারী।
৬। ,, ভূপতি চরণ কল্যা।
৭। ,, বোচা বেনে।

স্বর্ণকার।

১। শ্রীযুক্ত ভক্তি ভূষণ অধিকারী।
২। ,, বিষ্ণুপদ স্বর্ণকার।
৩। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ স্বর্ণকার।
৪। ,, সুবর্ণ চন্দ্র পাত্র।
৫। ,, বিজয়কৃষ্ণ স্বর্ণকার।

কর্ম্মকার।

১। শ্রীযুক্ত অমুল্য চরণ কর্ম্মকার।
২। ,, সাধন চন্দ্র কর্ম্মকার।

ময়রার দোকান।

১। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র মোদক।
২। ,, সচ্চিদানন্দ মোদক।
৩। ,, লক্ষী নারায়ণ মোদক।
৪। ,, অমৃত লাল মোদক।

বাসণ (পিতল ও কাঁসার)।

১। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য।
২। ,, নিরদ বরণ ভট্টাচার্য্য।

কয়লা।

১। শ্রীযুক্ত কালীপদ কল্যা।
২। ,, দাস এণ্ড কোং
৩। ,, হরেন্দ্র নাথ মণ্ডল।
৪। ,, নিরদ বরণ ভট্টাচার্য্য।

পালিশ ওয়ালা।

১। শ্রীযুক্ত সেখ ইসা মল্লিক।

দরজি।

১। শ্রীযুক্ত বলা খাঁ।
২। ,, জনাব আলী।
৩। ,, সুরেন্দ্র নাথ কল্যা।
৪। ,, কালীপদ কল্যা।

তৈলের কল।

১। শ্রীযুক্ত হরিদাস রায়।

মটর সার্ভিস।

আমতা হইতে ঝিখিরা—

প্রোপাইটার রায় এণ্ড ব্রাদার্স।

আবগারী দোকান।

১। শ্রীযুক্ত হৃদয় নাথ ঘোষ।

ষ্টাম্প বিক্রেতা।

১। শ্রীযুক্ত জানকি নাথ রায়।

ডাক্তার—এলোপ্যাথী।

১। শ্রীযুক্ত তারিণী চরণ রায়।
২। ,, সত্য প্রসাদ রায়।
৩। ,, যতিন্দ্র নাথ রায়।
৪। ,, নগেন্দ্র নাথ মান্না।
৫। ,, শীতল চন্দ্র কল্যা।

হোমিওপ্যাথী।

১। শ্রীযুক্ত বিরাজ কৃষ্ট রায়।
২। ,, হরিপদ সরখেল।
৩। ,, কানাই লাল হাজরা।

হাইড্রোপ্যাথী।

১। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ হাজরা।

ঔষধ বিক্রেতা।

১। শ্রীযুক্ত বিধু ভূষণ রায়।
(ও প্রত্যেক ডাক্তারের নিকট পাওয়া যায়)

বিড়ি প্রস্তুতকারক।

১। শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় রায়।
২। ,, কিশোরী হাজরা।
৩। ,, কালীপদ কল্যা।
৪। ,, নন্দলাল মুখোপাধ্যায়।
৫। ,, অশ্বিনী কুমার দাস।

বেণে মশলা।

১। শ্রীযুক্ত দাতা রাম বর্ণিক।
২। ,, ত্রৈলক্ষ্য নাথ বর্ণিক।

মালা।

১। শ্রীযুক্ত ভেলু মালাকার।
২। ,, রমানাথ মালাকার।
৩। ,, প্রকাশানন্দ মালাকার।

কাঠের গোলা।

১। শ্রীযুক্ত জানকি নাথ সরখেল।
২। ,, হৃষি কেশ পণ্ডীত।

জুতা প্রস্তুত কারক।

১। শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র রুই দাস।
২। ,, নগেন চন্দ্র রুইদাস।
৩। ,, দয়াল চন্দ্র রুইদাস।

কবিরাজ।

১। শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র কবিরাজ,
(মেডেল প্রাপ্ত)। বৃহৎ দোকান।

বাদ্যযন্ত্র শিক্ষক।

১। শ্রীযুক্ত বিরাজ কৃষ্ণ রায়।
২। ,, মন্মথ নাথ অধিকারী।

পিক্‌চার বাঁধাই।

১। শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দাস।

২। ,, কিশোরী হাজরা এণ্ড ব্রাদার্স।

লাইব্রেরী

১। ৺কেদার নাথ পাবলিক লাইব্রেরী।

ফটোগ্রাফার।

১। শ্রীযুক্ত পশুপতি চরণ চক্রবর্ত্তী।

সূত্রধর।

১। শ্রীযুক্ত দয়াল চন্দ্র সূত্রধর।

২। ,, সাধু চরণ সূত্রধর।

৩। ,, প্রহ্লাদ চন্দ্র সূত্রধর।

নিবেদন ইতি -

শ্রীদিনবন্ধু রায়।

২০৯১ নং গ্রাহক।

সম্বলপুরের ব্যবসায়ীগণের নাম ও ঠিকানা।

সম্বলপুর।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দত্ত

শ্রীভগবান দাস, বার্ড-কোং

মহম্মদ খাঁ গুলাব খাঁ

আবদুল সাওর

ঝারসুগুদা, জেলা সম্বলপুর।

এন, এন, চৌধুরী।

ডি, এন বসু।

গ্রাম জয়াঘণ্ট, পোঃ ধামা, জেলা সম্বলপুর।

গঙ্গাধর সন্দ

গ্রাম রাইসোভা, পোঃ ভাটলী; জেলা সম্বলপুর।

নিত্যানন্দ নায়ক

শ্যাম সুন্দর নায়ক

পোঃ লাপাঙ্গা; জেলা সম্বলপুর।

এম, এন বেনার্জ্জি

বি, বি বোস

রাধিপলি, পোঃ ধামা, সম্বলপুর।

গোকুল চন্দ্র পাণ্ডা।

ঘেমুপলি, সম্বলপুর।

সত্যানন্দ পতি।

কাঁটাপলি, সম্বলপুর।

সত্যবাদী গৌটীয়া।

মুরা, পোঃ রামপালুগা সম্বলপুর।

গিরিধারী পণ্ডা।

মাহুলী, পোঃ ধামা, সম্বলপুর।

লক্ষণ হোতা।

গ্রাম মদু মুণ্ডা, পোঃ ভাটলী, সম্বলপুর।

মথারথী গৌটীয়া

ভালুতল, আমবাভোনা, সম্বলপুর।

নীলাম্বর গৌটীয়া।

ইছাপুর আমবাভোনা, সম্বলপুর।

বৃন্দাবন কেয়ট

বাদমল, আটী বাড়িয়া, সম্বলপুর।

মদনমোহন বাড়ই।

কুলা, রামপেলা, সম্বলপুর

পরমানন্দ পাণ্ডা।

তালডিহি, সাপলোহারা, সম্বলপুর।

১। খতেশ্বর প্রধান, ২। আনামো চাণ্ডিল

আদা পাড়া, রামপেলা, সম্বলপুর ।

চামরু বেহেরা ।

বেনিয়াপলি, বারপলি, সম্বলপুর ।

গোপীনাথ দেহির ।

চিপিল, আমবাভোনা, সম্বলপুর ।

জ্ঞানেশ্বর গৌটীয়া ।

রেঙ্গালী, সম্বলপুর ।

রহিমতুল্লা তায়েব ।

সদীপলি, সম্বলপুর

সৈয়দ মিয়ান মিস্রি ।

ধগডাপলি, আমবাভোনা, সম্বলপুর ।

দুর্য্যোধন দাস ।

রামপালুত, সম্বলপুর ।

রামচন্দ্র মেহের ।

দালিপলি সাপলোহারা ।

গোপালমণি গৌটীয়া ।

কুমগাওন, বড়গড়, সম্বলপুর ।

পিতবাস ভোই

আগস্তিন বড়গড়, সম্বলপুর

লিঙ্গরাজ গৌটীয়া ।

পনপোষ, চাঁইবাসা ।

বেঙ্গল টিম্বার ট্রেডিং কোঃ লিঃ

বিসরা, চাঁইবাসা ।

সেণ্ট্রাল প্রভিন্সেস টিম্বার সিণ্ডিকেট ।

ভৈরব প্রসাদ মিশ্র ।

জড়াইকেলো, চাঁইবাসা ।

বজরং প্রসাদ পাণ্ডে ।

সেখ সাহেবালী ।

মনহরপুর, চাঁইবাসা ।

নিরদ কুমার বোস ।

বেঙ্গল টিম্বার ট্রেডিং কোঃ লিঃ ।

বারিপাদা, ময়ুরভঞ্জ ।

বড়ুয়া টিম্বার কোঃ লিঃ

শ্রীরামলাল মণ্ডল

লোহারদাগা, রাঁচী

শ্রীকালী পদ দে

শ্রীরামানুজ কর

দীর্ঘ জীবন লাভের উপায়।

আমেরিকা নিবাসী প্রখিতনামা চিকিৎসক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে নিম্নস্থ বিশেষ নিয়মের নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

১। বাস গৃহের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে আলোক প্রবেশ ও বায়ু সঞ্চালনের অবাধ উপায় বিধান।

২। পাতলা ঢিলা, বায়ু প্রবেশ যোগ্য পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহার।

৩। বাহিরের মুক্ত বায়ুতে শারীরিক শ্রম, আমোদ প্রমোদ জনক ক্রীড়া ও বিশ্রাম।

৪। খোলাস্থানে নিদ্রা যাওয়া।

৫। দীর্ঘশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ।

৬। অতি পান ভোজন ও শারীরিক স্থূলতা বর্জ্জন।

৭। অধিক ডিম্ব, মাংস, লবণ ও অধিক মসলাযুক্ত খাদ্য বর্জ্জন।

৮। কতকটা কঠিন খাদ্য, কতকটি মল বর্দ্ধক খাদ্য ও কতকটা অপক্ক খাদ্য গ্রহণ।

৯। ধীরে ধীরে ঐ সকল খাদ্য চর্ব্বণ করতঃ গলাধঃকরণ।

১০। পানার্থ ও শৌত কার্য্যে প্রচুর পরিমাণ জল ব্যবহার।

১১। সকল কর্ম্মই নিয়মিত সময়ে নিয়মবদ্ধ-ভাবে সম্পাদন।

১২। শরীর ঋজুভাবে রাখিয়া দাঁড়ান, ভ্রমণ, উপবেশন ও শয়ন।

১৩। শরীর মধ্যে কোন বিষ ও রোগ বীজাণু প্রবেশ করিতে না দেওয়া।

১৪। দন্ত, জিহ্বা ও দন্তবেষ্টন পরিষ্কার রাখা।

১৫। পরিমিত মাত্রায় পরিশ্রম, বিশ্রাম ক্রীড়া ও নিদ্রা।

১৬। সর্ব্বদা শান্তভাব অবলম্বন।

পরীক্ষিত ঔষধ

কলেরায়

(১) দারুচিনি ৵০ আনা, জায়ফল ৵০ আনা, লবঙ্গ ।৵০ ও ছোট এলাইচের দানা ।০ আনা, পৃথক পৃথক ভাল করিয়া গুঁড়া করিয়া কাশীর চিনির সহিত ভালরূপে মিশাইয়া লইবে। তাহার পর ওজন করিয়া ওজনে যতটা হইবে তাহার ৩ ভাগের ১ ভাগ চা-খড়ি তাহার সহিত মিশাইয়া লইবে। এই ঔষধটি রোগীর বয়স এবং বলাবল বিবেচনা করিয়া ১০ দশ রতি হইতে ৩০ ত্রিশ রত্তি পর্য্যন্ত বারংবার শীতল জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। রোগীর বয়স যদি ২০ বৎসরের কম হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ ১০ রতি হইতে ২০ রতি এবং আধ রতি অহিফেন—একত্র মিশাইয়া সেবন করান যাইতে পারে। রোগীর বয়স যদি কুড়ি বৎসরের কম হয় তাহা হইলে অহিফেন মিশান কর্ত্তব্য নহে।

(২) অহিফেন আধ রতি, গোলমরীচ চূর্ণ সিকি রতি ও কর্পূর ১ রতি—একত্র মিশ্রিত করিয়া এক এক মাত্রা কলেরা রোগীর প্রত্যেক দাস্তের পর সেবনের ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

(৩) কচি আপাঙ্গের মূল অর্দ্ধ রতি এবং ৫।৬টী গোল মরিচ—একত্র জলসহ—বাটিয়া ও এক ছটাক জলসহ মিশাইয়া আধ ঘণ্টা অন্তর ৬।৭ বার খাওয়াইলে কলেরার প্রথমাবস্থায় উপকার দর্শিয়া থাকে।

কলেরায় মূত্র নিঃসরণের জন্য

(১) পাথর কুচির পাতার রস একতোলা মাত্রায় সেবন করাইলে মূত্র নিঃসারিত হইয়া থাকে।

(২) যদি ইহাতে মূত্র নিঃসৃত না হয়, তাহা হইলে—গোক্ষুর বীজ, শসার বীজ, কাঁকুড় বীজ ও পুনর্ণবা—এক একটী দ্রব্য অর্দ্ধ তোলা করিয়া লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া এবং অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে তাহার সহিত দুই আনা পরিমিত সোরা মিশাইয়া সেবন করিতে দিলে প্রস্রাব হইয়া থাকে।

রক্তাতিসার

(১) কচি দাড়িম ফলের ছাল ও কুড়চির ছাল—প্রত্যেক দ্রব্য একতোলা মাত্রায় লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহার সহিত একটু চিনি মিশাইয়া সেবন করাইলে রক্তাতিসারের বিশেষ উপকার হয়।

(২) আম, জাম ও আমলকীর কচি পাতা প্রত্যেকটি সমান ভাগে লইয়া এক সঙ্গে থেঁতো করিয়া,তাহার রস দুইতোলা এক ছটাক ছাগল দুগ্ধ ও একটু মধুসহ সেবন করিলে রক্তাতিসারে বিশেষ উপকার হয়। (৩) কাঁটা নটের মূল চারি আনা মাত্রায় লইয়া এক কাঁচ্চা আতপ চাউল ধোয়া জল দিয়া বাটিয়া একটু চিনি মিশাইয়া সেবন করাইলে রক্তাতিসারে বিশেষ ফল হইয়া থাকে। (৪) আয়াপানের পাতার রস দুই তোলা একটু মধুসহ সেবনে রক্তাতিসার ভাল হয়। (৫) কুকুসিমার পাতার রস দুই তোলা একটু চিনি সহ সেবনে রক্তাতিসার ভাল হয়।

———

বসন্তের প্রতিষেধক বিধি

বসন্তের প্রাদুর্ভাবের সময় জনসাধারণ যদি নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করেন, তাহা হইলে বসন্তরোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি থাকিবেন।

(১) বসন্তের টীকা যাঁহারা পূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও অবশ্য করিয়া পুনরায় টীকা লইবেন।

(২) প্রত্যহ খাঁটি সরিষার তৈল সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবেন।

(৩) সর্ব্বদা শুচিভাবে থাকিবেন। বাড়ীর সকল স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় সকল ঘরে ধুনা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। কখনও ময়লা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবে না।

(৪) পচা ও বাসী মাছ একেবারে খাইবেন না। তা ছাড়া এ সময় মাছ খাওয়াটা তুলিয়া দিতে পারিলেই ভাল হয়। কই, শিঙ্গি, মাগুর ও জিয়াল মাছ একেবারেই ত্যাগ করিবেন।

(৫) মাংস বা ডিম খাওয়া একেবারে বন্ধ করিবেন। যাহা প্রত্যহ খাইয়া থাকেন তাহা ভিন্ন পোলাও বা ঐরূপ গুরুপাক দ্রব্য এ সময় খাইবেন না।

(৬) প্রত্যহ ভোজ্য দ্রব্যের সহিত দু একটা উচ্ছে এবং তাহার বিচি ভাজিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। পলতা ও নিমপাতা ভাজা খাওয়া এ সময় বিশেষ উপকারী; উচ্ছের স্থলে করোলা আরও ভাল হয়।

(৭) দোকান হইতে দুগ্ধ কিনিয়া এ সময় পান করা কর্ত্তব্য নহে। মৎস্য বা দুগ্ধ হইতে বসন্তের উৎপত্তি আরম্ভ হয়। এজন্য দুগ্ধ খাঁটী ও বিশুদ্ধ কিনা তাহা ভাল করিয়া জানিয়া ব্যবহার করিবেন।

(৮) দোকান হইতে চা কিনিয়া খাওয়ায় যাঁহারা অভ্যস্ত তাঁহারা অবশ্য করিয়া এ সময় উহা পরিত্যাগ করিবেন। ঐরূপ চা পান হইতেও ইহার সংক্রামকতা আসিতে পারে।

(৯) বাজারের খাবার সম্বন্ধেও যতটা পরিহার করিতে পারা যায়, ততটা মঙ্গল। থিয়েটার ও বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখিবার জন্য এ সময় একদিনও অধিক রাত্রি জাগরণ করিবেন না।

(১০) হরিতকীর আঁটি ফুটা করিয়া সুতার সাহায্যে পুরুষেরা দক্ষিণ হস্তে এবং মহিলারা বাম হস্তে ধারণ করিবেন। ইহা বসন্তের বিশেষ প্রতিষেধক।

(১১) কাঁচা কণ্টকারীর মূল চারি আনা, গোল মরিচ পাঁচটী একত্র শীতল জল সহ বাটিয়া সপ্তাহে দুইদিন করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবেন। একমাত্রা পূর্ণ বয়স্কের। শিশুদের মাত্রা ঐ অনুযায়ী বিবেচনা করিয়া লইবেন।

(১২) শ্বেত পুনর্নবার মূল এক আনা ও গোল মরিচের গুঁড়া এক আনা শীতল জলসহ মধ্যে মধ্যে প্রাতঃকালে সেবন করিলে বসন্তের পীড়া হইতে পারে না।

(১৩) তেলাকুঁচা, মাধবীলতা, অশোক, পাকুড় ও বেতস এই কয়টী দ্রব্যের পাতার ওজন প্রত্যেকটী সাড়ে ছয় আনা মাত্রায় লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইয়া এই কাথ প্রতি সপ্তাহে একদিন করিয়া পান করিলে বসন্ত হইবে না।

(১৪) এক আনা ঘষা শ্বেতচন্দনের সহিত আধ তোলা হিঞ্চেশাকের রস পান করিলে বসন্ত হইবে না। ইহা প্রতি সপ্তাহে একদিন করিয়া খাইতে হয়।

(১৫) নিমছাল, বহেড়ার বীজ ও হরিদ্রা প্রত্যেকটী দুই আনা মাত্রায় লইয়া শীতল জল সহ বাটিয়া প্রতি সপ্তাহে একদিন করিয়া পান করিলে বসন্ত হইবে না।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন]

কলিকাতার বাজার দর।

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চাল,ডাল, আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেকরকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে,তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি; এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। ঐরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার জিনিষের বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নিচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মাম্‌লা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল "ব্যবসা ও বণিজ্য" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে।

চাউল

বাঁক তুলসী—৭৸০	হইতে	৮৷৷০	মণ
চিনিশকর—১১৲	„	১৩৲	„
বালাম (ঢেঁকি ছাটা) ১০৷৷০		১১৲	„
ঐ (আড়ং ছাটা) ৮।০		৯৷৷০	„
দাউদ খানি—৮৷৷৵০	„	১০৷৷০	„
নাগরা— ৭৵০	„	৭৷৷০	„
কামলা— ৫।০	„	৬৲	„
দুধ কলমা—৬৸০	„	৭৵০	„
পাটনাই আতপ—৮৷৴০	„	৯ ০	„
ঐ সিদ্ধ— ৭৷৷০	„	৮৲	„
সীতা ভোগ—৮৷৷০	„	৯৷৷০	„

— —

ডাল

মাষ কলাই ডাল—৭৲	হইতে	৭৸০	মণ
অড়হর দেশী—৭।০	„	৭৸০	
ঐ কানপুর—৮৲	„	১১৷৷০	
ছোলার ডাল— ৬৷৴০	„	৭৷৷০	
মশুর দেশী—	৭৷৷০	৮৲	
ঐ পাটনাই—	৭৷৷০	৭৸৵০	
ঐ খাড়ী —	৮৲	৯।০	
মুগ—	১১৷৷০	১৫৷৷০	
মটর—	৬৷৷০	৭৲	
খেসারী—	৫৸০	৬৲	
সোণামুগ গোটা—	১৩৷৴০	১৪৷৷০	
কৃষ্ণ—	৮৷৷০	৮৸০	
হারি —	৭৲	৭৷৷০	
কালিকলাই	৫৸০	৬।০	

মস্‌লা

হরিদ্রা (মজলি পত্তন)—৮।০, ৮৷৷০

ঐ (কড়পী)—৮৸০, ৯৲

ঐ (মাদ্রাজ বা গোপালপুরী) - ৮৷৷০, ১০৲

ঐ পাবনা বা কুষ্টিয়া)—৮।০, ১২৲

সুপারী (ছোট দানা)—১০৸০, ১১৵০

ঐ (বড় দানা)—১২৲

ধনিয়া—১৫৲, ১৫৷৷০

গোল মরিচ — ৭৭৷৷০

লাল লঙ্কা—১৪৲, ১৫৲

এলাচি (বড়)— ৪৭৲

সাগু দানা—১০৵০

এরারুট—৮।/০

ধুনা (জাহাজী)—৬৷,০ ৭৷৷০

ঐ (রেঙ্গুনী)—১৪৲

কিস্‌মিস্—২৪৲, ২৬৲

সোহাগা (বিলাতী)—১২৷৷০

নিশাদল—১৮৷৷০, ১৯৲

কর্পূর—১৬০৲

কাবাব চিনি—৬৫৲, ৬৮৲

তুতিয়া—১৫৸০

চন্দন—৭৫৲, ৭৮৲

মসব্বর—২৫৲

হিঙ্গ—২৪৲

মাজুফল—৩৭৲

মুদ্রাশঙ্খ—২৩৷৷০

বংশ লোচণ-- ৮৷৷০; ১২৲, ১৩৲

ফিটকারী—৫৷৵০, ৫৷৷০

জিরা—৩০৲, ৩২৲

দারুচিনি—১৪৷৷০, ১৬৲

লবঙ্গ—৪০৲, ৪২৲

পোস্তদানা—১৩৸০, ১৪৸০

শ্রীরামচন্দ্র ছোটে লাল
২নং বাঁশতলা, বড়বাজার।

ঘৃত

শ্রী—	৮০৲
মটকী —	৭৬৲
ভারতী—	৭৩৲
খুরজা—	৭৬৲
সিকোয়াবাদ—(খুরজা মার্কা)	৬৯৲
লক্ষ্মী—	৭২৲
বাঁধা সাগর—	৬২॥০

শ্রীঅশোক চন্দ্র রক্ষিত,
২৬২ং বটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আটা ময়দা সুজী

কলিকাতা, ২১শে জুন

পেমেণ্ট ময়দা প্রতিমণ - ৭৸৵০ হইতে ৭৸৶০

মিহি —	৭॥৵০	৭॥৶০
গৃহস্থী (হাউসহোল্ড) -	৭৷৵০	৭৷৶০
সুজী -	৭৸৵০	৭৸৶০
আটা "বি"—	৭॥৵০	৭॥৶০
ঐ ১নং—	৭৵০	৭৶০
ঐ ৩নং—	৫৲	৫৵০
ঐ "এস" মার্কা —	৬৸৵০	৭৲
পোলার্ড—	৩৸৵০	৪৲
ব্রান—	১৸৵০	

কাসেম ও ইস্মায়েল ২১নং আমড়াতলা লেন।

লবণের বাজার।

১০০৲০ মনের দাম।

		জাহাজে	গভর্ণমেণ্ট গোলায়।
লিভারপুল		১০৭৲	১১০৲
হামবার্গ (vacca)			১২২৲
„ ফাইন		১০৪৲	১০৭৲
স্পেন দেশীয় (ফাইন)			১০৬৲
ঐ (করকচ)		৯৫৲	
পোর্ট সৈয়দ (গুঁড়া)		১০১৲	
মোঁশায়া (গুঁড়া)			১০৪৲
এডেন (ফাইন)			১০২৲
ঐ (করকচ)			৯০৲
ঐ ২নং			৯৭৲

ইণ্ডো-এডেন (ফাইন)	১০১৲
লিটল এডেন (করকচ)	৮৬৲
বোম্বে-মাদ্রাজ	৭০৲

বাজার স্থির আছে।

উপরে যে কোটেসন দেওয়া হইল উহা টোল এবং ডিউটি বাদে ১০০৲০ মনের দাম।

১০০৲০ মনের Toll—	৪॥৵০
„ „ Duty—	১৷০

কাশিম ও ইস্মাইল। লবণের দালাল।
২১ আমড়াতলা ষ্ট্রীট।

চিনির বাজার

জাভার সাদা চিনি।

মজুত	১০৷৶০
এস, এস, নগিনা	১০।৶০
এস, এস বন্দো সো	১০৶০
জুন সিপমেণ্ট	৯৸৵০

নূতন চিনি।

জুলাই সেপ্টেম্বর	৯৸৵০
অক্টো ডিসেম্বর	৯৸৶০
জানুয়ারী মার্চ্চ	১০৶০

লাল জাভা।

মজুত	৯॥৶০

বাজার স্থির আছে।

কলিকরাম কিষেণ চাঁদ।
১৩৮ ক্রস ষ্ট্রীট।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২১শে জুন

ইংলিশ বার (প্রতিভরি)	২১॥৵০
টাঁকশালের „ „	২ ॥৬
বড়ালের „ „	২১।৶৬
চিনাপাত „ „	২১।৶০
গিনি (প্রত্যেকখানা)	১৩॥০
রূপা পাইকারী ১০০ ভরি	৬২।০
ঐ খুচরা	৬১॥৵০

প্রসাদ দাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স
২৮ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

করগেট সিট

২২ গেজ করগেট সিট	১২॥৵০	হিঃ হন্দর
২৪ „ „ „	১২৷৶০	হিঃ „
২৬ „ করগেট সিট	১৪।৵০	হিঃ „
২৪ গেজ „ আর, পি, ডি	১৩।৵০	হিঃ „
জয়েন্ট (কড়ি)	৫৸০	হিঃ „
টী (বরগা)	৬৸০	হিঃ „
রাউণ্ডবার (বল্টু)	৬৸০	হিঃ „
ফ্লাটবার (পাটি)	৬৸০	হিঃ „
কাঁটা তার	১০৸০	হিঃ „
মটকা	॥৵০	পিস

গঙ্গা নারায়ণ পাল এণ্ড সন্স
৩নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা

মেটাল ও পেন্ট

২১শে জুন

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোঃ লিঃ কর্ত্তৃক ৮৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রেরিত—

	প্রতি হন্দর
ব্লক টিন পেনাঙ্গ—টী	১৭১॥০
তামার ইনগট আর, টি	৫৬৸০
„ „ অষ্ট্রেলিয়ান	৬০॥০
পিগ লেড বি, এম, মার্কা	১৮৵০
„ „ দেশী	১৭৸০
এণ্টিমনি এ, এস, পি, মার্কা	৬১॥০
„ অন্যান্য মার্কা	৫৭৲
ফস্‌ফর ব্রঞ্জ ইনগটস্‌	১১২॥০
পিতলের চাদর ৪′ × ৪′	৬৫৲
„ বোল্ট,	৫১॥০
তামার চাদর—৪′ × ৪′	৬১॥০
„ বোল্ট—	৬১৸০
সীসার চাদর	২৪৸০
দস্তার টালি বিলাতী	২২।০
„ „ দেশী	২১৸৵০
হাবাকের সাদা জিঙ্ক পেন্ট	৪৫॥০
„ „ লেড „	৩৭॥০
„ গ্রীন পেন্ট	২৮॥০
„ রেড অক্সাইড পেন্ট	২৮॥০
	প্রতি গ্যালন
„ তারপিন টাঃ	৪৸১০
তিসির তৈল সিদ্ধ	২৸/৫
„ „ কাঁচা	২॥৶৬
সিমেন্ট (ভারতীয়)	৫৮।০ প্রতিটন
(ইংলিশ) „	১৩॥০ প্রতি পিপা

শেয়ার মার্কেট

কলিকাতা, ৬ই জুন

পাটের কলের সেয়ার অন্ত প্রান্তে বেশ একটু উঁচু দরে বিক্রী হইয়াছিল কিন্তু শেষ বেলা দর পুর্ব্বাপেক্ষা একটু মন্দা হইয়াছিল। হাওড়া প্রথমে ৬৬৲ খুলে কিন্তু শেষে ৬৫৸০ আনায় বন্দ হয়। ক্লাইভ ও ৫১৲ টাকায় খুলে এবং শেষে ৫০৸০ আনায় বন্দ হয়। বরানগর ও ড্যালহাউসীর বেশ চাহিদা ছিল। কামারহাটী ৮৫৮॥ হইতে ৮৬৩৲, কেলিডোনিয়ান ৮৬১॥ হইতে ৮৬৯৲ উঁচু দরে বিক্রী হইয়াছে। ন্যাসনাল ও প্রেসিডেন্সী স্থির ভাবে রহিয়াছে। বাজারের ভাব স্থির রহিয়াছে।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সেয়ারের দর স্থির ভাবে ২৬৲ রহিয়াছে।

সুতার কলের কেশোরামের—সেয়ারের দর এক রকমই রহিয়াছে।

কয়লার খনির সেয়ারের কিছু কাজ হইয়াছে বটে কিন্তু উল্লেখ যোগ্য তেমন কিছুই নাই।

নানাবিধ কোম্পানীর সেয়ারের মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীলের দর একরকম স্থির রহিয়াছে। বেঙ্গল টেলিফোন বি, আই, কর্পোরেশন বার্ম্মা কর্পোরেশন, ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন ও রেলওয়ে এবং জব্বলপুর ইলেকট্রিক ও রায়াম সুগারের বেশ চাহিদা ছিল।

কোম্পানীর কাগজের দর স্থিরভাবে রহিয়াছে।

নিম্নে অদ্যকার বাজার দর দেওয়া গেল।

কোম্পানীর কাগজ।

৪৲ সুদের (১৯৬০—৭০ সনের) কর্জ্জ ৮৮।০

৫৲ সুদের (১৯৪৫—৫৫ সনের) কর্জ্জ ১০৬৸৶০, ১০৬৸০

৫॥০ সুদের (১০২৮ সনের) ওয়ার বণ্ড ১০৫৶০

ব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক	২৫৸০, ২৬৲

সুতার কল

কেশোরাম	৩৸০
ঐ (প্রেফ)	৭০৲, ৭১৲

কয়লার খনি

এমাল গেমেটেড কোল ফিল্ড	২৸৶০, ৩৲
বেঙ্গল	৪১২॥০ ৪১৭৲ ৪১০৲
ভানগোড়া	৪।০
ইকুইটেবেল	১৭৲, ১৭।০
রাণীগঞ্জ	২১৶০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড	৫৫৲
তালচের	১।৶০

পাটের কল

বালী	৩১৭৲
ঐ (প্রেফ)	১১৭৲, ১১৮৲
বরানগর	৬৩৪৲, ৩৩৬৲, ৩৩৫৲ ৩৩৭৲,
কেলিডোনিয়ান	৮৬৩৲, ৮৬৫৲, ৮৭০৲, ৮৭৪॥০, ৮৬৯॥০
ক্লাইভ	৫১৲, ৫১৶০, ৫০৸০
চাঁপদানী	১৮৫৲,
ড্যালহাউসী	৬২৫॥০, ৬২৬৲, ৬২২৲, ৬২৫॥০
ফোর্টগ্লাষ্টার	১১২০৲,
হুগলী (প্রেফ)	১৭৲, ১৭।০
হাওড়া	৬৬৲ ৬৬৴০, ৬৫॥০, ৬৫৸০
কামার হাটী	৮৫৮৲, ৮৬০৲, ৮৬৩৲
কাঁকিনাড়া	৬৫০৲
কিনিসন	১২০৪৲, ১২১০॥০
ন্যাসন্যাল	৩৫৲, ৩৫৶০, ৩৫৶০
নদীয়া	৭১।০, ৭২৲, ৭১৸০, ৭২।০
প্রেসিডেন্সী	১৩৲, ১৩৴০

চা বাগান

ধানশ্রী	৩৸০
ওকাইটি (প্রেফ)	১১৫৲

নানাবিধ কোম্পানী

বেঙ্গল টেলিফোন অর্ডি	১৩৶০, ১৩।৶০
বি, আই, কর্পো (অর্ডি)	৩৸০, ৩৸৶০
বার্ম্মা কর্পো	৯।৶০, ৯।৶০, ৯৸৶০
ফাইন্যান্স	৮৸০, ৯৲, ৮৸৶০, ৯৶০, ৯।০, ৯৶০

ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেসন ও রেলওয়ে

১০৯৲ ×—C, R. ২০০৲ ×—C. R		জব্বলপুর ইলেকট্রীক	১৩৷৶০
ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল	১৮৷৵০	মার্শাল	২৸৵০, ৩৲
	১৮৸৵০, ১৮৷৵০	রায়ামসুগার	৯৷০, ৯৸০, ১০৲
ইণ্ডিয়ান উড প্রোডাক্টস	৭৷৵০, ৭৸৵০	ষ্টুয়ার্ড এণ্ড কোঃ	২৷৵০, ২৸০

পাটের বাজার।

৬ই জুন ।ঃ—

পাট :-বাজার বেশ স্থির আছে। সারা দিনই দাম প্রায় একরূপ ছিল। প্রথমে ৬৭৲ টাকা দরে ফাষ্টস বিক্রয় হইতেছিল পরে উহা চড়িয়া ৬৭।০ আমায় প'রিণত হয়। লাইটনিং ৬৩৸০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

ফিউচার:—

সর্ব্বনিম্নদাম— ৭৫৲

সর্ব্বোচ্চ মূল্য— ৭৫৷০

২২শে মে তারিখে ফাষ্ট'স প্রতিবেস ৬৮৲ টাকা এবং লাইটনিংস ৬৪৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছিল।

পাটের ব্যাগ বা গানি ।ঃ—

বাজার স্থির আছে। প্রায় ১৫২৭৯৫০ খানি ব্যাগ এবং ৩৫৪৮২১৮৭০০ গজ কাপড় বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। লিভারপুল ৫০,০০০, সিঙ্গাপুর ৫০০০০, হামবার্গ ১৪২৪০০, বাঙ্কক ২৭২৭০০০ এবং সাইগণ ২২৬৪০০ সংখ্যক ব্যাগ গ্রহণ করিয়াছে এবং কাপড় রপ্তানী হইয়াছে মণ্ট্রিয়েলে ১৫০০০০ গজ, হালিফাক্সে ৩৫০০০০ গজ বোষ্টনে ৩০৫৩০০০, নিউইয়র্কে ১৫২০০০ গজ, Bueno Aires সহরে ৩০০০০০ গজ এবং রোজারিয়োতে ৩০০০০০ গজ।

দাম নিম্নলিখিত রূপ :—

	মজুত	জুন	জুলাই—সেপ্টেম্বর	অক্টোবর—ডিসেম্বর	জানুয়ারী—মার্চ্চ
৯ পোর্টার	১৯৵০	১৯/০	১৮৷৶০	১৭৷৶০	১৬৸/০
১১ „	২৩৷৵০	২৩৷০	২৩৷০	২২৵০	২০৸/০
লিভারপুল	৫২৸০	৫২৸০	৫৩৲	৫২৷০	৫২।০
'বি' টুইল	৪৭৲	৪৭৲	৪৬৸০	৪৬৷০	৪৬।০
কর্ণ স্যাক্	৪৭৸০	৪৮৲	৪৮৸০	৪৭৸০	৪৭৲
কিউবা	৫৫৸০	—	৬০।০	৫৯৷০	—
ই-ব্যাগ	৩৬৸০	৩৬৸০	৩৬৸০	৩৬৷০	৩৬৷০

হেসিয়ান মার্কেট :—

১১ পোর্টার হেসিয়ান নিম্নলিখিত হারে কেনা বেচা হইয়াছিল।

জুন	১৯৵০ হইতে ২৩৸০	জানুয়ারী—মার্চ্চ	১৬৸৵০ „ ২০৸/০
জুলাই—সেপ্টেম্বর	১৮৸০ হইতে ২৩৸০		
অক্টোবর—ডিসেম্বর	১৭৸০ হইতে ২২।০		

নন্দী এণ্ড কোং,
৭জি ক্লাইভ রো কলিকাতা।

চামড়ার বাজার

(ক) কাঁচা চামড়া।

১। গাভীর চামড়া—

২৫শে মে, কলিকাতা।

আগ্রার গরু—২০ পাউণ্ডের মূল্য		১৮৲	—২৪৲
দ্বারভাঙ্গার	„ „	১৪৷০	১৬৷০
পাটনাই	„ „	১০৲	১৩৲
লবন সংযুক্ত	„ „	১০৷০	১২৲

২। ষাঁড়ের চামড়া—

আর্সেনিক দিয়া

৩। ছাগলের চামড়া—

উৎকৃষ্ট—১০০ খানার দাম	১৭০৲	২৪০৲
সাধারণ— „ „	১২০৲	১৭০৲

(খ) ট্যান করা চামড়া।

২৫শে মে, মাদ্রাজ।

এক পাউণ্ডের মূল্য

গাভীর চামড়া	১৲	হইতে	১।০
ষাঁড়ের „	৸০	„	১৲
ভেড়ার „	২৲	„	৩৲

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

৮ম বর্ষ } শ্রাবণ ১৩৩৫ { ৪র্থ সংখ্যা

জাগরনী।

কি গাহিব, কোথা পাব গান?
পদে পদে বক্ষে মোর বাজে অসম্মান।
দুঃসহ এ দীনতার গ্লানি;
অনাগত যৌবনের অভিশাপ মানি
জীবন্তের সুখ সাধ সব বিসর্জ্জিয়া
ব্যর্থ হ'য়ে বাঁচে যারা ধূলায় মিশিয়া
জীবন্ত সমাধিলাভ।
আমি কবি
তার কণ্ঠে কি যোগাব গান,
কি গাহিব হায়!
যৌবন যাদের বুকে নুয়ে পড়ে মূক বেদনায়
গান ফিরে আসে
আপনার ছায়া হেরি' নিজে নিজে মরিছে সন্ত্রাসে!
মৃত বুঝি যৌবন দেবতা? কই শূলপাণি?
অগ্নিছন্দে রুদ্র আজ যাও বজ্র হানি।
ধ্বংসের উন্মত্ততালে নৃত্য কর ওগো নটরাজ!
ছিন্ন কর শত গ্রন্থি দীনতার সাজ
মুক্ত কর প্রাণ
নগ্নতায় পূর্ণ কর, রক্ষা কর, শত অপমান।
ওগো ভয়ঙ্কর!
এসো আজ দীপ্ত তেজে, হে মোর সুন্দর!
জ্বালো তব আগুনের জ্বালা
শত বেদনার দাহে শুদ্ধ হ'য়ে তবু কণ্ঠে পরাইব
মালা।

শ্রীকালিকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য।
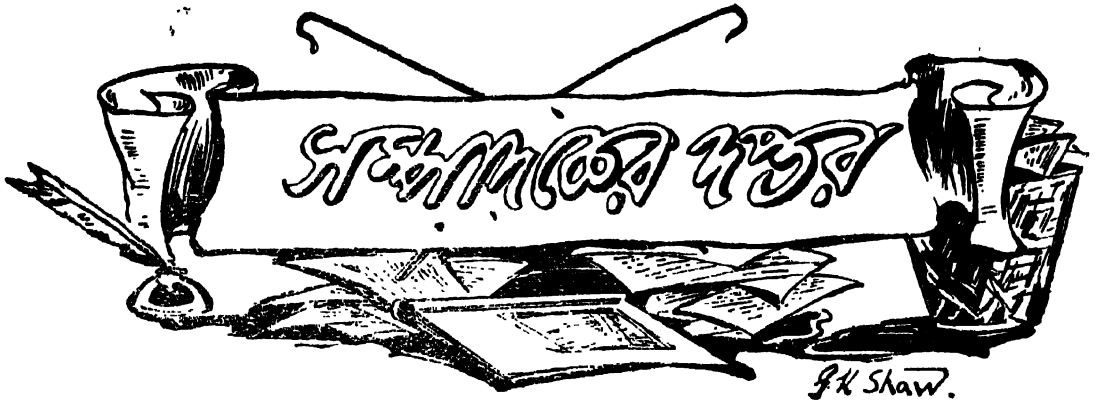
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি পাশের হার [illegible]ওয়ায় দেশের সর্ব্বত্র অনুকূল ও প্রতিকূল [illegible]চনা চলিতেছে। কেহ কেহ ভাইস্ চ্যান্সে-[illegible]যুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়কে বর্ত্তমান শিক্ষা সঙ্কটের ত্রাণকর্ত্তারূপে তারিপ্ করিতেছেন, আর কেহ কেহ ইতিমধ্যেই "গেল গেল" রব তুলিয়া দিয়াছেন এবং সরকার মহাশয় গভর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংস করিতে আসরে নামিয়াছেন ইত্যাকার নানারূপ হীন ইঙ্গিত করিতে ও ত্রুটী করিতেছেন না। আমরা কোনও ব্যক্তি বিশেষের সমালোচনা না করিয়া বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি ও দেশে তাহার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

* * * *

শিক্ষার কথাটা তুলিতে গেলেই কি উদ্দেশ্যে দেশে বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছিল সেই গোড়ার কথাটার আলোচনা না করিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন থাকিয়া যায়। আমাদের দেশ যে একেবারে শিক্ষা বিবর্জ্জিত ছিল একথা ঠিক নয়; কারণ ইংরাজ এ দেশে আসিবার পূর্ব্বে বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি প্রভৃতি বিস্তর শাস্ত্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; এই সকল শাস্ত্র-গ্রন্থাদি এবং সংস্কৃত ভাষা যথারীতি টোল ও চতুষ্পাটি সমুহে পড়ান ও পঠিত হইত। যাঁহারা এই সকল শাস্ত্র গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা এই সকল গ্রন্থ পঠন পাঠন করিতেন তাঁহারা মূর্খ ছিলেন না। তবে এ কথা সত্য যে তাঁহারা বর্ত্তমান জ্ঞান, বিজ্ঞান, টেকনোলজি- বা শ্রমশিল্প সংক্রান্ত বিদ্যার খবর রাখিতেন না। ফলতঃ তদানীন্তন কালের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং দেশের ও দশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া দেখিলে সে সময়ে ভারতবর্ষে বর্ত্তমান দেশকালোপযোগী এই সকল পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিখিবার কিম্বা শিখাইবার বিশেষ কোনও প্রয়োজনও অনুভূত হয় নাই। শিক্ষা কেবল মাত্র সমাজের উচ্চ বর্ণের মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, জনসাধারণের সহিত শিক্ষার কোনও সম্পর্ক ছিল না।

ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাস যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন যে ইংরাজেরা এদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্যই আসিয়াছিল; কিন্তু তাহারা আসিয়া দেখিল যে মুসলমান রাজত্বের বনিয়াদ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রজার যে ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালবাসার উপর সকল রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, মুসলমান নবাবদিগের অত্যাচার ও অবিমৃশ্যকারিতার ফলে সে ভিত্তিমূল একেবারে শিথিল হইয়া গিয়াছে। একটু জোরে এবং কৌশলে ধাক্কা দিতে পারিলেই এই জরাজীর্ণ সৌধটিকে ভূমিসাৎ করিয়া দেওয়া যায়। সুচতুর ইংরাজ বণিকগণ এ সুযোগ উপেক্ষা করিল না। বাণিজ্য করিতে আসিয়া রাজ্যটা যখন সহজেই মুঠার মধ্যে আসিল তখন তাহারা সে সুযোগ ত্যাগ করিবেই বা কেন? কিন্তু সে কথা এখানে বলিতেছি না। আমরা শুধু ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছি—যে ব্রিটীশ পণ্যের ফেরী করিতে আসিয়া রাজত্বটা ইংরাজের ভাগ্যে ফাঁউ স্বরূপ মিলিয়াছিল।

• • • •

ইংরাজেরা দেখিল যে এ দেশে তাহাদের পণ্য এবং রাজত্ব বিস্তার করিতে গেলে তাহাদের ভাষা বোঝে এমন কতকগুলি লোকের দরকার; এই দরকার থাকার জন্যই (Demand) তদানীন্তন কালের দূরদর্শী লোকেরা আপনাপন সন্তানদিগকে ইংরাজী শিখাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; কারণ তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন যে সামান্য ইংরাজী বলিতে এবং লিখিতে পারিলেই লোকে ইংরাজ-বণিক-আফিসে মোটা মাহিনা পায় এবং গভর্ণমেণ্টেও মোটা বেতনে সরকারী চাকুরী পায়। সুতরাং ইংরাজী শিখিবার জন্য লোকের যেমন আগ্রহ বাড়ীতে লাগিল কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে নানাস্থানে ইংরাজী শিখাইবার জন্যও তেমনি অনেক স্কুল কলেজ স্থাপিত হইতে লাগিল; আর এই সকল স্কুল কলেজ স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এ দেশীয় লোকেরা। যাঁহারা এ সম্বন্ধে ডাক্তার উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (Lt. Col. U. N. Mukherjee I. M. S. Retd.) মহাশয়ের বহু গবেষণা মূলক পুস্তক পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে প্রধানতঃ দেশীয় লোকের উদ্যোগ, আয়োজন ও অর্থ-সাহায্যেই এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হইয়াছিল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়া—বর্ত্তমান বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এই শিক্ষায় মূল উদ্দেশ্যের কথা ভুলিলে চলিবে না। লোকে ইংরাজী শিখিতে ব্যাকুল হইয়াছিল ইংরাজের সওদাগরী কুঠি ও সরকারী আইন আদালত সমূহে চাকুরীর লোভে। তাহা ছাড়া ইংরাজের প্রতিষ্ঠিত এই সকল আইন আদালতে ব্যবসায় চালাইবার জন্য ব্যবহারজীবি (উকীল ও মোক্তার) এক শ্রেণীরও চাহিদা (demand) হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল চাকুরী ও ব্যবহারজীবির সংখ্যা অফুরন্ত নহে। কালে কালে শিক্ষা বিস্তৃতির সঙ্গে এই সকল অনুষ্ঠানে যে পরিমাণ শিক্ষিত লোকের উদরান্নের সংস্থান হওয়ার স্থান ছিল তাহার হাজার গুণ বেশী লোক প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বাড়তি লোকগুলি (Surplus production) উদরান্নের জন্য এই সকল অনুষ্ঠানের দরজায় হানা দিয়া বেড়াইতেছে। কেহবা ধর্ণা দিতেছে, কেহবা সই সুপারিশের জন্য বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া মরিতেছে। ফল এই হইয়াছে যে Demand অপেক্ষা Supply অত্যন্ত বেশী বাড়িয়া যাওয়ায় চাকুরীর মাহিয়ানা অসম্ভব রূপে কমিয়া গিয়া এখন বি, এ, এবং এম, এ, পাশের বাজার দর মাসিক বিশ টাকায়

নামিয়া আসিয়াছে ; অথচ অনেক আপিসে পিওন দারোয়ানের মাহিয়ানাই বিশ, পঁচিশ টাকা মাসে ধার্য্য আছে—এবং তাহারা কেহই শিক্ষার জন্য সিকি পয়সাও ব্যয় করে নাই। এ দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিতে গেলে লোকের একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। বর্ত্তমান শিক্ষার প্রধান সমস্যাই এইখানে। আগে এ দেশের লোকের মধ্যে একটা প্রবাদই ছিল যে বি, এ, এম, এ, পাশ না করিতে পারুক কিছু দিন স্কুল পড়িতে পারিলে ছেলে যে অন্ততঃ "দারোগাগিরি" পাইবে তাহাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই। বি, এ, পাশ করিলে ঘর হইতে ডাকিয়া আনিয়া ডেপুটী, মুন্সেফীর চাকুরী পাইয়াছে—এ সব কথা আজ কাহিনীতে পরিণত হইলেও একেবারে মিথ্যা ছিল না ; এবং "যেমন তেমন চাকুরী, ঘি আর ভাত" এ সকল কথাও বাংলার ঘরে ঘরে প্রচারিত ছিল। এই চাকুরীর লোভেই আজিও পর্য্যন্ত লোকে ছেলে পিলেদের—পরীক্ষা সাগর পার করাইতে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। অথচ সাগর সাঁতরাইয়া তাহারা কূল পাইতেছে না। বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা এবং এই সমস্যার সমাধানের উপরই বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সার্থকতা নির্ভর করিতেছে।

* * * *

এখন কথা উঠিতে পারে এবং উঠিয়া থাকেও যে শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই নহে। Learning for learning's sake—এ কথা আদর্শ হিসাবে সত্য হইলেও ব্যবহারিক হিসাবে ইহার মূল্য যে খুব বেশী আছে তাহা মনে হয় না। সকল দেশেই এ কথাটাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে আমরা দেখিতে পাই যে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাল ভাবে এবং স্বচ্ছল অবস্থায় পরিবার পরিজনকে পালন করিতে পারিবে বলিয়াই লোকে বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করে। বুনো রামনাথের ন্যায় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া তিন্তিড়ী পত্রের ঝোল্ খাইয়া বাড়ী বসিয়া বিদ্যাদান করিবে—এই আদর্শ নিয়া আমাদের দেশের অথবা পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা করিতে যায় না। লেখা পড়া শিখিলে উপার্জ্জনের ক্ষমতা অসম্ভব রূপে বাড়িয়া যায়—এই বিশ্বাসে ও আশাতেই পিতা মাতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও সন্তানকে লেখা পড়া শিখান এবং ছেলেরাও প্রাণপণে বিদ্যাভ্যাস করে। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির ফলে আমরা দেখিতেছি যে হাজার হাজার ছেলে তাহাদের অধীত বিদ্যার দ্বারা মাসে মাসে বিশ ত্রিশ টাকাও অর্জ্জন করিতে পারিতেছে না ; পরিবার প্রতিপালন দূরের কথা, তাহারা নিজের পেটের অন্নই জোগাড় করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির আমূল আলোচনা ও সংস্কার করার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

* * *

জীবনের যে কোনও বিভাগে উপার্জ্জনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে গেলে শিক্ষার দরকার এবং সে শিক্ষা পাইতে গেলে সর্ব্বাগ্রে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করা চাই। বাংলা দেশে প্রতি বৎসর আঠারো হইতে কুড়ি হাজার বালক অধুনা এই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিতেছে। এই সমুদয় ছাত্রই ডিগ্রী পাইবার আশায় (উচ্চ শিক্ষার জন্য নহে) গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় কলেজে প্রবেশ করে এবং যথাক্রমে ডিগ্রীর ধাপগুলি উৎরাইয়া

শিক্ষা সমাপন করে। এই শিক্ষা সমাপানান্তে তাহারা বুঝিতে পারে যে—

"চরমে সমান দশা তোমার ও আমার"—

অর্থাৎ তাহারা দেখিতে পায় অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোক মাসে ২০।২৫ টাকা উপায় করিতেছে এবং তাহারাও শিক্ষা সমাপনান্তে তাহার বেশী এক কপর্দ্দকও রোজগার করিতে পারে না; অধিকন্তু এই শিক্ষার মন্দিরে তাহাদের শক্তি, সামর্থ্য, স্বাস্থ্য ও অর্থ তিল তিল করিয়া নিঃশেষে তাহারা দান করিয়া আসিয়াছে।

এইজন্য প্রাথমিক শিক্ষার অবসানে অর্থাৎ Matric পাশ করার পর কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি এমন হওয়ার দরকার যাহাতে মেধাবী এবং কৃতী ছাত্র ব্যতীত যে কেহ কলেজে ঢুকিতে না পায়। স্বর্গীয় আশুতোষ সরস্বতী মহাশয় পাশের Standard অত্যন্ত নীচু ও সহজ করিয়া দেওয়ায় এই সকল হাজার হাজার ছাত্র জল স্রোতের ন্যায় কলেজে ঢুকিয়া অতি সহজেই ডিক্রীলাভ করিয়া বাহির হইতেছেন। এইরূপ ডিগ্রী যদি তাহাদের অন্নবস্ত্র সংস্থানের সহায়তা করিত তবে আমাদের আপশোষের বিশেষ কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু এইরূপ নীচু Standardএর ডিক্রী তাহাদের উপার্জ্জনের পথে ত এক ইঞ্চিও সহায়তা করেই নাই, পরন্তু বর্ত্তমান কালের বি. এ, এবং এম, এ, ডিগ্রীর উপর লোকের অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিয়াছে। আগে বি, এ, অথবা এম, এ পাশ ছাত্রদিগকে লোকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত, কারণ তাহাদের শিক্ষার Standard খুব উঁচু ছিল এবং আজকালকার ন্যায় এত কম মাহিয়ানায় বি, এ, এম, এ, পাশ করা লোক পাওয়া যাইত না। আগে এলাহাবাদ, লাহোর বোম্বাই প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Matric পাশ ছাত্রেরা সহজে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকিতে পারিত না, কারণ তাহাদের পাশের Standard খুব নীচু ছিল। কিন্তু আশু বাবুর কর্ত্তৃত্বাধীনে চাকার গতি উল্টা গিয়াছে। এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকিতে পারে না, কারণ তাহারা বলে যে তোমাদের পাশের Standard অসম্ভব রকম নীচু হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য বলিতেছিলাম যে এই সকল সস্তার ডিগ্রী আমদানী করায় দেশের কোনও কল্যান হয় নাই, কারণ—

১। ইহার দ্বারা দেশে প্রকৃতজ্ঞান বিস্তার হয় নাই।

২। ডিগ্রীধারীর সংখ্যা বাড়িলেও প্রকৃত জ্ঞানী অথবা জ্ঞানান্বেষীর সংখ্যাও বাড়ে নাই।

৩। ডিক্রী বিস্তারের দ্বারা লোকের চাকুরী পাওয়ার পথ সুগম বা সহজ লভ্য হয় নাই

৪। ডিগ্রীধারীর সংখ্যা অসম্ভব রূপে বাড়িয়া যাওয়ায় চাকুরীর দর অসম্ভব রূপে নামিয়া একেবারে দারোয়ান ও পিওনের মাহিয়ানার সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৫। ডিগ্রীধারী হওয়ায় লোকের মনে falase pride বা মিথ্যা আত্মাভিমান জাগিয়া উঠিয়াছে, অথচ নিজের জীবিকার্জ্জনের ক্ষমতা নাই—পরিবার পরিজন পালন করাতে দূরের কথা।

৬। এই আত্মাভিমানের ফলে এই নকল যুবক "না ঘরকা না ঘাট্‌কা" অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ—দিন চলার মত কোন চাকুরী বা উপার্জ্জন করার ক্ষমতা অর্জ্জন করে নাই অথচ হাতে হেতেড়ে খাটীয়া উপার্জ্জন করার মত শক্তি সামর্থ্য এবং মনোবৃত্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে।

* * * * *

সেই জন্য বলিতেছিলাম যে প্রবেশিকা পরীক্ষার Standard এমন হওয়া চাই যে কেবল-

মাত্র মেধাবী ছাত্রদিগের পক্ষেই উচ্চশিক্ষা লাভ করা সম্ভব হয়। ইহারা অর্থ যেন কেহ এইরূপ না বুঝেন যে উচ্চশিক্ষা লাভকরা ব্যয়-বহুল বা বিঘ্ন-সঙ্কুল করা উচিত। আমরা বরং ইহার উল্টা মতই পোষণ করি। **উচ্চশিক্ষা লাভ করার পথ ব্যয়-সঙ্কুল না করিয়া বরং অত্যন্ত সুলভ করাই উচিত এবং অবশ্যকরনীয়।** কারণ সকল দেশের জ্ঞানী গুণী লোকদিগের জীবনচরিত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাঁহারা সকলেই ছাত্রাবস্থায় অতি গরীব ছিলেন,এই সকল গরীব ছাত্রেরাই উত্তর কালে মেধা ও অধ্যবসায়ের বলে জাতির ইতিহাসে তাঁহাদের নামের ছাপা রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাই উচ্চ শিক্ষা যাহাতে গরীব ছাত্রদিগের পক্ষে সুলভ ও সহজ লভ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু উচ্চশিক্ষার Standard কখনও নীচু করা উচিত নহে ; তাহাতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায় এবং যাহারা এই শিক্ষা লাভ করে তাহাদের উপকার না করিয়া বরং মহা অপকার করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর শিল্প বাণিজ্য, ব্যবসায় এবং নানারূপ অর্থকরী বিদ্যা শিখাইবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে Technical স্কুল ও কলেজ থাকা চাই, তাহা হইলে ছাত্রদিগের মধ্যে যাহারা মেধাবী এবং কৃতী তাহারা উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কলেজে যাইবে, আর যাহারা সাধারণ শ্রেণীর ছাত্র (mediocre intellect) এবং কম মস্তিষ্ক তাহারা আপন আপন রুচি ও ইচ্ছানুযায়ী এই সকল টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা লাভ করতঃ উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিবে। দেশে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থকরী বিদ্যালয় থাকিলে যখন যেমন সব ছেলেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর আর গত্যন্তর নাই দেখিয়া গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় কলেজে ছুটিয়া যায়, তখন অনেকেই আপন শিক্ষা সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী এই সকল অর্থকরী বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের জন্য যাইবে। তাহাতে বাঙ্গালীর ছাত্রের মস্তিষ্কের কোনও অপচয় বা অপব্যবহার না হইয়া সকল দিকেই শিক্ষার সার্থকতা ফুটিয়া উঠিবে।

বর্ত্তমান ভাইস্ চ্যান্সেলারের কর্ত্তৃত্ব কালে পাশের Standard কঠিন করিয়া দেওয়ায় ছাত্র দিগের পাশের সংখ্যা হঠাৎ অসম্ভব রূপে কমিয়া গিয়াছে। তাহাতে একদল লোক হাহাকার তুলিয়াছেন এবং যদু বাবুর প্রতি নানারূপ হীন দোষারোপ করিতেছেন। ইহাতে ছাত্রদের কিছু মাত্র ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিনা। কারণ ডিগ্রী পাইলে যদি তাহাদের চাকুরী পাইবার পথ পরিষ্কার হইত কিম্বা অন্ন উপার্জ্জনের রাস্তা সহজ হইত, তাহা হইলে না হয় বুঝিতাম যে ডিগ্রী না পাওয়ায় তাহাদের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু ডিগ্রী লাভের দ্বারা যখন দেখা যাইতেছে যে তাহাদের অর্থোন্নতির হিসাবে কোনও লাভ হয় নাই তখন কেমন করিয়া বলিব যে ছাত্রদের ক্ষতি হইয়াছে। এক শ্রেণীর লোকের অবশ্য ক্ষতি হইয়াছে স্বীকার করি। যাঁহারা পুস্তক ব্যবসায়ী তাঁহাদের পাঠ্য পুস্তক বিক্রয়ের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে এবং যাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে যে সকল ছাত্রেরা অর্থকরী বিদ্যা শিখিবার জন্য টেক্‌নিক্যাল স্কুল সমূহে যাইবে সেখানে টেক্‌নিক্যাল বই বিক্রয়ের সংখ্যা বাড়িবে এবং সেই দিক দিয়া পুস্তক বিক্রেতাদিগের আশু-ক্ষতি ক্রমে ক্রমে পুরণ হইবার সম্ভাবনা রহিল।

আর একদল লোকের ক্ষতি হইবে যাঁহারা ছেলের বাপ। দুর্ভাগ্য ক্রমে এদেশে বাপদিগের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা ছেলের বিদ্যা-

শিক্ষার জন্য যতটাকা খরচ করিয়া থাকেন তাহা ছেলের বিয়ে দিবার সময় কন্যার বাপের নিকট হইতে সুদে আসলে উসুল করিয়া নিয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছেলের ডিগ্রী লাভের উপর বিয়ের বাজারে তাহার দর ওঠে এবং নামে। যে যতগুলি ডিগ্রী পাইবে এবং যেরূপ কৃতিত্বের সহিত উপাধিলাভ করিবে তাহার উপরে বিয়ের বাজারে তাহার দর তদনুরূপ উঠিয়া থাকে। এই হিসাবে পাশের Standard কঠিন হওয়ায় ছেলের দল আর ঝুড়ি ঝুড়ি পাশ করিতে পারিবেনা সুতরাং বাপের মহলেও তদনুরূপ হাহাকার পড়া আশ্চর্য্য নহে। তবে ছেলেদের মধ্যে ও আবার এমন এক দল 'ত্যাঁদড়' মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে যাহারা শ্বশুরের পয়সা লইতে চাহে না। সুতরাং বাপের দলের ক্ষোভ করিবার কিছুই নাই।

যদু বাবু পাশের গড্ডালিকা প্রবাহ রোধ করিয়া দিয়া দেশে একটা সোর গোলের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে কেহ বলিতেছেন "ভালই হইল", আবার কেহ বা বলিতেছেন "সবই গেল"। আমরা দেখিতেছি যে দেশের চিন্তা-স্রোতে গতানুগতিকের যে একটা গভীর রেখা পড়িয়া গিয়াছিল ইংরাজীতে যাহাকে rut বলে সেই rutটা একেবারে rotten অর্থাৎ পচিয়া গিয়া তাহা হইতে পূতিগন্ধ ছুটিতেছিল। যদুবাবুর চেষ্টায় সেই গড্ডালিকা প্রবাহের পথে একটা বাধা আসিয়া পড়ায় বাঙ্গালী আজ থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইউনিভার্সিটির এই বিরাট অনুষ্ঠানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

যদুবাবু সাহসের সহিত স্রোতের গতি বোধ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু স্রোতের গতিরোধ করিলেই তাঁহার কার্য্যের সার্থকতা হইল না; কারণ জলের গতি বাঁধ দিয়া বন্ধ করিলে সেই বদ্ধ জলাশয় কালে Stagnate করিবেই এবং তাহাতে নানারোগের উৎপত্তি হইবে। এই স্রোতের গতি ফিরাইয়া তাহাকে যদি শিল্প, বাণিজ্য ব্যবসায়, ও নানারূপ অর্থকরী বিদ্যার সাধনায় লাগাইতে পারেন তবেই তাঁহার কার্য্যের যথার্থ সার্থকতা হইবে। আমরা আশা এবং ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহার ভবিষ্যৎ ক্রিয়া কলাপ দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

ফেডারেল ব্যাঙ্ক।

Federal Bank সম্বন্ধে কিছু বলবার বাসনা ছিল ব'লে জ্যৈষ্ঠ মাসে লিখে ছিলাম; সেই অবশিষ্ট অংশটুকু এখানে লিখিত হ'ল। Federal Bank গড়ে উঠ্‌লে, উহা বাংলা দেশের Banker এর Bank হইয়া কার্য্য কর্ত্তে পার্লে দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্ক বিপদের সময় অনেক সাহায্য পাবে—এই আশা অনেকে কর্‌ছেন; সুতরাং উহার প্রয়োজন আছে খুব। এবং অনেকে সেজন্য তাড়াতাড়ি উহা কার্য্যে পরিণত কর্ব্বার জন্য উঠে পড়ে লেগে-ছেন। এটা খুব স্বাভাবিক ও প্রশংসনীয় হলেও কার্য্যটী খুব গুরুতর ইহাও স্বীকার কর্ত্তে হবে। এবং গুরুত্ব হিসাবে ইহা প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করে, এমন সকল উপায় উদ্ভাবন কর্ত্তে হবে, যাতে উহার ভিত্তি খুব সুদৃঢ় ভাবে গঠিত করা হয়। এজন্য সকল দিকে বেশ ধীরভাবে আলোচনা করে সেই সকল উপায় নির্দ্ধারণ করা দরকার। একটা সাময়িক উত্তেজনা বশে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা ও বিচার না করিয়া একটা যা তা না ক'রে "হারি জিতি নাহি লাজ, দশ মিলে করি কাজ"—নীতির অনুসরণ করা হচ্ছে সর্ব্ব প্রথম দরকার। এইরূপ ব্যাঙ্ক অন্যান্য দেশেও আছে। তারা কি ভাবে চলছে সে সম্বন্ধে যতটা সম্ভবপর তাহা জানাও খুব আবশ্যক। ও সেটা জানলে পর তখন এ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হবে ও বুঝতে পারবো ঐ প্রকার ব্যাঙ্কের জন্য কি কি করা আবশ্যক; কোন্‌টা আমাদের সুবিধাজনক, কোন খানে আমরা ঠেক্‌ছি—অর্থাৎ সেই সুবিধে পাচ্ছিনা যার প্রতীকার কি ভাবে করলে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে ইত্যাদি। এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য দেশের খবর কতকটা আলোচনা করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

Federation ও Federal শব্দ দুটী ইংরাজী। ইহাদের বাংলা প্রতিশব্দ করিলে Federation শব্দে "সঙ্ঘ" বলতে বাঙলায় যা বুঝি উহা ঠিক তাহাই। সেই অর্থে Federal বলিলে সঙ্ঘীয় অর্থাৎ সঙ্ঘ সম্পর্কীয় বুঝিতে হইবে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রত্যেক রাষ্ট্র ঘরোয়া ব্যাপারে পরস্পর স্বতন্ত্র। কিন্তু অনেক স্থলে আবার বিশেষ কোন কোন "জাতীয়" (National) ব্যাপারে তারা একত্রে মিলিত হইয়া কার্য্য করে। যেমন Federal Reserve Act অনুসারে যুক্তরাজ্য ১২টা জেলার বিভক্ত। প্রত্যেক জেলায় একটি করে Federal Reserve Bank আছে। এই প্রকার ব্যাঙ্কগুলি একটা সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত। এই ১২টীর মধ্যে তাহাদের পরস্পর পরস্পরের সাহচর্য্যে কার্য্য চালাবার জন্য Washington সহরে একটী Federal Reserve Board আছে, যে Board এর কতকটা কর্ত্তৃত্ব ও শাসন ঐ ১২টী ব্যাঙ্কের উপর চলিয়া থাকে। প্রত্যেক Federal Reserve Bank আবার সেই জেলার অন্যান্য

ব্যাঙ্ক লইয়া গঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই—অপর ব্যাঙ্ক সকল প্রত্যেকেই জেলাস্থিত Reserve Bank এর member বা সভ্য। আমরা ঐ সকল ব্যাঙ্ককে কেন্দ্রী ব্যাঙ্কের "সঙ্গী" বলিতে পারি। "জাতীয়" (national) প্রত্যেক ব্যাঙ্কেই উহারা সঙ্গী হইতে হইবে। এ ছাড়া State Bank ও উহার সঙ্গী হইতে পারে। সঙ্গী ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের নিজেদের মূলধনের অনুপাতে কতকটা টাকা Reserve Bank এর জন্য মূলধন রূপে যোগাইতে বাধ্য থাকে এবং তজ্জন্য শতকরা ৬৲ টাকার বেশী লভ্যাংশ পাইতে পারে না। তদ-তিরিক্ত যে টাকা লাভ হয়, তাহা যুক্তরাজ্যের রাজ কোষে জমা হয়। 'সঙ্গী' ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের ভিতর হইতে তিন জনকে বোর্ডের কার্য্য পরিচালনার জন্য নির্ব্বাচিত করে। প্রত্যেক জেলার বিশিষ্ট কার-বারী লোকের মধ্য হইতে তিন জনকে নির্ব্বাচন করা হয়। আরও তিনজন সভ্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়; যাঁহাদের ভিতর হইতে একজনকে "চেয়ার ম্যান" করা হয়। Federal Reserve নোটের সৃষ্টি করিয়া প্রচলিত মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করিয়া এই আইনের বিশেষ বিধি আছে।

আইন অনুসারে Federal Reserveএর নোটের জন্য 'যুক্তরাজ্য' দায়ী। কিন্তু তাহা হইলেও ঐ নোট Legal tender নয়, যদিও সরকারী রাজস্ব, টেক্স প্রভৃতি সমস্ত দেনায় ঐ নোট লওয়া বাধ্যকর। কিন্তু সাধারণে ইহা নাও লইতে পারে। প্রত্যেক Federal Reserve Bankএ তৎকর্ত্তৃক প্রচলিত নোটের অনুপাতে শতকরা ৪০৲ নগদ স্বর্ণমুদ্রা ব্যাঙ্কে রাখিতে বাধ্য। কিন্তু অন্য Reserve Bank এর নোটের জন্য অপর Reserve Bank টাকা দিতে বাধ্য নহে। কার্য্য গতিকে ঐ প্রকার প্রাপ্ত নোট, যে Bank হইতে উহা বাহির হই-য়াছে তথায়, কিম্বা যুক্তরাজ্যের Treasury তে ফেরত দেওয়া হয়। সেখানে উহার পরিবর্ত্তে নগদ টাকা মেলে। প্রত্যেক 'সঙ্গী' ব্যাঙ্ক সংযুক্ত Reserve Bankএ তাহার সঞ্চিত মজুদ অর্থাৎ Reserve এর মজুত টাকা জমা রাখিতে বাধ্য, যাহার পরিমাণ উক্ত ব্যাঙ্কের ১ মাসের জন্য গচ্ছিত আমানতি টাকার অনুপাতে শতকরা ১৩৲ টাকা; এবং বেশী দিনের জন্য গচ্ছিত আমানতি টাকার অনুপাতে শতকরা ৩৲ টাকা; প্রত্যেক Federal জন্য Bank আবার তাহাদের নিকট গচ্ছিত সমুদয় আমানতি টাকার ৩৫% পর্য্যন্ত নগদ মুদ্রায় রাখিতে বাধ্য। কিন্তু আইনে এমন বিধানও আছে, যে কোন গতিকে ঐ নির্দ্দিষ্ট নগদ টাকার পারমান যদি কমতি হয় তাহা হইলে Federal Reserve Board অল্পদিনের জন্য উহা অনুমোদন করিয়া লইতে পারেন। তবে কমতি টাকার জন্য একটা সুদ লওয়া হয়। বিশেষ আকস্মিক বিপদের সময় কেবল এইরূপ অনুমোদন করা হয়। যে সমস্ত বাণিজ্য সংক্রান্ত কাগজে এমন ধারা দু'জন লোকের নাম থাকে যাহারা বিশ্বাসযোগ্য, সেই সমস্ত কাগজ 'সঙ্গী' ব্যাঙ্কগুলি গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে না, কেননা তাহারা অনায়াসে Reserve Bankএ ঐ Bill Discount করিতে পারিবে, কারণ Treasuryতে উহার পরিবর্ত্তে Federal Reserve Note মিলিবে। Discount এর বাজার সৃষ্টি করিয়া যাহাতে বিলের টাকা পাওয়া যায়—ইহা Federal Reserve Act এর একটা মুখ্য উদ্দেশ্য। Federal Bank সকল এই উপায়ে খুব সহজে এক ব্যাঙ্ক হইতে আর এক ব্যাঙ্কের Bill Discount এর কাজ করিয়া টাকা লেন দেন করিয়া থাকে। নোটের উপর Reserve Bank

গুলি এইরকমে একে অপরের সাহচর্য্য করিয়া Bill এর উপর স্বাক্ষরিত ব্যবসায়ীর পশার ও প্রতিপত্তি অর্থাৎ তাহার Credit এর জোরে দেশ দেশান্তরের দেনা-পাওনা মিটাইবার ছলে নগদ টাকায় লেন দেন না করিয়াও কাগজে-কলমে নির্ব্বিঘ্নে প্রচলিত মুদ্রার কার্য্য সুসম্পন্ন করে। Federal Reserve Bank গুলিকে "কেন্দ্রী" ব্যাঙ্ক বলা যাইতে পারে, যেমন ইংলণ্ড ও মহাদেশের অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিকে বলা হয়। অর্থাৎ যাহাকে কেন্দ্র করিয়া তার চারি পাশে অনেকগুলি মহাজনী ব্যাঙ্ক কার্য্যক্ষেত্রে ঘুরিতে থাকে। এমন ধারা যে সব বড় বড় ব্যাঙ্ক তাহাদের Bankers' Bank বা Central Bank বলা হয়। "কেন্দ্রী" ব্যাঙ্ক ছোট ছোট ব্যাঙ্কের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া প্রকাশ্যে কোন কারবার করে না। কিন্তু উহাদের ক্ষমতা এত অধিক যে কার্য্যক্ষেত্রে ঐ সব ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষক 'সঙ্গী' ব্যাঙ্ক যারা তাদের স্বার্থের একটু আধটু হানি করে।

প্রথমতঃ ইহারা Discount এর হার হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া Credit অর্থাৎ সাধারণকে কর্জ্জ দেওয়া অনেকটা সুসংযত করিতে পারে। কিন্তু Discount rate বর্দ্ধিত করিলেই সকল সময়ে যথেষ্ঠ ভাবে এই ক্ষমতার দ্বারা ইচ্ছানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। প্রত্যেক Boom এর বাজারে প্রথমাবস্থায় "সঙ্গী-ব্যাঙ্কগুলির" হাতে অর্থের স্বচ্ছলতা থাকার দরুণ খুব অল্প সুদে তারা কর্জ্জ দিতে থাকে, অবশ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের Reserve Bank থেকে কর্জ্জ লওয়া আবশ্যক না হয়। সেই জন্য Reserve Bank তৎকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সুদ ও Discount এর হার কার্য্যকরী করিবার যে উপায় অবলম্বন করে সেটা হচ্ছে এই যে, যে সমস্ত Bill সে Discount করিয়াছে সেগুলিকে বাজারে বিক্রী করিয়া—বিক্রের পরিমানে নগদ টাকা বাজার হইতে ব্যাঙ্কে ঢুকাইয়া তাহার নগদ মজুদ (Resrve) বৃদ্ধি করতঃ বাজারে চাহিদা ঋণের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া—অর্থাৎ টাকার বাজারে টান আনয়ন করা।

কোন কোন সময়ে যখন লোকে খুব Speculation এ ধনবৃদ্ধি করিবার জন্য উন্মত্ত হয়—তখন উহা সময় থাকিতে সুপথে না চালাইলে শোচনীয় পরিনামের হাত থেকে তাহাদিগকে বাঁচান দায় হয়। কিন্তু এই রকম 'খোলা বাজারে' চলার নীতি অপর ব্যাঙ্ক বড় প্রীতির চক্ষে দেখে না। কেন্দ্রী' ব্যাঙ্ককে ইহার জন্য অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। যে সব Bill এ টাকা খাটানর দরুণ তার একটা যে লভ্য অর্থাৎ সুদ ঘরে আসিত, তার বদলে সে গুলো বাজারে বিক্রী করে নগদ টাকা ব্যাঙ্কে মজুদ রাখার দরুণ টাকা অলস হয়ে পড়ে থাকলে কিছু লাভ হয় না। কিন্তু আখেরে জাতীয় পসার অর্থাৎ আর্থিক প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে শুধু ব্যক্তি বিশেষের কিম্বা কতকগুলি লোকের লাভালাভের দিকে দৃষ্টি না রেখে উহারা এমন ভাবে চলে, যাতে লাভের অঙ্ক কম হ'য়েও যথার্থ দেশের হিত সাধন করা হয় এবং এই উদ্দেশ্য কিছু ক্ষতি স্বীকার করাও বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করে। এ ছাড়া Federal Bank সৃষ্টি হবার পূর্ব্বে অপর ব্যাঙ্কগুলি এক জেলা হইতে অপর জেলায় চেকের টাকা আদায় করিয়া যে দু'পয়সা রোজগার করিত, সেই আয় থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। কারণ Reserve Bank এইরূপ টাকা আদায় করিবার জন্য কোন Charge গ্রহণ করে না; সুতরাং এই ব্যবস্থায় সাধারণের খুব সুবিধা ও উপকার হয়েছে বটে, কিন্তু অপর ব্যাঙ্কের কিছু ক্ষতি হয়েছে।

আমেরিকার Reserve Bank গুলি মাত্র

অল্পদিন হইল (অর্থাৎ ১৯১৪ সালে, গত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে) Bank of England ও মহাদেশের ঐ জাতীয় অন্যান্য 'কেন্দ্রী' ব্যাঙ্কের অনুকরণে গঠিত হইয়াছে। এখনও ইহার কার্য্যের ফলাফল সম্বন্ধে কোন মতামত প্রদান করিবার সময় আসে নাই। তবে আমেরিকার প্রচলিত কার্য্য পদ্ধতির তুলনায় আরও আধুনিক যে নবনির্ম্মিত 'জর্ম্মান ব্যাঙ্ক' Dwes Commissionএর সিদ্ধান্তে নির্দ্ধারিত হয়েছে ও যাহার পরিণামে London Conferenceএ পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে উহা গঠনের সময় য়ুরোপ আমেরিকার বিশেষজ্ঞেরা ও পরে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও Bank of England বিশেষ বিবেচনা করিয়া যে সব আইনকানুন গঠন ও অনুমোদন করেছেন সেগুলো খুব আধুনিক কালোপযোগী। উহা হইতে মোটামুটী জানা যায় যে এই ব্যবস্থায় Reichs Bank ৫০ বৎসরের জন্য নোট বাহির করার ক্ষমতা পাইয়াছে। সোনা রূপা ও কতকগুলি অনুমোদিত Ry. Bond ও সেয়ার ও ষ্টেট যে সব দেনার জন্য দায়ী এ সকল দেনার যদি ১ বৎসরের মধ্যে due থাকে, এ ছাড়া বিল ও পণ্য দ্রব্যের উপর কর্জ্জ দিতে পারিবে। প্রত্যেক Billএ তিন জনের নাম থাকিবে। Drawer ও Acceptorএর দায়ীত্ব ব্যতীত যে সব বিল Reichs Bankএ Discount করা হইবে তাহাতে অন্য ব্যাঙ্কের সই থাকা চাই অর্থাৎ অপর ব্যাঙ্কের দায়ীত্ব যেন জড়ানো থাকে এর সাথে। Note Issueর জন্য শতকরা ৪০ ভাগ সুবর্ণ মুদ্রা Foreign Exchangeএ মজুত থাকবে। তবে উহার ৩০ ভাগ খাঁটী সোনার মজুদ থাকা চাই। বাকীটার জন্য যে সব Bill Discount করা হয়েছে তাহা, কিংবা স্থল বিশেষে বিশেষ কোন Cheque থাকিলেও চলিবে। খুব প্রয়োজনীয় কারণে General Council এর অনুমতি ক্রমে Cover যদি শতকরা ৪০ ভাগের কম হয় তাহা হইলে ব্যাঙ্ক নিম্ন হারে টেক্স দিবে :—

৩৭ °/₀	হইতে	৪০ °/₀	পর্য্যন্ত বার্ষিক শত করা	৩ ্ হারে
৩৫ °/₀	„	৩৭ °/₀	„ „ „	৫ ্ „
৩৩⅓ °/₀	„	৩৫ °/₀	„ „ „	৮ ্ „

এর পর প্রতি ১°/₀ কমতীর দরুণ শতকরা ১°/₀। ৪০ এর নীচে যাইবামাত্র Discount rate তৎক্ষণাৎ ৫°/₀ হইবে।

Bank of England তদ্দেশীয় জাতীয় সম্পদের কেন্দ্র এবং একমাত্র ব্যাঙ্ক যাহা Treasuryর সাহায্যে সমগ্র দেশের প্রচলিত মুদ্রার শাসন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে ব্যাঙ্কের প্রস্তুত নোট হইতে। এতদ্ব্যতীত ইহা দেশের যাবতীয় Joint Stock Banking Companyর Reserve রক্ষা করে বলিয়া ইহাকে Bankers' Bank অর্থাৎ অপর সমুদায় ব্যাঙ্কের "কেন্দ্রী" ব্যাঙ্ক বলা যাইতে পারে। এখানে দেশের প্রচলিত সমস্ত কাগজের মুদ্রা অর্থাৎ নোটের অনুপাতে যে পরিমাণ সুবর্ণ মুদ্রা মজুত রাখা দরকার তাহা রক্ষা করা হয়। তাহা ছাড়া যথেষ্ট নগদ মুদ্রা এবং নোট সব সময়ে হাতে মজুত রাখা হয়; যাহাতে অপর ব্যাঙ্ক তাহাদের দরকার মিটাইবার জন্য ব্যাঙ্কের নিকট সব সময় চাহিবা মাত্র পাইতে পারে। জাতীয় স্বার্থ রক্ষণের প্রতিবিধান

করায় ইহাকে "রাষ্ট্রীয়" ব্যাঙ্ক বলা যাইতে পারে। ইহা গভর্ণমেণ্টের উদ্বৃত্ত টাকা রক্ষা করে এবং প্রয়োজন হইলে গভর্ণমেণ্টকে টাকা কর্জ্জ দেয়। এবং সেই উপলক্ষে অন্যান্য আরও অনেক কার্য্য করিয়া থাকে,—যথা—গভর্ণমেণ্টের দেনা টাকার সুদ দেওয়া ও তাহার হিসাব রক্ষা করা ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাঙ্কের গভর্ণর ও Chancellor of the Exchequer সকল সময় পরস্পর পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়া Government এর রাজস্ব নীতির সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করেন। বর্ত্তমান প্রচলিত প্রথায় ট্রেজারী হইতে যে সমস্ত নোট বাহির করা হয়, তাহার জন্য গভর্ণর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সুবর্ণ মুদ্রা মজুত রাখিতে বাধ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি উপযুক্ত পরিমাণ নগদ মুদ্রা, টাকার বাজারে টানাটানি হইলে সেই অভাব মিটাইবার জন্য সব সময় প্রস্তুত রাখেন। অর্থাৎ যথেষ্ট নগদ টাকা বাধ্য হইয়া ব্যাঙ্কে মজুত রাখিতে হয়। মোটামুটি বলতে গেলে সাধারণের তরপে ব্যাঙ্ক এই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে।

ইহা ব্যতীত গভর্ণর এবং ব্যাঙ্কের ডিরেক্টারগণের ব্যাঙ্কের Stock holder দিগের নিকট যে দায়ীত্ব আছে সেটা হচ্ছে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার দরুণ যে কারবার হইয়া থাকে তৎ-সংক্রান্ত। ব্যাঙ্কে সাধারণের নিকট হইতে গচ্ছিত হিসাবে যে টাকা রাখিয়া থাকে তাহার হিসাব, ব্যাঙ্কের খাতকের নিকট যে টাকা খাটায়,—যথা টাকার বাজারে Bill Discount করিয়া কিম্বা অন্যান্য অনুমোদিত Security র উপর যে টাকা খাটান হয় এবং ইহা ছাড়া ছোট খাট অনেক ব্যাপার যে জন্য সাধারণে ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করে এবং যাহার দরুণ ব্যাঙ্কের কিছু লভ্য হয় এবং যে লভ্য হইতে ব্যাঙ্কের Stock এর উপর উপর মুনফা দান করে—এই সমুদয়ের হিসাবের দায়িত্ব; ব্যাঙ্ক সপ্তাহে সপ্তাহে তাহার রিটার্ণ প্রকাশ করিয়া থাকে।

এখন তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য Joint Stock ব্যাঙ্ক যে কাজ করে থাকে সে সমস্ত কার্য্যের কতকটা Bank of England করে বলিয়া সে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, যেটা যুক্তরাজ্যে Federal Bank এ আদৌ নাই। কিন্তু বাহির থেকে দেখতে যদিও ব্যাঙ্ক Joint Stock ব্যাঙ্কের প্রতিদ্বন্দ্বী, আসল ব্যাপার কিন্তু ঠিক সেটা নয়। কারণ তাহাদের নিকট প্রাপ্ত টাকার অধিকাংশই ব্যাঙ্ক সকল সময় মজুত রাখে বলিয়া সেই টাকা খাটিয়ে ব্যাঙ্ক কিছু লাভ করে না। তার উপর ঐ সমস্ত ব্যাঙ্কের আপদে বিপদে ব্যাঙ্ক সব সময় যে তাদের সাহায্য করে সে জন্য তাদের ক্ষতির পরিমাণ খুব সামান্য। Bank of England কারেণ্ট একাউণ্টে ব্যবসাদারদের নিকট হইতে গচ্ছিত হিসাবে টাকা গ্রহণ করিলেও যতই অল্প দিনের জন্য হউক না কেন সাধারণের নিকট কোন স্থায়ী জমা টাকা গ্রহণ করে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে Bank of England অন্যান্য ব্যাঙ্কের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় এবং এই দিকেই অর্থাৎ স্থায়ী জমা টাকা এই সকল ব্যাঙ্ক খুব অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়। সাত দিনের নোটিশে টাকা প্রত্যর্পণ করিবার অঙ্গীকারে অন্যান্য ব্যাঙ্ক সাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা খাটাইয়া বেশ দু পয়সা লাভ করিয়া থাকে।

প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রী ব্যাঙ্কের সঙ্গে তদ্দেশীয় গভর্ণমেণ্টের কতকটা সম্বন্ধ থাকে। কারণ ব্যাঙ্ক উহার Discount নীতির দ্বারা অর্থের বাজারে টাকার চাহিদা, মজুত সুবর্ণ মুদ্রা ও প্রচলিত

কাগজের মুদ্রার উপর প্রতিক্রিয়া স্থাপিত করিয়া রাজ্যের অর্থ-নীতি সংক্রান্ত সমুদায় ব্যাপার স্বীয় আয়ত্বের মধ্যে আনয়ন করিয়া মুদ্রার ক্রয়শক্তি অর্থাৎ প্রচলিত মুদ্রা-মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। রাষ্ট্র শক্তির সহিত খুব নিকট সম্পর্ক থাকার দরুণ এই জাতীয় ব্যাঙ্ক সুগভীর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; কারণ ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালনার উপর গভর্ণমেণ্ট একটা ক্ষমতা রাখিয়া দেয়; এবং অনেক দেশের এই সকল ব্যাঙ্কের সুপরিচালনার জন্য গভর্ণমেণ্ট গ্যারাণ্টি দিয়া গুরুতর দায়ীত্ব গ্রহণ করেন। সে জন্য যাহাতে কোনরূপ ক্ষতির কারণ না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পরিচালন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে:—

১। সুইডেন দেশীয় Riks Bank যার জন্য তদ্দেশীয় পার্লামেণ্টের গ্যারাণ্টি আছে।

২। Common Wealth Bank of Australia—এই ব্যাঙ্কের সমুদয় দেনার জন্য Common Wealth গভর্ণমেণ্টের দায়ীত্ব আছে। কোনও দেশের "কেন্দ্রী" ব্যাঙ্ক যদি কখনও তাহার দেনা মিটাইতে অক্ষম হয়—তাহা হইলে সেই দেশের গভর্ণমেণ্ট ঐ ব্যাঙ্ক বাঁচাইবার জন্য যথাসম্ভব প্রতীকার করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হয়। অন্যথায় Governmentএর credit থাকে না। যদিও এ রকম ঘটনার আশঙ্কা একেবারে অসম্ভব না হইলেও খুব সুদূর পরাহত, তত্রাচ এরূপ সম্ভাবনা যত সামান্য হউক ও যত সুদূরে থাকুক গভর্ণমেণ্টের দায়ীত্ব যে গুরুতর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ব্যাঙ্ক সুপরিচালিত হওয়ার পক্ষে গভর্ণমেণ্ট তাহাকে নিশ্চেষ্ট বা উদাসীন থাকিতে পারেন না। তবে একটা কথা হচ্ছে গভর্ণমেণ্টকে এরূপ ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালনায় কতটা হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া উচিত সেটা খুব ভাববার কথা এবং সে সম্বন্ধে সহসা একটা কিছু বলা যায় না। বর্ত্তমানে সমস্ত দেশই কেন্দ্রী ব্যাঙ্কের উপর রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপ করার বিরোধী। ১৯২০ খ্রীঃ অঃ Brusselles Conference এ নির্দ্ধারিত হয় যে এই সমস্ত ব্যাঙ্ক রাজনীতিকদিগের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকিবে। League of Nations, (লীগ্ অব নেসন্স) Austria Hungry দেশকে পুণ-র্গঠনের সময় লীগের Finnacial Committee এই জাতীয় ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন থাকিবে এই মতের পোষকতা করেন। বর্ত্তমানে কেন্দ্রী ব্যাঙ্ক সকল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন বিভাগ বলিয়া বিবেচিত না হইয়া সাধারণের Trust স্বরূপ মনে করা হয়। এমন কি ব্যাঙ্কের অংশীদারের স্বার্থও ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের একমাত্র কিংবা মুখ্য চিন্তার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় না, যেমন সাধারণ অন্যান্য ব্যবসা ক্ষেত্রে সকল স্থলেই হইয়া থাকে। অনেক দেশেই তথাকার ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় প্রচলিত আইনের বলে তদ্দেশীয় রাষ্ট্রশক্তির উপর ব্যাঙ্ক পরিচালনার অনেকটা ক্ষমতা দেওয়া আছে—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু দুটো বড় বড় ব্যাঙ্ক যেমন Bank of England ও Reichs Bank—এই দুইটী ব্যাঙ্ক তদ্দেশীয় রাষ্ট্র শক্তির গ্রাস হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন; অন্ততঃ কাগজে কলমে—এই রকম দেখা যায়। যুদ্ধের সময় কিন্তু সমস্ত জাতীয়-স্বার্থ বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতার ক্ষতি বৃদ্ধি করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় যে সব সুবিধা বা স্বাধীনতা থাকে তাহার সঙ্কোচ সাধন করিতে কোন গভর্ণমেণ্টই পশ্চাৎপদ হয় না। বিলাতেও গত যুদ্ধে এই নিয়ম চলিয়াছিল, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব Chancellor of the Ex-

chequerএর হস্তে একরূপ ন্যস্ত হইয়াছিল ও ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড সভারেন দেওয়া স্থগিত রাখিয়া দিল অর্থাৎ নোটের বদলে স্বর্ণ মুদ্রা না দিয়া ১ পাউণ্ড ও ১০ শিলিংএর নোট প্রচলন হয়েছিল। অনেকের ধারণা যে ব্যাঙ্কের সমুদয়, Reserveএর সুবর্ণ মুদ্রা কেপ টাউন, Melborne বা New yorkএ রাখা হইয়াছিল।

১৯২৪ সালে German Bank Actএর প্রথমেই লেখা আছে যে,—'The Reichs Bank is a Bank independant of Government control' যুদ্ধের অবসানে Germany'র আর্থিক অবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে যখন Reichs Bank নূতন করিয়া গঠিত হয় তখন উক্ত সংস্কার কার্য্যে অনেক বৈদেশিক অভিজ্ঞ ও মাতব্বর ব্যক্তি German Governmentএর আর্থিক অবস্থা খুব দুর্ব্বল সন্দেহে উহা যাহাতে Governmentএর ক্ষমতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন থাকে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। Bank of Finland একটী রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক (State Bank) যাহার কার্য্য পরিচালনার ভার এমন একদল কর্ত্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত যাঁহারা Finland Republicএর Presidentএর দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়েন এবং ব্যাঙ্কের Discountএর rate, সুদের হার এবং অন্যান্য সমস্ত কাজ কর্ম দেখা শুনা ও নির্দ্ধারণ করেন।

সকল স্থলেই মূলে একটী উদ্দেশ্য দেখতে পাওয়া যায়। সেটা হচ্ছে, জাতীয় আর্থিক জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করিবার নিমিত্ত রাষ্ট্রশক্তির স্বহস্তে ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ। কিন্তু এদিকেও আবার যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা আছে। কারণ এ সকল ব্যাঙ্ক যে নীতি-বলে চালিত হয়, তাহা সেই দেশের অর্থ-নীতি সংক্রান্ত তাবৎ ব্যাপারে প্রতিবিম্বিত হয়। সুতরাং কোন একটা পরিবর্ত্তন হইলে একটা বিষয় বিশেষলক্ষ্য রাখা দরকার যে উহা যেন কোন ব্যক্তি-বিশেষের বা দল-বিশেষের উদ্দেশ্যের ও কার্য্যের অনুকূল বা পরিপোষনার্থ নিয়োজিত না হইয়া সর্ব্ব সাধারণের হিতার্থে প্রযোজিত হইয়াছে। কারণ রাজশক্তির কর্ত্তৃত্ব যেখানে আছে, সেখানে যে সব সময়ে একটা নির্দ্দিষ্ট মতলবের বশে কাজ চলিবে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বিশেষতঃ শক্তির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময়ে না হওয়াই সম্ভব। রাজনীতি ক্ষেত্রে শক্তি হস্তান্তরিত হইলে এরূপ ব্যাঙ্ক স্বীয় স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সক্ষম হয় না। এই আশঙ্কা যে অমূলক নয় দক্ষিণ আমেরিকার ব্যাঙ্কের ইতিহাসেও তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ইউরোপের আর্থিক ইতিহাসেও এই দৃষ্টান্ত বিরল নয়; গত যুদ্ধের সময় এবং পরে অনেকস্থলে এরূপ ঘটিয়াছে। ব্যাঙ্ক হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে টাকা যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে রাজকোষে কর্জ্জ দেওয়া হইলে অনেক সময় প্রচলিত মুদ্রার বিনিময় মূল্যের অত্যধিক হ্রাস হয়—উহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে বিস্তর বেগ পাইতে হয়; ঠিক এইজন্যই যুদ্ধের পর Franceএর মূল্যের অত্যন্ত পতন হইয়াছিল ও তজ্জন্য French Governmentকে অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। Franceএর মূল্য পতনের সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের ক্রয়-শক্তি অত্যন্ত হ্রাস হওয়ায়, ব্যাঙ্ক গভর্ণমেণ্টকে ক্রমান্বয়ে টাকা কর্জ্জ দিয়াও ফরাসী গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজন সিদ্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই; গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাধ্য হইয়া ক্রমান্বয়ে অত্যধিক পরিমাণে নোট অর্থাৎ কাগজের মুদ্রা বাহির করা হইয়াছিল,—যাহার পশ্চাতে আইন অনুসারে যে পরিমাণ নগদ টাকা

ব্যাঙ্কে মজুত থাকা উচিত তাহা ছিলনা ; যাহা ছিল তাহা তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিতকর। রাজা ইচ্ছা করিলে স্বদেশে কাগজের মুদ্রা চালাতে পারেন কিন্তু বিদেশের দেনা সোনায় শোধ দিতে হয়। কাগজের পেছনে স্বর্ণমুদ্রা নেই জানলে বৈদেশিক মহাজনেরাই কাগজের দর কমিয়ে দেয় —সে জন্ম মুদ্রার মূল্যের পতন হয় যে সব ব্যাঙ্ক কাগজের টাকা বাহির করে—তাহার জন্ম একটা আনুপাতিত নির্দ্ধারিত পরিমাণ নগদ টাকা ব্যাঙ্কে মজুত রাখা হয় ; যেখানে সেই অনুপাত রক্ষিত হয় না সেখানে কাগজের মূল্যের হ্রাস হয়।

ফ্রান্সে অনেকদিন পর্য্যন্ত ব্যাপারটা গোপন রাখিয়া দিলেও ১৯২৫ সালে Minister of Fianance স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে Legoe limit ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে অতিক্রম করিয়া বারো হাজার লক্ষ Franc মূল্যের অতিরিক্ত কাগজ মুদ্রা প্রচলিত হইতেছে। পরবর্ত্তী জুন মাসের উহার পরিমাণ তেইশ হাজার দুই শত পঞ্চাশ লক্ষ Franc এ পৌঁছিয়াছিল এবং এই সমস্ত কারণে ১৯২৬ সালে ফ্রান্সে Franc-এর মূল্যের অত্যন্ত পতন হইয়া এই সমস্ত দেশের আর্থিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রচলিত কাগজের মুদ্রার অনুরূপ স্বর্ণমুদ্রা মজুদ নাই, সুতরাং কাগজের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া যাইবে না—এইরূপ আশঙ্কার অনিবার্য্য ফল মুদ্রার মূল্য হ্রাস। অর্থ এবং বাণিজ্য জগতের কার্য্য এত গোল মেলে বলিয়া যে সমস্ত ব্যাঙ্ক ঐ কার্য্যের প্রধান সহায়ক সেখানে গভর্ণমেণ্টের শাসন ক্ষমতা বেশী থাকিলে অনেক সময়ে দেশের প্রধান অর্থশালী ব্যক্তির স্বার্থের অনুকূলে ঐ ক্ষমতা প্রযুক্ত হইয়া সাধারণের ও দেশের ক্ষতিকারক হইয়া উঠে। রাজ নৈতিক চক্রান্তে অনেক সময়ে সাধারণের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা হয় না। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যে এইরূপ ঘটনা সম্ভবপর নয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐরূপই ঘটিয়া থাকে। অর্থনীতি জটীল—রাজনৈতিকগণ স্বভাবতঃই কুটিল। জটিলে কুটীলের মিলনে সে জন্য সব সময়েই গণ্ডগোল সৃষ্টি করাই সম্ভব।

কেন্দ্রী ব্যাঙ্ক গভর্ণমেণ্টের হিসাবে যে সব কার্য্য করে তাহা সাধারণতঃ প্রত্যেক ব্যাঙ্কের চার্টারে অর্থাৎ সনন্দে লেখা থাকে। জাতীয় দেনার হিসাব রাখা, রাজকোষের সমুদয় অর্থ রক্ষা ও তাহার হিসাব রাখা তাহার প্রধান কার্য্য।

কাগজ মুদ্রার প্রচলনের দ্বারা ব্যাঙ্কের অনেক লাভ হয়। সেজন্য এই সকল ব্যাঙ্কের লাভের কতক অংশ রাজ-ভাণ্ডারে যায়।

অবশ্য লভ্যের অংশ সর্ব্বপ্রথমে অংশীগণের মধ্যে একটী নির্দ্দিষ্ট হারে বণ্টন করিয়া দিয়া বাকী যাহা থাকে তাহা হইতে ব্যাঙ্কের Reserve এর জন্য কর্ত্তন করিয়া অবশিষ্ট অংশ গভর্ণমেণ্ট পাইয়া থাকে। অপর দিকে ব্যাঙ্কও অন্যান্য অনেক টেক্স হইতে ছাড় পায়। যথা— Riechs Bank আয়কর, মিউনিসিপ্যাল কর, বা ব্যবসায় দরুণ কর—এই সব দেয় না। Bank of Greece এ সেই ব্যবস্থা। অন্যান্য দেশ যেমন Austria Hungery প্রভৃতি দেশেও এই ব্যবস্থা।

ইংলণ্ডে, নরওয়ে দেশে (১৯২০ সালের পর হইতে) এবং জাপানে আইনানুসারে কি পরিমাণ নোট প্রচলিত করিতে পারিবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করা আছে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অধিক যে নোট চলিবে তাহার জন্য পূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা অর্থাৎ শতকরা ১০০৲ টাকা মজুত রাখিতে হইবে।

Bank of Spain ৪০০ কোটী পিয়াস্তা মুদ্রার

নোট প্রচলন করিতে পারে, যাহার দরুণ শতকরা ৪৪ ভাগ ধাতু মুদ্রা মজুদ রাখিতে হয়। ৪০ ভাগ পরিমাণ সোণা নিশ্চয় থাকিবে। এর উপর নোট প্রচলন করিলে উর্দ্ধসংখ্যা ৫০০ কোটী পিয়াস্তা করিতে পারিবে এবং সে জন্য ৬০ ভাগ ধাতুমুদ্রা করিতে হইবে। সোনার পরিমাণ অন্ততঃ ৫০ ভাগ রাখা চাই।

Belgiumএ প্রচলিত নোটের শতকরা ৪০ ভাগ সোণা ও বৈদেশিক কাগজাদি যাহা ইচ্ছামাত্র নগদে পরিণত করিতে পারা যায়; তাহার ১২ আনা অর্থাৎ ৩/৪ ভাগ সোনা নিশ্চয় থাকিবে।

চিলিতে প্রচলিত নোটের ৫০ ভাগ যে সব জমা টাকা London ও Newyork এ চাইবা মাত্র মেলে সে রকমে রাখিলেও চলে।

Czechoslokia, Hungery, Poland ও Belgium ও Finland দেশে ও এই নিয়মে চলে।

সোনার পরিবর্ত্তে বৈদেশিক মুদ্রার কাগজ, যাহার বিনিময়ে নগদ মুদ্রা বিদেশে পাওয়া যায় — এ ব্যবস্থায় সাধারণতঃ কোন অসুবিধা না থাকিলে ও কোন দেশে হঠাৎ যুদ্ধ বাধিলে নগদ টাকা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম!

আমেরিকার সমুদয় Federal Roserve Bank গুলির শাসনভার Washsington সহরে যে Federal Reserve Board আছে তৎকর্ত্তৃক সম্পন্ন করা হয়। ঐ বোর্ডে যুক্ত রাজ্যের President ৫ জন বে-সরকারী সভ্য নিযুক্ত করিবেন, যাহাদের ভিতর হইতে ১ জনকে Governor করা হইবে। এ ছাড়া Secretary of the Currency ও Controller of Currency এরা দুজন Ex officeর মেম্বর হইবেন। গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা বোর্ডের উপর কি পরিমাণ তাহা নির্দ্দিষ্ট করা আছে। যে সরকারী সভ্যদের ভিতর হইতে বাছাই করিয়া Governor নিযুক্ত করার জন্য উহা সরকারের কবল থেকে অনেকটা মুক্ত আছে। সরকার কতকগুলি লোক মনোনীত করিতে পারিবেন বলিয়া এর উদ্দেশ্য ইহা নয় যে ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃত্ব সরকারের হাতে আসিয়া যদৃচ্ছাক্রমে কার্য্য করিবেন। এটা শুধু এই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যে, যে সব লোকের উপর সরকারের বিশ্বাস আছে, এমন লোক নির্ব্বাচন ক'রে সরকার অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকেন, যে উপযুক্ত লোকের হাতে কর্ম্মভার রাখা হয়েছে। এই সমস্ত নিয়োগ দশ বছরের জন্য করা হয়। দশ বছর সময়টা কিছু বেশী। কিন্তু খুব কম সময়ের জন্য হ'লে নির্ব্বাচিত লোকেরা সরকারের মনস্তুষ্টি সাধন ক'রে যাতে আরও কিছুদিন থাকতে পারে তার চেষ্টা কর্ত্তে পারে বলে সেটাও ভাল নয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া অযোগ্য লোক থাকারও বিপদ আছে। কেন্দ্রী ব্যাঙ্ক গুলির সহিত সরকারের সংশ্রব থাকায় জনসাধারণের এই বিশ্বাস থাকে যে উহা বহুদর্শী বিজ্ঞ ও উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া দেশের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে। নানা দেশের দশটা বড় বড় 'কেন্দ্রী' ব্যাঙ্কের যে মোটামুটী খবর পাওয়া গেল, উহা হইতে আমরা প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কের একটা পরিষ্কার ধারণা পেলাম। এখন উহা কার্য্যে পরিণত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয় গুলির সম্বন্ধে বিবেচনা করা দরকার।—যথাঃ—

১। **Caiptal বা মূলধন।**

'কেন্দ্রী' ব্যাঙ্কের কত টাকা মূলধন হওয়া উচিত? উহার পরিমাণ এমন হওয়া উচিত

যাহাতে উহা Depositor ও note holderদের বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ হয়। যার নিজের বেশী মূলধন নেই তাকে বিশ্বাস ক'রে সাধারণে টাকা রাখতে বা তৎকর্তৃক প্রচলিত নোট লইতে ভরসা করে না। মূলধন এমন যথেষ্ট হওয়া দরকার যে কোন রকম কারবারে লোকসান হইলেও ঐ টাকা হইতে পাওনাদারের দেনা মিটাইতে পারা যায়। দ্বিতীয়তঃ ঐ টাকাতেই টাকার বাজারে সে হাত ফিরি করে দু'পয়সা কর্ত্তে পারে। খুব বেশী মূলধন লওয়ার একটা অসুবিধা এই যে যদি উপযুক্ত ভাবে উহা খাটাইয়া লাভ না করা যায়, তাহা হইলে পরিণামে ব্যাঙ্ককে ডিভিডেণ্ট দিবার জন্য একটা ভারী দায়ীত্ব রাখতে হয়, কিম্বা ডিভিডেণ্ড দিতে হবে বলে এমন ভাবে খাটাতে হয় যেখানে বেশী লাভ হবার সম্ভাবনা আছে। সেরূপভাবে টাকা খাটান Centarl Bankএর পক্ষে অনুচিত। ১৯২৫।২৬ সালে ভারতবর্ষে Currency and Financeএর জন্য যে Royal Commission বসিয়াছিল, যাহার উদ্দেশ্য Reserve Bank of India স্থাপন করা। ঐ Commissionও এই মতের পোষকতা করিয়াছিলেন অর্থাৎ Central Bankএর মূলধন খুব বেশী হওয়ার দরকার নাই।

Federal Reserve Bankএর অনুকরণে এই জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রস্তুত করিতে হইলে উহার মূলধন যারা নিখিল বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক সংঘের সভ্য হইবেন তাঁদেরই দিতে হইবে। আমেরিকাতে প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে তাহার মূলধন ও Resrveএর অনুপাতে শতকরা ৬৲ টাকা করে মূলধন দিবার ব্যবস্থা আছে; ইহাতে না কুলাইলে এ ছাড়া বাহিরের কারুর কাছ থেকে State হইতেও মূলধন লওয়ার ব্যবস্থা আছে। কোন কোন ব্যাঙ্কে উহার পরিমাণ শতকরা ১০৲ হইতে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত।

এখন একটা কথা হচ্ছে এই যে এই জাতীয় ব্যাঙ্ক কোন সম্প্রদায়-বিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি হবে, না সর্ব্বসাধারণে উহা অধিকার করিবে।

১। সম্প্রদায় বিশেষের হাতে গেলে উহা তাহাদের নিজেদের স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার ফলে ব্যাঙ্ক বিপথে চালিত করিবার আশঙ্কা খুব আছে, কারণ Director তাঁদের নিজেদের ভিতর হইতে নির্ব্বাচিত হইবে।

২। তারপর মূলধন যোল আনাই আদায় করা হইবে বা কতক বর্ত্তমানে লইয়া বাকী টাকা ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য ফেলিয়া রাখা হইবে? ভবিষ্যতে ফেলে রাখার উদ্দেশ্য এখন যারা Share Subscribe করিল, তারা নামে অনেক টাকার Share লইলেও নগদ সব টাকা ঘর থেকে বাহির করিল না, তবে বাইরের লোকে ভাবলে খুব মোটা মূলধনের কারবার কচ্চে, সুতরাং এদের বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু যদি ব্যাঙ্কের দুর্দ্দিন আসে তখন যাদের Shareএর টাকা বাকী আছে তাদের নিকট উহা চাহিলে অনেক সময়ে সে টাকা নাও পাওয়া যেতে পারে। "Fully paid up Share" issue করা সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত। কারণ উহা বাজারে সহজে চলিতে পারে। যেখানে ভবিষ্যতে একটা দায়িত্ব থাকে সেটা সহজে লোকে নিতে চায় না।

৩। তারপর এই ব্যাঙ্ক কিরূপ কারবারে টাকা খাটাইবে সেইটা সর্ব্বপ্রথম বিবেচ্য। কোন রকম ঝুঁকির কাজ একেবারে করিবে না এই ব্যবস্থা দরকার। কোম্পানীর কাগজ, Ray or Port trust Debenture ও খুব ভাল Joint Stock Companyর Dentureএ টাকা খাটান, অবশ্য যে সব Debentrueএ first charge

আছে ও ঐরূপ Security জামিনে কর্জ্জ দেওয়া ছাড়া অন্য কোন রকমে লগ্নী করা উচিত নয়। আর একটা প্রধান কাজ হবে 'সঙ্গী' ব্যাঙ্ক গুলির স্বাক্ষরিত হুণ্ডির উপর বা উহাদের জামিনে কি পরিমাণ টাকা দিবে সেটা বিশেষ বিবেচনা করিয়া নির্দ্ধারণ করা। ঐরূপ ব্যাঙ্ক বিপদে পড়িলে কি অর্থের টানাটানি হইলে 'কেন্দ্রী' ব্যাঙ্ক হইতে কি পরিমাণ টাকা কর্জ্জ পাইতে পারিবে সেটা স্থির করিতে হইলে প্রথম উহার অবস্থা কেমন ও কত-দিনে শোধ করিবে ও 'কেন্দ্রী' ব্যাঙ্ক নিরাপদে Credit দিতে পারে কি না এগুলি সর্ব্বাগ্রে দেখা উচিত। একমাস হইতে তিন মাসের বেশী দিনের জন্য কোন কর্জ্জ দেওয়া 'কেন্দ্রী' ব্যাঙ্কের পক্ষে অনুচিত। মাস মাস সুদ যথা সময়ে না পাইলে খাতকের উপর খুব সুতীক্ষ্ণ নজর রাখিতে হইবে ও ঐ টাকা যত সত্বর আদায় করা যাইতে পারা যায় অবিলম্বে তদুপায় করিতে হইবে। সাধারণ ব্যাঙ্কের মত অংশীগণ লাভের টাকা যদৃচ্ছা বণ্টন করিতে পারিবে না। ইহা একটা জাতীয় অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠান যাহাতে খুব দৃঢ়ভাবে গ'ড়ে ওঠে সে দিকে নজর রাখা সব সময় দরকার। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত টাকা Reserveএ জমা করা হইবে। Divident শতকরা ৪॥৹ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে খুব স্বচ্ছল সময়ে ৬৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারিবে; উহার অধিক লইতে পারিবে না এইরূপ বাঁধা ধরা নিয়ম করা উচিত। প্রথমে Bad ও Doubtfull debts এর জন্য একটা ব্যবস্থা রেখে বাকী যা থাকবে তা থেকে ডিভিডেণ্ড লইয়া উদ্বৃত্ত টাকা অপর Reserveএ জমা করিবে ও সমুদয় টাকা যা Reserveএ জমা থাকিবে তা নগদ মুদ্রা বা কোম্পানীর কাগজে স্বতন্ত্র মজুদ রাখিতে হইবে। Reserve অধিকাংশ স্থলে কাগজে কলমে থাকে সেটার কোন অস্তিত্ব নাই। লভ্যাংশের অর্দ্ধেক হইতে ⅓ ভাগ পর্য্যন্ত Reserve রাখা উচিত। Reserve গঠন করাই এই ব্যাঙ্কের বিশেষ উদ্দেশ্য হওয়া দরকার। যত মূলধন তত Reserve যতদিন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত Dividend যত কম হয় ততই ভাল। এ সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের ব্যবস্থায় কি তদনুসরণে একটী নিয়ম করিতে হইবে।

কার্য্য পরিচালনা।

সাধারণতঃ প্রত্যেক কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনার ভার কোম্পানীর অংশীদের ভিতর হইতে নির্ব্বাচিত ডিরেক্টর বা কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত থাকে। তাঁহারাই কোম্পানীর সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু জাতীয় অনুষ্ঠানে যাহাতে সাধারণের গতি অবাধ থাকে তার ব্যবস্থা করা উচিত।

সাধারণের নিকট ইহাতে ব্যাঙ্কের খুব কদর বাড়িবে ও সকলের বিশ্বাসের কারণও হইবে। সকল দেশের 'কেন্দ্রী' ব্যাঙ্কের উপর গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা থাকে, তার কারণ,—গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তারা অনেক সুবিধা পায়, কিন্তু এ দেশে এরূপ সুবিধা পাওয়া যাবে না। সে সব দেশে গভর্ণমেণ্টের কার্য্য নির্ব্বাহক ও ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যদের ভিতর হইতে কতকগুলি Director নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু France, Nether Land South Africa, Austria এবং অন্যান্য দেশে যেখানে Bank বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান সেই সমস্ত দেশে গভর্ণমেণ্ট ২।১ জন লোককে ঐ সমস্ত দেশের কেন্দ্রী ব্যাঙ্কের Directorএর পদে মনোনীত করেন। বাকী অধিকাংশ Director কোম্পানীর

অংশীগণ নিজেরাই ঠিক করিয়া লয়েন। এইরূপে যাহাদের টাকায় উহা গঠিত হইয়াছে তাহাদের স্বার্থ ও সাধারণের স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সম্পাদিত হয়। কিন্তু এ সকল দেশে Bankএর গভর্ণর বা Board এর President কিম্বা তাহার ডেপুটী এই সমস্ত প্রধান পদ অধিকাংশস্থলেই সরকারী কর্ম্মচারী দ্বারা পূর্ণ করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থা ভেদে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা আছে। তবে 'কেন্দ্রী' ব্যাঙ্ক সকলের প্রধান কার্য্য অন্যান্য মহাজনী ব্যাঙ্কের সঙ্গে। যেহেতু উহাদের অর্থে প্রধানতঃ এই ব্যাঙ্ক গঠিত হওয়ার দরুণ একটা ব্যবস্থা সব দেশে আছে যে তাহাদের কোন রকম কর্তৃত্ব এই Bankএ থাকিবে না। ঐ সমস্ত Bankএর ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় উহাদের পরিচালকদিগের মতলব ও তাহাদের স্বার্থের প্রতিকূলে না যাইয়া অনুকূলেই নিযুক্ত হয়। Bank of Englandএর যে Board of Director আছে উহাতে Joint Stock Bankএর Bill Discounter কিম্বা বিলের দালাল এমন কেহই স্থান পায় না। অধিকন্তু অপর কোন ব্যাঙ্কএর Director কিম্বা কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত Common wealth Bank of Australia, South African Reserve Bank ও The National Bank of Zcehoslovakia এদের কাছে 'কেন্দ্রী' ব্যাঙ্কের Director হবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তবে যুক্ত রাজ্যে, চিলি, স্পেন দেশেতে ঐ সমস্ত Bankএর Boardএ প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব কম। Austrian National Bankএর ১৪ জন Directorএর ভিতর ৪ জন অপর ব্যাঙ্ক হইতে মনোনীত হয়। তবে সব দেশে উহাতেই তদ্দেশবাসী লোকেরাই নির্ব্বাচনের যোগ্য, অর্থাৎ কোন বিদেশীর স্থান সেখানে নাই। চিলিতে এই ব্যবস্থার একটু ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেখানে Boardএ একজন Director বৈদেশিক ব্যাঙ্কের তরফ হইতে নির্ব্বাচিত হয় এবং Reichs Bankএর পুনঃগঠনের সময় তাহার তৎকালীন অবস্থার বিশেষত্ব হেতু ৭ জন বৈদেশিক Director ও ৭জন জার্ম্মাণ জাতীয় Directorএর ব্যবস্থা আছে। যে দেশে আবহমানকাল ধরিয়া বিশিষ্ট কোন প্রচলিত প্রথা নাই সেখানে Central Bank গঠনের উপলক্ষে ব্যবস্থা প্রণয়নের সময় যাহাতে উহার কার্য্য পরিচালনের ভার সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে পড়ে তাহা করা হয়। Reserve Bank of South Africaয় ব্যবস্থা আছে যে ৬জন নির্ব্বাচিত সভ্যের ভিতর তিনজন এমন ধারা লোক হইবে, যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে নিযুক্ত আছে। একজন কৃষি সংক্রান্ত ব্যাপারে আর দুজন শ্রম শিল্পের ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট আছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

Audit বা হিসাব পরীক্ষা।

এই সমস্ত ব্যাঙ্কের হিসাব পরীক্ষা খুব সূক্ষ্মভাবে ও বিশেষভাবে তদারক ও অনুসন্ধান করিয়া যাহাতে সম্পন্ন হয় তজ্জন্য যত রকম উপায় করা যাইতে পারে তাহায় ব্যবস্থা থাকা দরকার। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাবে নজর থাকিলে তবেই সেখানে গণ্ডগোলের সম্ভাবনা থাকে না। হিসাবে এলাকাড়ি অর্থাৎ ঢিলা পড়িলেই সেখানে যত জঞ্জাল আসিয়া দাঁড়ায়। নাম মাত্র ২ জন কি একজন Auditor মামুলি

প্রথামত নিযুক্ত করিয়া Director ও Share holderগণ নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে থাকিলেন, তাহাতে কার্য্য চলে না। খুব আট পিটে কর্ম্মিষ্ঠ একদল হিসাব পরীক্ষক চারিদিক থেকে সর্ব্বদা কার্য্যে নজর রাখিবে। এ ছাড়া যে সমস্ত সঙ্গী ব্যাঙ্ক, এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে কর্ম্মসূত্রে টাকা কড়ি দেনা পাওনার কারবার করিবেন—সেই সমস্ত ব্যাঙ্কের হিসাব নখদর্পণে এই "কেন্দ্রী" ব্যাঙ্কের থাকা উচিত। তাহাদের প্রস্তুত হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া অনেক টাকার Credit তাদের দেওয়া উচিত নয়. তাদের তরফে এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক বা Depositorদের তরফ থেকে এইরূপ হিসাব পরীক্ষা হইলে সকলের পক্ষেই উহা নিরুদ্বেগের কারণ হয়, সুতরাং এই সুবিধা ত্যাগ করা উচিত নয়। 'কেন্দ্রী' ব্যাঙ্ক প্রতি সপ্তাহে Return প্রকাশ করার ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই আছে। এ ছাড়া অনেক জায়গায় ষাণ্মাষিক লাভ লোকসানের হিসাব প্রকাশ করা হয়। এই সমস্ত হিসাব ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে যত শীঘ্র হয় প্রকাশ করা উচিত। এদেশে অনেক Joint Stock Company নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়ার এক বৎসরের কিম্বা ততোধিক সময়ের পরেও উহা প্রকাশ করে না। অনেকে এক সঙ্গে ২।৩ বৎসরের হিসাব প্রকাশ করে। তারা কি ক'রে যে আইনের হাত এড়িয়ে নির্ব্বিঘ্নে চলে তা বুঝতে আমরা অক্ষম।

উপসংহার।

১। বিভিন্ন দেশের প্রচলিত "কেন্দ্রী-ব্যাঙ্ক" সমূহের কার্য্য-পদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গেল যে Note Issue করা ঐ সকল ব্যাঙ্কের একটী প্রধান কার্য্য। এবং সেই জন্যই ঐ সকল ব্যাঙ্ক ইচ্ছামত বাজারে Credit এর প্রসার বা সঙ্কোচ সাধন করিয়া দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যের সহায়তা করিয়া তাহা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপথে চালিত করে।

২। এই জাতীয় সকল Bank এর পশ্চাতে বৃহৎ রাজ শক্তি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে বর্ত্তমান। ভারতবর্ষে নব-প্রস্তাবিত Reserve Bank of India যাহার গঠন করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট কিছুকাল পূর্ব্বে চেষ্টা করিয়া ছিলেন, ঐ ব্যাঙ্ক গঠিত হইলে উহা ভারতে'কেন্দ্রী'ব্যাঙ্ক হইতে পারিত। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার স্থানে বাংলা দেশের সমুদায় বাঙ্গালীর Bank গুলি সকলে মিলিয়া সমবেত চেষ্টার দ্বারা যে Federal Bank গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, উহা যথার্থ কেন্দ্রী ব্যাঙ্ক এর কার্য্য ভার গ্রহণ করিতে পারিবে কিনা, কিম্বা তাহার অভাব মিটাইতে সমর্থ হইবে কিনা সেটা খুবই সন্দেহের বিষয় মনে হয়। যাহা হউক প্রারম্ভেই উদ্যম ব্যর্থ হওয়ার বা উদ্যম হইতে বিরত হওয়ার মত কোন রূপ চিন্তা দ্বারা কাহাকেও নিরুৎসাহ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে কার্য্যটী যতটা সহজসাধ্য প্রথমে মনে করিয়া ছিলাম, এখন সে সম্বন্ধে যত আলোচনা করিতেছি ততই ধারনা পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতেছি, এবং আমার বোধ হয়, যে সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি এই কার্য্যের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে ব্যাপারটী যত সহজসাধ্য তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন উহা প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে; অপিচ দুঃসাধ্য এবং অতিশয় কঠিন ও গুরুতর।

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কের যাহারা সভ্য হইবে, বাংলা দেশে এইরূপ ৫০০ Bank ও Co-operative Companyর কত মূলধন ও কত টাকা তাহাদের Reserve রূপে মজুদ আছে, এবং সাধারণের

নিকট হইতে গচ্ছিত হিসাবে কত টাকা তাহারা আমানতী জমা রূপে প্রাপ্ত হইয়াছে এই সমস্তের সঠিক অঙ্ক না জানিলে এই Bank এর মূলধন এক কোটী টাকা কিম্বা ততোধিক টাকা হওয়া আবশ্যক তাহা কিছুই নির্দ্ধারণ করা যায় না। একটা মনগড়া অঙ্ক পাত করিলে এ কার্য্য চলিবে না। কারণ যাহাদের আশা দিতেছি যে তাদের দুর্দ্দিনে অভাবের সময় সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে; বাস্তবিক সেটা কতটা সম্ভবপর কিম্বা একটা মৌখিক স্তোক বাক্য এবং স্তোক বাক্য না হইলেও যে গুরুভার গ্রহণে অগ্রসর হইতেছি উহার প্রকৃত গুরুত্ব কতটা, তাহার একটা সঠিক সংবাদ জানা একান্তই প্রয়োজন। তাহার পর এ সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা করিবার সময় আসিবে। এখন এই পর্য্যন্ত।

এ সম্বন্ধে যাহারা বিস্তারিত বিবরণ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে Dr Kemmerer এর Federal Reserve System, Kisch ও Elkin এর Central Banks ও Loan এর ব্যাকিং ও সর্ব্বশেষে ভারত গভর্ণমেণ্টের Reserve Bank of India র যে পাণ্ডুলিপি গত ১৯২৮ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে Gazetee of India, Part V এ বাহির হইয়াছিল, এই গুলি পাঠ করিতে পরামর্শ দেই।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র বসু।

ভ্রম সংশোধন ঃ—

জ্যৈষ্ঠ মাসের ব্যবসা ও বাণিজ্যে ১১৮ পৃষ্ঠায় ৬ লাইনে স্যার রমেশের পরিবর্ত্তে স্যার প্রভাস চন্দ্র মিত্র হইবে।
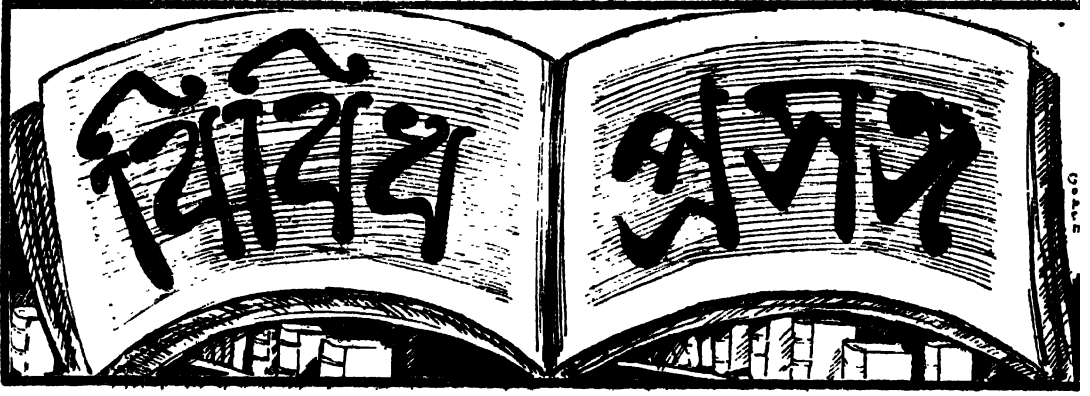
টালীগঞ্জ কৃষি বিদ্যালয়

বিনা বেতনে কৃষি শিক্ষা

ফার্টিলাইজার প্রপাগাণ্ডা অফ্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক পরিচালিত টালীগঞ্জের কৃষি বিদ্যালয়ে এক বৎসর উন্নতি ধরণের কৃষি শিক্ষা দিবার জন্য ২০ জন ছাত্র ভর্ত্তি করা হইবে। যাহারা অন্ততঃ ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পাঠ করে নাই, যাহাদের দেহ শক্তিশালী নহে এবং যাহারা মাঠে কাজ করা পছন্দ করে না তাহাদিগকে ভর্ত্তি করা হইবে না। শিক্ষা কাল এক বৎসর। এই সময় কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞান এবং ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষা দেওয়া হইবে। ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়ে থাকিয়াই শিক্ষালাভ করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের সহিত সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রপাতি সমন্বিত একটি কৃষিক্ষেত্রও আছে। ছাত্রদিগের থাকিবার, খাইবার এবং শিক্ষার বাবদ কোন খরচ লাগিবে না।

যাহারা এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে অবিলম্বে ১৮নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা এই ঠিকানায় ফার্টিলাইজার প্রপাগাণ্ডা অফ্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ডিরেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

বাঙ্গলার শিল্প সমস্যা

গবর্ণরের প্যানেল গঠন

সপরিষদ বাঙ্গলার গবর্ণর বাঙ্গলার শিল্প সম্বন্ধীয় দ্বন্দ্ব মিটাইবার জন্য ১৯২৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এক বৎসর সময়ের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তি বর্গকে লইয়া একটি প্যানেল গঠিত করিয়াছেন,—

মিঃ ই, জি, এর্ব্বট, মিঃ বি, ই, জি, এডিচস, স্যার রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জী, মিঃ ই, এস, টার্লটন, মিঃ আর, এ, টাউলার, মিঃ এ, এল, ওঝা এম, এল, সি, মিঃ কে, দত্ত, মিঃ ডি, পি, খৈতান, মিঃ এন, রাজাবালী, মিঃ আনন্দজী হরিদাস, বাবু হনুমান প্রসাদ সারাফ, বাবু ভজনবিহারী সাহা, বাবু লালমোহন সাহা, চেভালিয়ার এডোওয়ার্ড পেলিটি, মিঃ জে, কুপার ডেভী, মিঃ ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জী, কুমার স্থরেন্দ্রনাথ লাহা, মিঃ এন, আর সরকার, এম, এল, সি, মিঃ জি, ডি, শ্রফ, মিঃ সৈয়দ এফ্.ন আলি, রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর আই, এস, ও, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মিঃ কে, সি রায় চৌধুরী এম, এল, সি, ডাঃ এইচ, ডব্লিউ, বি, মরেনো, মিঃ এম, দাউদ, মিঃ এল, টি, ম্যাগুইর এবং মৌলবী লতাফৎ হোসেন এম, এল সি।

"আন্তর্জ্জাতিক মূষিক মহাসভা"

ইঁদুর মারিবার উপায় কি ?

ভারতে ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যু

প্যারিসের ১৭ই মের সংবাদে প্রকাশ যে, ইঁদুরদিগকে মারিবার উৎকৃষ্ট উপায় কি, তৎসম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য সরবোনাতে আন্তর্জ্জাতিক মূষিক মহাসভার অধিবেশন হইতেছে। কি প্রকারে ইঁদুরদিগকে সবংশে ধ্বংস করা যায়, তাহা সহরতলীতে এবং জাহাজ সমূহে একপ্রকার গ্যাসের ব্যবহার দ্বারা দেখান হইতেছে।

একাডেমি অব্ মেডিসেনের অধ্যাপক গ্যাব্রিয়েল পেটিট্ বলিতেছেন যে, যুক্তরাজ্যে ইঁদুরের উৎপাতে ২০ কোটি পাউণ্ড বা ১৬০ কোটি টাকার অধিক মূল্যের কৃষিজাত দ্রব্যের অনিষ্ট হইয়াছে এবং ফ্রান্সেও ৪ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কৃষির ক্ষতি হইয়াছে।

গত ২০ বৎসরে ইঁদুরের জন্য ভারতবর্ষে ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

খাদ্যদ্রব্য তদন্ত——

আজকাল খাদ্যদ্রব্যে অবাধে ভেজাল চলিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই এবং ঐ সমুদয় ভেজাল খাদ্যদ্রব্য খাইয়া লোকের যে স্বাস্থ্যহানি হইতেছে তাহাও নিশ্চয়। সুখের বিষয় গবর্ণমেণ্টের এ বিষয় দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাঙ্গলা সরকার ঐ সংক্রান্ত তদন্ত করিবার জন্য দুই সহস্র টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। সেজন্য স্বাস্থ্যবিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ বেণ্টলির তত্ত্বাবধানে তিনজন ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রাথমিক তদন্তের কার্য্য আপাততঃ কলিকাতা সহরে চলিতেছে, তৎপরে পল্লীগ্রাম সমূহেও ঐরূপ তদন্ত হইবে।

—:*:—

বঙ্গীয় স্বাস্থ্য বিভাগ——

সমগ্র বঙ্গদেশে প্রায় ৬০০ থানা আছে। প্রত্যেক থানায় এক একটী করিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করিয়া তাহার জন্য একজন করিয়া হেল্‌থ অফিসার নিয়োগের সঙ্কল্প করিয়া বর্ত্তমান বৎসরে ২৫৫টী কেন্দ্রের জন্য ২৫৫ জন স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীর জন্য বঙ্গীয় সরকার এবার ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রত্যেক থানায় একটী করিয়া ঐরূপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইলে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। আপাততঃ বাঙ্গলা সরকার উহার অর্দ্ধেক টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন তাহা অবশ্যই খুব প্রশংসার কথা। এই সমস্ত স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীগণ জেলাবোর্ডের তত্ত্বাবধানে কার্য্য করিবেন এবং প্রত্যেক জেলায় কলেরা বসন্ত আদি সংক্রামক পীড়া আদি নিবারণের চেষ্টা করিবেন। যাহাতে এই অর্থের সদ্ব্যবহার হয় তৎপ্রতি বঙ্গীয় স্বাস্থ্য বিভাগেরও বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ভারতীয় বিমান কোম্পানী

বিমানপোতে যাত্রী বহন

বোম্বাই, ১লা মে

ভারতের বিভিন্ন সহর হইতে যাত্রী বহন করিবার জন্য সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ইষ্টার্ণ এয়ারওয়েস লিমিটেড এই নামে একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর কার্য্য দুই মাসের মধ্যে আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। শীঘ্রই

জার্ম্মানী ও ইংলণ্ডে নির্ম্মিত বিমানপোত বোম্বাইয়ে আসিবে এবং সম্ভবতঃ বড়লাট এই কোম্পানীর উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। এই কোম্পানীর ১২জন ডিরেক্টর থাকিবেন তন্মধ্যে ইতিমধ্যেই পাঁচজন ডিরেক্টর পাওয়া গিয়াছে। এই পাঁচ জনের নাম—শেঠ যমুনাদাস মেঘজী, বল্লভদাস, ডাঃ লিকার, ডাঃ ডি, ডি, প্যাটেল, এবং বি, বি, আত্রেয়ী—ফ্রী প্রেস

আফিং সেবন হ্রাসের চেষ্টা

আসাম গবর্ণমেণ্টের ইস্তাহার

শিলং ১৪ই মে

আসাম গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ইস্তাহার জারী করিয়াছেন—

আসাম ব্যবস্থাপক সভার ১৯২৭ সালের ১৮ই জুলাইর প্রস্তাব অনুসারে আসাম গবর্ণমেণ্ট এই ভাবে বার্ষিক আফিং সেবনের পরিমাণ কমাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ৫০ বৎসরের কম বয়স্ক লোকেরা বার্ষিক যতটা আফিং খায় তাহার শতকরা ১০ ভাগ কমাইতে হইবে। অবশ্য ইহার জন্য কতকগুলি কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন হইবে এবং তাহার জন্য কিছু টাকাও ব্যয় করিতে হইবে। আফিং সেবন কমাইবার জন্য যে টাকার দরকার হইবে তাহা যদি ব্যবস্থাপক সভা মঞ্জুর করে তাহা হইলে আবগারী বিভাগের জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগের উপর পূর্ব্বোক্ত ভাবে আফিং সেবন কমাইবার জন্য আদেশ দেওয়া হইবে। ইহার ফলে খুব সম্ভব গোপনে আফিং বিক্রয় হইবে। উহা যাহাতে না হইতে পারে তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট সাধারণের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছেন। যে গোপনে আফিং বিক্রয়ের সংবাদ দিবে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে পুরস্কৃত করিবেন।

—ফ্রি প্রেস।

জানিবার বিষয়।

ভারতের শেষ মোগল বাদশাহ রেঙ্গুনের ৩নং থিয়েটার রোডে সমাহিত হইয়াছেন।

১৮৯৮ সাল হইতে মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসর ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের ৫৪ ক্রোর টাকা উদ্বৃত ছিল। ১৯১৩ হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত ৮৯ ক্রোর টাকা লোকসান হইয়াছে।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের

আয় ৪০·৭ ক্রোর টাকা

ভারত গবর্ণমেণ্টকে বঙ্গীয়

গবর্ণমেণ্ট দেয় ২৯·৩৭ ক্রোর টাকা

বঙ্গদেশ হইতে রপ্তানি পাটের উপর যে শুল্ক আদায় হয় তাহাতে ভারত গবর্ণমেণ্ট গত বৎসর ৪২০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে।

ইস্পাতের উপর শুল্ক স্থাপন করিয়া গত পাঁচ বৎসরে ভারত গবর্ণমেণ্টের ২০ ক্রোর টাকা আয় হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট ২০ ক্রোর টাকা ভারতীয় ইস্পাতের কারখানা সমূহকে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন।

বনবিভাগে চাকুরী

আগষ্ট মাসে প্রতিযোগিতা

সিমলা, ২রা মে

বনবিভাগে চাকুরীর উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য ছাত্র সংগ্রহার্থ আগামী আগষ্ট মাসে দিল্লীতে এক প্রতিযোগিতা পরীক্ষা হইবে। —এ পি

ভূগর্ভে প্রাচীন নগর

জনৈক আমেরিকান আবিষ্কর্ত্তা শ্যামদেশের জঙ্গলে অনুসন্ধান করিতে করিতে ভূগর্ভে প্রোথিত একটি প্রাচীন নগরী আবিষ্কার করিয়াছেন। এঙ্কোর হইতে এই নগরীটি ১৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এরূপ বিশ্বাস যে, এই সুবৃহৎ নগরীটিতে এক লক্ষ লোক বসবাস করিত। —'সম্মিলনী'।

কুমারীর কৃতিত্ব

কৃষি পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক কৃষি পরীক্ষায় পুনা কৃষি কলেজের কুমারী রাজুবাঈ গুজদার প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

ভারতে অর্থ সঞ্চয়

পোষ্টাফিসে রাখা বৃদ্ধি

ভারতের লোকেরা পূর্ব্বে তাহাদের ব্যয়ের উদ্বৃত্ত টাকা মাটীর নীচে পুতিয়া বা সেইরূপ অন্য কোন উপায়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিত। গত ১০ বৎসরে লোকের সে স্পৃহা কমিয়া গিয়াছে; তাহারা পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক,পোষ্টাল ক্যাস সার্টিফিকেট, কো-অপারেটিভ সোসাইটী, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থানে এখন টাকা জমাইয়া রাখে। ১৯১৭-১৯ খৃষ্টাব্দে পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে মোট ১৬ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা জমা ছিল। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে উহা ২২ কোটি ২৬ লক্ষে দাঁড়াইয়াছিল—ক্রমে বাড়িয়া ১৯২৪-২৫এ ২৫ কোটি ৬৪ লক্ষ, ১৯২৫-২৬এ ২৭ কোটি ২৫ লক্ষ এবং ১৯২৬ ২৭এ ২৯ কোটি ৪৯ লক্ষ হয়। অর্থাৎ ৯ বৎসরের মধ্যে জমা টাকার পরিমাণ ১২ কোটি ৯০ লক্ষ বাড়িয়া গিয়াছে।

পোষ্টাল ক্যাস সার্টিফিকেট বিক্রয়ও খুব বাড়িয়া গিয়াছে; ১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৮ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার ক্যাস সার্টিফিকেট ছিল। ১৯২৪-২৫এ উহা ১৩ কোটি ১২ লক্ষে পরিণত হয়। ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে তাহা ১৭ কোটি ৮৫ লক্ষ এবং ১৯২৬-২৭এ ২৬ কোটি ৬৮ লক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী দেখা গিয়াছে, ক্যাস সার্টিফিকেট হিসাবে সরকার সাধারণের নিকট ৩০ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ঋণী। ঐ সাড়ে ৩ কোটি টাকার অধিকাংশই হয়ত মাটির মধ্যে বা কোন নিভৃত স্থানে গুপ্ত ছিল।

কো-অপারেটিভ সোসাইটী বা সমবায় সমিতি আন্দোলনের ফলও তাহাতে বহু লোকের সঞ্চিত অর্থ স্থান পাইয়াছে। ১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে সমবায় সমিতি সমূহে ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা জমা ছিল। ১৯২১-২২এ তাহা ৬ কোটি ৪৫ লক্ষ, ১৯২৪-২৫ এ ১২ কোটি ৫৫ লক্ষ ও ১৯২৫-২৬এ ১৪ কোটী ৫৮ লক্ষ হয়। ১৯২৬ ২৭ এর শেষে মোট জমা টাকার পরিমাণ ১৮ কোটি ৭৫ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। ঐ টাকার অধিকাংশই গ্রাম্য লোকরা জমা দিয়াছে; গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত না হইলে ঐ টাকা মাটীর নীচেই পোতা থাকিত।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ভারতের নানাস্থানে ১ শত

শাখা খোলার পর ঐ ব্যাঙ্কের সেভিং একাউণ্টেও ৭ কোটি টাকা জমা হইয়াছে ; সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া "হোম সেভিং সেফ" খোলার ফলে তাহাদের নিকটও ২ কোটি টাকা জমা হইয়াছে।

বিলাতের ব্যাঙ্কগুলি সেভিংস একাউণ্টে অল্প পরিমাণ টাকা লইবার জন্য স্বতন্ত্র সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যে সময়ে শ্রমিকদিগকে কাজ করিতে হয়, শুধু সেই সময়ে ব্যাঙ্ক খোলা রাখিলে শ্রমিকরা টাকা জমা দিবার অবসর পায় না, কাজেই তাহাদের টাকা লইবার জন্য উপযুক্ত সময়ে ব্যাঙ্ক খোলা রাখার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

এদেশেও সেরূপ ব্যবস্থা হইলে সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা টাকার পরিমাণ আরও অনেক বাড়িয়া যাইবে। উপরে যে হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে গত ১০ বৎসরে প্রায় ৬০ কোটি টাকা জমা হইয়াছে।

শিক্ষার প্রসার।

পুনাতে সম্প্রতি নিখিল ভারতীয় মহিলা সম্মিলনের যে প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে সভানেত্রী বরোদার মহারাণী সাহেবার অভিভাষণ হইতে নিম্নে ভারতের কয়েকটি বিভিন্ন স্থানে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে শিক্ষার তারতম্য দেখান হইয়াছে—

হাজার করা শিক্ষিত।

স্থান	পুরুষ	স্ত্রী
ব্রিটিশ ভারত	১২৯	২১
মহীশুর	১৫৩	২২
বোম্বাই	১৫৭	২৬
বরোদা	২৪০	৪৭
কোচিন	৩১৭	১১৫
ত্রিবাঙ্কুর	৩৮০	১৭৩
কাশ্মীর	৪৬	৩
বিহার	৯৬	৬
মধ্যভারত	৬৫	৭
হায়দ্রাবাদ	৫৭	৮
মধ্যপ্রদেশ	৮৭	৯

ভারতের স্বাস্থ্য।

ভারত সরকার ১৯২৪ সনের স্বাস্থ্য বিভাগের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে ১৯২৩ সনে জন্মের হার প্রতি মাইলে ছিল ৩৫০৬৩, এই হার কমিয়া ১৯২৪ সনে প্রতি মাইলে ৩৪০৪৫ দাঁড়াইয়াছে। ১৯২৩ সনে প্রতি মাইলে মৃত্যুর হার ছিল ২৫০০০ ইহা বাড়িয়া ১৯২৪ সনে প্রতি মাইলে ২৮০

পাশের খতিয়ান।

(১৯২৮)

আই-এস-সি পরীক্ষার ফল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এস-সি পরীক্ষায় এবার কলিকাতায় কোন্ কলেজ হইতে কত ছাত্র কোন্ বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার খতিয়ান নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

	১ম	২য়	৩য়	মোট
বঙ্গবাসী	১৫৯	১৪৯	১৮	৩২৬
স্কটিশ	৭৮	২৪	১	১০৩

সেণ্টজেভিয়ার	৬৩	৩১	২	৯৫
প্রেসিডেন্সী	৬০	২৪	৪	৮৮
সিটি	৫৪	৭৯	২১	১৫৪
আশুতোষ	৪৮	৫৮	৬	১১২
রিপণ	২৭	১৯	৫	৫১
বিদ্যাসাগর	২০	৩৭	৭	৬৪
ইসলামিয়া	৯	৮	০	১৭
সেণ্টজোসেফ	৬	২	১	৯
সেণ্টপল	৪	১৪	১	১৯
বেথুন	১	২	০	৩

সিটি ১ম।

প্রেসিডেন্সী ২য়, ৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ।

বঙ্গবাসী ৪র্থ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম।

নূতন খনি আবিষ্কার

ব্লাডিভষ্টক হইতে ৫ শত মাইল দূরে ইমাম নদীর মোহনায় বহু সংখ্যক তেলের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমুর প্রদেশে পেট্রলের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আজেভাস্কার নিকট কাষ্টে লোহার খনিও আবিষ্কার হইয়াছে।

কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় ও বালিকা বর্ডিং

কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট বালিকা বোর্ডিং না থাকাতে এতকাল মফঃস্বলের বালিকা-দিগের স্কুলে পড়িবার কোন সুবিধা হয় নাই। বর্ত্তমান মাস হইতে একটি বালিকা বোর্ডিং স্থাপিত হইয়াছে। এতাবৎ কাল যে অভিভাবক-গণ তাঁহাদের বালিকাদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া মনোকষ্ট ভোগ করিতেছিলেন সেই অভাব দূর হওয়ায় তাঁহাদের এবং দেশের বিশেষ উপকার হইবার পথ হইল। এখন বালিকা-দিগকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া তাহাদের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করুন।

কৃষক দলের ভ্রমণ

বিলাতী সরকারের ব্যবস্থা

লণ্ডন, ৭ই ফেব্রুয়ারী।

বৃটীশ সাম্রাজ্যের সকল স্থানের কৃষকদিগকে বিলাতের কৃষিক্ষেত্রগুলি দেখাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। দলে ১৩০ জন কৃষক ও ৪০ জন সহ-কারী লওয়া হইবে। ভারত ও ক্রাউন কলোনী-গুলি হইতে ১০ জন কৃষক ও ৮ জন সহকারী লওয়া হইবে। ৪ঠা জুন হইতে ১৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তাহারা ঘুরিবে। সম্রাট, সাম্রাজ্ঞী ও যুবরাজ ঐ দলকে সম্বর্দ্ধনা করিবেন।

বাঙ্গালী পরিচালিত পাটের কল।

পাট বাংলার একচেটিয়া। এক বাংলা, আসাম ও মান্দ্রাজের কোন কোন স্থান ব্যতীত পৃথিবীর আর কোনও দেশে পাট উৎপন্ন হয় না। কিন্তু পাটের চাহিদা জগৎ জুড়িয়া। এই জন্য পাটের ব্যবসায় খুবই লাভ জনক। য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীগণ পাটের ব্যবসায়টাকে হস্তগত করিয়া কোটি কোটী টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। শ্রীরামপুর হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত গঙ্গার দুই ধারে

বড় বড় পাটের কল স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার একটীও বাঙ্গালী পরিচালিত নহে। সবগুলি ইংরাজ ও স্কচ্ বণিকের—দু'টো কল মাড়োয়ারীর। সম্প্রতি কয়েক জন ধনী বাঙ্গালী ব্যবসায়ী মিলিত হইয়া একটী পাটকল স্থাপন করিয়াছেন। এই কোম্পানীর নাম "দি প্রেম চাঁদ জুট মিল লিমিটেড।" ইহার মূলধন ৮০,০০,০০০৲ টাকা।

কোম্পানীর ডিরেক্টারদিগের মধ্যে যে কয় জনের নাম প্রচারিত হইয়াছে তাঁহারা প্রত্যেকেই ধনশালী এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সকলেই সুপরিচিত। নবগঠিত কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস হইয়াছেন রাজা জানকী নাথ রায় এণ্ড ব্রাদার। ডাইরেক্টার দিগের মধ্যে

(১) রাজা জানকী নাথ রায়

(২) কুমার নরেন্দ্র নাথ লাহা

(৩) রায় বাহাদুর দেবেন্দ্র নাথ বল্লভ এবং

(৪) মিষ্টার এইচ, কেরী

যেরূপ আয়োজন ও ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে এই নব গঠিত কোম্পানীটা যে সাফল্য লাভ করিতে পারিবে তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বাঙ্গালীর এই নবীন প্রতিষ্ঠানটীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত প্রণালী।

Saponification বা সাবান প্রস্তুত প্রক্রিয়া।

সাবান কৃত কর্ব্বার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত তেল ও চর্ব্বির মিশ্রণ দ্রবীভূত করে কড়ায় ঢেলে দিতে হবে। পরে কিঞ্চিৎ কষ্টিক লাই (Caustic Lye) কড়ায় ঢেলে জ্বাল দিতে হবে। এখানে 'কষ্টিক লাই' বল্‌তে কী বুঝায় তা জানিয়ে দেওয়া দরকার। একটু বেশী জলে কষ্টিক সোডা গুললে যে দ্রব (weak salution of Caustic Soda) তৈরী হয় তারই রাসায়নিক নাম Coustic Lye. যাহা হউক কষ্টিক Lye যোগ করে জ্বাল দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মিশ্রিত পদার্থটী সাবানকৃত হ'তে আরম্ভ কর্ব্বে। প্রথম দফার কষ্টিক লাই ফুরিয়ে যাবার পর অর্থাৎ উক্ত পরিমাণ কষ্টিক সোডা তার উপযুক্ত পরিমাণ তেল ও বসার সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে সাবানে পরিণত হবার পর আরও খানিকপরে কষ্টিক লাই অল্পে অল্পে কড়ায় ঢেলে দিতে হবে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দফা কষ্টিক লাই যোগ কর্ব্বার

সময় যথাক্রমে প্রথম বা দ্বিতীয় দফায় নিক্ষিপ্ত কষ্টিক লাই নিঃশেষে খরচ হয়ে যাওয়া চাইই এমন কোন কথা নাই। ফল কথা, পূর্ব্ব নিক্ষিপ্ত কষ্টিক লাই নিঃশেষিত হয়ে যাবার পূর্ব্বেই নতুন কষ্টিক লাই যোগ করা যেতে পারে। তবে এইটুকু সাবধানতা অবলম্বন কর্ত্তে হবে যে ঘন ঘন কষ্টিক লাই কড়ায় ঢেলে কষ্টিক সোডার শক্তি যেন হঠাৎ বেড়ে না ওঠে। কেননা তাতে সাবান উৎপন্ন হওয়ার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটবে।

সাবান প্রস্তুত ক্রিয়া যখন শেষ হয়ে আসবে তখন অপেক্ষাকৃত ঘন কষ্টিক লাই যোগ করা আবশ্যক। কারণ তাহলে উৎপন্ন সাবানের সঙ্গে অধিক পরিমাণ জল থাক্‌বে না। Saponificationএর শেষ অবস্থায় অত্যন্ত তরল কষ্টিক কল্লে অযথা কাজ বেড়ে যায়। কেননা লবন প্রয়োগ কর্ব্বার পূর্ব্বে ঐ জল জ্বাল দিয়ে বাষ্পাকারে উড়িয়ে দিতে হয়। কাজেই বেশী জল থাকলে তা উড়িয়ে দেবার জন্যে বেশীক্ষণ জ্বাল দিতে হবে। অল্পপরিমাণ সাবান তৈরী কর্ব্বার সময় কষ্টিক সোডার সঙ্গে কত জল মেশান হ'ল না হ'ল সে সম্বন্ধে খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন না কর্ল্লেও চল্‌তে পারে। কারণ মোট পদার্থটা অল্প থাকায় অল্প সময়ের মধ্যেই সোডার জল বাষ্পাকারে উড়ে যায়। সে ক্ষেত্রে বরং কড়ার মিশ্রনটীকে সর্ব্বদাই তরল রাখবার জন্য বাষ্পীভূত জলের স্থান পূরণ কর্ব্বার উদ্দেশ্যে আরও বেশী জল কড়ায় ঢাল্‌তে হয়। কিন্তু একসঙ্গে অধিক পরিমাণ সাবান তৈরী কর্ত্তে হ'লে কষ্টিক লাইয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জল থাকা বাঞ্ছনীয়; কারণ পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে অতি অল্প পরিমাণ জলই বাষ্পাকারে উড়ে যায়। কাজেই এ ক্ষেত্রে নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে কড়ায় সোডার জল ঢালা উচিত নয়।

সাধারণতঃ প্রথমে অর্দ্ধেক কষ্টিক সোডা মেশাতে হবে যার ঘনত্ব ১.০৭৫ অথবা ১৫^0. Tw. হয়। তারপরে যে বাকী অর্দ্ধাংশ মেশাতে হবে তার ঘনত্ব ১.১১ অথবা ২২^0 Tw. হওয়া চাই। নারিকেল তেলের জন্য একটু বেশী ঘন লাই (Lye) ব্যবহার করা উচিত। যদি খুব অল্প পরিমাণে সাবান প্রস্তুত কর্ত্তে হয় তাহলে স্বতন্ত্র ভাবে কষ্টিক সোডাকে জলে দ্রবীভূত করে না নিলেও চল্‌তে পারে। সে ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন কর্ত্তে হয়। প্রথমে কড়ায় তেল ও চর্ব্বি এবং তেল ও চর্ব্বির দ্বিগুণ পরিমাণ জল দিতে হয়; পরে কষ্টিক সোডা চূর্ণ কিম্বা বাজার থেকে কেনা খুব ঘন কষ্টিক লাই অল্পে অল্পে কড়ার উপর ঢেলে দিতে হয়। এক সঙ্গে সমস্ত সোডা বা লাই যোগ কর্ল্লে চল্‌বে না। Saponification এর সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ মিশ্রিত পদার্থটা সাবানকৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন মত কষ্টিক সোডা বা কষ্টিক লাই অল্প অল্পে ঢাল্‌তে হবে। সাবান প্রস্তুত প্রক্রিয়া চল্‌বার সময় তেলটীকে ক্ষীরের মত ঈষৎ ঘন অবস্থায় রাখতে হবে, পরে তরল অবস্থায় আন্‌তে হবে; তারপর যখন প্রক্রিয়া শেষ হয়ে আসবে তখন সমগ্র মিশ্রণটী আবার ঘনীভূত হয়ে আস্‌বে। তেল ও চর্ব্বিকে সাবানাকৃত কর্ব্বার সময় মিশ্রিত পদার্থে যেন দানা না বাঁধে—সে বিষয়ে সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে মাঝে-মাঝে মিশ্রিত পদার্থের সঙ্গে জল মেশান বাঞ্ছনীয়।

সময় সময় প্রত্যক্ষ ভাবে কষ্টিক সোডা মিশিয়ে সাবান তৈরী করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ রকম অবস্থায় তৈয়ারী সাবান থেকে কিছুটা

চেঁ-চেঁ নিয়ে কড়ায় ঢেলে দিলে Saponification ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়। Saponificationএর আরও একটা বিশেষত্ব এই যে একবার আরম্ভ হয়ে গেলে আর ও বিশেষ গোলমাল নেই। তখন কেবল সিদ্ধ কর্লেই এবং একখানি লোহার হাতা দিয়ে মাঝে মাঝে নেড়ে চেড়ে দিলেই সমান ভাবে Saponification ক্রিয়া চলতে থাকে।

TESTING

কেবল তেল, চর্ব্বি আর কষ্টিক সোডা কড়ায় চড়িয়ে দিয়ে জ্বাল দিলেই সাবান তৈরি হয়ে যাবে না। Saponification ক্রিয়া কেমন চলছে—মাঝে মাঝে তা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। পরীক্ষা কর্ব্বার প্রধান উপায় হ'ল "চেকে" দেখা। মাঝে মাঝে দুই এক ফোঁটা মিশ্রন কড়া থেকে তুলে নিয়ে জিভে রেখে 'চেকে' দেখ্তে হয়। যদি ক্ষারের পরিমাণ বেশী থাকে তাহলে জিভ্ জ্বালা করে। যখন দেখা যাবে জিভে খুব কম জ্বালা কচ্ছে তখন বুঝতে হবে, কষ্টিক সোডার বেশীর ভাগই খরচ হয়ে গেছে অর্থাৎ তেল ও চর্ব্বির সঙ্গে মিলিত হ'য়ে সাবানে পরিণত হয়েছে। যখন জিহ্বা আদৌ জ্বালা কর্ব্বে না তখন বুঝতে হবে সমস্ত ক্ষার অংশটাই সাবানে পরিণত হয়েছে।

উপরে পরীক্ষা কর্ব্বার যে পদ্ধতি বর্ণিত হ'ল সে কেবল সাবান প্রস্তুত ব্যবসায়ে নূতন ব্রতী-দিগের জন্য। কিছুটা অভিজ্ঞতা জন্মে গেলে জিভে 'চেখে' দেখবার আর প্রয়োজন হবে না। তখন কড়ার মশলার চেহারা ও রঙ্ দেখলেই তা বুঝতে পারা যাবে। সাবান তৈরি হবার সময় ভাসমান তেলের পরিমাণ কমে আসবে এবং মিশ্রণটী ক্রমেই ঘন হয়ে উঠ্বে।

Saponification বা সাবান প্রস্তুত-প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেল কিনা তা নিঃসংশয়ে জানবার উপায় হচ্ছে—জিভ দিয়ে মিশ্রণটী চেখে দেখা। যখন দেখা যাবে জিভে ক্ষারের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে অথচ ক্রমাগত সিদ্ধ করেও সেই স্বাদ দূর হচ্ছে না তখন বুঝতে হবে প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। সাধারণতঃ সাবান প্রস্তুত-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেলে কড়ার দ্রবীভূত সাবান দেখতে বেশ পরিষ্কার থাকে এবং ঈষৎ বাদামী বর্ণ ধারণ করে।

সাবান-প্রস্তুত-প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা কর্ব্বার আরও একটা উপায় আছে। ইংরাজিতে তাকে ring test বলে। সাবানের কড়ায় একটা কর্ণিক ডুবিয়ে নিয়ে তা থেকে একটা কাচের পরকলা, একখানি শ্লেট বা সিমেন্ট করা পরিষ্কার মেঝের উপর এক ফোঁটা তরল সাবান নিক্ষেপ কর্ত্তে হয়। সাবানের ফোঁটাটী যখন ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধ্তে সুরু কর্ব্বে তখন তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখ্তে হবে। এ ক্ষেত্রে তিনটী বিভিন্ন অবস্থা ঘটতে পারে।

প্রথমতঃ যদি দেখা যায় সাবানের ফোঁটাটী ঠাণ্ডা হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ফোঁটার পরিধির দিক জমাট বেঁধে একটা শক্ত গোলাকার চক্রে পরিণত হচ্ছে কিন্তু তার মধ্যাংশ তখনও তরল ও স্বচ্ছ আছে ; পরে ঐ মধ্যাংশও ক্রমে ঠাণ্ডা ও জমাট বেঁধে গেছে—তাহা হলে বুঝতে হবে সাবান-প্রস্তুত-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। দুটী জিনিস লক্ষ্য কর্ব্বার বিষয় :—(১) সমস্ত ফোঁটাটি জমাট বাঁধা চাই ; (২) এবং জমাট বাঁধা বা কঠিন হওয়া কাজটা পরিধির দিক থেকে আরম্ভ ক'রে কেন্দ্রে গিয়ে শেষ হওয়া চাই।

দ্বিতীয়তঃ যদি দেখা যায় ফোঁটার প্রান্তভাগ কঠিন হলেও মাঝখানটা চট্চটে থেকে যাচ্ছে

কিম্বা কঠিন হওয়ার মধ্যে আদৌ কোন শৃঙ্খলা নেই তাহলে বুঝতে হবে তেল ও চর্ব্বির সমস্তটা সাবানে পরিণত হয়নি।

তৃতীয়তঃ চক্র গঠন না করেই যদি ফোঁটাটী জমাট বেঁধে যায় এবং ঐভাবে জমাট বাঁধা সাবান থেকে কিছু জল পৃথক হয়ে পড়ে তাহলে বুঝতে হবে ক্ষারের পরিমাণ বেশী হয়ে গেছে।

সাবান-প্রস্তুত শেষ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা কর্ব্বার তৃতীয় উপায়ের নাম "ribbon test." একটা কর্ণিক কড়ায় ডুবিয়ে তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে দ্রবীভূত সাবানের ধারা ঝরুতে দিতে হয়। ফোঁটা পড়বার সময় যদি স্বচ্ছ ধারাকারে পড়তে থাকে তাহলে সাবান-প্রস্তুত-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে বলে বুঝতে হবে। কিন্তু ফোঁটার ধারা অস্বচ্ছ থাক্‌লে বুঝতে হবে সমস্ত তেল ও চর্ব্বি সাবানাকৃত হয়নি। আবার যদি কর্ণিক থেকে পড়বার সময় সাবানের ফোঁটা কঠিন কিন্তু ভাঙ্গা ভাঙ্গা অবস্থায় থাকে তবে তা ক্ষারাধিক্যের পরিচায়ক।

Ring test বা Ribbon test মন্দ নয় বটে, কিন্তু তেল বা সাবানের সামান্য অল্পাধিক্য এই দুই উপায়ে বোঝা যায় না। তা বোঝবার একমাত্র উপায় হ'ল জিভে চেখে দেখা। ক্রমাগত সিদ্ধ করা সত্ত্বেও সামান্য ক্ষারাধিক্য থাকতে থাকতেই সাবান প্রস্তুত করা শেষ কর্ত্তে হবে।

SALTING.

তেল ও চর্ব্বি সাবানাকৃত হবার সময় তেল থেকে গ্লিসারিণের ভাগ স্বতন্ত্র হয়ে যায়। ঐ গ্লিসারিণ ক্ষার জলের সঙ্গে মিশিয়ে থাকে।

Saponification ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেলে—বলা বাহুল্য তখনও সমস্ত জিনিষটাই তরল থাকে—লবণ সংযোগে সাবানকে গ্লিসারিণ থেকে স্বতন্ত্র কর্ত্তে হয়। সাবানের মিশ্রণটি (Salution) যখন বেশ ঘন হয়ে আস্‌বে এবং কর্ণিকে ক'রে তুল্‌লে মিশ্রণের ঘনত্ব বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে তখন থেকেই লবণ যোগ করা দরকার। এই পদ্ধতিকে Salting process বলে।

সলিউসনের খুব পাতলা অবস্থায় লবণ যোগ কর্ত্তে নেই। কেননা তাতে অযথা অধিক পরিমাণ লবণ খরচ হবে। সকল প্রকারের তেল ও চর্ব্বি থেকে উৎপন্ন সাবানে সমপরিমাণ লবণ লাগে না। কাজেই কোন একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের উপর লক্ষ্য না রেখে ক্রমে ক্রমে খুব অল্প মাত্রায় লবণ যোগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। যে পর্য্যন্ত না সমস্ত সাবান স্বতন্ত্রীকৃত হবে সে পর্য্যন্ত লবণ যোগ করা চাই। সাবান স্বতন্ত্র হ'য়ে উপরে ভেসে ওঠে; কাজেই ভাসমান সাবানের চেহারা দেখেই সাবান স্বতন্ত্রীকৃত হয়েছে কিনা জানা যায়। কোন মতেই মাত্রাতিরিক্ত সাবান প্রয়োগ করা উচিত নয়। কেননা তা হলে সাবানে দানা বেঁধে যাবার সম্ভাবনা এবং দানা বাঁধা সাবানের মধ্যে নুন থেকে যেতে পারে। লবণ প্রয়োগ কর্ব্বার সময় উনানের জ্বাল খুব কমিয়ে দিতে হয়। বাজার থেকে কেনা দানাযুক্ত লবণ (common salt) ব্যবহার করা উচিত। লবণ প্রয়োগ কর্ব্বার সময় কড়ার পদার্থটীকে মৃদু জ্বালে ফুটিয়ে নিতে হবে। এক দফা লবণ প্রয়োগ কর্ব্বার পর সেই লবণ সংযোগের ফলাফল না দেখে তার পরের দফা লবণ প্রয়োগ করা উচিত নয়। লবণ প্রয়োগ কল্লে কড়ার পরিষ্কার মিশ্রণটী অপরিষ্কার ও ফেনা-যুক্ত হয়ে উঠ্‌বে। যখন ঐ ফেণময় সাবান গ্লিসারিণ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে চাপ চাপ হ'য়ে উপরে ভেসে উঠ্‌বে, তখন বুঝতে হবে লবণের মাত্রা ঠিক

হয়েছে এবং আর লবণ যোগ কর্ব্বার দরকার নেই এমন কি এই অবস্থা ঘটবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই লবণ প্রয়োগ করা বন্ধ কর্ত্তে পারলে ভাল হয়। বলা বাহুল্য এ যাবৎ সমস্তক্ষণই কড়াটী আগুনের উপর বসান ছিল, এখনও তাকে নামালে চল্‌বে না। যে পর্য্যন্ত না সমস্ত সাবান ফেনা বর্জ্জিত হয়ে ওপরে জমাট বেঁধে ভেসে ওঠে এবং সমস্ত ক্ষারজল নীচে পড়ে যায়, সে পর্য্যন্ত মৃদু মৃদু জ্বাল দিতে হবে। এই সময় নীচের লাই (Lye) বেশ স্বচ্ছ আকার ধারণ কর্ব্বে এবং সাবানের মধ্যে ফেণা বা বুদ্‌বুদ্‌ থাক্‌বে না। যাহাহউক এইরূপে Salting বা লবণ প্রয়োগ যখন সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যাবে, তখন কড়াটিকে আগুন থেকে নামিয়ে ঠাণ্ডা হ'তে দিতে হবে। ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাসমান সাবানের চাপগুলি জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে উঠ্‌বে। তখন ঐ জমাট বাঁধা শক্ত সাবান কড়া থেকে তুলে নিয়ে অপর একটী কড়ায় গালিয়ে ছাঁচে ফেল্‌লেই সাদ্‌ সাবান তৈরি হয়ে যায়। অবশ্য একসঙ্গে যদি অনেক সাবান থাকে তাহলে ঐ ভাবে প্রথম কড়া থেকে তুলে নিয়ে দ্বিতীয় কড়ায় চাপিয়ে গালাতে বিশেষ অসুবিধা হয়। তাই, একসঙ্গে বেশী সাবান তৈরি কর্ত্তে গেলেই এমন কড়া ব্যবহার করা উচিত যার তলায় ষ্টপ-কর্ক সংযুক্ত একটী নল আছে। তাহলে সাবান তৈরি হয়ে যাবার পর এই নলের মধ্য দিয়ে তরল লাই বের করে দিয়ে আবার সেই কড়াতেই সাবান গালান যেতে পার্ব্বে। যদি লবণ প্রয়োগ-পদ্ধতির মধ্যে কোন-রূপ ভুলচুক বা মাত্রার অত্যাধিক্য না হয় তাহলে এই উপায়ে প্রস্তুত সমস্ত সাবানটাই প্রথম শ্রেণীর সাবান ব'লে গণ্য হবে।

সাবানকে কোন একটা বিশিষ্ট আকার দেবার জন্যে ছাঁচে ফেলতে হলে লবণ সংযোগে সাবান স্বতন্ত্রীকৃত হবার পর উহা গরম এবং নরম থাকতে থাকতেই উপযুক্ত আধার বা ছাঁচে ঢেলে দেওয়া উচিত। Moulded সাবানে ঠিকমত লবণ প্রয়োগ করা অত্যন্ত কঠিন। লবণ দ্বারা স্বতন্ত্রী-কৃত সাবানের মধ্যে আদৌ বাতাসের বুদ্‌বুদ্‌ থাক্‌লে চলবে না এবং সমস্ত সাবান বায়ুশূণ্য ও কড়াইএর মত বড় বড় দানায় পরিণত হওয়া চাই। এই উদ্দেশ্যে Salted সাবান পুনর্ব্বার কড়ায় ক'রে মৃদু আগুনে চড়িয়ে দিতে হয়। কড়ার সামগ্রী ফুটে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে সাবানের মধ্য থেকে বুদ্‌বুদ্‌ উঠতে থাকে। কিন্তু বড় বড় বুদ্‌বুদ্‌ নয়—ছোট ছোট। এই সময় সর্ব্বদাই স্মরণ রাখতে হবে যে আগুনে যেন সর্ব্বদাই খুব কম আঁচ থাকে। যাহা হউক আরও কিছুক্ষণ ফোটালে বুদ্‌বুদ্‌ ও ফেণা অদৃশ্য হ'য়ে গিয়ে সাবানে অল্প অল্প দানা বাঁধতে সুরু কর্ব্বে। প্রথমে দানাগুলি ছোট থাকে পরে সেগুলি বড় হয়। যখন আর আদৌ ফেনা থাক্‌বে না এবং সমস্ত সাবানটাই একটা নির্দ্দিষ্ট আকারের দানা বাঁধবে (কি আকারের দানা হবে সেটা সাবানের উপাদান তেল ও চর্ব্বির উপর নির্ভর কচ্ছে) তখন বুঝতে হবে সমস্ত প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হয়েছে। সাবানকে এই অবস্থায় আন্‌তে প্রায় ২।৩ ঘণ্টা সময় লাগে।

কড়ার সাবান উল্লিখিত অবস্থা প্রাপ্ত হ'লে একটী ঝাঁঝরা দ্বারা ঐ সাবান তুলে আর একটা পাত্রে স্থাপন কর্ত্তে হয়। এই পাত্রটী একটী jacketএর সাহায্যে গরম রাখা হয়। জ্যাকেটের মধ্যে জল ফুটতে থাকে। পাত্রটিকে ঐভাবে গরম রাখবার একমাত্র উদ্দেশ্য পাত্রস্থ সাবানের দানা গুলিকে বহুক্ষণ ছাঁচে ঢালবার উপযোগী

অবস্থায় রাখা। যে পর্য্যন্ত না সমস্ত সাবান ছাঁচে ঢালা হচ্ছে সেই পর্য্যন্ত এই অবস্থায় রাখতে হবে। পূর্ব্বের কড়া থেকে ঝাঁঝরে করে সাবান তুলে আনবার সময় সাবানের সঙ্গে কিছু কিছু লাই ও নূতন পাত্রে এসে পড়ে। কিন্তু তাতে ভাবনার কিছুই নাই। একখানি তাড়ু দ্বারা খুব তাড়াতাড়ি নূতন পাত্রের সাবান পাত্রের গায় ঘস্‌তে হবে। এতে দানা ভেঙ্গে গিয়ে ছাঁচে ফেলবার উপযোগী হবে। তখন তাড়াতাড়ি সেই সাবান তুলে নিয়ে ছাঁচের মধ্যে ঢেলে দিলেই সাবান তৈয়ারির প্রধান কাজ কয়টা সবই শেষ হয়ে গেল। সাবানের সঙ্গে যে সামান্য লাই নূতন পাত্রে এসেছিল, তা গড়িয়ে তলায় গিয়ে জমবে। খানিকটা ক'রে লাই জম্‌লেই হাতা দিয়ে কাটিয়ে তা পূর্ব্বের পাত্রে ফেলে দেওয়া উচিত। ছাঁচের মধ্যে সাবান ঢালা হয়ে যাবার পর সাধারণতঃ ছাঁচের উপরিভাগ একখণ্ড মোটা কাপড় দিয়ে আঁট ক'রে বেঁধে দেওয়া হয়। সাবানের উপরিভাগকে মসৃণ করা, এ রকম কর্ব্বার একমাত্র উদ্দেশ্য। ছাঁচের মধ্যে ঐ অবস্থায় সাবানকে ২।৩ দিন রেখে দিতে হয়। ২।৩ দিনের মধ্যে সাবান বেশ শক্ত হয়ে ওঠে। তখন ছাঁচের ভিতর থেকে সাবান বের ক'রে নিয়ে আবশ্যক মত চেঁচে ছুলে নিলেই উহা বাজারে বিক্রয় কর্ব্বার উপযুক্ত হ'য়ে উঠবে।

উপরে যে জলপূর্ণ জ্যাকেট সমন্বিত পাত্রে সাবান রাখবার কথা বলা হয়েছে—ঐ ব্যবস্থাটী সম্পূর্ণ অভিনব। সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিপার্ট-মেণ্ট নানাবিধ পরীক্ষার পর ঐ পদ্ধতিটা আবিষ্কার করেছেন। এই পদ্ধতির প্রধান সুবিধা এই যে সাবান অল্পই থাকুক আর বেশীই থাকুক সকল ক্ষেত্রেই বেশ ধীরে সুস্থে সমস্ত সাবান সুন্দরভাবে ছাঁচে ঢালাই করা যায়। বাজারের সাবান প্রস্তুতকারীগণ কেহই এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন না। ফলে তাঁহাদের অবলম্বিত পদ্ধতি অনুযায়ী একদফে প্রচুর সাবান প্রস্তুত করা যায় না এবং একদফে প্রচুর সাবান প্রস্তুত করার সময়ও অত্যন্ত তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হয় বলে, অনেক সাবান বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য ঐ বাতিল সাবান ফেলে দেওয়া হয় না এবং আবার পাকে মিশিয়ে দেওয়া হয় বটে কিন্তু তথাপি যে এই পদ্ধতি খুবই বিরক্তিকর এবং অসুবিধাজনক সে কথা বলাই বাহুল্য মাত্র।

ফ্রেম-সাবান প্রস্তুত কর্ব্বার জন্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন কর্ত্তে হয়—

লবণ প্রয়োগ কর্ব্বার পর কড়ার উপর যে সাবানের চাপ ভেসে ওঠে, সেই চাপ অপর একটা পাত্রে তুলে নিয়ে কিম্বা কড়ার তলায় ষ্টপ-কক্ সম্বলিত নলের সাহায্যে সমস্ত লাই পাত্রান্তরিত ক'রে সেই কড়াতেই যৎসামান্য জল দিয়ে সাবান-টুকু জলে গুলে ফেলতে হয়। তারপর ঐ দ্রবীভূত সাবান জালে চড়িয়ে উহাকে আরও ঘণীভূত করে তুলতে হবে। যখন দেখবে কড়ার মাল বেশ ঘন হয়ে এসেছে আর খুব ফেনা উঠছে তখন বুঝবে সাবানটুকু ফ্রেমে ঢালবার সময় হয়েছে। সাবানের ফ্রেম সাধারণতঃ একটা চতুষ্কোণ বাক্সের মতই হয়ে থাকে। চারখানা কাঠ দিয়ে তৈরি এবং চারখানা কাঠই খুলে ফেলা যায়। যাহা হউক গলিত সাবান ফ্রেমে ঢালবার পর কয়েকদিন অপেক্ষা কর্ত্তে হবে। ঐ সময়ের মধ্যে সাবান শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে যাবে।

এইবার ফ্রেমটাকে খুলে ফেলে উপযুক্ত যন্ত্র সাহায্যে ঐ বড় চাপটাকে প্রথমে কয়েকটা অপেক্ষাকৃত ছোট খণ্ডে বিভক্ত ক'রে, পরে

প্রত্যেক খণ্ডকে 'বার' সাবানের আকারে কেটে নিতে হবে। আর একটা যন্ত্রের সাহায্যে 'বার' গুলিকে আবার আরও ছোট ছোট চতুষ্কোণ খণ্ড অর্থাৎ বাজার চলিত চৌকোণা কাপড় কাচা সাবানের আকারে বিভক্ত করে নেওয়া যায়। সাবানের উপর ছাপ মারবার জন্যে আর এক রকম যন্ত্র আছে। ছাপ মার্ব্বার দরকার হলে সেই যন্ত্র ব্যবহার কর্ত্তে হয়।

ফ্রেম্ সোপ প্রস্তুত কর্ত্তে গেলে নিম্নলিখিত যন্ত্র কয়টার প্রয়োজন—

১। সাবানের ফ্রেম্। ইহা কাঠ বা লোহা যে কোন জিনিস দিয়ে তৈরী হ'তে পারে।

(২) শ্লাব কাটিবার যন্ত্র বা Slabbing machine. ইহার দ্বারা ফ্রেমের মধ্যবর্ত্তী সাবানের চাপকে ইটের মত ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করা যায়।

(৩) 'বার' কাটিবার যন্ত্র বা Barring machine. ইহার দ্বারা শ্লাব গুলিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'বারে' পরিণত করা যায়।

(৪) বারগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোন্ খণ্ডে বিভক্ত কর্ব্বার যন্ত্র।

(৫) সাবানের গায় ছাপ মার্ব্বার যন্ত্র।

অনেক দেশেই উল্লিখিত যন্ত্রগুলি প্রস্তুত হয়। তবে যাঁরা অল্পমূলধনে কারবার ফেঁদে বসেছেন অর্থাৎ যাঁদের উৎপন্ন মালের পরিমাণ খুব বেশী নয় তাঁদের পক্ষে নিম্নলিখিত কোম্পানী বা দেশের তৈরী যন্ত্র ব্যবহার করাই সুবিধা জনক যথা :— Aug. Krull Helmstedt, Brunswick, এবং জার্ম্মানী। কলিকাতার মধ্যে কোথায় ঐ ধরনের যন্ত্র কিনতে পাওয়া যায় দরকার হলে তাও জানিয়ে দেওয়া যাবে।

সাবান তৈরী কর্ব্বার সময় অনেক সময় দেখা যায় এক্‌টা চার্জ্জ নষ্ট হয়ে গেল। বলাই বাহুল্য ঐ নষ্ট সাবান ফেলে দেওয়া হয় না। ঐ সাবানকে আবার জলে গুলে ফেলা হয় এবং পূর্ব্ব বর্ণিত Saponification ও Salting পদ্ধতি অনুসারে আবার তাথেকে ভাল সাবান তৈরী করে নেওয়া হয়।

ফ্যাক্টরীর ময়লা ও তলানী সাবান পরিশুদ্ধ কর্ব্বার পদ্ধতি ও ঠিক উল্লিখিত রূপ। অর্থাৎ প্রথমে সাবানটুকু অনেক খানি জলে গুলে ফেলতে হবে। এতে শক্ত কুটি মাটি যা তা নীচেয় গিয়ে জমা হবে। তখন একখানি হাতা দিয়ে ঐ কুটি মাটি তুলে ফেলে সাবানটুকু ফুটতে হবে। তারপর ঐ সাবানে লবন প্রয়োগ কল্লে বিশুদ্ধ সাবান উপরে ভেসে উঠবে আর নীচেয় জমা হবে যা কিছু ময়লা। এখন ঐ সাবান তুলে নিয়ে অন্য সাবানের সঙ্গে মিশিয়ে নিলেই চল্‌বে।

আয়-ব্যয়

ফ্রেম সাবান এবং মোলডেড্ সাবান তৈরী কর্ত্তে কি রকম খরচ পড়ে শিল্প বিভাগ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কয়েকটী পরীক্ষার ফলাফল দেখলেই সে বিষয়ে বেশ একটী ধারণা জন্মে যাবে। সকলেই বোধ হয় জানেন ফ্রেম সাবানের চেয়ে মোলডেড্ সাবানের দাম বেশী এর প্রধান কারণ এই যে ফ্রেম সাবানের মধ্যে বহুল পরিমাণে জলীয় পদার্থ থেকে যায় কিন্তু মোলডেড্ সাবানের মধ্যে আদৌ জলীয় পদার্থ থাকে না। যাহা হউক মোল ডেড্ সাবান তৈরী কর্ত্তে কি রকম খরচ পড়বে তার একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া হ'ল—

MOULDED SOAP—

২০ সের চর্ব্বি, ১০সের মহুয়া ১০সের বাদাম তেলের সঙ্গে ৮॥০ সের (১৭ পাউণ্ড) কষ্টিক

সোডা ও ৫ সের লবন মিশ্রিত কল্লে ১মন ২০সের মোলডেড সাবান প্রস্তুত হবে। ইহার মুল্য—

২০সের চর্ব্বি (২২॥০ টাকা মন দরে)—	১১।০
১০সের মহুয়া তেল ২০৲ মণ দরে—	৫৲
১০ „ বাদাম তেল ২৪৲ „ „	৬৲
১৬ পাউণ্ড কষ্টিক সোডা ১০০°/„	
১৭৸০ হন্দর দরে—	২৸০
৫সের লবন ৩৲ টাকা মন দরে—	।৵০
জ্বালানি এবং মজুরী —	৩॥০
অন্যান্য—	॥০
মোট	২৯।৵০

ভেজাল বর্জ্জিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট Moulded সাবানের দাম যদি মন করা ২৩॥০ আনা ধরা যায় তা হলে মন দরে বিক্রয় হয়, তা হলে ১।০ মন সাবানের দাম ৩৫।০ পঁয়ত্রিশ টাকা চার আনা। তা হ'লে লাভ দাঁড়াচ্ছে ৫৸৵০ পাঁচ টাকা চৌদ্দ আনা অর্থাৎ মূলধনের ২০°/$_0$ লাভ।

ফ্রেম-সোপঃ—

উপরের তালিকায় সাবানের উপাদান গুলির যে পরিমাণ দেওয়া হয়েছে ঠিক ঐ পরিমাণ জিনিস থেকেই তিনমন পাঁচসের ফ্রেম সাবান তৈরী হবে। খরচ প্রায় একই, কেবল মজুরী ও জ্বালানি বাবদ ১৵০ বেশী অর্থাৎ মোট খরচ ৩০॥০ ত্রিশ টাকা আট আনা।

উৎকৃষ্ট 'বার' সাবান মনকরা ১২৲ টাকা দরে বিক্রয় হয়। তা হ'লে তিন মন পাঁচ সেরের দাম ৩৭।০ সাইত্রিশ টাকা আট আনা। অর্থাৎ লাভ ৭৲ টাকা। ইহা মূলধনের ২৩°/$_0$।

উল্লিখিত তালিকা দুইটীর দিকে দৃষ্টিপাত কল্লেই বুঝা যায় যে সাবানের ছোট ফ্যাক্টরী খোলা খুবই লাভ জনক ব্যবসায়। একজনে বা দশজনে মিলিত হয়ে দেশের যুবকেরা যদি এই সমস্ত লাভজনক ব্যবসায়ের পথে অগ্রসর হন তা হলে তাঁদের এবং দেশের পরম কল্যান সাধিত হবে।

বঙ্গীয় সরকারের শিল্প বিভাগ সাবান প্রস্তুতের উল্লিখিত প্রণালী প্রকাশিত করে দেশের যথেষ্ট উপকার করেছেন, তাঁরা আরও জানিয়েছেন যে যদি কেহ সত্য সত্যই সাবানের কারখানা খুলতে ইচ্ছুক থাকেন তা হলে তাঁরা তাঁকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করতে রাজী আছেন। দেশবাসী এই সংবাদটুকুর সুবিধা গ্রহণ কল্লে সুখী হব। আমাদিগকে লিখিলে আমরা শিল্প বিভাগের সহিত পরিচয়াদি করাইয়া দিয়া সাহায্য করিতে পারি।

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম, বাক্চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা। অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানি করিয়াছেন। আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায়কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে, সেই সকল dealerএর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারি, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exportersদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, —যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী দেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায় থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে circular জারী করিয়া, এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়নও তাহার মধ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এ বিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে মফঃস্বল হইতে সংবাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং যাঁহারা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভ-সঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

খাগাড়িয়া—

মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত B. & N. W. রেলওয়ের একটী ষ্টেশন; হাওড়া হইতে আশানশোল দিয়া মোকামা ঘাটে বদল করিয়া গঙ্গার পরপারে B. & N. W. রেলওয়ে চড়িয়া যাইতে হয়। এই পথে হাওড়া হইতে দূরত্ব ৩২২ মাইল। লুপ লাইন দিয়া এবং মোকামা ঘাট দিয়া যাইলে ৩৮৮ মাইল। ই, বি, রেলের শিয়ালদহ ষ্টেষনে চড়িয়া কাটীহারে বদল করিয়া B & N. W রেলওয়ে যাইলে ৩৩৮ মাইল। রেলওয়ে কোড K. G. G. এখানে থানা পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস আছে। একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এখানে মিউনিশিপালিটী আছে। সহরের লোক সংখ্যা ৯৫২১ জন। গোশালা ও ডাক বাংলা আছে। ইহা মুঙ্গের জেলায় ব্যবসায়ের কেন্দ্র স্থান। পূর্ব্বে ব্যবসায়ের জন্য প্রায় ৫০ ঘর বাঙ্গালী ছিল, এখন ২।৩ ঘর মাত্র আছে। ব্যবসায়ের জন্য এখানে প্রায় একশত ঘর মাড়ওয়ারীর বাস। ইহা ঘৃতের প্রধান মোকাম। ময়মনসিংহ এবং পূর্ব্ব বঙ্গের অন্যান্য স্থানে এবং কলিকাতায় পর্য্যাপ্ত পরিমানে ঘৃত রপ্তানী হয়।

রপ্তানী দ্রব্য ঘৃত, ডাল, বুট, গম, তিসি, রেড়ি, রাই সরিষা, পেয়াজ, তোড়ি, সরিষা তৈল, তামাক, লঙ্কা, ধান্য, মকাই, মুগ ও হরিদ্রা। এখানে তৈল ও ময়দার কল আছে। ওজন ৮৮ সিক্কা চাউল ও ডাল ৮৬ সিক্কা; মাছ, আম ও লিচু রপ্তানী হয়।

আড়ৎদার—

১। গনেশ দাস জগন্নাথ
২। রড়মল ঝাভর মল
৩। জিতন মাল মল
৪। হনু মল সুখলাল

৫। মুখালাল বৈজ নাথ
৬। জীবন রাম বাসন্ত লাল
৭। মায়ারাম কেতকী দাস
৮। সুরজমল মহাদেব লাল
৯। ব্রীজ মোহন মহাদেব
১০। অনুপশা মতি সেবা
১১। মেওয়ালাল মিস্ত্রী সেবা
১২। রূপ মাগনীরাম
১৩। পান্নালাল বিশেশ্বর সেবা
১৪। নাগরমল মহাবীর প্রসাদ
১৫। প্রহ্লাদ রায় বৈজনাথ
১৬। জোহরমল গোবিন্দ রাম

কাপড়—

১। হরচান্দ বিলাস রায়
২। যোধরাম গঙ্গাধর
৩। চিমনরাম ঘনশ্যাম
৪। জীবনরাম বসন্ত লাল

ষ্টেশনারী—

১। মুখারাম বাল মুকুন্দ
২। তুটুলাল তুর্গা প্রসাদ

লৌহ—

১। ধুরমল মহাবীর প্রসাদ

ঘৃত—

১। এক কড়ি পাল
২। সুবোধ চন্দ্র
৩। সুকন মল
৪। জয় গোবিন্দ শা
৫। সুরজ মল মহাদেব
৬। হনুমল যুগলাল শা

বাসন

১। রাম রাম সাধু
২। কিষনলাল যমুনা প্রসাদ
৩। কোকোশা চিরঞ্জী লাল

জামুই, জেলা মুঙ্গের—

হাওড়া হইতে ২৪৪ মাইল, রেলওয়ে কোড্ J. M. U

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের মেন লাইনের একটী ষ্টেষন, মুঙ্গের জেলার একটি মহকুমা। ষ্টেষন হইতে বাজার ৩ মাইল, ইহা গিধোড় মহারাজার জমীদারী ভুক্ত। স্বাস্থ্যকর স্থান,এখানে ডাকবাংলা গোশালা ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ষ্টেষন হইতে বাজারে যাইতে একা ও মটর গাড়ী পাওয়া যায়।

রপ্তানী দ্রব্য গুড়,পেয়াজ, আলু, সরিষা, তিসি, ধান, মকাই, কুত্তি, রহেড় বা অড়হর দুট, গম, যব, ঘী, কাঠ।

আড়ৎদার—

নন্দমল জানকী রাম
বংশীধর গণপত রায় *
গুলাব রায় গণেষ দাস *
জীত মল লছমী নারায়ণ *
বসন্ত মুদী—নিমার বাজার
বীরজু মল মাড়য়ারী *
বৈজ নাথ রাম বাঙ্কা *
নেত লাল শাও
বিহারী শাও
খাকু শাও
দুর্গভিকত মহারাজ গঞ্জ
হোতি ভকত
দেবী দয়াল ভকত

ষ্টেশনারী।

রাম মেলাওন মুদী
কিষন মুদী
মহাদেব মুদী
ভাতু মিঞা রামজান মিঞা

পিতল ও কাঁসার বাসন

মহাবীর শোনার

* চিহ্নিত লোকের কাপড়ের দোকান আছে।

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা ১৩৩৪ সালের বৈশাখ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ

মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন ; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭ পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিস কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে I. T. J. বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
1 Council House Street
Calcutta.

১১। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন। পত্র ইংরাজীতে লিখিতে হয়।

তুলার বীজের তেল, খৈল ইত্যাদি।

(কিউ ২৪৭) বোম্বাই প্রেসীডেন্সীর অন্তর্গত নাভসারী নামক স্থানের একটী কোম্পানী তুলার বীজের তেল, খৈল ও তুলার বীজ সংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্যের খরিদ্দার খুজিতেছেন।

(I. T. J. ৮ই মার্চ্চ)

কাঁকড়ার খোলা ও শুক্তির খোলা।

(কিউ ২৪৮) কাঁকড়ার খোলা চূর্ণ ও শুক্তির খোলা চূর্ণ অতি উৎকৃষ্ট সার। এইজন্য উহার যথেষ্ট চাহিদা আছে। বোম্বাইয়ের একটী কোম্পানী উক্ত পদার্থ দুইটী কিনিতে চাহেন। যাঁহারা উহা সরবরাহ করিতে পারেন তাঁহারা পত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

(I. T J. ঐ)

রীঠাফল।

(কিউ—২৪৯) লাহোরের জনৈক ব্যবসায়ী রীটা ফলের খরিদ্দারগণের সংস্পর্শে আসিতে ইচ্ছা করেন।

(I. T. J.) ঐ

তুলা।

(কিউ—২৫০) ফ্রান্সের Bapeaume-les-Roven নামক সহরের একটী কোম্পানী ভারতবর্ষের তুলা রপ্তানী কারিদিগের representative রূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক আছেন।

(I. T. J. ঐ)

লোহা ও ইস্পাতের টুকরা।

(কিউ—২৫১) জাপানের অন্তর্গত কোবে (Kobe) নামক স্থানের একটী কোম্পানী লোহা ও ইস্পাতের টুকরা রপ্তানী কারিদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

হাড়ের কয়লা।

(কিউ—২৫২) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী হাড়ের কয়লা সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ১৮ই মার্চ্চ]

কচ্ছপের খোলা।

(কিউ—২৫৪) বোম্বাইয়ের জনৈক পত্র প্রেরক কচ্ছপের খোলা কিনিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

মাছের তেল।

(কিউ—২৫৫) লণ্ডনের একটী কোম্পানী ভারতীয় মাছের তেল রপ্তানী কারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। কইম্বাটোর, এলেপ্পি কোচীন বা কালিকটের লোক হইলেই ভাল হয়।

(I. T. J, ঐ)

চীনা বাদাম।

(কিউ—২৫৬) লণ্ডনের একটী কোম্পানী ভারতীয় চীনাবাদাম রপ্তানি কারিদিগের সংস্পর্শে আসিতে ইচ্ছা করেন।

(I. T,J. ঐ)

মরিচ ও মসলা।

(কিউ—২৫৭) লণ্ডনের একটী কোম্পানী ভারতবর্ষের মরীচ ও মসলা রপ্তানী কারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T, J. ঐ)

ACACIA CENCINNA.

(কিউ—২৫৮) দক্ষিণ ভারতস্থ টুনী নামক স্থানের জনৈক ব্যবসায়ী উক্ত দ্রব্যের খরিদ্দারগণের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I. T. J. 22 March)

AMBERGRIS.

(কিউ—২৫৯) করাচীর একটী কোম্পানী উল্লিখিত পদার্থ সরবরাহকারিদিগের অনুসন্ধান করিতেছে।

(I. T. J. ঐ)

রেড়ীর খৈল।

(কিউ—২৬০) কানপুরের জনৈক ব্যবসায়ী রেড়ীর খৈলের ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I. T. J. ঐ)

দেশীয় ভেষজ প্রস্তুত করিবার গাছ গাছড়া।

(কিউ—২৬১) টুনী নামক স্থানের জনৈক ব্যবসায়ী যাঁহারা ভারতবর্ষীয় ভেষজ প্রস্তুত করিবার গাছ গাছড়া কিনিতে চান তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

ঘৃত।

(কিউ—২৬২) টুনী নামক স্থানের জনৈক ব্যবসায়ী ঘৃতের খরিদ্দারগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

কমলা পাউডার।

(কিউ—২৬৩) দক্ষিণ ভারতস্থ টুনী নামক স্থানের একজন ব্যবসায়ী কমলা পাউডারের খরিদ্দারের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I T J. ঐ)

রীটাফল।

(কিউ—২৬৪) টুনা নামক স্থানের জনৈক ব্যবসায়ী রীটফলের ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

TANNING BARKS বা চামড়ায় কষ লাগাইবার জন্য ব্যবহৃত বৃক্ষ ত্বক্‌।

(কিউ—২৬৫ দক্ষিণ ভারতস্থ টুনী নামক স্থানের জনৈক ব্যবসায়ী যাঁহারা চামড়ায় কষ লাগাইবার উপযোগী বৃক্ষ ত্বক্‌ কিনিতে চাহেন তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I. T. J. ঐ)

তৈজত্রি।

(কিউ—২৬৬) মাঙ্গালোরের (উত্তর ভারত) জনৈক তৈজত্রির ক্রেতৃগণের সংস্পর্শে আসিতে ইচ্ছা করেন।

MANGROVE BARK বা ম্যান্‌গ্রোভ গাছের ছাল।

[ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান দেশীয় বৃক্ষ বিশেষ চর্ম্ম সংস্কার করিবার জন্য ইহার বল্কল ব্যবহৃত হয়]

(কিউ—২৬৭) জাপানের রাজধানী টোকিয়ো সহরের একটী কোম্পানী ভারতবর্ষের ম্যান্‌গ্রোভ ছাল রপ্তানীকারকদিগের অনুসন্ধান করিতেছে।

(I. T. J. ঐ)

বন্য জন্তু পাখী ও সরীসৃপ।

(কিউ—২৬৮) আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরের একটী কোম্পানী বন্য জন্তু, পাখী ও সরীসৃপ রপ্তানী কারিদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

স্বরাজ সাধনায় ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

ভারতীয় ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীগুলির তালিকা।

কোম্পানীর নাম	স্থাপনের তারিখ	হেড অফিস	সভাপতি ও ম্যানেজারের নাম
১। অল্ ইণ্ডিয়া এণ্ড বর্ম্মা প্রভিডেন্ট ফণ্ড	১৯১০ সাল।	বাঙ্গালোর	
২। অন্ধ্র ইন্‌সিওরেন্স	১৯২৫ সাল।	মছলি পট্টনম্	
৩। আর্য্য ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী	১৯১০ সাল।	শিলচর, কাছাড়।	সঃ—ডি, এম, চক্র ম্যাঃ—কে, কে, সান্যাল
৪। এশিয়ান ম্যাস্যুরেন্স কোং	১৯১১ সাল।	বোম্বাই	
৫। এশিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ্ ম্যাস্যুরেন্স কোং	১৯১৩ সাল।	বাঙ্গালোর সিটী	
৬। Associacao Goana de Mutus Auxilio	১৮৮৫ সাল।	বোম্বাই।	

কোম্পানীর নাম	স্থাপনের তারিখ	হেড অফিস	সভাপতি ও ম্যানেজারের নাম
৭। বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোম্পানী	১৯২০ সাল।	৬নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	সং— রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ম্যা—বি, বি, মজুমদার।
৮। বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী	১৯১০ সাল।	২৪নং ষ্ট্রাণ্ড রোড কলিকাতা।	সঃ—পি. সি, মজুমদার। ম্যা—ইণ্ডিয়ান এজেন্সী।
৯। ভারত ইন্সিওরেন্স কোং	১৮৯৬ সাল।	লাহোর।	
১০। B. B. & C. I. & R. M. Railway Zoroastrian Association	১৮৮৮ সাল।	বোম্বাই।	
১১। বোম্বাই লাইফ্ য্যাস্যুরেন্স কোম্পানী	১৯০৮	"	
১২। বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ্ য্যাস্যুরেন্স সোসাইটী	১৮৭১ সাল।	"	
১৩। বোম্বে উইডো পেন্সন ফাণ্ড	১৭৭৬ সাল।	"	
১৪। বোম্বে জোরোষ্ট্রীয়ান মিউচ্যাল ডেথ্ বেনিফিট ফাণ্ড	১৮৮৯ সাল।	"	
১৫। বৃটেনীয়া লাইফ্ য্যাস্যুরেন্স কোং	১৯১৭ সাল।	"	
১৬। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স কোং	১৯১৪ সাল।	লাহোর।	
১৭। ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স	১৯২৫ সাল।	১৫ হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	জে, সি, দাস।
১৮। ক্রীশ্চান মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোং	১৮৪৭ সাল।	লাহোর।	
১৯। কো-অপারেটিভ য্যাস্যুরেন্স কোং	১৯০৬ সাল।	"	
২০। ক্রীসেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং	১৯১৯ সাল।	বোম্বাই।	
২১। ডোনেসন ইউনিয়ন লিঙ্ক অফ্ রেলওয়েস	১৯২১ সাল।	ক্রেড্যার টাউন, বাঙ্গালোর।	

কোম্পানীর নাম	স্থাপনের তারিখ	হেড অফিস	সভাপতি ও ম্যানেজারের নাম
২২। ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট য়্যাসুয়েরেন্স কোং	১৯১৩ সাল।	বোম্বাই।	
২৩। এম্পায়ার অফ ইণ্ডিয়া লাইফ য়্যাসুয়েরেন্স কোং	১৮৯৬ সাল।	"	
২৪। জেনারেল য়্যাসুয়েরেন্স সোসাইটী	১৯০৮ সাল।	আজমীর।	
২৫। G. I. P. Railway Employee's Death Fund Benefit	১৯১৭ সাল।	বোম্বাই।	
২৬। Gujarat Zoroastrian Mutual Death Benefit Fund	১৮৯১ সাল।	নানপুর, সুরাট।	
২৭। হিমালয় য়্যাসুয়েরেন্স কোং	১৯১৯ সাল।	৮নং ডালহৌসী স্কোয়ার কলিকাতা।	সঃ—রায় বাহাদুর শেঠ। সুখলাল করনান। ম্যাঃ—এন, রাজাবলী
২৮। হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ য়্যাসুয়েরেন্স কোং	১৯৯১ সাল।	২৮৫-১০ বহু বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	সঃ—ডাঃ বি, কে মুখার্জ্জি ম্যাঃ—পি, সি রায়।
২৯। হিন্দুস্থান য়্যাসুয়েরেন্স এণ্ড মিউচুয়াল বেনিফিট সোসাইটী	১৯০৮ সাল।	লাহোর।	
৩০। হিন্দুস্থান কো অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটী।	১৯০৭ সাল।	হিন্দুস্থান বিল্ডিং, ৬-এ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	সঃ—ডাঃ পি, কে আচার্জ্জি ম্যাঃ—নলিনী রঞ্জন সরকার
৩১। আইডিয়েল ডেমোক্রেটিক য়্যাসুয়েরেন্স এণ্ড মর্টগেজলোন	১৯২৬ সাল।	নাগপুর।	
৩২। Independent order of Rechabites	১৮৯৩ সাল।	লক্ষ্ণৌ।	
৩৩। ইণ্ডিয়ান ক্রীশ্চান প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড	১৮৮৪ সাল।	ভেপারী, মান্দ্রাজ।	
৩৪। ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ইন্‌সিওরেন্স কোং	১৯০৮ সাল।	১নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	সঃ—বি, দে। ম্যাঃ—মিত্র এণ্ড কোং

কোম্পানীর নাম	স্থাপনের তারিখ	হেড অফিস	সভাপতি ও ম্যানেজারের নাম
৩৫। ইণ্ডিয়ান লাইফ য্যাসুয়েরেন্স কোং।	১৮৯২ সাল।	করাচী।	
৩৬। ইন্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড প্রুডেন্‌সিয়াল য্যাসুয়েরেন্স কোং।	১৯১৩ সাল।	বোম্বাই।	
৩৭। লক্ষ্মী ইন্‌সিওরেন্স কোং।	১৯২৪ সাল।	লাহোর।	
৩৮। লাইট অফ এশিয়া ইন্‌সিওরেন্স কোং	১৯১৩ সাল।	৬নং ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	সঃ—প্রিন্স্ ভিক্টর এন, নারায়ণ অফ কুচবিহার। ম্যা—অজিত ঘোষ।
৩৯। মাঙ্গালোর রোমান ক্যাথলিক প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড	১৮৮৮ সাল।	মাঙ্গালোর।	
৪০। মিউচুয়াল হেল্প এসোসিয়েসন	১৯০১ সাল।	সিমলা।	
৪১। নাগপুর পাইওনিয়ার ইন্‌সিওরেন্স কোং	১৯২১ সাল।	নাগপুর।	
৪২। ন্যাশান্যাল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোং	১৯০৬ সাল।	৬, ৭ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	সঃ—সার রাজেন মুখার্জ্জি। ম্যা—মার্টিন এণ্ড কোং
৪৩। ন্যাশান্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোং	১৯০৬ সাল।	৭ চার্চ্চ লেন, কলিকাতা।	সঃ—জে, চৌধুরী। ম্যা—এস, এন ব্যানার্জ্জি।
৪৪। নিউ এরা ইন্‌সিওরেন্স কোং	১৯১৯ সাল।	বোম্বাই।	
৪৫। নিউ ইণ্ডিয়া য্যাসুয়েরেন্স্ কোং	১৯১৯ সাল।	„	
৪৬। Oriental Government Security Life Assurance Co.	১৮৭৪ সাল।	„	
৪৭। Parsi Zoroastrian Death Benefit Fund (G. I.P.Ry)	১৮৮৮ সাল।	"	
৪৮। পিপলস্ ইনসিওরেনস কোং	১৯২৬ সাল।	লাহোর।	
৪৯। পাঞ্জাব মিউচুয়াল হিন্দু ফ্যামিলী রিলিফ ফণ্ড	১৮৯৩ সাল।	"	

কোম্পানীর নাম	স্থাপনের তারিখ	হেড অফিস	সভাপতি ও ম্যানেজারের নাম
৫০। সিণ্ড হিন্দু প্রভিডেণ্ট ফণ্ড সোসাইটী।	১৮৯৯ সাল।	হায়দ্রাবাদ, সিন্ধু।	
৫২। সাউথ ইণ্ডিয়া ওয়েসলিয়ান মেথডিষ্ট সোসাইটী।	১৯১১ সাল।	মাদ্রাজ।	
৫২। Tinnevelly Diocesan Council Widows Fund	১৮৪৯ সাল।	"	
৫৩। ইউনিক য়্যাস্থয়েরেন্স কোং	১৯১২ সাল।	১০ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	স:—Hon'ble Mr. B, C. Roy, ম্যা:—ইষ্টার্ণ এজেন্সী।
৫৪। ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ্ য়্যাস্থয়েরেন্স কোং।	১৯০৬ সাল।	মাদ্রাজ	
৫৫ ভেরাস য়্যাস্থয়েরেন্স ব্যাঙ্ক	১৯১০ সাল।	দিল্লী।	
৫৬। ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ্ ইন্সিওরেন্স কোং	১৯১৩ সাল।	সাতারা সিটি।	
৫৭ জেনিথ লাইফ্ য়্যাস্থয়েরেন্স কোং	১৯১৬ সাল।	বোম্বাই।	

অভারতীয় কোম্পানীর সংখ্যা ২৩, তাহাদেরও সম্পূর্ণ তালিকা নিম্নে উদ্ধার করিলাম।

১। এলায়েন্স য়্যাস্থয়েরেন্স কোং
২ নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২। য়্যাস্থয়েরেন্স কোং
পো: বক্স ১২৩ কলিকাতা।
৪নং ক্লাইভ রো।

৩। চায়না আন্ডার রাইটারস
60, Sulo Pogoda Road, রেঙ্গুন।

৪। কমার্সিয়াল ইউনিয়ান য়্যাস্থরেন্স কোং
৮ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩নং ওয়ালেস ষ্ট্রীট বোম্বাই।

৫। গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইফ্ য়্যাস্থয়েরেন্স কোং।
নর্টন বিল্ডিংস কলিকাতা।
৫০-৫২ চার্চ্চ গেট ষ্ট্রীট, বোম্বাই।

৬। গ্রেসাম লাইফ য়্যাস্থয়েরেন্স সোসাইটী।
বোম্বাই।

৭। ল ইউনিয়ান এণ্ড রক্ ইন্সিওরেন্স কোং
২নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

৮। লিভারপুল এণ্ড লণ্ডন এণ্ড গ্লোব
ইন্সিওরেন্স কোং।
৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৯। লণ্ডন য়্যাস্থয়েরেন্স কর্পোরেসন।
ক্লাইভ বিল্ডিংস, কলিকাতা।

১০। ম্যানুফ্যাক্‌চারারস্ লাইফ্ ইন্‌সিওরেন্স কোং বোম্বাই।

১১। ন্যাশান্যাল মিউচুয়াল লাইফ্ অ্যাসোসিয়েশন অফ অষ্ট্রেলেসিয়া—বোম্বাই।

১২। নর্থ বৃটিশ এণ্ড মার্কেন্টাইল ইন্‌সিওরেন্স কোং।
নর্থ বৃটিশ বিল্ডিং,
১০১-১ ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

১৩। নর্দান অ্যাসুয়েরেন্স কোং
অ্যালেন হাউস, ৭ হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৪। নরউইচ ইউনিয়ান লাইফ ইন্‌সিওরেন্স আফিস।
পোঃ বক্স ১৪৭ কলিকাতা।

১৫। ফিনিক্স য়্যাসুয়েরেন্স কোং।
১৮ ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

১৬। রয়াল এক্সচেঞ্জ য়্যাসুয়েরেন্স।
পোঃ বক্স ৩৫৭, কলিকাতা।

১৭। রয়াল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী।
রয়াল ইন্‌সিওরেন্স বিল্ডিংস। ২৬ এবং ২৭ ডালহৌসী স্কয়ার। কলিকাতা।

১৮। Royal London Axsiliary.
Royal London House, Finsbury Square, London. F. C. 2.

১৯। টিশ ইউনিয়ান এণ্ড ন্যাশান্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোং।
৬নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা।

২০। ষ্টাণ্ডার্ড লাইফ্ য়্যাসুরেন্স কোং।
ষ্টাণ্ডার্ড বিল্ডিংস, পোঃ বক্স ১০১, কলিকাতা।

২১। সান্‌লাইফ্ য়্যাসুয়েরেন্স কোং অফ ক্যানাডা। ক্যানাডা বিল্ডিং, বোম্বাই।

২২। ইয়র্কশায়ার ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী। বোম্বাই।

২৩। প্রুডেন্‌সিয়াল য়্যাসুরেন্স কোম্পানী।
ক্লাইভ বিল্ডিংস, কলিকাতা।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য :—কোম্পানীগুলির কেবল হেড আফিসেরই নাম করা হইয়াছে। এমন অনেক কোম্পানী আছে যাহাদের হেড আফিস বোম্বায়ে অথচ তাহারা কলিকাতাতেই খুব বেশী কাজ পাইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে "সানলাইফ্ য়্যাসুয়েরেন্স কোম্পানী অফ্ ক্যানাডার" নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।]

উপরের তালিকা হইতে দেখিতে পাইবেন অন্যূন ২৬টী বিদেশী কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র কলিকাতা। অর্থাৎ প্রধানতঃ বাংলা দেশের লোকেই ঐ সমস্ত বীমা কোম্পানীতে বীমা করিয়া থাকে। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই কোম্পানীগুলির প্রত্যেকটী প্রতি বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা বাংলার নিকট হইতে দোহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাতে দেশের লাভ হইতেছে কি? ঐ প্রিমিয়ামের এক কপর্দ্দকও বাংলার উন্নতি কল্পে ব্যয়িত হয় না বরং উহা আমাদের সর্ব্বনাশ কল্পেই ব্যয়িত হয়। বিদেশী কোম্পানীগুলি ঐ টাকা তাহাদের নিজেদের দেশের শিল্প বাণিজ্যের সহায়তায় নিযুক্ত করে। শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য আবার আমাদের দেশে ফিরিয়া আসে। আমরা স্বদেশী দ্রব্য ফেলিয়া পয়সা দিয়া তাহা কিনিয়া লই। তখন আবার তাহা বিদেশে চলিয়া যায়। এই রূপে এতগুলি কোম্পানী আমাদের শিল্প এবং আমাদেরই নোড়া লইয়া অতি সুচারুরূপে আমাদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙ্গিয়া আসিতেছে।

ভারতীয় অ-বাঙালী কোম্পানীর সংখ্যাও যে নিতান্ত অল্প নহে তাহাও দেখান হইয়াছে। এই সমস্ত কোম্পানীতে ইন্‌সিওর করিলে সমগ্র ভাবে ভারতের খুব বেশী ক্ষতি না হইলেও বাংলা দেশের যে বিশেষ ক্ষতি হয় তাহাতে সন্দেহ নেই। বোম্বায়ের কোম্পানী বাংলা হইতে অধিকাংশ টাকা সংগ্রহ করিলেও বাংলার জন্য বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা তাহার নাই। প্রিমিয়ামের অধিকাংশ টাকাই তাহারা বোম্বায়ের শিল্প বাণিজ্যে নিয়োজিত করিবে।

বঙ্গদেশ যে শিল্প বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি করিতে পারিতেছে না তাহার প্রধান তম কারণ মূলধনের অভাব। বাংলা মূলধনের অভাবে দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে, আর বাংলা হইতেই মূলধন সংগ্রহ করিয়া অপরে তাহার শিল্প বাণিজ্যকে সমূলে ধ্বংস করিতেছে ইহা বাঙালীর গৌরবের কথা নহে। প্রিমিয়াম বাবদ প্রতি বৎসর জল স্রোতের ন্যায় অর্থ বাংলার বাহিরে যাইতেছে, ইহার কি গতি ফিরাইয়া দেশের মধ্যে প্রবাহিত করা যায় না ? তাহা করিতে পারিলে দেশের অবস্থা ফিরিয়া যাইবে।

যে কয়টী বাঙালী কোম্পানী আছে তাহারা যে বাংলা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। হিন্দুস্থান কো অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী, ন্যাশন্যাল ইন্ডিয়ান, ন্যাশন্যাল প্রভৃতি কয়েকটী কোম্পানীকে যে কোন অ-বাঙালী কোম্পানীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ঐ সমস্ত বাঙালী পরিচালিত, বাঙালী প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী বাঙ্গালী জাতির গৌরব স্থল। উহা বাংলার শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে। কেবল ন্যাশান্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী নাকি শুনিতে পাই বর্ত্তমানে বোম্বাইওয়ালাদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। ইহার অধিকাংশ সেয়ারই নাকি এখন বোম্বাই প্রদেশের কয়েকজন ধনীর হস্তগত। ইহাই যদি প্রকৃত ঘটনা হয়, তাহা হইলে বাংলার দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। কেন না প্রিমিয়ামের টাকা খাটাইবার কালে বোম্বায়ের অংশীদারগণের হাতে যাইয়াই কর্ত্তৃত্ব পড়িবার সম্ভাবনা এবং তাহা হইলে বাংলা দেশ এবং বাঙ্গালী জাতির শিল্প বাণিজ্যের সহায়তা পাওয়ার আশা সুদূর পরাহত হইবে।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে The Calcutta Insurance, The Light of Asia, Bengal Real Proprty and Insurance Company এবং Unique Assurance নামক আরও কয়েকটী বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বীমা ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।

যাহা হউক দেশী যে কয়টী ইন্‌সিওর কোম্পানী রহিয়াছে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। জীবন বীমা করে সাধারণতঃ শিক্ষিত লোকে। যদি তাঁহারা দেখেন যে দেশী বা বিদেশী যে কোম্পানীতেই তাঁহারা বীমা করুন না কেন তাঁহাদের টাকা মারা যাইবার ভয় নাই তাহা হইলে তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য দেশী কোম্পানীতে বীমা করা। মানুষ শুধু নিজের বা নিজের সংসারের জন্যই চিন্তা করে না, সমস্ত জাতির ভাবনাও তাহাকে ভাবিতে হয়। দেশী কোম্পানীতে বীমা করা যে প্রকারান্তরে দেশীয় শিল্প বাণিজ্যকে সহায়তা করা একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একমাত্র দেশী কোম্পানীতে বীমা করিয়াই স্বদেশ সেবা করা যায়।

মানুষ দেশের জন্য কত কিই না স্বার্থ ত্যাগ করিতেছে। এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে

ও কেহ কুণ্ঠিত নহে। আমরা সেরূপ কিছুই করিতে বলিতেছি না। আমরা যাহা করিতে বলিতেছি তাহাতে নিজের কিছুমাত্র স্বার্থহানির সম্ভাবনা নাই, অথচ দেশের সমূহ উপকার করা হইতেছে। বাঙালী দেশ সেবার কত কঠোর ব্রতই না অবলম্বন করিল, দেশ সেবার এই সহজ পন্থাটী অবলম্বন করিবে কি ?

শুধু বর্ত্তমান কোম্পানী কয়েকটি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। আরও নূতন নূতন কোম্পানী যাহাতে গড়িয়া উঠে সে বিষয়েও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। ইংরাজেরা যাহা পারে, বোম্বায়ের লোকে যাহা পারে, বাঙ্গালী তাহা পারিবে না কেন ? কেন বাঙালীর কি শক্তি নাই ? বাংলায় যে সমস্ত কোম্পানী রহিয়াছে তাহার মুনফা যেই পাউক না কেন তাহা প্রকৃত পক্ষে চালাইতেছে কাহারা ? কাজ যোগাড় করিয়া আনিয়া দেয় কে ? সে ত বাঙালী। ইন্‌সিওরেন্সের দালালী করিয়া মাসিক ২।৩ হাজার টাকা রোজগার করিতেছেন এমন বাঙালীরও অভাব নাই। আফিসের কাজ কর্ম্মও চালাইয়া থাকে প্রধানতঃ বাঙালী। তবে বাঙালীরা একত্রিত হইলে নিজেরাই কোম্পানী গড়িয়া তুলিতে পারিবে না কেন ? পারা উচিৎ এবং আমার বিশ্বাস বাঙালী ইচ্ছা করিলেই তাহা করিতে পারে।

না পারিবার ত কোন কারণ দেখিতে পাই না বাঙালী স্বরাজ চাহিতেছে—স্বাধীনতা চাহিতেছে—বাঙালী বলিতেছে তাহারা স্বাধীনতা লাভের যোগ্য সুচারুরূপে রাজকার্য্য পরিচালনার শক্তি তাহাদের আছে। একটী বীমা কোম্পানীকে সন্তুতরূপে পরিচালিত করা কি রাজ্য পরিচালনা অপেক্ষা কঠিন ব্যাপার ? বাঙালী ! তুমি যে স্বরাজ লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছ তাহা প্রমাণ কর দেখি —দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন্ উন্নতি সাধন করিয়া এই প্রমাণের বলেই তুমি অর্থনৈতিক এব ফলে রাজনৈতিক মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

ভারতের এবং ভারতের বাহিরের বিস্তর অবাঙ্গালী কোম্পানী প্রতি বৎসর কয়েক কোটী টাকার প্রিমিয়াম বাংলা দেশ হইতে নিয়া যাইতেছে এবং তাহার সাহায্যে আপন আপন দেশের শিল্প-বাণিজ্যেয় সহায়তা করিতেছে। এই প্রিমিয়ামের টাকা যদি বাঙ্গালী বীমা কোম্পানীগুলি পাইত তবে কত বাঙ্গালীর শিল্প প্রচেষ্টার যে সাহায্য হইত তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বাঙ্গালী ! এখনও চক্ষু মেলিয়া দেখ—ঘর সাম্‌লাও ! তোমার গোলায় হাজার হাজার ইঁদুর লাগিয়াছে। আবার বলি ঘর সামাল্ !!

চীনামাটীর দ্রব্যের ব্যবসায়।

বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার চীনামাটির নানাপ্রকার জিনিষ ভারতবর্ষে আমদানী হইতেছে। ১৯১৯—২০ অব্দ হইতে ১৯২৪—২৫ অব্দ পর্য্যন্ত ৬ বৎসরে, চীনামাটির জিনিষের বাবদ ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ১২ হাজার ৬ শত ৭৯ টাকা এদেশ হইতে বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ বৎসরে গড়ে আমরা প্রায় ১ কোটি টাকা বিদেশী বণিক ও মৃৎ-শিল্পীর হাতে তুলিয়া দিতেছি। গত কয়েক বৎসরে বিদেশ হইতে মোট কত টাকার চীনামাটির দ্রব্যাদি সমগ্র ভারতে আমদানী হইয়াছে নিম্নে তাহার একটা হিসাব প্রদত্ত হইল।

১৯১৯—২০ সাল	৭২, ৫৪, ৮২০ টাকার মাল
„ ২০—২১ „	৮৮, ৭৬, ৭৫০ „ „
„ ২১—২২ „	৭৮, ৭২, ৫৪৬ „ „
„ ২২—২৩ „	৭৯, ৯২, ১৭৫ „ „
„ ২৩—২৪ „	৭০, ৯০, ৮০৬ „ „
„ ২৪—২৫ „	৭৫, ২৫, ৫৪২ „ „

এই তালিকা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে এক চীনামাটির বাসন বেচিয়াই বিদেশী বণিকেরা কত টাকা এদেশ হইতে লইয়া যাইতেছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে দেশে চীনামাটির বাসনের যথেষ্ট চাহিদা আছে; নচেৎ এত লক্ষ টাকার চীনাবাসন প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে আমদানী হইত না। চীনা বাসনকে আর ঠুনকা বাসন বলিয়া উপেক্ষা করার জো নাই; কারণ বাংলাদেশে ইহার এখন যথেষ্ট কাট্‌তি হইতেছে এবং চীনামাটির তৈয়ারী নানাপ্রকার জিনিষের চাহিদা যে দেশে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। চীনামাটির সকল প্রকার জিনিস তৈয়ারী করিবার উৎকৃষ্ট উপাদান সামগ্রী ভারতের মৃত্তিকাতেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ভারতে চীনামাটির নানাবিধ দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিবার কারখানা স্থাপন করিয়া দেশের ধন দেশে রক্ষা করিতে হইবে ও দেশের ধনাগম বৃদ্ধি করিতে হইবে।

চীনামাটির নানাপ্রকার জিনিষ সভ্যজগতের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়াছে। বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহারের দ্বারা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের অসংখ্য কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। কলকারখানা হইতে আরম্ভ করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি এক্ষণে আমাদের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। এই বৈদ্যুতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার নিমিত্ত চীনামাটির অপরিচালক (Insulstor) দ্রব্য সকলের আবশ্যক হয়। বর্ত্তমান প্রয়োজন নির্ব্বাহের নিমিত্ত জাপান, জর্ম্মণী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতবর্ষকে লক্ষ লক্ষ টাকার চীনামাটির বিদ্যুৎ অপরিচালক দ্রব্য সকল ক্রয় করিতে হয়। বৈজ্ঞানিক শিল্পের প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষকে যদি পরমুখাপেক্ষী না হইতে হয়, তাহা হইলে দেশেই এই সকল দ্রব্য তৈয়ারী করিতে হইবে।

ইষ্টক, অগ্নিসহ পোর্সেলেন, গার্হস্থ্য ও শিল্প-

বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন নির্ব্বাহার্থ নানাবিধ পাত্র ও যন্ত্রাদি চীনামাটির দ্বারা তৈয়ারী হয়। আবার উহা অত্যুৎকৃষ্ট কাগজ, সাবান, নানাবিধ কলম, টয়লেট বা বেশ বিন্যাসের নানা দ্রব্যের মূল উপকরণের সঙ্গেও মিশ্রণার্থ ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ নানা প্রয়োজনে সভ্যজগতের সর্ব্বত্র চীনামাটির দ্রব্যের চাহিদা বা টান রহিয়াছে। ক্রমেই উহা বৃদ্ধি পাইবে।

গবর্ণমেণ্টের জিওলজিকাল সার্ভের ১৯০৯ অব্দের রিপোর্টে দেখা যায় যে, রাজমহলের পার্ব্বত্য অঞ্চলে, ভাগলপুর, মুঙ্গের ও সাঁওতাল পরগণায় প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট চীনামাটি বা China clay রহিয়াছে। পোর্সলেন বা চীনামাটির শিল্পদ্রব্যাদি তৈয়ারী করিতে আরও দুইটী জিনিসের দরকার হয়—স্ফটিক প্রস্তর ও বালুকা প্রস্তর। এই দুই জিনিষও গয়া, হাজারিবাগ ও সাঁওতাল পরগণায় প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৯০৫ অব্দে চীনামাটির শিল্পের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ও সেরামিক ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেব মিহিজামের নিকট এক উৎকৃষ্ট স্ফটিক প্রস্তরের স্তূপ আবিষ্কার করেন। সত্যসুন্দর বাবু বার্লিনের ডাঃ সেগারের সুবিখ্যাত পরীক্ষাগারে এই স্ফটিক প্রস্তরের নমুনা লইয়া যাইয়া পরীক্ষা করাইলে উহা ঔৎকর্ষে পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্ফটিক প্রস্তরের সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তদবধি মিহিজামের উক্ত স্তূপ হইতে সহস্র সহস্র টন স্ফটিক প্রস্তর নানা স্থানে চালান হইয়া যাইতেছে।

বেহারের অন্তর্গত রাজমহল ও মিহিজাম প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত স্থানের চীনামাটির শিল্পের খনিজ উপাদান সকল যেমন প্রচুর তেমনি উৎকৃষ্ট। অপর আবশ্যক বস্তু কয়লাও এই সকল স্থানে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। শ্রমিক ও তথায় অতি সুলভ, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বেহার গবর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগ বেহারের এই সকল খনিজ ধনকে কার্য্যোপযোগী করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন এবং বেহার ও উড়িষ্যার শিল্পোন্নতির সাহায্য-দান-বিষয়ক আইনানুযায়ী এই সকল শিল্পের প্রতিষ্ঠান প্রয়াসে সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছেন।

এই সকল সুযোগ লক্ষ্য করিয়া সত্যসুন্দর বাবু মিহিজামে চীনামাটির এক কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। তিনি ৫ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া পাটনায় "বেহার পটারিস্ লিমিটেড্" নামে এক যৌথ কারবারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বেহারের কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কারবারের পরিচালক হইয়াছেন। আমাওয়ানের রাজা হরিহর প্রসাদ নারায়ণ সিংহ বাহাদুর, ও, বি, ই; এম, এল, সি; বনালীর রাজা কীর্ত্ত্যানন্দ সিংহ বাহাদুর, বি, এ; পাটনার ব্যারিষ্টার মহম্মদ ইয়ুনুস, সম্বলপুরের জমীদার ও ব্যবসায়ী শঙ্করপ্রসাদ মিশ্র বি, এ; ও মিঃ এস, দেব কোম্পানীর ডিরেক্টার। এতদ্ব্যতীত গয়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কেদারনাথ; খাঁ বাহাদুর খাজা মহম্মদ নুর (গয়া); সিন্ধিয়া ষ্টিম্ নেভিগেশন কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ ডেভিড্, এরুলকর; বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু প্রভৃতি প্রথম অংশীদার হইয়া কোম্পানী গঠন করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার সুযোগ লইয়া বেহারে এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করিয়া সত্যসুন্দর বাবু এক্ষণে তাঁহার স্বদেশবাসী বাঙ্গালীদিগের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন।

স্বদেশী যুগে যে সকল বাঙ্গালী যুবক নানাবিধ

শিল্প শিক্ষার জন্য বিদেশে গমন করিয়াছিলেন সত্যসুন্দর বাবু তাঁহাদিগের অন্যতম।

সত্যসুন্দর দেবের নাম 'স্বদেশী'-ভক্ত বাঙ্গালার নিকট অপরিচিত নহে। 'স্বদেশী' যুগে দেশে শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য যে আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহারই ফলে সত্যসুন্দর বাবু চীনামাটির শিল্প শিক্ষার্থ বিদেশে গমন করেন। জাপান, জর্ম্মাণী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের শিক্ষালয়ে ও কারখানায় হাতে-কলমে বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি দেশে প্রত্যাগমন করেন। তদবধি গত ২০ বৎসর কাল তিনি দেশে মৃৎ-শিল্পের প্রতিষ্ঠা পরিচালন ও উহার খনিজ উপাদান আবিষ্কার প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, অনেকেই তাহা অবগত আছেন। এই দেশে, চীনামাটির শিল্পে সত্যসুন্দর শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও বিশেষজ্ঞ। বার্লিনের ডাঃ সেগারের বিখ্যাত লেবরেটরিতে সহযোগীরূপে কার্য্য করিয়া তিনি সুনিপুণ শিক্ষালাভ করিয়াছেন। কলিকাতা পটারি ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশেষজ্ঞ শিল্পীরূপে তিনি ২০ বৎসর কাল উহার উন্নতিকল্পে যে কঠোর সাধনা করিয়াছেন, সজ্জন মাত্রেই তাহা স্বীকার করেন। তাঁহার তৈয়ারী ইন্‌সুলেটার প্রভৃতির কিরূপ আদর, নিম্নে প্রদত্ত তাঁহার কতিপয় গ্রাহকের নাম হইতেই পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন।

টাটা আয়রণ ও ষ্টিল কোং ; ই, আই, আর ; ই, বি, আর ; জি, আই, পি ; বি, বি, সি, আই, রেলওয়ে ; ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্টের চীফ্ কন্‌ট্রোলার অব্ ষ্টোরস্ ; কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট ; মহীশূর গবর্ণমেণ্ট ; পাটনা, কলিকাতা, মান্দ্রাজ, কানপুর, এলাহাবাদ, লাহোর, রেঙ্গুন, বোম্বাই ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই ও ট্রামওয়ে কোম্পানী সমূহ ; ইংলিশ ইলেক্‌ট্রিক কোং লিঃ ; জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোং লিঃ ; মেট্রোপলিটান ভাইকারস্ লিঃ ;

গত ছয় বৎসরে ৪ কোটী ৬৬ লক্ষ ১২ হাজার ৬ শত ৭৯ টাকা চীনামাটীর দ্রব্যাদি খরিদ বাবদ বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। চীনামাটীর দ্রব্যাদি তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করতঃ স্বদেশে এই সকল জিনিষ তৈরী করিতে পারিলেই তবে এই বৈদেশিক শোষণ বন্ধ হইতে পারে! ইহার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। সভায় গলাবাজী করিলে কিম্বা খবরের কাগজে লম্বাই চওড়াই প্রবন্ধ ছাপাইলে দেশোদ্ধার হয় না! তাহা দ্বারা দেশবাসীকে কিছুকালের জন্য ধাপ্পা দেওয়া (Bluffing) চলে, কিন্তু দেশ সেবা হয় না। গলাবাজী ছাড়িয়া জাপানীদের মত নীরবে, নিঃশব্দে এইরূপ এক একটী কারখানা গড়িয়া বৈদেশিক শোষণের পথ বন্ধ করুন, তবেই দেশোদ্ধারের পথ সুগম হইবে। নচেৎ কেবল ধাপ্পার দ্বারা ছয় মাস কেন ছয় হাজার বছরেও স্বরাজ আসিবে না।

ক্যালেণ্ডার্স কেব্‌ল এণ্ড কন্‌ট্রাক্‌সন কোং লিঃ প্রভৃতি।

এতদ্ব্যতীত নিউজিলাণ্ড, সাউথ আফ্রিকা, ডচ্‌ ইষ্ট ইণ্ডিজ, সিংহল প্রভৃতি হইতেও সত্যসুন্দর বাবুর নিকট ইন্‌সুলেটারের জন্য নানা কোম্পানী ও কারখানা খবর লইয়াছেন। মেট্রোপলিটান ভাইকার্স্‌ কোং এই প্রচার করিয়াছিলেন যে, মিঃ দেবের তৈয়ারী জিনিষ লণ্ডনে কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে ও উহা সর্ব্বতোভাবে সন্তোষজনক প্রমাণিত হইয়াছে।

সত্যসুন্দর বাবুর প্রতিষ্ঠিত বেহার পটারিস্‌ বেহারের শিল্প প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবে, ইহাই আমাদের আশা ও বিশ্বাস। আমাদের আশা এই, বাঙ্গালী ধনী ব্যবসায়ী ও 'স্বদেশী'-ভক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার এই কার্য্যে সহযোগী হইয়া দেশের ধনরক্ষা ও ধনাগম বৃদ্ধির সহায় হইবেন এবং অংশীদার হইয়া নিজেরাও সবিশেষ লাভবান হইবেন।

"বেহার পটারিস্‌ লিমিটেড" বেহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের নিকট ৮২০০০৲ টাকা মূল্যের কল ও যন্ত্রাদির জন্য আবেদন করিয়াছেন। এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে এই সাহায্য পাওয়া যাইবে, এরূপ আশা পাইয়াছেন। মিহিজাম বেহারের অন্তর্গত; কলিকাতা হইতে ১৫০ মাইল দূরে এবং ই, আই, রেলওয়ের উপরে অবস্থিত। সুতরাং কারখানার উৎপন্ন মাল সহজেই কলিকাতার বাজারে আসিতে পারিবে। সত্যসুন্দর বাবু তাঁহার সুনিপুণ শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও বিশুদ্ধ চরিত্র এবং দৃঢ়সংকল্প লইয়া এই কারখানার সফলতা সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বতোভাবে "বেহার পটারিস্‌ লিমিটেড"এর সফলতা কামনা করি এবং দেশবাসীকে ইহার অংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

আকাশের গান বা বেতার সঙ্গীত।

আজ কাল এ দেশে কলিকাতা, বোম্বাই ও কলম্বো সহর হইতে প্রত্যহ বিখ্যাত গায়ক গায়িকার সঙ্গীত ও সেতার,এসরাজ,বাঁশী, হারমনিয়াম প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীত এবং ইংরাজি নানাবিধ যন্ত্র সঙ্গীত ব্রড্‌কাষ্টিং কোম্পানি কর্ত্তৃক আকাশে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। আপনি এই বিশাল ভারতবর্ষের যে স্থানেই অবস্থান করুন না কেন, ইচ্ছা করিলেই ঐ সকল সঙ্গীত ঘরে বসিয়া, এমন কি রেল গাড়ীতে বসিয়া বা মোটর গাড়ীতে বসিয়াও শুনিতে পাইবেন। ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে! ইহার জন্য আপনাকে কেবল মাত্র একটি আকাশের গান-ধরা-কল কিনিতে হইবে।

বিদ্যুৎ প্রবাহের দ্বারাই এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে। এই প্রবাহে কোনও বাধা বিঘ্ন মানে না। বাটীর ঘরের দরজা জানালা

প্রভৃতি বন্ধ করিয়াই থাকুন, আর সমুচ্চ পর্ব্বতোপরি অবস্থান করুন,অথবা পৃথিবীর অভ্যন্তরে তিন চারি শত ফীট নীচে খনির মধ্যেই থাকুন, এই প্রবাহ সমান ভাবে কার্য্য করিতে পারে। ব্রডকাষ্টিং কোম্পানি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে এই প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া তাহার সহিত গীত বাদ্যের প্রবাহ মিলাইয়া আকাশে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ঐ বিদ্যুৎ প্রবাহ পুনরায় গান-ধরা-কলের দ্বারা আবার গীত বা বাদ্যের শব্দে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই সকল কল এক্ষণে এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে যে আপনার মনে হইবে যে গায়ক আপনার সম্মুখে গান করিতেছেন। যদি এক সঙ্গে তিন চারি স্থান হইতে গীত বা বাদ্য প্রবাহ নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে শ্রোতা ইচ্ছা অনুসারে যে কোন একটি স্থানের গান বা বাদ্য শুনিতে পারেন, তখন অপর স্থানের গান বা বাদ্য শ্রুত হইবে না।

এই গান ধরা কল, (ইংরাজিতে যাহাকে Receiving set বলে) ব্যবহার করিতে আপনাকে বিশেষজ্ঞ হইতে হইবে না। এমন কি বালক বালিকারাও, দুই এক বার দেখাইয়া দিলে, আপনারা ইচ্ছামত এই কল ব্যবহার করিতে পারে।

প্রধানতঃ এই কল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ক্রিষ্টাল যন্ত্র বা Crystal set ও ভাল্ভ্ যন্ত্র বা Valve set. ক্রিষ্টাল যন্ত্র অতি সরল ও সস্তা ও ব্যবহার করিতে কোনও খরচ নাই। তবে ব্রড্কাষ্টিং কোম্পানির ষ্টেশন হইতে ৩০।৪০ মাইলের বেশী এই যন্ত্র দ্বারা শুনিতে পাওয়া যায় না। এই যন্ত্র শুনিতে হইলে কানে টেলিফোন্ যন্ত্রের ন্যায় হেড্ফোন ব্যবহার করিতে হয়। একজন বা দুই তিন জন এক সঙ্গে এই যন্ত্রের সাহায্যে শুনিতে পাইবেন। এই যন্ত্রের মূল্য ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা এবং বাড়ীতে শূন্যের তার লাগাইবার খরচ ১০৲ বা ১৫৲। এই শূন্যের তার বা Aerial তার ভাল করিয়া লাগান বিশেষ আবশ্যক।

একত্রে অনেকের গীত বাদ্য উপভোগের জন্য ভাল্ভ সেট ও লাউড্ স্পীকার প্রয়োজন। এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে ব্যাটারী প্রয়োজন। তবে কলিকাতা প্রভৃতি সহরে যে স্থানে ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই আছে সেখানে এক প্রকার যন্ত্র পাওয়া যায় তাহার সাহায্যেও সেট চলিতে পারে। এই সকল ভাল্ভ সেট ২০০৲ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ৬০০৲ ৭০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে পাওয়া যায়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানীয় লোকে যদি কেবল মাত্র কলিকাতা সহর হইতে প্রেরিত গীত বাদ্যাদি শুনিতে চাহেন তবে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের সেটেই চলিবে। কিন্তু যদি বোম্বাই ও কলম্বো প্রভৃতি স্থান হইতে প্রেরিত গীত বাদ্যাদি শুনিতে চাহেন তবে বেশী মূল্যের সেট প্রয়োজন হইবে।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন এদেশে প্রথম ফনোগ্রাফ ও কিছুকাল পরে গ্রামোফোন প্রভৃতি যন্ত্রের আবির্ভাব হয়, তখন যেমন লোকে তাহার গান আশ্চর্য্যবৎ শুনিয়াছিল,এখন লোকে এই সকল যন্ত্রের গান সেইরূপই আশ্চর্য্যবৎ শুনিতেছে। পরে, এখন যেমন এই গ্রামোফোন ব্যবসায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও প্রায় ঘরে ঘরে গ্রামোফোন যন্ত্র আছে, আশা করা যায় যে অতি অল্প কালের মধ্যে এই আকাশের গান-ধরা-কলও ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এখন হইতে এই যন্ত্রের ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান হইবার সম্ভাবনা আছে। বিশেষ যাহারা এক্ষণে গ্রামোফোন হারমোনিয়ম প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের ব্যবসায় করিতেছেন তাঁহারা এই যন্ত্র অতি সহজেই তাঁহাদের গ্রাহকগণের নিকট উপস্থিত করিতে পারিবেন।

আজ কাল কলিকাতার রসা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস এদেশে নানাবিধ (রিসিভিং সেট) গান-ধর'-কলের আমদানি করিয়াছেন। তাঁহারা এই সহরে অনেক এজেন্ট নিযুক্ত করিতেছেন এবং যাহাতে এজেন্টগণ এই সকল যন্ত্র ব্যবহার করিতে সমর্থ হন তাঁহাদিগকে সে বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেছেন। আমাদের শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের এই একনূতন সুযোগ উপস্থিত। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এই বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জন করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ কিছুদিন পরিশ্রম করিলে ভবিষ্যতে অনায়াসে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিবেন।

আর যাঁহারা নিজের আনন্দের জন্য এই যন্ত্র সংগ্রহ করিতে চাহেন, তাঁহারাও উক্ত রসা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসে নানাবিধ যন্ত্র দেখিতে পাইবেন, এবং ঐ কোম্পানীর নিকট হইতেই ইহার ব্যবহার প্রণালী সম্বন্ধে যাবতীয় উপদেশ পাইতে পারেন।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের নামোল্লেখ করতঃ পত্র লিখিলে অথবা আমাদের নিকট হইতে পত্র নিয়া রসা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসে দেখা করিলে কলের গানের ব্যবহার প্রণালী শিখিতে পারিবেন এবং এজেন্সী পাইবারও ব্যবস্থা হইবে।

বাংলা দেশের সুদূর পল্লী প্রান্তেও আজ গ্রামোফোন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ২০ বৎসর আগে কেহ বিশ্বাস করিত না যে গ্রামোফোন এদেশে আবার বিক্রয় হইবে! দশ বছর আগেও কেহ কল্পনা করিতে পারিত না যে সহরে মফঃস্বলে সর্ব্বত্র গ্রামোফোন এমনভাবে ছড়াইয়া পড়িবে। যাঁহারা ১০।১৫ বছর আগে গ্রামোফোনের ব্যবসায়ে হাত দিয়াছিলেন তাঁহারা আজ ধনী ব্যবসায়ী হইয়াছেন। আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি "আকাশ কলের গানও" ঠিক তেমনি ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িবে। যাঁহারা ভবিষ্যৎ বুঝিয়া এই আকাশ কলের গান বিক্রয়ের এজেন্সী নিবেন তাঁহারা কালে অর্থশালী হইতে পারিবেন তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বাংলা দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। আপিসে আপিসে ঘুরিলে চাকুরী মিলিবে না—ফাঁকা রাজনৈতিক আন্দোলনের মাতনে মাতিয়া "হাসেন হোসেন" করিলেও পেট ভরিবে না। বিনা মূলধনে যে সকল নূতন ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে আকাশের কলের গান বেচার এজেন্সি বা ক্যান্‌ভাসিং তাহাদের অন্যতম। আমরা বেকার যুবক দিগকে এই রাস্তা ধরিতে বলিতেছি।

কলিকাতার ডাইরেক্টরী।

কলিকাতার ডাইরেক্টরী মফঃস্বলের ব্যবসায়ীগণের সুবিধার জন্য আমরা এই মাস হইতে কলিকাতার ব্যবসায়ীদিগের ডাইরেক্টরী প্রকাশ করিতে সুরু করিলাম। মফঃস্বলে এমন অনেক কারবারী আছেন যাঁহারা স্থানীয় পাইকারদের হাতে মাল না বেচিয়া সরাসর একেবারে কলিকাতার ব্যবসায়ীদিগের নিকট মাল বেচিবার আগ্রহ করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহাদের নাম ঠিকানা না জানায় মালের নমুনা দর ইত্যাদি পাঠাইতে পারেন না। এইরূপ কারবারীদিগের সাহায্যের জন্য আমরা এই মাস হইতে কলিকাতায় বিভিন্ন ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যবসায়ীদিগের নাম ধামাদি প্রকাশ করিতেছি। বলাবাহুল্য সমস্ত ব্যবসায়ে লিপ্ত কারবারীদিগের নাম একেবারে প্রকাশ করা অসম্ভব, এই জন্য প্রতিমাসে বিভিন্ন ব্যবসায়ের বিবরণ প্রকাশিত হইবে। অধুনা সকলেই পাট বিক্রয়ের জন্য ব্যগ্র, সেই জন্য সর্ব্বাগ্রে পাটের ব্যবসায়ে নিযুক্ত কারবারীদিগের নাম ধামাদি প্রকাশ করিলাম।

কলিকাতাস্থ জুটমিল সমূহের এজেণ্টদিগের নাম ও ঠিকানা ঃ—

Angus Co, Ld.
3, Clive row.

Begg, Dunlop & Co,
2, Hare St.

Bird & Co, Chartered Bank
Bldgs, Clive St.

Birkmyre Bros,
6, Clive Row.

Duff, Thomas & Co, Ld,
2-3 Clive Row.

Finlay, James & Co, Ld,
Clive St

Gillanders, Arbuthnot & Co,
8, Clive St

Heilgers F W & Co,
Chartered Bank Blngs,
Clive St.

Henderson, Geo & Co, Ld,
101-1, Clive St

Howeson Bros, Ld.
32, Dalhousie Sqr

Japan Cotton Trading Co, Ld,
D 3, Clive Bldgs, Clive St.

Jardine, Skinner & Co,
4, Clive Row.

Kettlewell, Bullen & Co, Ld,
21, Strand Rd

Macneill & Co,
2, Fairlie Place

Sir Sarupchand Hukumchand
& Co. 30, Clive St

কলিকাতার জুট মার্চ্চেণ্ট, শিপার ও বেলারদিগের নাম ও ঠিকানা—

American Manfcty Co,
7, Council House St.
Angus Co, Ld.
3, Clive Row.
Becker, Gray & Co, (Calcutta) Ld,
Hongkong House,
Council House St.
Bhicanchand Choraria,
4, Raja Woodmunt St.
Birkmyre Bros, 6, Clive Row.
Birla Bros, Ld. "Canning House"
137, canning St
Chunder, S. C. 5, Clive Ghat St
Demetrius Bros, 57. Radha Bazar
Chanan Mull Kan Mull Lodha,
178, Harrison Rd
Cox & Bros, Ld, 26, Dalhousie Sqr.
Duffus, I. C. & Co, Ld
National Bank Bldgs, 104, Clive St
Ghuznavi, A. H. & Co,
4, Clive Ghat St.
Gregory, G. I. M. & Co,
3, Clive Row.
Haworth, W & Co,
1, Commercial Bldgs, Clive St.
Hazareemull, Heeralal
148, Cotton Street.
Hazarimall Multan Mall
15, Normal Lohia St
Hursing Nehalchand.
1, Portuguese Church St
Jiwanmal chandanmal,
3, Fairlie Place
Joakim Nahapiet & Co, Ld.
10, Strand Rd
John Catlow & Sons, Ld.
11, Clive St
Jute Industries Ld,
1A, Hare St
Kundu, S. M. & Sons, Ld,
2, Old Court House, corner
Sim, R. & Co, Ld, 2 Clive Row
Smith Forrester & Co,
D Ground floor, 8, Clive St
Soorajmull Nagarmull
61, Harrison Rd
Stoll, Earl & Co (1922), Ld,
Clive Bldgs, 8, Clive St.
Tata Sons, Ld, 100, Clive St

MOFUSSIL.

Birkmyre Bros,
Kishanganj, Purnea,
Lakshmi Pasha, Jessore ;
and Narayanganj
David, M & Co,
Narayanganj, Chandpur
(Tippera), Serajganj
and charmugria (Faridpur)
Kanknarrah Co, Ld,
Ekrampore, Narayanganj.
Khetter Mohon Dey & Co,
Chandpur, Tipppera
Londale & Clark, Ld
Charmugria, Faridpur
Narayanganj Co, Ld. Narayanganj
Sarkies, M & Son, Naraynganj
Watt Bros & Co, Ld
Narayanganj

কলিকাতার বাজার দর।

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চাল, ডাল, আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেকরকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে, তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি; এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

মিহিজামে চিনামাটীর কারখানা স্থাপনের
উদ্যোক্তা ভূতপূর্ব্ব কলিকাতা পটারীর
স্থাপয়িতা বিখ্যাত সিরামিক
ইঞ্জিনীয়ার
মিঃ সত্যসুন্দর দেব।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার জিনিষের বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নিচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্তি পড়্তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মাম্লা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল "ব্যবসা ও বণিজ্য" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে।

চাউল

বাঁক তুলসী	৭৸৹	হইতে	৮॥৹ মণ
চিনিশক্কর	১১৴	"	১৩৲ "
বালাম (ঢেঁকি ছাটা)	১০॥	"	১১৲ "
ঐ (আড়ং ছাটা)	৮।৹	"	৯॥৹ "
দাউদ খানি	৮॥৵	"	১০॥ "
দাগরা	৭৵	"	৭॥৹ "
কাঁমলা	৫.০	"	৬৲ "
দুধ কলমা	৬৸৹	"	৭৵ "
পাটনাই আতপ	৮৸৹	"	৯।৹ "
ঐ সিদ্ধ	৭॥৹	"	৮৲ "
সীতা ভোগ	৮॥৹	"	৯॥৹ "

ডাল

মাষ কলাই ডাল	৭৲	হইতে	৭৸৹ মণ
অড়হর দেশী	৭।৹	"	৭৸৹
ঐ কানপুর	৮৲	"	১১॥৹
ছোলার ডাল	৬৸	হইতে	৭॥৹
মশুর দেশী	৭॥৹	"	৮৲
ঐ পাটনাই	৭॥৹	"	৭৸৵৹
ঐ খাড়ী	৮৲	"	৯।৹
মুগ	১১॥৹	"	১৫॥৹
মটর	৬॥৹	"	৭৲
খেসারী	৫৸৹	"	৬৲
সোণামুগ গোটা	১৩৸৹	"	১৪॥৹
কৃষ্ণ	৮॥৹	"	৮৸৹
হারি	৭৲	"	৭॥৹
কালিকলাই	৫৸৹	"	৬।৹

মসলা

হরিদ্রা (মজনি পত্তন) ৮।৹, ৮॥৹
ঐ (কড়পী) ৮৸৹, ৯৲
ঐ (মাদ্রাজ বা গোপালপুরী) ৮॥৹, ১০৲
ঐ (পাবনা বা কুষ্টিয়া) ৮।৹, ১২৲
সুপারী (ছোট দানা) ১০৸৹, ১১৵৹
ঐ (বড় দানা) ১২৲
ধনিয়া ১৫৲, ১৫॥৹

লাল লঙ্কা ১৪৲, ১৫৲
গোল মরিচ ৭৭৷৷০
এলাচি (বড়) ৪৪৲
সাগু দানা ১০৵০
এরারুট ৮৷/০
ধুনা (জাহাজী) ৬৷৷০, ৭৷৷০
ঐ (রেঙ্গুনী) ১৪৲
কিস্‌মিস্‌—২৪৲, ২৬৲
সোহাগা (বিলাতী)—১২৷৷০
নিশাদল—১৮৷৷০, ১৯৲
কর্পূর—১৬০৲
কাবাব চিনি—৬৫৲, ৬৮৲
তুঁতিয়া—১৫৸০
চন্দন—৭৫৲, ৭৮৲
মসব্বর—২৫৲
হিঙ্গ—২৪৲
মাজুফল—৩৭৲
মুদ্রাশঙ্খ—২৩৷৷০
বংশ লোচন—৮৷৷০, ১১৲, ১৩।০
ফিটকারী—৫৷৵০, ৫৷৷০
জিরা—৩০৲, ৩২৲
দারুচিনি—১৪৷৷০, ১৬৲
লবঙ্গ—৪০৲, ৪২৲
পোস্তদানা—৯৩৸০, ৯৪৸০

শ্রীরাম চন্দ্র ছোটে লাল
২নং বাঁশতলা, বড়বাজার

ঘৃত

নটকী—	৭৭৲
ভারতী—	৭৩৲
খুরজা—	৭৬৲
সিকোয়াবাদ—(খুরজা মার্কা)	৬৯৲
লক্ষ্মী—	৭২৲
বাদা সাগর—	৬৫৲

আটা ময়দা সুজী

কলিকাতা, ৩রা জুলাই,

পেটেণ্ট ময়দা প্রতিমণ—	৮৲	হইতে	৮/০
মিহি—	৭৸০	”	৭৸/০
গৃহস্থী (হাউসহোল্ড)—	৭৷৷০	”	৭৷৷/০
সুজী—	৮৲	”	৮/০
আটা “বি”—	৭৸০	”	৭৸/০
ঐ ২নং—	৭।০	”	৭।/০
ঐ ৩নং—	৫৲	”	৫৵০
ঐ “এস” মার্কা—	৬৸৵০	”	৭৲
পোলার্ড—	৩৸৵০	”	৪৲
ব্রান—	৩৸০	”	৩৸৵০

কাসেম ও ইস্মায়েল ২১ নং আমড়াতলা লেন।

তৈল

			পাইকারী	খুচরা
১।	সরিষার তৈল খাঁটি (রাধা কৃষ্ণমার্কা)		২২৸০	২৬৲
২।	ইলেকট্রিক ২১৲ হইতে		২২৲	২৫৲
৩।	কলের মিশ্রিত ১৯৲ ”		২১৸০	৩৫৲
৪।	কানপুর	২৩৲ ”	২৩৸০	২৭৲
	ঘানির	২৭৷৷০ টিন সমেত		৩০৲
৫।	নারিকেল তৈল		২৫৲	২৭৷৷০
৬।	রেড়ির তৈল ১৫৲		১৬৷৷০	২০৲

শ্রীললিত মোহন পাল
(রাধাকৃষ্ণ অয়েল মিল
১২১নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

করগেট সিট

২২ গেজ করগেট সিট	১২৷৷৵০	হিঃ	হন্দর
২৪ ” ” ”	১২৶/০	হিঃ	”
২৬ ” করগেট সিট	১৪৵০	হিঃ	”
২৪ গেজ ” আর, পি, ভি	১৩।০	হিঃ	”
জয়েষ্ট (কড়ি)	৫৸০	হিঃ	”
টী (বরগা)	৬৸০	হিঃ	”

রাউণ্ডবার (বন্টু)	৬৸০	হিঃ	„
ফ্লাটবার (পাটি)	৬৸০	হিঃ	„
কাঁটা তার	১০৸০	হিঃ	„
মটকা	৷৵০	পিল	

গঙ্গা নারায়ণ পাল এণ্ড সন্স
৩নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কলিকাতা, ৩রা জুলাই

সোণা ও রূপা

ইংলিশ বার (প্রতিভরি)		২১৷৵০
টাঁকশালের „	„	২১৷০
বড়ালের „	„	২১৷৶০
চিনাপাত „	„	২১৷৶০
গিনি (প্রত্যেকখানা)		১৩৷৶
রূপা পাইকারী ১০০ ভরি		৬৩৷৴০
ঐ খুচরা		৬৩৸৶০

প্রসাদ দাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স
২৮ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

মেটাল ও পেণ্ট

প্রতি হন্দর

ব্লক টিন পেনাঙ্গ—টী	১৭৯৷০
তামার ইনগট আর, টি	৫৬৸০
„ „ „ অষ্ট্রেলিয়ান	৬০৷০
পিগ্ লেড বি, এম, মার্কা	১৮৵০
„ „ দেশী	১৭৸০
এণ্টিমনি এ, এস, পি, মার্কা	৬৯৷০
„ অন্যান্য মার্কা	৫৭৲
ফস্ফর ব্রঞ্জ ইনগটস্	১১৯৷০
পিতলের চাদর ৪ + ৪	৬৫৲
„ বোণ্ট	৫১৷০
তামার চাদর ৪ + ৪	৬৯৷০
„ বোণ্ট	৬৯৸০
সীসার চাদর	২৪৸০
দস্তার টালি বিলাতী	২২।০
„ দেশী	২১৸৵০
হীরাকের সাদা জিঙ্ক পেণ্ট	৬৫৷০
„ „ লেড	৩৭৷০
„ গ্রীন পেণ্ট	২৮।০
„ রেড অক্সাইড পেণ্ট	২৮৷০
	প্রতি গ্যালন
„ তারপিন টাঃ	৪৸১০
তিসির তৈল সিদ্ধ	২৸৶৫
„ „ কাঁচা	২৷৶৬
সিমেণ্ট (ভারতীয়) „	৫৮।০ প্রতিটিন
(ইংলিশ „	১৩৷০ প্রতি পিপা

গোপাল চন্দ্র দাস এণ্ড কোঃ লিঃ
৮৬এনং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাট

কলিকাতা ৩রা জুলাই।

গত সপ্তাহে বাজারে ১১,০০০ মণ পাট আমদানী এবং ২৮০০০ মণ রপ্তানি হইয়া ১৭১০০০ মণ মজুত রহিয়াছে। গত বৎসর ঠিক এই সময় ২৮০০০০ মণ মজুত ছিল। এ বৎসরের পাটের দর—৯৷০ হইতে ১৩৲ পর্য্যন্ত কিন্তু গত বৎসর এই সময়ে উহার দর ৫৸৵০ হইতে ১১৲ ভিন্ন পাই ছিল।

নূতন পাট

আমদানী ১০০ মণ কিন্তু ৬০৩ মণ রপ্তানী হইয়া বর্ত্তমানে ২৯৫ মণ পাট মজুত আছে গত সন এই সময়ে ৭৩৯ মণ মজুত ছিল। এবার এই নূতন পাটের দর—১১।/৩ হইতে ১১৸৶৩ আছে কিন্তু গত সন ইহার দর ৭৸৶ হইতে ৯৸৶৩ ছিল।

খোলা পাট

বাজার দর খুব তেজী হইয়াছে বলিয়া বিলাতী সওদাগরেরা অল্প পরিমানে এই খোলা পাট ১৪৲ ও ১৩৲ এবং কখন কখন ১২৲ মূল্য খরিদ করিতেছে কারণ ক্রেতাগণ এ বৎসর কি পরিমাণে পাট জন্মিবে তাহার আনুমানিক পরিমাণের সংবাদ না জানা পর্য্যন্ত বেশী পরিমাণে কিনিতে ইচ্ছুক নহে।

পাকা বস্তা

এই বিভাগের বাজার তেজী বটে কিন্তু এলো মেলো ধরণের। ফার্ট, লাইটনিং এবং হার্টের দর যথাক্রমে ৭৩৷৹, ৭০৲, ৬৪৷৹ হইয়াছিল কিন্তু এই জুলাই মাসের দর প্রত্যেক প্রকারেই মোটের উপর ৷৹ আনা বেশী রহিয়াছে।

ফাষ্টের আগায় খরিদারের অক্টোবর মাসের দর ৭৮৲ কিন্তু বিক্রেতার দর ৭৯৲ হইয়াছে।

সেয়ার মার্কেট

কলিকাতা, ৩রা জুলাই।

অদ্য পাটের কলের সেয়ারের কাজ সকালে বেশী তেজী হয় নাই কারণ বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার কত জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহার সংবাদ জানিবার জন্যই সকলেই সকালে একান্ত উৎসুক ছিল। পরে শেষ বেলা যখন ঐ সংবাদ সরকার হইতে প্রকাশ হইল তখন দেখা গেল যে গত বৎসর হইতে এবার ২০৭৯০০ একর কম জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। বিক্রেতাগণ একান্ত আশা করিয়াছিল যে এই কম পাট হওয়ার সংবাদে পাটের কলের সেয়ারগুলির মূল্য খুব তেজী হইবে কিন্তু তাহা হয় নাই! বাজার স্থিরভাবেই রহিয়াছে এবং কোর্ট গ্লেষ্টারের দর যাহা পূর্ব্বে ১২২৫৷৹ ছিল তাহা কমিয়া ১১২৬৲ হইয়াছে। বাজারের ভাব স্থির রহিয়াছে।

সুতরাং কলের সেয়ারের বাউড়িয়া ৭৲ সুদের সেয়ার ৫১৲ টাকায় বিক্রী হইয়াছে এবং কেশোরামের দর ৩৷৶৹ হইয়াছিল। কয়লার খনির আজ কিছু কাজ হইয়াছে তন্মধ্যে বেঙ্গল কোলের চাহিদা বেশী ছিল এবং মূল্য ও তেজী হইয়াছে। অন্যান্য গুলির উল্লেখযোগ্য কিছু নাই।

চা বাগানের সেয়ারের মধ্যে বুনাবুটী ও বিশ্বনাথের দর চড়িয়াছে। অন্যান্য গুলির দর প্রায় এক ভাবেই স্থির রহিয়াছে।

নানাবিধ কোম্পানীর সেয়ারের মধ্যে বেঙ্গল আয়রণ, কেরু এণ্ড কোং, মাড়ক্রয়ারীর দর স্থির রহিয়াছে। অদ্য অনেক দিন পরে ব্রিটেনিয়া বিস্কুটের কাজ হইয়াছে। এই বিভাগে অন্য অনেক প্রেফারেন্স সেয়ারের কাজ হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজের দর পূর্ব্ববৎ এক রকম স্থির রহিয়াছে।

নিম্নে অদ্যকার বাজার দর দেওয়া গেল—

কোম্পানীর কাগজ

৪ ্ সুদের (১৯৬০-৭ সনের) কর্জ— ৮৮ ্, ৮৮৷৵০
৫ ্ সুদের (১৯৪৫-৫৫) কর্জ ১০৬৷০
৫ ্ সুদের (১৯৩৩ সালের) বণ্ড—১০২ ্
৬ ্ সুদের (১৯৩০ সালের) বণ্ড—১০২৷০
৬ ্ সুদের (১৯৩১ সালের) বণ্ড—১০৩৷৶

সূতার কল

কেশোরাম ৩৸০, ৩৷৶০
বাউড়িয়া—(৭) সুদের (প্রেফ)— ৫১ (এক ইউ, ডি)

পাটের কল

অক্ল্যাণ্ড ৪১০ ্, ৪১৩৷০
এলায়েন্স ৬৭১ ্
এঙ্গলো ইণ্ডিয়া ৫০০ ্
বালী ৩২৭ ্
বরানগর ৩১৩ ্, ৩১৫ ্, ৩০৮ ্, ৩০৯ ্
বিরলা ১৯৷/০, ১৯৸৶০
কেলিডোনিয়ান ৮০৪৷০
চাঁপদানী ১৮২ ্, ১৭৯৷০
ক্লাইভ ৫০৸৵০, ৫০৷৶০, ৫১০, ৫০৸০
ক্রেগ ৬৷০
ড্যালহাউসী ৬২০ ্, ৬২৪ ্, ৬২১৷০, ৬২২ ্, ৬২৩৷০
ফোর্ট গ্লষ্টার ১১২৬ ্
হাওড়া ৬৬৵০, ৬৬৷৵০, ৬৬৸৵০, ৭৬৸০,
হুকুমচাঁদ ২৭৸০, ২৭৷৶০
কামারহাটী ৮৬৯৷০
কাঁকনাড়া ৬৬৭ ্
ল্যান্সডাউন ৩৪৫ ্
ন্যাসনাল ৩৫৷৵০, ৩৫৷০, ৩৫৵০, ৩৫৸৵০, ৩৫৷৶০
ওরিয়েণ্ট ৩০৭ ্
প্রেসিডেন্সী ১৩৷০

কয়লার খনি

বেঙ্গল ৪০০ ্
ভুলান বরারী ১৪৷০, ১৪৸০
অণ্ডাল ৭৷০, ৭৸০
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৭৸০, ১৮ ্
ইকুইটেবল ১৬৸০, ১৭ ্
গোপালি চক ৮৷৵০
রাণীগঞ্জ ২০।০

চা বাগান

বিশ্বনাথ ৪০ ্, ৪০।০
বুনাভুটী ৯০৫ ্, ৯১০ ্
ঐ „ ১১৷০
হাতীকিরা ২৬৷০, ২৬৸০

নানাবিধ কোম্পানী

এসোসিয়েটেড হোটেল (প্রেফ) ১০০ ্
বেঙ্গল কেমিক্যাল (প্রেফ) ৯ ্, ৯।০
„ আয়রণ ১৭৷৵০
„ ইরেটিং গ্যাস ৫৩৸০
বি, আই, কর্পো (অর্ডি) ৩৷৵০, ৪ ্, ৪৵০,
ঐ (ডেফার্ড) ৩৷৵০
ঐ (প্রেফ) ১১২ ্
বার্ম্মা ফাইন্যান্স — ৭৸০, ৮ ্
বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৪০৬৷০, ৪০৯৷০
কেরু এণ্ড কোং— ১০২ ্
হাওড়া অয়েল— ৯৸০, ১০ ্
ইণ্ডো বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম (প্রেফ)— ১০৬ ্
ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন ও রেলওয়ে ১৬০ ্
আইভান জোন্স— ৬৵০, ৬৷৵০
মদন থিয়েটার— ৪৷০
মারা ক্রয়ারা— ১৯০ ্
ম্যাক ফার্লেন এণ্ড কোং — ৩৵০, ৩.০
ষ্টীল প্রডাক্টস — ৭ ্, ৭।০
ব্রিটানিয়া বিস্কুট— ৩৷০

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

৮ম বর্ষ } ভাদ্র ১৩৩৫ { ৫ম সংখ্যা

স্যার ডেভিড ইউল।

স্যার ডেভিড ইউল ১৮৫৮ সালে ৪ঠা আগষ্ট এডিন বার্গ সহরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং এই সহরেই রয়াল হাইস্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। ১৭ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় আসিয়া এণ্ড্রু ইউল কোংর পরিচালিত বেঙ্গল কটন কোংতে তাঁহার পিতৃব্য জর্জ ইউলের অধীনে কর্ম্ম করেন। জর্জ ইউল কংগ্রেসের অন্যতম প্রবর্ত্তক। ১৮৮৮ সালে এলাহাবাদে কংগ্রেসের ৪র্থ অধিবেশনে ইনি সভাপতি হইয়াছিলেন। জর্জ ইউল ১৮৮৬ সালে কলিকাতার সেরিফ হইয়া ছিলেন এবং ১৮৭৮ ও ১৮৭৯ সালে কলিকাতার বনিক সভার সভাপতি ছিলেন। ডেভিড ইউল কলিকাতায় আসার চারি বৎসর পরেই অর্থাৎ ২১ বৎসর বয়সে এণ্ড্রু ইউল কোংর এজেন্সী বিভাগের ভার পান। সে সময়ে এণ্ড্রু ইউল কোং কেবল মাত্র তিনটী কারবারের ম্যানেজিং এজেন্ট ছিলেন। একেবারে ২০ বৎসর ধরিয়া তিনি কলিকাতায় বাস করিয়া ছিলেন, এই বিশ বৎসরের মধ্যে একবার ও তিনি স্বদেশে যান নাই। এই সময়ে তিনি কঠোর পরিশ্রম করিতেন, এবং খুব দ্রুত গতিতে কারবারের উন্নতি সাধন করেন। প্রথমে তিনি গার্ডেনরীচে বাস করিতেন, প্রত্যহ প্রাতে ৫॥০টায় নিজের ষ্টীমারে চড়িয়া কাপড়ের কলে যাইতেন, সেখানে কার্য্য সমাধা করিয়া বাটীতে আসিয়া ১০টার সময়ে অফিসে আসিতেন, সেখানে ৪টা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া সামান্য জলযোগ করিয়া আবার রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া বাটীতে আসিতেন। ইউরোপীয়গণের যে সমস্ত অভ্যাস আছে তিনি

তাহাতে অনভ্যস্ত ছিলেন। ক্রীকেট ও টেনিস খেলা, ক্লাবে যাওয়া, তিনি পছন্দ করিতেন না। অর্থোপার্জ্জনের জন্য তিনি এদেশে আসিয়াছিলেন এবং অর্থোপার্জ্জনেই তাঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত। এক দিনের জন্যও তিনি সময়ের অপব্যবহার করেন নাই।

তাঁহার সময়ে এণ্ড্ ইউল কোংর অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল। এই কোং ন্যাশন্যাল, এলবিয়ন, বেলভেডিয়ার, ক্যালিডোনীয়ান, কোথীয়ান, বজ-বজ, ডেল্টা, চিভিয়ট, নিউসেণ্ট্রাল, ওরিয়েন্ট এই দশটী পাটকলের ম্যানেজিং এজেণ্ট। এই পাটকলগুলির সমবেত মূলধন ৩ কোটী টাকা,বার্ষিক আয় এক কোটী টাকা ; এণ্ড্ ইউল কোং প্রথমে বজবজ পাটকল, বেঙ্গল কটন মিল এবং লঙ্কুড়ী চা বাগিচার ম্যানেজিং এজেন্ট ছিলেন। এই তিনটী স্যার ডেভিড ইউলের ব্যবসায়ের উন্নতির ভিত্তি। তিনি প্রথমে Inland Flotilla Co. স্থাপন করিয়া সফল হইতে পারেন নাই। কিন্তু Indian General and River Steam Navigation Co. খুলিয়া তিনি কৃতকার্য্য হন। পরে ১৮৯৩ সালে Bengal Assam Steam Navigation Co. খুলিয়া আরও লাভবান হন। তাঁহাদের পরিচালিত পাটকলগুলি এই দুই ষ্টীমার কোংর আনীত পাটই বেশীর ভাগ ব্যবহার করিত। পাটকলগুলির দৌলতেই ষ্টীমার কোংতে লাভ হয়। আসাম বেঙ্গল কোং ব্রহ্ম পুত্র নদীতে যাতায়াত করে। তিনি সিরাজগঞ্জেও ডেল্টা পাটকল স্থাপন করেন, কিন্তু ভূমিকম্পে উহার ক্ষতি হওয়ায় উহা কলিকাতায় লইয়া আসেন ; তৎপরে সেণ্ট্রাল বেলভেডিয়ার ও পরে ন্যাশন্যাল প্রভৃতি পাটকল স্থাপন করেন। তিনি ময়দার কলও স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু আশানুরূপ লাভ না হওয়ায় বিক্রি করিয়া দেন।

এণ্ড্ ইউল কোং বর্ত্তমানে ১২০টী কোংর ম্যানেজিং এজেণ্ট। এই কোংর অধীনে দুই লক্ষ লোক কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। কয়লার খনি, চা বাগান, ইট, টালি, পটারী, তেলকল, জমিদারী, নীলের চাষ প্রভৃতি নানা কার্য্যে এই কোং অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। ১৮৯৫ সালে স্যার ডেভিড ইউল কলিকাতা ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন ; কিছুদিন এই ব্যাঙ্ক চালাইয়া তিনি "মার্কেনটাইল ব্যাঙ্ককে" উহা বিক্রয় করিয়া অনেক টাকা লাভ করেন। এণ্ড্ ইউল কোং ১৯০৮ সালে বেঙ্গল কোল কোং পরিচালনের ভার পান। এই কোংর মূলধন ৩০ লক্ষ টাকা। কয়লা খনি বাদে বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় এই কোম্পানীর বিস্তৃত জমিদারী আছে। মেদিনীপুর জমিদারী কোং তাঁহার অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি। এই কোং পূর্ব্বে ওয়াটান এণ্ড কোং নামে পরিচিত ছিল। এই কোংতে তিনি লাভবান হন।

ডেভিড ইউল সাধারণের সহিত মেলামিশা করিতেন না। বাজে কাজেও সময় নষ্ট করিতেন না। তিনি "ডেভিড সাহেব" নামে জন সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। যে কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিতেন, তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিতেন কিন্তু যাঁহারা বিনা কারণে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তিনি মিষ্ট কথায় তাঁহাদিগকে বিদায় দিতেন। তিনি কাহারও সহিত কর্কশ ব্যবহার করিতেন না। ব্যবসায়ে তিনি ভারতীয়দের, বিশেষতঃ কলিকাতার মাড়য়ারীদের ক্রমশঃ উন্নতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত মাড়য়ারী পরিবারের ২টী বালকের তিনি অভিভাবক ছিলেন, এজন্য তিনি

প্রায়ই তাঁহাদের বাটীতে যাইতেন। তিনি এই বালকদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে অপত্য নির্ব্বিশেষে পালন করিয়া ছিলেন। তাহাদের একজন কলিকাতার দেশীয় বণিকদের শীর্ষ স্থানীয়। ইউরোপীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথমে ভারতীয়দের অংশীদার রূপে তাঁহার কার্য্যে গ্রহণ করেন। স্যার ওঙ্কার মল জেটীয়া এণ্ড ইউল কোংর একজন অংশীদার। ১৯১৮ সালে তিনি ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যে বেঙ্গল কটন মিল শ্রীযুক্ত কেশোরাম পোদ্দারকে বিক্রয় করেন। উহা এখন "কেশোরাম কটন মিল" নামে পরিচিত।

১৯০৫ সালে তিনি কলিকাতার "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ" কাগজের স্বত্ব ক্রয় করেন এবং পরে গ্রেহাম সাহেবকে বিক্রয় করেন। এই পত্র পরে "ফরওয়ার্ডের" সহিত মিলিত হইয়াছে। তিনি কলিকাতার "ইংলিশম্যানের" স্বত্ব খরিদ করেন এবং "ষ্টেটসম্যানের" একজন প্রধান অংশীদার ছিলেন। বিলাতে "ডেলি ক্রনিকল" এবং আরও কয়েকটী সংবাদ পত্রের অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৯০৬ সালে ন্যাশন্যাল ইন্সিওরেন্স কোং স্থাপিত হওয়ায় তিনি এই কোংর ডিরেক্টর ছিলেন। ১৯২০ সালে এণ্ড ইউল কোংতে তাঁহার সমুদয় স্বত্ব স্যার টমাস ক্যাটোকে বিক্রয় করিয়া স্বদেশে গমন করেন।

১৯০০ সালে ৪২ বৎসর বয়সে তিনি স্যার এণ্ড ইউলের একমাত্র কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। ডেভিডের একটী মাত্র কন্যা বর্ত্তমান।

১৯১৯ সালে তিনি নাইট (Kt.) উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক হয়। ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে সম্রাট কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার বেলভেডিয়ার পাটকল পরিদর্শন করেন। ১৯২২ সালে তিনি ব্যারনেট হন।

ঘরে সিন্দুকে টাকা আবদ্ধ রাখা তিনি পছন্দ করিতেন না। তাঁহার উপর বহু লোকের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাঁহার স্থাপিত কারবারে জন সাধারণ শেয়ার কিনিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার স্থাপিত কারবারগুলিতে ভারতবাসীর কোটি কোটি টাকা খাটিতেছে। তিনি এ দেশে টাকা খাটাইবার প্রশস্ত ক্ষেত্র দেখিতে পাইয়া ছিলেন। এ দেশে চা, কয়লা ও পাটের ভাবী উন্নতি অনুভব করিতে পারিয়া এই তিনটী ব্যবসায়েই আত্মনিয়োগ করিয়া ছিলেন। তিনি যশের কাঙ্গাল ছিলেন না, সাধারণের নিকট বাহবা পাইবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সকল দিকেই তিনি দৃষ্টি রাখিতেন, সকল বিষয়ের সংবাদ রাখিতেন। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, যদি বাঙ্গালীর মধ্যে কার্য্যদক্ষ ও বিশ্বাসী লোক থাকিতেন, তবে বাংলা দেশে নূতন নূতন কলকারখানা স্থাপনের জন্য টাকার অভাব হইত না। অবাঙ্গালীর হাত হইতে বাংলার ব্যবসা কাড়িয়া লইতে হইলে বিশ্বাসী, অনলস ও কর্ম্মদক্ষ নেতার আবশ্যক। যাহাতে অংশীদারগণের প্রদত্ত অর্থের অপব্যয় না হয়, সে দিকে যিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন, তিনিই যৌথ কারবারে সফল হইবেন।

তিনি স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। রিক্ত হস্তে এ দেশে আসিয়াছিলেন। এণ্ড ইউল কোংর স্থাপয়িতা না হইলেও তাঁহার নিজের ইতিবৃত্ত ও এই কার্য্যের ইতিবৃত্ত একইপ্রকার বলিলেও হয়। তাঁহার সময়েই এই কোংর বিস্তৃতি হইয়াছিল। তিনি সকল বিষয়ের সংবাদ রাখিলেও রাজনীতি প্রভৃতির চর্চ্চা করিতেন না। তিনি কলিকাতায় থাকিয়া যেমন ব্যবসায়ীদের

শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন, লণ্ডনে যাইয়াও সেইরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়া ছিলেন। সেখানে তিনি বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া ছিলেন। তিনি খুব দূরদর্শী ছিলেন, তাঁহাকে ব্যবসায়ীদের রাজা বলিলেও হয়। তাঁহার উপার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি এ দেশের কারবারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি বহু টাকার সমর-ঋণের কাগজ খরিদ করিয়া ছিলেন এবং যুদ্ধের সময় তাঁহার সমস্ত পাটকল গুলিতে যুদ্ধের জন্য বালির বস্তা তৈয়ার করিয়া দিতে চাহিয়া ছিলেন। বিলাতে তিনি মিড্ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক এবং মার্ক্যাণ্টাইল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর ছিলেন। ভিকার্সাল, রয়াল এক্সচেঞ্জ য্যাস্থরেন্স কোং, ইণ্টার ন্যাশন্যাল শীপিংকার কোংর ও ডিরেক্টর ছিলেন। মিড্ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক ইংলণ্ডের বৃহত্তম পাঁচটী ব্যাঙ্কের অন্যতম। মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্বে ও তিনি এঙ্গলো ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন খুলিয়াছিলেন। গত ২রা জুলাই ৭০ বৎসর বয়সে তিনি লোকান্তরিত হন। বিলাতে সংবাদ পত্র সমূহ তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির মূল্য ১৫ কোটী হইতে ২৬কোটী টাকার মধ্যে হইবে— এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। এত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি আড়ম্বরের সহিত বাস করিতেন না।১০।১২ লক্ষ টাকার বিষয়-ওয়ালা বাঙ্গালী যে ভাবে বাস করেন, তিনি তাহাদের চেয়ে ও সাদা সিধা ভাবে বাস করিতেন। তাঁহার জীবন যাপন প্রণালী হৃতসর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর শিখিবার বিষয়। লর্ড আস্কুইথ আট বৎসর বিলাতে প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিয়া ছিলেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ৭৪ বৎসর বয়সে তিনি মারা গিয়াছেন। মৃত্যু কালে তিনি মাত্র এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, আর ডেভিড ইউল কত টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গেলেন! এক সময়ে তিনি এক কালীন ৭॥ লক্ষ টাকা দান করিয়া ছিলেন।

শ্রীরামানুজ কর।

কাজের কথা।

(১)

কৃষি প্রসঙ্গ।

কৃষি প্রসঙ্গ সম্বন্ধে বলিতে হইলে একটী বৃহৎ প্রবন্ধ লিখিতে হয়। এজন্য সে চেষ্টা না করিয়া গৃহস্থালী-কৃষি সম্বন্ধে কিছু বলিব। গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি ? যাহাতে দু'পয়সা আয় হয়, অন্ন বস্ত্রের অভাব না হয়, আবশ্যকীয় তরি তরকারী নিজ ক্ষেত্রে জন্মান যায়, তাহা নয় কি ? কিন্তু গৃহস্থের কর্ত্তব্য পালন করে কয়জন ? সকলেই বাজার হইতে তরি তরকারী কিনিয়া আনেন। কেন ? যে জিনিস নিজ বাড়ীতে সামান্য একটু পরিশ্রম করিলে উৎপন্ন করা যায়—তাহার জন্য শুধু শুধু পয়সা ব্যয় করিব কেন ?

আমি দেখিয়াছি অনেকেই বাজার হইতে মাছ ও তরি তরকারী বহন করিয়া আনিতে অপমান বোধ করেন।

গৃহস্থালী কৃষি সম্বন্ধে বলিবার জন্য এই প্রবন্ধ। গল্পচ্ছলে এখন সেই কথাই বলিতেছি।

কমলাকান্ত বলিল—"আপনার একটা বড় বাড়ী আছে। তাহাতে মোট সাত বিঘা জমি আছে। এর মধ্যে পুকুর বাড়ী ইত্যাদি দেড় বিঘা জমির উপর। সুতরাং দেখা যায় সাড়ে পাঁচ বিঘা জমি পতিত রহিয়াছে।"

একটী গৃহে একজন যুবা ও একজন বৃদ্ধ বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। যুবার নাম কমলাকান্ত দত্ত ও বৃদ্ধের নাম সতীশ চন্দ্র রায়। কমলাকান্ত সতীশ বাবুকে উক্ত রূপ কথা বলিতেছিলেন।

কমলাকান্ত পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "এই অবশিষ্ট সাড়ে পাঁচ বিঘা জমি কেন পতিত রাখ্‌বেন ? এই জমির মধ্যে এক বিঘাতে আপনি কলা গাছ রোপণ করুন। এই এক বিঘা জমির কলা গাছ হইতেই আপনার বার্ষিক ৩০০।৪০০৲ টাকা লাভ হইবে। এখন দেখুন যে জমি পতিত ছিল, সেই জমি হইতে যদি বার্ষিক আপনার ৩০০৲ ৪০০৲ টাকা আয় হয় তবে মন্দ কি ? এই কাজে পরিশ্রমও বেশী লাগে না।"

বৃদ্ধ সতীশবাবু উৎসাহের সহিত কহিলেন, "নিশ্চয় আমি এই কাজ করিব। বাকি জমিতে কি রোপণ করিব, তাহা বল।"

কমলাকান্ত বলিল—"এখনও সাড়ে চার বিঘা জমি বাকী। এই সাড়ে চার বিঘার মধ্যে এক বিঘাতে আপনি সুপারী, আম, কাঁঠাল, লিচু, কমলা লেবুর চারা রোপণ করুন। কয়েক বৎসর পরে আপনার বার্ষিক আয় দাঁড়াবে ৩০০।৪০০৲ টাকা।"

সতীশ -"বেশ কথা বাবা, বেঁচে থাক। বাকী জমিতে কি করিব, তাহা বল।"

কমলা কান্ত বলিয়া যাইতে লাগিল—

"এখনও সাড়ে তিন বিঘা বাকী। এর মধ্যে অর্দ্ধবিঘাতে আনারস রোপণ করুন, ২।১ বৎসর

পরে আপনার আয় দাঁড়াবে ৪০০।৫০০৲ টাকা। সব চেয়ে ইহাতেই লাভ বেশী হইবে, যদি আপনি যত্ন করিতে পারেন।"

সতীশ বাবু বলিলেন—"যত্ন করিলে রত্ন ফলে—এ তো প্রবাদ আছে। তারপর?"

কমলা কান্ত বলিল।—"এখনও বাকী তিন বিঘা জমি। এর দুই বিঘাতে আপনি গৃহস্থের আবশ্যকীয় তরি তরকারী রোপণ করুন। এই জমি কখনও যেন ফসল ভিন্ন না থাকে। এক প্রকার কৃষি উঠাইয়া অন্য প্রকার কৃষি রোপণ করিবেন। অর্থাৎ জমিতে যেন সর্ব্বদা ফসল থাকে। সেই স্থানে আপনি একটি ফুলের বাগানও প্রস্তুত করিতে পারেন। এক কাঠা জমির উপর ফুলের বাগান প্রস্তুত করিলেই চলিবে। এই দুই বিঘা জমিতে আপনার বার্ষিক ২০০৲।৩০০৲ টাকা আয় হইবে। ক্রমে এর চেয়ে বেশী আয়ও হইতে পারে। তবে ভাল সার দিতে হইবে।"

সতীশ বাবু বলিলেন—"সে হবে এখন। বাকী এক বিঘাতে কি রোপণ করিব?"

কমলা কান্ত বলিল—"এই এক বিঘা জমির মধ্যে আপনি একটা গোশালা ও একটা ছাগল, কবুতর ও হাঁস রাখিবার জন্য গৃহ প্রস্তুত করুন। ইহাদের জন্য ২।৩ কাঠার অধিক জমি লাগিবে না। বাকী জমিতে আপনার ইচ্ছা মত যে কোন জিনিষ রোপণ করিতে পারেন। তবে এক কথা—এখানে অনেক সময় ঘাসের অভাব হয়। এজন্য বাকী জমিতে ছাগল ও গরুর আহারের জন্য যেকোন প্রকার শস্য রোপণ করিতে পারেন। আর একটা ছোট পুকুর করিতে হইবে। কারণ পানীয় জলের পুকুরে হাঁসকে ছাড়িলে জল নষ্ট হইয়া যায়।

আপনার গোয়ালে ১০টা গাভী আছে। যদি এই গাভী গুলিকে যত্ন করিতে পারেন ও আহারের জন্য খইলাদি দিতে পারেন, তবে দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া আয় হইবে—ফেলে ছেড়ে বার্ষিক আর ২৫০।৩০০৲ টাকা। আর আপনার ছাগল আছে ১০টী, তাহলে হিসাব করিয়া দেখুন পাটা বিক্রয় করিয়া আপনার বার্ষিক আয় হবে ৫০।৬০৲ টাকা। ৮।১০ বৎসর পরে এক হাজার টাকা আয় হওয়াও বিচিত্র নয়। হাঁস আপনার যতটা আছে তাহার ডিম বিক্রয় করিয়া বার্ষিক আপনার ৫০৲ টাকা আয় হইতে পারে। আর কবুতরের ছানা বিক্রয় করেও বার্ষিক ৫০৲ টাকা আয় হইবে সন্দেহ নাই। এখন হিসাব করুন আপনার মোট বার্ষিক আয় কত হইবে।"

সতীশবাবু হিসাব করিয়া বলিলেন—"খরচ বাদে অনেক টাকা লাভ হইতে পারে। অফিসের কেরাণীগিরি অপেক্ষা অনেক ভাল।"

এখন আমি বলি যদি যুবকেরা চাকুরী না করিয়া এই কৃষিকর্ম্ম করিতেন, তবে বোধ হয় তাহাদের অন্নাভাব হইত না। আমাদের দেশ সোনার। এখানে যত্ন করিলে রত্ন মিলে।

— - —

(২)

ব্যবসায় প্রসঙ্গ।

ছেলেবেলায় পড়িয়াছি—

"কাজ ক'রে বড় হয় জগতের লোক,
আমি কেন কাজ বিনা রহিব বিমুখ?"

তাহা সত্য। সংসারে থাকিতে হইলে কাজ করিতেই হইবে। কাজ না করিলে চলে না।

আর ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম না করিলে কখনও বড়লোক হওয়া যায় না।

কথায় বলে—

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।

তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং, ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ॥"

রাজসেবা অর্থে বড় চাকুরী, যেমন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি। ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম ইত্যাদি করিলে অন্নবস্ত্রের অভাব হইবে না।

অনেকে হয়ত বলিবেন—"মূলধন কোথায় পাই?" তার উত্তরে আমি বলিতেছি—"আমাদের দেশে এমন অনেক ব্যবসা আছে যাহাতে কোন মূলধনের প্রয়োজন নাই। যেমন চাবাগানের গৃহ প্রস্তুত ও শন বাঁসের ঠিকা লওয়া।

চা বাগানের গৃহ প্রস্তুতের ঠিকা লইলে কোন মূলধনের প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ ২০।৩০ জন লোক (কামলা বা কুলী) আবশ্যক। তাহারা যদি অগ্রিম কিছু টাকা চায় তাহাও বাগানের ম্যানেজারের নিকট হইতে কর্জ্জ লইয়া দেওয়া যায়। প্রত্যেক লোকের দৈনিক বেতন ॥০, ॥৶০ আনার অধিক নয়।

মোট কথা আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে গৃহ প্রতি ১০৲ টাকা লাভ হয়। যদি ১০০ গৃহ প্রস্তুত বা সম্পূর্ণরূপে মেরামত করা হয়, তবে ১০০০৲ টাকা পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় শন বাঁশের ঠিকা লওয়া। ইহাতেও বেশ লাভ হয়। এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিতেছি। •

এক চা বাগানের হেড ক্লার্ক একজন বৃদ্ধ ও কুঁজো ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন শন বাঁশের ঠিকা লইবার জন্য। কিন্তু বৃদ্ধ তাহা করিতে পারিবে না ভাবিয়া বলিয়াছিল—"আজ্ঞে সে তো আমি পার্ব্ব না। আমি বৃদ্ধ ও কুঁজো মানুষ।" তখন বাবু বলিয়াছিলেন—"কোন বেশী পরিশ্রম নাই। তুমি কেবল পথের ধারে দাঁড়িয়ে দেখবে শনও বাঁশ কাটা হইতেছে কিনা এবং শন বাঁশ বাগানে আসিতেছে কি না?" বৃদ্ধ ব্যক্তি এই কাজ লইয়াছিল। পরে শুনিয়াছিলাম তাহার প্রায় ৩০০।৪০০৲ টাকা লাভ হইয়াছিল।

তৃতীয়—ইট কাটার ঠিকা নেওয়া। ইহাতেও বেশ আয় হয়।

চতুর্থ—বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থান হইতে মজুর আনিয়া বাগানে দিলে খুব লাভ হয়। কারণ মজুর প্রতি ২০৲ টাকা পাওয়া যায়। যদি কেহ এক শ জন কুলী আনিতে পারে তবে সে পাইবে দুই হাজার টাকা।

একজন বাঙ্গালী যুবক যদি ইহাদের যে কোন একটা কাজ নেন, তবে ২০.৩০ টাকা বেতনের কেরাণী অপেক্ষা সুখে থাকিতে পারিবেন।

আমাদের এখানে একজন যুবক আছেন তিনি বি, এ, ডিগ্রী ধারী। তিনি কোন চাকুরী করেন না। চা বাগানের শন বাঁশের ঠিকা লইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন হয়। ইঁহার ইচ্ছা কোন একটা পাহাড় ইজারা লইয়া প্রথমতঃ উহার শন, বাঁশ, বৃক্ষ প্রভৃতি বিক্রয় করিবেন, পরে ক্রমশঃ আবাদ করিবেন। নানা প্রকার গাছ—যথা আম, কাঁটাল, লিচু, কমলালেবু আনারস প্রভৃতি রোপন করিবেন। পরে তেমন মূলধন পাইলে একটা চাবাগানও খুলিবার ইচ্ছা আছে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এই যুবকের আশা জয় যুক্ত হউক। এই যুবকের ন্যায় বি, এ, ডিগ্রীধারী যুবক আরও আবশ্যক আছে।•

শ্রীসুধীর কুমার নন্দী মজুমদার

• ঘটনাগুলি সত্য। তবে অনাবশ্যক বোধে কাহারও নাম প্রকাশ করা হয় নাই। ইতি—লেখক।

নকল মুক্তা

ফ্রান্স কৃত্রিম মুক্তা-শিল্পে এরূপ অসাধারণ উন্নতি করিয়াছে যে অনেক সময় বহুদর্শী জুহুরীরাও আসল ও নকলে প্রভেদ করিতে পারে না। প্রথমে কি ভাবে নকল মুক্তা আবিষ্কৃত হইল তাহার ইতিহাস বড়ই কৌতুহলোদ্দীপক।

Gaquin নামক একজন ফরাসী পুঁতি-ব্যবসায়ী একদিন লক্ষ্য করেন যে ক্ষুদ্রকায় ব্লীক মৎস্য [ইহার অপর নাম (এ্যাব্‌লেট্) Ablette বা Cyprinus alburnus] জলে ধৌত করিলে সেই জল উজ্জ্বল শুভ্র রৌপ্যবৎ আঁইস-কণিকায় পূর্ণ হইয়া যায়। ইহাদের ঔজ্জ্বল্যে আকৃষ্ট হইয়া তিনি কতকগুলি কণিকা সংগ্রহ করিলেন এবং দেখিলেন যে ইহাদের চাকচিক্য বহুল পরিমাণে মুক্তাফলের চাক্‌চিক্যের অনুরূপ। তিনি ইহার নাম রাখিলেন Essence of pearl বা মুক্তার এসেন্স। তৎপরে তিনি খড়ির (Gypsum) পুঁতি প্রস্তুত করিয়া তাহার গায় উত্তমরূপে মুক্তার এসেন্স মাখাইয়া নকল মুক্তারূপে বাজারে বাহির করিলেন। উক্ত পদার্থের খুবই চাহিদা হইল। কিন্তু অনতিবিলম্বেই দেখা গেল যে একটু গরম পড়িলেই মুক্তার আবরণ পুঁতির গা হইতে উঠিয়া গিয়া পুঁতি-পরিহিতার অঙ্গে লেপিয়া যায়। তখন রমণীরা পরামর্শ দিলেন যে ফাঁপা কাচের পুঁতি তৈয়ারী করিয়া তাহার অভ্যন্তরে যদি মুক্তার এসেন্স লাগান যায় তাহা হইলে এ দোষ সারিতে পারে।

Gaquin তাঁহাদের উপদেশ মানিয়া লইলেন এবং অবশেষে উৎকৃষ্ট স্থায়ী নকল মুক্তা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইলেন। প্রথমে কাচের খুব সরু সরু টিউব বা নল তৈয়ারী করা হইল; এই টিউব দিয়া পুঁতির মধ্যে এসেন্স প্রবেশ করান হইবে। তৎপরে মুক্তার এসেন্স ইসিংগ্লাসের সহিত মিশাইয়া উত্তপ্ত করতঃ উহা গরম থাকিতে থাকিতেই পূর্ব্বোক্ত নল সহযোগে পুঁতির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল এবং এসেন্স যাহাতে পুঁতির চারিদিকে সমানভাবে লেপিয়া যায় এইজন্য পুঁতি গুলিকে একটা পাত্রে স্থাপন করিয়া পাত্র-টীকে অবিরত নাড়াইবার ব্যবস্থা করা হইল। অতঃপর বার্ণিশ উত্তমরূপে শুকাইয়া গেলে জ্যাকুইন পুঁতিগুলির অভ্যন্তর ভাগ সাদা মোম দিয়া বুজাইয়া দিলেন। ইহাতে পুঁতিগুলি প্রাকৃতিক মুক্তার ন্যায় ভারী হইয়া উঠিল। তখন তিনি ঐ গুলিকে ছুঁচের দ্বারা সছিদ্র করিয়া সুতায় গাঁথিয়া মুক্তার মালা বলিয়া বাজারে চালান দিলেন। বলা বাহুল্য পুঁতিগুলি হুবহু মুক্তার অনুরূপ হওয়ায় হু হু করিয়া বিকাইতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এক প্রকার মাছের আঁস হইতে মুক্তার এসেন্স প্রস্তুত হয়। এই মাছগুলি সু-শুভ্র চাকচিক্য বিশিষ্ট এবং অন্যূন চারি ইঞ্চি

লম্বা। আনুমানিক চারিহাজার মৎস্যের দেহ হইতে এক পাউণ্ড আঁইস পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ আঁইসে মাত্র চারি আঁইন্স এসেন্স তৈয়ারী হইতে পারে। ঐ মাছ আহার্য্যরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইজন্য মাছের গা হইতে আঁইস ছাড়াইয়া লইয়া খুব সস্তা দরে বাজারে বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়।

প্রথম প্রথম নকল মুক্তা তৈয়ারী করিতে নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। বিশেষতঃ কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিলে আঁস-গুলি বহুদিন টাটকা থাকিবে তাহা জানা না থাকায় অনেক সময় বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত। স্পিরিট এবং মদের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া দেখা গেল আঁস টাটকা থাকে বটে কিন্তু যে গুণে উহার আদর অর্থাৎ উহার চাকৃচিক্য তাহা সম্পূর্ণ রূপেই নষ্ট হইয়া যায়। অবশেষে একজন আবিষ্কার করিলেন যে এমনিয়ার মধ্যে আঁসগুলিকে রাখিয়া দিলে আঁসগুলি বহুকাল টাটকা থাকে,অথচ উহার চাকৃচিক্য নষ্ট হইয়া যায় না। এই আবিষ্কারের ফলে নকল মুক্তা-শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এ যাবৎ কত না কেমিষ্ট বাহির হইল, কত না এম্, এস্, সি ও বি, এস্, সি দেশের লোক ও পরিবার পরিজনের চোখে তাক্ লাগাইয়া দিয়া শ্বশুরের ভিটা মাটী উচ্ছন্ন করিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাগর সাঁতরাইয়া যখন কূলে উঠিল তখন দেখা গেল যে তাহারা না "ঘরকা—না ঘাটকা"। অর্থাৎ নিজের ভরণ পোষণই চালাইতে পারে না, তা', আবার দেশের বা দশের কিছু করিবে! এই সকল পুস্তকাধীত বিদ্যা বমনকারী কেমিষ্ট দ্বারা এই এক শত বৎসরে দেশের বা দশের এক পয়সাও উপকার হয় নাই।

কৃত্রিম-ফুল।

শিল্প জগতে জার্ম্মাণীর স্থান খুবই উচ্চে। কেবল যে তাহারা নানাবিধ শিল্পে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতেছে তাহা নহে, তাহারা নিত্য নূতন নূতন শিল্প সৃষ্টি করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে। বর্ত্তমানে তাহারা কৃত্রিম ফুল প্রস্তুত-করণে যেরূপ শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় দিতেছে তাহাতে তাহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। দুনিয়ায় এমন ফুলই নাই যাহার অনুকরণ তাহারা না করিয়াছে! আর সে অনুকরণ কী নিপুণতার সহিত অনুষ্ঠিত! অতি নিকট হইতে দেখিয়াও বুঝিবার উপায় নাই যে উহা প্রকৃত না কৃত্রিম?

জার্ম্মাণীর এই যে কৃত্রিম-ফুল-শিল্প ইহা এক-দিনেই এমনটী হইয়া গড়িয়া উঠে নাই। খুব সামান্যভাবেই আরম্ভ হইয়াছিল, পরে ধীরে ধীরে ইহার উন্নতি হইয়াছে। এই ব্যবসায় এখন বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে; ইয়োরোপ এবং আমে-রিকায় ফুলের অসম্ভব কাট্তি হইতেছে।

অনেকে ভাবিতে পারেন—প্রকৃতিতে ত ফুলের অভাব নাই, তবে কৃত্রিম ফুলের এত চাহিদা কেন? দুই একটী বিষয় ভাবিয়া দেখিলেই অতি সহজেই এই প্রশ্নের সমাধান হইয়া যাইবে।

প্রকৃতিতে ফুলের অভাব নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতির ফুল বড় সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। এক-দিনেই ইহা ঝরিয়া পড়ে এবং দুইদিন রাখিয়া দিলে পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হয়।

কৃত্রিম ফুলে গন্ধ নাই বটে কিন্তু উহা সহজে নষ্ট হইয়া যাওয়া ত দূরের কথা উহাকে অজর এবং অমর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শীত, গ্রীষ্ম উপেক্ষা করিয়া একটী কৃত্রিম ফুল দুই তিন

মাস নহে—দুই তিন বৎসর অক্ষত থাকিবে। কবরে, গৃহ সজ্জার নিমিত্ত, টেবিল সাজাইতে এবং আরও নানা কারণে কৃত্রিম ফুলের মালা, তোড়া প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কৃত্রিম-রঙ্-শিল্পে জার্মাণী চিরদিনই অদ্বিতীয়। ইদানীং ঐ শিল্পে তাহারা আরও উন্নতি করিয়াছে; নানারূপ নূতন নূতন রঙ্ আবিষ্কৃত হইতেছে। ফলে কৃত্রিম ফুলের বর্ণ-বিন্যাস প্রকৃতিকেও হার মানাইতেছে। জার্ম্মাণীর কৃত্রিম ফুল শিল্পের উন্নতি সাধনে সহায়তা করিতেছে আরও একটা শিল্প—সেটা কৃত্রিম রেশম-শিল্প। সূক্ষ্ম রেশমী ফিতা দিয়া বিভিন্ন বর্ণের যে সমস্ত অভিনব কৃত্রিম পুষ্প তৈয়ারী হইতেছে তাহা সত্য সত্যই বর্ণনাতীত। এই সমস্ত ফুল আজকাল মেয়েরা তাঁহাদের পরিচ্ছদ ও টুপীর শোভাবর্দ্ধনের নিমিত্ত ব্যবহার করিতেছেন। বহুদিন টুপীতে ফুল ব্যবহৃত হয় নাই। কৃত্রিম পুষ্পের আবিষ্কারে আবার সেই পুরাতন প্রথা নূতন ফ্যাসানে পরিণত হইতেছে।

কলিকাতার ইংরাজ দোকান সমূহে Wirdow Display বা জানালা সজ্জার জন্য ইদানীং রাশি রাশি কৃত্রিম ফুল ব্যবহার হইতেছে এবং মধ্যবিত্ত এংলো ইণ্ডিয়ান পরিবারের মেয়েরা কাগজ এবং কাপড়ের দ্বারা এই কৃত্রিম ফুল তৈয়ারী করতঃ ঘরে বসিয়া বেশ দু' পয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন। বাঙ্গালী বাবুরা দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে ঘরে বসিয়া শুধু হাহাকার করিতেছে কিন্তু দুঃখ নিবারণের যে সকল পন্থা রহিয়াছে তাহার কোনটাও ধরিতেছে না। বঙ্গীয় নারী সমাজের সম্পাদিকা শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি, এ, এবং তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী বি, এ, ইংরাজ রমণীদিগের নিকট হইতে সম্প্রতি এইরূপ ফুল তৈরী করার নানা প্রক্রিয়া শিখিয়া অতি সুন্দর সুন্দর ফুল তৈয়ারী করিতেছেন এবং দুস্থা নারীদের শিখাইতে প্রস্তুত আছেন।

কৃত্রিম দুগ্ধ।

বৈজ্ঞানিকেরা অসাধ্য সাধন করিবে বলিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। গরু ঘাস খাইয়া দুধ দেয়—রসায়নবিদ বলিতেছেন,—অতএব ঘাসের মধ্যে নিশ্চয়ই দুগ্ধের উপাদান রহিয়াছে। যদি ঘাসের মধ্যে দুগ্ধের উপাদানই রহিয়া গেল, তবে রাসায়নিক উপায়ে তাহা প্রস্তুত করা যাইবে না কেন? বৈজ্ঞানিকেরা যন্ত্র দেবতার সাহায্যে ঘাস হইতে দুগ্ধ উৎপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহাদের সে চেষ্টাও নাকি অনেকাংশে সফল হইয়াছে। তবে কি ভগবতীকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল? আমাদের ত তাহা মনে হয় না। কৃত্রিম ঘৃত তৈয়ারী হইয়াছে তাহাতে ব্যবসায়ী ব্যতীত আর কারও উপকার হয় নাই—কৃত্রিম দুগ্ধ প্রস্তুত হইলে ব্যবসায়ী ব্যতীত আর কাহারও লাভ হইবে কিনা সন্দেহ। স্বাদে ও বর্ণে কৃত্রিম দুগ্ধ আসল দুগ্ধের সমান হইতে পারে কিন্তু গুণের দিক দিয়া কখনও উহার সমতুল্য হইতে পারিবে না। গরুর প্রয়োজনীয়তা মানুষের নিকট চিরদিনই সমান থাকিয়া যাইবে।

নকল চিনি।

নকল রঙ্, নকল ফুল ও নকল মুক্তায় বাজার ছাইয়া গেল—ভারতে বিদেশী মহাজনেরা বড় বড় নীলকুঠী পত্তন করিয়া যখন ভাবিলেন, একটা

লাভজনক ব্যবসায়ের পত্তন করা গেল; তখনও বৈজ্ঞানিকের নিভৃতকক্ষে যে পাথুরিয়া কয়লা হইতে নীল তৈয়ারির পরীক্ষা হইতেছিল তাহা কে জানিত!

উক্ত পরীক্ষার সাফল্য নীলরঙের ব্যবসায়ে যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে তাহা সকলেই জানেন। বৈজ্ঞানিকের নকল নীল বাজারে এত সস্তায় বিক্রয় হইতে লাগিল যে নীলকুঠীর মালিকেরা প্রতিযোগীতায় হারিয়া কারখানা বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন।

সম্প্রতি চিনি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও ঐরূপ একটা প্রতিযোগীতা বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল। ইংলণ্ডের ই, সি, বেলি বলেন, গাছের পাতা যে উপায়ে মাটি রস ও হাওয়া হইতে বাষ্প শুষিয়া চিনি তৈয়ারী করে, আমরা কেন তাহার অনুকরণ করিতে পারি না? মস্ত বড় একটা কাঁচের চৌবাচ্চায় খানিকটা কার্ব্বলিক অ্যাসিড বাষ্প গুলিয়া তিনি তাহাতে নূতন উপায়ে বেগুনিয়া রঙের পরবর্ত্তী অদৃশ্য আলোক ফেলিলেন। কয়েক ঘণ্টা পরে চৌবাচ্চার জলে চিনি সৃষ্ট হইয়া পড়িল।

এইরূপে নকল চিনি তৈয়ারী করিয়া ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক আজ জগৎ বিখ্যাত হইলেও, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তিনি আশানুরূপ সুফল লাভ করিতে পারেন নাই। জাভা ও ভারতীয় চিনির তুলনায় বেলী সাহেবের নকল চিনির মূল্য এত বেশী যে, তাহা লইয়া আর প্রতিযোগীতায় নামা চলে না। আবিষ্কারক হিসাবে বেশই সফলতা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি অকৃতকার্য্য।

নকল লোহা।

মিউনিচ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপক ডাঃ ম্যাক্ ওটো ওয়াম্বাচ্ (Dr. Max Otto Wumbach) তিন বৎসর পূর্ব্বে একটা নূতন ধাতুর ফরমুলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সম্প্রতি জার্ম্মাণীতে সেই ফরমুলা অনুযায়ী ধাতু প্রস্তুত হইয়াছে এবং পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে ইহা ওজনে লৌহ অপেক্ষা অনেক হাল্কা। ইহার ওজন লৌহের ওজনের ⅓ অংশ মাত্র। ইহা লৌহের ন্যায় শক্ত অথচ ইহা প্রস্তুত করিতে লৌহ অপেক্ষা অনেক কম খরচ হইবে। যে সকল কার্য্যে Cast Iron ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেই সকল কার্য্যে এই নব আবিষ্কৃত ধাতু ব্যবহার করা চলিবে। ইহা এলুমিনিয়াম ও সামান্য পরিমাণ তামা, দস্তা প্রভৃতি অন্যান্য ধাতুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত।

নকল পাট।

লণ্ডন হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, ইষ্ট ইণ্ডিজ বা ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব্ব উপদ্বীপে "রোসেলা" নামক এক প্রকার উদ্ভিদ্-তন্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহার তন্তু পাট অপেক্ষা দ্বিগুণ মজবুত এবং উহা লবণাক্ত জলে সহজে নষ্ট হয় না। এই নূতন তন্তু আবিষ্কৃত হওয়াতে ভারতের পাট ব্যবসায়ীদের মনে এইরূপ আতঙ্ক হইয়াছে যে রোসেলার চাষ বৃদ্ধি পাইলে হয় ত পাটের চাষ হ্রাস পাইবে এবং হয় ত কিছুদিন পরে পাট রোসেলার সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইবে। এখন পাট ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের এক-

চেটিয়া সম্পত্তিরূপে গণ্য, যদি রোসেলার সহিত প্রতিযোগিতায় পাটের পরাজয় হয়, তাহা হইলে এ দেশের পাটের ব্যবসায় বন্ধ হইবে, ফলে আর্থিক হিসাবে ভারতের বিস্তর ক্ষতি হইবে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, রোসেলার আবির্ভাবে পাট ব্যবসায়ীদিগের এত ভীত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ পাটের সমপরিমাণ রোসেলা উৎপাদন করিতে না পারিলে পাটের আবাদ বন্ধ হইবে না। আজকাল প্রতি বৎসর যত পাট উৎপন্ন হয়, পূর্ব্ব উপদ্বীপে কখনও তত রোসেলা উৎপন্ন হইবে কি না সন্দেহ, তাহার উপর যে মূল্যে পাট বিক্রয় হয়, রোসেলা সেরূপ অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতে পারিবে কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়।

লৌহ ও ইস্পাতের ক্ষয় প্রাপ্তি।

দুনিয়ার সকল জিনিসেরই ক্ষয় আছে। এমন শক্ত যে লোহা ও ইস্পাত—ইহারাও প্রকৃতির সেই নিয়ম হইতে অব্যাহতি পায় নাই। কালের প্রভাবে লোহা এবং ইস্পাতও ক্ষয় হইয়া যায়। অনেকেই দেখিয়াছেন একখণ্ড লৌহ কিছুদিন রৌদ্র বৃষ্টিতে ফেলিয়া রাখিলে উহাতে মরিচা ধরিয়া যায়। উহা আর কিছুই নহে অক্সাইড্ অফ্ আয়রণ মাত্র; মরিচা ধরিতে আরম্ভ করিলেই বুঝিতে হইবে লৌহ ক্ষয়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এই জন্য যন্ত্র-পাতিতে যাহাতে মরিচা না ধরে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে লৌহ বা ইস্পাতে মরিচা ধরিতে পারে না। সুতরাং লৌহ বা ইস্পাত নির্ম্মিত যন্ত্র পাতিকে মাজিয়া ঘসিয়া যথাসম্ভব পরিষ্কার রাখা উচিত।

মাছ টাট্‌কা রাখিবার উপায়।

কিছু কাল হইতে ইংরাজ এবং ফ্রেঞ্চ ধীবরগণ লবনাক্ত জলে মাছ জমাইয়া (Freezing) বেশ সুফল পাইতেছেন। তাঁহারা বলেন এই উপায় অবলম্বন করিলে অতি শীঘ্রই মাছ জমিয়া যায় কাজেই অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সমুদ্র হইতে বাজারে মাছ প্রেরণ করা যায়। ইহাতে মাছ ও অপেক্ষাকৃত টাট্‌কা থাকে।

ঠিক কি প্রণালীতে লবণ-জলে মাছ জমাইতে হয় সে সম্বন্ধে সকল কথা এখনও জানা যায় নাই। তবে এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে একটা মাঝারি ধরণের কারখানা স্থাপন করিতে আনুমানিক হাজার পাউণ্ড খরচ পড়িবে।

সোডা ও লেমনেডের ব্যবসায়।

পরীক্ষীত ফরমুলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জিঞ্জার বিয়ার।

প্লেন সিরাপ (৪৫° T)—	১	গ্যালন
টার্টারিক এসিড —	১½	আউন্স
দ্রবণীয় এসেন্স		
জিঞ্জার বিয়ার—	১½ ফ্লুইড	"
ফোম্ সিরাপ—	¼ "	"

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

জিঞ্জার এল (Ale)

(Belfast Type)

প্লেন সিরাপ (৪৫° T)—	১	গ্যালন
সাইট্রিক্ এসিড—	২½	আউন্স
পরিষ্কৃত 'ক্যারামেল এ'—	½ ফ্লুইড	"
দ্রবণীয় এসেন্স		
জিঞ্জার এল বেলফাষ্ট টাইপ—	১½ "	"
দ্রবণীয় এসেন্স লেমন (Perfect)	½ "	"
ফোম্ সিরাপ—	¼ "	"

উক্ত ফরমুলার মধ্যে ফোম্ সিরাপ দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা যোগ না করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই।

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

জিঞ্জার এল।

(Irish Type)

প্লেন সিরাপ (৪৫° T)—	১	গ্যালন
সাইট্রিক্ এসিড—	২	আউন্স
দ্রবণীয় এসেন্স		
আইরিশ জিঞ্জার এল—	২ ফ্লুইড	আউন্স
ফোম্ সিরাপ—	½ "	"

এ ক্ষেত্রেও ফোম্ সিরাপ যোগ করা না করা প্রস্তুত কারকের ইচ্ছাধীন। উক্ত ফরমুলা অনুযায়ী জিঞ্জার এল প্রস্তুত করিলে তাহা বাজারের যে কোন জিঞ্জার এল অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইবে। ইহাতে আর কোন রঙ্ মিশাইতে হয় না।

জিঞ্জার এল।

(ইম্পিরিয়াল)

প্লেন সিরাপ (৪৫° T)—	১	গ্যালন
সাইট্রিক্ এসিড—	২	আউন্স
ইম্পিরিয়াল জিঞ্জার এল এক্সট্রাক্ট—	৩ ফ্লুইড	"
ফোম্ সিরাপ—	½ "	"

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হয়। ফোম্ সিরাপ না মিশাইলেও ক্ষতি নাই।

জিঞ্জার এল।

(ডাবলিন টাইপ)

প্লেন সিরাপ (৪৫^{0}T)—	১	গ্যালন
সাইট্রিক্ এসিড—	২½	আউন্স
পরিস্কৃত ক্যারামেল 'এ'	১/৪ ফ্লুইড	„
দ্রবণীয় এসেন্স		
ডাবলিন জিঞ্জার এল—	২ „	„
ফোম্ সিরাপ—	১/৪ „	„

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হয়।

জিঞ্জার এল।

(ম্যাঞ্চেষ্টার টাইপ)

প্লেন সিরাপ (৪৫^{0}T)—	১	গ্যালন
সাইট্রিক্ এসিড—	২	আউন্স
পরিস্কৃত ক্যারামেল 'এ'—	½	ফ্লুইড
দ্রবণীয় এসেন্স ম্যাঞ্চেষ্টার		
জিঞ্জার এল—	১ „	„
ফোম্ সিরাপ—	½ „	„

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

সুরভি জিঞ্জার এল।

(আরোমেটিক্)

প্লেন সিরাপ (৪৫^{0}T)—	১	গ্যালন
সাইট্রিক এসিড—	২	আউন্স
পরিস্কৃত ক্যারামেল 'এ'—	১/৪ ফ্লুইড	আঃ
দ্রবণীয় এসেন্স		
জিঞ্জার এল (আরোমেটিক্)—	২ „	„
ফোম্ সিরাপ—	১/৪ „	„

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে। ফোম্ সিরাপ না মিশাইলেও ক্ষতি নাই।

জিঞ্জার শ্যাম্পেন।

প্লেন সিরাপ (৪৫^{0}T)—	১	গ্যালন
টার্টারিক এসিড—	২	আউন্স
পরিস্কৃত 'ক্যারামেল এ'—	½ ফ্লুইড	„
দ্রবণীয় এসেন্স		
জিঞ্জার শ্যাম্পেন—	২ „	„
দ্রবণীয় এসেন্স লেমনস্—	১/৮ „	„
„ „ সুইট অরেঞ্জ	১/৪ „	„
ফোম্ সিরাপ—	১/৮ „	„

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

জিঞ্জার জিন।

(Gingir gin)

প্লেন সিরাপ (৪৫^{0}T)—	১	গ্যালন
টার্টারিক এসিড্—	২	আউন্স
দ্রবণীয় এসেন্স		
জিঞ্জার জিন্—	১½ ফ্লুইড	„
ফোম্ সিরাপ—	১/৮ „	„

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হয়।

জিঞ্জার পাঞ্চ।

প্লেন সিরাপ (৪৫^{0}T) –	১	গ্যালন
টার্টারিক এসিড—	২	আউন্স
পরিস্কৃত ক্যারামেল 'এ'	১ ফ্লুইড	„
দ্রবণীয় এসেন্স		
জিঞ্জার পাঞ্চ—	২ „	„
ফোম্ সিরাপ—	১/৪ „	

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হয়।

জিঞ্জার ষ্টাউট।

প্লেন সিরাপ (৪৫°T)—	১	গ্যালন
টার্টারিক এসিড—	¼	আউন্স
পরিস্কৃত ক্যারামেল 'এ'—	৭ ফ্লুইড	আঃ
দ্রবণীয় এসেন্স জিঞ্জার ষ্টাউট	১¼	„ „
ফোম্ সিরাপ —	½	„ „

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইয়া ৩০ পাউণ্ড চাপা এয়ারেটেড্ করিয়া stone bottle এ ভরিতে হইবে।

জিঞ্জারেড

(Gingerade)

প্লেন সিরাপ (৪৫ T)—	১	গ্যালন
টার্টারিক এসিড—	২	আউন্স
পরিস্কৃত ক্যারামেল 'এ'—	¼ ফ্লুইড	আউন্স
দ্রবণীয় এসেন্স জিঞ্জারেড—	২	„ „
ফোম্ সিরাপ—	½	„ „

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

জিঞ্জারেট।

(Gingerette)

প্লেন সিরাপ (৪৫°T)—	১	গ্যালন
টার্টারিক এসিড—	২	আউন্স
পরিস্কৃত ক্যারামেল 'এ'—	½ ফ্লুইড	আঃ
দ্রবণীয় এসেন্স জিঞ্জারেট—	২	„ „
ফোম্ সিরাপ—	½	„ „

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

—০—

গো সাপের চামড়া

গো-সাপের চামড়ার ব্যবসায় খুব বেশী দিন হইল আরম্ভ হয় নাই। যদিও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই একদল লোক এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল, তথাপি তাঁহারা নিজেদের উক্তির সমর্থন কল্পে কোন রূপ প্রমাণাদি উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। ১৯০৮ সালের পূর্ব্বে ভারত গভর্ণমেণ্ট জানিতেন না যে গো সাপের চামড়ার ব্যবসায় হইতে পারে।

ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই অল্প বিস্তর গো-সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা ও উড়িষ্যায় প্রচুর পরিমাণে গো-সাপ জন্মিয়া থাকে। সুন্দরবন অঞ্চলেই ইহাদিগকে খুব বেশী সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

দেশ ভেদে ইহার বিভিন্ন নাম। এক বাংলা দেশেই ইহা একাধিক নামে পরিচিত। ইহার সাধারণ নাম গো-সাপ, পোষাকী নাম গোধিকা

এবং পল্লীগ্রামের চলতি ভাষায় কখন কখন ইহা ঘড়িয়াল ও হাড়গিলা নামে ও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার ইংরাজী নাম Ignana, কিন্তু বাজারে ইহার চামড়া Lizard Skin নামেই পরিচিত।

সাধারণতঃ তিন প্রকারের গোধিকা দেখিতে পাওয়া যায়।

১। স্বর্ণ-গোধিকা বা সোনা-গোধি। ইহাদের রঙ কাঁচা সোনার ন্যায়। এইগুলি সুন্দর বনের লাট অঞ্চলে বিশেষতঃ ধানের ক্ষেতে বাস করে। গ্রীষ্ম-কালে ইহারা আবাদী জমীতে গর্ত্তের মধ্যে লুকাইয়া থাকে, বর্ষা কালে মাঠ ঘাট জলে ডুবিয়া গেলে ইহারা গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া চারিদিকে চরিয়া বেড়ায়।

২। কালা গোধি। এই গুলি ধূসর বর্ণ-বিশিষ্ট এবং আকারে স্বর্ণ-গোধিকা অপেক্ষা অনেক বড়। ইহারা ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। বর্ষা কালে জঙ্গল বাড়িয়া উঠে বলিয়া বর্ষাকালে ইহা-দিগকে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীষ্ম কালে ঝোপ ঝাড় শুকাইয়া যায় বলিয়া ইহারা বাহির হইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। তখন ইহাদিগকে মারা খুবই সহজ।

৩। রাম-গোধী বা water lizard এইগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় এবং দেখিতে বেশ সুন্দর। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ সমূহে জলাভূমিতে ইহাদের বাস। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আর কোথাও নাকি ইহাদিগকে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। বৎসর তিনেক আগে একমাত্র ঢাকা ডিভিসন হইতেই রামগোধীর চামড়া বিদেশে চালান যাইত।

১৯০৮ সালেই সম্ভবতঃ প্রথম গো-সাপের চামড়ার ব্যবসায়ের পত্তন হয়। তৎপূর্ব্বে জঙ্গলের লোকে গো-সাপ মারিত বটে কিন্তু তাহা চামড়ার ব্যবসায় করিবার জন্য নহে, উহার মাংস খাইবার জন্য।

১৯০৮ সালে কটকের উৎকল ট্যানারীর প্রতি-ষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ অনারেবল্ মিঃ মধুসূদন দাস কিছু গো-সাপের চামড়া সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং "কিওর" করিয়া লণ্ডনের চামড়া ব্যবসায়ী দিগের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং জিজ্ঞাসা করেন সেখানে ঐ চামড়ার চাহিদা আছে কিনা। এই সময় কটকের উৎকল ট্যানারীতে কিছু কিছু গো-সাপের চামড়া ট্যান করা হইতেছিল। যাহা হউক, মধুবাবুর প্রেরিত চামড়া লণ্ডনের ব্যবসায়ী মহলে খুবই আদর লাভ করিল এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রচুর চামড়া পাঠাইবার জন্য অর্ডার দিলেন। তখন হইতে তিনি এবং আরও কয়েক জন লোক গো-সাপের চামড়া বিলাতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কটকে একটী নূতন ব্যবসায় গড়িয়া উঠিল।

একজনের দেখিয়া পাঁচজনে শিক্ষালাভ করে। দেখিতে দেখিতে গোধিকার ব্যবসায় দস্তুর মত জাঁকিয়া উঠিল। বিনা মূলধনে ব্যবসায় ফাঁদিবার অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া দলে দলে লোকে গোধিকা শীকার করিয়া ফিরিতে লাগিল। জঙ্গলের লোকে আগে শুধু ইহার মাংসই আহার করিত, এখন আবার ইহার চামড়া ও বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। বিগত জার্ম্মান যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই চামড়ার ব্যবসায় এরূপ প্রসার লাভ করিয়া ছিল যে শত শত লোক এই ব্যবসায়ে আত্ম নিয়োগ করে এবং ব্যবসায়-কেন্দ্র কটক হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়।

যুদ্ধের সময় নানা কারণে এই ব্যবসায়ে কিছু ঢিলা পড়ে। কিন্তু যুদ্ধাবসানে সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ হইতে গো-সাপের চামড়ার চাহিদা আসিতে

থাকে। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে মেয়েদের জুতা (Ladies' shoes) মনি-ব্যাগ প্রভৃতি সৌখীন দ্রব্য প্রস্তুত করিবার উপকরণ হিসাবে গো-সাপের চামড়ার তুলনা নাই! এতদিন কেবল স্বর্ণ-গোধিকার চামড়াই রপ্তানী হইতেছিল কিন্তু এখন হইতে অন্য দুই প্রকার, বিশেষতঃ রাম-গোধি বা water lizard এর চামড়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চালান দেওয়া হইতে লাগিল। গত বৎসর ভারতবর্ষ হইতে কিঞ্চিদধিক ৮০০০০০০ (আশী লক্ষ) চামড়া লণ্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস এবং বার্লিন প্রভৃতি ইয়োরোপে ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ আশী লক্ষের অধিকাংশই বাংলা ও উড়িষ্যা হইতে সংগৃহীত।

উল্লিখিত সংখ্যা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে গোসাপের চামড়ার ব্যবসায় বর্ত্তমানে কী বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। হাজার হাজার লোক ইহা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। অনেকের ইহাই উপ-জীবিকা; এমন সময় হঠাৎ গভর্ণমেণ্ট আইন জারী করিয়াছেন "এখন হইতে গো-সাপ শীকার করিলে তাহা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।"

সংবাদ পত্রে প্রকাশ—বন-বিভাগের উপদেশ অনুসারেই নাকি এই আদেশজারী করা হইয়াছে। জঙ্গল হইতে গো-সাপ মারিতে গিয়া অনেকে জঙ্গলের গাছের অনিষ্ট সাধন করিত। বন-বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী এইদিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে অনুসন্ধানের পর উল্লিখিত আদেশ জারী করা হয়।

এই আদেশের সমর্থনে আরও যে দুইটী কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা এই যে—

(১) বর্ত্তমানে যে ভাবে গো-সাপ হত্যা করা হইতেছে তাহাতে আরও কিছু কাল এই ভাবে চলিলে কিছুদিনের মধ্যে গো-সাপ এদেশ হইতে নির্ব্বংশ হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে।

(২) গো-সাপ সাপ ধরিয়া খায়। অতএব গোসাপ উজাড় হইয়া গেলে সাপের উপদ্রব হইবে।

গভর্ণমেণ্টের আদেশের ফলে এই বিরাট ব্যবসায়টী একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইতে বসিয়াছে —বহুলোকের অন্নমারা যাইবে, কাজেই উল্লিখিত কারণ দুইটীর সত্যাসত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে প্রথম যুক্তিটী একেবারেই ভিত্তিহীন। গো-সাপ নির্ব্বংশ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা খুবই কম। পরন্তু ইহাদিগকে মারিয়া না ফেলিলে ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতে পারে। তাহাতে আমাদের সমূহ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

একটী গো-সাপ বৎসরে ৫০.৬০টী ডিম পাড়িয়া থাকে। এই সমস্ত ডিমের অধিকাংশ গুলি হইতেই বাচ্ছা বাহির হয়। যদি সমস্ত গুলিকেই বাঁচিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই গো-সাপের বাচ্ছায় খাল বিল ভরিয়া যাইবে এবং উহারা মহানন্দে মৎস্যকুল ধ্বংস করিয়া মৎস্যের দাম বাড়াইয়া দিবে।

এইরূপে দেখা যায় নির্ব্বিচারে গো-সাপ রক্ষা করিলে সুফল অপেক্ষা কুফল ফলিবারই সম্ভাবনা বেশী।

দ্বিতীয় যুক্তিটী এই যে গো-সাপ সাপ খায়; অতএব গো-সাপ ধ্বংস হইয়া গেলে সাপের প্রাদুর্ভাব হইবে।

ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন গো-সাপ যে সাপ খায় এ ধারণা ভুল। সম্প্রতি

স্থানীয় কোন সংবাদ পত্রে একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছিলেন যে তিনি সাপ এবং গো-সাপকে একই গর্ত্তে বন্ধুভাবে বাস করিতে দেখিয়াছেন। আমরাও বহুতর গো-সাপ দেখিয়াছি, কিন্তু স্বর্ণ-গোধিকা সাপ খাইতেছে বা সাপের সহিত যুদ্ধ করিতেছে এ দৃশ্য কখনও আমাদের চ'খে পড়ে নাই। তথাপি গো-সাপ যে সাপ ধরিয়া খায় একথা একেবারে মিথ্যা নহে। কালা-গোধি সাপের শত্রু। ইহারা সাপ দেখিলেই তাড়া করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে। এইজন্য অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, যেখানে কালা-গোধির প্রাদুর্ভাব সেখানে সাপের উপদ্রব খুবই কম।

Monitor lizard বা রাম-গোধি'রও নাকি সাপের শত্রুরূপে যথেষ্টই খ্যাতি আছে। উহারা নাকি সাপের সহিত যুদ্ধ করিতে বড়ই ভালবাসে এবং কলিকাতায় যে সমস্ত গো-সাপ আমদানী হয় তাহাদের শতকরা ৭৫টার দেহে নাকি সেই যুদ্ধের চিহ্ন অঙ্কিত থাকে।

কিন্তু গো-সাপ সাপের শত্রু একথা প্রমাণিত হইলেও ইহা আদৌ মারা চলিবে না— এ ব্যবস্থার কখনই সমর্থন করা চলে না, বিশেষতঃ যখন এই ব্যবসায়ের উপর অনেকের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ যখন গো-সাপের আশু বংশ বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রযুক্ত উহাদিগের অচিরকাল মধ্যেই ধরা পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন গো-সাপ শীকার করার ফলে সর্পের অত্যাচারে লোকালয় সমূহ মনুষ্য বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে এরূপ ধারণা করিয়া না লইলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

এতদিন লোকে যে অধিকার অবাধে ভোগ করিয়া আসিতেছিল, আজ হঠাৎ গভর্ণমেণ্ট তাহা কাড়িয়া লইলে প্রজাপুঞ্জের উপর অত্যন্ত অবিচার করা হইবে।

যে কোন জিনিসকে রক্ষা করিবার অধিকার গভর্ণমেণ্টের আছে, বিশেষতঃ যদি সেই জিনিসের লোপ পাইবার সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যদি Total prohibition ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে উহার রক্ষা সাধন সম্ভব হয় তবে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সেই উপায় অবলম্বন করাই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত। আমাদের মনে হয় গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে সেইরূপ কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারিতেন।

কি উপায় অবলম্বন করিতে পারিতেন বা পারেন সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে। অনেকেই এ বিষয়ে স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। তন্মধ্যে যে উপায়গুলি আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সমিচীন বলিয়া বোধ হইতেছে কেবল সেই কয়টাই নিম্নে বিবৃত করিলাম—

১। বার মাস গোধিকা শীকার করা চলিবে না—এই ধরণের আদেশ জারী করা যাইতে পারে। বৎসরের মধ্যে যে সময়টায় স্ত্রী-গোধিকা গর্ভধারণ করে ও ডিম্ব প্রসব করে সেই সময়টা বা তদপেক্ষা কিছু বেশীকাল, যেমন, বৎসরের মধ্যে ছয়মাস গোধিকা শীকার নিষিদ্ধ হইলেই চলিবে। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে সকল প্রকার গোধীই ঠিক এক সময়ে গর্ভধারণ বা ডিম্ব প্রসব করে না; কাজেই প্রায় সারা বৎসরই ইহার চামড়ার ব্যবসায় করা চলিবে।

২। ছোট ছোট গো সাপ হত্যা করা নিষিদ্ধ করা যাইতে পারে। বাচ্চা গোসাপের চামড়া মানুষের কোনই কাজে আসে না। বর্ত্তমানে লণ্ডনে প্রায় ৩ লক্ষ এইরূপ অব্যবহার্য্য গোসাপের চামড়া মজুত রহিয়াছে। বস্তুতঃ ছোট ছোট

গো-সাপ হত্যা করিবার কোন সার্থকতা নাই বরং উহা সমূহ ক্ষতি জনক।

৩। স্থান বিশেষে গো-সাপ হত্যা নিষেধ করা যাইতে পারে। গো-সাপ হত্যা করার ফলে বন বিভাগের যদি প্রকৃতই কোন ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা হইলে বনভূমির অংশ বিশেষকে Protected Area বলিয়া ঘোষণা করা যাইতে পারে।

গভর্ণমেণ্ট যে অকস্মাৎ আইন জারী করিয়া ভুল করিয়াছেন তাহা দেশের মধ্যে প্রতিবাদের ঢেউ দেখিলেই বুঝা যায়। আশা করি সকলদিক বিবেচনা করিয়া গভর্ণমেণ্ট আইনের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

সর্ব্বশেষে আমরা বলিতে চাই গভর্ণমেণ্ট আইন জারী করিয়া গো-সাপ হত্যা নিষেধ করিয়াছেন বলিয়াই কি আমাদিগকে এই লাভ-জনক ব্যবসায়টী পরিত্যাগ করিতে হইবে? এখন বন বাদাড় ঢুঁড়িয়া গো-সাপ মারিতে হয়;—নাই বা টো টো করিয়া ঘুরিয়া মরিলাম? ইহাদিগকে পালন করিতে দোষ কি?

গো-সাপের চামড়ার দস্তর মত চাহিদা রহিয়াছে—ইহার চর্ব্বিরও একটা আর্থিক মূল্য আছে সন্দেহ নাই। শুনিতে পাই ইহার তেল বাতের পক্ষে এক উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাদের বংশ বৃদ্ধির ক্ষমতাও অত্যন্ত অধিক, তবে ইহাদের চাষ করিয়া লাভবান হওয়া যাইবে না কেন?

বিশেষতঃ ইহাদিগকে পালন করিলে Culture করিয়া ইহাদের উৎকর্ষ্য সাধন করা যাইতে পারিবে; তাহাতেও লাভের মাত্রা বাড়িবে বৈ কমিবে না।

আর যদি উহাদের উন্নতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া উহাদিগের বংশ বৃদ্ধি হইবার যথেষ্ট অবসর না দিয়া কেবলই উহাদিগের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট যাহা অনুমান করিতেছেন অর্থাৎ উহাদের বংশলোপ হওয়াও বিশেষ আশ্চর্য্যজনক নহে।

ভারতে জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী।

১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষে সর্ব্ব সমেত ৫৫টী কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়াছিল, ইহাদের সম্মিলিত মূলধন ১৬৫ লক্ষ টাকা। ঐ মূল ধনের মধ্যে বাংলার অংশ ৭১ লক্ষ টাকা এবং বোম্বাইয়ের অংশ ৬৯ লক্ষ টাকা। ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে ৪৭টী কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়াছিল এবং উহাদের সম্মিলিত মূলধন ছিল ১৩৮ লক্ষ টাকা।

১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে বঙ্গদেশে যে ১৬টী নূতন জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়া ছিল তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

	টাকা
৩ ব্যাঙ্কিং—	১৫০০০০৲
৬ লোন—	৩৮০০০০৲
২ ট্রেডিং ম্যানুফ্যাকচারীং—	২০০০০০০৲
১ জুটমিল—	২৫০,০০০৲
২ চা বাগিচা—	৩০০,০০০৲
১ মাইনিং—	২০০,০০০৲
১ হোটেল, থিয়েটার—	৫০০০০৲
মোট—	১৫৩০০০০৲

১৯২৮ সালে মার্চ্চ মাসে বঙ্গদেশে ২৬টী (মূলধন ৭১ লক্ষ টাকা) নূতন জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী রেজেষ্টী হইয়াছিল। তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	টাকা।
৩ ব্যাঙ্কিং—	২০০,০০০৲
৬ লোন—	৩৫০,০০০৲
১ ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট—	১০০,০০০৲
১ নেভিগেসন—	৩০০০,০০০৲
২ মোটর ট্রাকসন—	১২০,০০০৲
১ কেমিক্যাল ইত্যাদি—	২৫০০০৲
১ ট্যানারী ও চামড়ার ব্যবসায়—	১০০,০০০৲
১ পাবলিক সার্ভিস কোম্পানী—	৫০০,০০০৲
১ মাটি, সিমেণ্ট পাথর ইত্যাদি—	১০০,০০০৲
১ এজেন্সী—	১৫০,০০০৲
৩ ম্যানুফ্যাকচারীং—	১৬৫০০০৲
১ চাউলের কল—	২৫০০০৲
১ চা বাগিচা—	৫০০,০০০৲
১ এষ্টেট বিল্ডিং—	৬০০,০০০৲
১ অন্যান্য কোম্পানী—	২০০০০৲
মোট—	৭১০৫০০০৲

১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষে যে সমস্ত জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী রেজেষ্টী হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) ব্যাঙ্কিং লোন প্রভৃতি।		মূলধন
১। বাহাদুরাবাদ মডেল ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং	ডিঃ—মহম্মদ পনাউল্লা। বাহাদুরাবাদ, মৈমনসিংহ।	৫০,০০০৲
২। দীঘাপতিয়া ব্যাঙ্ক	ডিঃ—বীরেশ চন্দ্র মৈত্র। দীঘাপাতিয়া, রাজসাহী।	৫০,০০০৲
৩। গোপাল গঞ্জ পাবলিক্ ব্যাঙ্ক	ডিঃ—এন, এন, চক্রবর্ত্তী। গোপাল গঞ্জ, ফরিদপুর।	৫০০০০৲
৪। হরিপাদ ব্যাঙ্ক (Haripad Bank)	ত্রিবাঙ্কুর	২০০০০০৲
৫। অখিরাম পূজা ব্যাঙ্ক	ঐ	১০০০০০৲
৬। শ্রীবিজারাম ব্যাঙ্ক	ঐ	১০০০০০৲
৭। মালয়ালি ব্যাঙ্ক	ঐ	১৫০০০০৲
৮। পথানম্ থিট্টা ব্যাঙ্ক (Pathanam thitta)	ঐ	১৫০০০০৲
৯। মভার্ণ ব্যাঙ্ক	ঐ	২০০০০০৲
১০। ত্রিবাঙ্কুর মডেল ব্যাঙ্ক	ঐ	২০০০০০৲
১১। পুলাভ ব্যাঙ্ক	ঐ	১০০০০০৲

১২। বনগাঁও ব্যাঙ্ক এণ্ড এগ্রিকাল্চার (লোন্)	ডি:—সুরেন্দ্র নাথ সোম, বনগাঁও পোঃ আঃ, হাতীবান্ধা, মৈমনসিংহ।	১০০০০০৲
১৩। কামাখ্যাবাড়ী লোন্ কোং	ডি:—দেবেন্দ্র নাথ দে, কামাখ্যাবাড়ী, পোঃ আঃ কালীবাড়ী। মৈমনসিংহ।	৫০০০০৲
১৪। বড় পাঙ্গাসী মোহনপুর ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক	সেক্রে :—প্রিয় ধন চাকী, মোহনপুর, পাবনা, বেঙ্গল।	৫০০০০৲
১৫। দোয়াইল ব্যাঙ্ক এণ্ড লোন কোং	ডি: —নিরঞ্জন দাস ; পোঃ আঃ—দোয়াইল, চাপার কোণা, মৈমন সিং।	৫০০০০৲
১৬। লাহিড়ী মোহনপুর ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	ডি: এস, এন লাহিড়ী, মোহনপুর পাবনা, বঙ্গদেশ।	১০০০০০৲
১৭। নেহালিয়া লোন্ আফিস্	নেহলিয়া, পোঃ জিয়াগঞ্জ মুর্শিদাবাদ।	৩০০০০৲
১৮। আমেদাবাদ হাউসিং লোন্ ফণ্ড এসোসিয়েসন।	আমেদাবাদ, বোম্বাই।	১০০০০৲

(খ) যান, বাহনাদি।

১৯। নরোত্তম এণ্ড পেরিয়া (Pereira)	বোম্বাই	১০,০০,০০০৲

(গ) ট্রেড এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং।

২০। শ্রীশ্রদ্ধানন্দ মুদ্রক ও প্রকাশক মণ্ডলী	বোম্বাই	৫০০০০৲
২১। বোম্বাই সমাচার	ঐ	৪০০০০০৲
২২। মাদুরা ফার্ম্মাসিউটিক্যালস্	মান্দ্রাজ	৫০৫০০৲
২৩। ইষ্টার্ণ এয়ার ওয়েস্	ম্যাঃ এঃ—ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল কোং বোম্বাই।	৫০০০০০০৲
২৪। পার্লি টাইল ওয়ার্কস	মান্দ্রাজ	১০০০০০৲
২৫। রায়ত টোব্যাকো কোং	বেলগাঁও, বোম্বাই।	১০০০০০৲
২৬। পি, জন্ এণ্ড সন্স্	তৈল ও সাবান প্রস্তুত কারক।	৪৫০০০০৲
২৭। ভারতী সোপ্ ওয়ার্কস	ঐ	২০০০০৲

২৮। নোয়াখালি ডেয়ারী ফার্ম এণ্ড ব্যাঙ্ক	ডিঃ—মহম্মদ আর, এইচ, চৌধুরী। বড়বাজার, নোয়াখালী, বেঙ্গল।	১০০০০০৲
২৯। কুমিল্লা রাধাকৃষ্ণ ফ্যাক্টরী	কুমিল্লা, বেঙ্গল।	১০০০০০৲
৩০। হাতিম অত্তারী	ম্যাঃ ডিঃ—হাতিম অত্তারী—বোম্বাই।	১০০০০০৲
৩১। কনসলিডেটেড ট্রেডিং কর্পোরেসন	বোম্বাই	১০০০০০৲
৩২। ফিলট্রেটাস্	ঐ	৩০৫০০০০৲
৩৩। পাঞ্জাব ক্রীষ্টেলাইজড্ ফ্রুট কোং—	লাহোর	১০০০০০৲

(ঘ) মিল এণ্ড প্রেস :—

৩৪। চিৎপুর জুট প্রেস	ডিঃ—রঙ্গলাল জাজোদিয়া, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	২৫০,০০০৲

(ঙ) চা বাগিচা ইত্যাদি ঃ—

৩৫। কাশীপুর টি ষ্টেট—	ডিঃ—নগেন্দ্র নাথ শীল, ২০ ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।	২৫০০০০৲
৩৬। পাবনা বিশ্বাস এগ্রিকালচারল্ ফার্ম্ম	পাবনা, বেঙ্গল।	৫০০০০৲
৩৭। গোহেন বরবরা টি কোং	পোঃ আঃ—গোলাঘাট আসাম।	৮০০০০৲

(চ) মাইনিং ও কোয়ারী :—

৩৮। নিউইস্ পেট্রোলিয়াম কোং	বর্ম্মা	৪০০০০০০৲
৩৯। খাসিয়া সিলিমেনাইট কোং	নর্টন বিল্ডিং, ১ এবং ২নং ওল্ড কোর্ট হাউস, বর্ণার কলিকাতা।	২০০০০০৲
৪০। মেটা এবং কোং	নাগপুর	১৫০০০৲

(ছ) হোটেল, থিয়েটার প্রভৃতি ঃ—

৪১। চট্টগ্রাম আর্ট থিয়েটার	ষ্টেসন রোড, চট্টগ্রাম।	৫০০০০৲
৪২। ক্লাসিক্যাল পিক্চার কর্পোরেশন।	বোম্বাই।	১০০০০০৲
৪৩। পাঞ্জাব ফিল্ম কোং	লাহোর।	৫০০০০০৲

মোট—১৫২০১০০০৲

দাক্ষিণাত্যের পান্থশালা।

(দ্বিতীয় পর্ব)।

১৩৩৩ সালে 'দাক্ষিণাত্যের পান্থশালা' শীর্ষক প্রবন্ধে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বহরমপুর হইতে আরম্ভ করিয়া মেন লাইনের সমস্ত উল্লেখযোগ্য স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ মাদ্রাজ পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছিলাম। মাদ্রাজের অন্যান্য সমস্ত বিবরণ তাহাতে বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ করি নাই এজন্য ২।১টী বিষয় লিখিতেছি।

মাদ্রাজ। (Madras)

মাদ্রাজে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা ও ছত্রম আছে। কিন্তু বাঙ্গালী বা উত্তর ভারতবাসীর জন্য সৌকার পেটের বংশীলাল আবির চাঁদ ধর্ম্মশালা এবং পঞ্চাইতি ধর্ম্মশালাই সুবিধা জনক ও সন্তোষ-জনক। মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশন হইতে ঝট্কা (ঘোড়ার গাড়ী) ।৵০ বা ॥০ দিলেই চলে; এখানে যথেষ্ট হোটেল আছে, খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা কিছুই হয় না।

ষ্টেশনের সাম্‌নে রাজার ছত্রম্ আছে। ওয়াল ট্যাক্স রোডে গুজরাটী ধর্ম্মশালা। তবে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মশালাই সুবিধা জনক।

"বোম্বে আনন্দ ভবন" ও "নিও কমলা বিলাস" নামক দুইটী উল্লেখ যোগ্য হোটেল আছে। সেখানে থাকার জায়গা আছে। নিরামিশ ভোজন ব্যবস্থা। ইহা ব্যতীত আমিশাষী হোটেল যথেষ্ট আছে।

ইয়ং মেনস্ ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েসনেও (Y. M. C. A.) থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে তবে পূর্ব্ব হইতে পত্র লিখিয়া না রাখিলে হয়তো স্থান না পাওয়াও যাইতে পারে। এখানে নিয়মিত ভাবে মাসিক ঘর ভাড়া বা সিট্ ভাড়া দিয়া খোরাকীর টাকা দিয়া যতদিন ইচ্ছা বাস করা যায়। ব্যবসায়ীর পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। এমন কি অনেক বাঙ্গালী ছাত্র এখানে আসিয়া বাস করিয়া তাহাদের আবশ্যকীয় পাঠ সমাপ্ত করেন।

যদি নিতান্ত অসুবিধা হয় তাহা হইলে ১৫৮ নং ব্রড্‌ওয়েতে ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের যে শাখা আছে তথায় আসিয়া কবিরাজ মহাশয়দের নিকট হইতে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পরে অন্যত্র ব্যবস্থা করা ও অসম্ভব নহে।

মাদ্রাজ বন্দর (Harbour), আলোঘর (Light House), জলজন্তু আগার (Acquarian), পার্থ শারথি মন্দির (Temple) থিয়সফিক্যাল হেড্ কোয়াটার (Dr, Beasants Theosophical Head Quarters, Adyar), উল্লেখ যোগ্য দর্শনযোগ্য স্থান। মাদ্রাজ আসিলে এই সমস্ত না দেখিয়া যাওয়া কখনও উচিত নহে।

ব্যবসা হিসাবে এখানে বাংলার সাবান, গন্ধ দ্রব্য, গেঞ্জি, ফাউন্টেন পেনের কালি, কালির বড়ি,

শিঙের চিরুণি,যশোহরের চিরুণি,ঝিনুকের বোতাম, চটি জুতা, ষ্ট্রপ, মুর্শিদাবাদ সিল্ক,আয়ুর্ব্বেদিক পেটেণ্ট ঔষধ, বেঙ্গল কেমিকেল বা তদ্রূপ কার্য্যের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বেশ চলে।

কলিকাতা হইতে অনেকে এখানে চিনাবাদাম ও মাদ্রাজী সাটী খরিদ করিতে আসিয়া থাকেন। অবশ্য এখানে সুবিধা আছে, কিন্তু অন্যস্থানে আরও সুবিধা আছে, তাহা ক্রমশঃ লিখিতেছি।

মাদ্রাজের "চপ্পল' (চটিজুতা) এখান হইতে খরিদ করিয়া কলিকাতায় চালান দিলে বেশ ভাল ব্যবসা চলে। এমন কি ।৶৹ আনা হইতে আরম্ভ করিয়া ১॥৹টাকা পর্য্যন্ত দামে 'চপ্পল' পাওয়া যায়। উহার বেশ ভালরূপ ব্যবসা করা চলে।

চিঙ্গল পেট্। (Chingel Pet)

মাদ্রাজ হইতে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলে এইস্থানে যাইতে হয়। ষ্টেশনের নিকটেই ছত্রম্ আছে। কুলিকে বলিলেই তথায় লইয়া যায়। গাড়ীও যথেষ্ট পাওয়া যায়। স্থান বিশেষ বড় নহে। ব্যবসা বাণিজ্য সামান্য। তবে এইস্থান হইতে কয়েক মাইল দূরে মোটর বাসে চড়িয়া "পক্ষীতীর্থে" যাইতে হয়; ইহা হিন্দুর দ্রষ্টব্য স্থান।

কাঞ্জীভরম (কাঞ্চী)। (Kanjeevaram.)

চিঙ্গলপেট্ হইতে অন্য লাইনে এই বহু পুরাতন কাঞ্চীতে যাইতে হয়। তথায় শিব ও বিষ্ণু মন্দির আছে। ধর্ম্মশালা বা ছত্রম্ অনেকগুলি আছে। ব্যবসা স্থান ও বেশ উল্লেখ যোগ্য।

ভিল্লুপুরম্। (Villupuram),

চিঙ্গলপেট্ হইতে মেন লাইনে এই ষ্টেশন স্থাপিত। ষ্টেশনের নিকটেই ছত্রম্ অবস্থিত। কোন অসুবিধা নাই। ছোট সহর। তবে এই স্থান হইতে পণ্ডিচেরী যাইতে হয় বলিয়া ইহা উল্লেখ যোগ্য জংশন।

পণ্ডিচেরী। (Pondichery).

পণ্ডিচেরী ফরাশী গভর্ণমেণ্টের অধীন। ফ্রান্সে প্রস্তুত সমস্ত দ্রব্যই এখানে যথেষ্ট সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। ষ্টেশনে নামিলেই পুলিশ আসিয়া নাম, ধাম, আসিবার কারণ প্রভৃতি লিখিয়া লইয়া যায়। ভাল ভাল হোটেল আছে। ফিরিয়া আসিবার সময় যে খানে উভয় গভর্ণমেণ্টের সীমানা মিশিয়াছে তথায় ট্রেণ দাঁড় করাইয়া সমস্ত আরোহিকে নামাইয়া লইয়া তাহাদের সমস্ত জিনিষ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হয়। এমন কি জামার পকেট, কোচার খুট্ অবধি বাদ পড়ে না। যদি কোন জিনিষ পণ্ডিচেরী হইতে খরিদ করিয়া আনা হয় তবে তাহার উপর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ট্যাক্স আদায় করেন। ব্যবহার করা জিনিষের উপর কোন ট্যাক্স নাই। সমস্ত নূতন অব্যবহৃত দ্রব্যের উপরই ট্যাক্স আদায় হয়।

কাডডালোর। (Cuddalore.)

ভিল্লুপুরম্ হইতে মেন লাইনে এই সহরটী বেশ উল্লেখ যোগ্য। নূতন সহর (N. T.), এবং পুরাতন সহর (O. T.) দুইটী সহর ও দুইটী ষ্টেশন আছে। নূতন সহরই বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এখানে বেশ ভাল ছত্রম্ আছে। তথায় থাকিয়া উভয় সহরেই কাজ করা চলে। হোটেল ও আছে। খাওয়া দাওয়ার বিশেষ অসুবিধা নাই। লাইব্রেরী, কোর্ট, স্কুল, হাসপাতাল সমস্তই উল্লেখযোগ্য। চিনাবাদাম এখানেই যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সুতরাং মাদ্রাজ অপেক্ষা অনেক

সুলভ মূল্যে এখান হইতে খরিদ করা যায়। ব্যবসায়ীরা এখান হইতে খরিদ করিয়া মাদ্রাজ পাঠাইয়া ব্যবসা করিয়া থাকেন। খুব বড় বাজার সুতরাং উল্লেখযোগ্য ব্যবসা স্থান।

চিদাম্বরম্। (Chidavmaram)

মেন লাইনে খুব উল্লেখ যোগ্য স্থান। বিখ্যাত হিন্দু তীর্থ। অনেক মন্দির আছে। বড় কলেজ ও লাইব্রেরী, স্কুল, কোর্ট, হাসপাতাল সমস্তই আছে। অনেকগুলি ছত্রম আছে। বাজারও খুব বড়। ব্যবসায়ীর ও তীর্থ যাত্রীর উভয়েরই দর্শনযোগ্য স্থান।

মায়াভরম। (Mayavaram.)

ছোট সহর; তীর্থ স্থান। ছত্রম্ আছে। ব্যবসাও কিছু কিছু চলে। মন্দির যথেষ্ঠ।

কুম্বাকোনাম। (Kumvaconam.)

উল্লেখ যোগ্য স্থান। হিন্দু তীর্থ। মন্দির যথেষ্ঠ। ছত্রম্ অনেকগুলি আছে, তবে ষ্টেশনের নিকটের ছত্রম্ই বিদেশীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক।

কোর্ট, লাইব্রেরী, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল সমস্তই উল্লেখ যোগ্য। সহরও বেশ বড়।

বাজার খুব বড়। ব্যবসায়ীর পক্ষে এ স্থান ত্যাগ করা কখনই সমাচীন নহে। যিনিই আসুন না কেন বেশ ভাল কাজই পাইতে পারেন।

তাঞ্জোর। (Tanjore.)

খুব বড় ষ্টেশন। ষ্টেশনের নিকটেই বাজার ছত্রম্ অবস্থিত। ইহা মারাঠা রাজার রাজ্য ছিল; এখনও রাজবংশ বর্ত্তমান। পুরাতন প্রকাণ্ড

প্রাসাদ এখনও দর্শনযোগ্য। প্রকাণ্ড লাইব্রেরী এই প্রাসাদ মধ্যে অবস্থিত। অতি পুরাতন পুস্তকাদি এখানে আছে। এমন কি বর্ত্তমানে দেশ বিখ্যাত পুণার ভাণ্ডারকর রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসন্ (Dr. Bhandarkar Research Institution) যে সংস্কৃত বিস্তৃত মহাভারত প্রকাশ করিতেছেন—তাঁহারাও এই তাঞ্জোর লাইব্রেরী হইতে পুরাতন মহাভারত লইতেছেন। এখানকার ছত্রম্ দোতলা। নীচে দৈনিক।০ ও উপরে।৵০ হিসাবে ভাড়া দিতে হয়।

বর্ত্তমানে এই ছত্রম্ মিউনিসিপ্যালিটী দ্বারা পরিচালিত। অতি সুন্দর স্থান, সুন্দর বন্দোবস্ত। কল, পাইখানা, কূপ সমস্তই সুন্দর।

এখানকার বাজারও বেশ বড়। সুতরাং ব্যবসার উপযুক্ত স্থান।

ত্রিচিনপল্লী। (Trichinopoly.)

খুব বড় জংসন। তবে জংসন ষ্টেশনে না নামিয়া কোর্ট ষ্টেশনে নামাই কর্ত্তব্য। কোর্ট ষ্টেশনের নিকটেই ছত্রম্। মিউনিসিপ্যাল ছত্রমে দৈনিক ৵০ আনা হিসাবে ভাড়া দিতে হয়। তিন দিনের পর।৵০ হিসাবে। অন্য ফ্রি ছত্রম্ও আছে। তবে ব্যবসায়ীর পক্ষে ভাড়া দেওয়া ছত্রম্ই প্রশস্ত ও সুবিধাজনক। এখানকার রক্-কোর্ট টেম্পল্ (Rock Fort Temple) একটী দর্শনযোগ্য স্থান। পাহাড় কাটিয়া এই মন্দির প্রস্তুত। অতি চমৎকার দৃশ্য।

এখানে ছোট বাজার ও বড় বাজার নামে দুইটা বাজার আছে। দুইটীই বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ব্যবসায়ের অতি উত্তম স্থান। সর্ব্বপ্রকার জিনিসের ব্যবসা চলে।

ওয়ারিয়র (Warior) এই ত্রিচিনপল্লীর একটা অংশ। এখানকার চুরুটই কলিকাতার বাজার রাখিতেছে। খুব বড় বড় কারখানা আছে। চুরুটের ব্যবসায়ীদের এখান হইতেই মাল সরবরাহের বন্দোবস্ত করা উচিত।

কোর্ট, কলেজ, স্কুল, লাইব্রেরী, সিনেমা, সমস্তই আছে। বেশ উল্লেখযোগ্য স্থান।

শ্রীরঙ্গম। (Sreerangam.)

ত্রিচিনপল্লী হইতে মাত্র তিন মাইল দূরে অবস্থিত। গরুর গাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ীতে ।৵০ বা ॥০ আনা দিয়া তথায় যাওয়া যায়। প্রায় ১০।১২টা ধর্ম্মশালা ও ছত্রম্ আছে। প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থ স্থান।

বংশীলাল আমির চাঁদ ধর্ম্মশালাই উত্তর ভারতবাসীর পক্ষে সুবিধাজনক।

বাজার ছোট হইলেও ব্যবসায়ের স্থান মন্দ নহে। স্কুল, লাইব্রেরী, মিউনিসিপ্যালিটী সমস্তই আছে। প্রকাণ্ড মন্দির। প্রকাণ্ড বিগ্রহ। কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত।

অদ্য এখানেই সমাপ্ত করিলাম। আগামী বারে ত্রিচিনপল্লীর পর হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত উল্লেখ যোগ্য স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার আশা রহিল।

শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ

আলুর রোগ ও তাহার প্রতিকারোপায়।

কিছুকাল পূর্ব্বে রঙ্গপুর কৃষি সমিতির প্রচারিত বিজ্ঞাপনে আলুর 'ফাইট-পথেরা' রোগের লক্ষণ ও রোগ প্রতিকারোপায় সম্বন্ধে যাহা বিবৃত হইয়াছিল, নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করা হইল।

লক্ষণ—এই ব্যারামের প্রথমাবস্থায় গাছের পাতার নিম্নভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাটকিলে (Brown) রঙের দাগ দেখা দেয়। এই দাগগুলি ক্রমশঃই আয়তনে বাড়ীতে থাকে, এবং রোগগ্রস্থ পাতাগুলি কোঁকড়াইয়া যায়। গাছের ডাঁটায় রোগ ধরিলে গাছ ২।৪ দিনের মধ্যেই 'কাল' হইয়া মরিয়া যায়। রোগের অত্যন্ত আক্রমণ হইলে ডাঁটা ও পাতা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। "পকেট অণুবীক্ষণ" যন্ত্রের সাহায্যে দাগের অন্তস্থলে সাদা সুতার ন্যায় পদার্থ বা রোগ বীজাণু দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্ত সূত্রবৎ পদার্থ বা বীজাণু হইতেই পুনরায় রোগের বীজোৎপত্তি ঘটে।

বীজের জন্ম কেবল নীরোগ আলু রাখিবে। কাটা আলু অপেক্ষা গোটা আলুর বীজের ব্যারামের সম্ভাবনা অল্প।

প্রতিকারোপায়—নিম্নলিখিত একটি নিয়ম পালন করিলে, এই ব্যারামের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

১। মরা গাছ সমস্ত পোড়াইয়া ফেলিবে এবং পচা গাছ ও মরা গাছ কখনও মাঠে ফেলিয়া রাখিবে না।

২। যে সকল আলুর ক্ষেতে উক্ত রোগের উপদ্রব ঘটে নাই—কেবল সেই সকল ক্ষেত হইতেই পরবর্ত্তী বৎসরের আলুর বীজ রাখিতে হইবে। বীজের আলুতে যেন ব্যারামের কোন লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকে।

৩। যে সমস্ত ক্ষেতে ব্যারাম দেখা গিয়াছে পরবর্ত্তী বৎসর সে সকল ক্ষেতের আলু অথবা সেই জাতীয় গাছ (দেশী বা বিলাতী বেগুণ ইত্যাদি) বুনিবে না।

৪। ব্যারামের কোন লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্র, অথবা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আলুর ব্যারাম হইয়াছে শুনিবামাত্র তুঁতে ও চুনের জল মিশ্রিত করতঃ পিচ্‌কারী দিয়া আলু ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিবে।

তুতে ও চুণের জল মিশ্রিত করিলে যে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহারই নাম বোর্ড্যোমিকশ্চার। এই মিশ্রণের প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল। ১৫ দিন অন্তর এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী—একটা বড় কাষ্ঠের অথবা মাটীর পাত্রে তিন মণ জলের মধ্যে তিন সের তুঁতে চূর্ণ একটি ছালায় পুরিয়া ভিজাইয়া রাখিবে। ছালার বুনন যেন পাত্‌লা হয়; অর্থাৎ তাহার মধ্য হইতে তুঁতে যেন সহজে গলিয়া জলের মধ্যে মিশিয়া যাইতে পারে। একখণ্ড কাটার দ্বারা জলের মধ্যে তুঁতের ছালাটী ঝুলাইয়া রাখিবে। আর একটি পাত্রে দুই সের পাথর চুণ রাখিয়া আস্তে আস্তে তাহাতে জল মিশাইবে। যখন চুণ গলিয়া যাইবে তখন তাহাতে ৩/০মণ জল মিশাইবে ঠাণ্ডা হইলে ছাঁকিয়া তুঁতের জলের সহিত পুনরায় ইহা মিশাইবে। এই ঔষধের রং গাঢ় লালবর্ণ। ইহার মধ্যে ইস্পাতের ছুরী পাঁচ মিনিট কাল (আনুমানিক) রাখিলে, যদি ছুরির উপরে তামার পাতের মত দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে আরও কিছু চুণ দিতে হইবে। একটা কেরোসীন তৈলের টীনে আধমণ জল ধরে।

রোগ প্রশমনে অর্থব্যয়—এই ঔষধ প্রয়োগের নিমিত্ত ১৬৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা মূল্যের নানারূপ পিচকারী পাওয়া যায়। রঙ্গপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও নীলফামারিতে কৃষি বিভাগের এক একজন কর্ম্মচারী থাকেন, তাঁহাদের নিকট এইরূপ এক একটি পিচকারী আছে। মহকুমার হাকিমের নিকট সংবাদ দিলেই তাঁহারা এই প্রয়োগের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। কৃষি সমিতিও স্থানে স্থানে এইরূপ এক একটী পিচকারী রাখিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। সমিতির কোনও সদস্যকে সংবাদ দিলে, তিনি এই ঔষধ প্রয়োগের বন্দোবস্ত করিবেন। এজন্য শুধু তুঁতা ও চুণের মূল্য ব্যতীত অন্য কোনও ব্যয় লাগিবে না। কোনও গ্রামের আলুর ব্যারাম দেখা দিলে স্থানীয় পঞ্চায়েৎ যেন তৎক্ষণাৎ মহকুমার হাকিমকে অথবা সমিতির নিকটবর্ত্তী যে কোনও সদস্যকে সংবাদ দেন। যথা সময়ে সংবাদ না দিলে ৩।৪ দিনের মধ্যেই গ্রামের সমুদয় ক্ষেত 'মারা' পড়িতে পারে। তিন মণ ঔষধ তৈয়ার করিতে তিন সের তুঁতে ও দুই সের পাথর চুণ আবশ্যক হয়।

পেঁপে।

[কবিরাজ শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার কবিভূষণ]

পেঁপে সংস্কৃত ভাষায় পারীশ নামে পরিচিত, ইংরাজী নাম Papaya Carica.

পেঁপে গাছ শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট এবং ১৫।১৬ হস্ত উচ্চ হয় ইহার পাতাগুলি আকারে বৃহৎ; যে ডাঁটাটির সহিত পাতার যোগ থাকে তাহা ফাঁপা, ভাঙ্গিলে এক প্রকার সাদা আঠা (Latex) নির্গত হয়। কাঁচা বোঁটা বা ফলে আঘাত করিলেও ঐ সাদা আঠা দেখিতে পাওয়া যায়।

পেঁপের স্ত্রী ও পুরুষ দুই জাতীয় গাছ আছে। পুরুষ জাতীয় গাছে ফল হয় না, লম্বা লম্বা ছড় হইতে ফুল ফুটে। অনেক সময়ে লম্বা লম্বা ছড় ওয়ালা গাছে থোকা থোকা ফল ফলিতে দেখা যায়। সেগুলি স্ত্রী জাতীয় গাছ।

পেঁপের চাষ এদেশে লাভজনক। একবার গাছ হইলে ৪ ৫ বৎসর পেঁপে পাওয়া যায়। তবে প্রথম দুই বৎসরের পেঁপেই বড় ও ভাল হয়। পরে আকারে ছোট হইয়া যায়; এক গাছে অধিক দিন পেঁপের আশা না করিয়া ৩ বৎসর পরে গাছ কাটিয়া ফেলা উচিত।

চৈত্র বৈশাখ মাসে একটা জায়গায় পেঁপের চারা প্রস্তুত করিতে হয়; চারাগুলি ১ বিঘত উচ্চ হইলে তুলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে ৮।১০ হাত অন্তর লাইন বন্দী অবস্থায় পুঁতিতে হয়। এই নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলিতে উপযুক্ত পরিমাণে গোবর মাটী, হাড়ের গুড়া, বা নাইট্রেট্ অফ সোডা প্রয়োগ করা আবশ্যক। সার মাটী দিলে গাছগুলি সতেজ ও ফলপুষ্ট হয়। প্রথম ফুল হইলে বুঝিতে পারা যায় যে কোনটী পুরুষ জাতীয় গাছ। সেগুলি তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ফেলিবে।

পেঁপের বহু শ্রেণী আছে। তন্মধ্যে বোম্বাই বাঙ্গালোরের পেঁপেই আকারে বৃহৎ হয়। আমি যশোহরে বাঙ্গালোরের পেঁপের চাষ করিয়া দেখিয়াছি যে এক একটী ওজনে ২ হইতে ৩ সের পর্য্যন্ত হইয়াছিল। কিন্তু সেগুলি খাইতে সুস্বাদু হয় নাই। তবে কাঁচা তরকারী খাইতে বেশ ভাল লাগে। বোম্বাই জাতীয় পেঁপে আকারে বড় হয়, খাইতেও সুস্বাদু হয়। পেঁপের শ্রেণী বিভাগ করা সকল সময়ে সহজ হয় না। দেশী পেঁপে সংখ্যায় অধিক হয়। প্রথম অবস্থায় অপুষ্ট ফল গুলি তুলিয়া ফেলিলে অন্য গুলি পুষ্ট হয় ও আকারে অপেক্ষাকৃত বড় হইতে পারে।

এক জাতীয় পেঁপে গাছের পাতায় ও ডাঁটায় বেগুণে রংএর আভা থাকে। সে গুলির আস্বাদ মধুর হয়।

পেঁপের প্রচলন দেশে যত অধিক হয় ততই কল্যাণপ্রদ। কাঁচা পেঁপে তরকারীরূপে, পাকা পেঁপে জল পান স্বরূপ স্বাস্থ্যের হিতজনক। অর্শ, অজীর্ণ, প্লীহা প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি পেঁপের তরকারী ব্যবহার করিলে রোগের উপকার হয়। পেঁপের আঠা ১০।১৫ ফোঁটা মাংস রন্ধন সময়ে

ব্যবহার করিলে মাংস সহজে সিদ্ধ হয়। পেঁপে প্রায় সকল সময়েই পাওয়া যায়। সে জন্য একটী গৃহস্থের বাড়ীতে ৮।১০টি পেঁপে গাছ থাকিলে তরকারীর বিশেষ অভাব বোধ হয় না।

পাকা পেঁপের দাম একটী ২।৩ আনা হইতে আট দশ আনা হইতে পারে। বড় পেঁপে হইলে বার আনা পর্য্যন্ত হয়। কাঁচা একটী দুই আনা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। বাঙ্গালোরের পেঁপে কাঁচা অবস্থায় তিন আনা বিক্রয় করা কোন সময়েই অসম্ভব নহে। পেঁপের ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক।

আয়ুর্ব্বেদ মতে পেঁপের গুণ-অগ্নিদীপক, শীতবীর্য্য, রুচিকর, পাচক, সারক, মধুর রস, ও রক্তপিত্ত নাশক।

অর্শরোগে পেঁপে কাঁচা পাকা দুই অবস্থাতেই হিতকর। অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি জলপান স্বরূপ পাকা পেঁপে অপরাহ্নে আহার করিবেন। ইহাতে ঔষধ পথ্য দুই হইবে।

যকৃত, প্লীহা ও গুল্ম রোগাক্রান্ত ব্যক্তি প্রতি-দিন প্রাতে ৪।৫ ফোঁটা কাঁচা পেঁপের আঠা চিনির সহিত মিশাইয়া সেবন করিবে। ২।১ সপ্তাহের মধ্যেই উপকার দর্শিবে।

পাটের পূর্ব্বাভাষ

গত কয়েকবৎসর যাবৎ অতিরিক্ত জমিতে পাট চাষের ফলে পাটের বাজার অত্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল, ইহাতে কৃষকগণ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এবৎসর নানারূপ আন্দোলন, আলোচনা ও প্রচারের ফলে বঙ্গদেশের অনেকগুলি জেলায় পাটচাষের হ্রাস হইয়াছে। আগামীবারে অপেক্ষাকৃত অল্প পাট জন্মিবে এই আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই পাটের বাজার চড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। আশা করা যায় আগামী বর্ষে পাটের দাম ঈষৎ চড়া থাকিবে।

গভর্ণমেণ্ট হইতে পাট চাষের প্রথম পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মোট কত জমিতে পাট রোপন করা হইয়াছে তাহারই বিবরণ পাওয়া যায়। গাছ আরও কিঞ্চিৎ বড় না হইলে কি আন্দাজ পাট জন্মিবে তাহা বলা কঠিন।

পূর্ব্বাভাসটী নিম্নে প্রদত্ত হইল। তুলনা করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া গত বৎসরের হিসাবও সন্নিবিষ্ট করা হইল।

কার্ষিত ভুমির পরিমাণ

(ক) বঙ্গদেশ :—

	গত বৎসর		বর্ত্তমান বৎসর	
২৪ পরগণা—	৬২০০০	একর	৬৪০০০	একর
নদীয়া—	৭৯০০০	„	৫৭০০০	„
মুর্শিদাবাদ—	৩৩০০০	„	৩১০০০	„
যশোহর—	১০৭০০০	„	৯৫০০০	„
খুলনা—	৩৯০০০	„	৩১০০০	„
বর্দ্ধমান—	৫০০০	„	৪০০০	„
মেদিনীপুর—	৯০০০	„	৭০০০	„
হুগলী—	৩১০০০	„	২৯০০০	„
হাওড়া—	১২০০০	„	৯০০০	„
রাজসাহী—	১০৫০০০	„	৮৫০০০	„
দিনাজপুর—	৭৩০০০	„	৬৬০০০	„
জলপাইগুড়ি—	৪৮০০০	„	৪৯০০০	„
দার্জ্জিলিং—	৩৭০০	„	৪০০০	„
রংপুর—	৩০৯০০০	„	২৯৩০০০	„
বগুড়া—	১০৫০০০	„	৮৫০০০	„
পাবনা—	১৫৬০০০	„	১৪২০০	„
মালদহ—	৪৩০০০	„	৪৫০০০	„
ঢাকা—	৩৫০০০০	„	৩২১০০০	„

ময়মনসিংহ—	৬৪২০০০ একর	৬৫০০০০ একর
ফরিদপুর—	২৭২০০০ ”	২৪৬০০০ ”
বাখরগঞ্জ—	৫০০০০ ”	৪৫০০০ ”
চট্টগ্রাম —	২০০০ ”	২০০১ ”
ত্রিপুরা—	৩১৯০০০ ”	২৬৮০০০ ”
নোয়াখালি—	৫৬০০০ ”	৫০০০০ ”
কুচবিহার—	২৯০০০ ”	৩২০০০ ”
ত্রিপুরা এষ্টেট	৪২০০ ”	৩০০০ ”

(খ) বিহার ও উড়িষ্যা :—

গত বৎসর	বর্ত্তমান বৎসর
২৪১০০০ একর	২৪৭০০০ একর

(ঘ) আসাম :—

১৭৭৯০০ একর	২০৮০০০ একর

উল্লিখিত হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে বিহার এবং উড়িষ্যায় এবং বঙ্গদেশের দুই একটা জেলায় পাটের চাষ পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইলেও, বঙ্গদেশের বাকী জেলাগুলিতে উহা এতই হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে যে গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসরের আবাদের পরিমাণ প্রায় ২০৭৯০০ একর কম হইয়াছে।

বাঙ্গলার ব্যবসা ও বাণিজ্য।

পাটের ব্যবসায়।

এবার বাংলা হইতে যে সমস্ত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহার পরিমাণ ও মূল্যের হিসাব দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে আলোচ্য বর্ষে বাংলার ব্যবসা ও বাণিজ্যের বেশ একটু উন্নতি হইয়াছে। গালা, চা, চামড়া প্রভৃতি পণ্যের দাম আগাগোড়াই বেশ চড়া ছিল এবং পাটের দাম অল্প থাকিলেও উহা যে পরিমাণ রপ্তানী হইয়াছিল তাহা অন্যান্য বর্ষ অপেক্ষা অনেক বেশী।

১৯১৬ সালে ১০৯ লক্ষ বেল পাট বিদেশে রপ্তানী হয়। উহার দাম ১২২ লক্ষ টাকা। ১৯২৭ সালে কিন্তু পাট ব্যবসায়ে মাত্র ১০২ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। আপাততঃ দৃষ্টিতে ইহা একটু অদ্ভুত ঠেকিলেও পাটের অত্যন্ত মূল্যাল্পতাই ইহার একমাত্র কারণ। গত কয়েক বৎসর যাবৎ পাটের আমদানী অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গিয়াছিল। ১৯২৭ সালেও পাটের আমদানী অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যায়, ফলে জলের দরে পাট বিক্রয় হইতে থাকে। এই জন্ত পরিমাণের দিক দিয়া রপ্তানী বাড়িয়া গেলেও মূল্যের দিক দিয়া পাটের দাম ১৯২৬ সাল অপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে।

অন্যান্য বৎসর বাংলার যত পাট উৎপন্ন হইত তাহার অধিকাংশই যাইত জার্মানীতে। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে বিলাতই অধিকাংশ পাট খরিদ করিয়াছেন। ডাণ্ডির মিল ওয়ালাগণ বেশ সস্তা দরেই অধিকাংশ পাট খরিদ করে। সেপ্টেম্বর মাসে পাটের শেষ পূর্ব্বাভাস বাহির হইবার পূর্ব্বে বিলাতে পাটের দর একটু একটু চড়িতে ছিল জুন মাসে যে কাট ৩৪ পাউণ্ডে বিক্রয় হইয়াছিল, সেপ্টেম্বরে তাহাই ৪০ পাউণ্ড দরে বিক্রয় হয়। তাহারপর আবার দাম পড়িতে থাকে এবং অক্টোবরের শেষাশেষি জুন মাসের দামে আসিয়া দাঁড়ায়; কিছুদিন পরে পাট জাত দ্রব্যের চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়; বিশেষতঃ আর্জেণ্টাইনে গমের চাষ ভাল হওয়ায় থলির বিস্তর অর্ডার আসিতে থাকে; ফলে, ডিসেম্বার মাসে পাটের দর চড়িয়া ৩৭ পাউণ্ডও পরিণত হয়। তবে এই চড়া দর বেশী দিনের জন্য স্থির থাকে নাই। পরবর্ত্তী মার্চ্চের মধ্যেই উহা ৩২ পাউণ্ডে নামিয়া যায়।

আলোচ্য বর্ষটাকে মিল ওয়ালাদিগের একটা জাঁকালো মরশুম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সারা বৎসরই হরদম কাজ হইয়াছে। কাঁচা পাটের দাম অল্প ছিল, অথচ পাট জাত দ্রব্যের চাহিদা ছিল খুব বেশী। কাজেই লাভ ও হইয়াছে যে খুব বেশী তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

অন্যান্য দেশে ও পাটের চাহিদা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর হইতে বেশী হইয়াছে। আমেরিকায় পাটের রপ্তানী অপেক্ষাকৃত একটু কম হইয়াছিল।

—:*:—

চায়ের ব্যবসায়

চায়ের ব্যবসায়ের অবস্থাও এবার খুব ভাল। শুধু কলিকাতা হইতে যত চা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহার ৮০% গিয়াছে বিলাতে এবং তাহাতে পূর্ব্ব বৎসর হইতে প্রায় ১২০০০০০০০ পাউণ্ড বেশী রপ্তানী হইয়াছে। তবে সেই হিসাবে অন্যান্য দেশের রপ্তানীর পরিমাণ ও অনেকটা কম হইয়াছে। কেবল রুশিয়া ও চীনের রপ্তানী পূর্ব্বাপেক্ষা বেশীই হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে যত চা রপ্তানী হইয়াছে তাহার মধ্যে ১৫ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড একেবারে চা-বাগান হইতে সোজাসুজি খরিদ করা হইয়াছিল, আর ৮ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড কলিকাতার বাজারে খরিদ। পূর্ব্ব-বৎসরের তুলনায় আলোচ্য-বর্ষে চা বাগানের খরিদা মালের পরিমাণ সমানই আছে কিন্তু কলিকাতার বাজারে খরিদা মালের পরিমাণ ১ কোটি পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে।

ভারতের উপকূলবর্ত্তী স্থান সমূহে পূর্ব্ব বৎসর ৫৭ লক্ষ পাউণ্ড রপ্তানী হইয়াছিল, এবার সেখানে ৬৪ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড রপ্তানী হইয়াছে। চায়ের ছাঁটের (Tea waste) রপ্তানী ও গত বৎসরের ১৪ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড হইতে বাড়িয়া ৩৯ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এবার ইহার অধিকাংশই কিনিয়াছে আমেরিকা।

চায়ের বীজের চাহিদা ও এবার খুব বাড়িয়াছিল। ফলে ২৫২ টনের স্থানে এবারে ৩০৮ টন চায়ের বীজ রপ্তানী হইয়াছে।

চায়ের রপ্তানী বেশী হইয়াছিল বটে তবে এ সম্পর্কে আর একটী বিষয় দেখিবার আছে। আলোচ্যবর্ষে বিদেশ হইতে আমদানীও নিতান্ত অল্প হয় নাই। পূর্ব্ব বৎসরে যেখানে আমদানী হইয়াছিল ১১ লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড এবার সেখানে ২৪ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড আমদানী হইয়াছে; আর সে জন্য মূল্য ও দিতে হইয়াছে ১০ লক্ষ ৩১ হাজারের স্থানে ২২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। এই আমদানী চায়ের মধ্যে ২৪৮৩৯৫ পাউণ্ড ইউনাইটেড্ কিংডম বা বিলাতের ফেরত চা। পূর্ব্ব বৎসরে ১৬০৮৮৩ পাউণ্ড ফেরৎ আসিয়াছিল। যাহাহউক আমদানী চায়ের অধিকাংশই জাভার উৎপন্ন। পূর্ব্ব বৎসর জাভা হইতে যে চা উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার পরিমাণ ছিল ৬৯৮৫৯৬ পাউণ্ড; কিন্তু এবার তাহা ১৮ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে। বিলাতে পূর্ব্ব বৎসর বিভিন্ন দেশ হইতে চায়ের আমদানী হইয়াছিল ৪৯ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড, এবার তাহা বাড়িয়া ৫৩ কোটি ৯০ হাজার পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। আর এই আমদানী চায়ের ৩৬ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ডই ভারতের চা।

ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশ হইতেও চা কিনিয়া থাকে। ঐ সকল দেশের মধ্যে সিংহল, বিলাত, জাভা ও চীনের নাম উল্লেখ যোগ্য। বিলাতের চায়ের বাজারে ভারতের নীচেই সিংহলের স্থান। তথাপি সিংহলের রপ্তানীর পরিমাণ ভারতের রপ্তানীর অর্দ্ধেকের ও কম।

—:*:—

কয়লার ব্যবসায়।

কয়লার অবস্থা নিতান্ত খারাপ না হইলেও খুব ভাল বলা যায় না। বিশেষতঃ ইহার ভবিষ্যৎ বড়ই আশঙ্কা জনক। অবশ্য আলোচ্য বর্ষের রপ্তানী পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ঈষৎ অল্প হইলেও অন্যান্য বৎসরের তুলনায় নিতান্ত অল্প নহে। তবে এবার এত বেশী আমদানী হইবার একটু বিশেষ কারণ আছে। বিলাতে কয়লার খনি সমূহে শ্রমিক ধর্ম্মঘট একরূপ লাগিয়াই ছিল। সেই জন্য ভারতীয় কয়লার চাহিদাও দেশে বাড়িয়া যায়।

— —

চামড়ার ব্যবসায়।

চামড়ার ব্যবসায়ে এবার খুবই লাভ হইয়াছে। ১৯২৭ সালে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই চামড়ার খুব অনাটন ঘটে। ফলে ভারতবর্ষের প্রায় সকল মোকামের চামড়াই খুব টান পড়িয়া ছিল। সচরাচর আমেরিকাই ভারতীয় (কাঁচা) চামড়ার প্রধান খরিদদার। এবার ও তাহার ব্যতীক্রম হয় নাই। অধিকাংশ চামড়াই আমেরিকায় রপ্তানী হইয়াছে। ইহার মধ্যে আবার ছাগলের চামড়া বিদেশে গিয়াছে শতকরা ৭৩ ভাগ।

গোসাপের চামড়ার চাহিদা পূর্ব্ববৎ অত্যন্ত অধিক। পূর্ব্ব বৎসর এই চামড়া ১৩৫৫৩৪১ খানা রপ্তানী হইয়াছিল, এবার সেখানে ১৮০২৬৩০ খানা রপ্তানী হইয়াছে। ইহাদের দাম যথাক্রমে ২২ লক্ষ ২২ হাজার এবং ২৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এই চামড়ার ৩ ভাগের প্রায় ২ ভাগ ফ্রান্সে রপ্তানী হইয়াছে; বাকী চামড়ার প্রায় অধিকাংশই জার্ম্মেণী ও আমেরিকায় চালান হইয়াছে।

এই উন্নতি শীল ব্যবসায়টী গভর্ণমেণ্টের একটী আইনের খোঁচায় বর্ত্তমানে বড়ই সঙ্কটময় অবস্থায়

উপনীত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট হুকুমজারী করিয়াছেন যে ১৯২৮ সালের ১লা মার্চ্চ হইতে পোসাপ মারিতে পারিবে না। সম্প্রতি এই আইন অপেক্ষাকৃত modify বা নরম করা হইয়াছে।

— * —

কেরোসিন তৈলের ব্যবসায়।

এবার ব্রহ্মদেশ হইতে কেরোসিন তৈলের আমদানী প্রায় ২৪% কমিয়া গিয়াছে। আমেরিকার আমদানী পূর্ব্ব বৎসর খুব ছিল। আলোচ্য বর্ষে ও সেইরূপ হইয়াছে। তাহার উপর এবার রুশ দেশীয় তেল আমদানী হইয়াছিল ৮৪০০০০০ গ্যালন। বোর্ণিও হইতে আমদানীর পরিমাণ অলক্ষরূপে বাড়িয়া গিয়াছে।

মোটরগাড়ী আমদানী।

পেট্রোলের আমদানীর অনুপাতের দিকে লক্ষ্য করিলেই মোটর কারের গতিবিধি আজকাল কিরূপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। গত তিন বৎসরের মধ্যে পেট্রোলের আমদানী দ্বিগুণ হইয়াছে। বিলাতী মোটরের আমদানী যাহা ছিল তাহার উপর আরও প্রায় ৪২% বাড়িয়া গিয়াছে। আমেরিকার মোটর কারের আমদানীর বৃদ্ধির পরিমাণ ৪৪%। এবার বিলাতী টায়ারের কাট্‌তি কিছু কম হইয়াছে। কিন্তু সেই অভাব পূরাইয়া দিয়াছে আমেরিকা। আমেরিকান টায়ার দ্বিগুণ আমদানী হইয়াছে।

তুলার আমদানী।

ভারতবর্ষে যেরূপ প্রচুর বিদেশী তুলা আমদানী হইয়া থাকে, ভারতবর্ষ হইতেও সেইরূপ প্রতি বৎসর বিস্তর দেশী তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। আলোচ্যবর্ষে বিদেশী তুলার দাম খুব কম ছিল। এই জন্য ভারতীয় মিল ওয়ালাগণ প্রচুর পরিমাণে বিদেশী তুলা ক্রয় করে।

কাপড়, জামা, আলোয়ান ইত্যাদির আমদানী।

কাপড়, জামা, আলোয়ান প্রভৃতির আমদানী পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার অনেক কম হইয়াছে। ইহা যে আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অত্যন্ত মঙ্গল জনক সংবাদ সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

কাপড়, জামা বাবদ বহু কোটী টাকা প্রতি বৎসর আমাদের দেশ হইতে বিদেশে বাহির হইয়া যায়। কোন উপায়ে ঐ টাকা দেশের মধ্যে রক্ষা করিতে পারিলে দেশের অনেক দুর্দ্দশা মোচন হইতে পারে।

কোথায় কত আমদানী হয়।

কলিকাতা হইতে মোট মাট যত জিনিষ বিদেশে রপ্তানী হয় তাহার প্রায় শতকরা ৩৬ ভাগ যায় বিলাতে, ১৬ ভাগ যায় জার্ম্মেণীতে এবং ৪ ভাগ জাপানে।

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েসন ৫ই জুলাই (১৯২৮) তারিখে লণ্ডনস্থ এসোসিয়েসনকে তারযোগে চায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন—

উত্তর আসাম— উত্তম ফলন হইয়াছে। ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। আবহাওয়া চা season করিবার বিশেষ উপযোগী।

মধ্য আসাম—ফলন স্বাভাবিক ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। আবহাওয়া ভাল।

নিম্ন আসাম—চাষ ও আবহাওয়ার অবস্থা মধ্য আসামের অনুরূপ অর্থাৎ মোটামুটি ভালই বলিতে হইবে।

চুটলা ভিল— ঐ

পূর্ব্ব ডুয়ার্স—ফলন মন্দ হয় নাই। উত্তম বৃষ্টিপাতের ফলে চায়ের ভবিষ্যৎ উজ্জলতর হইয়াছে।

পশ্চিম ডুয়ার্স—ফলন মন্দ হয় নাই বটে, কিন্তু আবহাওয়ার অবস্থা বড়ই খারাপ। যদি আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হয় তাহা হইলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা করিবার বিশেষ কিছুই নাই।

শ্রীহট্ট—চাষের ও আবহাওয়ার অবস্থা ভাল। ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ।

দার্জ্জিলিং—ফলন স্বাভাবিক, ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। আবহাওয়ার অবস্থাও ভাল। তবে কোন কোন অঞ্চলে Mosquito blight এর বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

তেরাই—ভবিষ্যৎ বড়ই নৈরাশ্যজনক। আবহাওয়ার অবস্থা আদৌ ভাল নহে। বিশেষতঃ লাল মাকড়সার (Red spider blight) গাছের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

কলিকাতার নীলামে চা বিক্রয়ের ফলাফল।

বিভিন্ন স্থানের চায়ের গড় দাম।

	১৯২৭—২৮ সাল		১৯২৬—২৭ সাল				১৯২৪—২৫ সাল	
স্থানের নাম	প্যাকেটের সংখ্যা	১ পাউণ্ডের গড় দাম	প্যাকেটের সংখ্যা	গড় দাম	প্যাকেটর সংখ্যা	১ পাউণ্ডের গড় দাম	প্যাকেটের সংখ্যা	১পাউণ্ডের গড় দাম
আসাম	২৬৯২০৮	৸৵৫ পাই	২৭৩৩২৭	৸৯পাই	২২৯৬২৬	৸৶৯ পাই	২৫৯৪৭৩	১৲৮ পাই
কাছাড়	৬৯২৩৩	৸/৭ „	৯৯৪৫২	॥৵৬ „	৮১২৪৮	॥৵৬ „	৭৭৬০৭	৸৶১০ „
শ্রীহট্ট	৯২৩৭২	৸/৪ „	৯৫৭৬৫	॥৵৫ „	১০০২৩৭	॥৵১০ „	৮৯৯২৮	৸৶৯ „
দার্জ্জিলিং	৪৯৪২৫	১৵০	৪৮৫৭৮	১৲৮ „	৪৫৭৩০	১৲	৪৫৫৪৭	১।৩ „
ডুয়ার্স	২৬৯২৮১	৸৶৮ „	২৭৬৫৮৬	॥৵৯ „	২২৪৫৪৮	৸/১ „	২৬৭২০৭	৸৵৪ „
তেরাই	৪৫০৪০	৸/৫ „	৩৯৭৩৯	॥৶৯ „	৩০৮০৬	৸০	২৯১৭৬	৸৶৮ „
ত্রিপুরা	৭৮৯০	৸৪ „	৫৪০৫	॥/৭ „	...	...	...	...
চট্টগ্রাম	৮৭৮২	৸৮ „	৮২৭৪	॥৶১ „	৬৯৮১	॥৶১১ „	৬৯২৫	৸/৮ „
ছোটনাগপুর	২২২০	৸১১ „	২১৩০	৸৶১ „	১৯৬১	৸৶৪ „	১৩৬৯	৸৶০ „
দেরাদুন	১৭৩১	৸/৭ „	৬৭৩	৸৬ „	১২৬৯	৸/৬ „	৮৩৭	৸৵৯ „
নেপাল	৬৮১	॥৵১ „	৬১৬	।৶৯ „	৫৬০	॥৶১১ „	৪৭২	॥৵১০ „
অন্যান্য স্থান	৬০৮	৸/১ „	১৭৭	॥/৫ „	...	...	...	...
মোট	৮১৬৪৭১	৸৶১০ „	৮৫০৭২২	৸৩ „	৭২২৯৬৬	৸/৫ পাই	৭৭৮৫৪১	৸৵১১ পাই

উল্লিখিত তালিকায় ১৯২৬-২৭ সালের পূর্ব্বে ত্রিপুরার চা শ্রীহট্টের চায়ের সঙ্গে ধরা হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর গুঁড়া চায়ের গড় দর নিম্নলিখিত রূপ ছিল।

সাল	প্যাকেটের সংখ্যা	১ পাউণ্ডের গড় দাম
১৯২৭—২৮	১৬৯৪৫৪	॥৵৪ পাই
১৯২৬—২৭	১৪৯৪৫০	॥৶৪ „
১৯২৫—২৬	১৫২০০৩	॥৶৭ „
১৯২৪—২৫	১১০৬৫৩	॥৵১০ „

সেল নং ১

	১৯২৮—২৯		১৯২৭—২৮	
	৫ই জুন		৭ই জুন ;	
স্থানের নাম	প্যাকেটের সংখ্যা	১ পাঃ গড় দাম	প্যাকেটের সংখ্যা	১ পাঃ গড় দাম
আসাম	২১৬৩	॥৶১১ পাই	২৯৪৪	৸/০পাই
কাছাড়	১৫৯৮	॥৶৪ „	২৪৪৯	॥৵১০ „
শ্রীহট্ট	২১৮৩	॥৶৬ „	২৫৩৩	॥৵৭ „
দার্জ্জিলিং	৪১২৭	১৲	৫৭৮৮	১৵৮ „
ডুয়ার্স	৬৩৪৯	॥৵১০ „	৬১৯৯	৸৵৩ „
তেরাই	৫৩৬	॥৵৩ „	৯১০	॥৵১১ „

ত্রিপুরা	৯৮	॥৵২ „	১১৬	॥৵৪ „
চট্টগ্রাম	৪১	।৶১০ „	...	...
ছোট নাগপুর	৯০	৸৵৪	...	...
দেরাছুন	১০৪	॥৵৩	...	...
মোট	১৭২৮৯	৸৫	২০৯৮৯	৸৶২ „

* উল্লিখিত তালিকায় যে সমস্ত চায়ের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে আদৌ খারাপ চা ছিল না।

ডাষ্ট বা গুঁড়া চা :—

	প্যাকেট	গড় দাম
১৯২৮—২৯	১৭২০	॥৶১ পাই
১৯২৭—২৮	১৯৫২	॥/৮ „

———

সেল নং ২

স্থানের নাম	১৯২৮—২৯ ১২ই জুন। প্যাকেটের সংখ্যা	১ পাঃ গড় দাম	১৯২৭—২৮ ১৪ই জুন। প্যাকেটের সংখ্যা	১ পাঃ গড় দাম
আসাম	২৭৪১	॥৶০	২৪০৯	৸/১ পাই
কাছাড়	৮২৯	॥৵৬ পাই	১১৭৫	॥৶৭ „
শ্রীহট্ট	১২৭৪	॥৵১ „	১২৯৭	॥৶১০ „
দার্জ্জিলিং	২৬৫৭	৸/৯ „	৪১৬৫	১৵৯ „
ডুয়ার্স	৪৩৮৬	৸০ „	৩০২৮	১৲
তেরাই	৪৪৮	॥৵৪ „	১৬৩	॥৶৯ „
ত্রিপুরা	৬০	॥/৯ „	২৪	॥৶২ „
চট্টগ্রাম	১০০	॥৵৪ „	৯৪	॥৶১ „
ছোট নাগপুর	৯৪	৸/১০	৪৭	৸৵৯ „
দেরাছুন	...	...	...	...
মোট	১২৫৮৯	॥৶৯ „	১২৪০০	৸৶৫ „

* উল্লিখিত হিসাবের মধ্যে নিকৃষ্ট চা ধরা হয় নাই।

ডাষ্ট বা গুঁড়া চা :—

	প্যাকেট	দাম
১৯২৮—২৯	১৩০২	৸২ পাই
১৯২৭—২৮	১৪৮৭	॥/৮ „

———

সেল নং—৪

স্থানের নাম	১৯২৮—২৯ ২৬শে জুন প্যাকেটের সংখ্যা	১পাঃ গড় দাম	১৯২৭—২৮ ২৮শে জুন প্যাকেটের সংখ্যা	১পাঃ গড় দাম
আসাম	৫২৭৪	॥৶১১ পাই	২৬১০	১৲
কাছাড়	৪৪৮	॥৵৮ „	১৯৮	৸/৩ „
শ্রীহট্ট	১৪৩৬	॥৵৯ „	১৩৩৩	৸/৫ „
দার্জ্জিলিং	৬৫৮	৸৮ „	৯০৩	১৵২ „
ডুয়ার্স	৫২৭২	॥/৯ „	৪৬১৭	১৲৯ „
তেরাই	৪৭৪	॥৶০	৫৫১	৸/৪ „
ত্রিপুরা	১৫	॥৵০	৩০	৸৪ „
চট্টগ্রাম	৫	॥৬ „	৫১	॥৵৯ „
ছোটনাগপুর	৩৮	॥/৬ „	৮৬	৸৵১ „
দেরাদুন	...	...	...	...
মোট	১৩৬২০	॥৶৮	১০২৭৯	১৲

* উল্লিখিত হিসাবের মধ্যে খারাপ চা আদৌ ধরা হয় নাই।

ডাষ্ট বা গুঁড়া চা :—

	প্যাকেট	দাম
১৯২৮—২৯	১৩৩৮	৸২ পাই
১৯২৭—২৮	১০৯৪	॥৵১০ „

———

সেল নং—৫

স্থানের নাম	১৯২৮—২৯ ৩রা জুলাই। প্যাকেটের সংখ্যা	১পাউণ্ডের গড় দাম	১৯২৭—২৮ ৫ই জুলাই। প্যাকেটের সংখ্যা	১পাঃ গড়দাম
আসাম	১৭৮৯	৶/২ পাই	৬৬১৯	১/১০ পাই
কাছাড়	২৮৭৭	॥৵১১ "	১৮০৪	৶/১০ "
শ্রীহট্ট	২৪১৮	॥৴০	৫৭০	৶/১০ "
দার্জ্জিলিং	১০২০	৶৵১০ "	১৪৮০	১॥৬ "
ডুয়ার্স	৭৮৫৮	৶৩ "	৬৪০৯	১৲৩ "
তেরাই	১৪০১	॥৴১ "	১১৫৪	৶৵০ "
ত্রিপুরা	৮৯	॥৴৪ "	৬৪	৶৫ "
চট্টগ্রাম	১৪১	॥/৮ "	...	...
ছোটনাগপুর	...	...	১০৪	৶৴২ "
দেরাদূন	...	...	...	...
মোট	১৭৫৯৩	...	১৫২০৪	১৲১০ পাই

* উল্লিখিত হিসাবের মধ্যে খারাপ চা ধরা হয় নাই।

ডাষ্ট বা গুড়া চা :—

	প্যাকেট	দাম
১৯২৮—২৯	২৪৫৯	৶১ পাই
১৯২৭—২৮	১৬৭১	॥৴৫ "

নূতন জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী।

মে মাস ১৯২৮ সাল।

১৯২৮ সালের মে মাসে ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত ৪৮টী কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়াছিল। উহাদের সম্মিলিত authorised Capitalএর পরিমাণ ২৯০ লক্ষ টাকা। গত বৎসরের মে মাসে ১২৪ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ৫১টী কোম্পানী খোলা হইয়াছিল।

আলোচ্য মাসে বঙ্গদেশে ১৯টী নূতন কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়াছিল। উহাদের সম্মিলিত মূলধন (authorised Capital) ৯০ লক্ষ টাকা। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কোম্পানীর নাম প্রেমচাঁদ জুট মিলস্ বেঙ্গল। ইহার মূলধন ৮০ লক্ষ টাকা। ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মূলধন লইয়া যে কোম্পানী আরম্ভ করা হইয়াছে তাহার নাম নিউ দিল্লী ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কোং, নিউ দিল্লী। ইহার authorised Capital ১০০ লক্ষ টাকা।

১৯২৮ সালের মে মাসে বঙ্গদেশে ও আসামে যে কয়টী নূতন জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়াছিল তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) ব্যাঙ্কিং লোন প্রভৃতি।

			মূলধন
১।	মুস্লিম্ ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেসন	ম্যাঃ এঃ—এ, এন্ লদুএল্লা এণ্ড কোং। ঘোরাসাল, ঢাকা।	২০০০০৲
২।	ব্রাহ্মণ বেড়িয়া নিউ ব্যাঙ্ক	ডিঃ—এ, এম, সাগুদল হক্ ব্রাহ্মণ বেড়িয়া ত্রিপুরা।	২০০০০৲
৩।	পাইকোরা রাজেন্দ্র মোহন ব্যাঙ্ক	ডিঃ—শ্রীশ চন্দ্র হোড়, পাইকোড়া, মৈমন সিংহ।	৩০০০০৲
৪।	রংপুর মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক	ডিঃ—ভবশঙ্কর চৌধুরী, রংপুর টাউন। বেঙ্গল।	৫০০০০৲
৫।	কালিগঞ্জ লোন্ আফিস্	সেক্রেঃ—এ, বি, গোস্বামী, কালিগঞ্জ। রংপুর।	১০০০০০৲
৬।	মহাজন লোন এণ্ড ব্যাঙ্কিং কোং	ম্যাঃ এঃ—এস্, সি, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং শীতলাক্ষ, নারায়ণ গঞ্জ, ঢাকা।	১০০০০০৲
৭।	ফুলকোচা পপুলার লোন, কোং	ডিঃ—মণীন্দ্র নাথ বসু। পোঃ আঃ—ফুল কোচা, মৈমন সিংহ।	২০০০০৲
৮।	ধল্লা লোন আফিস	সেক্রেঃ—কে, পি, ভট্টাচার্জ্জি। ধল্লা, মৈমন সিংহ।	৫০০৯০৲
৯।	রাজগঞ্জ কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক	ডিঃ—কে, কে, ভট্টাচার্জ্জি, রাজগঞ্জ, পোঃ আঃ হাতীবান্ধা, মৈমন সিংহ।	১০০০০০৲
১০।	চন্দ্রকোনা লক্ষ্মী নারায়ণ ব্যাঙ্ক এণ্ড লোন আফিস্	ম্যাঃ ডিঃ—আর, সি, মোদক, চন্দ্রকোনা, মৈমনসিং।	৫০০০০৲

(খ) মিল এণ্ড প্রেস :—

১১।	ক্যালক্যাটা প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিসিটি	৫৪ বেণ্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	২০০০০৲

(গ) ট্রেড এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং।

১২।	জনষ্টন এণ্ড হফ্ম্যান— (ফটোগ্রাফির ব্যবসায়)	ম্যাঃ ডিঃ—এ, ডি, লং। ২২ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।	৮০০০০৲

১৩।	উমাচরণ এণ্ড সীতারাম ভূঁইয়া (ছাতার ব্যবসায়)	৭০ রাজার চক্, বড় বাজার, কলিকাতা।	২০০০৲
১৪।	মানিকগঞ্জ জয়েণ্ট ষ্টক কোং	ডিঃ—এম, এম, রায় পোঃ আঃ—মাণিক গঞ্জ, ঢাকা।	২০০০০৲
১৫।	প্রেম চাঁদ জুট মিলস্	ম্যাঃ এঃ—জানকী নাথ রায় এণ্ড ব্রাদার্স ১০২ শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	৮০০০০০০৲
১৬।	চৈতন্ত ফ্যাক্টরী	ডিঃ—সুরেশ চন্দ্র চ্যাটার্জ্জি। নাগপুর, মৈমনসিংহ।	২০০০০০৲

(ঙ) চা বাগিচা ইত্যাদি ঃ—

১৭।	টি ফিনান্সিং সিণ্ডিকেট	১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	২০০০০৲
১৮।	অহয়জন টিকোং	গোলাঘাট, শিবসাগর, আসাম।	১০০০০০৲
১৯।	পর্ব্বত গুড়ি টি কোং	সিমালু গুড়ি, শিবসাগর, আসাম।	১০০০০০৲
২০।	পাবনা হারভেসটীং এণ্ড ট্রেডিং কোং	ম্যাঃ এঃ—সাহা, মজুমদার এণ্ড কোং পাবনা বেঙ্গল।	৫০০০০৲
২১।	ক্যালকাটা মিনারেল সাপ্লাই কোং	২১ জ্যাক্সন লেন, কলিকাতা।	২০০০০৲
	Baniyachong Piscicultural & Industrial Society.	আসাম	৩০০০০০৲

১৯২৮ সালের মে মাসে ভারতবর্ষে অন্যূন ১৪টী বিভিন্ন কোম্পানী লিকুইডেশনে গিয়াছে বা অন্য কারণে কাজ বন্ধ করিয়াছে। উহাদের authorised Capital ৬১৯২৫০০৲ টাকা এবং আদায়ী মূলধন ৬০৮৬৯৯৲ টাকা। উক্ত মাসে বঙ্গদেশের মধ্যে একটীও কোম্পানী ফেল পড়ে নাই তবে পূর্ব্বেঃ লিকুইডেশনে গিয়াছিল, কিন্তু ঐ মাসে সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছে এমন দুই একটী কোম্পানী আছে। তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কোম্পানীর নাম	স্থাপনের তারিখ	Authorised Capital	আদায়ী মূলধন	লিকুইডেশনে যাইবার তারিখ
১। জেনিথ ইঞ্জিনীয়ারিং কোং।	২৭শে নভেম্বর ১৯১৮	৪০০০০০৲	৪০০০০০৲	১৭ই মার্চ্চ ১৯২৩
২। রত্নমালা রাইস মিলস্	১১ই ডিসেম্বর, ১৯২২	৫০০০০৲	৫০০০০৲	২৬শে জুন ১৯২৭

লবণের বিবিধ ব্যবহার

লবণ বহুবিধ অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য নির্দ্দেশ করে ; যথা হীরাকষ, সিন্দুর, চুণ, স্মেলিং সল্টস্ প্রভৃতির প্রত্যেকে এক একটি সল্ট। কিন্তু বাঙ্গলায় লবণ বলিতে আমরা একমাত্র একটি দ্রব্য বিশেষকে বুঝিয়া থাকি।

আমাদের দৈনিক ব্যবহারে ও নানা আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির প্রস্তুত প্রণালীতে লবণের নাম পাওয়া যায়। লবণের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা অসম্ভব তবে ইহার মোটামুটি ব্যবহার বিধি উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অপরাপর দ্রব্যের সহিত কাঁচের উপাদানে শতকরা ৩ ভাগমাত্র লবণ মেশানো হইয়া থাকে। সার্সীর অস্বচ্ছ কাঁচে ও লবণ থাকে। সবুজ রঙের এক প্রকার অস্বচ্ছ কাঁচ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার প্রস্তুত প্রণালীটা একটু ব্যয় সাধ্য। তাহাতে নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধবধবে সাদা বালি, ভালো কাঠের ছাই, বাজে মুক্তার ছাই, লবণ ও সাদা আর্সেনিক্।

চীনামাটীর বাসনের চাক্‌চিক্য

চীনা মাটী ও অপর শ্রেণীর মাটীর বাসনের চাক্‌চিক্য বা চেক্‌নাই দিবার সময় লবণের ব্যবহার প্রচলিত আছে। বাসনগুলি তৈয়ারী করিয়া পোড়াইবার পর ভালো বালি মিশ্রিত ফুটন্তজলে অনেকক্ষণ ডুবাইয়া রাখা হয়। তাহার পরে উহাতে খানিক্ লবণ ফেলিয়া দিলে বাসনের চাক্‌চিক্য বাড়িয়া যায়।

কলেরার প্রতিষেধক

কলেরার প্রতিষেধক ইন্‌জেকসনে শোধিত লবণ ব্যবহৃত হয়। রোজার্স সাহেবের ইন্‌জেকসন আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত। কলেরার ইন্‌জেকসন্ বলিতে রোজার্স সাহেবের আবিষ্কৃত ইন্‌জেকসন্‌কেই বুঝায়।

বরফ তৈয়ারি

বরফ তৈয়ারি করিতে অনেক লবণ ব্যবহৃত হয়। বড় বড় চৌবাচ্ছাকে পরিষ্কার জলে ভর্ত্তি করিয়া, তাহার চারিদিকে খুব ঠাণ্ডাজলের পরিবেষ্টন রাখাই হইতেছে, বরফ তৈয়ারির সোজা

কথা। চৌবাচ্চার চারিদিকে যে জল থাকে, আরও ঠাণ্ডা করিবার জন্ত লবণ ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ উক্ত জলের শতকরা ২৮ ভাগ লবণের দ্বারা পূর্ণ করা হইয়া থাকে।

মিশর দেশে হোংহেটোসের আমলে বিখ্যাত সেনাপতিদের মৃতদেহ লবণাক্ত জলে অন্ততঃ ৭০ দিন পর্য্যন্ত সংরক্ষিত হইত। লবণাক্ত জলে মৃত দেহ বা যাদুঘরের নমুনাদির সংরক্ষণ প্রথা প্রাচীন হইলেও এখনও ইহার প্রচলন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। অনেক গাছের ডালপালা কেবলমাত্র ফুটন্ত লবণাক্ত জলে ডুবাইয়া রাখিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকে। ভারতবর্ষের কোন এক সরকারী চিকিৎসালয়ে মৃতদেহের অংশ বিশেষ চিকিৎসা শাস্ত্রের নমুনা হিসাবে, কেবল মাত্র লবণ গোলা ফটন্ত জলে ডুবাইয়া রাখিয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত সংরক্ষিত হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় লবণের পচননিবারক ক্ষমতা কত তীব্র।

পদ্মার ইলিসকে লবণ সংযোগে অন্ততঃ এক দিন সংরক্ষিত করা যাইতে পারে। তা ছাড়া টিনের মাছ প্রভৃতিতে লবণের ভাগই বেশী দেখা যায়। ব্রহ্মদেশের নাপ্পি, নানা চাটনিও লবণ দিয়া সংরক্ষিত হয়।

মাখন ও লবন

আমরা রুটি দিয়া যে মাখন খাই তাহাতে লবণের ভাগ শতকরা আটভাগের বেশী থাকে না। মাখনের দোকানীরা সাধারণতঃ তিন সের পরিমাণ মাখনে আধ সের লবণ মিশাইয়া বিদেশে রপ্তানির জন্য প্রেরণ করিয়া থাকে। উক্ত লবণের পরিমাণ একটু বেশী। মাখন হইতে অতি সহজেই লবণের পরিমাণ কমাইতে পারা যায়। খানিকক্ষণ জলে ডুবাইয়া রাখিয়া নাড়াচাড়া করিলেই মাখন হইতে কতকটা লবণের অংশ জলে গুলিয়া যায়। চীজে ও অনেকখানি করিয়া লবণ মিশানো হয়।

লবণের বিশেষ গুণ

ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে প্রায়ই বরফ পড়িয়া থাকে। বরফ পড়িবার সময় গৃহস্থেরা জানলা দরজার সার্সীর কাঁচে লবণ ছিটাইয়া রাখে। ইহাতে কাঁচের উপর বরফ জমিতে পারে না। কারণ লবণের একটি বিশেষ গুণ এই যে খুব ঠাণ্ডাতেও ইহা কোন জিনিষের গায়ে সহজে জলকে বরফে পরিণত হইতে দেয় না। গত ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্যারিস্ নগরে একবার প্রবল তুষারপাৎ হয়। ঐ সময়ে প্যারিসের ট্রামওয়ে কোম্পানি ব্যবসায়ের ক্ষতি নিবারণকল্পে ট্রামের লাইনে প্রচুর লবণ ছড়াইয়া ট্রাম চলাচল অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন।

গো মেষ অশ্বাদির খাদ্যের উপাদান

গো মেষ অশ্বাদিরও খাদ্যের উপকরণে লবণ আবশ্যক। লবণ খাইতে না দিলে তাহাদের নানা রোগ দেখা দেয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন দৈনিক হিসাবে অশ্বকে, গাই ও বলদকে ৪ আউন্স ও মেষকে ৪ ভাগের ১ আউন্স লবণ দেওয়া দরকার। গৃহপালিত পশুদের খাদ্যে অল্প লবণ দিলে ক্ষতি নাই কিন্তু গৃহপালিত পাখীকে লবণ না দেওয়াই ভালো। ইহাতে তাহাদের ক্ষতি হয়।

সাবান প্রস্তুত

সাবান তৈয়ারীতে সাধারণতঃ তিনটী জিনিষ দরকার। ১ম, গ্লিসারিনযুক্ত যে কোন জৈব অম্ল-পদার্থ ২য় ক্ষার জাতীয় যে কোন পদার্থ ও ৩য় সাধারণ লবণ। ১ম ও ২য় পদার্থ দুইটিকে বিশেষ অনুপাতে মিশাইয়া ফুটাইতে হয়। ফুটাইবার পর

পাত্রের জলে আপনিই অর্দ্ধতরল ও অর্দ্ধকঠিন আকারে 'সাবান' ভাসিয়া উঠে। লবণের বিশেষ-গুণ এই যে, ইহা সাবান ছাড়া উক্ত পাত্রের অপর সমস্ত গুলির সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকিতে পারে সুতরাং লবণাক্ত জল ঢালিয়া সাবানকারীগণ পাত্রের অপরাপর দ্রব্যগুলিকে পৃথক করিয়া লয়েন, পাত্রে শুধু সাবান পড়িয়া থাকে। সাবান প্রস্তুত প্রণালীতে লবণের এই ব্যবহার আজও প্রচলিত হইতেছে।

কৃষিতে লবণের ব্যবহার

লবণ জল গাছের গোড়ায় ছড়াইয়া দিয়া বাগানের মালীরা ছোট ছোট গাছকে নানা প্রকার কীটের উৎপাৎ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। পচা খড় ও গোবর ইত্যাদি জমা করিয়া রাখিলে যে সার উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাতেও অনেক খানি লবণের ভাগ দেখা যায়।

অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যে

যাহাদের কোষ্ঠ কাঠিন্য আছে, ক্ষুধা ভাল হয় না, বৈকালে পেট ভার হইয়া থাকে, অম্ল হয় তাহাদের পক্ষে—(১) দিবসে আহারের ১৫ মিনিট পরে বিট লবণের গুঁড়া এক আনা মাত্রায় পাতিলেবুর রস ও গরম জলসহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

(২) হরীতকী, পিপুল ও করকচ লবণ সমান ভাগে লইয়া মিশ্রিত করিয়া চারি আনা মাত্রায় গরম জলসহ সেবনেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

(৩) শুঠ পিপুল, মরিচ, বনপেয়ান, সৈন্ধব-লবণ ; জীরা, কালজীরা ও গব্য ঘৃতে ভাজা হিং—প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগে গুঁড়া করিয়া প্রত্যহ আহারের সময় এক আনা হইতে দুই আনা মাত্রায় ভাতের প্রথম ২।১ গ্রাস গাওয়া ঘি এবং পাতিলেবুর রস মিশাইয়া সেবন করিলে বহুদিনের অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বা ডিসপেপ্সিয়া রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

(৪) গব্যঘৃতে ভাজা হিং এক আনা ও বিট লবণের গুঁড়া এক আনা মাত্রায় মিশাইয়া লইয়া গরম জল পাতিলেবুর রসের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বা ডিস্পেপসিয়া রোগে বিশেষ উপকার হয়।

(বাংলার কথা হইতে)

—:০:—

ব্যাঙ্ক ও নোটের উৎপত্তি

ব্যাঙ্কিংএ প্রচলিত মুদ্রারূপে নোটের সম্পর্ক

বর্ত্তমান অর্থ জগতে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু হচ্ছে ;—কাগজের মুদ্রা অর্থাৎ নোটের প্রচলন। যে সব ব্যাঙ্ক কিম্বা গভর্ণমেণ্ট নোট প্রচলন করে উহা কিরূপ উপায়ে শাসন করা হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সকল দেশেই ধাতুমুদ্রা প্রস্তুতের ক্ষমতা রাজার নিজস্ব। কিন্তু কাগজের মুদ্রা সম্বন্ধে এরূপ কোন বাঁধাধরা—একচেটে নিয়ম ছিলনা। তবে কালক্রমে এ সম্বন্ধে আইন কানুন গঠিত হইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থায় পৌছিয়াছে।

আদর্শ ধাতুমুদ্রা ও কাগজের মুদ্রার তফাৎ এই, যে, ধাতুর নিজস্ব যে একটা মূল্য আছে উহা কাগজের আদৌ নাই। সুতরাং ধাতুর মুদ্রারূপে প্রচলন স্বাভাবিক ও সম্ভবপর। কাগজের মূল্যটা কল্পিত অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ কাগজে উল্লিখিত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ধাতুমুদ্রা উহার পরিবর্ত্তে পাওয়া যাইবে, এই সুনিশ্চিত সর্ত্তের উপর বিশ্বাসই উহার মূল্যের কারণ।

অধিক সংখ্যক ধাতুমুদ্রা একসঙ্গে লইয়া যাতায়াত করিতে যে সব অসুবিধা আছে, কাগজ সঙ্গে থাকিলে সেরূপ কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। প্রাচীনকালে প্রচলিত ধাতুমুদ্রা সকল সময়ে আকারে ও ওজনে, কিম্বা বিশুদ্ধতা হিসাবে বিভিন্ন প্রকারের হইত। সে জন্যও কম অসুবিধা নিরাকৃত হওয়ায় সাধারণের নিকট নোটের আদর হইলেও সকলে উহা ব্যবহার করিতে উহার চাহিদা দিন দিন বাড়িয়া গেলে ধাতুমুদ্রার পরিবর্ত্তে নোটের প্রচলন সহজেই হইয়া উঠিল।

লণ্ডনের সোনার অর্থাৎ স্বর্ণব্যবসায়ীদের সঙ্গে বর্ত্তমান প্রচলিত নোটের উৎপত্তির একটা নিকট সম্পর্ক আছে। সোনার কারবারীরা ব্যবসা উপলক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার লেন দেন করিত; তদুপলক্ষে সেই সব মুদ্রা পরীক্ষা অর্থাৎ 'যাচাই' করিয়া উহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইত। ঐ ব্যবসায়ে লিপ্ত কতিপয় ব্যক্তিকে ১৫৬০ সালে ইংলণ্ড রাজ দেশে প্রচলিত মুদ্রার কোনটীতে কিরূপ খাদ মিশ্রিত আছে ও সেই হিসাবে উহার মূল্য কত উহা নিরুপণ করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে প্রচুর খাদ-যুক্ত ও মেকী মুদ্রার অত্যধিক প্রচলন হইলে, উহা স্বর্ণ বণিক সম্প্রদায়ই প্রচলিত মুদ্রার মূল্য নির্দ্ধারণ কার্য্য অর্থাৎ বাংলায় যাকে "পোদ্দার" কার্য্য বলে তাহা সম্পন্ন করিয়াছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ১ম হেনরীর রাজত্বকালে মুদ্রার মূল্য নিরূপণ কার্য্য রাজা, তাঁহার এক চেটিয়া ক্ষমতা বলিয়া স্বহস্তে রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক, কালে সাধারণে বৈদেশিক ব্যবসার লেনদেন হিসাবে বা অন্য যে কোন কারণে হউক ধাতুমুদ্রা পাইবামাত্র ঐ স্বর্ণ-বণিকদের নিকট গমন করিয়া উহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইত ও তাহাদের

নিকট ঐ প্রকারে নির্দ্ধারিত মূল্যের Certificate লইয়া অনেকস্থলে ঐ মুদ্রা তাহাদের নিকটই আবার নিরাপদে থাকিবে বলিয়া গচ্ছিত করিয়া রাখিয়া দিত। গচ্ছিতকারীকে এই জন্য যে রসিদ দেওয়া হইত তাহাতে গচ্ছিত মুদ্রার মূল্য—কত ও কাহার নিকট প্রাপ্ত সেই সমস্ত উল্লেখ করা থাকিত। এতদ্ব্যতীত এ রসিদ ফেরত দিলে উহাতে উল্লিখিত মুদ্রা তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে উহাতে এইরূপ কড়ারও লেখা থাকিত। এই অঙ্গীকার পত্র হইতেই ব্যাঙ্ক নোট প্রচলনের সূত্রপাত হয়। মনে করুণ একজন তাহার মনিবের টাকা নিরাপদে থাকিবে বলিয়া কাহারও নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছে। এখন সেই ব্যক্তি, যাহার নিকট গচ্ছিত রাখা হইয়াছে, তাহাকে রসিদ ফেরত দিয়া তৎপরিবর্ত্তে নগদ টাকা স্বয়ং না আনিয়া সেই রসিদখানি তাহার মনিবকে দিয়া তাহার উপর সোনারকে 'আদেশ' করিল যে উক্ত রসিদের টাকা যেন অমুক ব্যক্তিকে দেওয়া হয়, এইরূপ লিখিয়া তন্নিম্নে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া দিল। এখন এই আদেশের বলে তার মনিব আবার—অন্য এক ব্যক্তির নিকট তাহার দেনা পরিশোধার্থ বা অপর কোন কার্য্যের জন্য এই নোটই দিয়া তাহাকে নোটে উল্লিখিত মুদ্রা অর্থাৎ টাকা দিবার জন্য আদেশ করিয়া দিল। এখন শেষোক্ত ব্যক্তি ঐ রসিদ—সোনারের নিকট উপস্থিত করিল ও উহাতে উল্লিখিত টাকা অনায়াসেই ফেরত পাইল। অর্থাৎ সোনারের দেওয়া রসিদ বা স্বীকারপত্র (note) গচ্ছিতকারী অন্য লোককে দিলেও তাহার কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে চালাইবার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হওয়ায় যে কতটা কার্য্যের সুবিধা হয়—তাহা যখন লোকে উপলব্ধি করিল তখন কোন নির্দ্দিষ্ট নামা ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করিয়া যে কেহ ঐ নোট বহন করিবে অর্থাৎ Bearerকে নোটের উল্লিখিত দেশ—প্রচলিত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মুদ্রা দিবে এইরূপ সর্ত্তে লেখনের চলন হইল—যাহা বর্ত্তমানে ব্যাঙ্ক নোট ও অস্মদ্দেশে গভর্ণমেণ্ট Currency Note এর অনুরূপ। একসঙ্গে অনেক ধাতুমুদ্রা বহন করিতে হইলে তজ্জনিত ওজনের বোঝা এড়াইবার একমাত্র উপায়—নোটের ব্যবহার। ধাতুর ন্যায় গুরুভার নয় বলিয়া ব্যবসাদারকে দেশ বিদেশে পাঠাইতে বা সঙ্গে লইয়া যাইতে তাহাদের যে কত সুবিধা তাহা সহজেই অনুমেয়। সঙ্গে রাখিলে সহজে কেহ জানিতে পারে না, সে জন্য কত নিরাপদ। এই সমস্ত কারণে ধাতু মুদ্রার পরিবর্ত্তে কাগজের মুদ্রা সকলেই পছন্দ করে।

———

Deposit Banking.

পূর্ব্বোল্লিখিত স্বর্ণ ব্যবসায়ীগণ তাহাদের নিকট গচ্ছিত হিসাবে প্রাপ্ত স্বর্ণমুদ্রা ও মূল্যবান অন্যান্য দ্রব্যাদি নিরাপদে রক্ষনার্থ গচ্ছিতকারীর নিকট কোন কমিশন গ্রহণ না করিয়া বরং তাহাদের গচ্ছিত ধনের জন্য কিছু সুদ হিসাবে দিত। বিলাতে গৃহ যুদ্ধের পূর্ব্বে লণ্ডনস্থ অনেক ব্যবসাদারদের কর্ম্মচারীগণ দৈনিক কার্য্য সমাধান্তে তাহাদের হস্তে যে অর্থ মজুদ থাকিত উহা সঙ্গে করিয়া বহন করিয়া না লইয়া দিনান্তে প্রতিদিন ঐ সব স্বর্ণ বণিকদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিত। এরূপে গচ্ছিত রাখার জন্য স্বর্ণ বণিকগণ তাহাদের কিছু সুদ দিত। সেই অতিরিক্ত পাওনার লোভে ক্রমে অনেকেই তাহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিতে

লাগিল, অর্থাৎ—দিবসের শেষে কার্য্য সমাধা করিয়া ঐ রকমে গচ্ছিত রাখিয়া দিয়া দু' পয়সা মাঝ থেকে উপরি আয় করিয়া লইতে লাগিল। ইহাদের অনেকে Civil war এ যোগ দেওয়ায় অনেক ব্যবসাদারের তহবিল নষ্ট হইয়া গেল। ধনী মহাজনগণ তখন দলে দলে তাহাদের কারবারের উদ্বৃত্ত মজুদ নগদ টাকা কড়ি নিরাপদে রক্ষণার্থ স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের নিকট জমা দিতে লাগিল। এরূপ গচ্ছিত রাখার প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে "সুদ।" সুদের লোভে অনেকেই তাহাদের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিতে লাগিল। সোনারগণ তখন ঐ গচ্ছিত টাকার কিয়দংশ অপরকে অধিক সুদে কর্জ্জ দিয়া খাটাইতে লাগিল। যাহা তাহাদের সুদ হিসাবে গচ্ছিতকারীকে দিতে হইত। উহা এইরূপে খাটাইয়া তাহারা কিছু মাঝ থেকে লাভ করিতে লাগিল। ক্রমে অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহারা বুঝিল যে লোকের "বিশ্বাস" স্থির থাকিলে Note holderরা সকলে এক সঙ্গে গচ্ছিত টাকা ফেরত লয় না। সকলে যে যার প্রয়োজন মত টাকা ফেরত লয়। সুতরাং অধিকাংশ গচ্ছিত মুদ্রা সর্ব্বদা গৃহজাত হইয়া অলস ও অব্যবহার্য্য-ভাবে প'ড়ে না থেকে উহার কতকাংশ উপযুক্ত জামীনের মাতব্বরীতে অর্থাৎ নিরাপদে খাটাইলে লাভ ভিন্ন লোকসান নাই। সদা সর্ব্বদা লেন দেন করার মত যতটা প্রয়োজন তদুপযুক্ত নগদ মুদ্রা মজুদ রাখিলেই হইল। এ ছাড়া নগদ টাকা ধার না দিয়া তার বদলে নোট দিলেও যখন লোকে উহা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করে তখন প্রচলিত ধাতু-মুদ্রার সঙ্গে তাহাদের কৃত নোটের কোন তফাৎ নাই, অতএব গচ্ছিত সমুদায় টাকা গৃহে মজুদ রাখিয়া অনায়াসে note চালাইয়া তাহারা খুব লাভবান হইতে লাগিল। যাহারা নোট ফেরত দিবে তাহাদের জন্য নগদ টাকা ঘরে তো মজুদই আছে; সুতরাং নির্ভাবনায় নোট চালাইতে লাগিল।

এইরূপে যে সব নোট প্রচলিত হইত তাহাকে Convertible বলা হয়। অর্থাৎ Note holder জানিত যে উহা Bankerএর নিকট উপস্থাপিত করা মাত্র তৎপরিবর্ত্তে স্বর্ণমুদ্রা মিলিবে। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, "টাকা দিবার অঙ্গীকার যুক্ত কাগজের উপর বিশ্বাস। যতক্ষণ নোটের পরিবর্ত্তে নগদ ধাতু মুদ্রা মিলিবে ততক্ষণ উহা Convertible। কাগজ মুদ্রার পরিবর্ত্তে যখন নগদ টাকা মেলে না তখন উহাকে inconvertible বলা হয়। কোন সময় এমনও হ'তে পারে যে এত অতিরিক্ত নোট প্রচলন করা হয়েছে যে এক সময় যত লোক উহার বদলে নগদ টাকা লইতে আসিয়াছে, তাহা চাহিবা মাত্র দেওয়া সম্ভবপর নয়। এইরূপ নগদ মজুদ টাকার তুলনায় খুব বেশী টাকার নোট চালান হইলে তাহাকে বলা হয়, 'Inflation' অর্থাৎ "ফাঁপান"। Inflation হইলেই inconvertible হওয়ার সম্ভাবনা খুব অধিক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র বসু

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা ১৩৩৪ সালের বৈশাখ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন কারণ।

মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্ম বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন ; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭ পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সেলোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে I. T. J. বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
1 Council House Street,
Calcutta.

১১। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন। পত্র ইংরাজীতে লিখিতে হয়।

কুক্কুটমারী মাজুফল, কলোসিন্থ প্রভৃতি।

(R—১) বোম্বাইয়ের জনৈক ব্যবসায়ী কুক্কুটমারী বা কুঁকড়া গাছ (খোরাসানী আজোয়ান), মাজুফল ও কলোসিন্থ সরবরাহকারীদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সোনামুখীর পাতা ও শুঁটী কিনিতে চাহেন।

(I. T. J, ৫ই এপ্রিল)

শিমুল তুলা।

(R—২) মাদ্রাজের জনৈক ব্যবসায়ী শিমুল তুলা সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ৫ই এপ্রিল)

Kyanite and Sillimanite.

(R—৩) স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী উক্ত দ্রব্য দ্বয়ের ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ৫ই এপ্রিল)

চিতাবাঘ, গুলবাঘ ও উদ্‌বিড়ালী বা ভোঁদড়ের চামড়া।

(R—৪) মাদ্রাজের একটী কোম্পানী যাঁহারা চিতাবাঘ, গুলবাঘ ও উদ্‌বিড়ালী বা ভোঁদড়ের শুকনা চামড়া যোগান দিতে পারেন তাঁহাদের অন্বেষণ করিতেছেন।

(I. T,J. ঐ)

মহুয়ার বীচি ও মহুয়া ফুল।

(R—৫) পাঞ্জাবের অন্তর্গত অমৃতসরের একজন ব্যবসায়ী মহুয়ার বীচি ও শুকনা মহুয়া ফুল কিনিতে চাহেন।

(I. T, J. ঐ)

পিত্তল নির্ম্মিত সোখীন বাসন।

(R—৬) অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত মেলবোর্ণ সহরের একটী কোম্পানী ভারতবর্ষে যাঁহারা সৌখীন পিত্তলের বাসন রপ্তানী করেন তাঁহাদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। সৌখীন বাসন অর্থে বাতিদান, ট্রে, সিগারেটের বাক্স, চুরুটের বাক্স ইত্যাদি।

(I. T. J, ঐ)

রেড়ীর বীজ।

(R—৮) নিউইয়র্কের একটী কোম্পানী রেড়ীর বীজ রপ্তানী কারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ১২ই এপ্রিল)

পশু চর্ম্ম।

(R—৯) লণ্ডনের একটী কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা প্রচুর পরিমাণে পশু চর্ম্ম রপ্তানী করিতে পারেন তাঁহাদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন। ঐ কোম্পানী কমিশন দিয়াও (on commission basis) মাল কিনিতে রাজী আছেন।

(I. T. J. ঐ)

ট্যান করা চামড়া।

(R—১০) লণ্ডনের একটী কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা ট্যান করা চামড়া রপ্তানী করিয়া থাকেন তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I T J. ঐ)

ফুলার্স আর্থ।

Fuller's Earth.

(R—২০) কানপুরের একটী কোম্পানী Fuller's Earth সরবরাহ কারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ৩রা মে)

সূর্য্যমুখী ফুল।

(R—২১) পুণা হইতে জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে তিনি সূর্য্যমুখী ফুলের বীজ সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

Aconitum Hoterophyllum

(R—২২) লাহোরের জনৈক ভদ্রলোক উদ্ভিজ্জ দ্রব্য (Aconitum Heterophyllum) বিক্রয় করিতে চাহেন।

(I. T. J. ১০ই মে)

কমলা পাউডার।

(R—২৫) পাঞ্জাবের অন্তর্গত অমৃতসরের একটী কোম্পানী উত্তর ভারতের কমলা পাউডার সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I, T J. ঐ)

কমলা পাউডার।

(আর ৪৪) অমৃতসর সহরের জনৈক ব্যবসায়ী উত্তর ভারতের কমলা পাউডার সরবরাহকারিদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ১৪ই জুন)

কফি।

(আর – ৪৫) জার্ম্মাণীর অন্তর্গত Bremen ব্রীমেন নামক স্থানের একটী কোম্পানী মাঙ্গালোর ও পি-বেরী (Pea berry) জাতীয় কফি রপ্তানী কারকদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I. T. J. ঐ)

এলাচি ও অন্যান্য মসলা।

(আর—৪৭) পেশোয়ারের (উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) একটী কোম্পানী এলাচি প্রভৃতি মশলার ক্রেতৃবর্গের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I. T. J. ২১শে জুন)

Myrabolans.

(আর – ৪৮) পেশোয়ারের একটী কোম্পানী উক্ত দ্রব্যের ক্রেতাগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

সোরা। (Saltpetre)

(আর—৪৯) পেশোয়ারের একটী কোম্পানী প্রচুর পরিমাণে Saltpetre বা সোরা সরবরাহ করিতে পারেন।

(I. T. J. ঐ)

সাবান।

(আর – ৫০) কানপুরের একটী কোম্পানী নরম-সাবান (Soft Soap) সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক। যাঁহারা উক্ত দ্রব্য ক্রয় করিতে চাহেন তাঁহারা ঐ কোম্পানীর সহিত পত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

[I, T, J. ২১শে জুন]

পানি-ব্যাল বা থলি।

(আর—৫১) স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত লিথ (Leith) নামক স্থানের একটী কোম্পানী ভূষি রাখিবার উপযোগী থলি কিনিতে চাহেন। উক্ত কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা থলি রপ্তানী করিতে পারেন তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতেছেন।

[I, T, J. ঐ]

গম ও ভুট্টা

(আর—৫২) ইটালীর অন্তর্গত Trieste নামক স্থানের একটী কোম্পানী ভারতবর্ষীয় ভুট্টা ও গম রপ্তানী কারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ]

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমাদের গ্রাহক দিগের মধ্যে যদি কাহারও কোনও জিনিষ বেচিবার অথবা কিনিবার থাকে তবে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে আমরা সেই সংবাদ এই অধ্যায়ে বিনামুল্যে প্রকাশ করিব এবং সে জন্য কোনও চার্জ্জ করিব না। বলা বাহুল্য এরূপ সংবাদ একবার মাত্রই প্রকাশ করা হয়। আমরা আশা করি এইরূপ সংবাদ প্রকাশের ফলে গ্রাহকদিগের পক্ষে মাল বেচিবার এবং কিনিবার অনেক সুবিধা হইবে।

পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে কোনও নোটীশ নেওয়া হয় না একথা যেন মনে থাকে।

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম. বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা। অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানি করিয়াছেন। আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায়কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে, সেই সকল dealerএর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারি, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exportersদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, —যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী দেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায় থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে circular জারী করিয়া, এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এ বিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে মফঃস্বল হইতে সংবাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং যাঁহারা দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহা-দিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভ-সঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

ভেড়ামারা বাজার

পোঃ ভেড়ামারা, জিলা নদীয়া,

দ্রষ্টব্য :—এই স্থান ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের ভেড়ামারা ষ্টেশন হইতে প্রায় ½ মাইল দূরে অবস্থিত। যাতায়াতের জন্য গোগাড়ি ও মোটর পাওয়া যায়। এখানে পাট, ভুষামাল ইত্যাদি অনেক আমদানি ও রপ্তানী হয়, এখানকার মাল প্রত্যহই কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হই-তেছে। এখানে থানা, পোষ্ট অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, নড়াইল বাবুদের কাছারী, ৺দুর্গা মায়ের মন্দির প্রভৃতি আছে, সপ্তাহে ৪ দিন হাট বসে।

(১)

পাট, ভুষামাল, ধান, চাউল ইত্যাদির আড়তদার।

মেশার্স খোদাবক্স সাহ ও আব্দুল জব্বার মণ্ডল।
বিলাত আলী মণ্ডল
ছমিরুদ্দিন মণ্ডল
মুন্সি এরফানালী প্রামাণিক
হারেজ উদ্দিন প্রামাণিক
মেশার্স বানাতালী ও রাহাতালী মণ্ডল
প্রিয় নাথ মণ্ডল
কেদার নাথ প্রামাণিক
আফেজদ্দিন বিশ্বাস
মেশার্স হরিবক্স মহাদেব

তৈয়বালী জর্দ্দার
আনতাজালী বিশ্বাস
আব্বাস আলী বিশ্বাস
রামেশ্বর প্রামাণিক
উপেন্দ্র নাথ সাহা
মেশার্শ নির্ম্মল চন্দ্র দত্ত এণ্ড ব্রাদার্স
„ ভোলারাম গৌরি শঙ্কর
এছাহাকালী বিশ্বাস
মোবারেক হোচেন বিশ্বাস
মন্মথ নাথ কুণ্ডু
মেশার্শ মফিজুদ্দিন ও ভোকেজুস
হোসেন বিশ্বাস
মাজিরাম সিং
নূরজামান বিশ্বাস
রং বাহাদুর সিং—
বাবু বিলাস রায় আগরওয়ালা
মেশার্শ সুরয মল, হরিবক্স
„ সূর্য্য ভণ, শান্ত লাল
„ গোবর্দ্ধন দাস, দুর্গাপ্রসাদ পণ্ডিত
ব্রজলাল আগরওয়ালা
মেশার্শ রামচন্দ্র নারায়ণ দাস
„ রতন চাঁদ জহরি লাল
হাফেজ উদ্দিন বিশ্বাস
কফিলদ্দিন বিশ্বাস
মহম্মদ নুরুল হুদা
হরিবক্স আগরওয়ালা
মেশার্শ কালুরাম বৈজনাথ
কৃষ্ণ বন্ধু পাল
ললিত মোহন কুণ্ডু
রামচন্দ্র কুণ্ড

য়্যালোপ্যাথি চিকিৎসক

১। শ্রীযুক্ত বাবু বরদা কান্ত দাস
২। „ অক্ষয় কুমার মজুমদার
৩। „ রতিশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৪। „ বীরেন্দ্র নাথ রায়
৫। „ প্রিয়নাথ রায়

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক

১। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস
২। „ ললিত মোহন বিশ্বাস

কবিরাজ

১। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র নাথ কবিরত্ন
২। „ হরেন্দ্র নাথ সেন

চাঁদসির চিকিৎসক

১। শ্রীযুক্ত বাবু রাধা চরণ দাস

পেটেণ্ট ও য়্যালোপ্যাথি ঔষধ বিক্রেতা

১। শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নাথ কুণ্ডু
২। „ সুবোধ চন্দ্র সাহা

দর্জ্জির দোকান

১। জেহের বক্স খলিফা
২। তাহের বক্স খলিফা
৩। রহিমদ্দিন খলিফা
৪। মোকব্বর আলী
৫। মহম্মদ আলী
৬। তাকৃছেদ আলী
৭। তৈয়ব উদ্দিন

মনোহারী

১। সুবোধ চন্দ্র সাহা
২। গয়ানাথ নাথ

বাসন বিক্রেতা

১। মহম্মদ ইউসফালী বিশ্বাস

মদ, গাঁজা ও আফিম বিক্রেতা।

১। নৃত্যগোপাল সাহা

জুতার দোকান

১। মোকব্বর আলী শাহ

জুতা প্রস্তুতকারক

১। রাম পতিয়া চামার
২। খোক চামার
৩। শ্যাম পতিয়া চামার

ফলের দোকান

১। সুরেন্দ্র মোহন গুপ্ত
২। মহম্মদ এলাহাবাসী বিশ্বাস

স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক

১। সতীশ চন্দ্র কর্ম্মকার
২। গোধন দাস কর্ম্মকার

কেরাসিনের ডিপো

১। বাবু বিলাস রায় আগরওয়ালা

কয়লার ডিপো

১। মন্মথ নাথ কুণ্ডু

মিঠাইএর দোকান

১। কেদার নাথ বিশ্বাস
২। গৌরচন্দ্র বিশ্বাস।
৩। প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ
৪। বলাই চাঁদ ঘোষ
৫। গাদন চন্দ্র পাল
৬। রতিকান্ত পাল।

তৈল, লবন, বেনেতি মসলা নানাপ্রকার মনোহারী পেটেণ্ট ঔষধ, চাউল ইত্যাদি বিক্রেতা।

১। শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী
২। মেশার্শ সুরেন্দ্র নাথ বসু ও যুধিষ্ঠির প্রামাণিক
৩। জানকি নাথ সাহা
৪। হাজারী লাল গুপ্ত
৫। ভজু নাথ কুণ্ডু
৬। মন্মথ নাথ কুণ্ডু
৭। মেশার্শ কালিপদ ও তারাপদ কুণ্ডু
৮। যোগেন্দ্র নাথ সাহা

পোষাক ও কাপড় বিক্রেতা

১। মেশার্শ চাঁদমল রুক মল
২। হারহর মল অ্যা ও কো
৩। মেশার্শ বানু রাম বৈজনাথ
৪। জগবন্ধু নাথ
৫। মেশার্শ জানকি নাথ ও শশী ভূষণ সাহা।
৬। মন্মথ নাথ কুণ্ডু

পান রপ্তানিকারক

১। হৃষিকেশ চৌধুরী
২। মেশার্শ নির্ম্মল চন্দ্র দত্ত এণ্ড ব্রাদার্স
৩। গয়ানাথ নাথ
৪। কেদার নাথ বিশ্বাস

(২)

মোকাম আল্লার দরগা

পোঃ আল্লার দরগা, নদীয়া

দ্রষ্টব্যঃ এই স্থান ভেড়ামারা রেলওয়ে ষ্টেষান হইতে পশ্চিমে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাল রাস্তা আছে, গোগাড়ি ও মোটরে যাওয়া যায়, মোটরের ভাড়া প্রতি সিট ।৶০ ।

তৈল, লবন, পেটেণ্ট ঔষধ, বেনেতি মসলা ইত্যাদীর দোকান।

১। বিহারী লাল নাথ

মনোহারী

১। অশ্বিনী কুমার দাস

মিঠাই

১। তরনিকান্ত বিশ্বাস

কাপড় ও পোযাক ও আড়তদার

১। রাম করিয়া আগরওয়ালা

২। নাগরি মল আগরওয়ালা

স্বর্ণ ও রৌপ্যের গহনা বিক্রেতা

১। কৃষ্ণ বন্ধু স্বর্ণকার

(৩)

মোকাম—তারাগুনিয়া

পোঃ তারাগুনিয়া (নদীয়া)

দ্রষ্টব্য :—এই স্থান ভেড়ামারা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় ৯ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। যাতায়াতের জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা আছে, গোগাড়ি ও মোটর যোগে যাওয়া যায়। মোটরে প্রতি সিট ৸১০।

কাপড় ও পোযাক

১। সাগরি মল, আগরওয়ালা

২। রাধা কৃষ্ণ দত্ত

হরেক জিনিষের দোকান

১। লক্ষ্মি নারায়ণ পাল

২। রাধাকৃষ্ণ দত্ত

৩। রোহিনী মোহন পাল

৪। রমণি মোহন পাল

পাট ও ভুষামালের আড়তদার

১। রাম নারায়ণ পাল

২। জগত চন্দ্র পাল

মিঠাই

১। কৃষ্ণ বন্ধু পাল

২। যতিন্দ্র নাথ পাল

৩। নিলকান্ত পাল

৪। নারায়ণ চন্দ্র পাল

ডাক্তার ও ঔযধ

১। শ্রীযুক্ত জগত চন্দ্র পাল

„ যশোদা নন্দন পাল

৩। „ প্রফুল্ল কুমার সাহা

গাঁজার দোকান

১। যোগেন্দ্র নাথ পাল

(৪)

মোকাম সদরপুর

পোঃ আমলা—সদরপুর

দ্রষ্টব্য—এই স্থান ই, বি, রেলওয়ের মিরপুর হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। গোগাড়ি পাওয়া যায়, বর্ষাকালে নৌকায় যাওয়া যাইতে পারে।

হরেক জিনিসের দোকান ও আড়তদার

১। মনিন্দ্র নাথ দত্ত

২। কৃত বন্ধু পাল

৩। হরিপদ পাল

৪। নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য

৫। প্রমোদ রঞ্জন সরকার।

কাপড়

১। প্রমথ নাথ শি

মোঃ—আমলা।

কয়লা, চালানি ও হরেক জিনিসের দোকান

১। অধর চন্দ্র বাগ।

(৫)

মোকাম—খয়েরপুর বাজার

পোঃ—আমলা সদরপুর (নদীয়া)

কাপড়ের দোকান

১। শ্রীবাস নাথ

২। শ্রীরামচন্দ্র নাথ

হরেক জিনিষের দোকান

১। পূর্ণ চন্দ্র নাথ

২। শশীকান্ত বিশ্বাস

(৬)

মোকাম—গুয়াবাড়ি বাজার

পোঃ আমলা—সদরপুর (নদীয়া)

পাট ও ভুষামালের আড়ত

১। ভগবান চন্দ্র সাহা

২। তারক নাথ সাহা

হরেক জিনিসের দোকান

১। যতিন্দ্র নাথ পোদ্দার

২। ননিগোপাল দত্ত

৩। বিহারী লাল পাল

৪। প্রিয় নাথ পোদ্দার

(৭)

মোকাম—পাগলা বাজার

পোঃ—নদীয়া পাইক পাড়া (নদীয়া)

দ্রষ্টব্য :—ই; বি, রেলওয়ের হালসা ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

পাট, ভুষামালের আড়তদার হরেক জিনিষ, কাপড় ও পোষাক বিক্রেতা (ইঁহাদের একজন লক্ষ্ণৌ ট্রেনিং পাশ কাটার আছেন)

১। মেশার্শ শ্রীহরি পর্দ্দার এণ্ড কোং

(৮)

মোকাম—হালসা বাজার

পোঃ হালসা, (নদীয়া)

দ্রষ্টব্য—ইহা ই, বি রেলওয়ের হালসা ষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী। এখানে সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে।

পাটের আড়তদার

১। সুরথ মল আগরওয়ালা

২। কলিমদ্দি সেখ

৩। রতিকান্ত সাহা

৪। যতিন্দ্র নাথ সাহা

৫। হরিচরণ পাল

করগেট টিন, কাঠ

১। কালিমদ্দি সেখ

ধানের আড়ত

১। জেহেরালি বিশ্বাস ও শশীভূষণ পাল

কাপড় ও জামা

১। মুরারি মোহন বিশ্বাস

২। ফকির বিশ্বাস

৩। ইছমাইল সেখ

জুতার দোকান

১। মাণিক সেখ।

মিঠাই ও হরেক জিনিষ

১। হরিচরণ পাল (হরেক জিনিষ)

২। হিরালাল পাল

৩। রামেন্দ্র নাথ পাল

৪। পঞ্চানন পাল

৫। মহিম চন্দ্র পাল

৬। কোকিল চন্দ্র পাল

৭। সতীশ চন্দ্র পাল

৮। গোপীনাথ সাহা (হরেক জিনিষ)

য়্যালুমিনিয়াম জিনিষ ও বাসন

১। ললিত মোহন কাঁসারী

হোমিও ডাক্তার

১। বিরিক্তি কুমার পাল

য়্যালোপ্যাথি ডাক্তার

১। বিপিন চন্দ্র বিশ্বাস

১। মহিমচন্দ্র সাহা

কবিরাজ

১। গোপি মোহন রায় কবিরত্ন

স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক

১। রাম চন্দ্র কর্ম্মকার
২। বাদল চন্দ্র কর্ম্মকার
৩। সতিশ চন্দ্র কর্ম্মকার
৪। হাজারি লাল কর্ম্মকার
৫। ভুবন চন্দ্র কর্ম্মকার

মাছের আমদানিকারক ব্যাপারী

২। শ্রীকান্ত হলধর
২। বনওয়ারী হলধর
৩। গৌরচন্দ্র হলধর
৪। গৌর চন্দ্র হলধর নং ২
৫। মহিম চন্দ্র বিশ্বাস

(৯)

মোকাম মাস্তরা বাজার

পোঃ ভোলাডাঙ্গা (নদীয়া)

দ্রষ্টব্য :—ইহা ই, বি, রেলওয়ের হালসা হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

পাট ভুষামালের আড়ৎদার, কাপড় ও হরেক জিনিষ বিক্রেতা।

১। বিহারী লাল বিশ্বাস
২। হরে কৃষ্ণ বিশ্বাস

(১০)

মোঃ—হারদি বাজার

পোঃ কুমারি, জিলা নদীয়া,

দ্রষ্টব্য :—এই স্থান ই, বি, রেলওয়ের আলমডাঙ্গা ষ্টেশান হইতে প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

পাট ও ভুষামালের আড়তদার

১। কৃষ্ণ বন্ধু সাহা
২। মতিলাল সাহা
৩। কেদার নাথ সাহা

হরেক জিনিষের দোকান

১। বৈষ্ণব চরণ দাস বৈরাগ্য
২। কেদার নাথ সাহা
৩। মতিলাল সাহা
৪। কৃষ্ণ বন্ধু সাহা

(১১)

মোকাম—চিৎলিয়া

পোঃ চিৎলিয়া, নদীয়া

দ্রষ্টব্য :—এই স্থান ই, বি, রেলওয়ের মিরপুর হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে অবস্থিত।

হরেক জিনিষের দোকান

১। প্রমথ নাথ পাল
২। হারান চন্দ্র পাল
৩। হারান চন্দ্র সাহা
৪। রাধা চরণ পাল
৫। রামেশ্বর সাহা

মনোহারী দোকান

১। তারক নাথ দাস বৈরাগ্য

কলিকাতার বাজার দর।

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চাল,ডাল, আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেকরকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে,তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি; এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার জিনিষের বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নিচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মাম্‌লা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের প্রচলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটী আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে।

চাউলের বাজার।

চাউলের বাজারের অবস্থা বড়ই ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনবরব যে বালাম চাউলের দর মণকরা ১৲, ১॥০ কম হওয়ায় হাটখোলায় এবং বেলিয়াঘাটায় অনেক বড় বড় আড়তদার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। আমরা গত ২১ শে শ্রাবণের বাজারদর নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। কিন্তু আজকাল চালের বাজার আদৌ স্থির নহে, কাজেই ঐ দামের উপর কাহাকেও নির্ভর করিতে বলিতে পারি না। ২১ শে শ্রাবণের বাজার দর—

বাঁক তুলসী—৮।০	হইতে	৯৲ মণ
চিনিশকর—১১৲	„	১৩৲
দাউদ খানি—৯।০	„	১০॥০
নাগরা—৭৵	„	৭।০
কামলা—৫।০	„	৬৲
দুধ কলমা—৬৸৵০	„	৭॥০
পাটনাই আতপ—৯৲		৯।৵০
সীতা ভোগ—৯৲	„	৯৸০
বালাম নূতন		৮.০—১০৲
ঐ পুরাতন		৯।০—১১৲
পাটনাই পুরাতন		৮৲—৮৵০
পাটনাই নূতন		৭॥০—৭৸০
রেঙ্গুণ আতপ নূতন		৫৸৵০—৬৲

ডাল।

মাষ কলাই ডাল—৭	হইতে	৮৸০ মণ
অড়হর দেশী—৮৲	„	৮।০
ঐ কানপুর ৮৲	„	১১।০
ছোলার ডাল—৬৸০	„	৭॥০
মশুর দেশী—৬।০	„	৭।০
ঐ পাটনাই—৮।০		৮৸৵০
ঐ খাঁড়ী	৯৲	১০৲
মুগ—	১১॥০	১৫॥০
মটর—	৬।০	৭৲
খেসাড়ী—	৪৸৵	৫০
সোণামুগ গোটা—	১৩৸০	১৪॥
কৃষ্ণ—	৮।০	৮৸০
হারি—	৫৲	৬।০
কালিকলাই	৫৸০	৬০

মসলা।

হরিদ্রা (মছলি পত্তন)—১৩৲ ; ১৩।০
ঐ (কড়পী)—১২॥০, ১২৸০
ঐ (মান্দ্রাজ বা গোপালপুরী—১৪৲
ঐ (পাবনা বা কুষ্টিয়া)—১২৸০
সুপারী (ছোট দানা)—১৯॥০
ঐ (বড় দানা)—১৮৲, ১৯।০
ধনিয়া—৯৲. ৯॥০ ; ১০৲
লাল লঙ্কা—১৩॥০
গোল মরিচ—৬৯, ৭০৲, ৭৩৲
এলাচি (বড়)—৩৫৲, ৩৯৲
ঐ (ছোট)—৫॥০ ; ৬৲ সের
সাগু দানা—৯৸৵০
এরারুট—৭৸০
ধুনা (জাহাজী)—৬৲, ৭।০
ঐ (রেঙ্গুনী)—১৩৸০
কিস্‌মিস্—২১৲, ২২৲
সোহাগা (বিলাতী)—১০।০
নিশাদল—১৮৲, ২২৲
কর্পূর - ১৬০ নং—১।৴০
কাবাব চিনি—৬২৲

তুঁতিয়া—১৬৸০
চন্দন—৭৩৷৹
মুসব্বর—১৮, ২৮৲
হিং—২৪৲
নারিকেল—৩৬৲
মুত্রাশয়—২০৷৹
বংশ লোচন—১২৸৵৹
ফিটকারী—৫।৵৹, ৫৷৹
জিরা—৩০৲, ৩২৲
দারুচিনি—১৩৷৹
লবঙ্গ—১৷৹, ১৷৴১০ সের
পোস্তদানা—১৬৸৹, ১৪৸৹
পিপুল—৬৩৲, ৬৬৲, ৮৮৲
বাদাম—৩৫৲, ৩৯৲
মনকক্কা—১৪৷৹
রজন—১৩৷৹ ; ১৪৷৹
জায়ফল (বড়)—১৸৴৹
ঐ (ছিল্কাদার)—৩৫৲ ; ৪০৲
শুঁঠ (চিনা)—৩০৲
রাং—১১৯৲
সীসা—১১৷৹
জয়ত্রী—৫৴৹, ৫৷৹
মিশ্রি ১নং—১০৷৹, ১১৲
তারপিন—২২৲
পচা পাতা—২০৲
সিন্দুর—১০৲ ; ১২৲, ১৪৲

ঘৃত

মটকী—	৭৭৲
ভারতী—	৭৪৲
খুরজা -	৭৭৲
সিকোয়াবাদ—(খুরজা মার্কা) । ৬৯৲	
লক্ষ্মী—	৭৪৷৹
বাঁদা সাগর—	৬৫৲

আটা, ময়দা, সুজী

কলিকাতা, ১৮ই আগষ্ট

পেটেণ্ট ময়দা প্রতিমণ - ৮৷৹ হইতে ৮৷৴৹

মিহি—	৮.০	৮৷৴৹
গৃহস্থী (হাউসহোল্ড)—	৮৲	৮৴৹
সুজী—	৮৷৹	৮৷৴৹
আটা "বি"—	৮৷৹	৮৷৴৹
ঐ ২নং—	৭৷৵৹	৭৷৶৹
ঐ ৩নং—	৫৸৵৹	৬৲
ঐ "এস" মার্কা—	৭৵৹	৭৶৹
পোলাড—	২৷৵৹	২৸৹
ব্রান—	২৷৹	২৸৹

কাসেম ও ইর্শাদেল
২১ নং আমড়াতলা লেন।

চিনি মিছরি

মিছরি	১২৲
সাদা খাণ্ডা	৯৸৴৹
লাল খাণ্ডা	৯।৵৹
হিন্দুস্থান পিটি	১৲

লবণ—প্রতি ১০০ মণ।

হাম্বার্গ	১০৭-৲
স্পেনিস পেসাই	১০৬৲
এডেন করকচ	৯০৲

তৈল—প্রতিমণ

সরিষার কলের	২১৲—২৫৲
ঐ ঘানির	২৬৲—২৮৲
কানপুর টিন সমেত	২৩৷৹—২৪৲
নারিকেল কোচিন	২২৲—২৩৲
রেড়ির তৈল	১৬৲
কেরোসিন হাঁসমার্কা	৬৷৹
বানর মার্কা	৭৸/৹
হাতি মার্কা	৭৷৹
ভিক্টোরিয়া	৬৷৵৹
রাণীমার্কা	৬৷৹
গীর্জ্জা মার্কা	১০৸/৹

পাট।

পাকা বেল	৬১৲—৭৮৲
কাঁচা বেল	১০৸৹—১৩৷৹
বেলারদের দর	১১৲—১৩৸৹
মিলের দর	১১৷৹—১৩৷৹

করগেট সিট

২২ গেজ করগেট সিট	১২৷৹ হিঃ	হন্দর
২৪ „ „ „	১২।৹ হিঃ	„
২৬ „ করগেট সিট	১৪।৹ হিঃ	„
২৪ গেজ „ আর, পি, ডি	১২৸৹ হিঃ	„
জয়েন্ট (কব্জি)	৬৸৹ হিঃ	„
টী (বরগা)	৭৷৹ হিঃ	„
রাউণ্ডবার (বল্টু)	৭৲ হিঃ	„
ফ্লাটবার (পাটি)	৭৲ হিঃ	„
কাটা তার	১১৸৹ হিঃ	„
মটকা	৷৵৹ পিস	

গঙ্গা নারায়ণ পাল এণ্ড সন্স
৩নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা

মেটাল ও পেণ্ট

১৮ই আগষ্ট

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ কর্ত্তৃক ৮৬এ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রেরিত—

	প্রতি হন্দর
ব্লক টিন পেনাঙ্গ—টি	১৭৯৷৹
তামার ইনগট আর, টি	৫৬৸৹
„ „ অষ্ট্রেলিয়ান	৬০৷৹
পিগ লেড বি, এম, মার্কা	১৮৵৹
„ „ দেশী	১৭৸৹
এণ্টিমনি এ, এস, পি, মার্কা	৬৯৷৹
„ অন্যান্য মার্কা	৫৭৲
ফস্‌ফর ব্রঞ্জ ইনগটস্‌	১১৯৷৹
পিতলের চাদর ৪ × ৪	৬৫৲
„ বোল্টু	৫১৷৹
তামার চাদর ৪ × ৪	৬৯৸৹
„ বোল্টু	৫৯৸৹
সীসার চাদর	২৭৸৹
দস্তার টালি বিলাতী	২২।৹
„ „ দেশী	২১৸৵৹
হাবাকের সাদা জিঙ্ক পেণ্ট	৪৫৷৹
„ „ লেড	৩৭৷৹
„ গ্রীন পেণ্ট	২৮৷৹
„ রেড অক্সাইড পেণ্ট	২৮৷৹
	প্রতি গ্যালন
„ তারপিন টাঃ	৪৸১৹
তিসির তৈল সিদ্ধ	২৸/৫
„ „ কাঁচা	২৷৶৬
সিমেণ্ট (ভারতীয়)	৫৮৷৹ প্রতিটিন
(ইংলিশ)	১৩৷৹ প্রতি পিপা

সোণা ও রূপা

ইংলিশ বার (প্রতিভরি)	২১৷৶৹
টাঁকশালের „	২১৷৬
বড়ালের „ „	২১৷৶৬
চিনাপাত „ „	২১৷৶৹
গিনি (প্রত্যেকখানা)	১৩৷৩
রূপা পাইকারী ১০০ ভরি	৬১৷৵৹
ঐ খুচরা	৬৪৸৵৹

প্রসাদ দাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স
২৮নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

শেয়ার বাজার।

কোম্পানীর কাগজ —

৩৲ হারে সুদ	৬৩৲
৩॥০ হারে সুদ	৭ ॥০
৪৲ সুদের ঋণ	
(১৯৬০—৭০)	৮৬৲
ওয়ার বণ্ড—	
৬৲ হারে (১৯৩০)	১০৩।০
৬৲ হারে (১৯৩১)	১০৬৲
৬৲ হারে (১৯৩২)	১০৫।৶০
রেল—	
হাওড়া, আমতা লাইট	১৪৪
ময়মনসিংহ ভৈরববাজার	৯৭৲
দার্জ্জিলিং হিমালয়ান	৯২৲
কাপড়ের কল—	
ডনবার	১৯৬৲
এগলিন	৪।৶০
কেশোরাম	৪৲
আগর ইউনাইটেড	৫৪৩৲
বাউড়িয়া (অর্ডিনারী)	৩০৪৲
পাটের কল—	
এলবিয়ন	৪৯৭॥০
এংলো-ইণ্ডিয়া	৪৯২৲
এলায়ান্স	৬৭৮৲
অকল্যাণ্ড	৩৭৭
বালি	৩০১
বজবুজ	৬৬৬৲
চাঁপদানী	১৭৩৲
ক্লাইভ	৪৫৸০
ডালহৌসী	৫৮৮৲
ফোর্ট গ্লষ্টার	৪৫০৲
ফোর্ট উইলিয়ম	৪৯৮৲
নৈহাটি	৬৮০৲

———

পাটের বাজার

পাটের বাজার সম্বন্ধে নানারূপ ভীতিপ্রদ জনরব শোনা যাইতেছে। ফলে বাজার আদৌ স্থির নাই। ২০শে তারিখে পাটের যে দর ছিল ২১শে তারিখে হঠাৎ তাহা অপেক্ষা ২॥০ টাকা কমিয়া যায়। গত ৩ বৎসরের মধ্যে এরূপ আকস্মিক মূল্য পতন হয় নাই। বাজারের ভাব মন্দ থাকায় কাজ কিছুই হয় নাই বলিলেই চলে। ২১শে তারিখে ফিউচারের দাম নিম্নলিখিত ছিল।

বাজার আরম্ভ হয়	৮১৸০	হইতে	৮২৸০
সর্ব্ব নিম্ন দাম	৮১॥০	„	৮০৸০
সর্ব্বোচ্চ মূল্য	৮১৸০	„	৮২৸০
বাজার শেষ হয়	৮২।০	„	৮১৸০

গানি মার্কেট

বাজারের অবস্থা সুবিধাজনক নহে। দাম অত্যন্ত পড়িয়া গিয়াছে। হেভি ৯ পোর্টার ২০।০ আনা এবং ১১ পোর্টার ২৫৲ টাকা দরে বাজার আরম্ভ হইয়াছিল। এমন কি মাঝে পাটের দর ৪৲ টাকা কমিয়া যায়। যাহা হউক শেষাশেষি বাজার অনেকটা স্থির ভাব ধারণ করে। হেসিয়ানের মার্কেট ঈষৎ নামিলেও পূর্ব্বাপর অনেকটা স্থির আছে।

কয়লার বাজার।

আগষ্টের গোড়া হইতে অনবরত বৃষ্টিপাতের জন্য খনি হইতে কয়লা তোলা সামান্য পরিমাণ হইতেছে। বিশেষতঃ খনির মজুরগণ সকলে এখনও দেশ হইতে ফিরিয়া আসে নাই। পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসাম হইতে রাঁধিবার কয়লার খুব জোর চাহিদা আসিতেছে।

নিম্নে খনির কয়লার দর দেওয়া গেল।

ভিসার গড়—	৫৸০	প্রতি টন।
ঝরিয়া—	২।০ হইতে ৪।০	„ „
ঝরিয়ার সফ্ট কোক্ বা রাঁধিবার কয়লা—	২৸০ হইতে ৪৸০	„ „
মেটেল ভাজা—	৩৸০	„ „

[একটনের দেশী ওজন প্রায় ২৭ মণ।]

———

ভাদ্রমাস।

যে সকল জমীতে শীত কালে ফসল করিতে হইবে, ভাদ্র মাসেই সেই সকল জমীতে সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এখন হইতেই গোময় প্রয়োগ করিয়া মাঝে লাঙ্গল দিয়া মাটি উলটাইয়া দিলে মাটির সর্ব্বত্রই সার গুলি সমান ভাবে ছড়াইয়া পড়িবে, ফলে, একস্থানে সারের আতিশয্যে গাছ "হাপসিয়া" যাইবে না আবার অন্যত্র আদৌ সার না পড়ায় গাছ গুলির জীবন্মৃত হইয়া থাকিবারও সম্ভাবনা লুপ্ত হইবে।

শীতকালের সমস্ত শাক সবজীরই এখন বীজ বপন করিতে হয়। লাউ, কুমড়া, শাকালু, বিট, পাট নাই শালগম, গাজর, পালম, নটে, শশা প্রভৃতির বীজ বপন করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে।

সেলেরী, এস্পারেগাস্ ও দুই এক জাতীয় টমাটোর চাষ এই সময় হওয়া উচিত।

লাউ ও কুমড়া প্রভৃতি গাছের গোড়া সর্ব্বদাই সরস রাখা উচিত, কিন্তু তাই বলিয়া গোড়ায় জল বসিতে দিলে চলিবে না। অনেক সময় দেখা যায় খুব কলন্ত গাছ ও হঠাৎ আগা শুকাইয়া মরিয়া গেল, কোন কোন সময় ইঁদুরের অত্যাচারে ওরূপ ঘটিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোড়ায় জল বসিয়াই ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। লতানে গাছের জন্য মাচা বাঁধিয়া দিলেই ভাল হয়। যদি গাছের মাচা করিয়া না দেওয়া যায়, তবে যতদূর গাছ লতাইয়া যাইবে ততদূর জমী পরিষ্কৃত রাখিতে হইবে।

আলুর জমী—

আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে যে জমীতে গোল আলু, কপি ও মূলা পুঁতিতে হইবে, এই মাসে সেই জমীতে উত্তম রূপে চাষ দিয়া রাখিতে হয়।

কপির জমী—

এই মাসের শেষে কপির চারা বসান আরম্ভ করিবে। উত্তর পশ্চিম বা বেহার প্রদেশে ইতি পূর্ব্বেই ঐ কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, এখন উহা শেষ হইয়া আসিল। যাহা হউক বাংলা দেশে ভাদ্র মাসের গোড়াতেই কপি রোপনের জন্য গোবর ও খৈল সার দিয়া জমী তৈয়ারী করিয়া রাখা উচিত। এই জমীতে চারা রোপনের পূর্ব্বে চারা গুলিকে টব হইতে উঠাইয়া কিছু দিনের জন্য অন্যত্র পুঁতিতে হয় এবং গোড়ার মাটি শুকাইয়া গেলে জল দিয়া খুঁড়িয়া আনিয়া চাষের জমীতে বসাইতে হয়।

কপির চারা তৈয়ারি করিতে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। সাধারণতঃ টবে করিয়াই কপির চারা তৈয়ারী করা হয়। টবে সার মিশ্রিত মাটি ভরিয়া উহাতে কপির বীজ বপন করতঃ প্রতি দিন সন্ধ্যা কালে উহাতে খড়ের গোড়া দিয়া জল ছিটাইয়া দিতে হয়। সূর্য্যের প্রখর রৌদ্রে রাখিলে চারা গুলি মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা এই জন্য ঐ সকল টব দিনের বেলা ছায়ায় এবং রাত্রি কালে খোলা স্থানে রাখিতে হয়।

যাঁহারা খুব বেশী জমীতে চাষ করিবেন তাঁহাদের পক্ষে কিন্তু টবে চারা তৈয়ার করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া পড়ে। তাঁহারা উচ্চ জমীতে চারি দিকে আইল বাঁধিয়া বীজ বপন করিতে পারেন। রৌদ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য আবশ্যক মত হোগলা দিয়া বীজ তলা ঢাকিয়া রাখিলেই চলিবে।

নারিকেল—

নারিকেলের চারা তৈয়ার করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। যে সকল নারিকেল গাছেই ঝুনা হইয়া আপনা আপনি বৃন্তচ্যুত হইয়া নীচে ঝরিয়া পড়ে তাহাদিগকে 'গলন' নারিকেল বলে। এই 'গলন' নারিকেলকেই বীজ নারিকেল রূপে ব্যবহার করিতে হয়।

নারিকেলের চারা তৈয়ার করিতে বিশেষ হাঙ্গামা নাই। একটী শীতল স্থানে কাদা করিয়া তাহাতে গলন নারিকেল একপাশে ইষৎ হেলাইয়া বোঁটার দিক উপরে রাখিয়া বসাইতে হয়। মাটি শুকাইয়া গেলে উহাতে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া ভূমি সর্ব্বদাই সরস রাখিতে হইবে।

ওল—

এই মাসই ওল তুলিবার প্রকৃষ্ট সময়। যাঁহারা ওলের চাষ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ওল তুলিয়া বাজারে পাঠাইতে হইবে। ওল তুলিয়া ওলের মুখী গুলি ছাড়াইয়া লওয়া হয়। এই গুলি বীজ রূপে ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু সাধারণতঃ চাষীরা সকল মুখীই একত্রে মিশাইয়া রাখে। এই পদ্ধতিটী খুব ভাল বলিয়া মনে হয় না। খুব তেজী ওলের মুখী গুলি আলাদা করিয়া রাখা আবশ্যক। কেন না ঐ সমস্ত বীজ হইতে স্বভাবতঃই অপেক্ষাকৃত বড় ওল জন্মিবে। দাঁড়া—শ্রাবণ মাসে হলুদ ও আদার দাঁড়া বাঁধিতে হয়। কিন্তু কোন কারণে যদি ঐ মাসে ঐ কার্য্য সমাধা হইয়া না থাকে তবে ভাদ্র মাসেই দাঁড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

৮ম বর্ষ } আশ্বিন ১৩৩৫ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

চাউলের কল।

কোন দেশ কোন কলকারখানা স্থাপনের উপযোগী কিনা তাহা স্থির করিতে হইলে দুইটী বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রথমেই দেখিতে হইবে সেই দেশে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল উৎপন্ন হয় কিনা; দ্বিতীয়তঃ শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা কিরূপ?

দেশের মধ্যে শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা না থাকিলেই যে সেই শিল্পে উন্নতি করা যায় না এমন নহে। বস্তুতঃ ইংলণ্ড জার্ম্মাণ প্রভৃতি ইয়োরোপীয় দেশ সমূহ এমন অনেক শিল্পে উন্নতি করিয়াছে যাহার কাঁচামাল বিদেশ হইতে সংগৃহীত হইয়া উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশেই বিক্রয় হয়। তথাপি যে দেশে শিল্পদ্রব্যের প্রচুর চাহিদা আছে সেই সকল দেশেই যদি যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচামাল পাওয়া যায় তাহা হইলে সেই দেশেই যে ঐ শিল্পোন্নতির উপযুক্ত স্থান তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

বাংলা দেশের প্রধান পণ্য পাট ও ধান। পাটকে অবলম্বন করিয়া বাংলার বুকের উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কল কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ধানেরও ব্যবসায় চলিতেছে বটে কিন্তু তাহা প্রধানতঃ খুচরা বিক্রেতার নিকট হইতে ধান ও চাউল সংগ্রহ করিয়া বাহিরে রপ্তানী করাতেই পর্য্যবসিত। কলিকাতার উপকণ্ঠে ও বাংলা ও আসামের নানা স্থানে দুই চারিটি চাউলের কল স্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা সম্বন্ধে শিশির-

বিন্দুবৎ। এদিকে টাকা খাটাইবার অসীম ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

বাংলা দেশে চাউলের কল স্থাপন করিবার যেরূপ সুবিধা, পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ সুবিধা পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর প্রায় ২ কোটী একর জমীতে ধানের আবাদ হয় এবং এথান হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার ধান ও চাল বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে কাজেই বাংলায় চাউলের কল স্থাপন করিলে কোনদিনই কাঁচামাল বা ধানের জন্ম ভাবিতে হইবে না।

দ্বিতীয় চিন্তা কাট্‌তির জন্ম। কিন্তু সে ভাবনা ভাবিবারও আবশ্যকতা নাই। বঙ্গদেশে চাউলের অজস্র চাহিদা রহিয়াছে। "ভাতমাত্র খেকো বাঙালী" ভাত ভিন্ন অন্য কিছু খাইয়াই তৃপ্ত হইবে না। পশ্চিমা লোকের ডালরুটি যেমন প্রধান ও প্রিয় খাদ্য, ভাত বাঙালীর নিকট ঠিক সেইরূপ বা ততোধিক প্রিয়। তাই দেখি ভারতচন্দ্রের পাটনা স্বয়ং কমলাকে সম্মুখে পাইয়াও নিজের সন্তান সন্ততির জন্ম লুচি সন্দেশের ফরমাইস না করিয়া বর চাহিল—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" তাই বলিতেছিলাম যে দেশের ছয় কোটী লোক দুইবেলাই ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করে সে দেশে চাউলের কাট্‌তির ভাবনা নাই।

এখন কথা উঠিতে পারে যে বাংলা দেশে চাউলের কল স্থাপনের যদি এতই প্রাকৃতিক সুবিধা রহিয়াছে তবে এতদিন ধরিয়া ঐ শিল্পের কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই কেন?

ইহার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।

প্রথমতঃ যাঁহারা চাউলের কল স্থাপন করিলেন তাঁহাদের হয়ত এ বিষয়ে অনুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই; ইহাতে সকল কার্য্যেই গণ্ডগোল এবং বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। এরূপ অবস্থায় সহস্র অসুবিধার মধ্যেও কোন শিল্পে উন্নতিলাভ করা অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচনের অভাবে অনেক সময় কল কারখানা বন্ধ করিতে হয়।

এই সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার জন্ম সম্প্রতি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগের ইঞ্জিনিয়ার এন, সি, মিত্র বি, এস্ সি (ইংলণ্ড, লণ্ডন) মহোদয় বঙ্গদেশে চাউলের কল স্থাপন সম্বন্ধে একটী বুলেটিন প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তিকা নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। ইহার সার মর্ম্ম আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

স্থান নির্ণয়ঃ—

কল স্থাপন করিবার পূর্ব্বে কোন্ স্থানে কল স্থাপন করা হইবে সে বিষয় যথেষ্ট ভাবিয়া দেখা উচিত। স্থানটি এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যেখান হইতে মাল বহিয়া লইয়া যাইবার সুবিধা আছে অর্থাৎ অল্প খরচায় এবং অল্প সময়ে দেশের বাণিজ্যকেন্দ্র সমূহে মাল পাঠান যাইতে পারে. যেখানে অল্পমূল্যে প্রচুর ধান কিনিতে পাওয়া যায়, মজুর খুব সস্তা এবং জ্বালানির অভাব নাই। আবহাওয়া অনুকূল না হইলে উত্তম চাউল প্রস্তুত হইতে পারে না। কাজেই এ বিষয়েও প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদি বাষ্পশক্তিদ্বারা কল চালাইতে হয় তাহা হইলে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট জল পাওয়া যায়, এমন স্থানে কল স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

সিদ্ধ চাউলঃ—

সকলেই জানেন ধান হইতে দুই উপায়ে

চাউল প্রস্তুত করা যায়—এক সিদ্ধ করিয়া, আর এক সিদ্ধ না করিয়া। প্রথমোক্ত চাউল প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়।

প্রথমে বড় বড় পাত্রে জল ঢালিয়া তাহার মধ্যে ধানগুলিকে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তৎপরে উহাদিগকে সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে একটী বিশিষ্ট আকারের পাত্রের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। ইহা একটী লৌহ-নির্ম্মিত ট্যাঙ্ক। ইহার উপর দিকে চওড়া এবং নিচের দিক মোচার অগ্রভাগের ন্যায় সরু। ইহাকে ষ্টিমিং ট্যাঙ্ক (Steaming tank) বলে। তৎপরে অল্পচাপে উক্ত ষ্টিমিং ট্যাঙ্কগুলির মধ্য দিয়া বাষ্প চালাইয়া দেওয়া হয়। বাষ্পের তাপে ধানগুলি সিদ্ধ হইতে থাকে। উপযুক্তরূপ সিদ্ধ হইলে ধানগুলিকে ঢালিয়া সীমেণ্ট করা মেজের উপর শুকাইতে দেওয়া হয় এবং সূর্য্যের উত্তাপে শুষ্ক হইয়া গেলে কলের মধ্যে ঢালিয়া চাউল প্রস্তুত করা হয়। তাহার পর যাহা যাহা করিতে হয় অর্থাৎ তুষ ঝাড়িয়া ফেলা, পালিশ করা, বস্তাবন্দী করা প্রভৃতি—সে সকল কথা এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে ধান শুকাইবার জন্য খানিকটা স্থান ইট দিয়া গাঁথিয়া সিমেণ্ট দিয়া শান বাঁধাইয়া রাখা আবশ্যক।

আতপ চাউল :—

আতপ চাউল প্রস্তুত করিতে অত হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না। প্রথমে ধানগুলি পরিষ্কার করিতে হয়, তৎপরে উহাদিগকে মিলের মধ্যে পুরিয়া দিলে নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া উহা হইতে অবশেষে চাউল উৎপন্ন হয়। প্রথমে কিছুক্ষণ ধানগুলিকে রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয় বলিয়া উহাকে আতপ চাউল নাম দেওয়া হইয়াছে।

পাওয়ার ড্রাইভ বা যন্ত্র পরিচালন :—

কারখানা স্থাপন করিবার পূর্ব্বে স্থান নির্ণয় ব্যতীত আরও একটা বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। সেটা হইল পাওয়ার ড্রাইভ অর্থাৎ যন্ত্র চালাইবার মূলশক্তি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে। এই নির্ব্বাচনের উপর ব্যবসায়ের ভাল মন্দ অনেকখানি নির্ভর করিতেছে।

যন্ত্রপাতি কিনিতে একবারমাত্র টাকাকড়ি খরচ হয়। কিন্তু পাওয়ারের খরচ পৌনঃপুনিক; নিত্য কল চলিবে কাজেই নিত্য শক্তিক্ষয় হইবে। এই খরচ মাত্রাতিরিক্ত হইলে ব্যবসায়ে লাভ হইবার সম্ভাবনা খুবই অল্প। অথচ একবার পাওয়ার প্ল্যাণ্ট বসান হইয়া গেলে তাহা বদলাইবার উপায় নাই। কারণ তাহাতে অসম্ভব খরচ। কাজেই এ ক্ষেত্রে পূর্ব্ব হইতেই বিবেচনা করিয়া কাজে নামা উচিত। এ বিষয়ে দুইদিক হইতে ভাবিয়া দেখিবার আছে।

প্রথমতঃ সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত করিবার কলে কি ধরণের শক্তি (Power drive) ব্যবহার করিব ?

দ্বিতীয়তঃ আতপ চাউলের কলে কি ধরণের শক্তি ব্যবহার করা উচিত ?

সিদ্ধ চাউলের কল :—

সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত করিতে হইলে ধানগুলিকে আগে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ইহাতে বাষ্পের প্রয়োজন। কাজেই এ ক্ষেত্রে সমস্ত কলটাকে বাষ্প শক্তিতে চালিত করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কেননা ইহাতে খরচ কম পড়িবে। অবশ্য কলিকাতার ন্যায় সহরে যেখানে সহজেই বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাইতে পারে সেখানে বৈদ্যুতিক-শক্তিতে কল চালান অপেক্ষাকৃত খরচ সাপেক্ষ হইলেও অনেক সময় সুবিধা জনক মনে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বাষ্পকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না।

বাষ্পশক্তিতে কল চালাইতে হইলে ষ্টিমিং ট্যাঙ্কগুলিকে ইঞ্জিন ঘরের ঠিক পাশেই স্থাপন করা উচিত। ইহাতে যে সমস্ত বাষ্প নষ্ট হইয়া যাইত তাহাকে কাজে লাগান যাইবে। কল সকল সমানভাবে চালান যায় না। ইহা পূর্ণ শক্তিতে চলিবার সময় খুব বেশী পরিমাণ তুষ পাওয়া যায়; অন্য সময় সেইরূপ তুষের পরিমাণ কম হয়। কিন্তু উল্লিখিত উপায় অবলম্বন করিলে এইদিক দিয়া যে ক্ষতি হইবে, কয়লা কম পুড়িবে বলিয়া অন্যদিক দিয়া তাহা পুষাইয়া যাইবে।

আতপ চাউলের কল :—

আতপ চাউল তৈয়ারী করিতে হইলে ধান গুলিকে সিদ্ধ করিতে হয় না, কাজেই বাষ্প শক্তি এখানে অপরিহার্য্য নহে। আতপ চাউলের কল চালাইবার জন্ত আধুনিক সাকসন গ্যাস প্ল্যাণ্টকে পাওয়ার ড্রাইভ হিসাবে ব্যবহার করিলে খুবই সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়। কেননা—

প্রথমতঃ ইহার গঠন ও কার্য্য পদ্ধতি অনেকটা অয়েল ইঞ্জিনের ন্যায়, কাজেই চিম্‌নি বিশিষ্ট বয়েলারে যেমন রাশি রাশি ভূষা পড়িতে থাকে, ইহাতে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয়তঃ বয়েলারের প্রয়োজন না থাকায় বয়েলারের দাম ও ইহার আনুসঙ্গিক অনেক খরচ বাঁচিয়া যায়।

তৃতীয়তঃ একটী নির্দ্দিষ্ট ওজনের তুষ গ্যাসে পরিণত করিলে সেই গ্যাস হইতে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাইবে, ঐ তুষকে বয়েলারের মধ্যে পুড়াইলে কখনই সে পরিমাণ শক্তি পাইবার সম্ভাবনা নাই। এই ব্যাপারটা নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। গ্যাসের দ্বারা উত্তাপ সৃষ্টি করিতে অনেক সস্তায় কাজ সারা চলে। ইহা শুধু যে পুঁথিগত হিসাব তাহা নহে। ইহা পরীক্ষিত সত্য। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গুডিভাদা (Gudivada) নামক স্থানে এই ধরণের যে একটী কল স্থাপিত হইয়াছে তাহা হইতে বেশ সন্তোষ জনক ফল পাওয়া যাইতেছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ও গুটিকয়েক কল স্থাপিত হইয়াছে। গুডিভাদার কলে প্রতি B. H. P. (per hour) র জন্য ৩½ পাউণ্ড তুষ খরচ হয়।

খরচ পত্রের বহর :—

কারখানার আয়তন হিসাবে কারখানা স্থাপনের খরচের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। কাজেই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে বিভিন্ন আয়তনের কারখানা স্থাপন করিতে কিরূপ খরচ পত্র পড়িবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। তবে যাঁহারা কারবার করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ধরণের কারখানার স্থাপনের ব্যয়ের অনুপাত নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা দ্বারা খরচের বহর কিরূপ সে সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটী সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিবে। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে উল্লিখিত কারখানায় চাউলের কল স্থাপন করিতে যাহা কিছুর আবশ্যক সে সমস্তই ধরা হইয়াছে। এবং উহার ব্যয়ের যে তালিকা দেওয়া হইতেছে তাহা ও মন গড়া হিসাব নহে, পরীক্ষিত সত্য।

(ক) ঘণ্টায় ১টন অর্থাৎ ২৬ মন চাউল
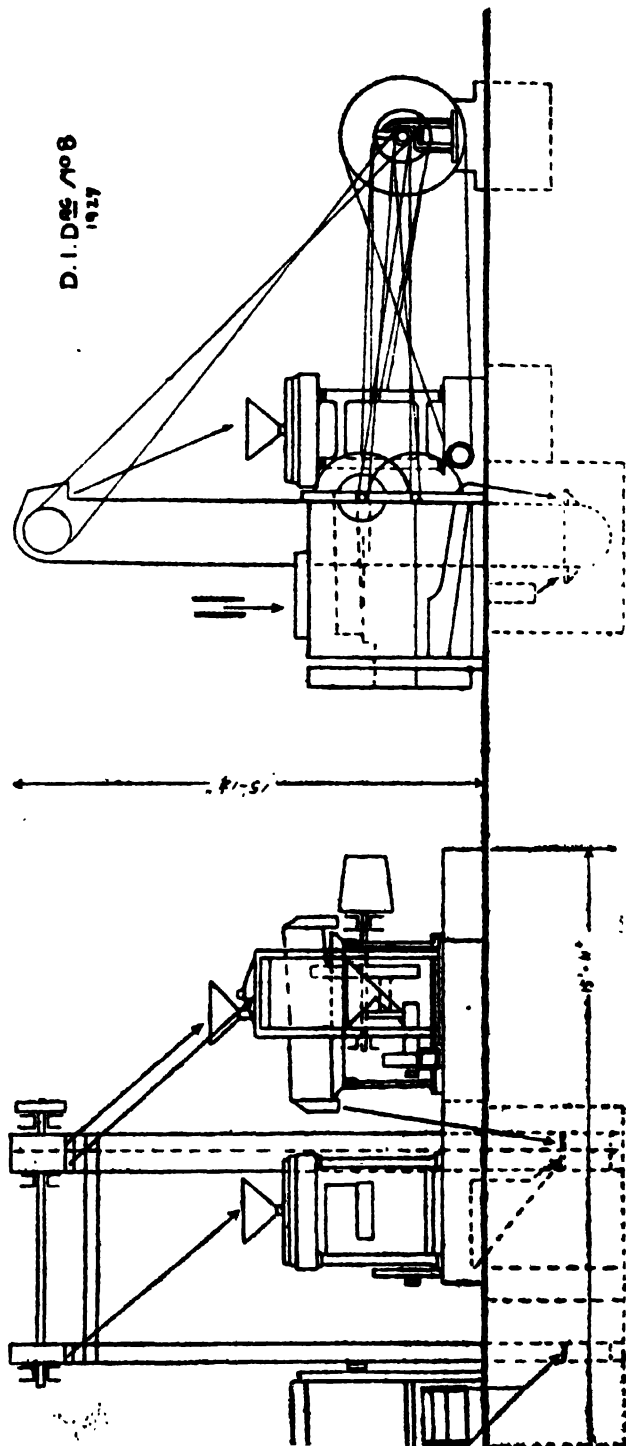
আধুনিক পদ্ধতি মত ধান ভানা, ঝাড়া, ছাঁটা ও মাজা সমুদয় ক্রিয়াই এই কলের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। (Self contained Mill)

উৎপন্ন হয় এমন একটী কারখানা স্থাপন করিতে বিল্ডিং, গুদাম এবং এঞ্জিন ঘর প্রভৃতির জন্য ২৫০০ বর্গ ফুট জমীর প্রয়োজন। সাধারণতঃ ১০ ঘোড়ার (10 B. H. P.) ইঞ্জিনের জন্য ২৫০ বর্গ ফুট এবং তাহার উপর প্রত্যেক ১০ ঘোড়ার জন্য ৭৫ বর্গ ফুট স্থানের প্রয়োজন করে।

(খ) ২৪ ঘণ্টায় ৩০০ মন ধান শুকাইবার জন্য একবিঘা জমী সিমেণ্ট করিতে হইবে।

(গ) বিল্ডিং তৈয়ারী করিবার খরচ (জমীর দাম সমেত) প্রতি বর্গ গজে ২০৲ টাকা। (কলিকাতা সহরে যে ইহা অপেক্ষা খরচ অনেক বেশী তাহা সহজেই অনুমেয়।)

(ঘ) এক বিঘা জমী ইট দিয়া গাঁথিয়া সিমেণ্ট করিতে ৪০০০০ ইট ও চুন, শুরকী, সিমেণ্ট এবং মজুরের প্রয়োজন।

প্রতি হাজার ২০৲ টাকা হিসাবে—৪০০০০ ইটের দাম— ৮০০৲

চুন, শুরকী, সিমেণ্ট ও মজুরের খরচ প্রতি হাজার ইটের জন্য অনুমানিক—১৪৲

অতএব ঐ সকল বাবদ মোট খরচ— ৫৬০৲

মোট—১৩৬০৲

অর্থাৎ কলিকাতার মত স্থানে ধান শুকাইবার জন্য ১ বিঘা জমীতে শান বাঁধাইতে গড়ে ১৩০০৲ টাকা খরচ পড়িবে।

এইত গেল কেবল জমী কেনা ও কারখানার উপযোগী বাড়ী, গুদাম ও ইঞ্জিন ঘর প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার খরচ। কিন্তু লাভ ক্ষতি কতাইয়া দেখিবার জন্য আর ও অনেক জিনিস ভাবিয়া দেখিতে হয়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টী প্রধান।

(ক) মূলধনের সুদ—শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা হিসাবে।

(খ) বিল্ডিং প্রভৃতি বদ্ধ-মূলধনের মূল্য হ্রাস—শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হিসাবে।

(গ) বীমা খরচ—শতকরা বার্ষিক ২৲ টাকা হিসাবে।

(ঘ) দিনের মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই কারখানা চালান যায় না; আবার মাসের কোন কোন দিন কারখানা বন্ধ রাখিতে হয়। অথচ লোকজনকে পুরা মাসের মাহিনা দিতে হয়। সাধারণতঃ কারখানা সমূহে নিম্নলিখিতরূপে দিন ও মাস ধরা হয়।

১। দৈনিক ১০ ঘণ্টা কল চলিবে।

২। মাসে ২৪ দিন কারখানা খোলা থাকিবে।

৩। বৎসরে আট মাসের বেশী কল চলিবে না।

৪। লোক জনকে ১২ মাসের মাহিনা দিতে হইবে।

৫। কল চলিবার বেলা ৮ মাসে বছর হইলেও মজুরদিগকে মজুরী দিবার সময় ১২ মাসে বছর ধরিয়া সেই হিসাবে মজুরী দিতে হইবে।

(ঙ) গড়ে দৈনিক ৩০০ মণ ধান শুকাইতে ৭ জন স্ত্রীলোক মজুরের প্রয়োজন হয়।

(চ) ধান সিদ্ধ করিবার কাজটা ফুরান দরে (Contract) করাইলেই ভাল হয়। ২০০ মণ ধান সিদ্ধ করাইতে ৩৲ টাকা খরচ পড়িবে। বলা বাহুল্য এই সমস্ত মজুরেরাই কলের নিকট হইতে ধানগুলিকে শুকাইবার উঠানে বহিয়া লইয়া যাইবে এবং শুকাইয়া গেলে বস্তাবন্দী করিয়া পুনর্ব্বার ঐ উঠান হইতে বহিয়া আনিয়া কলের মধ্যে ঢালিয়া দিবে।
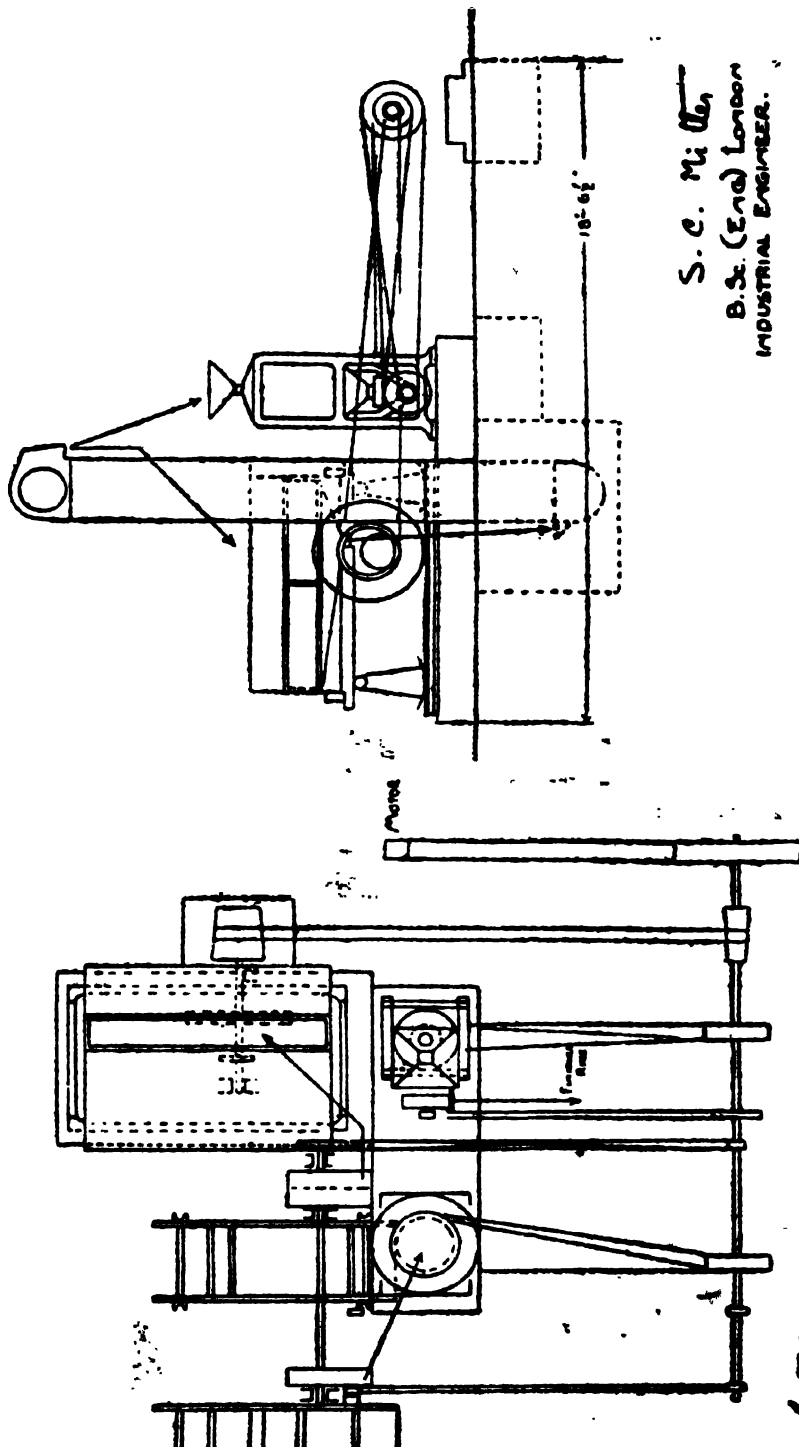
চাউলের কলের আংশিক (Sectional) দৃশ্য ।

(ছ) কলে তেল লাগাইবার খরচ প্রতি ঘণ্টায় ।• আনা। একটন চাউল উৎপন্ন হয় এরূপ কলের বিভিন্ন অংশ সারাইবার খরচ গড়ে দৈনিক—১৲ টাকা।

ষ্টেসনারী ও অন্যান্য খুচরা খরচ দৈনিক ৮• আনা।

কলে ছাঁটা চাউল :—

একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান হইতে কলের সাহায্যে চাউল তৈয়ারী করিলে গড়ে নিম্নলিখিত-রূপ চাউল, খুঁদ ও তুষ পাওয়া যাইবে—

(ক) সিদ্ধ চাউল।

পারসেণ্টেজ্

আস্ত চাউল	৬২%	হইতে	৬৮%
ভাঙা „	৩%	„	৫%
খুঁদ	৭%	„	৯%
তুষ	১৮%	„	২১%
ময়লা	২%	„	৪%

মণকরা বিক্রয়ের দাম

৬৷•	হইতে	৬৸•
৩৲	„	৩৷•
১৲	„	১।•
৵•	„	।/১

(খ) আতপ চাউল।

পারসেণ্টেজ্

আস্ত চাউল	৫৮	হইতে	৬২
ভাঙা „	৭	„	৯
খুঁদ	৮	„	১০
তুষ	১৮	„	২১
ময়লা	২	„	৪

মণ করা বিক্রয়ের দাম

৬৸•	হইতে	৭৴•
৩৷•	„	৩৸•
১৷৵•	„	১৷৶•
৵•	„	।/•

যন্ত্র চালাইবার শক্তি বা পাওয়ার প্ল্যাণ্ট :—

যদি ইলেক্‌ট্রিক শক্তিতে কল চালাইতে হয় তাহা হইলে কল চালাইবার জন্য যত শক্তির প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা ২৫% বেশী শক্তি বিশিষ্ট ইলেক্‌ট্রিক্ মোটর স্থাপন করিতে হইবে। যদি ষ্টীম্ পাওয়ারে কল চালানই স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ ৩৩% বেশী বাষ্পীয় শক্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বাড়তি ষ্টীম্ দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে ধান সিদ্ধ চলিবে।

ছোট-খাট কারখানার জন্য ইলেক্‌ট্রীকের ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়। ইহাতে খরচের অনেক সাশ্রয় হইবে। কেন না এক্ষেত্রে ষ্টীম্ পাওয়ারের ব্যবস্থা করিতে গেলে কল অপেক্ষা ষ্টীম্ ইঞ্জিনের দাম বেশী পড়িয়া যাইবে। এইরূপ কলে ধান সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত একটী ছোট বয়েলার রাখিতে হয়। ধানের তুষগুলিকে এই বয়েলারের মধ্যে পোড়ান যাইবে। ১ টন বা ২৭ মণি কলে সমস্ত তুষই বয়েলারের জ্বালানিরূপে ব্যবহার করিতে হইবে। আরও বড় কলে তুষ বেশী হইবে। সেইরূপ আরও ছোট কলে বয়েলারের জন্য বাজার হইতে আরও তুষ কিনিতে হইবে।

ঘণ্টায় ১১০০ পাউণ্ড বা দৈনিক ১৪• মন ধান হইতে চাউল প্রস্তুত হয় এমন একটী কারখানার আয় ব্যয়ের হিসাব :—

এই কলে দৈনিক ১৪০/• মণ ধান হইতে সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু ঘণ্টায় ৯০০

পাউণ্ড অর্থাৎ দৈনিক ১১০/০ মণের বেশী আতপ চাউল প্রস্তুত হয় না। এই কল চালাইতে ৮ হইতে ১০ ঘোড়ার শক্তির প্রয়োজন।

(ক) বদ্ধ মূলধন।

ব্যয় :—

	টাকা	আনা	পাই
সম্পূর্ণ কল—	৪৫৮০	০	০
১২ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট অয়েল ইঞ্জিন—	১১৬০	০	০
বিল্ডিং, গুদাম প্রভৃতি	২১০০	০	০
পাওয়ার প্ল্যাণ্ট বসাইবার খরচ—	১৪৫	০	০
বয়েলিং ও সাক্সন প্ল্যাণ্ট এবং ধান শুকাইবার উঠান—	১৮০০	০	০
মোট	৯৭৮৫	০	০

(খ) মূলধন বাবদ অন্যান্য খরচ।

	টাকা	আনা	পাই
বদ্ধ মূলধনের সুদ—	৫৮৭	১২	০
বিল্ডিং ও প্ল্যাণ্টের মূল্যহানি	৯০৮	৮	০
ইন্‌সিওরেন্সের প্রিমিয়াম—	১৯৫	০	০
ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল অর্থাৎ যে মূলধন খাটিবে তাহার সুদ (১০০০০৲ টাকার উপর ৬°/০ হিসাবে)—	৬০০	০	০
মোট	২৩৬০	০	০

(গ) মজুর।

	টাকা	আনা	পাই
একজন ম্যানেজারের মাহিনা মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে—	৬০০	০	০
একজন মিস্ত্রীর মাহিনা মাসিক ৪০৲ টাকা হিসাবে—	৪৮০	০	০
দিনে কাজ করিবার জন্য দুইজন কুলীর মজুরী (প্রত্যেকের দৈনিক ৷০ হিসাবে) —	১৯২	০	০
ধান শুকাইবার জন্য ৫ জন স্ত্রী-মজুরের মাহিনা (।০ আনা হিসাবে)—	২৪০	০	০
১৪০/০ মণ ধান শুকাইবার খরচ দৈনিক ২৲টাকা হিসাবে	৩৮৪	০	০
মোট	১৮৯৬	০	০

(ঘ) অন্যান্য খরচ

	টাকা	আনা	পাই
।৵ আনা সের দরে দৈনিক কুড়ি সের হিঃ সম্বৎসরের তৈলের খরচ—	১৪৪০	০	০
লুব্রিকেটিং অয়েল (প্রায় ১ ব্যারেল)—	৩৫	০	০
কলের বিভিন্ন অংশ সারাইবার খরচ—	৯৭	০	০
ষ্টেশনারি, পোষ্টেজ প্রভৃতি—	৬০	০	০
মোট	১৬৩১	০	০

(ঙ) ধান কিনিবার খরচ

	টাকা	আনা	পাই
২৬৮৮২ মণ ধানের দাম মণ করা ৩৷৵০ হিসাবে—	৯০৭২০	০	০

উল্লিখিত হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে পূর্ব্ব বর্ণিত কল চালাইতে বার্ষিক ব্যয় হইবে—

		টাকা	আনা	পাই
সুদ প্রভৃতি	(খ)	২৩৬১	০	০
মজুরী	(গ)	১৮৯৬	০	০
বিবিধ	(ঘ)	১৬৩১	০	০
ধান্য ক্রয়	(ঙ)	৯০৭২০	০	০
	মোট	৯৬৬০৮	০	০

এইবার ঐ কারখানা হইতে কিরূপ বার্ষিক আয় হইবে তাহাই দেখা যাউক।

	টাকা	আনা
চাউল (৬৯°/০), ৬।০ আনা		
মণদরে ১৮৫৪৭/০ মনের দাম—	১২১০৫৫	৮
খুদ (৮°/০), ১৶০ আনা		
মণদরে ২১৫০২ মনের দাম—	২৪১৯	৫
তুষ (২০°/০), ।০ আনা মণ		
দরে ৫৩৭৬/০ মণের দাম—	৬৭২	০
মোট	১২৪১৪৬	১৩

অতএব বার্ষিক লাভ দাঁড়াইতেছে—

	টাকা	আনা	পাই
বার্ষিক আয়	১২৪১৪৬	১৩	০
" ব্যয়	৯৬৬০৮	০	০
মোট লাভ	২৭৫৩৭	১৩	০

উল্লিখিত হিসাব হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বঙ্গদেশে চাউলের কল স্থাপন করা বেশ লাভজনক ব্যবসায়। অন্য যে ব্যবসায়টী বঙ্গদেশে সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক ছিল তাহা বর্ত্তমানে ইউরোপীয় বণিকদের হাতে। এখন সে ব্যবসায়টি তাহাদের হাত হইতে ছিনাইয়া লওয়া একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। আমি পাটের ব্যবসায়ের কথাই উল্লেখ করিতেছি। পাট বাংলার একচেটে ব্যবসায়। অথচ পাটের ব্যবসায়ের পনর আনা লভ্যাংশই অবাঙালীর ঘরে চলিয়া যায়। চালের ব্যবসায়ের কিন্তু আজও এমন অবস্থা হয় নাই। ধান্য ও চাউলের ব্যবসায় বর্ত্তমানে কতকাংশে বিদেশীর করায়ত্ত হইলেও এখনও উহার গতি ফিরাইবার সময় আছে। কিন্তু আরও কিছুকাল যদি বাঙালী এইরূপ উদাসীন থাকিয়া যায় তাহা হইলে ভবিষ্যতে সহস্র অনুতাপ করিলেও কোন ফল ফলিবে না।

বাংলায় এমন অনেক ধনিক আছেন যাঁহারা ইচ্ছা করিলে একাই এক একটী কল স্থাপন করিতে পারেন। আর ইহাতে তাঁহাদেরই লাভ। ব্যাঙ্কে টাকা জমাইয়া রাখায় অনেক দুর্ভাবনার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় বটে কিন্তু ব্যাঙ্ক হইতে যে সুদ পাওয়া যায় তাহা নাম মাত্র। ব্যবসায়ে টাকা খাটাইলে ব্যাঙ্কের বাঁধা-ধরা সুদ অপেক্ষা অনেক বেশী লাভ হইবে। এক ভয় ফেল হইয়া যাইবার! কিন্তু কেন ব্যবসায় ফেল পড়িয়া যাইবে? উপযুক্ত স্থানে কারখানা স্থাপন করিয়া বিবেচনা, অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের সহিত কাজ কর্ম্ম দেখিতে থাকিলে ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য হইবার কোনই কারণ দেখিতে পাই না।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাও দশ পনের জনে মিলিত হইয়া এক একটি কারখানা স্থাপন করিতে পারেন। কিম্বা অত লোকেরও প্রয়োজন নাই—দুই চারিজন হইলেই চলিবে। উপরে যে হিসাব দাখিল করা হইয়াছে উহা অপেক্ষা অনেক ছোট কারখানা স্থাপন করা চলে। বিশেষতঃ সকল সময় কল স্থাপন করিবার জন্য জমী কিনিয়া নূতন বাড়ী ঘর তৈয়ারী করিতে হয় না। ব্যবসায় চলিতে পারে এমন স্থানে যদি নিজেদেরই জমী

জমা বা বাড়ী ঘর থাকে তাহা হইলে ঢের কম খরচায় কারখানা খোলা চলিবে। আবশ্যক মত ছোট কলও স্থাপন করিলে ক্ষতি নাই। গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ এ সকল বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে রাজী আছেন। যদি কেহ চাউলের কল স্থাপন করিতে সত্য সত্যই ইচ্ছুক হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি ব্যবসা বাণিজ্যের নামোল্লেখ করিয়া বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের নিকট পত্র লিখিলে সকল প্রকার সদুপদেশ পাইবেন। দেশের লোকের হিতার্থেই শিল্প বিভাগের প্রতিষ্ঠা এবং ইহা দেশের লোকের অর্থেই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতেছে। দেশের লোকের শিল্প বিভাগের নিকট হইতে যথাসাধ্য কাজ আদায় করিয়া লওয়া উচিত।

যাহা হউক, যদি কেহ শিল্প বিভাগের নিকট কোনরূপ সাহায্যের প্রত্যাশা করেন তাহা হইলে তাঁহাকে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি সরবরাহ করিতে হইবে।

১। দৈনিক (১০ ঘন্টায়) কত ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করিতে চাহেন ?

২। সিদ্ধ চাউল অথবা আতপ চাউল প্রস্তুত করিতে চান ?

৩। কোন জেলায় কারখানাটি স্থাপিত হইবে ?

৪। নূতন বাড়ী, গুদাম প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে হইবে কিনা ? যদি পুরাতন বাড়ী থাকে, তাহা হইলে তাহার বিস্তৃত বিবরণ ও নক্সা পাঠাইতে হইবে।

উল্লিখিত সংবাদ সহ আবেদন করিলে শিল্পবিভাগ কারখানা স্থাপনের খরচা, লাভ লোকসানের হিসাব প্রভৃতি সকল জ্ঞাতব্য তথ্যই সরবরাহ করিবেন।

শিল্প বিভাগের ঠিকানা :—

Director of Industries, Bengal
40-1A Free School Street,
Calcutta.

হস্তচালিত ধানের কল।

এতক্ষণ আমরা বড় বড় কল কারখানার কথাই বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু বড় বড় কল কারখানা স্থাপন করিতে অনেক টাকা কড়ির প্রয়োজন। অত মূলধন সকলের নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহারা কেহই ব্যবসায় করিবে না ?

গৃহস্থ ও কুটির শিল্পের সুবিধার জন্য অনেক পরীক্ষার পর শিল্প বিভাগ একটি বিশেষ ধরণের হস্ত চালিত ধানের কল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে এই কল ঢেঁকি অপেক্ষা অনেক বেশী সুবিধাজনক।

(১) হস্ত চালিত কল সাহায্যে ১/০ সের পরিষ্কার চাউল প্রস্তুত করিতে দশ মিনিট সময় লাগে; অর্থাৎ ঘণ্টায় ৬/০ সের চাউল তৈয়ারী করা যায়। ঢেঁকি দ্বারা ধান ভাঙিতে হইলে ঠিক উহার তিন গুণ সময় লাগিবে।

(২) দেড় সের ধান ভাঙিলে এক সের চাউল ও আধ সের তুষ পাওয়া যায়। কিন্তু ঢেকিতে অনেক চাল গুড়াইয়া যায় বলিয়া অত বেশী চাউল পাওয়া যায় না।

(৩) কলের চালের প্রায় সকল দানাই আস্ত থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে গড়ে এক পোয়া চালে মোট ১৩০টি ইবস্তর দানা থাকে, তাহার মধ্যে ৭৮টি দানার কেবল কোন
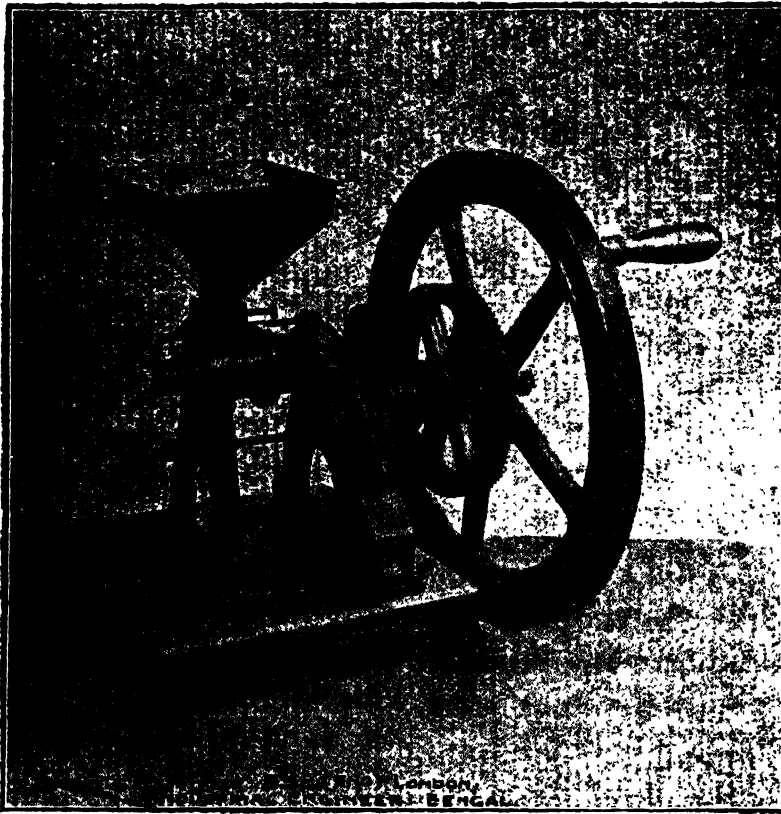
ভাঙ্গিয়া যায় মাত্র। বস্তুতঃ প্রায় কোন সময়েই ভাঙা চালের অনুপাত ১°/০এর বেশী হয় না।

ঢেঁকিতে ধান ভাঙিলে অনেক চাল ভাঙ্গিয়া যায়। ৩০ সের চালের মধ্যে প্রায় ২।৩ সের ভাঙা চাল পাওয়া যাইবে।

(৪) ঢেঁকির প্রধান অসুবিধা এই যে ইহার দ্বারা একজন লোক কাজ করিতে পারে না। এক সঙ্গে তিন জন লোক চাই। তিন জন লোক এক যোগে কাজ করিতে আরম্ভ করিলে ৪ ঘণ্টায় ৩০ সের চাউল উৎপন্ন হইবে। কলে ৪ ঘণ্টায় উৎপন্ন মাল ৬ × ৪ = ২৪ সের মাত্র। কিন্তু একজন লোক অনবরত কল চালাইতে পারে না। তাহার বিশ্রামের প্রয়োজন। বিশ্রামের সময় বাদ দিলে গড়ে একজন লোক ঘণ্টায় ৴৪ সের চাউল প্রস্তুত করিতে পারে। এই হিসাবে হস্ত চালিত কলে ৪ ঘণ্টায় ৪ × ৪ = ১৬ সের চাউল উৎপন্ন হইবে মাত্র।

আপাততঃ দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে তাহা হইলে কল কিনিয়া লাভ কি? কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই কলের উপযোগীতা বুঝা যাইবে।

একথা ভুলিলে চলিবে না যে কল চালাইতে মাত্র একজন মজুরের প্রয়োজন। ৪ঘণ্টা ঢেঁকিতে কাজ করিতে যে কয়টা মজুরের প্রয়োজন, কল চালাইতে ঐ কয়টা মজুর নিযুক্ত করিলে ৩ × ৪ = ১২ ঘণ্টা কাজ করা চলিবে। ১২ ঘণ্টায় ৪ × ১২ = ৪৮ সের চাউল প্রস্তুত করা যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে কলে ধান ভানিতে ঈষৎ দেরী হইলেও মজুরের দিক দিয়া যথেষ্ট লাভ থাকিয়া যায়।

—:*:—

সাবান প্রস্তুত প্রণালী।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের শ্রাবণ মাসের সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে—"বঙ্গীয় সরকারের শিল্প বিভাগ সাবান প্রস্তুতের প্রণালী প্রকাশিত ক'রে দেশের যথেষ্ট উপকার করেছেন ; তাঁরা আরও বলেছেন যে যদি কেহ সত্য সত্যই সাবানের কারখানা খুলতে ইচ্ছুক থাকেন তা হ'লে তাঁরা সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে রাজি আছেন।" কিরূপে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবেন ? অর্থ বা মূলধন দিয়া করিবেন কি ?

যদি সাবান প্রস্তুতের প্রণালী প্রকাশিত করিলে দেশের যথেষ্ট উপকার করা হয় তাহা হইলে যাঁহারা সাবানের ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিলেই মোটামুটী সাবান প্রস্তুতের প্রাণালী সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর আপনিও ঐ পুস্তকগুলি ধারাবাহিকরূপে বঙ্গ ভাষায় প্রচার করিলে দেশের যথেষ্ট উপকার করিবেন। ইহাতে দেশের যুবকেরা সাবান তৈয়ারী করিবার কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিবেন।

(1) Modern Soaps, Candles & Glycerine. By Leebert Lloyd Lamborn (1920)

(2) Soaps and Proteins : their allied Chemistry in Theory and Practice. By Martin H. Fisher (1921)

(3) Textile Soaps and Oils. By G. H. Hurst & W. H. Simmons (1921)

(4) Soaps - Practical Manual on the manufacture of Domestic, Toilet and other Soaps. By George H. Hurst (1922)

(5) Art of Soapmaking. By Alexander Watt (1916)

(6) Soaps. By George Hurst (1907)

(7) Soap – its Composition, Manufacture & Properties. By W. H. Simmons (1914)

(8) Textile Soap and oils. By G. H. Hurst & W. H. Simmons (1914)

(9) Manual of Toilet Soapmaking. By Dr. C. Deite (1920)

(10) Manual of Soap & Allied Industries by H. Banerjee and others (1923)

(11) Modern Soap and Detergent Industry including Glycerol Manufactures Vols I. and II. By Geoffrey Martin (1924)

(12) Soap Makers Directory,

আমিও কয়েকটী সাবান প্রস্তুতের প্রণালী বিষয়ের ব্যবস্থা বা Formula ও প্রস্তুত প্রণালী লিখিলাম, যাহা অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশের কতিপয় সাবানের কারখানা পূর্ব্বে সাফল্যলাভ করিয়াছিল ও সাবানের যথেষ্ট সুনাম হইয়াছিল।

আপনার প্রবন্ধে সমস্ত সাবান প্রস্তুতের পারিভাষিক শব্দগুলি বুঝান আছে। আমি বোধ করি সেই গুলি পুনরাবৃত্তি করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক নাই। আমি Technical কথাগুলি ব্যবহার করিয়া Formula গুলি ও প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে লিখিলাম।

সাবান জ্বাল দেওয়ার প্রণালী চারি ভাগে বিভক্ত। যথা :—

(১) Saponification.
(২) Salting out.
(৩) Boiling proper.
(৪) Purification.

Saponification :—৯০০ ভাগ চর্ব্বি ও একশত(১০০)ভাগ নারিকেল তৈল কড়ায় ঢালিতে হইবে। অল্প উত্তাপে উহাকে গলাইয়া লইয়া তাহাতে ৪০০ হইতে ৫০০ ভাগ Lye at 10°c ক্রমশঃ ঢালিতে হইবেক। এইরূপে প্রায় দুই ঘণ্টা সাবান জাল দিবার পর তাহাতে আবার ৫০০ ভাগ Lye at 12° to 15°B ক্রমশঃ মিশাইতে হইবে। ইহাতে অন্ততঃ ৪ চারি ঘণ্টা সময় লাগিবে। অতঃপর ২০০ হইতে ৩০০ শত ভাগ Lye at 20°B ক্রমশঃ মিশাইয়া Saponification Complete বা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। Full Saponificationএ প্রায় ১০ ঘণ্টা সময় লাগে। এই সময় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যদি unsafonified Fat থাকে তাহা হইলে অল্প অল্প করিয়া Lye at 20°B ঢালিতে হইবে এবং যখন সমস্ত Fat Saponified হইয়া যাইবে, তখন তাপ কমাইয়া দিতে হইবে।

Salting :—সমস্ত চর্ব্বি Saponify হইয়া গেলে তাহাতে Spent Lye (clear) mixed with Salt (Solution should be @ 22° to 25°B) প্রায় ৫০০ ভাগ মিশাইয়া Saponified Fat তুলিতে হইবে। Solution ঢালা কালীন Soap খুব নাড়া দরকার। Saponified Fat যখন উঠিতে থাকিবে, তখন খুব পরীক্ষার দরকার;অল্প অল্প করিয়া Salt Solution ঢালিতে হইবে ও কাটাইতে হইবে, এবং মাঝে মাঝে নীচ হইতে জলীয় ভাগ তুলিয়া তাহাতে লবণ দিয়া দেখিতে হইবে যে জল ঘোলা হয় কি না। যতক্ষণ জল ঘোলা হইতে থাকিবে ততক্ষণ Salt Solution মিশাইতে হইবে। সাধারণতঃ ১০০০ ভাগ Raw materialsএ ৫০০ ভাগ Salt Solution লাগে। যখন সমস্ত সাবান ভাসিয়া উঠিবে, তখন জাল নিবাইয়া দিতে হইবে এবং ঘণ্টা কতক অপেক্ষা করিতে হইবে। যখন সমস্ত জলভাগ নাবিয়া যাইবে তখন একটী Syphon অথবা Pump দ্বারা Spent lye তুলিয়া লইতে হইবে।

Boiling Proper :—সাবানে 400 to 500 ভাগ lye @ 12° to 14°B ঢালিয়া ক্রমোত্তাপে তাহা ফুটাইতে হইবে। এই সময়ে সাবানে অত্যধিক ফেনা হইবে। যখন এইরূপ ফেনা হইতে থাকিবে, তখন তাহাতে ক্রমশঃ উপরোক্ত পরিমাণে Lye at 18° to 19°B ঢালিয়া ফেনা কমাইতে হইবে এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া Spent Lye তুলিয়া লইতে হইবে।

তৎপরে আবার সাবানে 18° to 19°B lye ঢালিয়া আবার জাল দিতে হইবে (পরিমাণ ৩০০ হইতে ৪০০ ভাগ)। আবার ফেনা হইবে এবং আবার 23° to 24°B lye দিয়া ফেনা কমাইতে হইবে। পরে আবার spent lye তুলিয়া লইতে হইবে, এবং অতঃপর আবার lye at 25°B

ঢালিয়া জাল দিতে হইবে এবং 29°B to 30°B lye দিয়া ফেণা regulate করিতে হইবে।

এই সময় দেখা যায় সাবানের দানাগুলি বেশ বড় বড় হইয়াছে এবং সাবান তুলিয়া দেখিলে দেখা যায় তাহাতে কোন তৈলাক্ত পদার্থ হাতে লাগে না এবং তাহা অঙ্গুলির মধ্যে চাপিলে তাহা মাছের আঁইসের ন্যায় পাতাকার ধারণ করে। সাবান এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, আগুন নিবাইয়া দিতে হইবে এবং কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষার পর Spent lye তুলিয়া দেখিতে হইবে।

Purification :—উপরোক্ত process এ যে সাবান তৈয়ারী হয় তাহা ভয়ানক Caustic ও ভয়ানক শক্ত হয়। এই দোষ নিবারণের জন্য আর একবার সাবান জাল দিতে হয়। প্রথমতঃ lye at 10° to 12°B (৫০০ ভাগ) ঢালিয়া জাল দিতে হইবে এবং যখন জল কমিয়া যাইবে তখনই অল্প অল্প করিয়া জল ঢালিয়া জাল দিতে হইবেক। ক্রমশঃ spent lye 12°B হইতে ২৫° to ২৭°B হইবে; যখন spent lye এইরূপ ঘন হইয়া যাইবে, তখন তাহা Pump

out করিয়া আবার সাবানে 5° to 6°B spent lye মিশাইয়া জ্বাল দিতে হইবে, এবং উহা ঘন হইলে আবার তুলিয়া লইতে হইবে। শেষে 2° to 3°B Spent lye দিয়া জ্বাল দিতে হইবে এবং যতক্ষণ না এই lye ঘন হইয়া 25° to 26°B হইবে ততক্ষণ জ্বাল দিতে হইবে। এই সময় সাবানের উপর বড় বড় বুদ্বুদ্ হইতে থাকিবে এবং সাবান মধুর ন্যায় রং ও ঘনত্ব প্রাপ্ত হইবে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আগুন নিবাইয়া দিতে হইবে এবং Boilerটী বেশ করিয়া কম্বল বা চট্ দিয়া ঢাকিতে হইবে। এইরূপ গরম অবস্থায় প্রায় ২৪ ঘণ্টা কাল রাখিলে সমস্ত Spent lye নিচে নামিয়া যাইবে এবং ভাল সাবান ও Spent lyeর মধ্যস্থলে এক layer অপরিষ্কার সাবান থাকিবে। এই অপরিষ্কার সাবান ভাল সাবান জমিবার পর জমে—কাজেই এই অপরিষ্কার সাবান জমিবার পুর্ব্বেই ভাল সাবান তুলিয়া লইতে হইবে। এইভাবে জ্বাল দিলে শতকরা ২৫০ ভাগ ভাল পরিষ্কার সাবান পাওয়া যায় এবং সাবান অতি উৎকৃষ্ট হয়। এরূপ ভাবে প্রস্তুত সাবানে Free alkali বা Free fatty acid থাকিতে পারে না, কাজেই উৎকৃষ্ট Neutral সাবান পাওয়া যায়।

TRANSPARENT SOAP.

সাবান Transparentবা স্বচ্ছ করিতে হইলে দেখিতে হইবে সাবান প্রকৃত সাবান কিনা, অর্থাৎ সাবানে Free alkali আছে কিনা। Free alkali থাকিলে প্রথমে সাবানটী Neutral Salt করিতে হইবে অর্থাৎ সাবানের free alkali উঠাইয়া লইতে হইবে। তৎপরে যে পরিমাণ সাবান সেই পরিমাণ alcohol তাহাতে দিয়া সাবান জ্বাল দিলে প্রকৃত সাবান alcoholএর সহিত গলিয়া যাইবে এবং পরে তাহা ছাকিয়া লইতে হইবে।

প্রথম কথা কি করিলে যথা সম্ভব কম alcohol দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করা যায়, কেন না alcoholএর দামের গুরুত্বের জন্য সাবানের দাম বাড়িয়া যায়। ইহার জন্য একটী distilling Stillএর দরকার। এই Stillএর সহিত একটী Serpentine (বাঁকা নল) সংযুক্ত থাকিবে এবং যে পাত্রে সাবান জ্বাল দিতে হইবে সেই পাত্রের সহিত এই Serpentine নল এমন ভাবে সংলগ্ন থাকিবে যে সমস্ত Alcoholic Vapour এই Serpentine নল দিয়া যাইবে। এখন যদি এই Serpentine নলটী একটী ঠাণ্ডা জলপূর্ণ পাত্রের মধ্য দিয়া যায় তাহা হইলে Condensed alcohol পুনরায় ধরা যাইতে পারে। সাবানের সহিত তুল্য ওজনের alcohol মিশাইয়া অল্প উত্তাপ দিয়া তাহা গলাইতে হইবে। যখন সাবান গলিয়া alcohol এর সহিত মিশিয়া যাইবে, তখন জ্বাল কমাইতে হইবে ; কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে সাবানের সমস্ত impurities নীচে নামিয়া যাইবে এবং তখন সাবান ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে রং ও গন্ধ দ্রব্য মিশাইয়া Hot Houseএ রাখিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। শুকাইয়া গেলে সাবানগুলির চাকচিক্য কমিয়া যায়। কিন্তু যদি প্রত্যেক Cakeটী একটী বস্ত্র খণ্ড alcohol এ ভিজাইয়া তাহার দ্বারা পালিষ করা যায় তাহা হইলে আবার চাকচিক্য ফিরিয়া আসে।

FORMULA (a)

Stearic acid	25 parts
Coconut oil	55 ,,

Castor oil	20	„
Lye caustic Soda (38°B)	50	„
Alcohol (90°)	60	„
Sugar (Crystal)	20	„
Water (Distilled)	20	„
Glycerine (28°B)	40	„

প্রথম Stearic acid ও নারিকেল তৈল অল্প উত্তাপে গলাইয়া লইয়া তাহাতে Castor oil ঢালিতে হইবে। যখন উত্তাপ 50°c to 60°c হইবে তখন গলিত তৈলে alcohol মিশ্রিত Soda lye দিয়া Saponify করিতে হইবে। যখন Saponification হইয়া গেল তখন তাহাতে Sugar এবং Glycerine, Distilled Water এর সহিত মিশাইয়া অতি ঘনিষ্ঠভাবে মিশাইতে হইবে। কিন্তু ইহা দেখিতে হইবে যে Sugar ও Glycerine মিশ্রিত জল সাবানে ঢালিবার পূর্ব্বে যেন 70°c/80°c উত্তাপ থাকে। ইহার পর আগুন নিবাইয়া দিতে হইবে এবং যখন সাবানের উত্তাপ কমিয়া 40°c হইবে তখন তাহাতে রং ও গন্ধ দ্রব্য মিশাইতে হইবে।

Alcohol সাহায্যেই উত্তম Transparent Soap প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু alcoholএর মূল্যাধিক্য প্রযুক্ত অন্য উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে।

FORMULA (b)

Tallow	24 parts
Coconut oil	20 „
Castor oil	30 „
Lye Soda (36°B)	37 „
Sugar (crystal)	18 „
Water (distilled)	20 „
Glycerine (colourless 28°B)	3 „
Caustic Soda Crystal	5 „

চর্ব্বি ও তৈল এক সঙ্গে গলাইয়া লইয়া তাহার পর cold processএ Saponify করিয়া লইতে হইবে। পরে ২ ঘণ্টা হইতে ৩ ঘণ্টা boil করিতে হইবে। যখন সাবান বেশ ঘন এবং translucid হইবে অমনি উত্তাপ বন্ধ করিতে হইবে এবং পাত্রটী কম্বল দিয়া ঢাকিতে হইবে। কিছুক্ষণ পরে যখন সাবান Gilatenous আকার ধারণ করিবে এবং সাবানের উত্তাপ কমিয়া 74°c কাছাকাছি হইবে, তখন চিনি ও Glycerine Distilled জলের সহিত মিশাইয়া এবং এই মিশ্রের উত্তাপ এবং সাবানের উত্তাপ সমভাবে আনিয়া সাবানে মিশাইয়া দিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে যে মিশ্রণ কার্য্যটী বেশ ঘনিষ্ঠভাবে হয়। মিশান শেষ হইলে Crystal Soda ভাঙ্গিয়া ঢালিয়া দিতে হইবে এবং ইহার পর rest দিতে হইবে। যখন এই মিশ্র বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে এবং যখন সাবানটী তুলিলে দেখা যাইবে যে সাবানটী উপযুক্ত পরিমাণে solid এবং transparent হইয়াছে তখন উপরকার ফেনা তুলিয়া ফেলিয়া তাহাতে গন্ধ দ্রব্য এবং রং দিতে হইবে, কিন্তু সাবান ঠাণ্ডা হইবার পূর্ব্বে ফেনা তুলা যাইবে না।

FORMULA (c)

Transparent Soap without Alcohol and Glycerine,

Tallow	27 parts
Cocoonut oil	22 „
Castor oil	27 „
Lye Caustic Soda 38°	42 „
Sugar Crystal	24 „
Water (Distilled)	26 „

চর্ব্বি ও তৈল 35°c হইতে 40°c উত্তাপে গলাইয়া লইয়া Saponify করিতে হইবে এবং যখন সাবান বেশ গাঢ় হইয়া যাইবে তখন Hot water bath এ রাখিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবে অন্যান্য operation করিতে হইবে।

FLOATING SOAP.

সাবান Floating বা ভাসমান করিতে হইলে উত্তম qualityর সাবান লইয়া টুক্‌রা করিতে হইবে। পরে সেই সাবানের টুক্‌রা গুলি Hot waterBath এ রাখিয়া যতটা সাবান তাহার অর্দ্ধেক জলে গলাইয়া লইতে হইবে। সাবান গলিয়া গেলে দেখিতে হইবে উত্তাপ ৮০° আছে কিনা এ ং এই উত্তাপ থাকিতে থাকিতে হাতার দ্বারা সাবান খুব নাড়িতে হইবে। এইরূপ ভাবে নাড়িলে সাবানে ফেনা হইয়া তাহার Volume দ্বিগুণ হইবে। এইরূপ অবস্থায় আসিলে জাল বন্ধ কর্‌তে হইবে এবং ইহাতে রং ও গন্ধ দ্রব্য মিশাইয়া আরও একবার নাড়িতে হইবে। অর্দ্ধ ঘণ্টা এই অবস্থায় রাখিয়া পরে Formaে ঢালিয়া ৭।৮ দিন রাখিয়া দিতে হইবে। যখন শুকাইয়া যাইবে তখন ইচ্ছা মত কাটিয়া টুক্‌রা করিতে হইবে।

German Floating Soap
FORMULA

Coconut oil	420 parts
Palm oil	30 ,,
Rosin (Refined)	50 ,,
Tallow	100 ,,
Olive oil	120 ,,

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি 360 ভাগ Caustic Soda at 40°র সহিত মিশাইয়া Saponify করিতে হইবে এবং Saponify আরম্ভ করিয়া diluted lye দ্বারা ক্রমশ Concentration বাড়াইয়া লইতে হইবে। পরে যখন সাবান হইয়া যায় তখন তাহাতে ৪০০ ভাগ Palmitic acid মিশাইয়া দিতে হইবে, তারপর যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কড়া হইতে সাবান সহজে ছাড়িয়া যায় ততক্ষণ সাবান জ্বাল দিতে হইবে। তারপর ইচ্ছা মত রং এবং সুগন্ধ দ্রব্য মিশাইয়া দিতে হইবে। Formaতে ঢালিবার পূর্ব্বে গরম সাবানে Bicarbonate of Soda (Powder) মিশাইয়া দিতে হইবে। ইহা মিশানতে গরম সাবান decompose হইয়া Carbonic Acid এবং Carbonate Soda হয়। এই Chrbonic acid এর দরুণ সাবানের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Cavity বা ছিদ্র হয় এবং সাবানের density কমিয়া যায়। সেই জন্য এই সাবান জলে ভাসে।

BAR SOAP (GOSSAGE)

Gossage এর Bar Soap এ যে গন্ধ পাওয়া যায় তাহা খাঁটী Palm oil এর গন্ধ,উহাতে আর কোন প্রকার গন্ধ দেয় না। খাঁটী Palm oil ছয় ভাগ। Caustic Soda ও একভাগ Potash lye দিয়া জ্বাল দিয়া ঐ সাবান তৈয়ারি করে; কিন্তু ইহাতে যে Palm oil ব্যবহার হয় তাহা First Quality নয়।

নিয়ে জাপানের expert T. Koizumiর Transparent Soap এবং Bar Soapএর formula দিলাম। ইনি ১৯০৩ সালে কিছু কালের জন্য Bengal Soap Factoryর expert ছিলেন পরে National Soap Factoryর ও expert হইয়াছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত Formulaতে উপরোক্ত কারখানাতে Transparent Soap ও Bar Soap প্রস্তুত করিতেন।

TRANSPARENT SOAP.

(1) Tallow	$12\frac{1}{2}$ lbs
Coconut oil	$6\frac{1}{2}$ lbs
Castor oil	6 ,,
Sugar	2 ,,
Water	1 ,,
Alcohol	12 ,,
Soda 39°B	12 ,,
Sugar Color	2 oz

Sugar color must be made with Boric acid.

(2) Tallow	$12\frac{1}{2}$ lbs
Coconut oil	$6\frac{1}{2}$,,
Alcohol	12 lbs
Castor oil	3 ,,
Rosin	3 ,,
Sugar	2 ,,
Water	1 ,,
Soda 39°B	12 ,,

BAR SOAP.

Tallow	10 or 11 maunds
Coconut oil	4 ,,
Castor oil	2 ,,
Silicate	8 Buckets
Water	100 Buckets

(ক্রমশ:)

উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—•—

* এ সম্বন্ধে যদি কাহারও কোনও জিজ্ঞাস্য থাকে তবে ৭ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় সুপ্রসিদ্ধ কয়লা ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ বা পত্র ব্যবহার করিবেন। সম্পাদক।

সোডা লেমনেডের ব্যবসায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হার্ব বিয়ার।
(Herb Beer)

প্লেন সিরাপ (৪৫° T)	১ গ্যালন
টার্টারিক এসিড	১ আউন্স
পরিস্কৃত ক্যারামেল 'এ'	১ ফ্লুইড আউন্স।
এসেন্স হার্ব-বিয়ার	১ „ „
ফোম্ সিরাপ	½ „ „

সাধারণ বিধি অনুসারে মিশাইতে হইবে।

হপ্ এল।
(Hop Ale)

প্লেন সিরাপ (৪৫° T)	১ গ্যালন।
টার্টারিক এসিড	১ আউন্স।
দ্রবণীয় এসেন্স হপ্ এল্	২ ফ্লুইড আউন্স।
পরিস্কৃত ক্যারামেল 'এ'	½ „ „
ফোম্ সিরাপ	¼ „ „

সাধারণ বিধি অনুসারে মিশাইতে হইবে।

হপ্ বিটার।
(Hop Bitters)

প্লেন সিরাপ (৪৫° T)	১ গ্যালন।
জল	৩ পাইট।
টার্টারিক এসিড	১¼ আউন্স।
পরিস্কৃত ক্যারামেল 'এ'	১ ফ্লুইড আউন্স।
দ্রবণীয় এসেন্স হপ্ বিটার্স	৩ „ „
ফোম্ সিরাপ	¼ „ „

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

হপ্ ষ্টাউট।
(Hop Stout)

প্লেন সিরাপ (৪৫° T)	১ গ্যালন।
টার্টারিক এসিড	১ আউন্স।
পরিস্কৃত ক্যারামেল 'এ'	৭ ফ্লুইড আউন্স
এসেন্স হপ্ ষ্টাউট	২ „ „
ফোম্ সিরাপ	½ „ „

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

হপ্ টনিক।
(Hop Tonic)

প্লেন সিরাপ (৪৫° T)	১ গ্যালন।
টার্টারিক এসিড	১½ আউন্স।
ক্যারামেল 'এ' পরিস্কৃত	¼ ফ্লুইড আউন্স।
দ্রবণীয় এসেন্স হপ্ টনিক	১½ „ „
„ „ হপ্স্	¼ „ „
ফোম্ সিরাপ	½ „ „

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হয়।

লেমন শ্যাম্পেন।

প্লেন সিরাপ ৪৫° T	১ গ্যালন।
সাইট্রিক এসিড	২ আউন্স।
পরিষ্কৃত ক্যারামেল 'এ'	½ ফ্লুইড আউন্স
দ্রবণীয় এসেন্স লেমন শ্যাম্পেন	১¾ ” ”
ফোম্ সিরাপ	¼ ” ”

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

লেমন নেক্টার।

প্লেন সিরাপ ৪৫° T	১ গ্যালন।
সাইট্রিক এসিড	২ আউন্স।
পরিষ্কৃত ক্যারামেল 'এ'	১ ফ্লুইড আউন্স।
দ্রবণীয় এসেন্স লেমন নেক্টার	২ ” ”

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

লেমন পাঞ্চ।

প্লেন সিরাপ ৪৫° T	১ গ্যালন।
সাইট্রিক এসিড	২ আউন্স।
পরিষ্কৃত ক্যারামেল 'এ'	১ ফ্লুইড আউন্স।
দ্রবণীয় এসেন্স লেমন পাঞ্চ	২ ” ”

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হয়।

লেমন সোডা

প্লেন সিরাপ ৪৫° T	৩ পিণ্ট
জল	৫ পিণ্ট
সাইট্রিক এসিড	½ আউন্স।
দ্রবণীয় এসেন্স লেমন সোডা	২ ফ্লুইড আউন্স।

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইয়া প্রত্যেক ১০ আউন্স বোতলের জন্য ১½ ফ্লুইড আউন্স উল্লিখিত সিরাপ ব্যবহার কর।

লেমনেড।

প্লেন সিরাপ ৪৫° T	১ গ্যালন।
সাইট্রিক এসিড	২ আউন্স।
দ্রবণীয় এসেন্স লেমন	১ ফ্লুইড আউন্স।

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

দ্রষ্টব্য :— ১। উপরে যে সমস্ত ফরমুলা দেওয়া গেল তাহাতে প্লেন সিরাপের উল্লেখ আছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঐ প্লেন সিরাপ ব্যবহার করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ফিল্টার করিয়া পরিষ্কৃত করিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। তরল পদার্থ মাপিবার জন্য যে ড্রাম আউন্স প্রভৃতি ইংরাজী মাপ ব্যবহৃত হয় তাহাকে ফ্লুইড ড্রাম বা ফ্লুইড আউন্স বলে।

১ ফ্লুইড আউন্স = ৮ ফ্লুইড ড্রাম।
১ পিণ্ট = ২০ ফ্লুইড আউন্স।
১ গ্যালন = ৮ পিণ্ট।

পিণ্টকে বাংলায় অনেক সময় পাইট বলে। উহা প্রায় দেড় পোয়ার সমান।

কলিকাতার ব্যবসায়ীদিগের ডাইরেক্টরী।

মফঃস্বলের ব্যবসায়ীদিগের সুবিধার জন্য আমরা এক এক মাসে এক এক জিনিসের কলিকাতাস্থ আড়তদার, ব্যবসায়ী,বা কারখানার মালিকদিগের নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করিতে সুরু করিয়াছি। মফঃস্বলে এমন অনেক ব্যবসায়ী আছেন যাঁহারা হয় ত স্থানীয় মহাজন বা পাইকারের নিকট হইতে মাল কেনা বেচা না করিয়া সরাসরি কলিকাতাস্থ ব্যবসায়ীদিগের সহিত কিম্বা বিভিন্ন ব্যবসায়-কেন্দ্রের মিলওয়ালাদিগের সহিত কারবার করিতে চাহেন, অথচ কোথায় যে কোন্ আফিস বা কারখানা অবস্থিত তাহাই তাঁহাদের জানা নাই। এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্তই আমরা কলিকাতার প্রধান প্রধান পণ্যের এজেন্ট বা বিভিন্ন শিল্পের কারখানা সমূহের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া মাসের পর মাস প্রকাশিত করিতেছি। গত মাসে পাটের মরশুম বলিয়া কলিকাতাস্থ জুটমিল সমূহের এজেন্টদিগের নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান সংখ্যায় আসাম ও বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত চাউলের কল ও সাবানের কারখানার নাম ঠিকানা প্রকাশিত হইল। কোন্ কারখানার সহিত কাহার কারবার করিবার সুবিধা হইবে তাহা জানাইবার জন্য প্রত্যেক কারখানার নিকটস্থ রেলওয়ে ষ্টেশন ও ষ্টীমার ঘাটের নাম দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গদেশ ও আসামের চাউলের কলগুলির নাম ও ঠিকানা।

ASSAM.

Assam Planters' Rice Mills, Ld
84, Clive Street, Calcutta.
Ry. Stn. Tabgle
Str Ghat, Kharupatya ;
Dist, Darrang, Assam.

Chaparmukh Rice and oil Mills Co.
8-1, Roopchand Roy St, Calcutta.
Office—Chaparmukh.
Str Ghat, Chaparmukh,
Dist, Nowgong, Assam.

Eastern Assam Rice & oil Mills Co.
Ry. Stn. Tinsukia ;
Str Ghat, Dibrugarh
Dist, Lakhimpur (Upper Assam)

Sree Gonesh Rice and Oil Mills.
Nowgong.
Ry. Rtn. Chaparmukh.

Tinsukia Rice and Oil Mills.
Office—Dibrugarh.
Ry. Stn. Tinsukia ;
Str Ghat, Dibrugarh ;
Dist. Lakhimpore.

BENGAL.

Annapurna Rice Mills.—24 Pergs.
Office—86, Chetla Rd. Tollygunge.
Ry. Stn. Kalighat,

The Aparna Rice Mills,
Ry Stn. Hili ; Dist. Bogra
Office Hili.

Bharat Laxmi Rice Mills,
85, Chetla Rd, Tollygunge.
Ry Stn Kalighat ; Dist, 24 Pegs.

Chandi Rice Mill.
Ry Stn. Kalighat, E. B. Ry
Office—Chetla Road.

Doorgapore Rice Mill.
Alipore, 24 Pergs,

Dulal Chand Addy Rice Mill,
Alipore, 24 Pergs.

Eastern Rice Mills Co Ltd.
26, Strand Road Calcutta.
Ry. Stn. Jhalakati, Barisal,

Gobin Mall's Rice and Dall Mills.
24 Pegs.
Post Office, Bagbazar.
Ry Stn. Ultadanga.

Hope Rice Mill.
Ry. Stn. Kalighat, E. B. R.
24 Perganas.

Indra Narayan Sil's Indra Rice Mill.
Kolaghat. Midnapore.

Jogendra Rice Mill and Lorray Service
Ry Stn, Kalighat, 24 Pergs.
Mill at Shahapore,

Kalinath Chakravarti & Sons Rice Mill.
Office—84-1, Chetla Rd.
Ry Stn. Kalighat, E. B. Ry.

Kali Rice Mill.
39. Alipore Rd.
Ry Stn Kalighat.
Office—Alipore.

Kanailal Baranashiprasad Rice & Oil Mill.
Ry Stn. Sainthia,
Dist. Birbhum'

King George Rice Mill.
85, Chetla Road, Tollygunge,
Ry Stn. Kalighat, E. B. Ry.
Dist, 24 Perganas.

Konnagar Rice Mill.
Konnagar, Hooghly

Krishna Kali Roy's Rice Mill
Behala Ry Stn Kalighat, E B R

Krishna Rice Mill
Office—Italghata, Tollygunge
24 Perganas

Kurseon Rice Mills
Ry Stn Siliguri, E B Ry & D H Ry

Likhi Rice Mill
Konnagar, Dist Hooghly

Madhusudan Rice Mill,
Ry Stn Kalna, Dist Burdwan

Mahomed Ashan Rice Mill.
Office—Alipore
Ry Stn Kalighat, E B Ry

Nittyakali Rice Mills
Matibagh, Burdwan

Rakhal D Addy's Rice Mill
Ry Stn Chetla, Dist 24 Pergs

Rajnarayan Roy's Rice Mill
Ry Stn Kalighat
Str Ghat, K P Docks, 24 Pergs

Ramkistapore Rice Mill
Howrah

Rupnarain Rice Mill
Ry Stn, Kola

Sarkar, P, & Sons—Rice & Soorkey Mill
Str Ghat Rajshahi
Ry Stn, Kalgola Ghat !
Dist, Rajshahi

shahanagar Mills
97-1, Bollygunge Rd, Alipore
Ry Stn Kalighat

Shib Krishna Roy's Rice Mill
Ry Stn Kalighat, E B R 24 Pergs
syamsundar Rice Mill
Italghata, Tollygunge, 24 Pergs
'alikdar Brothers' Rite & Rice & sawmills
Office—3-B, Kebolkristo sur
st, Calcutta
Upendranath sirkar's Rice Mill
Bollygunge, 24 Pergs
Upendranath sirkar's Rice Mill
Ry stn Chetla
Victoria Rice Mill Co
Office—Bhatpara
Ry stn Kankinrah
BEHAR AND ORISSA.
Behar Rice Mills, Ld (including
Janakpore Road Mill, Bhairogunj
Mill & LoheRia Mill).
12, Dalhousie Sqr, Calcutta.
Bhairogunj Rice Mill.
Ry Stn Bhairoganj ; Dist, Champaran.
Darbhanga Oil and Rice Mills Co.
Darbhanga,

Darbhanga Rice Mills Ltd.
Office—12, Dalhousie Sqr, Cal.
Ry Stn, Khajauli, B & N-W Ry.
Janakpore Rice Mill (Behar Rice Mill)
Ry Stn. Janakpore, Muzaffarpore.
Office—12, Dalhousie Sq, Cal.
Loheria Rice Mill. (Behar Rice Mill)
Ry Stn. Chaupatia, Dist, Champaran.
North Champaran Industrial Co Ld.
Rice Mill.—Sikta, Champaran.
Patna Flour, Oil & Rice Mills.
Ry Stn. Patna City.
Str Ghat Mahabirghat & Mahendraghat
Office—Marufganj
Posupotinath Rice & Flour Mills.
Motihari, Champaran.
Purnea Rice Mills Co Ld.
Ry Stn. Katihar, E.B. Ry, Purnea.
Office—5-2, Garstin Place, Cal.
Ramchandram Nagaram Rice & Oil Mills
Delha, gaya.
SRee Mahabirji Rice & Oil Mills.
Office—Fullowara, Durbhanga.

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সাবানের কারখানা গুলির নাম ও ঠিকানা।

1. Ascka and Sontosh Bros.
perfumers, soap manfctrs etc.
Dacca, Regtd office—
51, Malakartola lane, Dacca.

2. Bengal Soap factory Ld.—
Regtd office—No 11, Paikpara Rd.
P. O. Cossipore Calcutta.

3. Boolbool Soap factory Ld—
Post, Tel office, Ry Stnand
St. ghat, Dacca, Regtd office—
21, Chotakatra.

4. Calcutta Soap works, Ld—
Regtd office 15, College St.
Calcutta. Factory "Calso" Park.
Ballygunge sidding Rd.
(p. o. Dhakuria)

5. Depilatory Soap factory—
Post office, Bagh Bazar.
office—33, Bosepara, South,
Bagbazar, calcutta.

6. East India Soap factory—
office—85, Harrison Rd,
Calcutta, toilet Soap manufactures.
Phone no 272 Bara Bazar.

7. Economic Soap Factory. Ld.
Manicktolla main rd,
Kankurgachi. Calcutta.
8. Indian Soap Co. and
Bengal Card Board.
Box manufacturing co—
11 1, Bechu lall Rd, P. O.
Entally, Calcutta.
9. National Soap factory—
Pagladanga. P. O.
Entully Calcutta.
10. North-west Saap co, Ld—
The—Regtd office+
Works—63, Garden reach Rd. Cl,
11. Oriental Soap factory Ld—
Factory and office
9-2-A, Peary mohon Sur's lane.
Goabagan, Calcutta.
12. P. A. B Punjab Soap factory—
55, canning St Calcutta.
13. Satitra mohon dass & sons—
243, Walter Rd. Dacca,
14. Sen Brothers—
65, Bondel rd, Ballygunge.
15. Standard Soap works—
10-1, Bipradas St.
Calcutta, Soap manfctrs.

Bihar and Orissa.

Ranchi Soap works—Factory—
19, Chwrch Rd, Ranchi,
Soap manufactures.

BOMBAY.

Daisy Soap and dyeing.
Steam works—De Lisle rd,
Jocob's circle.
Diamond Soap co. Girgaon, Bombay.
Godrej oil and Soap co—
Surti mohulla opp Parsi
Statue, Byculla.
Indian Soap and mantte works, Ld
24-28, Matunga Rd.

BOMBAY PRESIDENCY.

Rustomuje Hormusjee Bana etc co—
Navsari Surat, perfumery
and soap manfcty.

CENTRAL INDIA.

Gwalior oil and Soap co, Ld—
Regtd office. Lashkar Gwalior

MADRAS PRESIDENCY.

Mysore government soap factory—
Post, Tel office, Ry
Stnnddist Bangalore.

PUNJAB.

Enad Bros—Lahore, Soap makers,
perfumers and wholesale dealers
in soap raw material.
Gunga Soap co—Ludhiana, soap
makers. Imperial oil soap and
Cenl Mill co, Ld—
Puplis Soap Factory—Bhalwal Punjab
Sher-i Punjab Soap Factory and
Rahi Toilet Soap factory.

GUJARKHAN.

Vishnu Soap co—old Misri Bazar,
Amritasar manfctrs of toilet
and laundry soap, dealers in colours.

RAJPUTANA

Diamond soap works - Post, Tel
office and Ry stn, Kishangarh,
Dist. Rajputan
Mehra Jamal Soap works co—
Diggi Bazar, Ajmer—Merwara
Prabhaker Soap works - Kishengarh
State soap manfctrs.

U P of AGRA AND OUDH

Allahabad soap co, Ld—
Allahabad. soap manfctrs
Post and Tel office
Allahabad city, Ry stn, Allahabad
Bajpai soap co—office—
Parade, cawnpore
Banerji Brothers—464, shahgunj,
Dum Dumji & co, Regtd office—
Sabun Katra Rd, Agra,
advertising agts and manfctrs
of toilet preparation etc,
Imperial Rama Soap factory—
Garhaiya st.

BAREILLY.

Kanti soap works - Manfctrs of all
Kinds of soap, 28, La Touche rd
Lucknow.

King soap Factory—Kamboh gate
Meerut city, manfctrs,
of highclass toilet soap

রাঁচী

বাংলার পশ্চিম সীমান্তে পর্ব্বত মালা পরিবেষ্টিত ছোটনাগপুর অবস্থিত। ইহা বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের একটী বিভাগ। রাঁচী, হাজারীবাগ, পালামৌ, মানভূম ও সিংহভূম এই পাঁচটী জেলা এই বিভাগের অন্তর্গত। রাঁচি জেলার পরিমাণ ফল ৭১০২ বর্গ মাইল। জেলাটী চারিটী মহকুমায় বিভক্ত। সদর মহকুমার পরিমান ২০৫২ বর্গ মাইল; খুঁটী মহকুমা ১৫৪৫, গুমলা ২০৫৭, এবং শিমডেগর ১৪৪৮ বর্গ মাইল। সমগ্র জেলাটী ২৮টী থানায় বিভক্ত। সদর মহকুমা ১০টী, খুঁটী মহকুমা ৬টী, গুমলা ৮টী, এবং শিমডেগা ৪টী থানায় বিভক্ত। জেলার লোক সংখ্যা :—

সদর মহকুমায় লোকসংখ্যা ৪৯৫০৭৩, খুটী ৩১৭৮৪৩, গুমলা ৩২২৩২৭, শিমডেগা ১৯৯২৬। ১৯২১সালে রাঁচি সদরথানায় লোকসংখ্যা ১২১০৮১ রাঁচী জেলায় হিন্দু ৫৫৮৮৩০, আদিম অধিবাসী ৫২৫৭২১, খৃষ্টান ১৯৭২১৬, মুসলমান ৫২৩১১, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ৩৯৫ জন। ১৮৯১ এবং ১৯০১ সালে রাঁচী জেলায় কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী কত ছিল তাহা নীচের তালিকা দেওয়া হইল।

	১৮৯১	১৯০১
হিন্দু	৪৪৪৯৬৬	৪৭৪৫৪০
আদিম অধিবাসী	৫৭২১০৫	৫৪৬৩১৫
খৃষ্টান	৭৫৬৯৩	১২৪৯২৮
মুসলমান	৩৬১২১	৪১৯৭২

১৯১১ সালে ছোটনাগপুর মানভূমিতে আদিম অধিবাসীর সংখ্যা ২৬৫০১৬০ ছিল, ১৯২১ সালে উহাদের সংখ্যা ২২৯৪৬১৭ হয় অর্থাৎ দশ বৎসরে ৩৫৫৫৪৩জন হ্রাস হয়, বা শতকরা ১৩'৪২জন কম হয়। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে যত আদিম অধিবাসীর বাস তাহার শতকরা ৯৮'১ জন ছোটনাগপুর মানভূমিতে বাস করে। ছোটনাগপুর বিভাগে মুণ্ডা জাতির সংখ্যা ৯৩৮১৪, রাঁচি জেলায় উহাদের সংখ্যা ৭৫২৬৩। ছোটনাগপুর বিভাগে উরাও জাতির সংখ্যা ১১৯৪৩১, রাঁচি জেলায় উহাদের সংখ্যা ৯৪৮২৮। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে খৃষ্টানের সংখ্যা ৩০৫৩৫৮, ছোটনাগপুর বিভাগে ২২৩২৭৮, রাঁচী জেলায় ১৯৭২১৬, হাজারীবাগ জেলায় ১৮৮৩, পালামৌ জেলায় ৭২৩২, মানভূমে ৩৯১৮, সিংহভূমে ৯৯৭০, উড়িষ্যা করদ রাজ্যে ৪৬০৮৪, ছোটনাগপুর করদ রাজ্যে ১৪৫ জন।

খৃষ্টান মিশনারী ১৮৪৫সালে রাঁচি জেলায় প্রথম খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫০ সাল পর্যন্ত তাঁহারা একজনকেও খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারেন নাই। সত্তর বৎসরে রাঁচি জেলায় খৃষ্টানের সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ হইল। রাঁচি সহরের লোক সংখ্যা ৩৯৬২৮, হিন্দু ২০৪৬৫, মুসলমান ৯৯৩২, খৃষ্টান ৬২১৩, আদিম অধিবাসী ২৯৯৬, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ৫২, রাঁচী সদর মহকুমায় মুসলমানের সংখ্যা ৪৩৩২৬, সদর থানায় ১০১৮৬, লোহার দাগা থানায় ৫৫৪৮।

রাঁচী ও লোহার দাগা সহরে মিউনিসিপালিটী

আছে, লোহার দাগার লোক সংখ্যা ৭১৫২ জন। ১৮৮১ সালে এই সহরে লোকসংখ্যা ৩৯৬১, ১৮৯১ সালে ৭১১০ জন, ১৯০১ সালে ৬১২৩, এবং ১৯১১ সালে ৬৭৭৩ ছিল। পূর্ব্বে লোহার দাগায় রাঁচী জেলায় প্রধান কার্য্যালয় ছিল, পরে রাঁচিতে উঠিয়া আসে। বুন্ডু সহরের লোক সংখ্যা ৫০৩৫।

হাওড়া হইতে রাঁচি ২৮২ মাইল। হাওড়া হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলের রাঁচি এক্সপ্রেস গাড়ী মুরী জংশন পর্য্যন্ত যায় সেখানে গাড়ী বদল করিয়া ছোট গাড়ীতে রাঁচী যাইতে হয় পুরুলিয়া হইতে ছোট লাইন ঝালদা ও মুরী দিয়া রাঁচি হইয়া লোহার দাগা পর্য্যন্ত গিয়াছে। বড় লাইন চাণ্ডিল হইতে মুরী দিয়া বারকাকানা পর্য্যন্ত গিয়াছে। হাওড়ার রাঁচী এক্সপ্রেস গাড়ী মুরী হইতে বারকাকানা পর্য্যন্ত যায় এবং সেখান হইতে আবার মুরী চাণ্ডিল দিয়া হাওড়ায় আসে এইখানে সুবর্ণ রেখা নদী রাঁচী জেলার পূর্ব্ব এবং মানভূম জেলার পশ্চিম সীমা। সুবর্ণ রেখার পূর্ব্বতীরে ছোট লাইনের তুলীন ষ্টেশন অবস্থিত। পুরুলিয়া হইতে রাঁচী ৭৩ মাইল, মুরী হইতে ৩৪ মাইল। হাওড়া হইতে মুরী ২২৭ মাইল; লোহার দাগা ৩০৫ মাইল, রাঁচী হইতে লোহার দাগা ৩৫ মাইল। হাওড়া হইতে গুমো ফাষ্ট প্যাসেঞ্জারদের চড়িয়া আদড়ায় গাড়ী বদল করিয়া পুরুলিয়া দিয়া ও রাঁচী যাওয়া যায়। এই লাইনে হাওড়া হইতে রাঁচী ২৭৪ মাইল। হাওড়া হইতে রাঁচি যাইবার জন্য ১৫ দিনের স্পেশ্যাল রিটার্ণ টিকিট পাওয়া যায়। মধ্যম শ্রেণীর মাশুল ১১/৯, তৃতীয় শ্রেণীর মাশুল, ৭৴০। এক্সপ্রেসে এক যুড়ীর মাশুল মধ্যম শ্রেণী ৮৵/৯ এবং তৃতীয় শ্রেণী ৫৵/৩।

রাঁচী হইতে প্রত্যহ রামগড়,খুটী,বুন্ডু ও হাজারীবাগ মটর যাতায়াত করে। খুটী হইতে আবার চক্রধরপুর পর্য্যন্ত মটর সার্ভিস আছে। ই, আই, রেলের গুমো জংশন হইতে বারকাকানা পর্য্যন্ত রেল গিয়াছে। বারকাকানা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া কোল-ফিল্ড রেলওয়ে বারকাকানা হইতে ডাল্টন গঞ্জ দিয়া বেঙ্গল নাগপুর রেলের কাটনী বিলাসপুর লাইনের অনুপপুর ষ্টেসনে যাইয়া মিলিত হইতেছে। এই লাইন এখনও তৈয়ার হইতেছে। যে সকল গঞ্জ গ্রাম দিয়া এই লাইন যাইতেছে সেই সকল গ্রামে যাইয়া অল্প মূলধনে এখন হইতে দোকান খুলিলে ভবিষ্যতে লাভের সম্ভাবনা আছে। এই সকল স্থান হইতে বনজ দ্রব্য রপ্তানীর ও সুবিধা হইবে। এখন হইতে বাঙ্গালী যুবকগণ দলে দলে এই সকল স্থানে যাইয়া কারবার খুলিবার চেষ্টা করুন।

রাঁচির ৮ মাইল উত্তর পশ্চিমে রাতুগ্রাম অবস্থিত। ছোটনাগপুরের মহারাজা এই গ্রামে বাস করেন। মহারাজের খাস দখলী ভূমির পরিমাণ ৭২৪ বর্গ মাইল।

বুণ্ডু সহর রাঁচী হইতে ১২ ক্রোশ। ইহা ব্যবসায়ের কেন্দ্র স্থান, এখানে কয়েক ঘর বাঙ্গালী ব্যবসায়ী আছেন। রাঁচি জেলায় ৭টী চা বাগান, ১টী অভ্রের খনি, একটী Lace & Embroidery Factory, ৬টী গালার কুঠী, ২টী মটরের কারখানা এবং একটী ডিষ্টিলারী আছে।

এ জেলায় প্রচুর সূতা বিক্রয় হয় এবং তুলা ও জন্মে,সহরে তাঁতিদের একটী সমবায় সমিতি আছে; এই সমিতি পল্লীগ্রামে কাপড় বুনাইয়া বিক্রয় করে। রাঁচী জেলা উদ্যোগী লোকের অর্থোপার্জ্জনের প্রশস্ত ক্ষেত্র বাঙ্গালী যুবকগণ দলে দলে এ জেলায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কষ্ট পাইবেন না। রামগড়, পালকোট, খুঁটী,

গুমলা, লোহার দাগা, শিমডেগা প্রভৃতি স্থানে অল্প মূলধনে দোকান বেশ চলে।

রাঁচী সহরের দুই মাইল পূর্ব্বে নামকুম ষ্টেশন। এখানে ইউরোপীয় বালকবালিকাদের জন্য বিদ্যালয় আছে। সহরে তিনটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে; একটী গভর্ণমেণ্টের এবং ২টী মিশনারীদের; একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য একটী ট্রেনিং কলেজ আছে। বালিকাদের জন্য মিশনারীদের পরিচালিত একটী এফ, এ, ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। গভর্ণমেণ্টের একটী শিল্প বিদ্যালয় আছে।

রাঁচী হইতে ৪ মাইল দূরে কাঁকীতে বিকৃত মস্তিষ্কদের জন্য একটী হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে। এখানে রেডিয়াম চিকিৎসালয় ছিল, কিন্তু তাহা পাটনায় স্থানান্তরিত হইবার আদেশ হইয়াছে। এখানে বাঙ্গালীদের একটী টোল এবং কাশিম বাজারের মহারাজের স্থাপিত ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় আছে। অনেক বাঙ্গালী এখানে স্বাস্থ্য নিবাস করিয়াছেন। স্বাস্থ্য লাভের জন্য বহু বাঙ্গালী এখানে আসেন। এখানে বাঙ্গালীদের একটী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় চালান কর্ত্তব্য।

দলে দলে বহু আদিম অধিবাসী মিশনারীদের দ্বারা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। হিন্দু মহাসভা ও আর্য্য সমাজ এখানে আসিয়া শুদ্ধিকার্য্য চালাইলে এই সকল আদিম অধিবাসীকে অনায়াসে হিন্দুভাবাপন্ন করিতে পারিবেন। বাঙ্গালীদেরও এখানে আসিয়া বিদ্যালয় খুলিয়া ইহাদিগকে বাঙ্গালী ভাবাপন্ন করিতে পারিলে বিহার ও উড়িষ্যায় বাঙ্গালীর শক্তি বৃদ্ধি হইবে। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটু চেষ্টা করিলে ইহাদিগকে বাঙ্গালী ভাবাপন্ন করিতে পারা যায়। বাঙ্গালীরা উদ্যোগী হইলে ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণাকে বৃহত্তর বংলায় পরিণত করিতে পারেন।

১৯১২ সালে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ গঠিত হইলে অস্থায়ীভাবে এই রাঁচীতেই নব গঠিত প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে রাঁচীতে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের গভর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মবাস আছে। লাটসাহেব বৎসরে সাত মাস এখানে বাস করেন। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে রাঁচী দুই হাজার ফুট উচ্চে। এখানে গরম প্রখর নহে। লোহার দাগা হইতে নেতার হাট পাহাড় পর্য্যন্ত রেললাইন নির্ম্মিত হইতেছে। লাটসাহেব গ্রীষ্মকালে কিছুদিন এখানে বাস করেন। রাঁচী জেলার পশ্চিম সীমান্তে নেতার হাট পাহাড় অবস্থিত। এখানের জল বায়ু খুব স্বাস্থ্যকর।

রাঁচী জেলায় বাঙ্গালীর সংখ্যা ১১৪৫০, পার্শ্বস্থিত মানভূম জেলায় বাঙ্গালীর সংখ্যা ১০ লক্ষ। বিহার হইতে বহু হিন্দু ও মুসলমান এ জেলায় আসিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। এখানে বাঙ্গালীর পক্ষে চাকরী পাওয়া তত সোজা নয় তবে স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জনের প্রশস্ত ক্ষেত্র রহিয়াছে। এ জেলায় কাপড়, সুতা, মশলা, বাসন, মনোহারী, ষ্টেশনারী পুস্তক ও ঔষধের দোকান, দর্জ্জি ও বই বাঁধানর কাজ বেশ চলে। অনেক মাড়য়ারী এখানে আসিয়া লক্ষপতি হইয়াছেন। ঠিকাদারের কাজ, ইট, টালি ও খোলা তৈয়ারের কাজ; দরজা, জানালা, ব্রিজ, চেয়ার টেবিল, বেঞ্চ, আলমারী, খাট, বাক্স প্রভৃতির কারখানা বেশ চলে। ষ্টীল ট্রাঙ্ক, বিড়ি ও তামাকের কারখানা খুলিলে লাভের সম্ভাবনা। পানের দোকানও চলে। রাঁচী হইতে শীতকালে বিলাতী বেগুন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কলিকাতায়

রপ্তানী হয়। রেলষ্টেশন গুলির ধারে জমি লইয়া বিলাতি বেগুণের চাষ করিলে খুব লাভের সম্ভাবনা। রাঁচী জেলায় খুব বড় বড় পেঁপে জন্মে; ইহারও আবাদ করিয়া কলিকাতায় চালান দিলে লাভ হইবে। পল্লীগ্রাম সমূহে লাক্ষা জন্মে। মুরী জংশনের নিকট জনৈক বাঙ্গালী ভদ্রলোক কুলের বাগান করিয়া লাক্ষার চাষ করিতেছেন। এ জেলার রপ্তানীদ্রব্য ধান, চাল, বিরি, গুঁজা, সরিষা, পিয়াশা, তিল, লা, মৌহুয়া ও হরিতকী। লোহারদাগা হইতেও মাল রপ্তানী হয়। পল্লীগ্রাম হইতে ঘৃত সংগ্রহ করিয়া বাংলায় রপ্তানী করা চলে। জরিয়া, গোবিন্দপুর, পালকোচ এবং কোরেলিয়া পোষ্ট আফিসের অন্তর্গত কাণযুগ্যা গ্রামে কাঁসার থালা ও বাটী তৈয়ারি হয়। এই বাসন মানভূম, সিংহভুম এবং জলপাইগুড়ি জেলায় রপ্তানী হয়। জলপাইগুড়ি হইতে ভোটানে রপ্তানী হয়। লোহার দাগা সহরে রাং তামার চং গেলাস তৈয়ার হয়. ইহা লোহার দাগার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কমিশনার পাওয়ার সাহেবের স্মরনার্থ পাওয়ার গেলাস নামে বাজারে বিক্রী হয়

১৯১০ সাল যইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে ২৭৪৫৪ জন বাহির হইতে রাঁচী জেলায় আসিয়াছে; কিন্তু ঐ সময়ে ৩৪৮১৭২জন এ জেলা হইতে বাহিরে গিয়াছে। বাংলা দেশে ১৬৩০৬০ জন, তন্মধ্যে ১২৬২১৪ জন জলপাইগুড়ি জেলায়, আসামে ১৩৪৩০৩জন এবং মধ্যপ্রদেশে ২২৩২জন, মোট ৪০০৫৯৫ জন রাঁচী জেলার লোক বাস করে। এই সকল লোক চা বাগানে কুলীর কাজ করিতে যায়।

এ জেলায় কুলীর অভাব নাই এবং মজুরীও খুব সস্তা। পতিত জায়গারও অভাব নাই। এজন্য কৃষিকার্য্যে উন্নতির সম্ভাবনা। [illegible]

রপ্তানী করা চলে। ছাগলের ব্যবসার খুব সুবিধা আছে। হাঁস ও মুর্গী পালনের সুবিধা। এখান হইতে হাঁস ও মুর্গীর ডিম এবং ছাগল কলিকাতায় বিক্রয়ের জন্য রপ্তানী করা চলে।

বাংলা দেশের প্রান্তসীমায় এই বিস্তৃত মালভূমিতে আর্থিক উন্নতির এত প্রকার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমরা অন্নাভাবে মরিতে বসিয়াছি। ইংরাজ চারিদিকে অর্থের সন্ধানে ঘুরিতেছেন। জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম এবং আসামে বিস্তৃত ক্ষেত্র থাকিতে আবার রাঁচীতে আসিয়া চায়ের বাগান করিতেছেন। এই রাঁচী হইতে জলপাইগুড়ি এবং আসামের চা বাগিচার জন্য কুলী লইয়া যাইতে হয়। যদি রাঁচী জেলায় চা উৎপন্ন করিতে পারা যায়, তবে মজুরের অভাব হইবে না। আসাম ও জলপাইগুড়ি অপেক্ষা এখানে সস্তায় মজুর মিলিবে।

এখানকার জেলা বোর্ডের ও সরকারী রাস্তাসমূহ ভাল অবস্থায় আছে। বাংলাদেশের কোন জেলাতে এত ভাল রাস্তা নাই। জলাভূমি না থাকায় রাস্তায় কাদা হয়না। বড়নদী নাই, সকল নদীতে পুল আছে। এজন্য যাতায়াতের কোন কষ্ট নাই। মোটরগাড়ী চালাইবারও খুব সুবিধা। রাঁচী সহরে উপর বাজারে বুধ ও শনিবারে মেলা বসে। জেলার বহু গণ্ডগ্রামে সপ্তাহে একবার মেলা বসে। এই মেলায় পল্লীগ্রামের শস্য, শাকশব্জী, শিল্পদ্রব্য প্রভৃতি আমদানী হয় এবং লবণ, মশলা, তৈল, কাপড়, বাসন প্রভৃতি বিক্রয় হয়। গো-গাড়ীতে সকল রকম পণ্য দ্রব্য লইয়া মেলায় মেলায় যাইতে পারিলে বেশ দুপয়সা হয়। অথবা একটী মটরবাসে নানাবিধ পণ্য দ্রব্য লইয়া মেলায় মেলায় ঘুরিতে পারিলে আরও লাভ হইবার সম্ভাবনা। জেলাটী খুব বিস্তৃত; দূর দূরান্তে গো গাড়ীতে যাইতে হইলে সময় লাগিবে, লরীতে বিশেষ সুবিধা হইবে।

শ্রীরামানুজ কর।

পশমের ব্যবসায়

ভেড়ার লোম হইতে পশম উৎপন্ন হয়—একথা সকলেই জানেন। কিন্তু ভেড়া ব্যতীত কয়েক প্রকারের ছাগলের লোম হইতেও পশম উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে রকিমাউন্‌টেন, আলপাকা ও এঙ্গোরার নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীরি ছাগলকেও উপরোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। উটের লোমও কতকটা কাশ্মীরি ছাগলের মত। এইজন্য উটের লোম হইতেও পশম প্রস্তুত করা হয়। তবে সে পশম ভেড়ার পশমের মত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না।

অষ্ট্রেলিয়া পশমের জন্য বিখ্যাত। সেখানে লক্ষ লক্ষ মেষ পালিত হইতেছে। অবশ্য পৃথিবীর আর কোথাও যে মেষ পালিত হয়না তাহা নহে, তবে অষ্ট্রেলিয়ায় যেরূপ উৎকৃষ্ট পশম উৎপন্ন হয়, এরূপ আর কোথাও নহে।

অষ্ট্রেলিয়ার পশমকে ইংরাজীতে merino wool বলে, ব্র্যাডফোর্ডে ইহাকে বোটানি (Botany) উল্ বলা হয়। ইহার বোটানি উল্ নাম হইবার একটি বিশেষ কারণ আছে। প্রথম যখন অষ্ট্রেলিয়া হ তে ইউরোপে পশম আমদানী হইতে থাকে, তখন উহা বোটানি উপসাগর হইতে জাহাজ জাত করা হইত। এই জন্য উহার এইরূপ নাম করণ করা হইয়াছে।

প্রায় সকল দেশেই পশম উৎপন্ন হয়, কিন্তু পেরু হইতে যে ছাগল বা ভাইকোনার (Vicuna) লোম রপ্তানী হয় উহার তুল্য মূল্যবান পশম আর নাই। সর্ব্বোৎকৃষ্ট আলপাকাও উহার নিকট দাঁড়াইতে পারে না।

পশুর লোম পাকাইয়া পশমী সূতা তৈয়ারি করিতে হয়। দীর্ঘতন্তু বিশিষ্ট তুলা হইতে যেরূপ খুব সূক্ষ্ম ও শক্ত সূতা প্রস্তুত করা হয়, সেইরূপ দীর্ঘ লোম হইতে যে পশমী সূতা প্রস্তুত হয় তাহা খুব সরু ও শক্ত হইয়া থাকে। এই ধরণের পাকানো পশমের সূতার একটা বিশেষ ইংরাজী নাম আছে। ইহাকে worsted woollen thread বলে।

বাজারে নানাপ্রকারের পশম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ওজন ও গুণানুসারে প্রত্যেকের একটা করিয়া নম্বর আছে—যথা—৪০, ৪৬, ৫০, ৫৬, ও ৬৪ কাউণ্ট প্রভৃতি। ব্যবসায়ী মহলে এই সমস্ত নম্বর সুপরিচিত এবং ইংরাজীতে ইহাকে কাউণ্ট্ বলে। ৬৪ নম্বর পশম বলিলেই—তাহারা বুঝিবে আমি উৎকৃষ্ট মেরিনো পশমের কথা বলিতেছি; এইরূপ ৫০নম্বরে মোটা ক্রস্‌ব্রেড্ (Cross breds), ৪৬ নম্বরে—ঐ মাঝারী, এবং ৫০ এবং ৫৬ নম্বরে উৎকৃষ্ট ক্রস্‌ব্রেড্ পশম বুঝায়।

পশম হইতে যাহাতে সূতা কাটা যাইতে পারে এইজন্ত উহাকে নানারূপ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে হয়। লোমগুলিকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্তেই এই সকল প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়া থাকে। এমনকি সূতা কাটা হইয়া গেলেও ঐ প্রক্রিয়ার শেষ হয় না—তখনও মাজিয়া ঘসিয়া উহাকে আরও উত্তমরূপে পরিষ্কার করা হয়। এইরূপে বার বার পরিষ্কার করায় পশমের ওজন বহুল পরিমাণে কমিয়া যায়। এমন কি এই সকল প্রক্রিয়ার পর পশমের ওজন শতকরা ৩০ হইতে ৭০ ভাগ পর্য্যন্ত কমিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

ভেড়ার দেহ হইতে লোম ছাঁটিয়া লইবার একটা নির্দ্ধারিত সময় আছে। সেই সময়ে পালের সমস্ত ভেড়ারই লোম ছাঁটিয়া লওয়া হয়। তাহার পর ঐগুলি একত্র করিয়া 'বেল' বাঁধিয়া দেশ বিদেশে চালান দেওয়া হয়। অবশ্য সকল প্রকার লোম একত্রে মিশাইয়া রাখা হয় না। লম্বা ও ছোট আঁশবিশিষ্ট পশমের গুণানুসারে বিভিন্ন"গ্রেডে"বিভক্তকরা হয়। এবং এক এক 'গ্রেডের" লোম এক এক "বেলে" বাঁধা হয়।

পশম হইতে অসংখ্যপ্রকারের দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহার মধ্যে শীত নিবারণের উপযোগী গরম কাপড়ই প্রধান। এতদ্ব্যতীত কম্বল কার্পেট, ফেল্ট প্রভৃতি আরও অসংখ্য প্রকারের জিনিসের নাম করা যাইতে পারে—যাহা পশম হইতে উৎপন্ন হইতেছে। পশম হইতে একপ্রকার সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হয়—উহা পরিচ্ছদের উপর নকাশি তোলা প্রভৃতি কারুকার্য্য করিবার জন্তও 'লেস' প্রভৃতি বুনিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কাগজের কারখানা, লেটার প্রেস্ প্রভৃতি চালাইবার জন্য পশমের প্রয়োজন হয়। তেলের কলে পশমী কাপড় ফিল্টারের কাজ করে।

তাহা ছাড়া আরও অনেক খুচরা কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়। আগে পশমের ছাঁট কাট গুলি ফেলিয়া দেওয়া হইত—উহা আবর্জ্জনার মধ্যেই গণ্য ছিল। কিন্তু বিজ্ঞান আবর্জ্জনা গুলাকে কাজে লাগাইতেছে।

দারুণ গ্রীষ্মে মেষের দেহ ঘামিয়া উঠে—এবং তাহার সমস্ত ঘাম ও ময়লা উহার লোমে লাগিয়া যায়। কিন্তু এই ঘামের সহিত পটাশ রহিয়াছে। কাজেই লোমের গায় সামান্য পরিমাণ পটাশ থাকিয়া যায়। তবে শুষ্ক লোমে উহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায় না। লোম ঠাণ্ডা জলে ভিজাইলে ঐ পটাশ আবার উহাতে ফিরিয়া আসে। এইজন্ত কারখানায় পশম পরিষ্কার করিবার সময় উহার যে সমস্তঅংশ আবর্জ্জনা বলিয়া গণ্য হয় তাহ ফেলিয়া না দিয়া জমির সাররূপে ব্যবহার করা হয়। অবশ্য ইহা বলাই বাহুল্য যে পটাশের জন্তই পশমের সূক্ষ টুকরা গুলির আদর।

পুরাতন জীর্ণ পশম গুলিও ফেলিয়া দেওয়া হয় না। উহার সহিত কিছু কিছু নূতন পশম

মিশ্রিত করিয়া কলের সাহায্যে আবার কাপড় তৈয়ারি করা হয়। ইহা অবশ্য খুবই নিকৃষ্ট ধরণের কাপড়, কিন্তু অপর দিকে ইহা আবার খুব টেঁকসই। এইজন্য ইহার চাহিদা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ জগতে উৎকৃষ্ট পশমী কাপড়ের যে পরিমাণ চাহিদা আছে এবং দিন দিন যে অনুপাতে ইহা বাড়িয়া যাইতেছে—উহার যোগান সেই পরিমাণে বা সেই অনুপাতে হইতেছে না। Shoddy বা ময়লা নিকৃষ্ট পশমের চাহিদা বাড়িবার ইহাও অন্যতম কারণ।

বহুদিন হইতেই গ্রেটবিটেন পশম শিল্পে অসাধারণ উন্নতি করিয়াছে। ঐ দেশে বর্ত্তমানে প্রতিবৎসর সাড়ে পাঁচ কোটী পাউণ্ডের ও বেশী মূল্যের মাল উৎপন্ন হইতেছে। একটী পুরাতন statistics হইতে কয়েকটী figure উদ্ধৃত করিলাম। উহা হইতে বাৎসরিক রপ্তানীর পরিমান সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা জন্মিবে।

সাল	কত মূল্যের পশমী দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছিল।
১৯১৩—	৩৫০ লক্ষ পাউণ্ড
১৯১৪—	২৮৭ „ „
১৯১৫—	৩১১ „ „

বিলাতে পশমের ব্যবসায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু ভারতবর্ষও এ বিষয়ে নিতান্ত পশ্চাতে পড়িয়া নাই। দার্জ্জিলিং, কলিম্পীয়াং প্রভৃতি স্থানকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের পশম ব্যবসায় বিরাট আকারে গড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবাসীর তহোতে স্থান নাই। ব্যবসায়টী সম্পূর্ণরূপে ইংরাজের হাতে। ইংরাজের মূলধনে ইংরাজের তত্ত্বাবধানে ইহা পরিচালিত হইতেছে। কাজেই মাল দেশী হইলেও সেই মাল ক্রয় বিক্রয় করিয়া যে মুনাফা হইতেছে তাহার পনর আনা সাড়ে তিন পাই যাইতেছে ইংরাজের পকেটে, আর বাকী আধ পাই মেষ-পালক, লোম সংগ্রহকারী এবং দালাল প্রভৃতি সকলে মিলিয়া ভাগ যোগ করিয়া লইতেছে।

ভারতে পশম ব্যবসায়ের সহিত এক পাটের ব্যবসায়ের তুলনা করা যাইতে পারে। পাটও বাংলার একচেটে। সমগ্র জগতে পাটের চাহিদা যাহা, তাহার বার আনাই একমাত্র বঙ্গদেশ যোগাইয়া আসিতেছে। রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলার কৃষককুল বর্ষে বর্ষে এই পাট উৎপন্ন করিতেছে। কিন্তু তাহাতে লাভ হইতেছে কাহার? দরিদ্র কৃষকের? দরিদ্র বাঙ্গালীর? না না বাঙালীর তাহাতে লাভ নাই। বাংলার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার অধিকার বাঙালীর নাই। তাই পাটের ব্যবসায় সম্পূর্ণ রূপেই বিদেশীর হস্তগত। পাটের কলগুলি বিদেশীর অর্থে বিদেশীর পরিচালনায় বৈদেশিকের স্বার্থ রক্ষা করিতেছে। তবে কি পাটের ব্যবসায়ে দেশ বাসীর আদৌ কোন স্থান নাই? হাঁ আছে বৈ কি? Hewers of wood and drawers of water ভারতবাসী বৈ আর কে হইবে? কুলী-গিরি করিবে কাহারা?

পাটের ব্যবসায়ে ভারতবাসী স্থান পায় না প্রধানতঃ দুইটী কারণে।

(১) প্রথমতঃ তাহাদের এত বেশী মূলধন নাই যে ইংরাজের বিপুল মূলধনের সহিত প্রতি-যোগিতা করিতে পারে।

(২) দ্বিতীয়তঃ ভারতবাসীর চোখ ফুটিবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই ইংরাজ ব্যবসায়ীগণ এমন করিয়া আসর জাঁকিয়া বসিয়া আছে এবং তাহাদের বিভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে এরূপ একতা বিস্ত-

মান এবং তাহারা এরূপ ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ যে এখন শত চেষ্টা করিয়াও ভারতীয়েরা পাট ব্যবসায়ের আসল ক্ষীরটুকুর মধ্যে আদৌ প্রবেশ লাভই করিতে পারিতেছে না—কেবল দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইতেছে মাত্র।

পশমের ব্যবসায়ে ভারতবাসীর পিছাইয়া থাকিবার কারণ ও উহাই।

ভারতবর্ষের মধ্যে সাধারণতঃ উত্তর হিমালয় ও তিব্বতীয় প্রদেশ সমূহেই বিস্তৃত ভাবে মেষপাল পালিত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত স্থানের মেষ সমূহের লোম খুবই মূল্যবান; কেননা উহা যেমন দীর্ঘ তেমনই নরম, গরম ও শক্ত। পার্ব্বত্য জাতিরা মেষ পালন করে। ইংরাজ সওদাগরগণ দালালের সাহায্যে প্রত্যেক মেষপালককে অগ্রিম 'দাদন' দিয়া রাখে। প্রত্যেক ঘাটিতে ঘাটিতে তাহাদের লোক আছে। কাজেই দাদন খাইয়া কেহ যে অন্যত্র মাল বিক্রয় করিবে—তাহার উপায় নাই। মেষ পালকগণ অশিক্ষিত—বিশেষতঃ তাহারা বড়ই দরিদ্র, কাজেই এক প্রকার বাধ্য হইয়াই তাহারা দাদন গ্রহণ করে। অথচ ইহার ফল অতীব মারাত্মক। অপরে অধিক মূল্যে কিনিতে চাহিলেও তাহাকে মাল বিক্রয় করিবার অধিকার নাই—অল্প মূল্যেই দাদনদাতৃগণের নিকট সমস্ত মাল বিক্রয় করিতে হইবে।

এ পর্য্যন্ত কোন ভারতবাসীই যে পশমের কারবার অধিকার করিবার চেষ্টা করেন নাই তাহা নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাঞ্জাবের লালা হংসরাজ প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী হিমালয় ও তিব্বতের মেষপালকদিগের নিকট হইতে সরাসরি পশম ক্রয় করিয়া এ দেশের মজুরের দ্বারা কাপড় বোনাইয়া প্রকৃতই একটী স্বদেশী পশমী কাপড়ের কারখানা খুলিতে কৃত-

সঙ্কল্প হন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন ইংরাজ বণিকদিগের সহিত প্রতিযোগীতা করা এরূপ অসম্ভব। বলিলেই চলে। আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত কারণ দুইটাই যে তাঁহাদের এই ব্যর্থতার কারণ তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

আমরা বলিয়াছি—লালা হংসরাজ প্রভৃতি কয়েকজন মিলিয়া ভারতবর্ষে একটি "প্রকৃত স্বদেশী কারখানা" স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে অনেকেই হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে কি বর্ত্তমানে ভারতে যে সমস্ত স্বদেশী পশমের কারখানা রহিয়াছে সেগুলি কি অপ্রকৃত?

কাশ্মীরী ও পাঞ্জাবই পশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত। কাশ্মীর শাল আদরের সহিত সকলে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সকলেই জানেন সেগুলি স্বদেশী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ গুলিকে স্বদেশী বলা যায় না। কেন না প্রতি বৎসর ফ্রান্স জার্ম্মেণী প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ গজ পশমী কাপড় লাহোর, অমৃতসর এবং কাশ্মীরে রপ্তানী হইয়া থাকে। পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের পশমের কারখানা সমূহে ঐ কাপড়গুলিকে শালের আকারে কাটিয়া তাহার উপর পাড় ও নকাশি তোলা হয় মাত্র।

এইরূপে ফ্রান্স ও জার্ম্মাণী হইতে আমদানী করা থান্ থান্ পশমের কাপড়ের উপর পাড় বসাইয়া শাল ও আলোয়ান তৈয়ারী হইয়া এই সকল দ্রব্য দেশী জিনিষ নামে এদেশে বিকাইতেছে।

একদিন ঢাকাই মসলীনের ন্যায় কাশ্মীরী শালের খ্যাতি জগতের সর্ব্বদেশে প্রচারিত হইয়াছিল—এদেশের শিল্পীর অদ্ভুত কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া সমস্ত সভ্য জগৎ বিস্মিত নেত্রে ভারতের দিকে তাকাইয়া থাকিত। কিন্তু সেদিন আর নাই। যে কারণেই হৌক যেমন

করিয়াই হোক ভারতের সে গৌরবের দিন চলিয়া গিয়াছে ; যাহা পড়িয়া আছে তাহা তাহার ছায়া মাত্র। আজ কাশ্মীরী শাল স্বদেশী বলিয়া বাজারে বিকাইতেছে বটে, কিন্তু যাহার জমি বিদেশে প্রস্তুত হইয়াছে—এমন কি সেই জমির উপাদান পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ বিদেশ হইতেই সংগৃহীত—এদেশে তাহার পাড় বসান হইয়াছে বলিয়াই, কেমন করিয়া তাহাকে "পূর্ণ স্বদেশী" বলিয়া স্বীকার করিব ? ইহা অপেক্ষা বাজারের বিলাতি পশমী কাপড় যে ঢের বেশী স্বদেশী। আর যাহা হউক আর নাই হউক তাহার পশমগুলি ভারতবর্ষ হইতেই সংগৃহীত, তাহার মূল্য ভারতবাসীই পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত দালাল, কারিগর সকলেই এদেশী, কাজেই এ কাজ হইতে তাহাদের ও কিছু না কিছু লাভ হইয়া থাকে। অবশ্য এক্ষেত্রে মূলধন ইংরাজের, কাজেই মুনফার প্রধান অংশও তাহাদেরই সিন্দুকজাত হয়।

কাশ্মীরী শালকে "পূর্ণ স্বদেশী" বলিতে অস্বীকার করিতেছি বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন আমি বিলাতি কাপড়কেই দেশী কাপড় বলিতে চাই। পাড় ও নকাশি তোলার কাজও পশম শিল্পের একটী অঙ্গ এবং উহাকে একটী প্রধান অঙ্গই বলিতে হইবে। কাজেই কাশ্মীরে যে পশম শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার প্রতি প্রত্যেক স্বদেশভক্তেরই সহানুভূতি প্রকাশ করা উচিত।

যাহা হউক আজকাল ভারতবর্ষে অনেকগুলি ছোটবড় দেশী কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে। ধারিয়ালে অনেকগুলি পশমী বস্ত্র তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তাহাছাড়া Eagerton Woollen Mills,Elgin Mill Kalimpong Homes এবং কানপুরের কয়েকটী কারখানার নাম সর্ব্বজনবিদিত।

শেষোক্ত কারখানাগুলি বিদেশীয়দিগের উদ্যোগে এবং প্রধানতঃ বিদেশী মূলধনে স্থাপিত হইলেও ইহারা প্রধানতঃ ভারতের পশম ব্যবহার করে এবং ইহাদের কারখানাও ভারতীয় শ্রমিক দ্বারা পরিচালিত হয় ; সুতরাং ব্যবসায়ের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত (From the field to the market) এদেশবাসীরাই উপকৃত হইতেছে। অবশ্য ধনী বা Capitalists হিসাবে বিদেশীরা লভ্যাংশ প্রতি বৎসর পাইতেছে সত্য ; কিন্তু এইখানেও একটি কথা ভাবিবার আছে।

কারখানা স্থাপনের সময় অনুষ্ঠানগুলি সমস্তই বিদেশী মূলধনের দ্বারা স্থাপিত হইলেও (Originally started with foreign Capital) অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে এই সকল কোম্পানীর বহু অংশ এদেশীয় লোকেরাই খরিদ করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহারাই এখন লভ্যাংশ পাইতেছেন।

(ক্রমশঃ)

দি হাউস্ অফ্ লেবারস্ লিঃ, কুমিল্লা।

(কর্ম্মী-ভবন বা শ্রমিকদিগের কারখানা।)

ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে হইলে যে যে উপকরণের প্রয়োজন অনেকে তাহার মধ্যে অর্থ-টাকেই অনর্থক বড় করিয়া দেখেন। তাঁহারা বলেন--"প্রচুর মূলধন না থাকিলে ব্যবসা বাণিজ্যের কথা মুখে আনা বাতুলতা মাত্র; ব্যবসা করিতে পারে বড় লোকে—আমাদের মত গরীব লোকের চাকুরী করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।"

আমরা বহুবার এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছি। বহু ঘটনার উল্লেখ করিয়া, বহু কাজ কর্ম্মের সন্ধান বলিয়া দিয়া আমরা একাধিক বার দেখাইয়া দিয়াছি যে ব্যবসায় করিতে গেলে আসল প্রয়োজন মূলধনের নহে, আসল প্রয়োজন কর্ম্ম-প্রচেষ্টার। মানুষ চাই। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অধ্যবসায়শীল, পরিশ্রমী, কর্ম্মী মানুষের প্রয়োজন। তাহার কর্ম্ম শক্তিই ব্যবসায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহার সততা ও অধ্যবসায় উহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে। যাঁহারা একমাত্র মূলধনের অভাবেই ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিতেছেন না—তাঁহাদিগের কোন কালেই ব্যবসায়ে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা নাই।

ব্যবসায় করিতে গেলে যে মূলধনের প্রয়োজন—এ কথা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু এমন ব্যবসা ও আছে যাহাতে আদৌ মূলধনের প্রয়োজন নাই, কিম্বা নাম মাত্র মূলধনেই কাজ আরম্ভ করা যায়। ইংরাজীতে যে প্রবচন আছে "ইচ্ছা থাকিলে উপায়ের অভাব হয় না"—ইহা নিতান্ত নিরর্থক নহে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকিলে মানুষ কি না করিতে পারে? দুর্জ্জয় ইচ্ছা-শক্তির নিকট সমস্ত বাধা বিপত্তি চূর্ণ হইয়া যায়। আল্‌প্‌সের মত দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতও যে নেপোলিয়ানের নিকট মাথা নত করিতে বাধ্য হইয়াছিল—সে কি কেবল নেপোলিয়ানের অমিত সৈন্য-বল ছিল বলিয়া? তাহা নহে। নেপোলিয়ানের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও অসীম মন বলই এ ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াছে। সেনানায়কগণ ভীত চিত্তে বলিলেন—"আল্‌প্‌স উল্লঙ্ঘন! একেবারেই অসম্ভব।" সম্রাটের চিত্ত কিন্তু তাহাতে টলিল না—জলদগম্ভীর স্বরে তিনি উত্তর করিলেন—"অসম্ভব—একথা কাপুরুষের উক্তি

* এই প্রবন্ধের চিত্রগুলি প্রবাসী কর্ম্মকর্ত্তার সৌজন্যে প্রাপ্ত। সম্পাদক।

মাত্র! পর্ব্বত ভিঙাইতেই হইবে।" ঐতিহাসিক জানেন তিনি তাঁহার বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া ছিলেন।

মানুষ কত অসম্ভবকে সম্ভব করিতেছে, কত অভাব্যকে ভাব্য করিতেছে—মানুষের শক্তির সীমা নাই। তাহার শক্তিকে টাকা কড়ি অপেক্ষা খাট করিলে মানুষকে অপমান করা হয়। মানুষ হইয়া মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিব কেন?

ইচ্ছা থাকিলে উপায় আপনা হইতে জুটিয়া যায়—কেমন করিয়া যায়, তাহা বলিতে পারি না—তবে জুটিয়া যায় যে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত চ'খের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। প্রকৃতির নিয়মই বোধ হয় তাহাই। সমুদ্র হইতে সহস্র সহস্র মাইল দূরে কোন্ অত্যুচ্চ গিরি শিখরে যাহার জন্ম হইল সে জল-স্রোত ত জানে না কোন্ পথ ধরিয়া কেমন করিয়া কান্তার প্রান্তর পার হইয়া সমুদ্রের সাথে মিশিতে হইবে? কিন্তু সাগরে মিশিবার তাহার যে দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা, তাহাই তাহাকে পর্ব্বত কন্দরের অন্ধকার কারা হইতে দিনের আলোকে টানিয়া বাহির করিয়া আনে, ইচ্ছা-শক্তি তাহাকে গতি দেয়, গতি-বেগ পথ কাটিয়া লয়, কাহাকেও ভাবিতে হয় না, কাহাকেও দেখাইতে হয় না, নদী আপনার পথ আপনি পরিষ্কার করিয়া দ্রুত, আরও দ্রুত সাগরাভিমুখে ছুটিয়া চলে। সে যদি প্রথমেই পথের কথা ভাবিতে বসিত, বাধার সংখ্যা গুণিতে বসিত তাহা হইলে বোধ হয় তাহার ভাগ্যে আর সাগর সঙ্গম ঘটিয়া উঠিত না, ভয়েই অন্তরাত্মা শুকাইয়া যাইত।

"জীবিকা অর্জ্জনের স্বাধীন পথ অবলম্বন করিব যে, প্রাণান্তেও দাসত্ব করিব না—"এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই কর্ম্মী-জীবনের মূলমন্ত্র হওয়া চাই। জীবনের মঙ্গল প্রভাতে কর্ম্ম ক্ষেত্রের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করা চাই—

"যদি হই দীন,
না হইব হীন
না লব পরের ভিক্ষা—"

দেখিবে, তোমাকে দীন দরিদ্র হইয়া চিরদিন দুঃখে কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে না, জয়শ্রী তোমার কণ্ঠে ঐশ্বর্য্যের মহার্ঘ্য মাল্য দোলাইয়া দিবে।

স্বাবলম্বীর সহায় যে ভগবান—একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নিজে চেষ্টা না করিলে দুনিয়ার লোক আসিয়াও তোমাকে দৌড় ঝাঁপে পোক্ত করিয়া তুলিতে পারিবে না। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই যাঁহারা বড় হইয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশকেই নিজের চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা বড় হইতে হইয়াছে। যত বড় বড় কারবার দেখিতে পাই, তাহার সকলেরই আরম্ভ সামান্য হইতে। আদর্শের অভাব নাই, সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

ইচ্ছা থাকিলে বিনা মূলধনেও কী ভাবে ব্যবসায়ে উন্নতি করা যায় তাহার একটী দৃষ্টান্তের কথা আজ উল্লেখ করিব। ইতিহাস খুঁজিতে হইবে না, বিদেশের পানে তাকাইবার প্রয়োজন নাই, অতীতের লুপ্ত স্মৃতি আলোড়িত করিতে হইবে না—এই বাংলা দেশে, এই বর্ত্তমান যুগে এই বাংলারই কয়েকটী যুবক মিলিত হইয়া কেবল সততা ও পরিশ্রম বলে কয়েক বছরের মধ্যেই কী বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার দুই এক টুকরা ছবি কর্ম্মহীন পথহারা বাংলার চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চাই।

যে প্রতিষ্ঠানটীর কথা বলিতে যাইতেছি তাহার

হাউস্ অফ্ লেবারার্স কর্তৃক নির্ম্মিত বারানাপুর চা কারখানা।
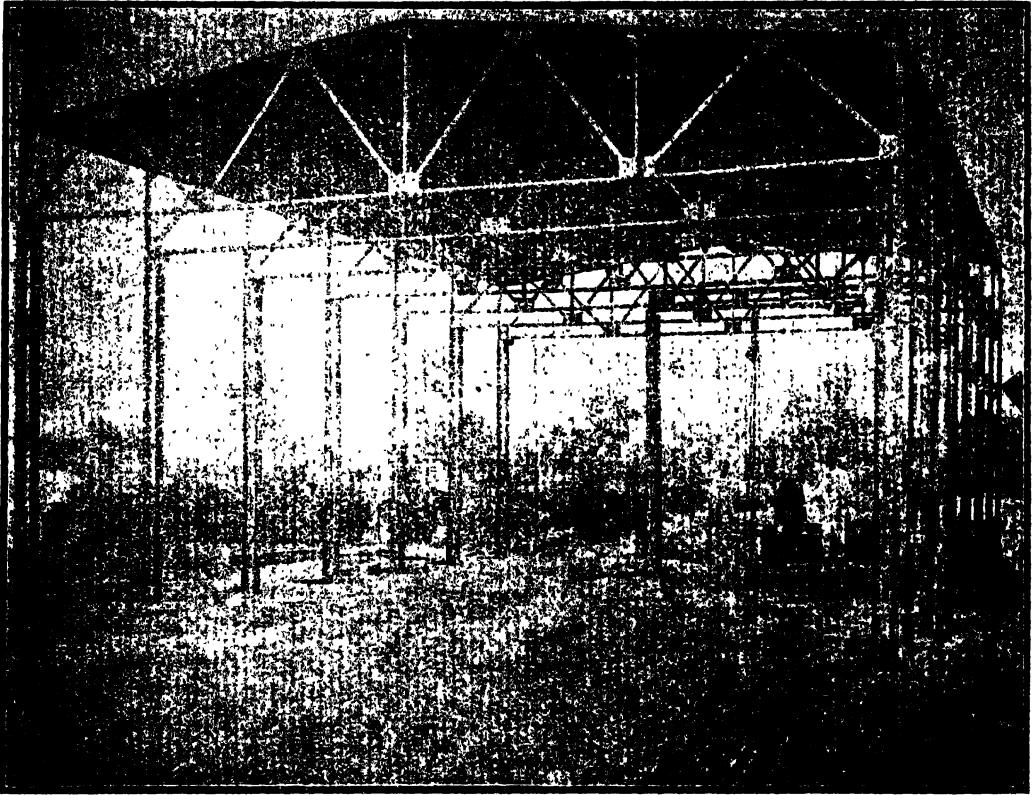
হাউস্ অফ্ লেবারাস'এর কর্ম্মীগণ একটী কলে কাজ করিতেছেন।

নাম "দি হাউস্ অফ্ লেবারাস' লিমিটেড্"। অসহযোগ আন্দোলনের দিনে যখন ভাবের বন্যায় সমস্ত ভারত ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল তখন কয়েক জন অসহযোগী ও রাজবন্দী বাঙ্গালী যুবক দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত কুমিল্লা সহরের একটী ক্ষুদ্র কক্ষে ছোট একটী ওয়ার্কসপ খুলিয়া বসেন। তাঁহাদের মূলধন ২১০৲ টাকা মাত্র। ঐ টাকা তাঁহারা আপনাদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করিয়া ছিলেন।

যখন তাঁহারা প্রথম ওয়ার্কসপ টী খুলিয়া বসেন তখন কেহই তাঁহাদিগের বুদ্ধির তারিফ করে নাই। একে কুমিল্লার মত সহর, তাহার উপর মূলধন মাত্র ২১০৲ টাকা, আবার কর্ম্মীর দল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ—বিজ্ঞের দল মাথা দোলাইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল যে নির্ব্বোধ যুবকদল হুজুগে মাতিয়াছে, দু দিনেই বাস্তবের সংঘাতে নেশার ঘোর কাটিয়া যাইবে; সমবয়স্ক ছেলেরাও নানাবিধ অপ্রীতিকর সমালোচনা করিতে ত্রুটি করিল না। কিন্তু মুক্তির গান যাহাদের অন্তরকে আকুল করিয়াছে, তাহাদের বাহিরের লোকের সমালোচনা শুনিবার

হাউস্ অফ্ লেবারাসের কর্ম্মিগণ মধ্যস্থলে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—

অবকাশ কোথায়? সহানুভূতির অভাব যুবক-দলকে শঙ্কিত করা দূরে থাকুক বরং তাহাদিগকে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দুর্জ্জয় করিয়া তুলিল।

সাধু সংকল্প লইয়া দৃঢ়ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইলে কোথা হইতে কেমন করিয়া যে সাহায্য আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা কেহ বলিতে পারে না। লেবার হাউসের যুবকগুলি খুবই সততা ও অধ্যবসায় সহকারে কাজ করিতেছে দেখিয়া কুমিল্লার স্বনাম খ্যাত বাবু মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ তাহাদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। তিনি কিছুদিন যাবৎ ইহাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি নিজে একজন কৃতী ব্যবসায়ী, নিজের চেষ্টায় অতি সামান্য হইতে বিরাট ব্যবসায় গড়িয়া তুলিয়াছেন। কাজেই লোক চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হয় না। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যুবকগুলি সত্য সত্যই ব্যবসায়ে উন্নতির জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিতেছে, তাহারা সাধু, কর্ম্মঠ এবং পরিশ্রমী, তখন তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাহাদিগকে ২০০০৲ টাকা ধার দিলেন এবং বলিলেন—"যখন তোমাদের ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে তখন তোমরা সুবিধা মত ঐ টাকা পরিশোধ করিও।" ঐ টাকার জন্য কোনরূপ দলিল দস্তখত হইল না, কেহ সাক্ষ্য রহিল না, কেবল জামীন রহিল তাঁহাদের আত্মসম্মান জ্ঞান ও সততা। মহেশবাবুর অর্থসাহায্য পাইয়া ওয়ার্কসপটী দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে ধাবিত হইল। বলা বাহুল্য তাঁহারা এখন ঐ টাকা সুদ সমেত পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন—যদিও গোড়ায় সুদ দিবার কোন কথা হয় নাই।

দুই শত দশ টাকা লইয়া যাহার পত্তন

হাউস্ অফ্ লেবারার্সের আফিস গৃহের সম্মুখে পরিচালকবর্গ।

হইয়াছিল—এখন সেই ব্যবসায়ে কয়েক লক্ষ টাকা খাটিতেছে। ১৯২৭ সালে নেট লাভ হইয়াছে প্রায় ১১০০০৲ টাকা। ১৯২৮ সালে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার কাজ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। "হাউস অফ্ লেবারার্স" বা "কর্ম্মী-ভবন" কুমিল্লা সহরের মধ্যে আজ একটী দেখিবার বস্তু। ইহার কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে। কুমিল্লা ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী সমস্ত স্থানের যাবতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ "কর্ম্মী-ভবনের" একচেটে বলিলেই চলে। চা বাগিচার চাকু এবং লোহার ঘর ও পুল তথায় প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। তাহা ছাড়া লোহা লক্কড়ের যাবতীয় সরঞ্জাম সেখানে নিপুণতার সহিত মেরামত করা হয়। খুব বড় বড় কোম্পানী তাহাদিগের দ্বারা কাজ করাইয়া থাকে। দি কাছাড় নেটিভ জয়েণ্ট ষ্টক্ কোং লিমিটেড, ভারত সমিতি লিঃ, দি অল্ ইণ্ডিয়া টি এণ্ড ট্রেডিং কোং লিমিটেড প্রভৃতি ভারতীয় কোম্পানী, এমন কি মেশার্স জার্ডিন স্কীনার এণ্ড কোং, মেশার্স বেগ ডান্‌লাপ এণ্ড কোং, মেশার্স ডান্‌কান ব্রাদার্স প্রভৃতি ইংরাজ কোম্পানী ও "কর্ম্মী ভবন"কে কাজ কর্ম্মের অর্ডার দিতে কুণ্ঠিত হয় না। সহরের এক ক্ষুদ্রায়তন কক্ষে একদিন যাহার জন্ম হইয়াছিল আজ তাহা রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকটে একখানি প্রকাণ্ড বাড়ীতে একটী নানা যন্ত্র সম্বলিত বৈজ্ঞানিক ওয়ার্কসপে পরিণত হইয়াছে। "কর্ম্মী ভবনের" মূল্য আজ লক্ষ টাকার কম হইবে না।

এইবার কর্ম্মী ভবনের দুই চারিটি বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করিব। ঐ কয়টী বৈশিষ্টের জন্য বস্তুতঃই উহা যুবক ও শিক্ষিত বাঙালীর গৌরবের বস্তু হইয়াছে।

প্রথমতঃ, ইহা একমাত্র লাভের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া ক্রেতার সুবিধার কথা ভাবিয়া অল্প মূল্যে মাল পত্র তৈয়ারী করিয়া দেয়। ইচ্ছা করিলে ইঁহারা প্রচুর লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু কেবল ব্যবসায় করিবার জন্যই তাঁহারা কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন নাই, দেশ সেবাও তাঁহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য,তাই সাধারণতঃ তাঁহাদের লাভের মাত্রা ১০°/০এর বেশী ছাড়াইয়া উঠে না।

দ্বিতীয়তঃ, লভ্যাংশ প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে ভাগ যোগ করিয়া না লইয়া মূলধনের সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে মূলধন ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। ইহাতে যত শীঘ্র ব্যবসায়ের প্রসার হইয়া থাকে এমন আর কিছুতে হয় না।

তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহারা সকলেই ঐ কারখানায় কাজ শিখিয়াছে। বর্ত্তমানে প্রায় ৭৫ জন কর্ম্মী আছে। ইহাদের মধ্যে বি, এস্ সি, এম্ এস্ সি প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রীধারী যুবকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। সাধারণতঃ ভদ্র শ্রেণীর মধ্য হইতেই কর্ম্মী শ্রেণী নির্ব্বাচিত করা হয়! কেহই শারীরিক পরিশ্রম করিতে ভীত নহেন। ইহাদের নিকট ছোট বড় কাজ নাই—সকল কাজই সমান: কোদাল পাড়া হইতে হাতুড়ী পেটা পর্য্যন্ত সকল কাজই এই শিক্ষিত ভদ্র যুবকগণ সানন্দচিত্তে করিয়া থাকেন। বাংলার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে?

চতুর্থতঃ, কর্ম্মী বা প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে বিন্দু-মাত্র মনের অমিল নাই। যে যুবক কয়জন ইহার পত্তন করিয়াছিলেন আজও তাঁহারা সকলেই একযোগে কাজ করিতেছেন।

'কর্ম্মীভবন' বাংলায় স্থাপিত না হইয়া পৃথিবীর আর কোন দেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার যে সমস্ত বিশেষত্বের জন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেছি তাহা করিবার হয় ত বিশেষ কোন কারণ ঘটিত না। কিন্তু বাংলায় ইহা সত্য সত্যই অভিনব এবং আদর্শ স্বরূপ।

যে শস্যশ্যামলা সোনার বাংলা দেশ বিদেশে অন্ন বিতরণ করিয়া যুগে যুগে ধন্য হইয়া আসিয়াছে—আজ সেখানে এক মুষ্টি তণ্ডুলের জন্য মারামারি কাড়াকাড়ির অন্ত নাই। বাঙালী আজ অন্নের কাঙালী হইয়া হাহাকার ধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভরাইয়া তুলিতেছে। এই দারুণ অন্ন কষ্ট, দুঃখ দারিদ্র্য ঘুচাইতে হইলে কেবল কৃষির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না, যাহার দ্বারা তাহার দ্বিগুণ অর্থ উপার্জ্জিত হয় সেই শিল্পবাণিজ্যের পথ ধরিতে হইবে। শিল্প-বাণিজ্যে উন্নতি করিতে গেলে মূলধনের দরকার, পরিশ্রমের প্রয়োজন। বাঙালীকে এতদিন শোনান হইয়াছে যে ব্যবসায় করিবার যোগ্যতা তাহার নাই, তাহার মূলধন নাই, পরিশ্রম করিবার সে নাকি সম্পূর্ণরূপেই অনুপযুক্ত। শিক্ষিত এবং ভদ্র যুবকদিগের উপর এই নিন্দা অজস্র ভাবে বর্ষিত হইয়াছে। সেই নিন্দার তীব্র এবং জীবন্ত প্রতিবাদ হইতেছে কুমিল্লার ঐ "কর্ম্মী ভবন"।

বাঙালী ইচ্ছা করিলে সবই করিতে পারে। সমস্ত দুনিয়ার লোকের নিকট যাহা সহজ, বাঙালীর নিকট তাহা কঠিন হইয়া উঠিবে কেন? শিক্ষিত বাঙালীও যে "মানুষ," তাহারা যে কেবল নন্দলাল সাজিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে কলম পিষিতে পারে তাহা নহে, ইচ্ছা করিলে তাহারাও যে বীরের ন্যায় আগুন ও লোহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে, তাহার জলন্ত নিদর্শন ঐ

"কর্ম্মীভবন"। "কর্ম্মীভবন" বাঙালীচরিত্রের আরও একটী অপবাদ সম্পূর্ণরূপে অপনোদন করিয়াছে—তাহারা দেখাইয়াছে যে, বাঙালীরাও পাঁচজনে মিলিয়া একত্রে কাজ করিতে পারে।

যে কয়জন যুবক একত্র হইয়া কর্ম্মীভবনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহারা আজও সম্মিলিত ভাবেই কাজ করিয়া যাইতেছেন। ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই। অবশ্য দুনিয়ার সকল জাতিই মিলিয়া মিশিয়া কাজ করে। বড় বড় কারখানা, বড় বড় ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছে দশজনের সম্মিলিত চেষ্টার বলে। কিন্তু বাংলা দেশে ঐ ধরণের দৃষ্টান্তের বড়ই অভাব। তাই বঙ্গীয় শিল্পবিভাগের কর্ত্তা ওয়েষ্টন সাহেব কিছুদিন পূর্ব্বে "কর্ম্মীভবন" পরিদর্শন করিতে গিয়া যখন শুনিলেন যে ইহার উদ্যোক্তাগণ আজও সকলে একযোগে কাজ করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে আদৌ মনের অমিল নাই, তখন তিনি রীতিমত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"হাঁ, এদেশে ইহা নূতন বটে।" এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে ওয়েষ্টন সাহেব প্রথমাবধি এই কর্ম্মীদলকে নানা ভাবে উৎসাহিত ও সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন।

কর্ম্মীভবন শুধু কুমিল্লার কেন, সমগ্র বাংলার গৌরবস্থল। ইহা দিন দিন উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে। কর্ম্মীদিগের কর্ম্ম প্রচেষ্টাও আজ একই বিষয়ে নিবদ্ধ নাই—উহা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে উঁহারা ১১০০ একর জমী অধিকার করিয়া Pearless Tea Co. Ltd নাম দিয়া একটী চা বাগিচার যৌথ কারবার খুলিয়াছেন। ঐ কোম্পানীর মূলধন দুই লক্ষ টাকা, প্রত্যেক সেয়ারের মূল্য ২৫৲ টাকা মাত্র। শুনিলাম অধিকাংশ সেয়ারই ইতিমধ্যে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। বাকী যে সেয়ার অবশিষ্ট আছে, তাহা সাধারণে কিনিতে পারেন। বাগানে চাষের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ১৯২৮ সালে ২০০ একর জমীতে চায়ের আবাদ হইয়াছে।

এই নবীন প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে আরও অনেক কথাই বলিবার আছে। কিন্তু সে সব বলিতে গেলে এখন সহজে কথা ফুরাইবার সম্ভাবনা নাই। তাই সে চেষ্টা না করিয়া আমরা শুধু ঈশ্বর-সমীপে এই প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

সর্ব্বশেষে আমরা আবার সেই প্রথমোক্ত কথার পুনরুক্তি করিব। কেবল মাত্র মূলধনের অভাবে দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হইতেছে না—একথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কর্ম্ম-শক্তি ও কর্ম্ম-নিষ্ঠাই ব্যবসায়ের প্রকৃত মূলধন। সাহস সহকারে কর্ম্মক্ষেত্রে দৃঢ়তা ও সততার সহিত কাজ করিতে থাকিলে অভাবনীয় ভাবে অজ্ঞাতস্থান হইতে অর্থ সাহায্য আসিয়া উপস্থিত হয়। কর্ম্মীভবনের উদ্যোক্তগণ কি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিলেন মহেশ বাবু—ঈশ্বর প্রেরিত দেবদূতের ন্যায় অযাচিত ভাবে তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন? কিন্তু তাঁহারা তাহা না ভাবিলেও সৎপ্রচেষ্টার পুরস্কার আছেই। কোথা হইতে কেমন করিয়া যে সে পুরস্কার আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

কবি আমাদের মাতৃভূমিকে রত্নপ্রসবিনী এবং সকল দেশের রাণী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা কল্পনা নহে, নিছক সত্য কথা। এই দারুণ দুর্দ্দিনে, যখন বাঙ্গালী আমরা অনাহারে অর্দ্ধাহারে মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছি তখনও বাংলা নিঃস্ব হইয়া পড়ে নাই। মা আমাদের আজও রত্নপ্রসবিনী, নানাবিধ

মহার্ঘ অলঙ্কার আজও তাঁহার দেহে ঝলমল করিতেছে। সেই রত্নসম্ভার লুণ্ঠন করিতেছে বাংলায় ছত্রিশ জাতির আবির্ভাব।

বাঙ্গালীর যদি আজ কিছুর অভাব থাকে—তবে সে অন্নের নহে, কর্ম্মের। চাই আজ অদ্ভুদ্-কর্ম্মা একদল কর্ম্মী, যাহাদের বিপদের সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি আছে, ব্যর্থতার মধ্যে অবিচলিত থাকিবার সাধনা আছে, যাহারা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসপরায়ণ,দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অথচ সাধুস্বভাব। ইঁহারাই জীবনযুদ্ধে জয়মাল্য অর্জ্জন করিতে পারিবেন—দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিবার স্পর্দ্ধা রাখেন যাঁহারা, তাঁহারা এই কর্ম্মিদল। আমরা নবীন বাংলার উদ্বোধক, নবযুগের অগ্রদূত কর্ম্মীদলকে কর্ম্মক্ষেত্রে সাগ্রহে আহ্বান করিতেছি, তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি,আর ভগবৎসকাশে প্রার্থনা করিতেছি—বাংলার নগরে নগরে, বাংলার পল্লীতে পল্লীতে বাংলার যুবকগণ নিত্য নূতন নূতন কর্ম্মীভবন গড়িয়া তুলুন। দেশের যদি কিছু উপকার করিতে হয়—তবে তাহাতেই হইবে।

রেডিও যন্ত্রের ব্যবসায়ের কথা।

"ব্যবসা ও বাণিজ্য" বেতার সঙ্গীত বা আকাশের গান শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বাংলা ও আসামের নানাস্থান হইতে বহুলোক আকাশ কলের-গানের এজেন্সী লইবার জন্য আমাদিগকে পত্র লিখিতেছেন। ইহা অবশ্যই শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। দেশে আজ যে দারুণ অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে ঝোঁকের অভাবই তাহার মূল কারণ। যাঁহারাই একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই চাকুরী করিতে চান, কিন্তু আফিসে অত চাকুরী খালি নাই, তাই ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিতে হয়। ফলে দারিদ্র্য, অন্নকষ্ট, হাহাকার।

বাঙালীর প্রাণে যে ব্যবসা করিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে ইহা বেশ বুঝিতে পারি। কোন কিছুর সংবাদ বলিবামাত্র চারিদিক হইতে সে সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন আসিতে থাকে। ইহা শুভ লক্ষণ। অধিকাংশ স্থলেই সে সকল প্রশ্ন অকেজো বা অনর্থক হইলেও বলিব—ইহা শুভ লক্ষণ; কেনন বাঙালী যুবকের এই অনুসন্ধিৎসা এক নূতন যুগের সূচনা করিতেছে। রেডিও এবং তৎসম্পর্কীয় যন্ত্রপাতির ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। আজ যেমন গ্রামোফোন বা হারমোনিয়াম দি বাদ্যযন্ত্রের ছড়াছড়ি, একদিন রেডিও যন্ত্রের সেইরূপ ছড়াছড়ি হইবে এবং সেদিন খুব বেশী দূর নহে। রেডিওর কাটতি হুহু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। তথাপি এ জিনিস এখনও এদেশে নূতন। এখন যাঁহারা ইহার ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিবেন তাঁহাদের উন্নতি অনিবার্য্য।

আমরা যে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর

করিয়াই এমন কথা বলিতেছি—তাহা নহে। এদেশে বাদ্যযন্ত্রাদির ব্যবসায়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রথম যখন এদেশে বিলাতি বাদ্যযন্ত্রাদির আমদানী হয় তখন যাঁহারা উহার এজেন্সী প্রভৃতি লইয়া ব্যবসায় ফাঁদিয়া ছিলেন বাদ্য যন্ত্রের ব্যবসায়ে আজ তাঁহারা শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

যাহা হউক আমরা রেডিওর ব্যবসায়ের কথা বলিতেছিলাম। প্রশ্নকারিগণ এই ব্যবসায় সংক্রান্ত নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেককে পত্রদ্বারা যথাযথ উত্তর দেওয়া অসম্ভব বিধায় নিম্নে এতদ্‌সম্পর্কীয় যাবতীয় সংবাদ প্রকাশ করিলাম।

১। দি রসা ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী বর্ত্তমানে কাহাকেও এজেন্ট নিযুক্ত করিতে চাহেন না; তবে 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে'র নাম করিয়া আবেদন করিলে বিভিন্ন স্থানের জন্য এক এক জন ডিষ্ট্রিবিউটার নিযুক্ত করিতে স্বীকার করিয়াছেন। ১০ হইতে ৩০ মাইল ব্যাসার্দ্ধ বিশিষ্ট স্থানের জন্য এক জনের বেশী ডিষ্ট্রিবিউটার নিযুক্ত করা হইবে না।

২। ডিষ্ট্রিবিউটার প্রত্যেক মালের জন্য বাজার দরের উপর ২৫% কমিশন পাইবেন। কিন্তু তাঁহাকে একযোগে অন্ততঃ ২০০৲ টাকা হইতে ২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত রেডিও যন্ত্রপাতি ষ্টক করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইবে।

৩। অনেকের ধারণা যে রেডিও সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ষ্টক করিতে গেলে সরকার হইতে লাইসেন্স গ্রহণের আবশ্যক। এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। Radio Goods রাখিবার জন্য লাইসেন্সের আবশ্যক করে না। কেবল প্রত্যেক ষ্টেসনের জন্য পোষ্ট আফিস হইতে বার্ষিক ১০৲ টাকার লাইসেন্স লইতে হয়।

৪। বিভিন্ন শক্তি বিশিষ্ট রেডিও সেট্ কিনিতে পাওয়া যায়। রসা এঞ্জিনিয়ারিং কোং তে যে সমস্ত রেডিও সেট আছে তাহাতে দিনমানে ৫ হইতে ৮০০ মাইল এবং সন্ধ্যার পর ১০০০ হইতে ১৫০০০ হাজার মাইল দূর পর্য্যন্ত গান বাজনা শোনা যায়।

৫। ডিষ্ট্রিবিউটার হইবার জন্য কোন সিকিউরিটি বা ডিপজিট রাখিবার আবশ্যক করে না।

৬। রেডিও যন্ত্রপাতির ব্যবসায় ফাঁদিতে গেলে কোন ব্রড্‌কাষ্টিং কোম্পানীর অনুমতি লইবার আবশ্যক নাই।

৭। পোষ্ট আফিসের লাইসেন্স (১০৲) প্রতি বৎসর নূতন করিয়া লইতে হয়।

৮। রেডিও যন্ত্রপাতির ব্যবসায় করিতে গেলে রেডিও সেট্ সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। নচেৎ খরিদ্দারকে trial দিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিবেন না। আবার অনেক সময় একটু আধটু নাড়াচাড়ার জন্য উহার গান ধরিবার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। অতি সহজেই উহা আবার সারান যায় বটে কিন্তু অভিজ্ঞতা না থাকিলে সাধারণ লোকে মনে করিতে পারে যে উহা বুঝি চিরকালের জন্য অকেজো হইয়া গেল, অথবা উহা সারাইতে আবার অনেক পয়সা খরচ হইবে। এইজন্য ঐ সমস্ত দ্রব্যের দোকান করিতে গেলেই এমন একজন লোক চাই যাহার ঐ বিষয়ে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা আছে। আজ কাল কলিকাতায় রেডিও সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য একটী স্কুল খোলা হইয়াছে। কিন্তু "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" গ্রাহকদিগকে পয়সা খরচ করিয়া ঐ স্কুলে শিক্ষালাভ করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। আমাদের নাম করিয়া "রসা এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীতে আবেদন করিলে তাঁহাদের প্রত্যেক ডিষ্ট্রিবিউটারের জন্য তাঁহারা একজন লোককে বিনা খরচায় এ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত শিক্ষাদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

আশাকরি আমাদের গ্রাহকদিগের মধ্যে যাঁহারা রেডিও যন্ত্রের ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা উল্লিখিত সংবাদ হইতে সকল প্রয়োজনীয় কথাই জানিতে পারিবেন।

এ সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় আমাদের নামোল্লেখ করতঃ পত্র লিখিলে সব জানিতে পারিবেন।

The Russa Engineering Works Ltd. (Electrical Dept)
2 Heysham Road, Bhowanipore, Calcutta.

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা ১৩৩৪ সালের বৈশাখ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ,

মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্ত বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭ পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে I. T. J. বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
1 Council House Street,
Calcutta.

১১। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন। পত্র ইংরাজীতে লিখিতে হয়।

কেসীন (CASEIN)।

(আর—৫৩) পেশোয়ারের একটা কোম্পানী কেসীনের ক্রেতা খুঁজিতেছেন।

[I, T, J. ঐ]

গ্লু।

(আর—৫৪) কানপুরের একটা কোম্পানী গ্লু (glue) প্রস্তুত করেন। তাঁহারা উহার ক্রেতা দিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

[I, T, J. ঐ]

কাশ্মীরী পণ্য।

(আর—৫৫) কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের একটী কোম্পানী কাশ্মীরী পণ্য যথা, হাতে বুনা সার্জ, মোজা, মোজ ইত্যাদি সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। যাঁহারা ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা উক্ত কোম্পানীর সহিত পত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

(I. T. J. ঐ)

অভ্র

(আর—৫৬) দক্ষিণ ভারতের গুডুর নামক স্থানের জনৈক পত্র প্রেরক অভ্রের খরিদদারগণের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

বাঘ, গুলবাঘ, চিতাবাঘ, উদবিড়ালী প্রভৃতির চামড়া।

(আর—৫৭) কানপুরের একটী কোম্পানী বাঘ, গুলবাঘ, চিতাবাঘ, উদ্‌বিড়ালী, গোসাপ প্রভৃতি বিবিধ জন্তুর চামড়ার খরিদদার দিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ]

হাতে কাটা পশম।

(আর—৫৭) বুলগেরিয়ার অন্তর্গত ভার্ণা নামক স্থানের একটী কোম্পানী হাতে কাটা পশম (Hand Spun wool) রপ্তানী কারক দিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

পিতলের বাসন।

(আর—৬০) দিল্লীর একটী কোম্পানী ভারতবর্ষের মধ্যে যাঁহারা পিতলের বাসন সরবরাহ করিতে পারেন তাঁহাদের সন্ধান করিতেছেন।

(I. T. J. ৫ই জুন)

কফি।

(আর ৬১) দিল্লীর জনৈক ব্যবসায়ী ভারতীয় কফি সরবরাহকারিদিগের [illegible] আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ৫ই জুলাই)

চীনা-বাদাম।

(আর—৬২) দিল্লীর জনৈক ব্যবসায়ী কলে ছাড়ান চীনা-বাদাম (শাঁস) কিনিতে চাহেন। যাহারা সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

(I. T, J. ঐ)

মহুয়া ফুল।

(আর - ৬৩) কানপুরের একটী কোম্পানী মহুয়া ফুলের ক্রেতৃবর্গের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I. T. J. ঐ)

গালা।

(আর—৬৪) দিল্লীর একটী কোম্পানী গালা সরবরাহকারিদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I. T. J. ঐ)

আয়ুর্ব্বেদীয় গাছ গাছড়া।

(আর—৬৫) আর্জ্জেণ্টিনার অন্তর্গত Buenos Aires নামক স্থানের একটী কোম্পানী আয়ুর্ব্বেদীয় গাছ গাছড়া সরবরাহকারীদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I T J. ঐ)

তুলার বীজের খইল।

(আর—৬৬) কানপুরের একটী ফার্ম তুলার বীজের উৎকৃষ্ট খইল বিক্রয় করিতে চাহেন। যাঁহারা উক্ত দ্রব্য কিনিতে ইচ্ছুক তাঁহারা এ ফার্মের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

(I, T J. ঐ)

[illegible] শিক্ষড়।

[illegible] বিভাগ সাবানের কারখানা [illegible] ইচ্ছুক যুবক দিগকে সর্ব্বতোভাবে [illegible] চাহেন এমন লোকের [illegible] আছে। [illegible]তেছেন।

(I. T. J. ঐ)

সব্জীর বীজ।

(আর—৬৮) পাটনার একটী কোম্পানী আলু, ফুলকপি প্রভৃতি নানাবিধ শাক সব্জীর উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহ করিতে পারেন। ঐ কোম্পানী ক্রেতৃবর্গের সংস্পর্শে আসিতে ইচ্ছুক।

(I. T. J. ঐ)

চীনাবাদাম, তিল, তিসি প্রভৃতি তৈল বীজ।

(আর-৬৯) ইটালীর অন্তর্গত Trieste নামক স্থানের একটী কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা চীনাবাদাম, তিল, তিসি প্রভৃতি তৈলবীজ বিদেশে রপ্তানী করিয়া থাকেন তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ১২ই জুলাই)

রাইসরিষার তৈল

(আর—১০) আয়র্লণ্ডের অন্তর্গত ডাবলিন সহরের একটী কোম্পানী ভারতবর্ষের গুজরাটী রাইয়ের তৈল রপ্তানীকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ১২ই ঐ)

চাউল।

(আর—১১) ইটালীর অন্তর্গত Trieste নামক স্থানের একটী কোম্পানী ভারতের চাউল রপ্তানী কারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I..T,J. ঐ)

সোনা পাতা।

(আর—১২) ইটালীর Trieste [illegible] ...নৈক ব্যবসায়ী ভারতবর্ষ [illegible] রপ্তানী [illegible] একটী কোম্পানী [illegible] অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I. T. [illegible]

মশলা।

(আর—১৩) ইটালীর Trieste নামক স্থানের জনৈক ব্যবসায়ী ভারতবর্ষের মশলা (মরিচ, লবঙ্গ দারুচিনি, ইত্যাদি) রপ্তানী কারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ৫ই এপ্রিল)

চা ও কফি।

(আর - ১৫) ইটালীর অন্তর্গত Trieste নামক স্থানের একটী কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা চা ও কফি রপ্তানী করিতে পারেন তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে চাহিতেছেন।

(I. T. J, ১২ইঐ)

ঘৃত ও সরিষার তৈল

নেপালের সীমান্ত প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ ভেজাল বিহীন বিশুদ্ধ ঘৃত, সরিষা প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া থাকি। যদি কাহারও এই সকল দ্রব্যের দরকার থাকে তবে নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখুন।

শ্রী শ্রীহরি চন্দ্র

[illegible] ভায়া—ফারবেশগঞ্জ

(পূর্ণিয়া)

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

৮ম বর্ষ } কার্ত্তিক ১৩৩৫ { ৭ম সংখ্যা

সাবান প্রস্তুত প্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কোন বিষয়ে Theoretical knowledge (সূত্রাত্মক জ্ঞান বা পুস্তক পড়িয়া জ্ঞান) থাকিলেই যে কোন ব্যবসা (Industry) ভাল ভাবে চালাইতে পারা যাইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ফরাসি ও আমেরিকা দেশ হইতে প্রত্যাগত কতিপয় বঙ্গীয় যুবক যখন আমাদের দেশী সাবানের কারখানায় expert ভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন কত সাবানের মাল মসলাপূর্ণ কড়া (Charged Vats) জ্বাল দিতে নষ্ট করিয়াছিলেন—সাবানের কারখানার মালিকরাই বিশেষ ভাবে জানেন। বিদেশে যাঁহারা সাবান প্রস্তুত শিক্ষা করিতে যান তাঁহাদিগকে বিদেশী কারখানাওয়ালারা হাতে কলমে কোন কার্য্য করাইয়া শিক্ষা দেন না।

আপনি লিখিয়াছেন যে বঙ্গীয় সরকারের শিল্প-বিভাগ সাবানের কারখানা খুলিতে ইচ্ছুক যুবকদিগকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে রাজি আছে। কিন্তু Director of Industries কিরূপে সাহায্য করিতে পারেন ? – যখন আমাদের বঙ্গদেশে গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত সাবানের কারখানা নাই, যাহাতে শিক্ষানবিশেরা নানাপ্রকার ও শ্রেণীর (Various classes & grades) সাবান প্রস্তুত প্রণালী (operations) হাতে হাতে শিক্ষা করিতে পারে। এদিকে কোন ব্যক্তি

(Private individual) বা কারখানা ওয়ালা অপর কাহাকেও সাবান-প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দিবেন না, কারণ ইহাতে নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী Factory গড়িয়া উঠিবে ও তাহাদের লাভে ব্যাঘাৎ ঘটিবে।

সাধারণকে actual experiment দ্বারা হাতে কলমে শিক্ষা দিবার জন্যই মান্দ্রাজী (Madras) গভর্ণমেণ্ট Calicutএ একটী গভর্ণমেণ্টের সাবান প্রস্তুত কারখানা (Factory) করিয়াছেন! এক্ষণে "State Aids to Industries Act" বঙ্গদেশে আইনে পরিণত হইতেছে। আশা করি আমাদের Industry Departmentএর ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় বঙ্গদেশে একটী Soap Factory বা কারখানা মঞ্জুর করাইবেন, যাহাতে আমাদের দেশের বালকেরা পুরা সকল প্রকার সাবান প্রস্তুত করিবার Technology বা কলাবিদ্যা শিক্ষা পায়। Calcutta Soap worksএর কারখানাটী বিক্রী আছে। ইহা স্বল্প মূল্যে ৫০০০০,৬০০০০ টাকায় পাওয়া যাইবে শুনিতেছি। Government এর Expert Sir F. A. Nicholson K. C. I. E. যথার্থই বলিয়াছেন যে "Soap making can only be learnt by making Soap practically". Calicut Government Factoryর কল কব্জা বা সাবান প্রস্তুতের যন্ত্রগুলি (plants) নকল করিয়া মান্দ্রাজে অনেকগুলি ছোট সাবানের কারখানা গঠিত হইয়াছে ও চলিতেছে। Sir Nicholson তাঁহার reportএ লিখিয়াছেন:—

"The plant can best be copied from running plants which have been expressly worked out to suit small Capital, local conditions, specific processes, particular classes of oils available in the district, and cheap labor &. The laboratory and class teaching can be suited to the training of the several grades of expert, manager, Foreman and artisan.

এক্ষণে State Aids Industries Act আইনে পরিণত হইলে Director of Industries গভর্ণমেণ্ট হইতে সাবান কারখানা প্রস্তুত করিবার জন্য সাবান প্রস্তুত শিক্ষা-নবিশদের মূলধন দিয়া সাহায্য করিবেন কি? মূলধন ও রীতিমত শিক্ষা অভাবেই আমাদের দেশের শিল্পের (industry) উন্নতি হইতেছে না। বালকেরা শিক্ষা যেন গভর্ণমেণ্ট Factory হইতে লাভ করিল, তাহার পর কারখানা করিবার ও মাল মসলা কিনিয়া ব্যবসা চালাইবার টাকা কোথায়?

আমি জানি এদেশে কোন ব্যক্তির পক্ষে এক শত টাকা মাসিক আয় (বা Net profit) বেশ decent income। যে কোন একজন শিক্ষিত সাবান প্রস্তুতকারক Boiled & cold processএ সাবান প্রস্তুত করিয়া ইহা সহজেই উপায় করিতে পারেন। এই কারখানায় নিজেই expert হইবেন, এই সাবান খরিদ বিক্রী নিজের জেলাতে বা সহরে চলিবে, ইহাতে বিজ্ঞাপনের দরকার নাই, কাহাকেও কমিশন দিতে হইবে না।

স্বদেশী হুজুগের সময় কয়েকটী যুবককে খদ্দরের কাপড়, দেশী মোজা ও গেঞ্জী বিক্রয় করিতে দেখা গিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছেন। শিক্ষিত যুবকেরা নিজের হাতে প্রস্তুত সাবান বাজারে ফিরি করিয়া কি বিক্রয় করিতে পারিবেন? - নিজে সাবান বিক্রয় করিলে সাবানের defect গুলি শুনিতে পাইবেন ও সেই

দোষগুলি সরাইয়া দিলেই বেশী পরিমাণে নিশ্চয়ই বিক্রয় হইবে ও চাহিদা বাড়িয়া যাইবে।

আমাদের দেশের যুবকেরা পরিশ্রমী নহে; বড়ই শ্রম-কাতর। B. Sc. M. Sc. পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকেরা ২৫।৫০৲ টাকা বেতনের চাকরীর জন্ম লালায়িত না হইয়া, সহরে সহরে জেলায় জেলায় ছোট ছোট সাবানের কারখানা প্রস্তুত করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারেন।

আমাদের দেশে সাবানের ব্যবসা যে প্রতি সহরে ও প্রতি জেলাতে বিস্তৃত ভাবে চলিতে পারে তাহা জানাইবার জন্ম লিখিতেছি যে আমাদের দেশে প্রতি বৎসর ২০০০০ টন গায়ে-মাখা ও Sunlight এর ন্যায় কাপড় কাচা সাবান বিভিন্ন দেশ হইতে রপ্তানি হয় ও দেশে প্রায় ২৪০০০টন সাবান প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া দেশী "ধোবী" (সাধারণ কাপড় কাচা সাবান known as "Dhobie soap") যে কত প্রস্তুত হয় তাহার পরিমাণ (Figures) কোন Statistical record হইতে পাওয়া যায় না, কারণ বহু ছোট ছোট সাবানের কারখানা আছে; তাহারা কত মাল তৈয়ার করে তাহার Figures গভর্ণমেণ্টের পাইবার সুযোগ নাই। উপরোক্ত বিদেশী সাবানের মধ্যে শতকরা ৭৩ ভাগ টয়লেট বা গায়ে মাখা সাবান যাহার দাম duty (শুল্ক) বাদে আমরা ৫৭।০ হইতে ৬০৲ দিই।

১৯১৯ সালের authoritative Figures of productionএ দেখা যায় যে সুদূর ব্রহ্মদেশেও ৯০০০ টন সাবান প্রস্তুত হয়। তাহার পর বঙ্গদেশে ৫০০০ টন। মান্দ্রাজে ৫০০ টন, যাহা এক্ষণে খুব বাড়িয়া গিয়াছে। বোম্বাই সহরে ৩৬৬০ টন। সিন্ধুদেশে ২৩৩০। পাঞ্জাবে কেবল মাত্র ৬৪ টন। দিল্লীতে ১৫০০ টন যুক্ত প্রদেশে ৫২০ টন। মধ্য দেশে ২৬৪ টন।

ভারতের স্বাভাবিক সুবিধা:—

বিদেশ অপেক্ষা আমাদের দেশে সাবান তৈয়ারী করিবার নিম্ন লিখিত সুবিধা আছে।

(১) আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে সাবান ব্যবসা উপযোগী নিম্নলিখিত তৈল ও চর্ব্বি কারখানার নিকটেই পাওয়া যায়।

(১) নারিকেল তৈল (Fine and Inferior qualites)

(২) বাদামের তৈল (Ground-nut oil)

(3) Maroli oil (4) Poovame oil

(5) Mohrah oil (6) Pougaeu oil

(7) Punna oil (8) Castor oil বা রেড়ীর তৈল

(9) Dupa fat.

(10) Tallow (mutton, beef, buffalo) চর্ব্বি

(11) Rosin or colophony রজন

(12) Fish oil, Stearine (Sardnia oil) Stearine for saddle soaps.

(13) Cotton oil (তুলার বীজের তৈল)

(14) Kokum butter (mango stein butter)

(15) Mohrah fat. (16) Sardnie oil. (17) Shark liver oil

(18) Linseed oil, তিসির তৈল

(19) Sattloher seed oil

(20) Poppy seed oil, পোস্তোর তৈল।

(21) Niger Seed oil (22) Rape-seed oil রাই সরিষার তৈল।

কেবল এই দেশে Palm oil অর্থাৎ তাল-

জাতীয় বৃক্ষ হইতে নিষ্কাসিত তৈল বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় না। ভারতের দক্ষিণাংশে সমুদ্রোপকূলে কতক পরিমাণে Palm oil পাওয়া যায়।

(২) উপরোক্ত তৈল গুলির মধ্যে প্রধাণতঃ নারিকেল তৈল ব্যবহারে শীঘ্র ও সহজ প্রণালীতে সস্তায় সাবান প্রস্তুত করা যায় এবং সে সাবানের চাহিদা সকল সময়েই আছে।

৩। এই দেশে মজুরী, জমির দর এবং এক তালা কাঁচা বা পাকা কারখানার ঘর প্রস্তুতের খরচ খুব কম।

৪। অন্য দেশের তুলনায় সাবানের কারখানার উপর ট্যাক্স (tax) municipal areaর বাহিরে খুব কম।

৫। এখানকার সাবান বিক্রীর বাজার—কারখানা ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামে বা সহরেই আছে। ইহার জন্য রেল ভাড়া, প্যাকিং, রপ্তানী খরচ (export charges) বিদেশী সাবানের মত লাগিবে না।

৬। বিদেশী সাবানের উপর ৭½% শুল্ক আছে। অন্ততঃ এই ৭॥০ % ত লাভ হইবে নিশ্চয়ই।

৭। আমাদের দেশের কারখানা ওয়ালারা খরিদ্দারের ইচ্ছামত মাল মসলা দিয়া (অর্থাৎ চর্ব্বি না দিয়া) সাবান প্রস্তুত করিতে ও চালাইতে পারেন। খরিদ্দারকে hard এবং brakish waterএর অর্থাৎ সমুদ্রের ফেণাযুক্ত লবণাক্ত জলের উপযোগী সাবান করিয়া দিতে পারেন। যেরূপ আকারের সাবান খরিদ্দার চাহে, সেই আকারের করিয়া দিতে পারেন। গন্ধ যেরূপ চাহেন তাহা করিয়া দিতে পারেন। বিশেষতঃ বিদেশী সাবানে শুকর ও গরুর চর্ব্বি থাকে, আমরা উপরোক্ত উদ্ভিদ তৈলের সাবান দিতে পারি।

৮। গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেদের দ্বারায় দেশের নানাস্থানে অসংখ্য ছোট ছোট কারখানা স্থাপিত হইতে পারে, যাঁহারা খুব কম দরে বেশী কাট্‌তি করিয়া যথেষ্ঠ লাভবান হইতে পারেন।

৯। এ দেশীয় মৎস্যের তৈল যাহা সাবান প্রস্তুতে দরকার তাহা crude বা hardened যথেষ্ঠ পরিমাণে এবং অন্য দেশ অপেক্ষা সস্তা দরে পাওয়া যায়।

১০। জালানী কাষ্ঠের ও কয়লার দাম এদেশে অন্য দেশ হইতে সস্তা।

১১। আমাদের দেশের তাপ (natural temperature) অন্য দেশ হইতে সুবিধা জনক। অপর দেশের জল খুব ঠাণ্ডা, তাহা ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য কিঞ্চিৎ ব্যয় করিতে হয়। আমাদের দেশের তাপের জন্য সাবান শুকাইবার খুব ক্ষমতা আছে। Glycerine তৈয়ার করিবার জন্য Spent lye evaporate সহজেই হয়।

১২। আমাদের দেশের লোকেরা চর্ব্বী-বিহীন সুগন্ধ যুক্ত গায়ে মাখা সাবান খুব ভাল বাসেন। আমাদের দেশের যে কয়েকটী কারখানাওয়ালা গায়ে মাখা সাবান করিতেন তাঁহারা এক বৎসরে কোটী সাবান (cakes প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বিদেশী রপ্তানী গায়ে মাখা সাবান ৩৩ কোটী লোকে কত ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা অনুমান করিয়া লইতে পারেন। গায়ে মাখা সাবানের দর যদি ৬০৲ হন্দর তাহার advalorem শুল্ক কত বেশী আমাদের দেশে যত সস্তায় গন্ধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশে সস্তায় নিম্নলিখিত গন্ধ তৈল পাওয়া যায়।

(১) Lemongrass oil (২) Citronella oil (৩) Sandal wood oil (৪) Linalde oil (৫) Vetivert (খস্‌ খস্‌) oil (৬) Eucalyptus oil (৭) Eucalyptus Citron Scented oil (৮) Thymol & Thymene oil (৯) Winter green oil. (১০) Ginger grass oil (১১) Palmorose oil.

আমাদের দেশে সাবানের কারখানায় নিম্নলিখিত অসুবিধা আছে।

১। আমাদের দেশে বিদেশের ন্যায় চর্ব্বির পরিবর্ত্তে সস্তাদরে kitchen stuff, melted fats, bone fat, bone grease, waste grease from Ships, Railways, Mines &Factory পাওয়া যায়না। Soap stock (mucilage) low grade oil & foots from the great oil presses, hardened fishoils পাওয়া যায় না।

২। Caustic alkalis এদেশে প্রস্তুত হয় না; বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া আনাইতে হয়।

৩। এদেশের Factoryগুলি বিদেশী Factory অপেক্ষা ছোট, সেই জন্ত বিদেশের ন্যায় সাবান প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় দ্রব্য (Raw materials) সস্তা বা বেশী দরে কিনিতে হয়। বিদেশী কারখানা গুলির নিজের ষ্টীমার বা সমস্ত raw materials সরবরাহের জন্য নিজেদের Plantation বা চাষ আছে।

৪। মূলধন অভাবে কারখানাগুলি দরের প্রতিযোগীতায় (competition in price) দাঁড়াইতে পারে না। বহু দিন ধরিয়া মাল প্রস্তুত করিয়া আট্‌কিয়া রাখিবার ক্ষমতা নাই। কারখানাতে ৫টী মূলধনের আবশ্যক। প্রথমটী কল কারখানার জন্য। দ্বিতীয়টী Raw materialsএর Stock এর জন্য। তৃতীয়তঃ মাল মসলা তৈয়ারী হইবার জন্য (value of raw materials under preparation এবং wages.)

৪র্থ Finished products বা তৈয়ারী মাল মজুত রাখা ও পঞ্চম বাজারে বিক্রীত লহনার জন্ত।

(৫) বিদেশী কারখানাওয়ালারা নিজ নিজ ব্যবসার দরুন Barrel পিপা, বাক্স Cartoon & Card Board boxes নিজেদের factoryতে তৈয়ার করে। তাহাদের নিজেদের Lithographic & color designers and printers on the large export scale এ থাকে যাহাতে তাদের খরচা খুব কম পড়ে। এখানকার কারখানায় যাঁহাদের আছে তাহা নাম মাত্র। সব কারখানা ওয়ালাদের বাহির হইতে খরিদ করিতে হয়।

৬। Glycerine Recovery একটী অত্যন্ত লাভের জিনিষ। ইহার Plantএর দাম দিবার অনেক দেশী কারখানার ক্ষমতা নাই। বেশী পরিমাণ সাবান না হইলে বেশী পরিমাণ Glycerine পাওয়া যায় না। Glycerineএর দাম সাবান অপেক্ষা দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ। অতএব বিদেশী কারখানাওয়ালারা Glycerineএ লাভ করিয়া সাবান সস্তাদরে বিক্রী করিতে পারে। এখানে Crude Glycerine কোন Central Distilleryতে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা নাই। অধিকন্তু কোন central distilleryই নাই।

৭। Rise in exchange :—বিলাতে ও এখানকার টাকার দামের হার বৃদ্ধি বিনিময়ে বিদেশী সাবানের এক্ষণে সস্তায় বিক্রীর পড়তা হইতেছে।

৮। বিদেশে কারখানাওয়ালারা মাল তৈয়ার করিয়া Distributing House এ দিলে মালের শতকরা ৮০ ভাগ দাম পাইয়া থাকে সেইজন্য তত মূলধনের অভাব বোধ করে না। এখানে সেইরূপ Distributing House নাই। কারখানাওয়ালাদের মাল তৈয়ার ও বিক্রী উভয় কার্য্যেই টাকা সরবরাহ করিতে হয়।

এক্ষণে আপনি আপনার কাগজে আয় ব্যয় হিসাবে মূলধনের শতকরা ২০৲ লাভ দেখাইয়াছেন—এক একটী সাবানের chargeএর উপর। কিন্তু লাভ মাল প্রস্তুত ও কাটতির উপর নির্ভর করিতেছে। Toilet Soap একদিনে এক কড়া Japanese Processএ নামাইতে পারা যায়। English Processএ absolutely free from alkali করিতে ৮।৯ দিন লাগে। ধোবী সাবানও একদিনে এক কড়া নামে। মাসে যত কড়া মাল প্রস্তুত করা ও কাটান যায় লাভ ততই হয়। অতএব লাভের সীমা মাল বিক্রয়ের উপর নির্ভর করিতেছে।

বাংলার সাবান-শিল্পের ইতিহাস :—

আমাদের দেশে প্রথমে North West Soap Factory হয়—যাহা এখনও চলিতেছে ও যাহার সাবান পশ্চিম অঞ্চলে বহু চলিত। সাবানের কার্য্যে এত লাভ যে ইংলণ্ডের Sunlight Soap Factoryর মালিক Lever Brothers ইহা খরিদ করিয়া এই দেশে সাবানের ব্যবসা চালাইতেছেন।

অনেকে বলিবেন যে আমাদের দেশে পূর্ব্বে অনেক সাবানের কারখানা হইয়াছিল এই কারবার চলে না। এখনও চলিবে না। আমি বলি—১৯০৩ সালে Bengal Soap Factory হয়। তাহার toilet সাবান খুব বাজারে চলে। Management লইয়া ঝগড়াতেই এই কারখানাটী নষ্ট হয়। তাহার পর Oriental Soap Factory হয়। সন্তোষের প্রসিদ্ধ জমিদার প্রমথ নাথ চৌধুরী মহাশয়ের ১০০০০৲ টাকা তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের হস্তে নষ্ট হয় ও কারবারটী উঠিয়া যায়। এই Factoryর transparent Soap এর বাজারে খুব সুনাম হইয়াছিল। তাহার পর ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের National Soap Factory প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সাবান খুব ভাল হইয়াছিল।

আমাদের দেশে honest ও expert manager পাওয়া অতি দুর্ঘট ব্যাপার। শুনা যায় স্যার নীলরতনের স্বদেশী কল কারখানা ব্যবসায় উন্নতির উদ্যম তাঁহাদের হস্তে নষ্ট হইয়াছে। শেষে Calcutta Soap works Ld হয়। ইহাদের "নির্ম্মলীন" সাবান প্রসিদ্ধ Sunlight Soapএর অপেক্ষা কোন ক্রমে নিকৃষ্ট হয় নাই। যদি এই Factoryটী চলিত Sunlight Soapকে এই দেশ হইতে পাততাড়ি গুড়াইতে হইত। ইহাদের বেঙ্গলীপল্টন সাবানেরও বেশ কাট্‌তি ছিল। দুঃখের বিষয় আমাদের কোন Factory চালাইলে তাহাতে প্রথমে Raw materials চুরি হয়, তাহার পর Finished products চুরি হয়।

এদিকে বাজারে ধারে মাল বিক্রয় করিতে হয়। যদি Factory চালাইতে চাহেন ও পড়্‌তা কম করিতে চাহেন—মাল তৈয়ার করিয়া যাইতে হইবে। কারখানা বসাইয়া রাখিলে লোকসান—মজুরেরা টিকিয়া থাকে না। কম মাল প্রস্তুত করিলে কম বেশী পড়িয়া যায়। দাম সস্তা করিতে যাইয়া ঘরে তৈয়ারী মাল বসাইয়া রাখিতে পারা যায় না।

মাল কাট্‌তি করিতে চাহিলে ধারে বাজারে মাল ছাড়িতে হয়। মাল ধারে ছাড়িলে বাজারের দোকানদারগণ আর মালের দাম দিতে হইবে মনে করেন না। তাগাদা করিলে ২০।২৫৲ ভিক্ষা স্বরূপ দেন। এইরূপে টাকার সরবরাহ হইলে কারবারে যত মূলধনই থাকুক, কালে কারবারগুলি টাকা অভাবে অচল হইয়া পড়ে। এইরূপ বাজারে ৮০০০০৲ লহনার দরুণ এই কোম্পানীকে মূলধন অভাবে liquidation যাইতে হইয়াছে। Imperial Bank of India এই সাবানের কারখানাকে ধার দিয়া দেড় লক্ষ টাকা সাহায্য করিয়া ছিল। এক্ষণে Imperial Bank প্রায় লক্ষ টাকা এই দেশী কারখানাকে সাহায্য করিতে যাইয়া লোকসান খাইবে।

আমরা প্রায় অনুযোগ করি যে ব্যাঙ্কেরা আমাদের দেশী ব্যবসায়ে সাহায্য করে না। এইরূপ লোকসান দিবার জন্য তাহারা কেন সাহায্য করিবে ?

প্রথমতঃ আমাদের ব্যবসা চালাইবার সম্যক জ্ঞান নাই। ভাল রকম কোন ব্যবসা না জানিয়া হঠাৎ কোন ব্যবসা করিতে আরম্ভ করি। শেষে মূলধনের অভাব হয়। কারবার চালাইতে পারা যায় না। আমাদের expertরা one man show করেন। তাঁহারা কোন কার্য্য কাহাকেও শিক্ষা দেন না, পাছে তাঁহাদের কদর কমিয়া যায়। ফলে দাঁড়ায় expertএর মৃত্যুতে বা অনুপস্থিতে বা বদমাইসতে কারবার অচল হইয়া যায়।

তাহার পর honest মানুষের অভাব। দেশের কয়জন লোক বড়গলা করিয়া বলিতে পারেন যে তিনি তাঁহার কারবারের মূলধন তাঁহার অংশীদার বা কর্ম্মচারীগণের নিকট ফেরত পাইয়াছেন ? এইজন্যই বাঙ্গালার সমস্ত ব্যবসা একে একে মাড়োয়ারী ও ভাটিয়াদের হাতে গিয়াছে। মাড়োয়াড়ী ধনীরা সুদূর বিকানীরে বসিয়া আছে। তাঁহাদের ১০০৲ বেতনের নায়েব গমস্তারা এই ক্রোর টাকা খাটাইতেছে। মাড়োয়ারী ধনী বা মহাজন মারে না—দেউলিয়া হইয়া বাজার মারে। অধিকাংশ স্থলেই অংশীদারেরা বা dishonest Expertরা নিজে মালিক হইয়া সেইরূপ কারবার করিবার মনসে বা ইচ্ছাতে ধনীর কারবারটী উচ্ছন্ন দেন। যত দিন না এই বাঙ্গালী জাতির moral education হইবে যে সৎপথে থাকিলে দ্বিপ্রহর রাত্রেও একমুঠা অন্ন জুটিবে ততদিন এই জাতির উন্নতি নাই।

আমার মতে এই dishonesty বা অসাধুতার কারণ হইতেছে অভাব। এই অভাব আমারা নিজেরাই বাল্য বিবাহের দ্বারায় সৃজন করি। ধরুন একজন যুবকের পিতা হঠাৎ মারা যাইলেন। তাঁহার উপর—তাঁহার বিধবা মাতা, একটী ভগিনী, ২টী ছোট ভ্রাতা, নিজের স্ত্রী ও দুই একটী পুত্র কন্যার ভরণপোষণের ভার পড়িল। তিনি যে বেতন বা কারবারে লভ্যের অংশ পান তাহাতে তাঁহার সংসার খরচ সঙ্কুলন হয় না। তখন তিনি অগত্যা বাধ্য হইয়া অসৎ উপায়ে টাকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করেন ও শেষে মনিবের টাকা ভাঙ্গিয়া বসেন। অতএব বাঙ্গালী যুবকেরা যেন Self supporting না হইয়া অল্প বয়সে বিবাহ না করেন। হৃদয়ে উচ্চ আশা পোষণ করিয়া যে কোন ব্যবসাতে নিযুক্ত হইলে, পরিশ্রম করিলে, সৎপথে থাকিলে কালে নিশ্চয়ই উন্নতি হইবে। Examples are better than precepts—ইংরাজীতে চলিত কথা আছে। সাবানের বিষয় লিখিতেছি

অতএব সাবানের ব্যবসায়ে উন্নতির জলন্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে দিতেছি। আশা করি প্রত্যেক সহরে জেলার Head Quarterএ আমাদের B. Sc. M. Sc. শিক্ষিত যুবকেরা চাকরীর আশা ছাড়িয়া সাবানের বা অন্য কারখানা করিবেন। পরের চাকরী করিয়া—সময়, ক্ষমতা ও অর্থ (time, money or energy) নষ্ট করেন কেন? আজকালকার চাকরীতে ১০০।১৫০৲ টাকায় বেতন শেষ। কিন্তু ব্যবসাতে তাহার বেশী উন্নতি হইবে।

ধোবী বা কাপড় কাচা সাবানের কারখানা প্রথমে স্বর্গীয় ডাক্তার ব্রজেন্দ্র নাথ শীল মহাশয়ের ভ্রাতা বাবু রাজেন্দ্র নাথ শীল কলিকাতাতে স্থাপন করেন। তাঁহার মতন কাপড় কাচা ধোপার সাবান (Dhobie Soap যাহাকে বলে) কেহ প্রস্তুত করিতে পারে নাই। তাঁহার সাবান বাজারে সর্ব্বোচ্চ দরে বিক্রী হয়। তিনি অন্ততঃ একটাকা মন বেশী দর পান। তিনি এই সাবানে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করিয়াছেন। ইহাঁর দেখা দেখি কলিকাতার পূর্ব্বে বাগ্‌মারীতে মুসলমানেরা অন্ততঃ একশতটী ধোবী বা কাপড় কাচা সাবানের কারখানা করিয়াছে। মুসলমানেরাই কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত করা ও তাহার Shaping করা ভাল শিখিয়াছে।

মুসলমানেরাই বাজারে কাপড় কাচা সাবান সহরে ও পল্লীগ্রামে বেশী বেশী বিক্রয় করে। "বাসু" বলিয়া বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরীর জনৈক কুলী এরূপ সাবান প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে যে নিজে একটী কারখানা করিয়াছে এবং এক্ষণে অন্ততঃ ৭।৮ লক্ষ টাকার মালিক।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত—ঢাকায় সাবান কারখানার মালিক জাপানী Tagadasan। ইঁনি একজন Bengal Soap factoryর Stamping করিবার ১৫৲ বেতনের চাকর ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত Japanese expert Koizcuni সাহেবের সাবান প্রণালী প্রস্তুত দেখিয়া সাবান তৈয়ার করা নিজে নিজে শিক্ষা করেন। এক্ষণে নিজে একটী সাবানের কারখানা ঢাকা সহরে করিয়াছেন। হিন্দু ব্রাহ্মিকা বিবাহ করিয়া সুখে সচ্ছন্দে মোটর গাড়ি চাপিয়া কারবার চালাইতেছেন ও যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন।

অবশেষে Lord Leverhulneএর জীবনী লিখিয়া এই প্রবন্ধটী শেষ করিতে চাই। আশা করি আমাদের দেশের যুবকদিগের চক্ষু উন্মীলন হইবেক ও তাঁহারা জীবনের চরম উদ্দেশ্য গভর্ণমেণ্টের চাকরী হাকিমী, জজিয়াতী, ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারিং বা শেষে কেরাণী গিরি ইত্যাদির লোভ ছাড়িয়া ব্যবসাতে মন দিবেন। সকলেই জানেন "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।"*

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* এ সম্বন্ধে যদি কাহারও কোন ও জিজ্ঞাস্য থাকে তবে ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা ঠিকানায় প্রবন্ধ-লেখকের সহিত সাক্ষাৎ বা পত্র ব্যবহার করিবেন। সম্পাদক।

ব্যাঙ্কিংএ প্রচলিত মুদ্রারূপে নোটের সম্পর্ক।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কিরূপ নোট চালান হইলে উহাকে inflation বলা হয়। কিন্তু নোটের চাহিদা খুব অধিক হইলে inflation অর্থাৎ ফাঁপানর দরুণ প্রচলিত কাগজ-মুদ্রা প্রকৃত পক্ষে inconvertible অর্থাৎ ধাতুমুদ্রায় পরিবর্ত্তনীয় না হইলেও অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে উহার মূল্য পতন হয় নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে অবস্থা বিশেষে,—যেমন কোন দেশের বহির্বাণিজ্য অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্য অনুকূল থাকিলে বিদেশে স্বর্ণমুদ্রা পাঠানর আবশ্যক হয় না; অতএব প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার টান পড়ে না, সুতরাং নোটের ক্রয়শক্তি ষোল আনা বজায় থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত পরিমাণ নোট বাহির করিলেও, উহা ধাতুমুদ্রায় পরিবর্ত্তনীয় অর্থাৎ convertible কিনা তৎসম্বন্ধে কেহ সন্দিহান হয় না। কিন্তু তত্রাচ ইহা প্রকৃত ব্যাঙ্কিংএর আদর্শানুমোদিত নহে। এরূপ হইলে বুঝিতে হইবে যে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা আর অলসভাবে পড়িয়া নাই, উহা ষোল আনার উপর আঠারো আনা কি কুড়ী আনা খাটিতেছে এবং সেই সঙ্গে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। এইরূপে প্রচলিত নোটের বর্দ্ধিতোন্মুখী গতির সহিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিশেষ নিকট সম্পর্ক আছে।

যাহা হউক পরিবর্ত্তনীয় অর্থাৎ Convertible নোট বলিতে এখন বুঝা যাইতেছে যে ব্যাঙ্কে সদা সর্ব্বদাই নগদ মুদ্রা এমন যথেষ্ট পরিমাণে রাখিতে হইবে যে নোট ফেরত পাওয়া মাত্র ব্যাঙ্ক তৎক্ষণাৎ চক্‌চকে সোনার টাকা বাহির করিয়া দিতে পারে। সুতরাং ব্যাঙ্ক যে নোট বাহির করিবে তার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে। যদৃচ্ছাভাবে নোট চালাইলে প্রয়োজন হইলে অনির্দ্দিষ্ট নগদ টাকা ব্যাঙ্ক কোথা হইতে দিবে? অর্থাৎ দিতে পারে না। নোটের পরিবর্ত্তনীয়তা বজায় করিতে হইলে, যেখান হইতে নোট বাহির করা হয় তথায় যথোপযুক্ত নগদ সুবর্ণমুদ্রা রক্ষা করা দরকার। মজুদ নগদ অর্থাৎ Reserve এর একটা সীমা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। প্রচলিত নোটের অনুপাতে কি পরিমাণে নগদ স্বর্ণ মুদ্রা রাখা প্রয়োজন এইটী নির্দ্ধারণ করা বিশেষ বিবেচনা ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ।

যে ব্যাঙ্ক নোট Issue অর্থাৎ বাহির করিয়াছে উহার উপর লোকের বিশ্বাস নষ্ট হইলে হঠাৎ ব্যাঙ্কের মজুদ স্বর্ণমুদ্রায় টান ধরে। কারণ নোট ব্যাঙ্কে ফিরিয়া আসিবামাত্র তৎপরিবর্ত্তে ব্যাঙ্ককে নগদ টাকা দিতে হয়। সুতরাং ব্যাঙ্কের মজুদ অর্থাৎ Reserve কমিয়া যায়। কিন্তু এই ভাবের অস্বাভাবিক ঘটনা সচরাচর না হইলেও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে অতিরিক্ত নোটের চলনের ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হওয়া অর্থাৎ মহার্ঘ হওয়া স্বাভাবিক। সেই কারণে নগদ মুদ্রার কতকটা চাহিদা বাড়ে। কথাটী আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইবে। আসলে কথাটী হইতেছে,—প্রচলিত নগদ মুদ্রা অপেক্ষা বেশী নগদ মুদ্রার চাহিদা বাড়ে, সুতরাং Issue Bank এর মজুদ Reserve এর পরিমাণ কমিতে থাকে। কেননা যে সব দেনা নোটে চলে না, সেখানে নগদ টাকা দিতে হয়, সে জন্ম যে ব্যাঙ্ক নোট বাহির করিয়াছে, তথায় তৎপ্রচলিত নোট ফেরত আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে নগদ টাকার চাহিদা বাড়াইয়া দেয়। একদল লোককে, যাহারা স্বর্ণমুদ্রা মজুদ রাখিযাছিল এবং যাহা প্রকৃত পক্ষে প্রচলিত মুদ্রা, তৎপরিবর্ত্তে একদফা নোট ব্যাঙ্ক দিয়াছে। এ ছাড়াও ব্যাঙ্ক নগদ মুদ্রা না রেখেও Credit অর্থাৎ ধার দিয়াছে, তাতেও অনেক নোটের চলন হয়ে গেছে, সুতরাং প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ বেড়ে গেছে। এখানে প্রচলিত মুদ্রা বলিতে ধাতুমুদ্রা ও কাগজমুদ্রা এই উভয়বিধ মুদ্রার সমষ্টিকে বুঝিতে হইবে।

Gold Reserve এর টান পড়ার দ্বিতীয় কারণ বৈদেশিক দেনা মিটাইবার জন্ম অনেক সময় কাঁচা সোণার আবশ্যক হয়। মূল্য বৃদ্ধি হইলে বিদেশ থেকে আমদানী বাড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানীর হ্রাস হয়। তৎফলে বিদেশ হইতে আমদানী মালের জন্ম দেনা মিটাইতে দেশের সোনা বাহির করিয়া দিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে মজুদ স্বর্ণমুদ্রার উপর দুদিক থেকে টান পড়ে। এ রকম অবস্থা ঘটিলে ব্যাঙ্ককে সাবধান হইতে হয় এবং তখন নূতন করিয়া নোট বাহির করা আবশ্যক হয়।

ধাতুমুদ্রার সম্পর্কে নোটের প্রভাব বুঝতে হইলে—উহা ধাতুমুদ্রায় পরিবর্ত্তনীয় কিনা, অর্থাৎ Note গুলি Convertible কি inconvertible তাহাই ভাবিয়া দেখা উচিত। ধাতুমুদ্রা ব্যবহারে বস্তুগত যে অসুবিধা আছে উহা দূরীকরনার্থে তৎপরিবর্ত্তে (অর্থাৎ প্রচলিত ধাতুমুদ্রার স্থলে) সেই পরিমাণ নোট প্রচলন করা হইলে, প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণে সংখ্যাগত কোন তারতম্য ঘটে না। উহাতে যে নোট বাহির করা হইয়াছে মাত্র সেই পরিমাণ ধাতুমুদ্রার চলন কমিয়া যাইতে পারে। তবে প্রচলিত নোটের জন্ম কতকটা নগদ মজুদের প্রয়োজন। কাগজের ব্যবহারের দ্বারা মুদ্রার কতকটা স্থানচ্যুতি ঘটে, কিন্তু আসলে সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজনীয় ব্যাপার হইতেছে এই যে লোকে নোট ব্যবহার সুবিধাজনক বলিয়া অত্যধিক পছন্দ করে, ফলে অর্থাৎ বিস্তৃতভাবে নোট প্রচলন হওয়ায় ধাতুমুদ্রার প্রয়োজনীয়তা খুব কমিয়া যায় এবং ধাতুর মূল্য হ্রাস হয়। অবশ্য ধাতুর চাহিদা অত্যধিক হ্রাস হইলেই উহা সম্ভবপর হয়। ততক্ষণ নোট প্রচলন সম্ভবপর—যতক্ষণ উহার নির্দ্ধারিত মূল্য স্থির থাকে; অর্থাৎ নোটের বদলে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ধাতুমুদ্রা পাওয়া গেলে উহার মূল্য স্থির বজায় থাকে।

বলিয়াছি যে নোটের পরিবর্ত্তে নগদ টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা যতক্ষণ, ততক্ষণ উহার মূল্য স্থির থাকে। যখন এই সম্ভাবনা কমিয়া যায় তখন নোটের মূল্যের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। নোটের চাহিদার কারণ এই যে উহার ব্যবহারে সুবিধা আছে। যতটা নগদ টাকা প্রচলিত আছে ততপরিমাণ টাকার নোট চলিত হইলে নগদ মুদ্রার প্রচলন ততদূর পর্য্যন্ত হ্রাস হয়। ধাতুমুদ্রার চাহিদা বিস্তৃতভাবে কম হইলে উহার মূল্যও হ্রাস হওয়া স্বাভাবিক। সেই কারণ অধুনা পাশ্চাত্যদেশ সমূহে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন কমিয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে স্বল্পমূল্যের ধাতুমুদ্রা token coin রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এবং নোটের প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ায় রৌপ্য মূল্যের পতন হইয়াছে।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় সকল দেশে ধাতুমুদ্রার টান পড়িয়াছিল। প্রথম কারণ এই যে লড়াই অন্তে কাগজের পরিণামের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া সকলেই যতটা সম্ভব নগদমুদ্রা মজুদ করিয়া রাখার চেষ্টা করে; দ্বিতীয়তঃ এক দেশের লোকে অন্য দেশের কাগজমুদ্রা লয় না। এই রকম বিশ্বব্যাপী ধাতুমুদ্রার টান হওয়ায় স্বর্ণ-রৌপ্য উভয় ধাতুর অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১০০ ভরি রৌপ্যের দাম ১১০৲ টাকা হইয়াছিল, সোণার দরও সেইরূপ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়া ২৯৲ ৩০৲ টাকা ভরি হইয়াছিল। এদেশে গভর্ণমেণ্ট তখন বাধ্য হইয়া ১৲ টাকার নোট প্রচলন করেন।

কারেন্সীতে নোটের বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়বিধ মুদ্রা দেওয়া এককালীন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কারণ ধাতু-মূল্য বর্দ্ধিত হওয়ায় প্রচলিত মুদ্রা গলাইয়া লোকে উহা বিক্রয় করিয়া লাভবান হইবে বলিয়া ক্রমাগত মুদ্রা গলাইয়া ফেলিবে। ধাতু মুদ্রা যতই কমিবে, নূতন মুদ্রা প্রস্তুত করিতে সরকারের ততই লোকসান দিতে হইবে, এক্ষণে এই অপরিহার্য্য লোকসানের হাত হইতে এড়াইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ১৲ টাকার নোট বাহির করিলেন। উহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য রৌপ্যের চাহিদা কমাইয়া দিয়া উহার মূল্য হ্রাস করা। ভারত বাণিজ্য-ব্যাপারে চিরকাল বিদেশের কাছে দেন্দার হইত, কিন্তু যুদ্ধের সময় অতিরিক্ত যুদ্ধোপযোগী মাল রপ্তানী করিয়া বিদেশের নিকট ভারত যখন নূতন বেশে অর্থাৎ মহাজনরূপে দাঁড়াইল তখন ভারতের দেনা মিটাইবার জন্য বিদেশ হইতে স্বর্ণের আমদানী হওয়ায় স্বর্ণ-মূল্য হ্রাস হইতে লাগিল। অপর দিকে ভারত গভর্ণমেণ্ট আমেরিকার রৌপ লইবে না স্থির করায় দেশে কাগজের টাকা চলিত রহিল, তজ্জন্য রৌপ্যের চলাচল অনেক পরিমাণে বন্ধ থাকায়—অর্থাৎ উহার চাহিদা কম হওয়ায় রৌপ্য-মূল্য ক্রমে হ্রাস হইয়া গেলে রৌপ্য-মুদ্রা আরও প্রচলন করিতে গভর্ণমেণ্টের লোকসান না হইয়া লাভই হইতে লাগিল। পূর্ব্বে ১১০ টাকা করিয়া ১০০ ভরি রূপার দাম হওয়ায় রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুতের খরচা বাদ দিলেও উহা মুদ্রিত করা লোকসান, সেজন্য গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন বন্ধ করিয়াছিলেন, স্বর্ণ মুদ্রা যুদ্ধের প্রারম্ভেই বন্ধ হইয়াছিল।

পরিবর্ত্তনীয় নোট।

নোটের পরিবর্ত্তে যতক্ষণ ধাতুমুদ্রা পাওয়া যায় ততক্ষণ নোটের মূল্য ধাতু-মুদ্রার তুল্যই অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু অত্যধিক চলন হওয়ার

দরুণ যদি মনে করা যায় যে Bank of England এর £5 পাউণ্ড নোটের মূল্য ৫ সভারিন (বিলাতের প্রচলিত স্বর্ণ মুদ্রা) অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে সকলে ব্যাঙ্কে নোট প্রত্যর্পণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নগদ স্বর্ণ মুদ্রা লইবার জন্য ছুটিবে; এবং যতক্ষণ ঐ নোটের মূল্য স্বর্ণমুদ্রার সমান না হয়, কিম্বা সমস্ত নোট ভাঙান না হয়, কিম্বা ব্যাঙ্ক ফেল না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত লোকে নোটের বদলে স্বর্ণমুদ্রা লওয়া বন্ধ করিবে না। নোট অপরিবর্ত্তনীয় (inconvertible) হইলে এই সম্ভাবনা খুব বেশী হয়। অপরিবর্ত্তনীয় নোটের মূল্য ধাতু মুদ্রার তুল্য সমান থাকে— এমন ঘটনাও সম্ভব হয় এবং দেখা গিয়াছে। নোট সাধারণতঃ পরিবর্ত্তনীয়; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট হঠাৎ বলিলেন যে প্রচলিত নোটের বদলে আর চাহিবা মাত্র নগদ ধাতু-মুদ্রা মিলিবে না। এস্থলে আর কোন রকম পরিবর্ত্তন না ঘটিলে নোটের মূল্য স্থির থাকিয়া যায়। কিন্তু এরূপ অপরিবর্ত্তনীয় (inconvertible) নোট বেশী চালাইলে তখন দ্রব্য মূল্য মহার্ঘ্য হইয়া উঠে— অর্থাৎ প্রচলিত মুদ্রা সুলভ হইলেই জিনিষের মূল্য চড়িয়া যায়।

টাকা সুলভ ও অনায়াস-লভ্য কিন্তু দ্রব্য মহার্ঘ্য। সেকালে টাকা দুর্ল্লভ ছিল, অর্থাৎ সহজে মিলিত না, কিন্তু দ্রব্য সেজন্য সুলভ ছিল। ধাতু দুষ্প্রাপ্য অর্থাৎ মহার্ঘ্য— কাগজের নোটের মূল্য তদনুপাতে কম। দ্রব্য মূল্য অতএব ধাতুর অনুপাতে রক্ষা করিলে কাগজের ক্রয়-শক্তি কমিয়া যাওয়ায় দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ব্যাপারটী কি রকম! উদাহরণ দিয়া দেখান যাইতে পারে। যেমন পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ১ পাউণ্ড নোটের দাম ২০ শিলিং না হইয়া লোকে ১৬ শিলিং হিসাবে গণ্য করিবে, অর্থাৎ নোট স্বর্ণ-মুদ্রার অনুপাতে ডিস্কাউণ্টে চলিবে। কিম্বা স্বর্ণমুদ্রার দাম প্রিমিয়ামে উঠিবে, অর্থাৎ যেমন ২০ শিলিঙের পরিবর্ত্তে সভারিনের মূল্য ২৩ শিলিঙ হইবে, এদিকে নোটের দাম ২০ শিলিং রহিয়া গেল। এ রকম ক্ষেত্রে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন এককালে অন্তর্হিত হইবে। টাঁকশালে ১ আউন্স স্বর্ণমুদ্রার দাম £3–17s—10½d এ স্থির করা আছে, কারণ মুদ্রায় কিছু খাদ মিশ্রিত করা থাকে। উহা বিশুদ্ধ স্বর্ণের মূল্য হিসাবে এক আউন্সের £4—5s দাম। বিশুদ্ধ সোনার বাজার-দর শেষোক্ত মূল্যের অধিক হইলে স্বর্ণ মুদ্রা গলাইয়া ধাতু হিসাবে বিক্রী করিলে লাভ হয়। এখন যেখানে Convertible নোট চলিত আছে এবং স্বর্ণ মুদ্রা গলাইয়া যদৃচ্ছা রপ্তানী করা যায়, তথায় মূল্য বৃদ্ধি স্থায়ী হইতে পারে না। ১ আউন্স ধাতুর মূল্য ৪ পাঃ ৫ শি, অপেক্ষা অধিক হইবার সম্ভাবনা মাত্র নোট সভারিনে পরিবর্ত্তিত হইবে, এবং উক্ত স্বর্ণ-মুদ্রা সোনা হিসাবে বেশী দামে বিক্রয় হইবে, সুতরাং তখন মূল্য পতন অবশ্যম্ভাবী।

অপরিবর্ত্তনীয় নোট।

কিন্তু নোট অপরিবর্ত্তনীয় (inconvertible) হইলে তখন অবস্থা দাঁড়ায় আর এক রকম। অতিরিক্ত নোট প্রচলন দ্বারা দ্রব্য মূল্য বাড়িবে, স্বর্ণ মূল্যও সেই সঙ্গে চড়িবে—তজ্জন্য প্রচলিত স্বর্ণ মুদ্রা অন্তর্হিত হইবে। উহা বস্তু হিসাবে বিক্রয় করিয়া প্রচলিত মুদ্রা অপেক্ষা অধিক মূল্য পাওয়া যাইবে। এক্ষেত্রে আইন দ্বারা রাজ্যের বাহিরে সোনা রপ্তানী বন্ধ করা বা সোনা গলান বন্ধ করার প্রচেষ্টা ফলদায়ক না হইয়া প্রায়ই ব্যর্থ

হইয়া থাকে। যাহা হউক inconvertible কাগজ মুদ্রার চলনে দ্রব্য-মূল্য প্রথমতঃ সামান্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও ক্রমে অবস্থা বড়ই অস্বাভাবিক হইয়া উঠিবে। গত মহাযুদ্ধের সময় এইরূপ ঘটিয়াছিল। তখন লোকে প্রথমে মনে করিয়াছিল,—দ্রব্য মূল্যই বৃদ্ধি হইয়াছে,—তারপর সঙ্গে সঙ্গে যতই অধিক ফাঁপান কাগজ-মুদ্রা প্রচলিত হইল ততই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিটা অস্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হইতে লাগিল। তখন ফাঁপান কাগজ মুদ্রার প্রচলনই যে ইহার প্রকৃত হেতু ইহা সহজেই লোকে উপলব্ধি করিল। এই Inflation অর্থাৎ ফাঁপান ব্যাপারটী যতই চলিবে দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি তত দ্রুতগতিতে চলিতে থাকিবে। অপর পক্ষে কাগজ মুদ্রার মূল্য-পতন ও তত শীঘ্র ঘটিতে থাকিবে। এই রকম ঘটিলে লোকে কাগজ-মুদ্রা আর রাখিতে চাহিবে না, তখন দেশে প্রকৃত আর্থিক বিপ্লব ঘটিয়াছে বুঝিতে হইবে। এই রকম উদাহরণ ইতিহাসে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। ফরাসী দেশে ১৭২০ সালে, পরে ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় ১৭৯৬ অব্দে, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এবং বিগত মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই, বিশেষতঃ জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়াতে কাগজ মুদ্রার এরূপ কোন মূল্যই ছিল না।

মজুদ ধাতু মুদ্রা।

অপরিবর্ত্তনীয় অর্থাৎ inconvertible নোটের মূল্য অনেকটা নির্ভর করে যতটা সংযত ভাবে ইহা বাহির করা হয় তাহার উপর। অপরিবর্ত্তনীয় নোটের প্রচলন হইলে যত ধাতু-মুদ্রাই মজুদ থাকুক না কেন এইটা হচ্ছে ধ্রুব সত্য যে inconvertible নোট বাহির করা হইলে নগদ মজুদ মুদ্রা থাকা আর না থাকা সমান। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ধারণা যে কাগজ মুদ্রার মূল্য কতকটা আছে কেননা কিছু পরিমাণ ধাতু মুদ্রা মজুদ তো আছে। আসলে এইরূপ মজুদ, না থাকার মধ্যে। ১৯২৬ সালে Bank of Franceকে আইনানুসারে স্বর্ণ ও স্বর্ণ-মুদ্রাঃ ক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং সেই পরিমাণে নোট বাহির করিবার ক্ষমতাও দেওয়া হয়। ১৮১৯ সালের পূর্ব্বে Bank of England সেই উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। কিন্তু নোটের যোগান বৃদ্ধি বশতঃ উহার মূল্য হ্রাস হওয়াই স্বাভাবিক এবং সোনার চাহিদা আরও বাড়িয়া উঠাই স্বাভাবিক। নোটের ও সোনার মূল্যের মধ্যে ব্যবধান নিকট না হইয়া এই রকমে উহা ক্রমে আরও সুদূর হইয়া পড়িল। অর্থাৎ "উল্টা সমঝালি রাম।" কিন্তু বিপরীত উপায় অবলম্বন করাই এক্ষেত্রে সুফল দান করিতে পারিত, অর্থাৎ ব্যাঙ্কের মজুদ সোনা বিক্রী করিয়া এবং নোট ক্রয় করিয়া উহা নষ্ট করিয়া ফেলিলে নোটের যোগান কমিয়া যাইত ও নোটের দাম উঠিত। এবং ওদিকে সোনা বিক্রয় করিয়া লোকের চাহিদা মিটাইয়া দিলে স্বর্ণ মূল্য হ্রাস হইত। এইরূপে নোট ও স্বর্ণ মূল্যের ব্যবধান ক্রমেই কমিয়া নিকটবর্ত্তী হইতে পারিত।

[শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র বসু]

ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম, বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা। অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানি করিয়াছেন। আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায়কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে, সেই সকল dealerএর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারি, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exportersদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, —যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী দেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায় থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে circular জারী করিয়া, এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এ বিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে মফঃস্বল হইতে সংবাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এবং যাঁহারা দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহা-দিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভ-সঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

বিশ্বনাথ ঘাট—
ব্যবসায়ীগণের তালিকা
জিঃ—দরং (আসাম)

ষ্টেশনারী দোকান।

১। আগরওয়ালা এণ্ড সন্স।
২। আর, এম, দে এণ্ড নেফেউ।

চাউল, ঘৃত, ময়দা, চিনি প্রভৃতি।

১। হাজারী মল মূলতান মল।
২। চণ্ডুলাল রামপ্রসাদ।
৩। মাইসিং রায় মেগরাজ বাহাদুর।
৪। বিশ্বনাথ ট্রেডিং কোম্পানী।
৫। জিতেন্দ্র নাথ ভৌমিক।

কাটা কাপড়, ও কাপড়।

১। বিশ্বনাথ ট্রেডিং কোম্পানী।
২। মাইসিং রায় মেগরাজ বাহাদুর।
৩। চণ্ডুলাল রামপ্রসাদ।

সাইকেল মেরামতী ও বিক্রেতা।

১। মজুমদার এণ্ড সন্স।

অয়েল ষ্টোর।

১। আর, এম, দে এণ্ড নেফেউ।
২। বিশ্বনাথ ট্রেডিং কোম্পানী।

ঔষধ বিক্রেতা।

১। বিশ্বনাথ ট্রেডিং কোম্পানী।
২। আগরওয়ালা এণ্ড সন্স।

কাঁশা ও পিতল।

১। মাইসিং রায় মেগরাজ বাহাদুর।
২। চণ্ডুলাল রামপ্রসাদ।

কনট্রাক্টর।

১। কালীপদ মজুমদার।

ফটোগ্রাফার।

১। গিরিশ চন্দ্র শর্ম্মা।

সরিষা ও পাট ব্যবসায়ী।

১। মাইসিং রায় মেগরাজ বাহাদুর।
২। হাজারী মল মুলতান মল।
৩। চণ্ডুলাল রামপ্রসাদ।
৪। বিশ্বনাথ ট্রেডিং কোম্পানী।

কেরোসিন বিক্রেতা।

১। মজুমদার এণ্ড সন্স।

মোটর পার্টস বিক্রেতা।

১। মজুমদার এণ্ড সন্স।
২। বিশ্বনাথ মটর ষ্টোরস্।

রঘুনাথপুর
(মানভূম)

ইহা মানভূম জেলার একটী প্রাচীন সহর। বেঙ্গল নাগপুর রেলের আদড়া আসানসোল লাইনের জয় চণ্ডী পাহাড় ষ্টেষন হইতে পশ্চিমে দুই মাইল। আদড়া ষ্টেষন হইতে চারি মাইল। জয়-চণ্ডী পাহাড় ষ্টেষন আসানসোল হইতে ২৪মাইল। এখানে মিউনিসিপালিটী, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, সাব্‌রেজেষ্টরী অফিস ও মুন্সেফী আদালত আছে। পুরুলিয়া হইতে এই স্থান ২৪ মাইল। আদড়া ও পুরুলিয়া যাইবার জন্য মটর সার্ভিস আছে। সহরে লোক সংখ্যা ৬৪৯৩। এখানে একটী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। একটী ধানের কল আছে।

আড়ৎদার।

রামেশ্বর রাধাকিষণ
যোখী রাম জানকী দাস
গৌরী দত্ত বসন্ত লাল
যমুনাদাস রামযশ
নাগরমল মদন গোপাল

কাপড়।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সূত্রধর।

বাসন।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার সূত্রধর।

লোহা।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র সেন।

ষ্টেসনারী।

শ্রীপ্রাণ কৃষ্ণ রায়।

গ্যাস ও আলো।

প্রাণকৃষ্ণ রায় এণ্ড কোং

জুতা।

মহম্মদ শালিম।

উকিল।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র দাস
শ্রীহরিপদ মজুমদার
শ্রীযুগল চন্দ্র মজুমদার
শ্রীরামানন্দ রায়

বেনসরাই।

ইহা মুঙ্গের জেলার একটী মহকুমা। B. & M. W Rya একটী ষ্টেশন রেলওয়ে B. G. S. লোক সংখ্যা ৯০৬২ রপ্তানী দ্রব্য বুট, যব, খেঁসারী, সরিষা, গম, তামাক, লঙ্কা, আম, লিচু, মকাই, রাহেড়, বুট, মগ, মশুরী, মটর, ঘী,

আড়ৎদার।

শ্যাম লাল ভোলা রাম
বংশীধর মাড়য়ারী
পন্ন শাবলাকাঁশা

কাপড়

গজানন মাড়োয়ারী
গোবিন্দ লাল মাড়োয়ারী
রাধাকিষণ মাড়োয়ারী
নন্দ কিশোর লাল দোয়ার্কী প্রসাদ
জগদ্ধাত্রী প্রসাদ

লোহা।

কাল্লার রায় শিবচন্দ্র রায়
জগলাল মাড়য়ারী
Friends & Co

ব্যাঙ্কার ও সোণা রূপার দোকান।

রায় বাহাদুর গঙ্গনারান

কবিরাজ।

শ্রীপরেশ নাথ সেনগুপ্ত

বাসন।

ধনক লাল ভোমীলাল
তুলসী রাম গঙ্গাপ্রসাদ।

বখরী বাজার।

জেলা মুঙ্গের, রেলওয়ে ষ্টেশন শাপোরা বেঙ্গল এণ্ড নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে। রপ্তানি দ্রব্য তামাক, লঙ্কা, মৌরী, সরিষা, হরিদ্রা, গম, চাউল, মকাই, রাহেড়, বুট, যব, খেঁসারী, বিরি, মটর, ঘৃত, আম ও আদা।

আড়ৎদার।

রঘু শাও ভগু শাও
চিমনলাল পরসংহ দাস

কাপড়।

গৌরী লাল মাড়য়ারী

দাউদ নগর।

জেলা গয়া, রেলওয়ে ষ্টেশন পায়ারগঞ্জ, ষ্টেশন হইতে মটর সার্ভিস আছে, মাশুল ১৲ টাকা, দূরত্ব ১২ মাইল। এখানে মিউনিসিপ্যালিটী আছে। লোক সংখ্যা ৮২০০, থানা, পোষ্ট-অফিস ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে। ইহা শোন নদীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। এখানে একটী তৈল কল আছে। রপ্তানী দ্রব্য চাল, বুট, ঘী, গুড়, গম, বাসন, সতরঞ্জ, কম্বল, কাপড়।

কাপড়

সমরু শাও
কমলি মিঞা
রামেশ্বর পাঁড়ে

গালা।

মঙ্গল প্রয়াগ
সমরু রাম রতন
প্রয়াগ লাল
শ্রীকৃষণ লাল মোহন লাল
বদল রাম হরিহর
লৌনে রায়

বাসন।

ভোমারাম অস্তরাম
ভোমারাম রামপ্রসাদ
রাম টহল বল সুন্দরাম
বেচন রাম শিউ প্রসাদ
সূর্য্য রাম লায় দাস
বিতন রাম ঝুনক রাম

ভাবুয়ারোড।

বিহার প্রদেশে শাহাবাদ জেলার ই, আই, রেলের একটী ষ্টেশন, গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইনে অবস্থিত। হাওড়া হইতে ৩৮৬ মাইল। রেলওয়ে কোড B B U, এখান হইতে শাহাবাদ জেলার ভাবুয়া মহকুমা ১১ মাইল ভাবুয়া রোডের পোষ্ট অফিস মোহানিয়া, রপ্তানী দ্রব্য গম, বুট, মটর, খেসারী, মসুরী, চাল মেরী। এই সকল দ্রব্য এখান হইতে প্রধানতঃ হাওড়া, কুসুণ্ডা, ঝরিয়া, হাজারিবাগ ও বাঁকুড়ায় রপ্তানী হয়।

আড়ৎদার।

দামড়ী রাম কর্পূর রাম
শঙ্কর লাল ছণ্ড লাল
লছমীনারায়ণ সীতারাম
কারু রাম গণপত রায়
জয়দয়াল মদন গোপাল
বদ্রী দাস নাগর মল
শ্রীবিহারী মল

বাসন।

গায়ত্রী প্রসাদ রঘুবীর রাম
রামধন রাম চামরু রাম

পশমের ব্যবসায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভেড়ার লোম হইতে পশম উৎপন্ন হয়—আবার সেই পশম হইতে কাপড় প্রস্তুত হইয়া মানুষের ব্যবহারে লাগিতেছে। ভেড়ার দেহ হইতে মানুষের দেহে উঠিবার পূর্ব্বে পশমগুলি যে পথ দিয়া যে ভাবে অগ্রসর হয় এইবার তাহাই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিব।

লোমগুলি প্রথম অবস্থায় ভেড়ার দেহেই সংলগ্ন থাকে। মেষপালক তখন উহার অধিকারী। তাহার পর লোম সংগ্রহকারিগণ পালকদিগের নিকটে আসিয়া মেষের দেহ হইতে লোমগুলি ছাটিয়া লইয়া যায়। তখনও লোমগুলি অত্যন্ত ময়লা ও অপরিষ্কৃত থাকে, কাজেই খুবই অল্প মূল্যে কিনিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় দফায় লোমগুলি ছোটবড় কয়েকজন দালালের হাত ঘুরিয়া ক্রমশঃ পরিষ্কারক ও গ্রেডারের হাতে আসিয়া পড়ে। তাহারা বড় বড় vat বা মাটীর কিম্বা কাঠের নাদায় সোডা ও সাজি মাটির জলের সহিত লোমগুলি ফোটাইয়া লয়। ইহাতে লোম হইতে সর্ব্বপ্রকার মলিনতা দূর হইয়া যায়। তখন লোমের দৈর্ঘ্য ও গুনানুসারে তাহাদিগকে বিভিন্ন গ্রেডে বিভক্ত করা হয় এবং বেল বাঁধিয়া রপ্তানীর জন্য বাজারে প্রেরিত হইয়া থাকে। এখন হইতেই ইহাকে প্রকৃত পক্ষে পশম বলা যায়।

এখানে বলা আবশ্যক যে পশম-ধোয়ানি জল ও ফেলিয়া দেওয়া হয় না। উহা একটা অত্যুতকৃষ্ট সার। মেষের দেহ-নির্গত মল-মূত্র-ঘর্ম্ম প্রভৃতি লোমের সহিত লাগিয়া থাকে, কাজেই লোম-ধোয়ানি-জলে এমনিয়া ও পটাশের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। অথচ সমস্ত কৃষি-জগৎ

এই এমনিয়া ও পটাশের জন্ম পাগল; কেননা উদ্ভিদের স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধির জন্ম যতগুলি দ্রব্যের প্রয়োজন পটাশ তাহাদের অন্যতম। কাজেই সেই পটাশপূর্ণ জল আমরা হয়ত ফেলিয়া দিতে পারিতাম কিন্তু ইউরোপীয়ানরা ফেলিয়া দিবে এমন আহাম্মক জাতি তাহারা নয়। বিশেষতঃ সার হিসাবে লোম-ধোয়া জল অমূল্য বলিলেই চলে। ইহাতে পটাশ তরল অবস্থায় বিদ্যমান থাকে বলিয়া উহা মাটীতে প্রয়োগ করা মাত্র সমস্ত সারাংশ মাটির মধ্যে চলিয়া যায় এবং সহজেই উদ্ভিদের শিকড় কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের দেহ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করে। অষ্ট্রেলিয়া মেষ-পালনের জন্ম বিখ্যাত এ কথা আমরা বলিয়াছি। সেখানে পশম পরিষ্কারের কেন্দ্রসমূহে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ট্যাঙ্কে করিয়া পশম ধোয়া অপরিষ্কৃত জল সমূহ রাখিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর কৃষকগণ উহা কিনিয়া লইয়া গিয়া জমিতে সার রূপে ব্যবহার করে।

যাহা হউক চতুর্থ দফায় পশমগুলি পরিষ্কারক দিগের নিকট হইতে রঞ্জনকারী দিগের নিকট এবং পঞ্চম দফায় কারখানায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে ইহা হইতে সূতা এবং সূতা হইতে পরিচ্ছদাদির জন্ম কাপড় তৈয়ারী হয়। ষষ্ঠ দফায় ইহা ব্যবসায়ীদের হাত ঘুরিয়া অবশেষে মানুষের শ্রীঅঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করে। প্রথম হইতে সুরু করিয়া ইহা যতই হস্তান্তর হইতে এবং অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে থাকে ততই ইহার মূল্য বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই যে অসংখ্য লোক ইহার বিভিন্ন অবস্থায় ইহা লইয়া নাড়া চাড়া করে, ইহাদের প্রত্যেকেই ইহা হইতে প্রচুর লাভ করিয়া থাকে।

যাহা হউক পশমের ব্যবহার বা উপযোগীতা জানিয়া কিছুই লাভ নাই যদি না আমরা ঐ জ্ঞান আমাদের কাজে লাগাইতে পারি। সমগ্র জগতে পশমের যোগান অপেক্ষা চাহিদা অধিক। কাজেই পশমের ব্যবসায় নিশ্চয়ই খুব লাভ-জনক। কিন্তু বিস্তৃত ভাবে পশমের ব্যবসায় চালাইতে হইলে মেষ পালন করিতে হইবে। অবশ্য একেবারেই যে হাজার হাজার মেষ ক্রয় করিয়া বিরাট আকারে ব্যবসায় ফাঁদিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। একশত বা দেড়শত মেষ লইয়াই আরম্ভ করা যাইতে পারে এবং যখন এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই তখন উহাই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ভেড়ার নিকট হইতে উৎকৃষ্ট লোম পাইবার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। শীত প্রধান দেশের মেষের লোম যেরূপ দীর্ঘ ও গরম, গ্রীষ্ম প্রধান দেশে কখনই সেরূপ হইতে পারে না। অবশ্য এইরূপ হইবারই কথা। প্রকৃতির ব্যবস্থা সত্যই অনিন্দনীয়। যেখানে যেটী না হইলে চলিবে না—যাহার যখন যে জিনিসটির প্রয়োজন, প্রকৃতি অতি নিপুনতার সহিত তখন সেইটী এবং তাহাকে সেই জিনিসটী যোগাইতে-ছেন। হিমালয়ের সানু প্রদেশ বা তিব্বতীয় অধিত্যকা সমূহে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত অধিক—কাশ্মীর বা পেরু অত্যন্ত শীত প্রধান স্থান—মানুষ বুদ্ধিবলে ঐ প্রচণ্ড শীত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে কিন্তু নিকৃষ্ট জীবের মানুষের মত বুদ্ধি নাই, তাই স্নেহময়ী জননীর ন্যায় প্রকৃতি আপনা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাই পার্ব্বত্য প্রদেশের বা মেরুর নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের ভেড়ার লোম দীর্ঘ ও গরম অথচ গ্রীষ্ম প্রধান দেশের মেষের লোম অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব।

কিন্তু তাই বলিয়া যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও

মেষ পালন করিয়া লাভবান হওয়া যায় না, তাহা নহে। বাজারে ছোট লোমেরও যথেষ্ট চাহিদা আছে। কার্পেট বুনিতে বড় লোমের প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে জেলে বা অন্যত্র যে সমস্ত কার্পেট, আসন প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়, তাহার অধিকাংশই বঙ্গদেশে বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে সংগৃহীত পশম দিয়া তৈয়ারি।

কাজেই এ দেশেও মেষপালন করা চলিতে পারে। তবে বিস্তৃত ভাবে মেষ পালন করিতে গেলে বিস্তৃত পতিত জমির আবশ্যক। সাওতাল পরগণা, নীলগিরি, কোণ্ডাপদা, মানভূম, ময়ূরভঞ্জ, এবং অন্যান্য জঙ্গলাকীর্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশে যে সমস্ত কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী অফুরন্ত জমি পড়িয়া আছে এবং যেখানে নামমাত্র খাজনা দিয়া অনেকখানি জায়গা অধিকার করা যায় সেই সমস্ত স্থানেই মেষ পালনের ব্যবস্থা করা উচিত। মেষ পালন করিয়া শুধু যে পশম উৎপন্ন করা যায় তাহা নহে—ইহা হইতে আরও দুই চারিটী জিনিষ পাওয়া যায়, যথা- (১) মাংস (২) চামড়া এবং অন্ত্র বা বা আঁৎ (gut) (৩) সার। কাজেই মেষ পালক একই সঙ্গে এবং প্রায় একই খরচে চারিটি দ্রব্যের ব্যবসায় চালাইতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি যে সব কাঁচা লোম বিক্রয় করিয়া ফেলেন তাহা হইলে তাঁহার বিশেষ লাভ হইবে না। পশুচারণ ভূমিরই একপার্শ্বে একটী ছোট কারখানা খুলিতে হইবে। সেখানে লোম পরিস্কৃত করা হইবে, গ্রেড করিয়া বেলবাঁধা হইবে ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে একটী ছোট খাট কৃষিক্ষেত্র থাকিলে আরও ভাল হয়। ইহাতে কারখানার সারগুলি ক্ষেত্রের কার্য্যে লাগান যাইবে।

কিন্তু ও সমস্ত বড় বড় কথা ছাড়িয়া দিলেও পশম ব্যবসায়ের আরও একটী দিক আছে। ইহাতে কাজে নামিবার সময় খুব বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় না। বাজার হইতে পশম কিনিয়া তাহা হইতে নানাবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে বেশ দু'পয়সা লাভ হইতে পারে। পশম দিয়া উৎকৃষ্ট কার্পেট বোনা যায়—বাড়ীর মেয়েরা ইহা দ্বারা সুদৃশ্য আসন ও অন্যান্য সামগ্রী তৈয়ারি করিতে পারেন। অবসর সময়ে চরকা কাটিয়া একজন লোক যাহা উপার্জ্জন করিতে পারেন সেই সময়ে এই সমস্ত কার্য্য করিলে তিনি যে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী উপার্জ্জন করিতে পারিবেন একথা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি।

তুলার সূতার টানা দিয়া পশমি সূতার পোড়েনে কাপড় বুনিলে বাজারে তাহার যথেষ্ট কাটতি হয়। যদি ঘরে পশম হইতে সূতা কাটা যায় ত ভালই, নহিলে বাজার হইতে সূতা কিনিয়া তাঁতির দিয়া কাপড় বুনাইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে পারিলেও যথেষ্ট লাভ হইবে। টালিগঞ্জ ও বেহালার কয়েকজন অধিবাসী এই উপায়ে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। তাঁহারা যে কাপড় প্রস্তুত করিতেছেন তাহা নিতান্ত মন্দ নহে—এবং অনেকেই উহা কিনিয়া কোট, সুট প্রভৃতি তৈয়ারি করিতেছেন। এ দেশের তাঁতিরা নিরক্ষর। তাহারা পৃথিবীর অন্য দেশের খবর রাখে না। বাজারে কোন্ জিনিষের চাহিদা বেশী, কোন্ রঙ বা কোন্ প্যাটার্ণ লোকে বেশী পছন্দ করে, কিরূপ ভাবের মাল প্রস্তুত করিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্য পাওয়া যাইবে—এ সকলের কিছুই তাহারা জানে না।

কিন্তু শিক্ষিত লোকের এ সকল জানা আছে। কাজেই তাঁহারা এ সকল বিষয়ে

হস্তক্ষেপ করিলে এই সমস্ত ব্যবসায়ে এক নূতন জীবনী শক্তি ফিরিয়া আসিবে। শিক্ষিতের মস্তিষ্ক এবং অশিক্ষিতের কর্ম্মশক্তি এক যোগে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত উভয়েরই উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

সর্ব্বশেষে পশম ব্যবসায়ের আর একটী অবজ্ঞাত দিকের কথা বলিয়াই এইখানে উপসংহার করিব।

বাংলা দেশে বিস্তৃতভাবে মেষ পালন করা হয় না বটে; তবে প্রায় বাংলার সকল গ্রামেই অল্পবিস্তর মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতায় বা কলিকাতার উপকণ্ঠে যে সমস্ত মেষ পালিত হয়, তাহাদের নিয়মিত ভাবে লোম ছাঁটিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সুদূর পল্লীগ্রামে যে সমস্ত মেষ রহিয়াছে কেহই তাহাদের লোম কাটিয়া লয় না। পল্লীবাসী দুই একজন উদ্যোগী সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় চালান করিতে পারেন। অনেকেই সামান্য বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করিবেন। কিন্তু আমরা ইহার মধ্যে উপেক্ষার কিছুই দেখিতে পাই না। তিল কুড়াইয়া তাল হয়। বৃহৎ ত সামান্য হইতেই উৎপন্ন। সামান্য ইট দিয়া বৃহৎ অট্টালিকা তৈয়ারি হইতেছে—সামান্য বালুকা দ্বারা বৃহৎ মরুভূমি সৃষ্টি হইতেছে। আমরা ভেড়ার লোম সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় চালান দিবার কথা বলিতেছিলাম। অবশ্য পেশা হিসাবে কেহ উহা গ্রহণ করিতে না পারেন—কেননা তাহা হইলে ইহাতে তাঁহাদের পোষাইবে না, তবে অবসর মত ঐ কার্য্যে সময় ক্ষেপণ করিলে উহাতে লাভ বৈ লোকসান কিছুই নাই।

শিল্পের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি

পুরাকালে যে সকল লোক আমাদের দেশে বাস করিত তাহারা শিল্প কর্ম জানিত না—এমন কি তাহারা রন্ধন করিতেও পারিত না তারপর প্রস্তর যুগের লোক ভারতে আসে। তাহারা পাথর দ্বারা অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করিত বলিয়া উহাদিগকে প্রস্তর যুগের লোক বলে। ইহারা শিল্পের মধ্যে মাত্র পাথর দিয়া ছুরি বর্শা, কুঠার, বাণের ফলা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারিত। এর বেশী শিল্পকর্ম উহারা জানিত না। তারপর তাম্রযুগের লোক উদ্ভূত হয়। ইহারা তামাদ্বারা অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিত। মোট কথা শিল্পে ইহারা প্রস্তর যুগের লোক অপেক্ষা উন্নত ছিল। কালক্রমে আদিম অধিবাসীরা লৌহের অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিত। তখন ইহারা লৌহযুগের লোক বলিয়া কথিত হইত।

অনার্য্যরা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা-কোল জাতীয়, দ্রাবিড় জাতীয় ও মঙ্গোলীয় জাতীয় অনার্য্য। ইহাদের মধ্যে সব চেয়ে উন্নত ছিল দ্রাবিড় জাতীয় অনার্য্য। কারণ শিল্পে, ব্যবসায়, বাণিজ্যে কোন বিষয়ে ইহারা পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। ইহারা নগরাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। ইহারা মেসোপোটেমিয়া, এশিয়া মাইনর, পারস্য প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিত। ইহারা ভারতবর্ষ হইতে গজদন্ত, চন্দন কাষ্ঠ, ময়ূরপক্ষী, চাউল, মসলিন প্রভৃতি পণ্য দ্রব্য লইয়া ঐ দেশসমূহে বিক্রয় করিত। ইহাতেই বুঝা যায় যে দ্রাবিড়ীগণ, শিল্পে, ব্যবসা ও বাণিজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ছিল।

কোলগণ প্রথমতঃ কাষ্ঠ নির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করিত। পরে উহারা, তাম্র, প্রস্তর ও লৌহের অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যায় যে অনার্য্যরাও শিল্প কর্ম প্রভৃতি জানিত। উহাদের সময় হইতেই শিল্পকর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল।

তারপর আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিলেন। তাঁহারা শিল্পে অনেক উন্নত ছিলেন।

বৈদিক যুগের লোক (আর্য্যগণ) স্বর্ণ ও রৌপ্যের নানাপ্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন। আর্য্যরা কাষ্ঠ এবং লৌহ দ্বারা নানাপ্রকার জিনিষ প্রস্তুত করিতেন। সূত্রধররা খদির প্রভৃতি কাষ্ঠ দ্বারা উত্তম শকট প্রস্তুত করিত। আর্য্যগণ বস্ত্ররঞ্জন, চর্ম্ম রঞ্জন করিতেন। রমণীগণ চরকা দ্বারা কাপড় প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেন বৈদিক যুগে সূত্রধর, কর্ম্মকার প্রভৃতি ব্যবসায়ী ছিলেন। আর্য্যগণ বাঁশী, বীণা, দুন্দুভি, প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারিতেন।

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে আর্য্যগণ আরও উন্নত হন। তারপর পরবর্ত্তী হিন্দুযুগে আর্য্যগণ শিল্পকর্ম্মে অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নত ছিলেন। পরবর্ত্তী হিন্দুযুগে পুস্তক প্রভৃতি প্রণয়ন হইত।

বৌদ্ধযুগে আর্য্যরা আরও উন্নত হন। তখন শকট নির্ম্মাতা, সমুদ্রগামী জাহাজ নির্ম্মাণ পটু

সূত্রধর, স্থপতি, লৌহকার (কর্ম্মকার) বস্ত্ররঞ্জক, স্বর্ণকার, স্বর্ণপ্রবাল প্রভৃতির ব্যবসায়ী, সূপকার, মোদক, রজক, ক্ষৌরকার, দরজী, নাবিক, চিত্রকর প্রভৃতি নানাশ্রেণীর লোক ভারতে বাস করিত। বৌদ্ধযুগে আর্য্যগণ রেশম, পশম, হস্তিদন্তের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, চিত্র, কার্পাস বস্ত্র, স্বর্ণ রৌপ্যের শিল্পকর্ম্ম করিতে পারিতেন।

তখন আর্য্যরা সমুদ্রগামী জাহাজে আরোহন করিয়া, ব্রহ্ম, সিংহল, চীন, বেবিলন প্রভৃতি সুদূর দেশে বাণিজ্য করিতেন। মোট কথা বৈদিক যুগ অপেক্ষা বৌদ্ধযুগের আর্য্যগণ শিল্পকর্ম্মে অপেক্ষাকৃত অধিকতর উন্নত ছিলেন।

পাঠান রাজত্বের সময় শিল্পকর্ম্মে ভারতবর্ষ খুব উন্নত হইয়াছিল। ভারতের রেশম, সূক্ষ্ম মস্‌লিন বস্ত্রের খ্যাতি বিদেশেও বিস্তৃত ছিল। তখন বাংলা দেশেই ছয়রকম রেশমের বস্ত্র প্রস্তুত হইত। পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া ভারত হইতে অনেক জাহাজ বিদেশে যাইত।

মোগল রাজত্বে ঢাকায় সূক্ষ্ম মস্‌লিন বস্ত্রের চরম উন্নতি সাধিত হয়।

এ সময় ইয়োরোপীয় বণিকগণ ভারতবর্ষ হইতে লাক্ষা, নীল, রেশম, চিনি শস্য প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ইউরোপের নানা দেশে রপ্তানী করিতেন।

তারপর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে ভারতবর্ষ আরও উন্নত হয়। বর্ত্তমান সময়ে অভ্র, কেরোসিন তৈল, পাথুরে কয়লা, চা, পাট প্রভৃতি পৃথিবীর নানাস্থানে রপ্তানী হইতেছে।

আজকাল ভারতবর্ষ বস্ত্র-শিল্পে উন্নতির পথে চলিতেছে। কারণ বর্ত্তমান কালে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে।

কার্পাসবস্ত্র—ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, ফরাসডাঙ্গা, মধ্যভারত, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

পশমী বস্ত্র—কাশ্মীর, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশে প্রস্তুত হয়। কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে বহুমূল্য শাল ও প্রস্তুত হয়।

রেশমী বস্ত্র—আসামের এণ্ডি মুগা ভারত বিখ্যাত। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বেনারস ও বিহারে রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

কাগজ—শ্রীরামপুর ও টিটাগড়ে কাগজের মিল আছে।

পাটকল—বঙ্গদেশ পাটকলের জন্য বিখ্যাত। ইহাছাড়া মাদ্রাজে ৩টী ও যুক্তপ্রদেশে ১টী পাটকল আছে।

ঢাকা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, কটক, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান সোণারূপার অলঙ্কার ও বিবিধ বিলাস দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। জমসেদপুর ও বরাকরে —লৌহ-নির্ম্মিত জিনিষ প্রস্তুত হয়। ইস্‌লামপুর, বহরমপুর, খাগড়া, উড়িষ্যা ও বেণারসে পিত্তল কাঁসা নির্ম্মিত জিনিষ প্রস্তুত হয়। কৃষ্ণনগর ও লক্ষ্ণৌ মৃণ্ময় মূর্ত্তির জন্য প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মদেশে ও গুজরাটে চন্দন, সেগুণ প্রভৃতি মূল্যবান কাষ্ঠের উপর অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর মূর্ত্তি খোদিত হয়। অমৃতসর, বেণারস, ভিজাগাপটাম প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট হস্তিদন্ত নির্ম্মিত জিনিষ প্রস্তুত হয়।

আজ এখানেই প্রবন্ধ শেষ করিলাম। বারান্তরে শিল্পসম্বন্ধে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসুধীর কুমার নন্দী মজুমদার

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল

যে সমস্ত ব্যবসায়ী খাদ্যে ভেজাল মেশানর অপরাধে ১৯২৭ সালের নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা	খাদ্যদ্রব্যের নাম	জরিমানার পরিমাণ
মনসা রাম শ্যাম সুন্দর। ৩২—১, মহিম হালদার ষ্ট্রীট।	সরিষার তৈল	১৫০৲
ছামল সা, ২৩ জষ্টিস্ রমেশ চন্দ্র রোড।	ঐ	৮৲
বদরি প্রসাদ—১৩২-২ রসা রোড।	ঐ	৩০৲
বদরি প্রসাদ ঐ	ঘৃত	৫০৲
মনসুকরাই—১২৬ মনোহর পুকুর রোড।	ঐ	৪০৲
অনন্ত মণ্ডল—৭-২ বি, হাজরা রোড।	ঐ	৩৫৲
সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ—২৭৭ কালীঘাট রোড	ক্ষীর	২৫৲
অমর চাঁদ ঘোষ—২৭৫ কালীঘাট রোড	ঐ	২৫৲
রাম চন্দ্র রক্ষিত—১২, শাঁখারি পাড়া রোড	মিষ্টান্ন	২০৲
অমর নাথ পাত্র—৪৯ রূপ নারায়ণ নন্দন লেন	দুগ্ধ	২৫৲
যমুনা রাম সা—২-১ হাজরা লেন	ভৈঁসা ঘৃত	৪০৲
সুন্দর মল ও গুলজরি মল—২০ সাকুলার রোড	ঘৃত	১০০৲
ঐ	সরিষার তৈল	১০০৲
গৌরী সাউ এবং ভগবতী প্রসাদ—ওল্ড বৈঠকখানা বাজার	ঐ	১৫০৲
জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ—নিউ বৈঠকখানা বাজার	দুগ্ধ	২৫৲
সম্পাল সাউ ও চন্দ্র সাউ—১৬-১-২ বৈঠকখানা রোড	ঘৃত	৬০৲
শরচ্চন্দ্র ঘোষ—ওল্ড বৈঠকখানা বাজার	দুগ্ধ	২৫৲
নগেন ঘোষ ঐ	ঐ	৩৫৲

দানু ঘোষ ও ফকির চাঁদ ঘোষ ১৫ বৈঠকখানা রোড	দুগ্ধ	৪৫৲
রাম কিষণ ৩০।২ শোভারাম বসাক ষ্ট্রীট	ঘৃত	৩০৲
সেখ জহুর ৭১ গ্যাস	মিষ্টান্ন	২৫৲
হবি আবদুল্লা ৭৩-২৩ ষ্ট্রেট বাজার ষ্ট্রীট	সরিষার তৈল	২০০৲

১৯২৭ সনের ডিসেম্বর মাসে যে সকল বিক্রেতা খাদ্যে ভেজাল মিশাইবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল তাহাদের নাম ও ঠিকানা :—

নাম	ঠিকানা	দ্রব্যের নাম	জরিমাণার পরিমাণ
গঙ্গাসাগর মাড়োওয়ারী, ভগীরথ মারওয়ারী ও অন্য একজন	৬৭, ষ্ট্রাণ্ড রোড সরিষার তৈলের কল	সরিষার তৈল	১২০৲
ব্রজেন্দ্র সিংহ ও কানাই লাল সিংহ	১২—১ রাম চাঁদ ঘোষের লেন।	ঘৃত	৩০৲

১৯২৮ সনের জানুয়ারী মাসে যে সকল খাদ্যে ভেজাল মিশাইবার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিল তাহাদের নাম ও ঠিকানা :—

নাম	ঠিকানা	দ্রব্যের নাম	জরিমাণার পরিমাণ
গণপৎ রায়	বাংলা বাজার	ঘৃত	২০০৲
হর ভকত	বদর তলা	ঐ	২০০৲
যুধিষ্ঠির ঘোষ	পাহাড় পুর	ঐ	১০০৲
হরিপদ সাধুখাঁ	ঐ	ঐ	৭৫৲

———

ব্যবসায়ে বাঙ্গলাদেশে অ-বাঙ্গালীর প্রভাব ও তাহার প্রতীকার।

কলিকাতা সহর ভারতের অন্যতম বাণিজ্য-কেন্দ্র হওয়ায় ও শাসক ইংরাজ জাতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাতিরা স্ব স্ব স্বার্থের জন্য কলিকাতা নগরে আসিতে থাকায় বাঙ্গালাদেশে অ-বাঙ্গালীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। পরে ক্রমশঃ কলিকাতার চতুর্দ্দিক দিয়া সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভিতর যেখানে যেখানে সুবিধা ও সুযোগ পাইয়াছে সেই সেই স্থলে অ-বাঙ্গালীরা ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে।

লগ্নী, মহাজনী, তেজারতি, বণ্ট্রাক্টরী, কল-কারখানা, ব্যবসা, চাকরী এমনকি কুলীগিরী পর্য্যন্ত অ-বাঙ্গালীরা এই বাঙ্গালাদেশে করিতেছে।

ইংরাজী ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের পারলা-মেণ্টের এক আইন দ্বারা (being 39 & 40, Geo, III, C. 79) কলিকাতার সেইকালের "সুপ্রীম কোর্ট"কে অপারগ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সাহায্যের জন্য আদালতের আশ্রয় নিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইহাতে অ-বাঙ্গালী ব্যবসাদারেরা খুব সুযোগ পায়, কারণ বাঙ্গালীর মত তাহারা এদেশে ঘরবাড়ী বাঁধিয়া বাস করিত না,সোণাদানা আর টাকাটাই বেশী চিনিত, একটু বেগতিক দেখিলেই আদালতের আশ্রয় লইত।

শুনা যায় এক একজন ক্রমান্বয়ে ৪।৭ বার ইন্সলভেণ্ট হইয়াছে ও অসৎভাবে বিস্তর ধনসম্পত্তি করিয়াছে। পশ্চিমদেশীয় লোকের তৎকালীন ছড়া আজও শোনা যায়—

"শেঠ বাহাদুর—ইংরাজ সরকার,
মজাদার এক আইন কিয়া পাস্।
বাংলা মুলুকমে চলে চলো ভাই,
রূপীয়াকা বদ্‌লা দরখাস্‌মে খালাস্॥

এই হুজুগে দলে দলে অ-বাঙ্গালীরা (বিশেষ-ভাবে পশ্চিমারা) কলিকাতা আসিতে লাগিল। ইন্‌ল্‌ভেন্সী কেস্ এত হ'তে লাগল যে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম "ইণ্ডিয়ান ইন্সলভেণ্ট এক্ট" (ভারতীয় ইন্‌ল্‌ভেণ্ট আইন) এবং "ইন্সলভেণ্ট কোর্ট" স্থাপিত হইল। ইহা হইতেই অ-বাঙ্গালীর ঝোঁকটা বেশ বোঝা যায়।

যাহারা স্বার্থের জন্য নিজদেশ ছাড়িয়া ভিন্নদেশে আসে তাহারা সেই মূহুর্ত্ত হইতেই অধিক কষ্টসহিষ্ণু, কর্ম্মঠ, চিন্তাশীল ও অনুসন্ধিৎসু হয়। বাঙ্গালাদেশের অধিকাংশ বাবু-বাঙ্গালীরা নিজেদের বেলায় বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে থাকেন কম, কিন্তু অ-বাঙ্গালীর বেলায় তাহাদের সাধুতা ও সৌন্দর্য্যে অত্যধিক বিশ্বাস করেন। একজন কপর্দ্দকহীন মাড়ওয়ারীকে প্রথম দেখাতেই মনে

মনে লক্ষপতি না হউক কয়েক হাজারের মালিক স্থির করিয়া ফেলেন। এইরূপ পূর্ব্ব-সিদ্ধান্তাদির ফলে অলক্ষ্যে নিজেদের ব্যক্তিগতভাবে, আর সমষ্টিহিসাবে বাঙ্গালীজাতির অকৃতকার্য্যের কারণ সৃজন করিয়া দেন, ফলে অ-বাঙ্গালীরাও স্বল্পায়াসে কার্য্যসিদ্ধি করে। তারপরে ক্রমশঃ অর্থ, সম্পত্তি, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ইত্যাদি করিয়া লয়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালীর মধ্যে এমন লোকও বিস্তর আছে। যাহারা অ-বাঙ্গালীকে ঠকাইতে সদাই তৎপর। এ যেন তাদের এক পেশা বা নেশা। ধনদৌলত পাওয়ার আশায় (অর্থাৎ রাতারাতি বড়লোক হওয়ার মতলবে) অ-বাঙ্গালীর প্রত্যেক বাধাবিঘ্নগুলি তাহারা হালকা করিয়া দেয় এবং ধীরে ধীরে তাহাদের নিজেদেরকেই অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলে। "শিয়ালকে ভাঙ্গা বেড়া দেখাতে নাই" কথাটা যথাযথ বটে।

কায়িক পরিশ্রমে বাঙ্গালী পরাঙ্মুখ, কিন্তু "দাঁওসে" টাকা পাইতে অথবা বে-আইনী কাজ হইতে নিজেকে তফাতে রাখিতে যে সব চতুরতার দরকার তাহা শিক্ষা করিতে বাঙ্গালীর বিন্দুমাত্রও কষ্ট হয় না। কিন্তু চাকুরী ভিন্ন ব্যবসায় বা কোন সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় "লোটা-কম্বল" ওরফে দীনহীনভাবে ব্যবসার চেষ্টায় হাড়ে হাড়ে কষ্ট অনুভব হয়। শতকরা দশজন "জাত-ব্যবসাদার" না হ'য়ে, আমাদের শতকরা ৯৯জন বাঙ্গালীই "পেশা-ব্যবসাদার"।

বাঙ্গালাদেশের অবস্থা আজ এমন হয়েছে যে কৃষক যা খায় তার চাষটাও আস্তে আস্তে ছেড়ে দিচ্চে, গোয়ালা (যে দু-একজন আছে) তার সব দুধ বিক্রী ক'রে বাজার থেকে মাখন কিনে নিচ্চে, পল্লী গ্রামের সাধারণ বাড়ীতেও ধান থেকে চাল বের ক'রে দিচ্ছে অপরে। বাঙ্গালীরা সব তাতেই যোগান দিচ্চে আর টাকা নিয়ে যাচ্চে পরে। যত্র আয় তত্র ব্যয় ছাড়াও ঋণ লেগেই আছে।

বাঙ্গালাদেশে এইরকম কৃষক, শ্রমজীবি, প্রজা ও মধ্যবিত্ত লোক শতকরা ৭৫ জনেরও অধিক, সেজন্য এইদেশেতে অ-বাঙ্গালীর প্রভাব অত্যধিক। অথচ বাবুয়ানা বেড়েই চলেছে। এ যেন বাঙ্গালীজাতি নয়, ঠিক বাবুরজাতি। ভুলেও মনে জাগে না যে "শীর্ দে নেহি দে আমামা" মাথা দেও মাথার মুকুট দিওনা—বাঙ্গালীর প্রভাব অ-বাঙ্গালীর পদতলে দিও না।

সমস্ত বাঙ্গালাদেশের মধ্যে একমাত্র ঢাকা সহরের নাম করা যায় যেখানে ব্যবসায়ে অ-বাঙ্গালীর প্রভাব এত কম যে অন্যান্য অংশের সম্যক তুলনায় একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গলা দেশের সহর হিসাবে কলিকাতার পরই ঢাকা। ঢাকা সহরে একটীও স্থায়ী বা বাসিন্দা মাড়োয়ারী নাই—(অন্যান্য অ-বাঙ্গালী তো দূরের কথা)—যে ব্যবসায়ে সেখানে প্রভাব খাটাইবে। ইহার মূলে আছে জাতীয় ব্যবসাবুদ্ধি আর একতা। ঢাকার ব্যবসায়ীরা পরস্পরে হাজার ঝগড়া করিলেও স্বার্থ রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর।

ব্যবসায়ে অ-বাঙ্গালীর প্রভাব প্রতীকারার্থে ভবিষ্যতের জন্য আমাদের দরকার—অ-বাঙ্গালী প্রবর্ত্তিত কোন "স্কীম"এ যেন আমরা অত্যধিক গুরুত্ব উপলব্ধি না করি, তাতে যত মিষ্টি কথাই থাকুক আর যত তোফা লাভই হউক। বাঙ্গালীর জাতীয় স্বার্থে আঘাত লাগিবে কিনা তাহার যথাযথ তদন্ত না করিয়া যেন কেহই কোন প্রকার ঝুঁকিদার কার্য্য না করেন এবং অ-বাঙ্গালীর প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ না রাখিয়া জাতীয়-ব্যবসাবুদ্ধি ও একতার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা বাঙ্গালা বাঙ্গালী

যেন পরস্পরে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাঙ্গলাদেশে অ-বাঙ্গালীর প্রভাব ক্ষুণ্ণকরণে জিদ্ রাখি।

অর্থ, সম্পত্তি, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যার প্রভাবও তাহার। এই গুলির যাহার অভাব তাহার উপরেই অপরে প্রভাব খাটায়। প্রভাবের মূলে টাকা। টাকা হইলে ও টাকার সদ্ব্যবহার করিতে জানিলে, সম্পত্তি-খ্যাতি ইত্যাদি আপনা হইতেই আসিবে—আবার বাঙ্গালীর প্রভাব ফিরিয়া আসিবে এবং অ-বাঙ্গালীর প্রভাব খর্ব্ব হইবে। ধনাগমের শ্রেষ্ঠ পন্থা ব্যবসা। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তার অর্দ্ধেক কৃষি কর্ম্মে, কিন্তু তার অর্দ্ধেক দূরের কথা শতাংশও আজকাল রাজ-সেবায়' (অর্থাৎ চাকরীতে) অধিকাংশ লোকের জোটে না। জল্পনা কল্পনায় সময় নষ্ট না করিয়া এখনও ব্যবসা-অবলম্বন করিলে সুফল ফলিবে।

পৃথিবীতে আমরা সকলেই বিক্রেতা না হয় ক্রেতা, কারণ পুরোহিত বা কারবারী, জমীদার বা কৃষক ইত্যাদি আমরা সকলেই হয় কোন জিনিষ সরবারহ করি, না হয় ব্যবহার করি। আমরা কোন এক জিনিষ অন্যকে দিতে চাই অথবা চাকরীর প্রস্তাব করি এবং দরকার হইলে আমাদের আইন সঙ্গত কাজে যে ব্যক্তি বে-আইনীভাবে বাধা দেয় তাহাকে বিচারার্থে পাঠাই। হস্তান্তর করিয়া, একটার বিনিময়ে আর একটা নিয়া আর স্বার্থ বা লাভের কারবার করিয়া আমরা জীবন ধারণ করি। আমদানী, রপ্তানী, তৈরী, দোকানদারী, দালালী, বা বিক্রয়ে সহায়তা করা ইত্যাদি আমরা যাহাই করি না কেন—ইহা সত্য যে আমরা আমাদের কার্য্য বিক্রী করিয়া তবে টাকা কিনি—ঐ টাকা দ্বারা আমাদের অত্যাবশকীয় জিনিষ সংগ্রহ করি, তাহা আবার অপরের নিকট হইতে যে তাহার যোগান দেয়। যে যত বেশী যোগান দেয় অধিকাংশস্থলে সেই তত বেশী টাকার মালিক।

স্বনামধন্য বিসমার্ক তাই এক বক্তৃতায় জার্ম্মাণ যুবকগণকে বলিয়াছিলেন "জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া তোমাদিগকে আমার তিনটা কথা বলিবার আছে তাহা এই—কাজ কর, কাজ কর, কাজ কর।"—বাঙ্গালী যুবকগণকে ইহাপেক্ষা অধিক বলিবার প্রয়োজন হইবে কি ?

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সুচিন্তিত প্রবন্ধ "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" পড়িয়া দুঃখে ও ক্ষোভে মাথা নত হইয়া আসে। আর একটী প্রবন্ধ "বাঙ্গালী মরণের পথে" ইহাও দেখিলাম কিন্তু কয়জন "ঘর সামলাইয়াছেন" জানি না। গতি-ধর্ম্মে স্থির, স্থিতির এবং অন্যান্তর অবস্থা আজ যেরূপ এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও সেরূপ ছিল না, এক সহস্র বৎসর পরও তেমন থাকিবে না। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় দেশের পণ্ডিতগণ অবস্থার এই পরিবর্ত্তনশীলতা স্বীকার করেন।

বর্ত্তমানে যে সব পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তার অধিকাংশই হচ্ছে এক নিয়মের প্রভাবে। বাঙ্গালী সাধারনতঃ এই নিয়মের অদৃশ্য কার্য্যগুলি যেন দেখিয়াও দেখিতে পায় না। প্রকৃতপক্ষে কোন বিচিত্র চিত্রে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় (১) ব্যবসায়ের প্রারম্ভে লোটা-কম্বল সম্বল করে মারওয়ারী পরে লক্ষপতি হইতেছেন কেন ? (২) দাসদাসী, মোটর গাড়ী থাকা সত্ত্বেও অ-বাঙ্গালী নিজের বোঝা ঘাড়ে করিয়া পায় হেঁটে স্থল বিশেষে যায় কেন ?) ইত্যাদিতে বাঙ্গালীকে মনোযোগী করিতে বাধ্য করিলেও মুহূর্ত্তেকের জন্য তা'র মন আকৃষ্ট হয় না অথবা যৎসামান্য সংশ্লিষ্ট হয়। সে বিষয়টা এক রকম

স্বাভাবিক বা সাধারণ বলিয়া ধরিয়া লয় ও এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে আজও বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইতেছে ও অ-বাঙ্গালীর প্রভাব বাড়িতেছে। বাঙ্গালী যুগ-ধর্ম্মের প্রভাব বুঝিতেছে না। এই প্রভাব আর কিছুই নয় — ইংরাজীতে যাহাকে বলে "Dignity of Labour"। মজুরীর-মহত্ত্ব বুঝিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে—ইহাই একমাত্র সহজ প্রতীকার।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র নাগ

— —

কাজের কথা

শিল্প-প্রসঙ্গ।

প্রথমে কালী সম্বন্ধে কিছু বলি।

আজ কাল প্রায়ই আমরা বিলাতি কালী ব্যবহার করি। কিন্তু বিলাতী কালী ব্যবহার না করিয়া একটু পরিশ্রম করিলেই যে আমরা আমাদের ব্যবহারের কালী নিজেরাই প্রস্তুত করিতে পারি —এ জ্ঞান যদি আমাদের থাকিত তবে বিদেশ হইতে কেন ভারতে কোটী কোটী টাকার জিনিষ আমদানী হইবে? আমি যখন স্কুলে পড়িতাম তখন হরিতকী, বয়ড়া, আমলকী ও টৌরী ফলদ্বারা কালী প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতাম। কিরূপে তাহা বলিতেছি। উপরোক্ত জিনিষগুলি সহ কয়েক খণ্ড পুরাতন লৌহ জলে ২।১ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া পরে আগুনে জ্বাল দিতাম। এই কালী দ্বারা লিখিলে কাগজ নষ্ট হইলেও বহুদিন পরেও কালী অস্পষ্ট হইত না। এই কালীতে অল্প হীরাকস দিলে কালী আরও গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইত। কেবল মাত্র তিন পয়সা ব্যয়ে ৪।৫ বোতল কালী প্রস্তুত হইত। আর তিন পয়সার বিলাতী কালী দ্বারা বেশী পক্ষে ৪।৫ দোয়াত কালী হয়। আজ কাল ও আমি এইকালী ব্যবহার করি।

একটী বস্ত্রে রং দিতে আজকাল অনেকেই বিলাতী রং ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রত্যেক স্থানেই এমন অনেক উদ্ভিদ আছে, যাহা দ্বারা অনায়াসে বস্ত্ররঞ্জন ক'রা চলে। নিম্নে কয়েকটী উদ্ভিদের নাম দিলাম।

বাবলার ছাল, বকম কাঠ, আছফলের শিকড়, কুসুম ফুল, হরিতকী, টেরীফল, বয়ড়া, আমলকী, নীল, লাক্ষা, শেফালিকা ফুলের বৃন্ত, হরিদ্রা, জাফরাণ, প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা বস্ত্ররঞ্জন করা চলে।

হরিতকী, বয়ড়া, আমলকী, প্রভৃতি দ্বারা চর্ম্ম ও বস্ত্র উভয়ই রঞ্জন করা চলে। ইহাদ্বারা আল-পাকা রং হয়।

গরান কাঠের ছাল দ্বারা চর্ম্ম রঞ্জন করা চলে।

সোডা বাইকার্ব্ব ও কৃষ্ণখদির দ্বারা কিরূপে বস্ত্ররঞ্জন করা চলে তাহা বলিতেছি--

অন্ততঃ ২।৩ সের জল ধরে এমন দুইটী মৃত্তিকা পাত্র আবশ্যক। পাত্র দুইটী পরিষ্কার রাখিতে হইবে। ৪।৫ তোলা বিলাতী সোডা একসের জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। এবং অন্য পাত্রে এক ছটাক পরিমাণ কৃষ্ণ খদির ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। উভয়ই তিনঘণ্টা

কাল ভিজান আবশ্যক। সোডা ও খয়ের দ্রব হইয়া গেলে, নীচের ময়লা বাদ দিয়া উপরের পরিষ্কার দ্রাবন ভাগ পরিষ্কিত মৃত্তিকার পাত্রে লইতে হইবে। যে কাপড়ে রং দিবে তাহা পূর্ব্বে পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। পরিষ্কিত কাপড়টী প্রথমতঃ খদিরের জলে এমন ভাবে ভিজাইবে যেন কাপড়ের সকল অংশে ভালরূপে জল লাগে। ১৫।২০ মিনিট পরে কাপড়টী খদির জল হইতে উঠাইয়া উহা হইতে জল নিষ্কাসিত করিয়া আরও ১৫।২০ মিনিট সময় কাপড়টী বিলাতি সোডার জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পরে কাপড়টী রৌদ্রে শুকাইলে উত্তম বাদামী রং হইবে। যদি রং আরও উজ্জ্বল করিতে ইচ্ছা হয়, তবে একসের জলে এক ছটাক এরারুট সিদ্ধ করিয়া পরে জল শীতল হইলে, উহাতে রঙিন কাপড়টী চুবাইয়া লইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে কাপড় উত্তম গোলাপী রংএ রঞ্জিত হয়। কিন্তু জিনিষ গুলির পরিমাণ বেশী বা কম হইলে কাপড় নষ্ট হইয়া যায়।

হরিতকী, টহরী, মাজুফল, হীরাকস্ নীল রং খরিদ ও পীত মেজেণ্টা দ্বারা উত্তম ব্লুব্ল্যাক কালী প্রস্তুত হয়। নিয়ম ও বেশী কঠিন নয়, সংক্ষেপে এই—প্রথমে মাজুফল দেড় পোয়া, হরিতকী দেড় পোয়া ও টহরীগুঁড়া এক পোয়া আড়াই সের জলে ৪।৫ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া পরে লৌহপাত্রে অল্পক্ষণ সিদ্ধ করিতে হইবে। তারপর উহাতে এক পোয়া পরিমাণ খদির ও আড়াই ছটাক হীরাকস্ সংমিশ্রিত করিতে হইবে। পরে উত্তম কাল রং হইলে নামাইয়া ছাকিতে হইবে। তারপর ৮।১০ দিন রাখিয়া দিয়া পরে পুনরায় ছাকিয়া লইয়া উহাতে অর্দ্ধ কাচ্চা পরিমাণ নীল চূর্ণ ও এক গ্রেণপরিমাণ পীত মেজেণ্টা মিশ্রিত করিলে উজ্জ্বল ব্লু-ব্ল্যাক কালী প্রস্তুত হয়। যদি ব্ল্যাক কালীর পাউডার প্রস্তুত করিতে হয়। তবে মাজুফলের গুঁড়া তিন পোয়া, আরবী গদ ৬ আউন্স হীরাকস ১০ আউন্স, নীলরং এক কাঁচ্চা, পীত ম্যাজেণ্ট দুই গ্রেণ—এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিলে কালীর পাউডার প্রস্তুত হয়।

আজকাল অনেকেই নস্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা নস্য না কিনিয়া যাহাতে নিজে নিজে প্রস্তুত করিতে পারেন সেইজন্য নিয়ে নস্য প্রস্তুত প্রণালী দিলাম।

ভাল তামাকের পাতা মিহি করিয়া গুঁড়া করিয়া যে কোন সুগন্ধি দ্রব্যে সিক্ত করিতে হয়। এইরূপ ৩।৪ বার করিয়া খুব মিহি চালুনি দ্বারা চালিয়া লইলে নস্য প্রস্তুত হয়।

কাপড় কাচিবার সাবান নিজেই প্রস্তুত করা যায়। প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—"সাজিমাটী ১২ সের, নারিকেল তৈল ৩ সের একত্রে অগ্নি উত্তাপে গলাইয়া ঘন হইলে নামাইয়া অল্প পরিমাণ গুঁড়া সোডা মিশ্রিত করিয়া ছাঁচে ঢালিতে হইবে—তাহা হইলেই কাপড় কাচার সাবান প্রস্তুত হইবে।

এখন জিনিষ পরিষ্কার প্রণালী বল্‌ছি।

তেঁতুল দ্বারা মাজিয়া তৎপর খড়ি কিংবা ইটের সরু চূর্ণ দ্বারা ঘসিলে পিতল কাঁসার কলঙ্ক তোলা যায়।

লৌহ বা ইস্পাতের জিনিষ পরিষ্কার করিতে হইলে কেরোসিনে ভিজান নেকড়া দ্বারা ঘসিতে হয়।

চিরুণী সাফ করিতে হইলে সোডার জলে ভিজাইয়া পরে ঘসিলেই সাফ হয়।

সরিষার খইল দ্বারা হাত ধুইলে সকল প্রকার গন্ধ দূরীভূত হয়।

শরীরে আলকাতরার দাগ লাগিলে একটু কেরোসিন দ্বারা ভিজাইয়া সাজিমাটী দ্বারা ধুইলেই পরিষ্কার হয়।

এই প্রবন্ধে যে যে বিষয় লিখিয়াছি প্রত্যেকটী পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

শ্রীসুধীর কুমার নন্দী মজুমদার।

—:*:—

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। মফঃস্বলস্থ গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা ১৩৩৪ সালের বৈশাখ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায়ে খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ,

মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্ম বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন ; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭ পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সেলোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে I. T. J. বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
1 Council House Street,
Calcutta.

১১। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন। পত্র ইংরাজীতে লিখিতে হয়।

ম্যাজবেষ্টস্।

(আর—৭৫) দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত গুডুর প্রদেশের জনৈক পত্র প্রেরক ম্যাজবেষ্টস্ বিক্রয় করিতে চাহেন।

(I. T. J. ১৯শে জুলাই)

ম্যাগনিটাইট

(আর—৭৬) দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত হানাম কোণ্ডা নামক স্থানের জনৈক ব্যবসায়ী ম্যাগনিটাইটের (Magnetic Iron ore) খরিদ্দারদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ]

ম্যাঙ্গানিজ ওর

(আর—৭৭) করাচী'র একটী কোম্পানী ম্যাঙ্গানিজ ওর সরবরাহ কারিদিগের অন্বেষণ করিতেছেন।

(I. T. J. ঐ)

নীল

(আর—৭৮) তুরস্কের অন্তর্গত কনষ্টান্টিনোপলের জনৈক পত্র প্রেরক ভারতবর্ষ হইতে নীল সরবরাহকারিদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন

(I. T, J. ঐ)

পাতগালা

(আর—৭৯) কনস্তান্তিনোপল সহরের জনৈক ব্যবসায়ী ভারতীয় পাত-গালা রপ্তানী কারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

তেঁতুল

(আর—৮০) কনস্তান্তিনোপল সহরের জনৈক ব্যবসায়ী ভারতবর্ষ হইতে তেঁতুলের রপ্তানী কারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

খেজুর

(আর—৮১) পাঞ্জাবের অন্তর্গত মোজাফরগড়ের একটী কোম্পানী প্রচুর পরিমাণে খেজুর সরবরাহ করিতে রাজী আছেন। যাঁহারা উহা কিনিতে ইচ্ছুক তাঁহারা ঐ কোম্পানীর সহিত পত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

(I. T. J. ২০শে জুলাই)

জ্যাফরাণ

(আর—৮২) কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের পত্র প্রেরক বিশুদ্ধ কাশ্মীরী জাফরাণ বিক্রয় করিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

নরম সাবান

(আর—৮৩) বোম্বাইয়ের জনৈক ব্যবসায়ী যাঁহারা Soft Soap বা নরম সাবান কিনিতে চাহেন তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করিতেছেন।

(I. T. J. ঐ)

পশুলোম বা FURS

(আর—৮৪) লণ্ডনের একটী কোম্পানী ভারতবর্ষের পশুলোম (Furs) রপ্তানী কারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I, T J. ঐ)

কমলা লেবু ও লেবুর রস এবং সাইট্রেট অফ লাইম।

(আর—৮৯) কালিম্পংএর জনৈক ব্যবসায়ী অরেঞ্জ, লেমন ও লাইম জুস এবং সাইট্রেট অফ্ লাইমের খরিদ্দারদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I. T. J. ৯ই আগষ্ট)

কমলা তৈল (ORANGE OIL)

(আর—৯০) কালিম্পংএর জনৈক পত্র প্রেরকের নিকট প্রচুর orange oil মজুত আছে। তিনি উহার খরিদ্দার খুঁজিতেছেন।

(I. T J. ঐ)

বক্স উড

(আর—৯১) তুরস্কের অন্তর্গত কনস্তান্তিনোপলের জনৈক পত্র প্রেরক বক্স উড্ (Buxus Sempervirens) রপ্তানী কারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T, J. ঐ)

নীলগিরির বেত

(আর—৯২) জার্ম্মাণীর অন্তর্গত হাম্বার্গ নামক স্থানের একটী প্রসিদ্ধ কোম্পানী যাঁহারা মূল সমেত নীলগিরির বেত সরবরাহ করিতে পারেন তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে ইচ্ছুক।

(I. T. J. ঐ)

হাড়

(আর—৯৩) বোম্বাইয়ের একটী কোম্পানী যাঁহারা প্রচুর পরিমাণে জন্তুর হাড় সরবরাহ করিতে পারেন তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I. T. J. ৬ই আগষ্ট)

ফুলার্স আর্থ

(আর—৯৪) নিউজিল্যাণ্ডের অন্তর্গত Whongarei নামক স্থানের জনৈক পত্র প্রেরক ভারতবর্ষে যাঁহারা ফুলার্স আর্থ বা সাজিমাটী ক্রয় করিতে চাহেন তাঁহাদিগের সংস্পর্শে আসিতে ইচ্ছুক।

(I. T. J. ঐ)

চা

(আর—৯৫) প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত Tel-Aviv নামক স্থানের জনৈক পত্র প্রেরক ভারতবর্ষের চা রপ্তানী কারকদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I. T. J, ঐ)

আম্রার, গঁদ প্রভৃতি

(আর—৯৬) অমৃত সহরের একটী কোম্পানী আম্বারগ্রীস্, গাম্ ঘাটি, গাম্ আমেরিকা এবং গাম্ অলিবেনাম্ কিনিতে চাহেন।

(I. T. J. ২৩শে আগষ্ট)

EUPHORBIA PILULIFERA

(আর—৯৭) দিল্লীর একটী কোম্পানী উল্লিখিত দ্রব্যের সরবরাহ কারিদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন :

(I. T. J. ঐ)

হরিতকী

(আর—৯৮) অমৃতসরের একটী কোম্পানী হরিতকী সরবরাহকারিদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I. T. J, ঐ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমাদের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কাহারও কোনও জিনিস বেচিবার বা কিনিবার থাকে তবে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে আমরা সেই সংবাদ এই অধ্যায়ে বিনামূল্যে প্রকাশ করিব এবং সে জন্য কোনও চার্জ্জ করিব না। বলা বাহুল্য এরূপ সংবাদ একবার মাত্রই প্রকাশ করা হয়।

পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে কোনও নোটিশ লওয়া হয় না।
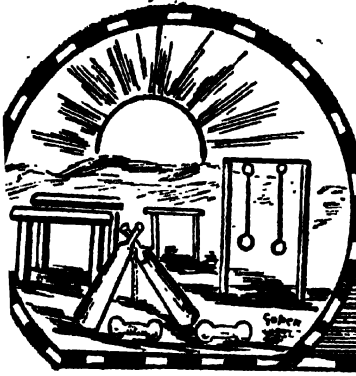
নিম্ব।

নিম্ববৃক্ষ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। বঙ্গের প্রাচীনা গৃহিনীগণ ইহার ব্যবহার বিশেষরূপে জানেন। নিম বেগুণ, নিম-পাতা ভাজা ভোজন এদেশে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। নিমের পাতা সিদ্ধ জলে ক্ষত স্থান ধৌত করিলে ক্ষত সত্বর আরোগ্য হয়, খোষ পাঁচড়া ও চুলকাণি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি এই জলে স্নান করিলে সত্বই উপকৃত হইয়া থাকেন। বাড়ীর নিকটে নিমগাছ থাকিলে বাড়ীর অধিবাসীবৃন্দের স্বাস্থ্য ভাল থাকে এই বিশ্বাস সর্ব্বত্রই প্রচলিত দেখা যায়; নিম তেলের সার হইতে প্রস্তুত মার্গো সোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশেও ব্যবহৃত হইতেছে। অধিক পুরাতন বৃক্ষ হইতে এক প্রকার নির্য্যাস নির্গত হয় তাহা খাইতে সুস্বাদু, ইহা পান করিলে সর্ব্বপ্রকার রক্তদুষ্টি জনিত রোগ নিরাময় হয় এবং সাধারণ স্বাস্থ্য উন্নত হয়।

রূক্ষ, কটু, ভেদী, পাকেও কটু, অগ্নি ও বাত নাশক এবং শ্রমশান্তি কারক।

আয়ুর্ব্বেদ মতে নিম্বের প্রয়োগ গুণ :—

তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, অরুচি, ক্রিমি, ব্রণ, পিত্ত, কফ, কুষ্ঠ, হৃল্লাস ও মেহ রোগ নষ্ট করে।

আয়ুর্ব্বেদমতে বিভিন্ন রোগে নিম্বের ব্যবহার—

কুষ্ঠরোগে :—

(১) পঞ্চনিম্ব ;—নিমেরপাতা, মূল, ত্বক, পুষ্প ও ফল সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু, ঘৃত, গোমূত্র, জল, আমলকীর জল অথবা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ১ বৎসরের কুষ্ঠ নষ্ট হয়।

(২) নিমের ছাল ও পলতার কাথ পান করাইবে।

(৩) নিমফলের তৈল প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

অন্যান্য চর্ম্মরোগে :—

(১) নিম ছাল ও সোণার পাতার কাথ দুষ্ট স্থানে মর্দ্দন করিলে পদ্মকাটা নষ্ট হয়।

(২) নিম্বপত্র চূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে অথবা নিম্বপত্র ও আমলকী একত্রে বাটিয়া ভোজন করিলে বিস্ফোট, ফোট, ক্ষত, শীতপিত্ত, চুলকণা ও অম্লপিত্ত রোগ নষ্ট করে।

(৩) নিম ফলের শাঁস চূর্ণ নিয়মিত সেবন করিলে স্ফোটক, বিসর্প, নাভীব্রণ আরোগ্য হয়।

(৪) নিম্ব তৈল ব্যবহার করিলে দদ্রু, বিসর্প,

চুলকণা, পাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয়।

মেহ রোগে :—

নিম ছালের কাথ পান করিলে সুরা মেহ আরোগ্য হয়।

জ্বরে :—নিম ছালের কাথ পান করিলে কফ জ্বর নষ্ট হয়। দাহ জ্বরে নিম পাতার কাথ গুড় সহ পান করিলে বিশেষ ফল হয়।

তৃষ্ণায় :—কফজ তৃষ্ণায় নিম্ব পুষ্পের উষ্ণ কাথ ফলপ্রদ।

বাত রক্তে :—নিম্বফল উষ্ণ জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে বিষ নষ্ট হয়।

টাক ও কেশের অকাল পকতায় :—নিম্ব তৈলের নস্য লইলে উপকার হয়।

গ্রহণী রোগে :—মহানিমের মূলের ত্বক জলে উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিবে।

ক্রিমিরোগে :—নিম্ব পত্র রস মধু সহ পান করিবে।

ক্ষতে :—নিম্ব তৈল ব্যবহার করিলে ক্ষতের জীবাণু নষ্ট হয়।

দান্ত পরিষ্কারে :—নিম্ব ফলের বিশেষতঃ মহানিম্ব ফলের চূর্ণ ব্যবহার করিবে।

বসন্তে :—নিম্ব, বিল্ব ও কাঁটানটে শাকের মূলের ছাল একত্রে পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন প্রাতে এক এক বটী সেবন করিলে সে বৎসর বসন্তের ভয় থাকে না। ইহা বসন্তের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিষেধক।

কবিরাজ শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার কবিভূষণ।

পরীক্ষিত ঔষধ

টাকের ঔষধ

(১) কুঁচগাছের মূল বা কুঁচফল গুড়া করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া টাকে প্রলেপ দিলে চুল গজাইয়া থাকে।

(২) হাতীর দাঁত পুড়াইয়া—রসাঞ্জনের সহিত মিশ্রিত করিয়া মধুসহ নাড়িয়া টাকে প্রলেপ দিলে নূতন চুল উঠিয়া থাকে।

মুখের শ্রীবৃদ্ধির উপায়

মসূরদাল ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে মুখের বর্ণ উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

শূল বেদনার ঔষধ

(১) শামুকের খোলা ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম দুই আনা মাত্রায় প্রত্যহ সকালে এক ছটাক গরম জলের সহিত সেবন করিলে শূল বেদনা ভাল হয়।

স্বরভঙ্গের ঔষধ

(১) কতকগুলি কচি কুল গাছের পাতা একটু সৈন্ধব লবণ সহ মিশাইয়া গব্য ঘৃতে ভাজিয়া কয়েকদিন সেবন করিলে স্বরভঙ্গ সারিয়া যায়।

(২) সমান ভাগে হরিতকী ও পিপুলের গুঁড়া একটু খাঁটি সরিষার তৈলে মাখাইয়া কিছু সময় মুখে ধারণ করিলে স্বরভঙ্গে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

রক্তামাশয়ের ঔষধ

কাঁটা ন'টের মূল সিকি ভরি লইয়া আতপ চাউল ধোয়া জলের সহিত ২.৩টি গোল মরিচ সহ মর্দ্দন করিয়া একবার কি দুইবার সমস্ত দিনের মধ্যে সেবন করিতে দিবে। এইরূপ দুই তিন দিন করিলেই রক্তামাশয় ভাল হইবে।

প্রস্রাবের ঔষধ

কলেরা ও অতিরিক্ত উদরাময় রোগে যখন প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায় তখন যদি কতকগুলি পাথর কুচির পাতা বাটিয়া একটু সোরার সহিত মিশাইয়া তলপেটে প্রলেপ দেওয়া যায় তাহা হইলে সহজেই প্রস্রাব হইয়া থাকে।

পালাজ্বরের ঔষধ

দুই দিন অন্তর পালাজ্বরে—বকপুষ্প গাছের ছাল, অনন্তমূল, গোক্ষুর বীজ, হরীতকীর শাঁস প্রত্যেকটি আধ তোলা মাত্রায় লইয়া বেশ করিয়া থেঁতো করিয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে পালাজ্বর ভাল হইয়া থাকে। এক সপ্তাহ নিয়মিত সেবন করিলে পুনরায় আর জ্বর হয় না।

কৃষি সংবাদ।

(শ্রীঅনন্তকুমার মুখোপাধ্যায়)

শীতের মূলা

ভাদ্র মাসের শেষ হইতে কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত শীতের মূলার বীজ বপন করা যাইতে পারে। মূলার বীজ ভাটিতে বপন করিয়া ৩।৪ ইঞ্চি বড় হইলে জমীতে ৬ ইঞ্চি হইতে আধ হাত ব্যবধানে রোপন করা যাইতে পারে এবং পাতলা করিয়া জমিতে বীজ ছড়াইলেও চলিবে। তবে ভাটীর চারার মূলা ভাল হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। মূলার জমি খুব গভীর করিয়া চাষ করিয়া পুরাতন গোবর, ছাই, পচা খইল, চুণ, পটাশ ইত্যাদি প্রয়োগ করিবেন। মূলার জমী যত গভীর করিয়া চাষ করিবেন মূলা তত ভাল এবং নরম হইবে। শীতের মূলার জমীতে মাঝে মাঝে জল সেঁচ দিবেন। মূলার শাক খাইতেও অতি সুন্দর লাগে। মূলা খাইবার মত হইতে প্রায় ২।২॥০ মাস সময় লাগে।

মটর শুঁটি

মটর শুঁটীকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, প্রথমটী বড় জাতীয় ও দ্বিতীয়টী ছোট জাতীয়। মটর শুঁটীতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভাইটামিন ও প্রোটীন বর্ত্তমান থাকায় ইহা দেহের পক্ষে খুব উপকারী। সাধারণতঃ, আমরা বিলাতী, পাটনাই ও দার্জ্জিলিংএর মটর শুঁটীকে বড় জাতীয় মটর শুঁটি বলি। এদেশে ইহার চাষ কেবল সৌখীন লোকেই করিয়া থাকেন! প্রথমতঃ, ইহার জমীতে উত্তমরূপে চাষ দিয়া ১ হাত হইতে ১॥০ হাত চওড়া জুলি প্রস্তুত করিবেন এবং ঐ জুলিতে পুরাতন গোবর, ছাই, চুণ, সুপার, ফস্ফেট ইত্যাদি প্রয়োগ করিবেন। মটরশুঁটীর জমীতে চুণ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক, কেননা চুণ প্রয়োগ করিলে মটরশুঁটী খুব বড় এবং মিষ্ট হইবে। জমীতে বীজ বপন

করিবার ১।১।০ মাস পূর্ব্বে চুণ প্রয়োগ করিবেন, বীজ বপনের সময় চুণ প্রয়োগ করিলে বীজ হাজিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। ঐ জমিতে ৩,৪ ইঞ্চি ব্যবধানে সারবন্দীভাবে বীজ বপন করিবেন এবং একটী সার অপর একটী সার অপেক্ষা ৩।৪ হাত দূরে থাকিবে। ইহার গাছ খুব বড় হয় বলিয়া ইহার বেড়া প্রস্তুত করিতে হয়। বড় জাতীয় মটর-শুঁটি লম্বায় এক একটী প্রায় ৩ ইঞ্চি হইতে ৫।৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। ইহা খাইবার মত হইতে প্রায় ২।৩ মাস সময় লাগে। আমরা সচরাচর যে মটরশুঁটী দেখিতে পাই ইহা ছোট জাতীয় মটরশুঁটী। ইহার গাছ ১।২ হাত বড় হয় এবং ইহার চাষে বেড়ার দরকার হয় না। ছোট জাতীয় মটরশুঁটীর চাষ করিতে হইলে বিঘা পিছু ১৬।১৭ সের বীজ হইলেই যথেষ্ট হইবে। বৃষ্টির সময় ইহার বীজ বপন করিতে নাই, বপন করিলে বীজ পচিয়া যাইতে পারে। ইহার জমীতে উত্তমরূপে চাষ দিয়া এবং জমী উত্তমরূপে আগাছা শূন্ত করিয়া বীজ ছড়াইবেন। বীজ ছড়াইবার পর জমীতে উত্তমরূপে মাটি ছড়াইয়া বীজগুলিকে ঢাকা দিবেন, কেননা পায়রা ছাতার প্রভৃতি পাখীতে ইহার বীজ নষ্ট করিয়া ফেলে। জমী যদি খুব ভাল থাকে তাহা হইলে মাঝে মাঝে জমীতে জলসেচ দিবেন। মটরশুঁটী হইতে প্রায় ২।২।০ মাস সময় লাগে।

সালগম

সালগম মূলা জাতীয় এক প্রকার শব্জী এবং খাইতে প্রায় মূলারই মত হয়। আশ্বিন মাস হইতে কার্ত্তিক মাসের শেষ পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করিবার প্রশস্ত সময়। ইহার বীজ ভাটীতে বপন করিতে হয় এবং চারা ২।১ ইঞ্চি বড় হইলে তুলিয়া জমীতে ৬।৭ ইঞ্চি ব্যবধানে সারবন্দী ভাবে লাগাইবেন, একটী সার অপর একটী সার অপেক্ষা ১ ফুট দূরে থাকিবে। একেবারে জমীতে বীজ বপন করা যাইতে পারে তবে ভাটীর বীজে ভাল হইবার সম্ভাবনা। সালগমের জমীতে পটাশের ভাগ একটু বেশী রাখিবেন, পটাশ প্রয়োগ করিলে ফলের বৃদ্ধি হইবে। শুধু গোবর সার দ্বারা চাষ করা যাইতে পারে। সালগমের ক্ষেত্রে ২।৩ দিন অন্তর বৈকালে একটু করিয়া জলসেচ দিবেন। বিলাতে সালগম বেশীর ভাগই গৃহপালিত পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা খাইবার মত হইতে প্রায় ২।২॥ মাস সময় লাগে।

আলু

আলু আমাদের একটি প্রধান শব্জী, ইহা আমাদের প্রত্যহ দরকারে লাগে। নৈনিতাল, দার্জ্জিলিং ও গৌহাটী প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। নৈনিতালের আলুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আলু, তবে ইহা অন্য জাতীয় আলু অপেক্ষা অল্প পরিমাণে জন্মে।

বাঙ্গালা দেশে বর্ষার শেষে অর্থাৎ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে আলুর বীজ বপন করিতে হয়। কিন্তু অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ইহার বীজ বপন করা যাইতে পারে। আলুর জমি তৈয়ারী করা অতি কঠিন এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ। সেইজন্য অনেকে আলুচাষ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

আলুর জমী অন্ততঃ ১॥০ ফিট গভীর করিয়া চাষ করা দরকার। জমী যত গভীর করিয়া চাষ করিবেন আলু তত বড় হইবে। ইহার জমীতে উত্তমরূপে পটাশ প্রয়োগ করিতে হয়, কেননা

পটাশ প্রয়োগে করিলে আলু খুব বড় হয় এবং মিষ্ট হইবে। আলুর গায়ে যে চোখ থাকে সেই চোখ হইতে চারা বাহির হয়। আলুর বীজ তৈয়ারী করিতে হইলে প্রথমতঃ, আলুকে রৌদ্রের উত্তাপে ৪।৫ দিন ভাল করিয়া শুষ্ক করিয়া লইবেন এবং একটী ঘরের মেঝেতে পুরু করিয়া শুষ্ক মাটি ছড়াইয়া তাহাতে আলুকে ৩।৪ সপ্তাহ রাখিয়া দিবেন। যখন ঐ আলুর চোখ হইতে অঙ্কুর বাহির হইবে, তখন তুলিয়া জমীতে সারবন্দী ভাবে লাগাইবেন, এবং একটি সার অপর একটী সার অপেক্ষা ২।৩ হাত দূরে থাকিবে। বীজ বপনের ২।৩ সপ্তাহ পরে আলুক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে জলসেঁচ দিবেন। আলু গাছ যখন ৩।৪ ইঞ্চি বড় হইবে তখন উহার গোড়ায় আইল বাঁধিয়া দিবেন এবং গাছ যত বড় হইবে সঙ্গে সঙ্গে আইল ও তত বড় করিয়া দিবেন। বাঙ্গলা দেশে আলু প্রায়ই মাঘ ফাল্গুন মাসে তুলিবার মত হয়। গাছের পাতাগুলি যখন হরিদ্রা বর্ণধারণ করিবে তখন জানিবেন যে আলু তুলিবার মত হইয়াছে। ক্ষেত্রে আইলের মাঝে মাঝে কপিচারা, ওলকপি চারা, কুমড়া গাছ ইত্যাদি রোপন করা যাইতে পারে, ইহাতে এককাজে দুইকাজ হইবে। আলু ক্ষেত্র হইতে তুলিয়াই গোলাজাত করিবেন না, কিছুদিন উত্তমরূপে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবেন। ইহাতে আলু অনেকদিন পর্য্যন্ত থাকিবে এবং শীঘ্র পচিয়া যাইবে না।

পিঁয়াজ

আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস পিঁয়াজের বীজ বপন করিবার ঠিক সময়। ডাটীতে কিংবা গামলায় বীজ বপন করিয়া মাটি চাপা দিয়া উত্তমরূপে চাপিয়া দিবেন, কেননা পিঁয়াজের বীজ উত্তম রূপে চাপিয়া না দিলে বীজ অঙ্কুরিত হইবে না। পিঁয়াজ পুঁতিলেও চারা হয় কিন্তু পিঁয়াজ অপেক্ষা বীজের চারা অতি সুলভে হয়। পিঁয়াজের চাষের জন্য অত্যন্ত জল দরকার হয় সেই জন্য ইহার চাষ নদী কিংবা খালের ধারে বেশী হয়। পিঁয়াজের জমী খুব গভীর করিয়া চাষ করিতে হয় ও ছাই, খইল, চুণ, পচা গোবর পটাশ প্রয়োগ করিতে হয়। চারাগুলি ৪।৫ ইঞ্চি বড় হইলে ডাটী হইতে তুলিয়া বড় জাতীয় পিঁয়াজের চারা আধ হাত অন্তর ও ছোট জাতীয় পিঁয়াজের চারা এক বিঘাত অন্তর ব্যবধানে সারবন্দি ভাবে লাগাইবেন এবং একটী সার অপর সার অপেক্ষা ১ হাত ব্যবধানে থাকা উচিত। ভাল ভাবে চাষ করিতে পারিলে বিঘাপিছু ১০০।১২৫ মণ উৎকৃষ্ট পিঁয়াজ পাওয়া যাইতে পারে।

"বাংলার কথা"

—:০:—

সোডা ও লেমনেডের ব্যবসায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অরেঞ্জ স্কোয়াস্।

প্লেন সিরাপ (45°T)—	১ গ্যালন
সাইট্রিক এসিড—	৩ আউন্স
তরল আরেন্টাইন 'এম্' (Liquid Awrantine 'M')	১½ ফ্লুইড ড্রাম
এসেন্স অব সুইট অরেঞ্জ—	১ " আউন্স
ফোম্ সিরাপ—	¼ " "

অরেঞ্জেড (ORANGEADE)।

প্লেন সিরাপ (45°T)—	১ গ্যালন
সাইট্রিক এসিড—	৩ আউন্স
তরল আরেন্টাইন রঙ— (Liquid Awrantrne Colour)	১½ ফ্লুইড ড্রাম
দ্রবনীয় এসেন্স "সুইট অরেঞ্জ"—	১ ফ্লুইড আউন্স
ফোম্ সিরাপ—	½ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

পিয়ার শ্যাম্পেন (PEAR CHAMPAGNE)

প্লেন সিরাপ (45°T)—	১ গ্যালন
টার্টারিক এসিড—	২ আউন্স
পরিস্কৃত 'ক্যারামেল' এ—	⅓ ফ্লুইড আউন্স
দ্রবণীয় এসেন্স "পিয়ার শ্যাম্পেন"	¼ " "
এসেন্স লেমনস—	¼ " "
ফোম্ সিরাপ—	¼ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

পিপার পাঞ্চ

প্লেন সিরাপ (45°T)—	১ গ্যালন
টার্টারিক এসিড—	২ আউন্স
পরিস্কৃত "ক্যারামেল এ"—	⅓ ফ্লুইড "
দ্রবণীয় এসেন্স "পিপার পাঞ্চ"—	১ " "
ফোম্ সিরাপ—	¼ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

পিক্-মি-আপ

প্লেন সিরাপ (45°T)—	১ গ্যালন
টার্টারিক এসিড—	১ আউন্স
পরিস্কৃত ক্যারামেল 'এ'—	⅓ ফ্লুইড "
এসেন্স 'পিক্-মি-আপ'—	১ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

পাইন আপেল বিটার্স।

প্লেন সিরাপ (45°T)—	১ গ্যালন
টার্টারিক এসিড—	২ আউন্স
পরিস্কৃত ক্যারামেল 'এ'—	১ ফ্লুইড "
দ্রবণীয় এসেন্স "পাইন আপেল বিটার্স"—	১½ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

পাইন আপেল পাঞ্চ

প্লেন সিরাপ (45°T)—	১ গ্যালন
টার্টারিক এসিড—	১½ আউন্স
পরিস্কৃত ক্যারামেল 'এ'—	⅓ ফ্লুইড "
দ্রবণীয় এসেন্স	১ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

———

পূজার বাজার

এবার কার পূজায় বাজারের অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ নহে। পূজার আর এক সপ্তাহও বাকি নাই—অথচ বাজারের দিকে ঘুরিলে সে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার কিছু মাত্রও নজরে পড়ে না। ইহার প্রধান কারণ এবার নানাস্থানে দুর্ভিক্ষ এবং অন্নকষ্ট লাগিয়াই আছে। উত্তর বঙ্গের বালুর ঘাট এবং খুলনা জেলার আশাশুনি প্রভৃতি স্থানে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে এবং বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের নানাস্থান হইতে অন্নকষ্টের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। পাটের বাজার ও ভাল নহে! বাংলা কৃষি প্রধান দেশ এবং যাহারা চাষবাস করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে তাহাদের প্রায় পনের আনা লোক পাটের পয়সার আশায় সুখের স্বপ্ন দেখিয়া থাকে! পাটের বাজার যদি চড়া থাকে তবে চাষার ঘরে পয়সা আসে সুতরাং পূজার বাজার ও বেশ সরগরম হইয়া উঠে। আর পাটের বাজারে যদি হাহাকার লাগিয়া যায় তবে চাষারও সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় এবং পূজার বাজার ও জমিতে পারে না।

* * *

কেন জমিতে পারে না তাহার কারণ বলিতেছি! আর্থিক হিসাবে বাঙ্গালীদের মধ্যে বর্ত্তমান যুগে কয়েকটা শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে—যাহাদের সহিত পূজার বাজারের সম্পর্ক অতি কম। এতকাল পূজার বাজার জমিয়া আসিয়াছে কয়েকটা বিশেষ কারণে। পূর্ব্বে বাংলাদেশের প্রতিপল্লীতে দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান হইত এবং এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ, আয়োজন ও আনন্দ স্রোত মাসাধিক পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইত। বহুকাল হইতে এই উৎসব বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে সুতরাং ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই এ সময় নববস্ত্র পরিয়া থাকে। গৃহের দাস দাসীরাও বৎসরের এ সময় নব বস্ত্র উপহার পায়। এইজন্য এক পূজার সময় বাংলাদেশে যত কাপড়, চাদর, জামা, জুতা ও পোষাক পরিচ্ছদ বিক্রয় হয় সারা বছরে তত হয় না। তার পর পূজার সময় প্রতি পূজা বাড়ীতে খাওয়া দাওয়ার ধুম লাগিয়া যাইত। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবে প্রতি গৃহ পূর্ণ হইয়া যাইত এবং বাংলা দেশ জুড়িয়া সর্ব্বত্র কেবল

দীয়তাং ভোজ্যতাংএর রব শুনা যাইত। দেশ-ব্যাপী এই ভুরি ভোজনের উদ্যোগ আয়োজনে কত দুধ, ঘি, দই, সন্দেশ, মাছ, মাংস ইত্যাদি যে খরচ হইত তাহার আর ইয়ত্তা ছিল না, সুতরাং কাপড় চোপড় পোষাক পরিচ্ছদ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘি, তেল, নুন, মসলা, চাল ডালের ব্যাপারীরাও দিনরাত বেচা কেনা করিয়াও অবসর পাই না। তাই ক্রেতা বিক্রেতা সকলের মুখেই পূজার সময় হাসি ফুটীয়া উঠিত এবং দেশে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়া যাইত।

* * *

কিন্তু বর্ত্তমান যুগে পূজার বাজারের সর্ব্বপ্রধান উৎসব যে দুর্গোৎসব তাহাই বাংলাদেশ হইতে একরকম উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে। আগে এই কলিকাতা সহরে হাজার হাজার দুর্গা প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইত এবং পল্লীতে পল্লীতে পূজার আনন্দ রোল পড়িয়া যাইত। এখন সমগ্র কলিকাতা হইতে একশতখানা প্রতিমা বাহির হয় কি না সন্দেহ। গঙ্গার বক্ষে বিসর্জ্জনের দিন যে বিদায়ের বাজনা বাজিয়া উঠিত এ যুগের লোকে তাহার ধারণাই করিতে পারে না। সহরের কথা ছাড়িয়া দিয়া পল্লীর কথাই ভাবা যাক। আমাদের শৈশব এবং কৈশোরে আমাদের পল্লীতে আমরা পাঁচ খানা প্রতিমা বিশাল জাঁক জমকের সহিত পূজা হইতে দেখিয়াছি। সেই গ্রাম হইতে পূজা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া উঠিয়া গিয়াছিল; আজ দুইবৎসর যাবত আবার সর্ব্ব সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া কোন রকমে পূজা করা হইতেছে। কিন্তু সে পূজার মধ্যে গত যুগের সে প্রাণ আর নাই। পূজার প্রধানতম উৎস দুর্গোৎসবই যখন বাংলা দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে তখন এই দেশ ব্যাপী আনন্দ স্রোতে যে ভাঁটা পড়িবে এবং পূজার বাজারও তদনুযায়ী ম্লান ও নিরানন্দময় হইয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

* * *

দ্বিতীয়—পূর্ব্বে সকল ছোটবড় চাকুরে, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী যে যেখানে যে সহর বাজারেই থাকুন না, কেন পূজার ঢাকে কাঠী পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে আপন আপন পল্লীমায়ের অঞ্চল ছায়ায় আসিয়া প্রাণ জুড়াইতেন। তখন বিন্ধ্যাচলের স্বাস্থ্য নিবাস ও হয় নি,—পুরীর ভিক্টোরিয়া হোটেল ও লোলেনি। মধুপুর, গিরিধি, দেওঘর, শিমুলতলা প্রভৃতি সাঁওতাল পরগণার সুন্দর স্বাস্থ্যকর hill station গুলিও গড়িয়া উঠেনি—কাশী, কাঞ্চি, মথুরা, প্রয়াগ প্রভৃতি যাবার জন্যে রেল কোম্পানী এমন Concession এর প্রলোভন ও বাহির করে নি—ভাগিরথীর কুলে ইতিহাস প্রসিদ্ধ চুণারের দুর্গও এমন সহজ গম্য হয় নি;—সুতরাং ধনী দরিদ্র, লাখপতি, পর্ণ কুটীরবাসী সকলেই পূজার বোধন বাজিয়া উঠিলেই আকুল হইয়া আপন আপন পল্লী গৃহে ছুটীয়া যাইতেন এবং সত্য সত্যই বাংলা দেশ আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। যাঁহারা কৃতী, ধনী, উপার্জ্জনশীল তাঁহারা গ্রামে আসিয়া থিয়েটার যাত্রা, গান, খাওয়া, দাওয়া, দান, ধ্যান ইত্যাদির মহোৎসব লাগাইয়া দিতেন বলিয়াই গ্রামে গ্রামে আনন্দের রোল উঠিত এবং সমগ্র দেশের উপর দিয়া যেন একটা আনন্দের তুফান বহিয়া যাইত। কিন্তু "তেহি নো দিবসা গতা।"

* * *

আজ ধনী, কৃতী এবং উপার্জ্জনশীল যাঁরা তাঁরা ভ্রমেও কেহ পল্লীগ্রামে পদার্পন করেন না।

গ্রামে গ্রামে সাধের চণ্ডীমণ্ডপগুলি খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে—এবং সেখানে এখন চামচিকার বাথান হইয়াছে; গ্রামের রাস্তা ঘাট সব জঙ্গলে ঢাকিয়া গিয়াছে, পথিপার্শ্বস্থ খানা ডোবা সব বর্ষার বদ্ধ জলে পরিপূর্ণ। সেখান হইতে জল নিকাশের কোনও উপায় নাই। সেই বদ্ধ জলে লতাপাতা এবং পাট পচিয়া বিষাক্ত হাওয়ার সৃষ্টি করিতেছে এবং ম্যালেরিয়া বাহী মশকের বংশ বাড়াইতেছে।

পূজার সময় গ্রামে গ্রামে আর ঢাকের বাদ্য বাজে না—সেখানে এখন দিবাভাগে শিবারব এবং রাত্রে মশকের রণবাদ্য রোগ—জীর্ণ, গরীব, দুঃখী পল্লীবাসীকে সর্ব্বদা শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আর সে রামও নাই—সে অযোধ্যাও নাই—

"ফোটেনা কুসুম আর সাধের বাগানে।" বাবুরা সব এখন পল্লীর নামে আঁৎকিয়া ওঠেন। পূজার ছুটীর একপক্ষ আগে হইতে বাংলাদেশের শিক্ষিত ধনী সম্প্রদায়ের আড্ডায় আড্ডায় কেবলই জল্পনা চলিতে থাকে কে কোথায় কোন্ পাহাড়ে কোন্ সাগরের তীরে অথবা কোন্ গহন গুহায় যাইয়া পূজার ছুটীটা আনন্দে কাটাইয়া আসিবেন। মহালয়ার পরে ষ্টেশনে ষ্টেশনে যাইয়া দেখ গঙ্গা-যাত্রীর ভিড়; রেল কোম্পানী ক্রমাগত special এবং extra train দিয়াও যাত্রীদের ভিড় কমা-ইতে পারিতেছে না—সকলেই কাশী কাঞ্চি, প্রয়াগের দিকে ছুটীয়া চলিয়াছে। যারা সাঁশালো, যারা ধনী, যারা উপার্জ্জনশীল তারাই যদি পূজার দালানে চাবী দিয়া পল্লীর মুখ মলিন করিয়া বিদেশে আনন্দ খুঁজিতে গেল তবে কে আর পূজার বাজার সরগরম করিবে—কেইবা বাংলাদেশে আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইবে? যারা পড়িয়া আছে তারা ত সব কানা, খোঁড়া কুঁজা, ফুলোর দল। তারা কেমন করিয়া আনন্দ বাজার বসাইবে? বাংলার দুর্গোৎসব তাই বর্ত্তমান যুগে এমন শ্রীহীন, নিরানন্দময়।

* * *

তা'রপর এই যে সব ধনীর দল বাংলা দেশ কাঙ্গালা শ্রীহীন করিয়া কাতারে কাতারে, হাজারে হাজারে, বাংলার বাহিরে সুখ, স্বাস্থ্য, শান্তি ও আরাম খুঁজিতে চলিয়া গেল ইহাদের কেহই পূজার সময় পূজার বাজার করে না। অর্থাৎ যাকে আমরা পূজার বাজার বলি সেই নূতন কাপড় চোপড় পোষাক পরিচ্ছদাদি কিছুই কেনে না। ইহারা সব হ্যাট্ কোট ও টাইয়ের দল। বাহিরে যাবার বিলাসের উপকরনাদি ইহারা যাহা কিছু কেনে সেসব বিদেশী জিনিষ, তাহার দ্বারা দেশী কারিকরেরা এক পয়সা, পায় না। পূজার বাজার যাহাকে বলে ইহারা সে সব দুর্ব্বলতার কদাচ প্রশ্রয় দেয় না—সুতরাং পূজার বাজার জমাইবে কাহারা এবং জমিবেই বা কেমন করিয়া?—তবু এইসব বড় লোকদের বাদ দিয়াও দেশের যত লক্ষ লক্ষ দুঃখী, গরীব তারা সকলে মিলে পূজার বাজার গরম ক'রে তুল্‌তে পারত যদি তাদের গায়ে একটু রস থাকৃত। কিন্তু পাটের বাজার নষ্ট হওয়ায় তাদেরও বুক ভাঙিয়া গিয়াছে। সকলেই নমো নমো করিয়া কোনও রকমে পূজার বাজার সারিতেছে, মফস্বল অবস্থায়। যে হয়ত আনন্দের সহিত ৫০ খানা কাপড় কিনিত সে মরিবাঁচি করিয়া অতি কষ্টে হয়ত পাঁচখানি কাপড় কিনিয়া কোন রকমে লজ্জা রক্ষা করিতেছে। চারি-দিকের হাওয়া যখন এইরূপ তখন এবার পূজার বাজার লাগিবে কেমন করিয়া? তবু বাজার যখন লাগিয়াছে তখন পূজার বাজারের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

* * *

জুতার বাজার।

পূজার সময় সকলেরই নূতন জুতা চাই। অবশ্য যাদের শরীরে জরা দেখা দিয়াছে কিম্বা শরীরে জরা না লাগিলেও মনে জরা লাগিয়াছে তাহারা নূতন জুতার জন্য ছট্ ফট্ করিবে না। কিন্তু স্কুল কলেজের ছাত্র এবং বালক বালিকাদের এ সময় নূতন জুতা নইলে চলিবে না। আগে জুতার জন্য বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের চীনে পাড়াই বাঙ্গালী বাবুদের তীর্থস্থান ছিল। আর বিলাতী জুতার মধ্যে Dawson, Latimer Creeck, Monteith প্রভৃতি কুলীন বলিয়া গণ্য ছিলেন। কিন্তু স্বদেশীর প্রকোপে Dawson, Latimer Creeck প্রভৃতি মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে; এখন তাহাদের স্থানে দেশী কারীগর দিগের হাতের সুন্দর সুন্দর জুতা বিলাসী বাবুদের চিত্তের ক্ষোভ মিটাইতেছে। ভাল জুতা ১৪।১৫ কি ২০৲ টাকা দরেও বিকাইতেছে যাহা যে কোন ইউরোপীয় কারিকরের হাতের জুতার সহিত টেক্কা দিতে পারে, অথচ দামে অন্ততঃ ২।৩৲ টাকা কম। এক জুতার কারীগরী হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে স্বদেশীয় লোকের আদর ও উৎসাহ পাইলে অন্যান্য অনেক ব্যবসাতেও এ দেশীয় লোক অসাধারণ কৃতীত্ব দেখাইতে পারে। স্বদেশী যুগের প্রবল বন্যায় জুতার বাজারের স্রোত বেণ্টিক ষ্ট্রীট ছাড়িয়া কলেজ ষ্ট্রীটের দিকে ধাবিত হয় এবং এখন এই খানেই বাজার গুল্‌জার করিয়া বসিয়াছে। এখন জুতা কিনিতে কেহ আর চীনা পাড়ায় যায় না; সকল রকম গ্রাহকের সকল রকম সাধ কলেজ ষ্ট্রীটের জুতা ওয়ালারাই মিটাইতেছে। ন্যাশন্যাল ট্যানারী, উৎকল ট্যানারী, চারীর ট্যানারী ক্র্যান্সি লেদার ফ্যাক্টরী প্রভৃতি এ দেশীয় লোকদিগের স্থাপিত বিভিন্ন ট্যানারীর চামড়া হইতে প্রস্তুত সকল রকমের জুতা কলেজ-ষ্ট্রীটের বাজারে যেরূপ সুলভে পাওয়া যায় এরূপ আর কোথায়ও নাই। যাঁহারা পাইকারী দরে জুতা কিনিতে চান তাঁহাদিগের পক্ষে লোয়ার চীৎপুর রোড এবং বেণ্টিক ষ্ট্রীটই প্রধান বাজার। এখানকার ব্যবসায়ীরা প্রায় সকলেই পশ্চিমা মুসলমান এবং আগ্রা ও কানপুরের চাম্‌ড়া হইতেই জুতা তৈরী করে। চীনাদের দোকানও প্রধাণতঃ পাইকারী বিক্রয়ের জন্য বিখ্যাত। জুতার বাজারে তেমন ভিড় এবার নাই। আজ কাল নাগ্রা জুতার খুবই চলন হইয়াছে। কিন্তু কোন বাঙ্গালী কোম্পানীই এ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করে নাই। ৩৫নং হ্যারিসন রোডের ক্যান্সি লেদার ট্রেডিং কোম্পানীই প্রথম নাগ্রা জুতা নিজ দোকানে তৈয়ারী করাইতেছেন। অবশ্য কারিগর আনাইতে হইয়াছে পাঞ্জাব হইতে কেননা একমাত্র উহারাই ঐ কার্য্যে ওস্তাদ। তবে তাঁহাদের দোকানে দুই একজন বাঙ্গালী কারিগর ও উহা দেখিয়া শিখিবার চেষ্টা করিতেছে। জুতা বেশ ভালই হইতেছে।

খদ্দর।

এবার পূজার বাজারে খদ্দরের যথেষ্ট আদর দেখা যাইতেছে এবং মির্জাপুর ষ্ট্রীটের উপর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে যে খদ্দর মেলা বসিয়াছে তাহাতে দর্শকের ও ক্রেতার যথেষ্ট ভিড় দেখা যাইতেছে। খদ্দর বিক্রয়ে কলিকাতার বাজারে যাঁহারা শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে খাদি প্রতিষ্ঠান, নোয়াখালী খদ্দর ষ্টোরস্ এবং অভয়াশ্রমের খাদিই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। দেশে দিন দিন খদ্দরের এই যে আদর দেখা যাইতেছে ইহার

মূলে খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচার প্রচেষ্টা, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের আপ্রাণ পরিশ্রম, এবং আনন্দ বাজারের সহযোগীতা বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা ইঁহাদিগকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি।

কাটাকাপড়।

কাটা কাপড় বলিতেই আগে লোকে চাঁদনীর দিকে ছুটীত এবং গাঁট কাটার ভয়ে টাকাকড়ি ট্যাঁকে রাখিয়া কেবলই ট্যাঁক টিপিয়া দেখিত যে এখনও আছে কিনা। দোকানে বসিয়া লোকে কাপড় কিনিবে কি, সদাই আতঙ্ক ঐ রে! ঐ বুঝি টাকাটা গেল!" তা'রপর দর কসাকসির হাঙ্গামাও কম ছিল না এবং তজ্জনিত দোকানদারের হাতে ভদ্রলোকগের লাঞ্ছনার কথা সর্ব্বজন বিদিত ছিল। ফলতঃ পূজারে চাঁদনীতে বাজার করিতে লোকের প্রাণে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইত; সকলেই মনে মনে ভাবিত যে কাটা কাপড়ের আর একটা ভদ্র ভাবের বাজার থাকিলে বেশ হইত। ক্রেতাদিগের অন্তরে এইরূপ অসুবিধা ও মনোবেদনার মধ্যে ১৯০৫ সালে যখন বয়কট ও স্বদেশীর প্লাবন আসিয়া সমগ্র দেশে এক নব জাগরণের সূচনা করিল তখন সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন শিক্ষিত যুবক শ্রীযুক্ত অশ্বিণী কুমার বর্ম্মণকে মুখপাত্র করিয়া বহুবাজারে এক কাটা কাপড়ের দোকান খুলিলেন। দোকানের নাম হইল এ, বর্ম্মণ এণ্ড কোম্পানী মনে আছে স্বদেশীর সেই স্বর্ণযুগে পূজার সময় এ, বর্ম্মণের দোকানে কী ভিঁড়! মাছির মত সর্ব্বদা লোক গিজ গিজ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে বর্ম্মণের নামানুকরণ করিয়া কত যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ম্মণ নাম ধারীয় দোকানের সৃষ্টি হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। ক্রমে শিয়াল দহের মোড় হইতে বহু বাজারের চেষ্টরাস্তা এবং কলেজ ষ্ট্রীটের কতকাংশ কাটা কাপড়ের দোকানে ভরিয়া গেল এবং ইহার অধিকাংশ দোকানই শিক্ষিত হিন্দু ভদ্র লোক দিগের দ্বারা চালিত; তার পর—হ্যারিসন রোডের উপর যখন নিউ মার্কেটের অনুকরণে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট তৈয়ারী হইল তখন অনেক বড় বড় বাঙ্গালী কোম্পানী বহু টাকা মূল ধন লইয়া এই খানেই আবার একটা কাটা কাপড়ের বাজার বসাইলেন এবং এইটাই এখন কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কাটা কাপড়ের বাজার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এইরূপে কাটা কাপড়ে চাঁদনীর একাধিপত্য এবং প্রবল প্রতিপত্তি ধ্বংস হইয়া বহুবাজার ও কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ভাঙ্গা গড়ার মূলে যে জলন্ত সত্য ও শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে আশাকরি বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত ব্যবসায়ীগণ তাহা প্রাণের মধ্যে মুদ্রিত করিয়া রাখিবেন।

চাঁদনীর ধ্বংসের কারণ প্রধানতঃ এই কয়েকটী। **প্রথম**—দোকানদারদের খদ্দেরের প্রতি দারুণ অসদ্ব্যবহার। জিনিষ অপছন্দ হইলে কিম্বা দাম বেশী বলিয়া মনে হইলে ক্রেতা যদি আপত্তি করিতেন তবে তাঁহার লাঞ্ছনার আর সীমা থাকিত না। অনেক সময় পাশের দোকানীরাও এই লাঞ্ছনা, ঠাট্টা, বিদ্রূপ এবং নানারূপ অপমান জনক ব্যবহারে যোগ দিত এবং ক্রেতা অবশেষে ইর্চ্ছায় বিরুদ্ধে সেই দোকান হইতে কাপড় কিনিতে বাধ্য হইতেন। যে দোকানে এইরূপ ব্যবহার চলে সে দোকান বর্ত্তমান যুগে ছয় মাসও টিঁকিতে পারে না এবং যে বাজারে ক্রেতার প্রতি এইরূপ অত্যাচার অবিচার চলে এবং অন্য দোকানীরা তাহার প্রতিবাদ অথবা প্রতীকার করা দূরে থাকুক বরং সজ্ঘবদ্ধ ভাবে

তাহাতেই আবার যোগ দেয় সে বাজার আজ হউক, কাল হউক ধ্বংস হইবেই, কেবল আর একটী প্রতিদ্বন্দী বাজার গড়িয়া উঠিতে যে কয় দিন দেরী লাগে।

দ্বিতীয়—চাঁদনীর বাজারের প্রায় সকল দোকানীই অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত ছিল সুতরাং একদামে কখনও জিনিষ বেচিত না। খ'দ্দের দেখিয়া তাহারা ঝোপ্ বুঝিয়া কোপ্ মারিত এবং এইরূপে মফঃস্বলের অনেক শান্ত শিষ্ট নিরীহ মেষ চাদ্নীতে নিত্য বলি হইত এবং দোকানীরা তাহাদের রুধির পান করিয়া লাল হইয়া উঠিত, কিন্তু কখনও মনে করিতে পারিত না যে "এ্যায়ছা দিন নেহি রহে গা।" দেশ যে ক্রমে শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে, ক্রেতারা জিনিষ কিনিতে বেশী বকাবকী, দরদস্তর করিতে চাহে না; সম্মানের সহিত জিনিষ কেনা বেচা করিতে চাহে, এসব খবর তাহারা রাখিত না কারণ সকলেই প্রায় শিক্ষা বর্জ্জিত। চাঁদনীর ধ্বংসের ইহাও একটী কারণ

তৃতীয়—তৃতীয় কারণ আমাদের মনে হয় অনেকটা সাম্প্রদায়িক। চাঁদ্নীর অধিকাংশ দোকানদারই মুসলমান এবং ইহাদের হাতেই কাটা কাপড়ের ব্যবসায় একরূপ এক চেটীয়া ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ দরজীর কাজ ১৯০৫ সালের পুর্ব্বে ব্যবসার হিসাবে কোনও হিন্দু জানিত বলিয়া আমাদের জানা নাই। দরজীর কাজ মুসলমানদের একেবারে এক চেটীয়া কাজ ছিল। কাজেই কাপড়টা কাটা হইয়া পোষাক যখন তৈরী হইত তখন মুসলমান দোকানীরাই তাহা বিক্রয়ের জন্য দোকানে রাখিত। লোকে যখন চাঁদনীর বাজারে নানা রকমে লাঞ্ছিত হইতে লাগিল তখন সেই আক্রোশ্‌টা সেই সকল দোকানীদের ব্যবসা বৃদ্ধির উপর ততটা পড়িত না যতটা পড়িত তাহাদের সম্প্রদায়ের উপর। লাঞ্ছিত, অপমানিত হিন্দু ক্রেতা মনে করিতেন মুসলমানেদের হাতে এই ব্যবসাটা একচেটে আছে বলিয়াই তাঁহাদের এই লাঞ্ছনা হইতেছে অথচ তাহার প্রতীকার নাই। কাজেই স্বদেশী যুগে এ বর্দ্ধণ প্রমুখ হিন্দুরা যেই কাটা কাপড়ের দোকান খুলিলেন অমনি এই সকল লাঞ্ছিত ক্রেতার দল এত দিনে বহুকাল সঞ্চিত অন্যায়ের প্রতীকারোপায় হইল ভাবিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন এবং তাহাদিগের দোকান জমাইয়া জাঁকাইয়া তুলিলেন। আজ দর্জ্জির কাজ শিখাইবার জন্য কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় সহরে কত স্কুল হইয়াছে এবংসেখানে শত শত হিন্দু ছেলে দর্জ্জির কাজ শিখিয়া কাটা কাপড়ের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেছে। ব্যবসায়ে সাম্প্রদায়িকতার ফল সম্বন্ধে আর একটা পাল্টা তুলনা দিতেছি। এখনকার মত সাম্প্রদায়কতার বিদ্বেষ বিষ ফুটিয়া উঠিবার আগে মুসলমানদের মধ্যে কোনও ভাল মিঠাইয়ের কিম্বা খাবারের দোকান ছিল না। তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া হিন্দু ময়রার দোকানে নানারূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত এবং এ দুঃখ তাহাদের মনে প্রাণে মুদ্রিত হইয়া থাকিত। তা'র পর বহু যুগ সঞ্চিত সাম্প্রদায়িকতার ধুমায় মান বহ্নি যখন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল তখন মুসলমানেরা সর্ব্বাগ্রে মিঠাইয়ের দোকান স্থাপন করিয়া আত্ম সম্মান বজায় রাখিল। প্রথম প্রথম হয়ত ভাল মিঠাই কেহ করিতে পারিত না; কিন্তু হইলে কি হয়, কানা হউক, খোঁড়া হউক, কুঁজো হউক সে যে ঘরের ছেলে, তাকে পালন করিতেই হইবে; সুতরাং এই উৎসাহ ও আদর পাইয়া আজ এই কলিকাতা সহরেই কত যে মুসলমান মিঠাইয়ের দোকান মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এই ঘটনা গুলি হইতে আমরা

আমাদের হিন্দু মুসলমান গ্রাহক এবং পাঠক বর্গকে ব্যবসায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব ও ফলাফল সম্বন্ধে ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

যাঁক যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। কাটা কাপড়ের বাজারে আজ অনেকের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। চাঁদনীতে ধর্ম্মতলায় উপর কাজী সাহেবের দোকান। অছেলমোল্লা, নিউমার্কেটের নস্করদের দোকান, বহু বাজারের এ বর্ম্মণ,জহরলাল পান্নালাল, কলেজষ্ট্রীট মার্কেটের কমলালয়, কাত্যায়নী ষ্টোর, পাল কোম্পানী, বৈকুণ্ঠনাথ শুঁই, কাশীনাথ বিশ্ব-নাথ, কলেজ স্কোয়ারের তারা ষ্টোর্স, ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটী, ইষ্টবেঙ্গল সোসাইটী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

বাদ্য যন্ত্রাদি।—গ্রামোফন ও বাদ্য যন্ত্রাদিতে ইংরাজ বাঙ্গালী সকলের শ্রেষ্ঠ স্থান অধি-কার করিয়াছেন ধর্ম্মতলার এম,এল,সাহা,চৌরঙ্গীর কার মহলানবিশ, ড্যাল হৌসী স্কোয়ারের ডোয়ার কিন এণ্ড সন্স এবং শরৎ ঘোষ, হ্যারিসন রোডের ঘোষ এণ্ড সন্স প্রভৃতি। আজকাল গ্রামোফোন এবং রেকর্ড না নিলে পূর্ণায় আনন্দ তেমন জমে না সুতরাং ঘরে ঘরে তাই গ্রামোফোনের এত আদর। কিন্তু গ্রামোফোনের দাম খুব বেশী বলিয়া সকলে কিনিতে পারে না। সম্প্রতি ডেক্কা এবং ভয়েলা নামক এক প্রকার গ্রামোফোন বাহির হইয়াছে তাহার সুর, স্বর ও গঠন প্রণালী খুবই ভাল অথচ দাম আশ্চর্য্যরূপ সস্তা। ৪৫ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া উপরে অনেক দাম পর্য্যন্ত আছে। আমরা এই ৪৫ টাকার মেসিনে গান শুনিয়াছি; বহু মূল্যের গ্রামো-ফোন হইতে ইহার সুর স্বর অথবা কোনও অংশেই নিকৃষ্ট নহে। ফলতঃ ইহা ডেক্কা এবং ভয়েলা মেসিন এ কথা না বলিলে আমরা ভাবিতাম যে সাধারণ গ্রামোফোনের গানই শুনিতেছি। এই মেসিন পূর্ব্বোল্লিখিত সকল বাদ্য যন্ত্রের দোকানেই পাইবেন।

ষ্টীল ট্রাঙ্কের বাজার।—স্বদেশী আন্দোলন দেশ হইতে যে সকল বিদেশী পণ্যের আবর্জ্জনা জন্মের মত ঝাটাইয়া বাহির করিয়াছে—ষ্টীল ট্রাঙ্কের কারবার তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। আগে ষ্টীল ট্রাঙ্ক বলিতেই আমরা Alerd Hught এবং Jones এর ট্রাঙ্ক ছাড়া আর কোনও ট্রাঙ্ক যে পৃথিবীতে আছে তাহা ধারণাই করিতে পারি তাম না; ফলে এই ষ্টীল ট্রাঙ্কের বাবদ বহুলক্ষ টাকা বিদেশে চলিয়া যাইত। কিন্তু আজ Alfred Huge এবং Jones এর ট্রাঙ্ক আফ্রিকার ডোডোর ন্যায় এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, তাহার স্থানে আর্য্য ফ্যাক্টরী, স্বরাজ ফ্যাক্টরী, বসাক ফ্যাক্টরী ইত্যাদি কত যে হাজার হাজার ষ্টীল ট্রাঙ্কের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। হ্যারিসন রোডে এই সকল ফ্যাক্টরীর দোকানে একবার ঢু মারিয়া দেখুন আপনি যত বড়ই বিদেশী মোহগ্রস্ত বাঙ্গালী সাহেবই হউন না কেন আপনার চোখের কালী এবং মনের ভ্রম কাটিয়া যাইবে। বাঙ্গালীর মাথায় যে কী অপূর্ব্ব শিল্প চাতুর্য্য এবং সৃজনের শক্তি লুকায়িত আছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই সকল দোকানের নানা রকমের ষ্টীল ট্রাঙ্ক, ক্যাস-ব্যাক্স, সুটকেস্, হাত ব্যাগ ইত্যাদি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন আর বাঙ্গালী জাতীর Creative genius দেখিয়া আপনি বিস্ময়ে, আনন্দে অভি-ভূত হইয়া পড়িবেন আর মনে হইবে হায়! হায়!!

হায়রে হায় !!! এতদিনেও এ জাতির চাকুরীর নেশা এবং গোলামির গ্লানি গেল না। আদর এবং উৎসাহ পাইলে আমার জাত ভাইরা এমন সুন্দর, সুদৃশ্য, এক পুরুষ স্থায়ী, অতি দৃঢ় এবং মজবুত ট্রাঙ্ক করিতে পারে, আর আমরা আজ একশত বছর ধরিয়া কত কোটী টাকা এক ষ্টীল ট্রাঙ্কের জন্যেই সাগর পারে পাঠাইয়া দিয়াছি! বাঙ্গালী! এখনও তোমার মোহারিষ্ট ঢুলু ঢুলু আঁখি মেলিয়া দেখ,—জুতা, ট্রাঙ্ক, কাপড় কাচা সাবান, ও দেশী ধুতির ন্যায় আরও কত জিনিষ পড়িয়া আছে, যেখানে তোমার শিল্প চাতুর্য্য, স্বদেশ প্রেম এবং সৃজন শক্তি অসাধ্য সাধন করিতে পারে এবং অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিবে। আজ পূজার বাজারের কথা এই খানে শেষ করিলাম।

সমালোচনা

৩৯১ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে কবিরাজ সকলানন্দ শর্ম্মা দোভাল নির্ম্মিত নিম্নলিখিত কয়েকটী জিনিষ আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি।

১। সর্ব্বমঙ্গলা ধূপ

আয়ুর্ব্বেদোক্ত নানারূপ মসলার সংযোগে প্রস্তুত এই ধূপ আমরা জ্বালাইয়া দেখিয়াছি। ঘরের দুর্গন্ধ নাশ করিয়া মশা মাছি প্রভৃতি তাড়াইবার পক্ষে এই ধূপ বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে। কেবল ধুনা অথবা গন্ধকের গন্ধ যাঁহাদের নিকট অসহ্য তাঁহারা এই ধূপ ব্যবহার করিলে একাধারে আরাম, আনন্দ, এবং উপকার লাভ করিবেন।

২। টুথ পাউডার বা দাঁতের মাজন।

কবিরাজ মহাশয়ের প্রস্তুত টুথ পাউডার ও সুন্দর হইয়াছে। এক কৌটার মধ্যে পরিমাণে অনেকখানি পাউডার থাকে এবং ব্যবহারে দাঁত শুভ্র ও মুখ সুগন্ধ যুক্ত হয়।

৩। কেশ তৈল।

ইঁহার প্রস্তুত কেশতৈল বর্ণে ও গন্ধে অনেকটা জবা কুসুম ও কেশ রঞ্জনের ন্যায় হইয়াছে। মাখিলে মনে হয় যে ঠিক জবাকুসুম অথবা কেশরঞ্জন মাখিতেছি। যাঁহারা কমিশন এজেন্সীতে এই সকল জিনিষ বিক্রয় করিতে চাহেন তাঁহারা কবিরাজ মহাশয়ের সহিত উপরোক্ত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

৮ম বর্ষ } অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ { ৮ম সংখ্যা

সাবান প্রস্তুত প্রণালী

(শেষাংশ।)

১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৫১ শকাব্দে বোষ্টন সহরে William Hesketh Lever জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা একজন সামান্য মুদী ছিলেন। ইঁহাকে বিশেষ কোন শিক্ষা দিতে পারেন নাই। সুতরাং ১৫ বৎসর বয়সে ইনি একটী মুদির দোকানে সপ্তাহে এক শিলিং বা বার আনা বেতনে কার্য্যে ভর্ত্তি হন। ইঁহার কার্য্য ছিল বার-সোপ সাবান কাটিয়া কাগজে প্যাক করিয়া বিক্রয় করা। এইরূপে ছয় বৎসর তিনি অপর দোকানে ও শেষে তাঁহার পিতার মুদির দোকানে চাকরী করেন।

তিনি দোকানের মালিকের পুত্র হইয়াও তাঁহার পিতার দোকানের অন্যান্য চাকরের সহিত একত্রে পান ও ভোজন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। সাবান বিক্রীর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তিনি সাবান বিক্রী করিবার জন্য commercial traveller এর কার্য্য করিতে সুরু করেন। প্রথমে এক দিন সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার নিকটবর্ত্তী সমস্ত খরিদদারের দোকান বেড়ান হইয়া গিয়াছিল। অলসতা করিয়া বাটীতে বা কোন Resturant এ সময় কাটাইতে তাঁহার ভাল লাগিল না। তখন তিনি আর কিছু মাইল দূরের দোকান বেড়াইবার সঙ্কল্প করিলেন। এই রূপে সময়ের সদ্ব্যবহার

করাতে তাঁহার খরিদ্দারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। এই রূপ কমিশনে কার্য্য করিয়া তিনি ৪০০০ চারি হাজার পাউণ্ড বা ৬০০০০৲ টাকা ৫ ৬ বৎসরে সংগ্রহ করেন। ঐ নূতন স্থানে Wigan সহরে একটী Grocer's shop বা বড় মুদিখানা বিক্রয় ছিল তাহা ৪০০০ পাউণ্ড দিয়া খরিদ করেন।

যখন মুদিখানা হইতে যথেষ্ট টাকা আয় হইতেছিল তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে কমিসন লইয়া পরের সাবান বিক্রী করা অপেক্ষা নিজে কেন একটী ছোট সাবানের কারখানা করি না?' এই রূপে প্রথমে তিনি পরের কারখানাতে বাণি দিয়া নিজ ব্যয়ে সাবান প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। £50 বিজ্ঞাপণে খরচ করিলেন, পরে সাবানের অর্ডার খুব আসিতে লাগিল। সাবান বিক্রয় ও হইল, কিন্তু খরিদদারেরা সাবান গুলি ফেরত পাঠাইল কেননা সাবান কিছু কাল থাকিবার পর উহা হইতে বিশ্রী গন্ধ বাহির হইতে লাগিল।

সাধারণ লোক এ ক্ষেত্রে হতাশ হইয়া পড়ে। তিনি কিন্তু আদৌ হতাশ হইলেন না। অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কিসে সাবানের এই দোষটা যায়। এমন সময় একদিন একটী স্ত্রীলোক খরিদদার যাহার ব্যবসা Dyeing & Cleaning তাঁহার দোকানে আসিয়া বলিল যে তিনি সেই দুর্গন্ধ যুক্ত সাবান (stinking soap) যত দিতে পারেন সবই লইবেন। এই স্ত্রীলোকটী সর্ব্ব প্রকার কাপড় কাচা সাবানের মধ্যে এই সাবানে কাপড় খুব উৎকৃষ্ট পরিষ্কার হয় বলিয়া সমস্ত গুদামের ফেরৎ মাল খরিদ করিয়া লইলেন ও বলিয়া গেলেন যে আপনি যদি এই দুর্গন্ধটি সরাইতে পারেন তাহা হইলে আপনার সাবান জগৎ জুড়িয়া বিক্রয় হইবে।

এই রূপে আশ্বাসিত হইয়া একজন chemist এর সাহায্যে তিনি সহজেই এই দোষের কারণ বাহির করিলেন। বাতাসের oxygen এর সহিত সাবান তৈলের রাসায়নিক ক্রিয়া হওয়াতে সাবানে দুর্গন্ধ হইয়া ছিল। পরে এই দোষটা সারাইয়া দিলে সাবানের খুব কাটতি হইতে লাগিল।

এই সময়ে Washington সহরে একটী Soap Boilersদের কারখানা বিক্রয়ার্থ থাকে। তাহার মালিকের সহিত £200 বাৎসরিক ভাড়াতে এই কারখানাটী লইয়া নিজ ব্যয়ে সাবানের ব্যবসা বৃদ্ধি করেন। সাবানের ব্যবসায়ের মূলধনের জন্য নিজের মুদিখানাটী (যাহা £4000 পাউণ্ডে খরিদ করিয়া ছিলেন) £27000এ বিক্রয় করেন। ১৮৮৬ সালে তাঁহার সাবানের quality perfect করেন ও এই কারখানাতে সপ্তাহে ২০ টন মাল প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বেকার মত নিজে খরিদদারের দ্বারে দ্বারে যাইয়া বিক্রয় করিয়া সাবানের কাটতি বাড়ান। তিনি এরূপ দ্রুত উন্নতি করিতে থাকেন যে যখন অন্য সাবানের কারখানা গুলি মাল সরবরাহ করিতে তিন মাস দেরী করিতে ছিল ও জোগাইতে পারিতে ছিল না তখন তিনি এক বৎসর বাদে তাঁহার কারখানা হইতে সপ্তাহে ১৫০টন মাল প্রস্তুত করিয়া সকল গ্রাহকের মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন। এই রূপে তিনি দ্বিতীয় বৎসরে হাজার হাজার পাউণ্ড উপার্জ্জন করিলেন।

এক্ষণে তিনি একদিন ভাবিলেন যে এই অর্থ উপার্জ্জন কি তাঁহার নিজের পরিশ্রমের ফল? তিনি মুদিখানা দোকান করিয়া ও কমিসনে সাবান বিক্রী করিয়া যেরূপ ও যতটুকু পরিশ্রম করিতেন ইহাতে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে

হয় না। রোজকার যাহা করেন তাহাতে এত টাকা লাভ তাঁহার একা লওয়া উচিত নহে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন —এই লভ্যের টাকা তোমরা পাইতে হকদার।" ইহা শুনিয়া সকল কর্ম্মচারীই আশ্চর্য্যান্বিত হইল ও বলিল—যদি তাহাই হয়, তবে আপনি অন্তত্র একটী নূতন স্থানে নূতন ভাবে বড় একটী কারখানা করিয়া দিউন ; এই টাকাতে ও আপনার টাকা দিয়া, আমরা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া আপনার কার্য্যে সহায়তা করিব, তাহাতে আপনিও লাভবান হইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবেক।

এইরূপে আশ্বাসিত হইবার পর লেভার সাহেব কারখানার যায়গা খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে একটী পরিত্যক্ত Pottery Factory দেখিলেন আর সেইটী তিনি খরিদ করিলেন। সেইখানেই এক্ষণে জগৎ বিখ্যাত Port Sunlight Soap Factory অবস্থিত। এই Factoryতে যখন বৎসরে £50000 লাভ করিতেছিলেন তখনও তিনি £35 বাৎসরিক ভাড়াটীয়া বাটীতে বাস করিতেন। তিনি আমাদের আধুনিক ব্যবসাদারের ন্যায় হঠাৎ বড় বাড়ী ও জুড়ী গাড়ি করেন নাই।

তিনি বলেন যে তাঁহার উন্নতির কারণ হইতেছে তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্ত্রী। তিনি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া তাঁহার চা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে কার্য্যে পাঠাইতেন ও দিবাভাগে কারখানাতে তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিতেন। তিনি জীবনে একটী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে— "Without her grace & influence I doubt if there would have been a Port Sunlight or a firm of Lever Brothers.

তিনি আরও বলিয়াছেন—

"Prudence is a great virtue, but a man must have the courage of his faith and his will if he is to get ahead."

"It was intended by our Creator that we should work and it is only by work that we maintain our health, for there is no other way of being either healthy or happy."

"A man who would expect to receive benefits and make no extra effort would only be like a man sitting with comrades in a boat and letting the other men pull the oars, he putting no weight into his own oar."

"You cannot in the whole of humanity find that we have all of us been endowed with exactly the same balance of health and strength and mental and physical fitness of power. We are all unequal."

"There is no one who is strong in all directions."

"I find some people are afraid that if they meet what we in England call the rank and file,—you are the rank and I am the file—then when they meet afterwards in business there would be a loss of discipline. I have never found it so. I have never found that it makes for anything but good."

Lord Leverhuleneএর উপরোক্ত maxim গুলি আমি বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিলাম না কারণ ইহাতে force কমিয়া যাইবেক ও হয়ত আমি তাঁহার ঠিক মনের ভাব বাঙ্গলাতে ফুটাইতে পারিব না। Lord Leverhulm ৭০ বৎসর বয়সেও ৪॥০ ঘটিকায় সময় শীতপ্রধান দেশে উঠেন ও চা পান করিয়া কার্য্যে বাহির হয়েন। তিনি বলেন ইহা না করিলে কেমন করিয়া ৪০০০০ লোককে খাটাইয়া তাহাদের অন্ন সংস্থান করিতে পারিবেন ?

তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভাইকে আফ্রিকা হইতে লইয়া যাইয়া Lever Brothers নামে firm খুলেন যাহার মূলধন £ 13,000000। ইহার ভিতর £169000 workmanদিগকে dividendএ ও £560000; shareএ দিয়াছেন। Mr. Lever ১৯১১ সালে Baronet হন, ১৯১৭ সালে ব্যারণ হন ও ১৯২১ সালে Viscount হইয়াছেন। Viscount Burnham এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন —"If ever there was a man who has deserved the title of 'Merchant Prince of the Napoleonic pattern,' he is the man."

Lord Leverhulm কর্ম্ম যোগের অবতার। তিনি বিশ্বাস করেন কর্ম্ম দ্বারায় মানুষ উন্নত হইতে পারে ও সেইজন্য ৭৮ বৎসর বয়সেও কর্ম্মে অতিশয় উদ্যমে নিযুক্ত আছেন। তিনি বহু টাকা তাঁহার স্ত্রীর স্মরণার্থে দান করিয়াছেন।

অতএব হে নব্য বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমরা কর্ম্মবীর হও, কর্ম্মের সাধনা কর, কর্ম্মই হইতেছে জীবন—চা খাইয়া, গল্প করিয়া, থিয়েটর দেখিয়া হো হো করিয়া ফুটবল খেলা দেখিয়া না বেড়াইয়া কোন শিল্প বা ব্যবসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। তাহা হইলে অচিরে মা লক্ষ্মীর কৃপালাভে সমর্থ হইবে এই আমার আশা ও বিনীত নিবেদন।

শ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সোডা ও লেমনেডের ব্যবসায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেমন স্কোয়াস। (CLOUDY)

ফিলটার করা প্লেন সিরাপ (৪৫^{0}T)	১ গ্যালন
সাইট্রিক এসিড	৪ আউন্স
এসেন্স লেমন স্কোয়াস (Cloudy)	২ ফ্লুঃ "

এসিডটুকু ৮ আউন্স জলে গুলিয়া প্লেন সিরাপে ঢালিয়া দাও। তৎপরে উহাতে অল্পে অল্পে অল্পে এসেন্স মিশাইতে ও নাড়িতে থাক। প্রত্যেক ½ পিণ্ট বোতলে ১½ ফ্লুইড আউন্স উক্ত সিরাপ যোগ করিতে হইবে।

লেমন স্কোয়াস। (BRIGHT)

প্লেন সিরাপ (৪৫^{0}T)	১ গ্যালন
সাইট্রিক এসিড	৪ আউন্স
এসেন্স লেমন স্কোয়াস (Bright)	১½ ফ্লুঃ "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে। এ ক্ষেত্রে Cloudy Lemon Squashএর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে চলিবে না।

লাইমেড।

প্লেন সিরাপ (৪৫^{0}T)	½ গ্যালন।
পরিস্কৃত লাইম জুস্	¼ "
সাইট্রিক এসিড	১ আউন্স
পরিস্কৃত "ক্যারামেল এ"	½ ফ্লুইড আঃ
দ্রবণীয় এসেন্স লাইমেড	১ " "
ফোম্ সিরাপ	¼ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে। প্রত্যেক ১০ আউন্স বোতলের জন্য ১½ ফ্লুইড আউন্স ব্যবহার করিতে হয়।

লাইম ফ্রুট শ্যামপেন।

প্লেন সিরাপ (৪৫^{0}T)	১ গ্যালন।
সাইট্রিক এসিড	২ আউন্স
পরিস্কৃত "ক্যারামেল এ"	½ ফ্লুইড আঃ
রিফাইনড "ক্যারামেল এ"	¼ " "
এসেন্স লাইম ফ্রুট শ্যামপেন	১ " "
ফোম্ সিরাপ	½ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

লাইম স্কোয়াস।

প্লেন সিরাপ (৪৫^{0}T)	১ গ্যালন
সাইট্রিক এসিড	২ আউন্স
তরল লেমন রঙ্ (Liquid Lemon Colour)	১ ফ্লুইড ড্রাম
দ্রবনীয় এসেন্স লাইম স্কোয়াস	১ " আউন্স
ফোম্ সিরাপ	¼ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

এরাঙ্গেটেড লাইম জুস্।

প্লেন সিরাপ ৪৫°T — ১ গ্যালন।
পরিস্কৃত লাইম জুস্ — ১ কোয়ার্ট
সাইট্রিক এসিড — ১ আউন্স
Liquid Lemon Colours — ১ ফ্লুইড ড্রাম
দ্রবনীয় এসেন্স লাইম — ½ „ আউন্স

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইয়া প্রত্যেক ১০ আউন্স বোতলের জন্য ১½ ফ্লুইড আউন্স ব্যবহার করিতে হইবে।

লাইম ফ্রুট এণ্ড জিঞ্জার।

প্লেন সিরাপ (৪৫°T) — ১ গ্যালন
সাইট্রিক এসিড — ২ আউন্স
তরল লেমন রঙ্ — ২ ফ্লুইড ড্রাম
এসেন্স অফ্ "লাইম ফ্রুট এণ্ড জিঞ্জার" — ২ „ আউন্স
ফোম সিরাপ — ¼ „ „

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

লাইম ফ্রুট এণ্ড সোডা।

প্লেন সিরাপ (৪৫°T) — ৩ কোয়ার্ট
জল — ১ „
সাইট্রিক এসিড — ৩ আউন্স
Liquid Lime Fruit & Sada Colour — ১ ফ্লুইড ড্রাম
এসেন্স "লাইম ফ্রুট এণ্ড সোডা" — ½ „ আউন্স

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইয়া প্রত্যেক ১০ আউন্স বোতলের জন্য ১½ আউন্স ব্যবহার করিতে হইবে।

লাইম ওয়াইন (LIME WINE)

পরিস্কৃত আঁকের চিনি — ৭½ পাউণ্ড।
পরিস্কৃত লাইম জুস্ — ১ কোয়ার্ট।
সেলিসাইলিক এসিড (Salicylic Acid) — ট আউন্স
পরিস্কৃত "ক্যারামেল এ" — ১½ ফ্লুইড ড্রাম
Liquid Squash Colour — ১ ফ্লুইড ড্রাম
দ্রবনীয় এসেন্স "Lime Wine" — ১ " আউন্স

মিশ্রপদার্থে পরিস্কৃত জল ঢালিয়া ১ গ্যালন কর। পরে সাধারণ বিধিঅনুযায়ী মিশাইয়া প্রত্যেক ১০ আউন্স বোতলে ১½ আউন্স উল্লিখিত সিরাপ ব্যবহার করিতে হইবে।

নেকটার।

প্লেন সিরাপ — ১ গ্যালন
সাইট্রিক এসিড — ১ আউন্স
পরিস্কৃত "ক্যারামেল এ" — ½ ফ্লুইড আউন্স
দ্রবণীয় এসেন্স নেকটার — ½ " "
ফোম সিরাপ — ¼ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।

নেকটার পাঞ্চ।

প্লেন সিরাপ (৪৫°T) — ১ গ্যালন
সাইট্রিক এসিড — ২ আউন্স
পরিস্কৃত "ক্যারামেল এ" — ½ ফ্লুইড আউন্স
দ্রবণীয় এসেন্স "নেকটার পাঞ্চ" — ২ " "
ফোম সিরাপ — ¼ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হয়।

নেক্‌টারিণ (NECTARINE)

প্লেন সিরাপ (৪৫ °T)	১ গ্যালন
টার্টারিক এসিড	২ আউন্স
পরিষ্কৃত "ক্যারামেল এ"	½ ফ্লুইড আউন্স
তরল লাল রঙ্	⅛ " "
দ্রবণীয় এসেন্স "নেকটারিণ"	১½ " "
ফোম সিরাপ	½ " "

অরেঞ্জ শ্যাম্পেন (১)

প্লেন সিরাপ (৪৫ °T)	১ গ্যালন
সাইট্রিক এসিড	৩ আউন্স
Liquid Aurantine Colour	১½ ফ্লুইডড্রাম
এসেন্স "সুইট অরেঞ্জ"	১ " আউন্স
ফোম্ সিরাপ	⅛ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হয়।

অরেঞ্জ শ্যাম্পেন (২)

উপাদান এবং তাহাদের পরিমাণ সমস্তই উল্লিখিত ফরমুলার মত। কেবল সাইট্রিক এসিড ৩ আউন্স না দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ২ আউন্স ব্যবহার করিতে হইবে।

অরেঞ্জ জিন ORANGE GIN.

প্লেন সিরাপ (৪৫T)	১ গ্যালন
সাইট্রিক এসিড	১½ আউন্স
পরিষ্কৃত "ক্যারামেল এ"	½ ফ্লুইড আউন্স
নেবুর রস (Orange juice)	১০ " "
দ্রবণীয় এসেন্স "অরেঞ্জ জিন"	২ " "

সাধারণ বিধি অনুযায়ী মিশাইতে হইবে।
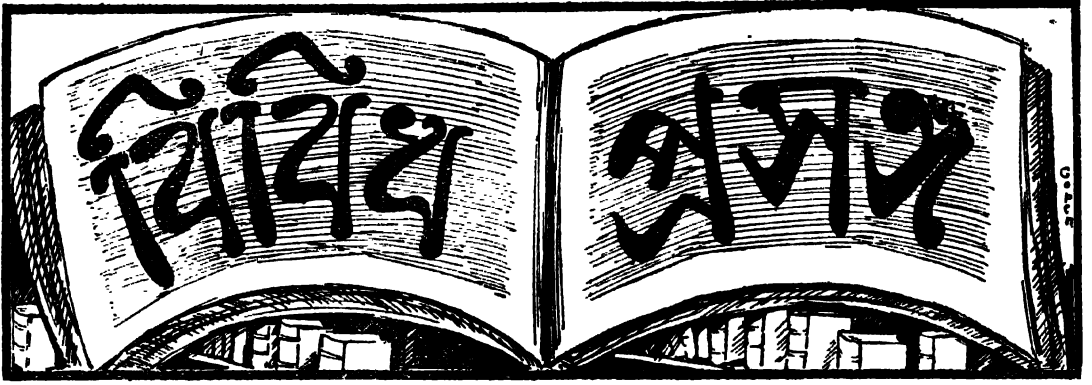
ইংলণ্ডের ধনবৃদ্ধি

গত বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বৃটেনের ধনৈশ্বর্য্য কি অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার আলোচনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ইংলণ্ডের সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১৯০৬ সালে ওদেশে মাত্র উনিশ জন কোটিপতি ছিলেন—ইঁহাদের প্রত্যেকের আয় বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড বা ততোধিক ছিল। কিন্তু সম্প্রতি সরকারী আয়করের যে শেষ বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় এখন কমপক্ষে ৫৬২ জন কোটিপতি বিলাতে বসবাস করিতেছেন। গত ১৯০৬ সালে সমগ্র গ্রেটবৃটেনে মাত্র ২৯১৩ ব্যক্তির বার্ষিক আয় দুই হাজার পাউণ্ড বা ততোধিক ছিল; কিন্তু এখন কমপক্ষে ৯২৮৩৫ জন ব্যক্তির বার্ষিক আয় দুই হাজার পাউণ্ড বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে বিলাতে ধনশালী ব্যক্তির সংখ্যা এইরূপ অসম্ভাবিতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বলাবাহুল্য বৃটিশসাম্রাজ্য—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে—ইংরাজের ব্যবসায় বাণিজ্য বৃদ্ধিই এ ধনশালিতার প্রধান কারণ। বিগত কয়েক মাসের মধ্যে কয়েকজন খ্যাতনামা ভারতপ্রবাসী ইংরাজ বণিক যেরূপ অর্থ রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন তাহার বিবরণী হইতেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। বিখ্যাত র‍্যালি ব্রাদার্স ফার্ম্মের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মিঃ প্যাণ্ডেলী র‍্যালি সাড়ে সাত লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের—অর্থাৎ প্রায় এককোটী টাকা মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত এনড্রুইউল কোম্পানীর সার ডেভিড ইউল ও ক্লাইভ ষ্ট্রীটের অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ সওদাগরী অফিসের বড় সাহেবগণ যে কত টাকা উপার্জ্জন করিয়া ওদেশে লইয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বিখ্যাত সিগারের ব্যবসায়ী ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সার জর্জ্জ উইল্‌স মৃত্যুকালে এককোটি পাউণ্ড—অন্ততঃ তের কোটী টাকা মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহাদের সিগারেট ব্যবসায়ও যে এদেশে কিরূপ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে তাহা কলিকাতায় রাজপথে যে কোনও সময় মাত্র আধ ঘণ্টাকাল দাঁড়াইয়া থাকিলেই উপলব্ধি করা যায়। আজ বাগ বাঙ্গলার বড় বড় সহর হইতে অতি নগণ্য গণ্ড গ্রামেও বিভিন্ন প্রকারের সিগারেট অতি বিকটভাবে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে—এ সকল সিগারেটই স্বর্গীয় উইল্‌স্ সাহেব পরিচালিত ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানীর সম্পত্তি। এই জন্য এ কথা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলা যায় যে উইল্‌স্ সাহেবের উপার্জ্জিত তেরকোটি টাকার মধ্যে অন্ততঃ এককোটী যে বাঙ্গলা দেশ হইতে সংগৃহীত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

বিলাতী পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি

গত আগষ্ট মাসে সমগ্র ভারতবর্ষে রপ্তানি মাল অপেক্ষা আমদানী মালের পরিমাণ ও মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। আরও দুঃখের কথা এই যে গত বৎসরের তুলনায় এবৎসর আগষ্ট মাসে বিবিধ প্রকার বিলাতী খাদ্য, মদ, ও অন্যান্য পানীয় এবং সিগারেটের আমদানী প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্য-বস্তুর মধ্যে চিনির আমদানী পূর্ব্বাপেক্ষা ঢের বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষে চিনি প্রস্তুতের মাল মশলা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্ত্তমান। বিট, ইক্ষু ব্যতীত তাল, খেজুর ও অন্যান্য প্রকার ফল ও সব্জী হইতেও চিনি প্রস্তুত হইতে পারে, অথচ তৎসত্ত্বেও বিলাতী চিনির আমদানী দেশে নিত্য বাড়িয়া চলিয়াছে—ইহাপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি আছে? তারপর মদ ও সিগারেটের কথা। এই দুই পাপের প্রশ্রয় দিন দিন দেশে দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের দেশবাসীগণের মুখে ধর্ম্মকথা আলোচনার অভাব নাই, বরং যে পরিমাণে মুখে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পাইতেছে ঠিক সেই পরিমাণে গোপনে পাপ ও অধর্ম্মাচরণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা ব্যতীত বিলাতী রঙীন ছিট ও বস্ত্রের আমদানী ও পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে। গত বৎসরের তুলনায় গত মাসে অন্ততঃ চল্লিশ লক্ষ টাকা মূল্যের বিদেশী ছিটের কাপড় অধিক আমদানী হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ১৯ লক্ষ টাকা মূল্যের বিদেশী গাড়ী ও ১৭ লক্ষ টাকা মূল্যের বিদেশী যন্ত্রপাতি গত বৎসরের তুলনায় অধিক আমদানী হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহে আমরা কিছুমাত্র কৃপণতা করিতেছি না। ইহাতেও যদি দেশের উন্নতি না হয় তবে দেশবাসীগণ আর কি করিবে?

ভারতে বিলাতী মদ

ক্রমশঃ আমদানী বৃদ্ধি

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে সার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাসের একটি প্রশ্নের উত্তরে অর্থসচিব ভারতে বিদেশী মদের আমদানী সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, ভারতে বিদেশী মদের আমদানী গত ৫ বৎসর ধরিয়া ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।

অর্থসচিব গত ৫ বৎসর ধরিয়া বিদেশী মদের আমদানী বিষয়ে যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বৎসর	বিয়ার গ্যালন	মদ গ্যালন	স্পিরিট গ্যালন	ডিনেচার্ড স্পিরিট গ্যালন
১৯২৩-২৪	২৮৪৬৩১৬	২২৫৩৩৬	১৩০০২৪৯	৩৬৬৩৫৬
১৯২৪-২৫	৩৩৩১৭৮৪	৩০৯৭৮৩	১৩২৮৭৩৮	৩৩০৩৫৮
১৯২৫-২৬	৩৫১০৭৬৯	২৫৪৪৫৫	১৪২৭০০১	৪৮২৯০১
১৯২৬-২৭	৩৮৩০০৩০	২৯৫৭২০	১৪৭৩৭৫৪	৬৬১৭৩৭
১৯২৭-২৮	৪৪৯৯৮১৪	৩০৪১৪১	১৪০৩৩৮৮	৯১১১২৫

বিদেশী মদের আমদানীর জন্য ভারত সরকার শুল্ক হিসাবে কত টাকা এই ৫ বৎসরে পাইয়াছেন তাহার হিসাব—

বৎসর	মদের জন্য (টাকা)	ডিনেচার্ড স্পিরিটের জন্য (টাকা)
১৯২৩-২৪	২২৫৫২৮৭৮	৬৫৯৩০
১৯২৪-২৫	২৬৯৯০১১৫	৪২০৮৬
১৯২৫ ২৬	২৫২৭৫৯৪০	৬৩০৯৫
১৯২৬ ২৭	২৬০৪৭৭৭০	৮৪৭১৪
১৯২৭ ২৮	২৫৪৯৮৬৭২	৯২৪৩৬

এই সব মদ প্রধানতঃ ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জাভা ও জাপান হইতে আসিয়া থাকে।

ধানের চাষ

সারা বাংলায় এবার ১ কোটী ৩২ লক্ষ ৯১ হাজার একশত একর জমিতে আমন ধান চাষ হইয়াছে। গত বৎসর হইয়াছিল ১ কোটি ৭৮ হাজার ৩ শত একর জমিতে।

ভারতবর্ষে কাপড়ের কল

১৯২৭ সনের ২২শে অক্টোবর তারিখের হিসাব অনুযায়ী ভারতে কাপড়ের কলের সংখ্যা ৬৩৫টী। মূলধন ৩৫ কোটী টাকা। রিজার্ভফণ্ড ৩০০ কোটী টাকা। টেকোর সংখ্যা ৮৫,০০০টী। তাঁতের সংখ্যা ১,৬০,০০০টি। মজুরের সংখ্যা ৩,৬০,০০০ জন। এই কাপড়ের কলে দেশীয় তুলার ব্যবহার ১ কোটী ৪ লক্ষ ৭০ হাজার মণ। সুতার উৎপন্ন ১ কোটী মণ। কাপড়ের উৎপন্ন ২ কোটী ৫০ লক্ষ মণ। এই তুলা ও কাপড়ের মূল্য প্রায় ৭৫ কোটী টাকা।

চট্টগ্রামে নূতন ষ্টীমার কোম্পানী

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের ভিতর ষ্টীমার চালাইবার জন্য একটী নূতন স্বদেশী ষ্টীমার কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। জেলার কয়েকজন উৎসাহী ভদ্রলোক চট্টগ্রাম হইতে কক্সবাজার ও মঙ্গ দিউ এ জলপথের দুরবস্থা দেখিয়া এই ষ্টীমার কোম্পানীটি খুলিয়াছেন।

ট্রেণ দুর্ঘটনার খতিয়ান

৬ মাসের সরকারী রিপোর্ট

১৯২৮ সনের মার্চ্চ মাসে ছয় মাসের ট্রেণ দুর্ঘটনার যে সরকারী হিসাব বাহির হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় ঐ সময়ের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ মাত্র ১০টি ট্রেণ দুর্ঘটনা হইয়াছিল। বর্ম্মা রেলওয়েতে ৫টি দুর্ঘটনা ঘটে। এতদ্ব্যতীত নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে, বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে, হাওড়া আমতা রেলওয়ে, বেঙ্গল নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে ও বি, বি, সি, আই রেলওয়েতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রেণ ও মোটর বাসের সহিত সজ্ঘর্ষের দরুণ দশটি দুর্ঘটনা হয়। খড়্গপুর ও বর্ম্মার নিকট যে দুইটি রেল দুর্ঘটনা হয় উহা ট্রেণ ধ্বংশের চেষ্টায় রেল উঠাইয়া ফেলার ফল। পাদানীর উপর দিয়া চলা ফেরার জন্য একটি দুর্ঘটনা হয়, এতদ্ব্যতীত সান্টিংয়ের ভুলে ও একুসেল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কয়েকটি দুর্ঘটনা হয়।

তাতার লোহার কারখানা

১৯২৭-২৮ সালের লাভালাভ।

১৯২৭-২৮ সালে তাতার লোহার কারখানায় ১০৯৭০৫৪১ টাকা নেট লাভ হইয়াছে ও পূর্ব্ব বৎসরের হিসাব হইতে ৪৷৷০ লক্ষ টাকা জের লাভ টানা হইয়াছে। এই লাভ হইতে ঋণ পরিশোধ ও জীর্ণ সংস্কার খাতে ৫৬ লক্ষ টাকা এবং ফার্ষ্ট প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা ৬ টাকা ও সেকেণ্ড প্রেফারেন্স শেয়ারে ৭৷৷০ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে। বাকী ১৬৮৯২৮ টাকা জের টানা হইবে।

বাৎসরিক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, এ বৎসর যদিও ভারতীয় লৌহ শিল্পে সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল তথাপি বৎসরটি ভাল যায় নাই। ইউরোপে ইস্পাতের দর কমিয়া যাওয়ায় ভারতীয় ইস্পাতের জিনিষে পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা অনেক কম টাকা পাওয়া গিয়াছে। রেলওয়ে বোর্ডের সঙ্গে রেল সরবরাহের জন্য যে সাত বৎসরের চুক্তি করা হইয়াছে এবৎসর তাহার প্রথম বর্ষ গেল। এই চুক্তি অনুসারে ১১০ টাকা টন দরে তাতা-নগরে রেল সরবরাহ করিতে হইবে। কোম্পানী এবৎসর ১৭০০০০ টন রেল সরবরাহ করিয়াছেন। ১৯২৬-২৭ সালে যে দর ছিল এবৎসর তদপেক্ষা টন প্রতি ১১৲ টাকা কম পাওয়া গিয়াছে। ডিরেক্টারগণ বলেন যে, উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া এবং উৎপাদনের খরচা হ্রাস করিয়া এই ক্ষতি পূরণ করা হইয়াছে, কয়লার দর হ্রাস পাওয়ায়ও ক্ষতি-পূরণের কথঞ্চিৎ সাহায্য হইয়াছে

কোম্পানী এই সর্ত্তে সংরক্ষণ সাহায্য পাইয়াছিল যে, কোম্পানী অল্পতর খরচায় অধিকতর মাল উৎপাদনের জন্য কারখানার প্রসার বৃদ্ধি করিবেন। এই সম্প্রসারণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে বাৎসরিক ৮ লক্ষ টন ইস্পাত এবং ৬ লক্ষ টন কাঁচা লোহা উৎপন্ন হইবে। এই সম্প্রসারণের জন্য আনুমানিক ৩ কোটি টাকা এবং ৬ বৎসর সময় লাগিবে। গত বৎসর হইতে কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

পিতল ও কাঁসার বাসনের ব্যবসা।

যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাবের ৩।৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এদেশে ধাতু দ্রব্যের নানা প্রকার কারুকার্য্যখচিত বাসনের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বৈদিক যুগেও এ দেশে ধাতু দ্রব্যের বাসনের প্রচলন ছিল। সিন্ধু নদীর তীরে প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া নানা প্রকার বাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাঞ্জাব প্রদেশে হারাপা নামক স্থানে নানা প্রকার বাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে; এগুলি খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩।৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত।

পিতল ও কাঁসার বাসন প্রত্যেক ভারতীয়ের বাটীতে ব্যবহৃত হয়। ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত সকলের গৃহেই ইহা দৃষ্ট হয়। এদেশীয় কারিগর ইহা তৈয়ার করিতেছে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে বাসন তৈয়ারী হয়। নিম্নে সেই সকল স্থানের নাম দেওয়া হইল।

বাংলা।

কলিকাতা:—কাঁসারী পাড়া, চিৎপুর, ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানে পিতলের চাদরের পরাত, বেলী, মির্জ্জাপুরী থালা, গামলা (চাড়ী), হাঁড়ি, থালা, রেকাব, বালতি, ডেগচী, কড়া প্রভৃতি হয়। কলিকাতায় অনেক উড়িয়া আসিয়া বাসনের কারখানা খুলিয়াছে; তাহারা থালা, ঘটি, কাঁসর, রামকওলি প্রভৃতি তৈয়ার করিতেছে। চাদরের পিকদান বড় কুণ্ডা প্রভৃতিও তৈয়ার হয়। তামার চাদরের হাঁড়ি কুঁড়ি, বদনা প্রভৃতিও তৈয়ার হয়। ইহা কলম্বো ও রেঙ্গুনে রপ্তানী হয়। কাঁসারী পাড়ায় ১২টী বড় এবং ২৮টী ছোট কারখানা আছে। এই সকল কারখানায় প্রত্যহ ৮০০ লোক কাজ করে।

হাওড়া:—শালকিয়া প্রভৃতি স্থানে অনেক উড়িয়া কাঁসা, ঘটি, কাঁসর, রামকর্ত্তাল প্রভৃতি তৈয়ার করে। কল্যান পুরে পিতল কাঁসার বাসন তৈয়ার হয়।

হুগলী:—বাঁশবেড়িয়ায় পিতলের চাদরের দেশী ঝাঁপী বাটী, বাদামী বাটী, বিলাতী গেলাশ, সরা, পদ্মবাটী, টেপি, কমণ্ডলু, বাঁশী, ঝাপী, বাটী, জালী দার ঝাঁপী, শালবোট, রেকাব, ডিস প্রভৃতি তৈয়ার হয়। বালীতে ঢালাই করা ঘড়ী, খল, ডাবর ও পিলসুজ তৈয়ার হয়। মোহনপুর, মোনহরপুর ও খামার পাড়ায় পাওলী আপথারা ও বদনা তৈয়ার হয়। এখানকার পাওলী কলিকাতায় মোহনপুরী পাওলী বলিয়া বিক্রয় হয়। ইহা, রাং তামা এবং পিত্তলে তৈয়ারী। কোমর গঞ্জে মথুরার লোটা ও অজুধ্যার ডাবর তৈয়ার হয়।

বর্দ্ধমান:—দাঁইহাটে তামা ও পিতলের চাদরের হাঁড়ি, গামলা, থালা, বেলী থালা, পেটা কাঁসা তৈয়ার হয়। পূর্ব্বস্থলীতে পিতলের চাদরের নানা প্রকার বাসন তৈয়ার হয়। বনপাশ গ্রামে তামার বাটী ও গেলাস তৈয়ার হয়।

বীরভূম :—দুবরাজপুরে অনেক কারিগর আছে। এখানে কাঁসা ও পিতলের বাসন তৈয়ার হয়। কাঁসার কানখানাটী, পিতলের পেটা থালা তৈয়ার হয়।

নলহাটীতে অনেক কারিগর আছে। পাহাড়পুরে পিতলের কলসী এবং টিকিরবেত্তা গ্রামে পিতলের পেটা কলস তৈয়ার হয়। নলহাটীতে ১২টী কারখানায় প্রত্যহ ২৪ জন কাজ করে। দুবরাজপুরে ৩০ ঘর এই কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

বাঁকুড়া :—নিজ বাঁকুড়াসহরে পিতল ও জার্ম্মাণ সিলভারের পাটনাই, কাশীয়াল, মুঙ্গেরী নেপালী, মথুরাই, পৈরাগী, নবী নগরী, পরশাই, বিলাসপুরী, ভাগলপুরী, লোহার দাগা ও বীজপুরী, লোটা, পাগলী, হাম্বু, কেতড়ার হাম্বু, চুমকী, সরফল্লী, কল্যানী লোটা, পিতলের বেটুয়া পানের ডিবা, ঢালা ঘড়া, জার্ম্মণ সিলভারের ঘড়া, পিতল আদাজুত ও জার্ম্মন সিলভারের গাড়ু, কাঁসার ছোট থালা, মনহরা, কাংসেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, পদ্মরেকাব, ঘড়ি, রামকণ্ডলি প্রভৃতি তৈয়ার হয়।

বিষ্ণুপুরে রূপা তামা ও জার্ম্মণ সিলভারের নানা প্রকারের বাটী, গেলাস, ডিশ, রেকাব, পানের ডিবা, পিকদান, গাড়ু প্রভৃতি তৈয়ার হয়। এখানে পিতল ও জার্ম্মন সিলভারের বড় বড় কলসী ঢালাই করা হয়।

অযোধ্যা গ্রামে মনহরা, গয়েশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, বগী, কাংস্যেশ্বরী কটকী থালা তৈয়ার হয়।

চাবড়া গ্রামে কাংসেশ্বরী, পলয়ারী, গয়েশ্বরী ভুবনেশ্বরী, রাশী গয়েশ্বরী, বেলী, শানকী, বাঞ্জন বাটী, কাঁসর, পিতলের পিলসুজ তৈয়ার হয়।

চুয়ামুশন্যা গ্রামে কাংসেশ্বরী, পলয়ারী মনহরা, কাঁসা, বাটী প্রভৃতি তৈয়ারী হয়; এখানে যে যে বাটী তৈয়ার হয় তাহা কলিকাতায় বিষ্ণুপুরের বাটী বলিয়া বিখ্যাত।

ময়নাপুর, বাঁকাদহ, বামুন আড়ী প্রভৃতি গ্রামে রাং তামার গেলাস তৈয়ার হয়।

সোনা মুখী সহরে কটকী থালা ও কাংসেশ্বরী এবং কাঁসার বাটী তৈয়ার হয়।

পাত্রসায়ের গ্রামে সুচিক্কণ রাং তামার গেলাস, ডিস, রেকাব প্রভৃতি তৈয়ার হয়। এখানের বাসনের যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। এখানের বাসন কলিকাতায় রপ্তানী হয়।

বেলিয়া তোড় গ্রামে কাঁসা ও কাংসেশ্বরী তৈয়ার হয়।

মালিয়াড়া, কাদাশোল প্রভৃতি গ্রামে ৫ চড়তি, ৮।১০ চড়তি, ১৬ চড়তি কাঁচ্চা, পোয়া প্রভৃতি বাটী তৈয়ার হয়। এখানে ধার উলটী ও রামগণ্ডী বাটীও তৈয়ার হয়।

গদাড়ি, কোঁচকুড়া শীতলা, খাড়ারী ও শালবেদে গ্রামে, কাঁসার চিকন, কোসব্যা চিকণ, নমুনা চিকন, ৯নং, ১২নং, ১৬নং বাটী, রামগণ্ডী ও ধার উল্টী বাটী তৈয়ার হয়। ১২নং বাটীর ওজন /৩, /৩।, এবং ১৬ নং বাটীর ওজন /৪, /৫, সের। অর্ডার দিলে আধমন ওজনের বাটী তৈয়ার হয়।

উখড়া গ্রামে পালিস কাংসেশ্বরী তৈয়ার হয়।

শুশুনিয়া গ্রামে কাঁসা, গয়েশ্বরী ও কাংসেশ্বরী তৈয়ার হয়। আমডিহা, ঝিড়রা ও মুগী খোল গ্রামে হাল্কা দরি বাটী তৈয়ার হয়।

কেঞ্জাকুড়া গ্রামে কাঁসা, কাঁসার কালী গঞ্জী, বোনা দেড় পোয়া, দরি, পাতলা পোয়া, তালা জুড়ী বা রূপসাগরী এবং ধার উল্টা বাটী তৈয়ার হয়। গুন্নাৎ ও হেস্‌না গ্রামে কাঁসার

বাটী, লালবাজারে বড় কাঁসা ও পিতলের পান্তলী ঘটী ও তেলের ভাঁড় তৈয়ার হয়। বেনা গ্রামে রামগণ্ডী বাটী এবং লক্ষীসাগরে কাঁসার বাটী, কাঁসা, শানক, বেলী, পিতল ও জার্ম্মণ সিলভারের পলদার ঘটী, পিতলের তালা, সাঁওতালদের খড় প্রভৃতি তৈয়ার হয়। শুশাৎ ও কেল্লাকুড়া গ্রামে ও সাঁওতালদের বইক্, খাড়, প্রভৃতি তৈয়ার হয়। পখুর্‌য়া ও জড়ষ্ঠা গ্রামে কাঁসার থালা ও বাটী তৈয়ার হয়; পখুর্‌য়া গ্রামে ⁄৫ ⁄৬ সের পর্য্যন্ত ওজনের থালা তৈয়ার হয়। জগদল্লাও এথ্যাণী গ্রামে কাঁসার বাটী তৈয়ার হয়। জগদল্লা গ্রামে পিতলের তৈল ভাঁড় এবং চাবড়া গ্রামে কাঁসার থালা, গয়েশ্বরী, ভুবনেশ্বরী এবং নানারকমের বাটী তৈয়ার হয়। বনকাটা গ্রামে দরি বাটী তৈয়ার হয়। বাঁকুড়া জেলা হইতে বৎসরে ৪০ হাজার মন বাসন নানাস্থানে রপ্তানী হয়।

মেদিনীপুর :—নিজ মেদিনীপুর সহরে পিতলের সরফলী গোলা তৈয়ার হয়। ঘাটালে পিতলের বদনা গাড়ু, পিলসুজ, বেটুয়া, ঢালা হাঁড়ি, লোটা, লম্ফ প্রভৃতি তৈয়ার হয়।

খড়ার গ্রামে—কাঁসা, বগী, গয়েশ্বরী, কাঞ্চন-নগরী, আগরাই, কাগমারী, শানক, বেলী প্রভৃতি তৈয়ার হয়। এখানে ⁄৬ ⁄৭ সের ওজনের থালা তৈয়ার হয়। খড়ার গ্রামে ১০০ মহাজন আছেন; ইঁহাদের প্রত্যেকেরই কারখানা আছে। কোন কোন কারখানায় প্রত্যহ ৭০।৮০ জন কাজ করে। বৎসরে ৫০ হাজার মন বাসন কলিকাতায় রপ্তানী হয়। এখানের বাসন কলিকাতা এবং বাহিরের কোন কোন মোকামে রপ্তানী হয়। রেলের কোন সুবিধা নাই। রূপনারায়াণ নদীদিয়া ষ্টীমারে করিয়া কলিকাতায় রপ্তানী হয়। উদয়গঞ্জ, কৃষ্ণপুর, রায়ডাঙ্গা, দলপতিপুর গ্রামে কাঁসার কারখানা আছে।

বাংলাদেশের বাসন-শিল্পে খড়ারকে বার্মিংহাম বলিলেও চলে। এত বাসন বাংলা দেশের আর কোন মোকামে তৈয়ার হয় না। পাটনা বাজারে ২৫ ঘর কারিগর আছে, ইহারা পিতলের লোটা ও গাড়, তৈয়ার করে। খড়ারে কারিগর দিগকে অনেক টাকা অগ্রিম দাদন দিতে হয়।

রামজীবনপুর সহরে পিতলের কলসী প্রদীপ প্রভৃতি তৈয়ার হয়। চন্দ্রকোণায় রাং, তামার নানা প্রকার বাটী ও ডিবে এবং পিতলের পিলসুজ,ফুল বেড়িয়ার জার্ম্মাণসিলভারের গেলাস এবং শোভাগঞ্জে পিতলের থলা তৈয়ার হয়।

নদীয়া জেলায় মেটিয়ারী গ্রামে চাদরের বালতী, হাঁড়ি, গামলা, পেটা কড়াই, পেটা থালা প্রভৃতি তৈয়ার হয়।

এখানে অনেক কারখানা আছে এখানের মাল নানা মোকামে রপ্তানী হয়।

নবদ্বীপে পিতলের হাতা, চায়ের পেয়ালা, বাটী, টুকনী প্রভৃতি তৈয়ার হয়।

শান্তিপুরে টুকনী পাতা; বৈঠকী পরি, হুকারাখিবার জন্য বৈঠক, দেব দেবীর মূর্ত্তি, জাগ প্রভৃতি তৈয়ার হয়।

রাণাঘাটে নানা প্রকার মূর্ত্তি সহ পিলসুজ, হুকা রাখিবার বৈঠক, দেবদেবীর মূর্ত্তি তৈয়ার হয়।

মুড়াগাছা ও বাহির গাছি গ্রামে কাঁসার বাটী ও ডিস বেলী, প্রভৃতি তৈয়ার হয়।

মেহের পুরে নানা প্রকার বাসন তৈয়ার হয়।

মুর্শিদাবাদ—খাগড়া ও বহরমপুরের ৫০টী ক্ষুদ্র কারখানা আছে। এখানের বাসন প্রসিদ্ধ। ইহার দাম বেশী; এক সেরের বাটী ৪৲ ৫৲টাকা,

৬৲-৮৲ টাকা সের দরে বাসন বিক্রয় হয়। এখানে কাঁসার গেলাস, বাটী, ডিস, রেকাব প্রভৃতি তৈয়ার হয়। এখানের বাসন ধনীর শোভা বৃদ্ধি করে। দরিদ্রেরা কিনিতে পারে না। অজীপুর ও জিয়াগঞ্জেও বাসন তৈয়ার হয়। মুর্শিদাবাদে দেবদেবীর মূর্ত্তি তৈয়ার হয়। ধুলিয়ানে পিতলের জাঁতি তৈয়ার হয়।

মালদহ জেলার নবাবগঞ্জে ২৭০ ঘর কারিগর আছে। বৎসরে ১০ হাজার মন বাসন তৈয়ার হয়। এখানে কাঁসা ও পিতলের বাসন তৈয়ার হয়। কুতবপুরে পিতলের লোটা তৈয়ার হয়। এখানে ৬০ ঘর কারিগর আছে। নবাবগঞ্জের বাসন রাজসাহী, রংপুর,ঢাকা প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়। কালিগাঁও এ চাদরের লোটা তৈয়ার হয় ; ইহা কালিগাঁওএর লোটা নামে খ্যাত।

রাজসাহী জেলায় কানইখালী গ্রামে ১৬ জন বৈরাগী কাঁসার চামচ তৈয়ার করে। বৎসরে প্রায় ৫০ মণ তৈয়ার হয়। পুরাতন কাঁসি গালাইয়া ইহা তৈয়ার হয়। সাধারনের পছন্দসই জিনিস তৈয়ার হয়।

১৯২১ সালে এখানে একটী সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে। নাটোর সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক এই সমিতিকে ৪ হাজার টাকা কর্জ্জ দিয়াছে। নাটোরের নিকট কলম ও বুধ পাড়ায় ভরণ ও পিতলের বাসন তৈয়ার হয়। কলমে একশত ঘর এবং বুধ পাড়ার ৬০ ঘর কারিগর আছে। এই দুই মোকামে বৎসরে দুই হাজার মণ মাল উৎপন্ন হয়। এখানে থালা, বাটী, ভরনের গেলাস, পিতলের ঘড়া, কড়াই প্রভৃতি তৈয়ার হয়।

রংপুর জেলার নীলফামারীর নিকট গোমনাতী গ্রামে অনেক কারিগর আছে। এখানে কাঁসার বাসন তৈয়ার হয়।

ঢাকা :—ঢাকা সহরে অনেক কংশ বণিক আছে।

ঠাটারী বাজার,লোহ জঙ্গ,ফিরিঙ্গি বাজার, আব্দুলপুর, শোলা পড়, ধামরাই প্রভৃতি গ্রামে প্রত্যহ এক হাজার হিন্দু ও মুশলমান এই কাজে নিযুক্ত আছে। হিন্দুরা মুর্শিদাবাদ হইতে উঠিয়া এখানে আসিয়া কারখানা খুলে এবং স্থানীয় মুসলমানেরা তাহাদের কারখানায় কাজ করিতে থাকে মুসলমানেরা কাজ শিখিয়া এক্ষণে স্বাধীন ভাবে কারখানা খুলিয়াছে। এখানে কাঁসার থালা, বাটী, রেকাব, ডিস, পিতলের লোটা, ঘড়া, চামচ প্রভৃতি তৈয়ার হয়। এখানের বাসন উত্তর বঙ্গ ও আসামে রপ্তানী হয়।

মৈমনসিংহ জেলায় টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত কাগমারী গ্রামে, জামালপুর মহকুমার অন্তর্গত ইশলামপুরে বাসন তৈয়ার হয়। কাগমারীর থালা এবং ইশলাম পুরের লোটা বিখ্যাত।

ফরিদপুর জেলার পালং রাজ বাড়ী এবং ত্রিপুরা জেলায় বিটঘর বাসনের কেন্দ্র স্থান।

ছোটনাগপুর :--

মানভুম জেলায় মনিহারা, গৌয়াড়িতালাজুড়ি, আজারাড়ি, রাঙ্গামাটী গ্রামে কাঁসার বাটী তৈয়ার হয় এবং রাওতড়া গ্রামে কাঁসার থালা তৈয়ার হয়। বগলিডিহি ও গোপাল নগর গ্রামে কাঁসার থালা এবং বাটী, পিতলের ও জার্ম্মণ সিলভারের বাসন তৈয়ার হয়।

রাঁচী জেলায়—ভারিয়া, গোবিন্দপুর, কানযুগ্যা, পাল কোট, বুণ্ড প্রভৃতি গ্রামে কাঁসার থালা ও বাটী তৈয়ার হয়। লোহার দাগায় পিতলের গেলাস তৈয়ার হয়।

হাজারীবাগ :—হাজারীবাগ জেলায় বিষণগড় ও চাতরায় কাঁসা ও পিতলের বাসন

তৈয়ার হয়। বিষণগড়ে অনেক ঘর কারিগর আছে। এখানে পিতলের কড়াই তৈয়ার হয়।

সিংহভূম জেলা: সরাইকেল্লা গ্রামে কাঁসার বাসন তৈয়ার হয়।

সম্বলপুর জেলা:—সম্বলপুরে অনেক কারিগর আছে। এখানের বাসন খুব হাল্কা; এখানে কাঁসার বাসন তৈয়ার হয়। পুরাতন সেট গলাইয়া এই বাসন তৈয়ার হয়। বিশড়া, রাজগঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানেও কাঁসার বাসন তৈয়ার হয়। সম্বলপুরের বাসন জামশেদপুর, চাইবাসা, চক্রধরপুর, পুরুলিয়া, ঝরিয়া প্রভৃতি স্থানে আমদানী হয়।

বিহার।

গয়া জেলা:—নবীনগর, মানসুর, ও দাউদনগরে অনেক কারিগর আছে। উহারা কাঁসার থালা, পিতলের লোটা, প্রভৃতি তৈয়ার করে।

পাটনা:— পাটনা এবং মফঃস্বলের অনেক গ্রামে বাসন তৈয়ারী হয়। পাটনা সহরে তামার চাদরের হাঁড়ি, বদ্না, লোটা প্রভৃতি তৈয়ার হয়। পরেয়ু গ্রামে অনেক কারিগর আছে। এখানে থালা তৈয়ার হয়। এখানের কারিগরেরা পাথরের ছেয়াই ব্যবহার করে। গোবিন্দপুরে কাঁসা তৈয়ার হয়। এখানে অনেক কারিগর আছে।

মুঙ্গের জেলা:—মুঙ্গের, জামালপুর, আদমপুর, গিধোড়, জামুই প্রভৃতি স্থানে কাঁসা ও পিতলের থালা ও লোটা তৈয়ার হয়।

সাঁওতালপরগণায় অনেক গ্রামে পিতলের বাঁক, পৈরী, খাড়ু, চুড়ী প্রভৃতি তৈয়ার হয়।

পুর্ণিয়া জেলায় কিষণগঞ্জ ও চোল বাজারে কাঁসা ও পিতলের বাসন তৈয়ার হয়।

ভাগলপুর জেলায় ভাগলপুরে পিতলের লোটা, এবং অমরপুরে পিতলের থালা তৈয়ার হয়।

শারণ জেলায় শিউয়ানে কাঁসার বাসন তৈয়ার হয়।

দ্বারভাঙ্গা জেলায় ঝঞ্ঝারপুরে পিতলের লোটা ও বদনা তৈয়ার হয়।

উড়িষ্যা

উড়িষ্যার নানাস্থানে কাঁসা ও পিতলের বাসনের কারিগর আছে। কটক সহর এই শিল্পের কেন্দ্রস্থান। ইহারাও তাঁবা গালাই করিয়া কাঁসার বাসন তৈয়ার করে এবং পুরাতন ভাঙ্গা বাসন বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় চালান দেয়। উড়িয়ারা পরিশ্রমী। বাংলার বাসন খুব কম পরিমাণে উড়িষ্যায় রপ্তানী হয়। উড়িষ্যা এ বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী নহে।

কটক জেলার জাজপুর, কেন্দ্রাপাড়া, দান্টিমুণ্ডা, পুরী জেলায় ভুবনেশ্বর, বালকাটী, বালীপাটনা, এবং প্রতাপ শাসন; বালেশ্বর জেলায় রেমুনা প্রভৃতি স্থানে পিতল কাঁসার বাসন তৈয়ার হয়।

যুক্ত প্রদেশ।

মির্জাপুর কাঁসা ও পিতলের বাসনের কেন্দ্র স্থান। এখানে যত বাসন তৈয়ার হয় ভারত-বর্ষের আর কোন স্থানে তত বাসন তৈয়ার হয় না। এখানে প্রত্যহ ৫০০/ মণ বাসন তৈয়ার হয়। অনেক ধনী এই ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খাটাইতেছে। এখানকার বাসন যুক্তপ্রদেশের সকল স্থানে, বিহার, ছোট নাগপুর, মধ্য প্রদেশ

পাঞ্জাব ও রাজপুতানায় রপ্তানী হয়। এখানকার বাসন উন্নত ধরণের নহে। এজন্য দামে সস্তায় বিকায়। ইহা গরীব লোকের ব্যবহার্য্য।

মোরাদাবাদের বাসন জগদ্বিখ্যাত। ইহা উন্নত ধরণের, সুচিক্কণ এবং কারুকার্য্য-খচিত—ধনবানদের আদরের সামগ্রী। মোরাদাবাদের বাসন ভারতবর্ষের নানাস্থানে এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানী হয়। এখানে ইহা খুব উচ্চমূল্যে বিক্রী হয়।

ফরুকাবাদ ও বারানসী বা কাশী বাসন-শিল্পের অন্যতম কেন্দ্রস্থান। কাশীতে যত বিভিন্ন রকমের বাসন তৈয়ার হয়, ভারতবর্ষের আর কোন স্থানে এত বিভিন্ন রকমের বাসন তৈয়ার হয় না। ইউরোপ হইতে বোম্বাই বন্দরে জার্ম্মন সিলভারের চাদর আমদানী হয়, উহা আবার কাশী ও মোরাদাবাদে রপ্তানী হয়। এই চাদর হইতে গেলাস, ডিস, থালা, রেকাব প্রভৃতি হয়। কাশীতে বড় ঘণ্টা তৈয়ার হয়। দেবালয়ে এই সকল ঘণ্টা থাকে। এখানে ১/, ২/ ওজনের ঘণ্টা পাওয়া যায়।

শালগ্রাম শিলা রাখিবার জন্য আসন, ফুলের সাজি, পানের বটুয়া, গহনা রাখিবার ক্যাশ বাক্স, কমণ্ডলু, ভৃঙ্গার প্রভৃতি নানা দ্রব্য তৈয়ার হয়।

মোরাদাবাদে পশু পক্ষী ও দেব দেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতি ও তৈয়ার হয়। যাঁহারা যুক্ত প্রদেশ ভ্রমণে গিয়াছেন তাঁহারা মোগলসরাই হইতে আরম্ভ করিয়া যুক্ত প্রদেশের প্রত্যেক বড় বড় ষ্টেসনে মোরাদাবাদের বাসন দ্রব্য দেখিতে পাইবেন।

গণ্ডা জেলায় খড়্গপুর, বলরামপুর, তুলসীপুর প্রভৃতি ৭টী গ্রামে ঢালাইয়ের কাজ হয়। বারাইচ জেলায় অনেক কারিগর আছে। এখানের নানপাড়া গ্রামের মুসলমান মহাজনগণ শীতকালে নেপাল রাজ্যে বাসন বিক্রি করিতে যান। সুলতানপুর জেলায় অনেক গ্রামে কাঁসার বাসন তৈয়ার হয়। ঝান্সী জেলায় মৌরানীপুর গ্রামে অনেক কারিগর আছে। মথুরা, বৃন্দাবন ও হরিদ্বারে অনেক কারিগর আছে। লক্ষ্ণৌএ নানাপ্রকার বাসন তৈয়ার হয়। মোরাদাবাদে অনেক মুসলমান কারিগর আছে।

যুক্তপ্রদেশে কশেরা, টাটেরা, তামেরা শোনার লোহার, আহর বেনিয়া প্রভৃতি জাতি বাসন তৈয়ার করে। যুক্তপ্রদেশের বাসন পাঞ্জাব, রাজপুতানা, সিন্ধু, গুজরাট, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, বেরার, মান্দ্রাজ, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, বাংলা প্রভৃতি প্রদেশে রপ্তানী হয় এবং মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও করাচী বন্দর দিয়া বিদেশে রপ্তানী হয়।

মধ্য প্রদেশ।

মধ্যপ্রদেশে নাগোদ রাজ্যে উঁচেহারা গ্রামে কাঁসার বাসন তৈয়ার হয়। ইহা ই আই রেলের একটা ষ্টেশন। জব্বল পুর, সাগোর, নরসিংহপুর, হোসাঙ্গাবাদ, নাগপুর, ভাণ্ডারা, দ্রুগ রায়পুর, বিলাশ পুর, মাণ্ডালা, চিন্দওয়ারা, ওয়ার্ধা প্রভৃতি জেলায় কশেরা জাতি কাঁসার বাসন, এবং তামেরা জাত তামার বাসন তৈয়ার করে। নরসিংহপুর জেলায় চিচলী গ্রামে বহু কারিগর আছে। গোদাবারা গ্রামেও বহু কারিগর আছে। এখানে কাঁসার বাসন তৈয়ার হয়। কলিকাতা হইতে এই সকল স্থানে কাঁসার পুরাতন বাসন রপ্তানী হয়। পুরাতন বাসন গালাইয়া নূতন বাসন তৈয়ার হয়।

রায়পুরে বড় বড় হাঁড়ি তৈয়ার হয়। বিলাসপুরে রাং তামার নানাপ্রকার লৌহ ও বাটী তৈয়ার হয়। বিলাসপুরী লোটা নানা স্থানে রপ্তানী হয়।

বোম্বাই।

বোম্বায়ের জার্ম্মণ সিলভার, তামার ও পিত্তলের চাদরের বাসন প্রচলিত। বোম্বাইএ মিঠা মেট্যাল কারখানায় চাদরের নানা প্রকার বাসন তৈয়ার হয়। পুনা সহরে তামা, পিত্তল, জার্ম্মন সিলভার ও এলুমিনিয়াম চাদরের বাসন তৈয়ারের কারখানা আছে। ইহার নাম গুজরাট মেট্যাল ফ্যাক্টরী। ইহাদের তৈয়ারী বাসন বোম্বাইএর নানা স্থানে রপ্তানী হয়। বোম্বাই এ কাঁসার বাসনের চলন নাই।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজ প্রদেশে বহরমপুর, কানারা পালয়াম্, পালঘাট ও কোইম্বাটুরে পিত্তলের বাসন তৈয়ার হয়। কলিকাতা হইতে গঞ্জামে কাঁচা মাল রপ্তানী হয়। কোকনদ, গাণ্টুর মাদুরা, ভিজিগুপ্তম প্রভৃতি স্থানে বাসন তৈয়ার হয়। কাঁসার বাসন মান্দ্রাজে তত প্রচলিত নাই। পিত্তল, রাং, তামা, ও তামার বাসনই প্রচলিত। চাদরের থালা বেশীর ভাগ তৈয়ার হয়।

ভিজিগুপ্তমে মান্দ্রাজী লোটা তৈয়ার হয়। এই লোটায় ঢাকনী, একটা ছোট গেলাস এবং ধরিবার জন্য হাতল আছে। মান্দ্রাজে এই লোটার খুব চলন আছে। চিতুর জেলায় কালা-হাস্তীতে কলের দ্বারা কাঁসার বাসন তৈয়ার হয়। কোইম্বাটুরে তামার বাসন তৈয়ার হয়। মহীশূরে পিত্তলের বাসন তৈয়ারের জন্য একটী কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

গত পাঁচ বৎসরে কলিকাতা বন্দরে যে সমস্ত পণ্য আমদানী হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পণ্যের নাম	১৯২৩–২৪	১৯২৪–২৫	১৯২৫–২৬	১৯২৬–২৭	১৯২৭–২৮
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
তুলা জাত দ্রব্য	২৮৭৯০১৯৮২	৩৫৪৮৯০৯৮৬	২৭৬৫৩৬৪৯৫	২৭২৯১৬০০৮	২৮১০৮০৮৩৪
ধাতব পদার্থ	৮১৫১৪৫৮৫	৯৭১৬৮০৭৫	১০১৫৩৫৭৪৭	৯৮৮৫৫১৫২	১০৫৩১৪৫৮২
চিনি	৬১৫৪০১৮৬	৭৫৭৯১৪৬৭	৬৬৭৪৪১৩৭	৭৭৩০৭৪৬২	৫৯৯৮৬২০২
মিল ও মিলের যন্ত্রপাতি	৫৯২৬১৯০৪	৪৩৯৯৫৮০২	৭৪৬৮৯৫৫৯	৪১০০৪৭০২	৫২০২৮০৩৪
তৈল	৩২৭০৭৩২৯	৩৮৯৬৯৫৪৭	৪০১৮২০৫৭	৩৫০৭৭৮৮১	৪৭৭৫৭৯৮০
ছোট ছোট কল কব্জা ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি	১২৫৩৩০৭৯	১৩৩১৭৫৮৭	১৪৬৪১৩০৫	১৭০৩৯১৬৬	১৯৫১৫৮৩২
বাসন কোসন, ছুরি কাঁচি, ইলেক্ট্রোপ্লেটেড্ বাসন ইত্যাদি	১৪৪১৪৪৫০	১৬৫৮৬৯৬১	১৮১৬৯১৫৪	১৬৯৬৩৩৭৪	১৭৫৩৪৭৭
মোটর গাড়ী, মোটর সাইকেল, ও তাহাদের বিভিন্ন অংশ	৯২৬৯০৮৭	৯৯৯০৭৮০	১৩১২৪৭৫৮	১৪৯৫৯৩৭৮	১৭৬৮৩০৪৪
অয়েল ম্যান্স্ স্টোর	৮০০২৯৭৩	১০৫৩০৫৬৩	১১৬৭৪৬৭১	১৫১৮১০১০	১৫৩৭৫০৯৯
লবণ	৮০৭৬৮৩০	১০৫৪৬৩০৬	৭০৩১৯৬৯	৮৯৪১২৭২	১২৬৬৪১৭৪
মসলা	১২০৬৪৭৭৩	১১৭৩৫৫৮৭	১৭৪৬২৯৮৬	১৬৫১০১৭৯	১১০৪২০০৭
মেথিলেটেড স্পিরিট, সুগন্ধি স্পিরিট প্রভৃতি ও লিকার	৯৩৭৮২০৮	৯৬৯৬৫৬৪	৯৫৪৭৯৮০	৯৮৪১৯২০	১০৭২০৭৪৫
নানা বধ পোষ্ট অফিসের জিনিষ	৯৬৪৫০২৮	৮৭৬১৪৫৪	১০০২৮১৮৮	১০২৫২১৫০	১০৫৩৩৪৪৯

পণ্যের নাম	১৯২৩—২৪	১৯২৪ ২৫	১৯২৫ - ২৬	১৯২৬—২৭	১৯২৭—২৮
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
তামাক	৭৫২৬৬৭৬	৭৫৬৯৬৪১	৭৫১০৬০৩	৮৭৬৮৩৫৯	১০০৪৩৮৩৯
রেলওয়ে প্লাণ্ট ও রোলিং ষ্টক	৫৬০৯১৬২৪	৩০০০৯৩২৭	২১৯৬৮১৬৪	১১৬৫২৫১২	৯৭২৬৮১৬
রাসায়নিক দ্রব্যাদি	৭৯৬০২৫৬	৮০৭৮৭৭৯	৭৯৭৮৬৫৪	৯৩৭৭৪৭৭	৯৬৩৪৭০২
কৃত্রিম সিল্ক	২৭৮০৬৭৬	৫৪৩০৫৬৯	৩২৯০৭৭৮	৭৪০০৭২১	৯৬০০০০৩
পশমী দ্রব্য	৪২৬৪৬৩০	৬০৩৮২৯৯	৬৯৭৮০৭১	৭৪০৭৩৮৭	৯২১৭৬০৭
কাগজ ও পেষ্ট বোর্ড	৭৩৬৩২১০	৮৮০৩৮৬৮	৮০৭৯৯৭৯	৯০৬১৮৬৬	৮৯৯৯৮৯৯
কাচ ও কাচের বাসন	৭৯৯৩১৪৬	৭৭৩৮০৩৫	৮৩৭৯৯০০	৮৬৫৬১৩৩	৮০৭৩৫৭২
ঔষধাদি	৫৯৯৬২০০	৫৮৫৮০৩৪	৬৫৮৭৫৯১	৬৭২৩৩৩৬	৭১৮৮৯৩৪
রবার	৫১৭৫৪৪৮	৪৫৪৫০০৫	৬৪১১৬৬২	৫৯১৬৩৮৫	৬৭৫০৫১২
পেণ্ট ও আনুসঙ্গিক সরঞ্জাম	৪৬১০৭৭০	৪৬০৮৯০২	৪৫৬১৩০৯	৫৪১৪৪৯৮	৫৮৯৬১০৫
সাইকেল	২৪৩০৯২২	৩০০৫২৯৭	৪২৯১০১৭	৪১৫২৫৭২	৫১৭০৫৪২
চায়ের সিন্দুক (Tea Chests)	৪৭৫৬৮৫৩	৬৭৫৭২১৯	৬১৬৯৩৫৩	৪৩৪৬৫৭২	৫০২২৩০৯
ডাল, কলাই, ময়দা	২১৫৪৫	৬২৯৪	২০৯৫৬৮০	৬০৪৮৩৮৫	৪৩৮৫৮৮৯
কাগজ প্রস্তুতের উপাদান	১৯৮৯২২৬	২১৮৮২৩১	২৫২২৬৪১	৩৪০৪৯৬২	৪০১২৫০৩
বাড়ী প্রস্তুতের সামগ্রী ও ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যাদি	৪৬৬৯১৩৫	৩৮১৬৩৭৪	৩৫৬৫৩৫৫	২৯৪৩১২৮	৩৪৪৫৫৯১
ছাতা ও ছাতার সরঞ্জাম	৩২৮১৩৮৪	২৪৮২৩২১	২৭৩০৮১৯	২৭৬৮১৩৯	৩৩৩৬৩৭৪
কলকারখানার ব্যবহৃত বেল্টিং	২৫২৯১৯৪	৩১২৯৩৫৯	২৮৬৮৬৭০	২৯১২৪৮১	৩১০১০২০
সাবান	১৬১৯৯৬৬	২১৪১৯৫০	২৫৭২৮৮৮	১৬৮৮৫৭৯	২৭৫৫০৮১
পুস্তকাদি ছাপা কাগজ	২২৭৬৭৫৬	৩৪২৯৬৭৭	২৩৮৮০৭৮	২৪৮১৯৬৮	২৫৮৭৫৩০
ষ্টেসনারী (কাগজ ব্যতীত)	২৪৫৮৯৭৪	২৩৪৭০২০	২৫৪৬৮৬৩	২২১৯০৬৩	২৫২১৯১
ফিতা প্রভৃতি ক্ষুদ্র পণ্য (Haberdashery & millinery)	১৯২৮৪১৫	২৫১৫৫৪৮	২১৪৮৭৫৭	২২৯০২১৪	২২৭২৭৯
চা	১১০৬০৫৯	৫৭৮৭৪৯	৯০১৯৭৩	১০৩১৩৯৬	২২৭২১৬
চামড়া	১৪৬৯৮৮৫	১৯৪৪৭৪০	১৮৫৫০১০	২০২২৮৮০	২২৫৮২৮
তক্তা, কাট, টিম্বার	১০০০৬১৪	১৪২৯৬৬৬	১৬৮৮৮৩৬	১৯৭৩৭০৯	২২৩৫০
পোষাক পরিচ্ছদ, (হোসিয়ারী ও জুতা ব্যতীত)	১৫৮০২১৭	২২৮৬৪২৫	২৮৪৯৯৯৪	৩২১৪২৫২	২২১৬৯
সার	৫০০৩৬০	১১৫৯৯৯৪	১৮৫৩২৩৩	১৭৪৪৬৭৬	২১৯২৭

পণ্যের নাম	১৯২৩—২৪	১৯২৪—২৫	১৯২৫—২৬	১৯২৬—২৭	১৯২৭—২৮
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
অতসী বা Hax	১৩২৪৫১৮	১৭১০৯৫৮	১৮৮১৪৭৮	১৯৯৪৭২১	২১১৬৩৯৪
রঙ্ করিবার ও চামড়া ট্যান করিবার উপকরণ	৩০৩৬১১০	১৪৬১১৪৬	১৯১৫৩৯৬	১১৫৫৯৭১	২০৮৫০০১
গালা	২১৩৪০৫৪	৭৫১৪১৪	২৩৭৭০	৭৯৫৫৪০	২০৭৯৮৭৬
অস্ত্র শস্ত্র যুদ্ধোপকরণ	১৬৯৯১৬২	২১৫৯৭৯৭	১৯১১১৫৭	১৯৯৫৪৮৬	২০২৫৭৯২
খেলনা ও খেলিবার সরঞ্জাম	২২৩৪৫৮৯	১৯৬২৪৮১	১৯৭৩৭৫	২১৯৪২৬১	১৯৮৫৬৫৭
জীবন্ত জীবজন্তু	৪৩৭৩৫৯	৫৬১৬৬২	৪৩২৪৯১	২১৩৮১৬২	১১৭৬৬৬৩
অঙ্গরাগ ও আনুসাঙ্গিক পদার্থ	১৪৩১৯৩৩	১৪৪৬৩৬৯	১৪৮৬০১১	১৭৪৫৮১৭	১৮৪৮১১২
সিল্কের দ্রব্য	১৬৬৯৭০৭	১৬১৩৭৮৯	১৭২৩৪৬০	১৯১২৮৮৬	১৭৪৮৬১৩
জুতা	৩৫৭৩৮৯	৪১৯০০৭	৭৪২০৪২	১৫৪৫৪৩১	১৬৮২২৬৪
মাটির বাসন ও পোর্সিলেন	১২৫১৯৮০	১৩০৮২৮১	১৩৩৯৭৪৯	১৬৪৬২০১	১৬৮১০৬৯
ছুরি কাঁচি ইত্যাদি	৭৪৭৪২২	১৩০৫৬২৭	১০৯৪৬১৩	১৫২৩৩৯৫	১৩২৭৯০২
রবিন	১০২৬৬২৮	১৬২৮১৩৮	১৭১৫৫৬৮	২৩১১৪৫৬	১১৪৩৮৬৮
পশম (কাঁচা)	১৭৫০১১০	৩৮৯৬২২৪	৪৭৪৭১৩	৪৪০৩৫১	১২১০০০৭
য়্যাজ্ বেষ্টস্	৪৯১৯৮৬	৮১২৩০৬	৫৫৩৫২৩	১০৩১৭৬৮	১২১১৮৩৭
ছাপাখানা ও লিথগ্রাফির সরঞ্জাম	১১১৩৫৪২	১৪৫৫২৭৩	১৩৩৫৬৮৮	১১৭৯৪৭৮	১২০৭০৪৭
শণ	৬৬৩৭৯৯	৭৭১৭৪৯	১০২৯২৩৭	১০৪৬০৭৬	১০৫৩৬৭৬
অন্যান্য দ্রব্য	১৫৬০৬৭২৭	১৪৪৫৩৮৬৭	১৭৬১৮৭৫৪	১৪৩৪০৯০৫	১৩৩৮৮৮১৪
মোট—	৭৮৮৮৮৯৭০৯	৮৬৮৩০৩৯৫৯	৭৯০৯০৫৪২৮	৮০০২৭৯১৩৬	৮৩৬০৫০৭৩৩

উল্লিখিত কয় বৎসরে কলিকাতা বন্দর হইতে যে সমস্ত পণ্য রপ্তানী হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	১৯২৩—২৪	১৯২৪—২৫	১৯২৫—২৬	১৯২৬—২৭	১৯২৭—২৮
পাটের দ্রব্য	৪২১২০৭৭৫৮	৫১৬০৮২৯৩৩	৫৮৭৪৪৩৫১৭	৫৩০৬৭০৪১৩	৫৩৪৬৮৩৫৪৩
কাঁচা পাট	১৯১২৫৭৮৪৫	২৭৪৫০১৪১৯	২৫৯৯৪৪৯৮৮	২৫৫৮৪৯৪৩৭	২৯০৮৮৮৮৬২
চা	২১৩৯৯৫৮৬৬	২২২৮৪৬১৮৮	১৭৭০১৯০২৪	১৮৭৫৯৭৩৯০	২১৫৩৭৭৭৩৮

গালা	৯০৫২৬৮৮৭	৭৫৩৮৯০৫৮	৬৮৭৫৯২৮৯	৫৪২৯৪৫৭০	৬৮১১২৬৪৬
চামড়া (কাঁচা)	৪৬৪১৪৩৯১	৪৮২৩০০০৭	৪৮৪০৪৩৬৮	৪৮৩৯৯০৫৯	৫৭৮৮৯২২৩
ডাল, কলাই, ময়দা	৬৭৮১০১৫৬	৭৭৮৬৬২০৭	৩৮৩৬৯৯১৪	৩২৪০১২৬৩	৩৫৯৬৬৮১৪
ধাতব পদার্থ	২৪১৩২৭১১	৩২৩০৫৮৩২	২৭৫১৭৮৯৯	২৬২১৮৪৭৫	৩৩৭৫৯৫৫০
বীজ	৬৪৭৮১০০৪	৫৬৪০৬২৮০	৪৩২৫০৩০০	২৬১৩৫১৩৮	৩১৫৬৭৮৩৯
আফিং	২৬৬৭০৬২৬	১৪০২২৩৫৫	১৯৩৬৬৭১৫	২১১৮৪০০০	১৯৯০৮০০০
রঙ্ করিবার ও ট্যান করিবার উপকরণ	৬২৬৯৬০৭	৪৮০৫৬০৭	৪৭৪২০৫৪	৪৭৫৬৩৮৭	৪০৭৫০৮৩
অভ্র	৭৮৪৮৫৭৯	৮৮০২২৮৭	৯১০৮৩৭৬	৯৩৫৭৪০৩	৭৮৯১৭০০
কয়লা	২২০০৮৯৯	৩৭৪৯৬১৬	৩৪৭২৩৭১	৮০৭০২৯৩	৭৬৩৬৫৮২
খইল	৭৫৫৫৫১০	৫৮৮৮৫৭১	৫৯৬৪৭১৩	৫২৬৭৮৪২	৭৩৪৮৯৭৪
তুলা (কাঁচা)	৯৬৭১০৯৮	১২৯১৩২৫২	৮৫২৩৪৮৬	৬৪০১২৫৭	৭১৭৭৩২৩
পোষ্টাল দ্রব্য	৪৯৬৬৫০২	৫৮৩১৪৩৭	৫১৩৮৪৩৮	৪৭৫০৫৪২	৬১১৩৮৪৫
সার	৬০১৩২১২	৫৪২১৬৪১	৫৪৮৭৫৫০	৫৮৮৯১৮৬	৫৬০৬১৯৪
শণ (কাঁচা)	৫৪৩৭৬৯৮	১০৯৬৪৯৪১	১০৪৪৫৪৩০	৫৯৩৬৩৩৯	৫৩৬৭০২৭
পশমী দ্রব্য	৩৩৮৫১৪৭	৪৯১৭৯৫৬	৬৫৭৬৭৭৩	৩৩২৭৪৩৮	৪৬৫৭৭৮৯
মসলা	২৪৯৭৭৫১	২৬৩৮৬২৬	৩৬৭৩৮০০	২৭৫৮৯০৭	৩৯১২৩৬৯
Oilman's store	২৭৩৫৮৩২	২৭৮১৭০৯	২৬৮৫০৬৫	২৮৫৩১৭৩	২৭১৯৬৮৯
মোম বা প্যারাফিন ওয়াক্স	৫৮৪৮৫৫	৬৫৮৮০১	৮৮৬৭৪৪	২৬৪১৯১২	২৬০৬০০০
পোষাক পরিচ্ছদ (হোসিয়ারী ও জুতা ব্যতীত)	১৭৫০৬৫৫	২০১৮৫২১	১৯০৫৩৭৩	১৭২৮৮৫০	১৮৬৭০৫৫
শিমুল তুলা	১১৯৫০৭৪	১২৮০৪৫৫	১৫৭৭৭৭৩	১০৫১১১৬	১৬৭২৬০২
তৈল	২১৭৫৩৩৫	২২২২৮০৪	২১৬৩৯১৭	১১৮২৬২৩	১৩০৯৬৬৫
ঔষধাদি	১১৪২৯১৪	১১৩৮৪৬৪	১৬০৫৩৩১	১৮১৭২৬২	১৩৬৩৬৮০
যন্ত্রপাতি	২১৮২২৩	২৬৩৬৮৪	১০০৭১১৩	১২৭৯৭৯২	১৩৪১৪৫৫
তামাক	১৪০৯৯৩২	১৪৩৯২৭২	১১৫১০০৭	৫০০৫৩৯	১৩৩৩৭৯৮
নারিকেল কাতা ও দড়ি	৯০১৯৮০	৯১৬৫০৬	১০৭৭৬০৪	১৩১৮১৪১	১০৮২৭৩৪
সোরা (Saltpetre)	২৪৫৯৫০৪	২৫৮৭৫৯৩	১৮২৬৭৯১	১১২৮১৮৯	৯৯৭৩৫৯
শুকরের লোম	৭৯৭১৬৭	৯১৬১১১	৭০৯৪৫৯	৬৭৩৬৯১	৭৬৩৪৮৮
জীবন্ত প্রাণী	৪২৫৪৯২	৭৪৮০৫৭	৬৮৫৮৯২	৭৬৭৩৮২	৬২৬৯৬২
ফল মূল, শাক শব্জী	৭৮২৬৫৪	৭৯৮০৩৩	৭১১৫০৩	৮১৯২৯৪	৫৯৭৭২১

চামড়া (ট্যান করা)	৭৫১৫২২	৯১৭৬১৬	৭৩৭৪৭৩	৬৯৪৬০১	৫৭৭৮১০
পশু খাদ্য, ভুষি, ইত্যাদি	৫৫৩৪৩১	৫৯৩৪৭৯	৫২২২৫১	৪৭৯৯৬৬	৫১৮৮৪৮
অন্যান্য দ্রব্য	৭০০৩২৫৯	৫৬২৫৩৯৯	৪৮৮৯৭৭৭	৪৫৪৩৭৫৮	৪৩৮৬২৩
মোট ভারতীয় দ্রব্য	১২২৮৬০০৭১৩	১৪০৯৩৮০৬৫৯	১৪৫৫৫৪৯৫৮৭	১৩৬১৩৫৩৮২৬	১৩৭৬৭৩৮৭৭৯
মোট বিদেশী দ্রব্য (যাহা পুনরায় রপ্তানী হইয়াছিল)	৯৮২১৫৩৭	৬৯৪৬৩১৫	৫৬৯০০৯২	৫৭০৯৬১০	৪০৯৫৮২২
মোট পণ্য —	১২৩৮৪২২২৫০	১৪১৬৩২৬৯৭৪	১৪৬০২৩৯৫০৯	১৩৬৮৯৬৩৫০৬	১৩৮০৮৩৪৬০১

বাংলার আর্থিক অবনতি ও তাহার প্রতীকার।

বর্ত্তমানে বাঙালীর আর্থিক অবস্থা যে নিতান্ত সচ্ছল নহে—একথা মানিতেই হইবে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত অনেক মহা-মহারথীই গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন। তথাপি নিতান্ত এলো মেলো ভাবে এ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতে চাই।

বর্ত্তমানে বাঙালীর আর্থিক অবস্থা যে নিতান্তই শোচনীয় এ সম্বন্ধে যেমন মতভেদ নাই, এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী যে বাঙালীর ব্যবসায় বিমুখতা সে সম্বন্ধেও সেইরূপ সকলেই এক মত। কাজেই সমস্যা দাঁড়াইতেছে—বাঙালীর ব্যবসায় বিমুখতার কারণ কি ?

ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী শিল্প বাণিজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। বাঙালী যেমন অব্যবসায়ী, বোম্বাইওয়ালাদিগকে সেইরূপ একটী ব্যবসায়ী জাত বলা যাইতে পারে। কাজেই বাংলার সহিত বোম্বায়ের তুলনা করিলেই আমাদের ত্রুটি যে ঠিক কোনখানে তাহা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা।

শিল্প বাণিজ্যে বোম্বাই উন্নতি করিতেছে অথচ বাংলা পারিতেছে না, যত লোকের কাছে যতবার ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সকলেই উত্তর দিয়াছেন—"বৈদেশিক শাসন তন্ত্রই ইহার জন্ম দায়ী।" সকলেই বলিয়াছেন—"রাজার জাতি নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমাদের স্বার্থ নাশ করিতেছেন। নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তার সাধন মানসে আইনের নাগপাশে বাঁধিয়া ফেলিতেছেন। কাজেই আমরা শিল্প বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিব কেমন করিয়া?"

এ উত্তরটী অনেকেরই মনঃপূত। কিন্তু আমার মনে হয় ইহা শ্রুতিসুখকর এবং অংশতঃ সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে।

বোম্বাই ও বাংলা একই রাজার অধীন—বোম্বাই ও বাংলা একই আইন দ্বারা শাসিত হইতেছে; কাজেই এ ক্ষেত্রে বোম্বাই যদি বৈদেশিক গভর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিয়াও শিল্প বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিতে পারে, বাংলার ইহাতে অকৃতকার্য্য হইবার কারণ কি?

আসল কথা, বাংলার ব্যবসায় বিমুখতার অন্য কারণ আছে।

সকলেই জানেন বাঙালী অত্যন্ত ভাবপ্রবণ জাতি। তাহারা অত্যন্ত আদর্শবাদী। চক্ বাঁধিয়া, অন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া তাহাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। পথের ডাক যখন বাঙালীর হৃদয়তন্ত্রীতে আসিয়া আঘাত করে তখন সে আর নিশ্চিন্ত মনে গৃহ কোণে বসিয়া থাকিতে পারে না, ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়া পড়ে—তা সে পথ যতই পিচ্ছিল, যতই বিপজ্জনক হউক না কেন। তাই দেখি, চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাংলার বুকে এক অপরূপ ভাবের বন্যা বহাইয়া দিল। ভাসিয়া গেল উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল একাকার হইয়া গেল। গত স্বদেশী আন্দোলন; গত অসহযোগ আন্দোলন, সকল তাতেই বাঙালীর ভাবাধিক্য জগৎকে চমকিত করিয়াছে। বস্তুতঃ ভাবপ্রবণতাই বাঙালী জাতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট। এই ভাবপ্রবণতাই বাঙালী জাতিকে বড় করিয়াছে আবার ইহাই, আমার মনে হয়, তাহাদের আর্থিক দুরবস্থার জন্য অংশত দায়ী।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দিকে দৃষ্টিপাত কর দেখিবে সেখানকার লোক Sentimentalism এর ধার দিয়াও চলে না—তাহারা নিতান্তই Practical এবং বস্তু তান্ত্রিক। সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই কাজের লোক; বাজে কথায় সময় কাটাইবার সময় তাহাদের নাই। সম্ভবতঃ সেই জন্যই তাহাদের এত আর্থিক উন্নতি।

আদর্শবাদকে পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে বস্তুতান্ত্রিক হইয়া উঠিলেই যে বাঙালী খুব বুদ্ধিমানের কাজ করিবেন—এমন কথা আমি বলিতে চাহি না। আধ্যাত্ম জীবনে উন্নতি করিতে হইলে আদর্শবাদ ও ভাব সম্পদের একান্ত প্রয়োজন। আদর্শহীন বস্তুতন্ত্র মানুষের শরীরের ক্ষুধা মিটাইলেও প্রাণের ক্ষুধা মিটাইতে পারে না। কিন্তু শরীরকেও বাঁচাইতে হইবে ত?

শরীর শুকাইয়া গেলে প্রাণ বাসা বাঁধিবে কোন্‌খানে? তাই প্রাণের সহিত শরীরকেও জীয়াইয়া রাখিবার জন্য আদর্শ বাদের সহিত চাই বস্তুতান্ত্রিকতা।

বাংলার আর্থিক দুরবস্থার কথা ভাবিতে বসিলে আরও একটা কথা আমার অনেক সময় মনে হয়। আমার মনে হয় এই যে বাংলার

অন্নাভাব সম্ভবতঃ অন্নাভাবের অভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। কথাটা শুনিতে ধাঁধাঁর মত; তবে অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় উহার মধ্যে কিছু সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার অধিকাংশ লোকই কোন না কোন ভাবে দুই চারি কাঠা জমির উপসত্ব ভোগ করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের পেট ভরে না বটে, কিন্তু ইহাতেই তাহাদের জাতি মরিয়াছে।

আমাদের খুব অল্প খরচেই দিন চলিয়া যায়। ঘরে চাল থাকিলে—শাক পাতা সিদ্ধ করিয়া কোন রকমে আহারের যোগাড় করিয়া লই। আমাদের এই Low Standard of living আমাদের অধঃপতনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। যাহার দুই কাঠা জমি বা দশ টাকা আয়ের সম্পত্তি আছে, সে সেই জমি বা সম্পত্তি আঁকড়াইয়া কোন ক্রমে জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারে এবং কাটাইয়া দিতে পারে বলিয়াই ব্যবসায় বাণিজ্যে অর্থোপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করে না। কিন্তু বোম্বাইয়ের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেখানে সকল লোককেই উপার্জ্জন করিয়া খাইতে হয়। কাজেই তাহাদের প্রাণ ধারণের নিমিত্ত ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই!

বাংলার জমীদার শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে। ইহার ফলে শুধু জমিদার শ্রেণী কেন, তালুকদার, পত্তনীদার ঠিকাদার প্রভৃতি অসংখ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। জমিদার যাঁহারা তাঁহাদিগকে বিন্দুমাত্র পরিশ্রম করিতে হয় না—অথচ লক্ষ লক্ষ টাকা মুনফা পাইতেছেন।

যাঁহাদিগকে পেটের চিন্তায় দিবানিশি পরিশ্রম করিতে হয় না, জীবনের প্রারম্ভেই পরের সঞ্চিত ধনের অধিকারী হইয়া বসেন, তাঁহাদিগের মধ্যে স্ব স্ব সম্পত্তির পরিসর বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাও বড় একটা দেখা যায় না। ক্রমে এই ঔদাসীন্ত স্বভাবে পরিণত হয়—পরে নিজেদের আর্থিক উন্নতি করিবার ইচ্ছা থাকিলেও সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি লোপ পাইয়া যায়। বাংলা আজ সেই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

মানুষ কাজ না করিয়া থাকিতে পারে না। সুকাজের অভাবে লোকে কুকাজে প্রবৃত্ত হয়—নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় নিরীহ খুড়ার গঙ্গা যাত্রার ব্যবস্থা করে। যাহাদের টাকা আছে, অথচ তাহার সদ্ব্যয় নাই—তাহারা তাহার অপব্যবহার করে। ইহা সনাতন সত্য।

যাহারা মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে তাহারা কিছুতেই লক্ষ টাকা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। কোটী টাকা সঞ্চয় করিবার এমন একটা ঝোঁক তাহাদের পাইয়া বসে যে কিছুতেই তাহারা স্থির থাকিতে পারে না। বোম্বাইয়ের অবস্থা অনেকটা এইরূপ।

কাজেই দেখা যাইতেছে বোম্বাইয়ের চিন্তা কেমন করিয়া টাকা বাড়াইব? আর বাংলার চিন্তা কেমন করিয়া টাকা উড়াইব? প্রভেদ এই খানেই। বোম্বাইয়ের লক্ষপতিগণ নিত্য নূতন ব্যবসায় ফাঁদিয়া অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করিতেছেন আর বাংলার লক্ষপতি জমিদার বৃন্দ পঞ্চমকারের সাধন কল্পে নিত্য সহস্র সহস্র মুদ্রা নষ্ট করিতেছেন। ইহাতে শিল্প বাণিজ্যে বাঙ্গালী যে পিছাইয়া পড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বিদ্যা বুদ্ধি যতই থাকুক না কেন, মুলধন না পাইলে কিছুই করিবার যো নাই। বাংলার মূল-

ধন জমিদার দিগের গৃহে গৃহে আবদ্ধ। সেই বদ্ধ মূলধন শিল্প বাণিজ্যে নিয়োজিত না হইলে বাংলার তথা ভারতের মুক্তি নাই।

আজ পাশ্চাত্য জগতে বলশেভিক বাদ, সমাজ তন্ত্রবাদ প্রভৃতি মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ কি? সে দেশের মনিষীগণ দেখিলেন সমাজের এক দিকে এক দল লোক অনাহারে, অর্দ্ধাহারে জীবন অতিবাহিত করিতেছে, সারা দিন হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পরিবর্ত্তেও এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে না—আর আর এক দিকে মুষ্টিমেয় একদল লোক বিন্দুমাত্র পরিশ্রম না করিয়াও দিবারাত্র বিলাসিতার মধ্যে ডুবিয়া আছে। তাহাদিগকে বিন্দু মাত্র পরিশ্রম করিতে হইতেছে না অথচ তাহাদের প্রাচুর্য্যের অন্ত নাই।

তাই, তাঁহারা বলিতেছেন ধ্বংস কর ধনিকের ঐ বিপুল বিলাস মন্দির। বন্ধ কর তাহাদের বিরাট স্বেচ্ছাচার। জাতিকে শোষণ করিয়া সম্প্রদায় বড় হইয়াছে—সম্প্রদায়কে নিঃস্ব করিয়া ব্যক্তি বড় হইয়াছে। এই শোষণের পথ রুদ্ধ কর। সম্প্রদায়কে মারিয়া ব্যক্তিকে বড় হইতে দিও না, জাতিকে মারিয়া সম্প্রদায় বড় হইয়া কাজ নাই। আমরা বলশেভিক বাদ বা সোসিয়ালিজমের পক্ষপাতী নহি; ধনিকের সহিত আমরা বিরোধ বাধাইতে চাহি না; আমরা চাই তাহার সহিত আপোষ করিতে। কিন্তু আপোষ করিব কেমন করিয়া?—ইহাই হইল সমস্যা।

আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় ধনী এবং দরিদ্রের স্বার্থ বুঝি পরস্পর বিরোধী; অর্থাৎ এক জনের টাকা কড়ি হওয়ার অর্থ আর একজনের টাকা কড়ি কমিয়া যাওয়া। কথাটাকে অনেকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু আমি উহা অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি।

দুনিয়ার ধন দৌলত যদি পরিমিত হইত তাহা হইলে উহা যে পৃথিবীর বর্ত্তমান সংখ্যক লোকের পক্ষে অপর্য্যাপ্ত হইতে পারে তাহা মানিয়া লইতে আপত্তি থাকিত না। কিন্তু আমার মনে হয় ভগবান এরূপ অপরিণামদর্শী নহেন যে অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে অপরিমিত প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন। আজিও অজস্র ধন দৌলত লোক চক্ষুর অন্তরালে ধরাগর্ভে নিহিত রহিয়াছে। মাটি খুঁড়িয়া সেই রত্ন সম্ভার উদ্ধার করিতে পারিলে এক মুষ্টি অন্নের জন্য মারামারি কাটাকাটি করিবার প্রয়োজন হইবে না। আসল কথা ধনী দরিদ্রকে বঞ্চিত না করিয়াও বিপুল ধন সম্ভার সঞ্চয় করিতে পারে এবং ধনী যদি সৎ হয় তাহা হইলে ধনীর ধন সঞ্চয়ের সাহায্য করিতে গিয়াই বহু নিরন্ন অন্ন লাভ করিতে পারে।

কতকগুলি ব্যবসায় আছে যাহাতে অর্থ উৎপন্ন হয়। এই গুলিকে ইংরাজীতে Productive Business বলে। এই ধরণের ব্যবসায়ে মূলধন নিয়োজিত করিলে কাহাকেও ক্ষতি গ্রস্থ হইতে হয় না। মনে করুণ, কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন; ইহাতে আয় হইল প্রচুর। সে প্রচুর লাভ কি অপরকে বঞ্চিত করিয়া? কেমন করিয়া বলিব?

ধনী শিল্প বাণিজ্যে অর্থ নিয়োগ করিয়া মোটা মুনফা পাইলেও, সেই শিল্প বাণিজ্যকে আশ্রয় করিয়া অনেক দরিদ্র লোক অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিয়া থাকে।

তাই, আমরা চাই বাংলার জমিদার বৃন্দ বিলাসের কুঞ্জবন পরিত্যাগ করিয়া ধরনীর ধুলায় নামিয়া আসুন। ব্যবসায়ের কত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, চাষ বাসের জমীর অভাব নাই। বাংলার ধনিক সম্প্রদায় কি নূতন নূতন শিল্প বাণিজ্যে,

নূতন কৃষি কর্ম্মে আত্ম নিয়োগ করিবেন না। ইহাতে কেবল যে দেশবাসীরই লাভ তাহা নহে তাঁহারাও ত লাভবান হইতে পারিবেন।

মনে করুন একটী নারিকেল এষ্টেট স্থাপিত হইল, ইহাতে কত লোক লস্কর খাটিবে কত লোকের অন্ন বস্ত্রের অভাব ঘুচিবে। আর শুধুই কি তাহাই ? ঐ এষ্টেটকে আশ্রয় করিয়া আর ও কত কত শিল্প গড়িয়া উঠিবে, তাহাতে কি লোক খাটিবে না ? অথচ এষ্টেটের মালিকের ইহাতে লোকসান নাই।

দেশে বেকার সমস্যা ভীষণ ভাবে দেখা দিয়াছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই বেকার সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। এ সমস্যার সমাধান করিতেই হইবে। দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য, দশের স্বার্থ রক্ষার জন্য, বিশেষতঃ জমিদার বৃন্দের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য ইহার আশু সমাধান করা বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গালী অত্যন্ত ভাব প্রবণ জাতি তাহাদের মস্তিস্ক উর্ব্বর জমীর ন্যায়। কোন একটী নূতন ভাবের বীজ সেই উর্ব্বর ক্ষেত্রে পতিত হইবামাত্র অল্প দিনেই উহা পত্র পুষ্পে পল্লবিত হইয়া উঠে। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে বলশোভজম্ বা কমিউনিজমের ভাবধারা বাঙ্গালীর মস্তিস্কে প্রবেশ লাভ করিয়া বর্ত্তমানের সমস্ত ব্যবস্থাই যদি ওলট পালট হইয়া যায় তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ধনিকের ক্ষতি ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাই বলিতে ছিলাম বেকার সমস্যার সমাধান কল্পে বাংলার জমীদার বৃন্দের অগ্রনী হওয়া উচিত। আমার মনে হয় একমাত্র ধনী লোকেরা চেষ্টা করিলে এ সমস্যার সহজ সমাধান করিতে পারিবেন। তাঁহাদিগকে খয়রাত করিতে বলিতেছি না। তাঁহাদিগকে ধনবৃদ্ধি করিতে বলিতেছি। বড় লোকেরা যদি তাঁহাদের বিপুল ঐশ্বর্য্যের এক অংশও Industrial Capital রূপে ব্যবহার করিতে রাজী হয়েন তাহা হইলে এই বেকার সমস্যা সহজেই অন্তর্হিত হইয়া যাইবে !

ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়েচ্ছু যুবকদিগের সাহায্যের জন্য আমরা বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের বড় বড় মোকামের বিভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি আজ তিন বৎসর যাবৎ প্রতিমাসে প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। এখনও বহু মোকামে ব্যবসায়ীদের নাম ধামাদি আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আমাদের পশ্চাতে ধনবল, জনবল কিম্বা কোনরূপ সহকারী সাহায্য নাই। কেবল দেশের উন্নতিকামী, কর্ম্মী, দেশসেবকদের সহযোগীতাই আমাদের একমাত্র সম্বল। যিনি যেখানে আছেন অনুগ্রহ করিয়া তিনি যদি তাঁহার নিকটস্থ বাজারের ব্যবসায়ীদের নামধামাদি সংগ্রহ করিয়া পাঠান তবে এই কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে। আশা করি সকলেই এ বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিয়া বাধিত করিবেন। সম্পাদক

কমলা পাউডার

শীতকালে কলিকাতায় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে কমলা লেবুর আমদানী হয়। লোকে কমলা খাইয়া তাহার খোসাগুলি রাস্তার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়. তাহাদের কোন কোনটী পথিকের পা পিছলাইয়া ডিগবাজী খাইতে সহায়তা করে; আর অধিকাংশই ডাষ্ট-বিনে বা ময়লার আধারে আশ্রয় গ্রহণ করে।

কমলা লেবুর খোসাকে আবর্জ্জনা বলিয়া আমরা উপেক্ষা করি। কিন্তু উহা হইতে নানা-বিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। 'কমলার এসেন্স' বা 'কমলার তেল' এ সমস্তই কমলা লেবুর খোসা হইতে উৎপন্ন হয়। আজকাল প্রসাধনের জন্য বাজারে নানাপ্রকার পাউডার, ক্রীম্ প্রভৃতি কিনিতে পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত ক্রীমের মধ্যে অনেক সময় লেবুর খোসার তেল ব্যবহৃত হয়। লেবুর তেলের মধ্যে এমন একটী শক্তি আছে যাহা শরীরের ত্বক্‌কে কোমল ও মসৃণ রাখিতে পারে। কমলা লেবুর তেল এ বিষয়ে অদ্বিতীয়।

আমাদের দেশের লোক যে কমলার এই গুণ সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ তাহা নহে। যখন এদেশে বিদেশাগত এত পাউডার ও ক্রীমের ছড়াছড়ি হয় নাই তখন ও এদেশের মেয়েরা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্ত নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতেন। সেই সময়ে তাঁহারা কমলার খোসা বাটিয়া সামান্য দুধের সর ও ময়দার সঙ্গে মিশাইয়া উহা মুখে ও বাহুতে মাখিতেন। ইহাতে তাঁহাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইত, ত্বক্ মসৃণ ও কোমল থাকিত, অথচ শরীরের কোন অনিষ্ট ঘটিত না বলা বাহুল্য উক্ত মিশ্রিত পদার্থটী মুখে মাখাইয়া রাখিতেন না, ঘসিয়া তুলিয়া ফেলিতেন।

যাহা হউক, আজকাল ওধরণের প্রাচীন প্রণালী প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। কৌটা ভরা

সৌন্দর্য্য বিক্রয় হইতেছে, অতএব আর চিন্তা কি ?

কিন্তু চিন্তার অনেক কারণ আছে।

১। প্রথমতঃ, যে সমস্ত পাউডার বা ক্রীম এদেশে বিক্রীত হয় তাহার অধিকাংশই বিদেশী বা বিদেশী উপাদানে প্রস্তুত। কাজেই অধুনা প্রচলিত পাউডার ও ক্রীম বাবদ বহু টাকা প্রতি বৎসর বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। যে দেশের অর্দ্ধেক লোক দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না সে দেশ যদি সৌন্দর্য্য চর্চ্চা করিতে গিয়া এভাবে অর্থ নাশ করে তাহা হইলে চিন্তার কারণ হইয়া উঠে।

২। দ্বিতীয়তঃ এই সমস্ত পাউডার ও ক্রীম্ শুধু যে আমাদের অর্থ নাশ করিতেছে তাহা নহে, আমাদের স্বাস্থ্যহানিও করিতেছে। আমাদের প্রচুর পয়সা নাই কাজেই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে সস্তাদরের জিনিষ ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু সস্তার তিন অবস্থা। সস্তাদরের বিদেশী পাউডার কখনও ভাল জিনিস হইতে পারে না। ফল সামান্য সুগন্ধিকৃত খড়ির গুঁড়া বা চীনামাটি চুর্ণ চোখে মুখে মাখিয়া আমাদিগকে সাহেব সাজিবার সখ মিটাইতে হয়।

এই যুগপৎ অর্থনাশ ও স্বাস্থ্যনাশ ঘটিতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ইহার প্রতীকারের দুইটা উপায় আছে। এক সর্ব্বপ্রকার অঙ্গরাগকে বর্জ্জন করিয়া, আর এক এদেশেই সুলভে কোন বিশুদ্ধ পাউডার প্রস্তুত করিয়া।

আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রথম উপায়টীই সহজসাধ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। "সৌন্দর্য্য স্পৃহা" মানুষের স্বভাবগত ধর্ম্ম। দেশ হিতের জন্য সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলিলে দুই চারি জন তোমার কথা শুনিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই যে "সুবুদ্ধি উড়ায় হেসের" পন্থা অবলম্বন করিবে—একথা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। "পাউডার অথবা কোন না কোন Face cream আমি মাখিবই। দেশী পাউডার পাই ভালই—নহিলে বিদেশী পাউডার ব্যবহার করিতে হইবে। তথাপি পাউডার মাখা পরিত্যাগ করিব না।"—ইহাই জন সাধারণের মনোভাব ; এ মনোভাবকে উপেক্ষা করিতে পার, কিন্তু তাহাতে বিশেষ লাভ হইবে না। কাজেই বিলাসিতাকে বিষবৎ বর্জ্জন করিবার নিষ্ফল উপদেশ দানে সময় ক্ষেপ না করিয়া সেই সময় টুকু কেমন করিয়া স্বদেশী দ্রব্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে ; তাহা ভাবিলে উপকার দর্শিবে। অবশ্য আজকাল অনেকগুলি স্বদেশী ক্রীম বাজারে বিক্রয় হইতেছে। তথাপি এ বিষয়ে আরও অনেক পরীক্ষা ও গবেষণা করিবার অবকাশ আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কেননা খুব সস্তা অথচ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী কোন ক্রীম বাজারে চলিতেছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

তৃতীয়তঃ এদেশের অধিকাংশ লোকই আজিও জানেনা যে বিদেশাগত অধিকাংশ ক্রীম, পমেড, অথবা পমেটমের প্রধান উপাদানই হইতেছে গরু অথবা শূকরের চর্ব্বি। ভেড়ার চর্ব্বি মুল্যবান, তাহা সকল দেশে রাঁধিবার তেলরূপে ব্যবহৃত হয়। যাহারা খুব বিশুদ্ধ ক্রীম অথবা পমেটম তৈরী করে তাহারা গরু অথবা শূকরের চর্ব্বি ব্যবহার করে এবং যাহারা বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে উদাসীন তাহারা Commercial Tallow বা সাধারণ চর্ব্বি ব্যবহার করে। কেহ কেহ Vegetable fat ও ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহার

দাম বেশী বলিয়া সাধারণতঃ Tallow এবং চর্ব্বিই ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের লোক সাধারণতঃ এই সকল চর্ব্বি স্পর্শ করিতেই ঘৃণা বোধ করেন এবং মুখ মণ্ডলে ইহা লেপিতে হইলে অনেকেরই যে গা বমি বমি করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। বাচোয়া এই যে এদেশের লোক এই সকল Commercial Commodities বা ব্যবসায়ের উপাদান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সুতরাং বিদেশীরা অবাধে এই সকল জিনিষ এদেশে চালাইতেছে।

তারপর মুখের উপর একটা সুগন্ধীকৃত চর্ব্বির আবরণ দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষেও অনুকূল নহে। বাহিরের ধুলা ময়লা ইত্যাদি চর্ব্বির সংযোগে মুখ-মণ্ডলের ত্বকের pores বা ছিদ্র সমুহ বন্ধ করিয়া দেয়; তাহাতে ভিতরের ময়লা ঘামের সহিত বাহিরে আসিবার রাস্তা পায় না, সুতরাং শেষে মুখব্রণরূপে আত্ম প্রকাশ করে। শিক্ষা এবং প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যতই এ সকল বিষয়ে লোকের চোখ খুলিয়া যাইবে ততই এই সকল বিদেশী আবর্জ্জনা লোকে পরিত্যাগ করিতে শিখিবে এবং দেশী জিনিষের আদর হইতে থাকিবে।

যাহা হউক, আমরা বলিতেছিলাম কমলালেবুর খোসার তৈলাক্ত পদার্থ ত্বকের পক্ষে উপকারী ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক এবং আমাদের দেশে প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকেরা উহা ব্যবহার করিতেন। কেবল প্রাচীনকালেই উহার ঐ সমস্ত গুণ ছিল এবং এখনই উহা লুপ্ত হইয়াছে তাহা নহে। আজও কমলার খোসায় সেই সমস্ত গুণ বর্ত্তমান। কাজেই আজও ইচ্ছা করিলে কমলার খোসাকে ঐ কার্য্যেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে কিছু পরি-বর্ত্তনের প্রয়োজন। এটা সৌখীন যুগ। এ যুগে যে কেহ শিল নোড়া লইয়া কমলার খোসা বাটিতে বসিবে—এ আশা করা নিতান্ত বাতুলতা মাত্র। কিন্তু বাটিবার ঝঞ্ঝাট পোহাইতে না হইলে অনেকেই হয়ত উহা ব্যবহার করিতে আপত্তি করিবেন না। এখন কেমন করিয়া শিল নোড়া ব্যতিরেকেও কমলার খোসা হইতে ক্রীম্ তৈয়ারী করা যায় তাহাই দ্রষ্টব্য।

কমলা লেবুর খোসা কয়েকদিন রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে খুব মড়মড়ে হইয়া যায়। তখন অনায়াসেই উহাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলা যাইতে পারে। সেই কমলার খোসা চূর্ণ বা কমলা পাউডার সামান্য দুধের সর বা দধির সহিত গুলিলেই উৎকৃষ্ট কমলা-ক্রীম্ তৈয়ারী হইয়া যাইবে।

পাঠক হয়ত বলিবেন—"এত কাণ্ডই বা করিবে কে? যে ব্যক্তি খোসা গুলিকে রৌদ্রে শুকাইয়া হামান দিস্তা দিয়া গুঁড়া করিতে পারে সে কি কাঁচা অবস্থায় বাটিয়া লইতে পারে না?"

সত্য সত্যই যদি প্রতি গৃহিনীকে গৃহ কাজ ফেলিয়া রাখিয়া কমলার খোসা গুড়া করিতে বসিতে হইত তাহা হইলে অভিযোগের কারণ ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাকে এ সকল কাজ করিতে হইবে না। তাহার জন্য অপর লোক আছে। তাহার নাম—"ব্যবসায়ী।"

প্রত্যেকেই যদি নিজের প্রয়োজন নিজেই পুরাইয়া লয় তাহা হইলে ত ব্যবসায়ী নামক প্রাণীর জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা দায় হইয়া উঠে। ব্যবসায়ীর সৌভাগ্য যে প্রত্যেক লোকেরই এত গুলি করিয়া চরকা আছে যে এক জনের পক্ষে তাহার সকল গুলিতেই তেল দেওয়া অসম্ভব বলিয়া কতক গুলিতে তেল দিয়া দিবার জন্য মাঝে মাঝে ব্যবসায়ীর ডাক পড়ে।

যাহা হউক, এখন ব্যবসায়ীর এ সম্বন্ধে কি—

করিবার আছে সংক্ষেপে তাহারই দুই চারিটী ইঙ্গিত দেওয়া যাউক।

প্রথমতঃ অজস্র কমলার খোসা সংগ্রহ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য কমলার খোসা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত কমলালেবু ক্রয় করা চলে না। শুধু কমলার খোসাই ক্রয় করিতে হইবে। প্রশ্ন আসিবে—কোথায় পাওয়া যাইবে?—তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেছি। কলিকাতা সহরে যাঁহারা কখন আসিয়াছেন তাঁহারাই জানেন সহরের মধ্যে ছেঁড়া নেকড়া বা টুকরা কাগজ পড়িয়া থাকিবার জো নাই। একদল লোক আছে—তাহাদের মধ্যে বালক ও স্ত্রী লোকের সংখ্যাই বেশী—তাহারা দিন রাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া ডাষ্ট বিন ঘাঁটিয়া নেকড়া ও কাগজ সংগ্রহ করিতেছে। ইহারা সেই কাগজ ও নেকড়া সংগ্রহ কারীদের লোক। খুব সামান্য পারিশ্রমিকেই এই সমস্ত লোক নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এই ধরণের লোক নিযুক্ত করিতে বলিতেছি কেন না তাহা না হইলে খরচ অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে। যদি কেহ ঠিক মত Organise করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে নাম মাত্র খরচে অজস্র খোসা সংগ্রহ করা অসম্ভব হইবে না এবং তিনি তাহা বেশ নিয়মিত ভাবেই পাইতে পারিবেন।

খোসা সংগৃহীত হইলে সেই গুলি উত্তম রূপে ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিতে হইবে। কয়েক দিন উপর্যুপরি শুকাইলে উহা বেশ মড় মড়ে হইয়া যাইবে। তখন উহা চূর্ণ করা কঠিন হইবে না। আজ কাল নানাবিধ Hand Machine আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সমস্ত অল্প মূল্যের ছোট ছোট যন্ত্রের দ্বারা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত খোসা অতি সুন্দর ভাবে চূর্ণ করা যাইতে পারে। তাহার পর পাতলা কাপড় বা ছাঁকনির দ্বারা ছাঁকিয়া লইলেই হইল। যদি কাহারও উল্লিখিত কলের আবশ্যক হয় তাহা হইলে আমরা তাঁহার কল নির্ব্বাচন ও ক্রয় করা সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রকারে সহায়তা করিতে রাজী আছি।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—"কমলার খোসা না হয় গুঁড়া করিয়া ফেলিলাম; কিন্তু উহা বহু দিন অবিকৃত রাখা যাইবে কি উপায়ে?" এখন সেই কথাই আলোচনা করিব।

বাজারে যে সমস্ত পাউডার (মুখে মাখিবার) বিক্রয় হয় তাহার সহিত বোরিক্ পাউডার মিশ্রিত থাকে। বোরিক পাউডারের দুইটী গুণ আছে। (১) প্রথমতঃ ইহা য়্যাণ্টি সেপ্‌টিক্ (২) দ্বিতীয়তঃ ইহা প্রিজার্ভেটিভ্। মুখে মাখিবার জন্য যে পাউডার ব্যবহৃত হইবে তাহার প্রথমোক্ত গুণটী থাকা একান্ত আবশ্যক। কেন না নানা কারণে মুখে অনেক সময় ক্ষত উৎপন্ন হয়। এ অবস্থায় পাউডার মাখিলে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হইবে। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিত হইবেই এতদ্ব্যতীত ক্ষত স্থান বিষাইয়া উঠিতে পারিবে না। সস্তাদরের পাউডারে (অর্থাৎ যে গুলির Base খড়ি মাটি বা চীনা মাটি) কেবল য়্যাণ্টিসেপ্‌টিক্ হিসাবেই বোরিক পাউডার মিশ্রিত করা হয়। কিন্তু বেশী দামের পাউডারের মূল উপাদান সাধারণতঃ এরোরুট বা শঠীর পালো বা গুঁড়া; উহারা খাদ্য জাতীয় দ্রব্য কাজেই অধিক্ দিন রাখিলে কীট পতঙ্গে উহা নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। এই জন্য Preservative হিসাবেও ইহার সহিত বোরিক পাউডার মিশ্রিত করা হয়। বোরিক কোন অনিষ্ট কর পদার্থ নহে। এমন কি উহা খুব সামান্য পরিমাণে উদরস্থ করিলেও শরীরের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প। এই জন্য ফলমূল বা দুগ্ধাদি অবিকৃত রাখিবার জন্যও উহা ব্যবহৃত

হইয়া থাকে। কমলা চূর্ণের সহিত পরিমাণ মত বোরিক পাউডার মিশাইয়া দিলে উহাতে কোন কালে পোকা ধরিতে পারিবে না বা উহা 'খো' পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইবে না। এখন উহার সহিত পছন্দ মত যে কোনও গন্ধ দ্রব্য মিশাইয়া শিশিতে ভরিয়া লেবেল আটিয়া কমলা পাউডার বলিয়া বাজারে বিক্রয় করা যাইতে পারে। কিম্বা কমলা পাউডারকে Base হিসাবে গ্রহণ করিয়া উহার সহিত অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত করতঃ কোন রূপ পাউডার বা ক্রীম প্রস্তুত করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। বলা বাহুল্য জিনিস যথা সম্ভব বিশুদ্ধ এবং দাম যথাসম্ভব অল্প করিতে হইবে।

এখন শেষ প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে—উহা বিক্রয় হইবে কি? 'বিক্রয় হইবেই' এমন কথা অবশ্য আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না, তবে জিনিসটী যদি ব্যবহার যোগ্য হয় তবে বিক্রয় হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক আমরা এ বিষয়ে expert নহি। আমরা একটা idea দিতেছি মাত্র। যাঁহার কর্ম্মশক্তি আছে, এই সব বিষয়ে ঝোঁক ও অভিজ্ঞতা আছে, তিনি এ বিষয়ে পরীক্ষা ও গবেষণা করিতে পারেন। বিদেশীর মোহ অনেকটা কাটিয়া আসিতেছে। 'যা কিছু বিলাতী তার সমস্তই ভাল' একথা এখন আর সকলে অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া মানিতে চাহেন না। চা-চপ্-ডিম্-কাট্‌লেটের দিনেও অনেকে আদা-ছোলার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। কাজেই এক্ষেত্রে বিলাতী ছাই ভস্ম অপেক্ষা যদি বিশুদ্ধ দেশী পাউডারের আদর বেশী হয় তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বিধি মত প্রচারের দ্বারা দুনিয়ার কি না হইতেছে? কেবল প্রচারের জোরে অত্যন্ত খারাপ জিনিসকেও যদি ভাল জিনিস বলিয়া চালান যাইতে পারে, তবে প্রচারের দ্বারা সত্যই ভাল যাহা তাহাকে ভাল বলিয়া চালান যাইবে না কেন?

চলিবে না বলিয়া গোড়াতেই হাল ছাড়িয়া দেওয়া ভীরুতার লক্ষণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কমলার খোসা বাটিয়া সেকালের মেয়েরা গায়ে মাখিতেন। একালেও কেহ কেহ আজিও উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা অনেককে উহা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি এবং দেখিয়াছি উহা ব্যবহারে দেহের ত্বক্ খুব কোমল, স্নিগ্ধ ও মসৃণ হইয়াছে। কাজেই ইহা ব্যবহার করিলে যে সুফল পাওয়া যাইবে তাহা আমরা বেশ জোরের সহিত বলিতে পারি; এবং যখন উহা ব্যবহারোপযোগী এবং উপকারী তখন উহা বিক্রয় হইতে বাধ্য! আমাদের মনে হয় যদি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে কমলা-পাউডার প্রস্তুত করিয়া বাজারে বাহির করা যায় তাহা হইলে উহার কাটতি হইবে। প্রতি শিশির সহিত উহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে গ্যারাণ্টি এবং ব্যবহার করিবার প্রণালী লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে এক একটী রিসিপি লিখিয়া দিতে হইবে যথা—

পাউডার—১ চামচ
ময়দা — ½ ,,

একটু দুধ বা দধির সহিত গুলিয়া মুখে মাখাও এবং কয়েকমিনিট পরে ঘসিয়া মুখ হইতে এই প্রলেপ তুলিয়া ফেলিয়া জল দিয়া মুখ ধুইয়া ফেল।

এদেশের লোকে আগে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য চন্দন মাখিত। বর্ম্মার মেয়েরা সুন্দরী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাহারা কখনও বিদেশী ক্রীম বা পাউডার ব্যবহার করে না। তাহারা দেশজ গাছ গাছড়া হইতে প্রস্তুত প্রলেপ ও চন্দন ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের ত্বক্ ভেলভেটের মত নরম থাকে। কাজেই সৌন্দর্য্য চর্চ্চা করিতে গেলেই যে বিদেশী ছাই মাখিতে হইবে কিম্বা বিদেশী ছাই না থাকিলে সুন্দর হওয়া যায় না—এ ধারণা ভ্রান্ত। আমরা দেশের কর্ম্মক্ষম যুবকদিগকে স্বদেশী পাউডার ও ক্রীম্ প্রস্তুত করিয়া নিজের এবং দেশের কল্যাণ সাধনে আহ্বান করিতেছি।

স্বদেশী ব্যাঙ্ক।

দেশের আর্থিক উন্নতির কথা ভাবিতে বসিলে প্রথমেই মনে আসে স্বদেশী ব্যাঙ্কের কথা। নাড়ী দেখিয়া যেরূপ শরীরের অবস্থা টের পাওয়া যায়, সেইরূপ কোন্ দেশ আর্থিক বিষয়ে কিরূপ সুখ সাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছে তাহা সেই দেশের ব্যাঙ্কের সংখ্যা ও অবস্থা দেখিয়া অনায়াসেই বলিয়া দেওয়া যায়। ব্যাঙ্কের কার্য্যে উন্নতি লাভ করিতে না পারিলে, দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হইবে এরূপ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

বাংলাদেশ ব্যবসা বাণিজ্যে অন্য অনেক দেশ অপেক্ষা যে অনেক পিছাইয়া পড়িয়া আছে—উপযুক্ত সংখ্যক ব্যাঙ্কের অভাবই তাহার অন্যতম কারণ।

এই বিংশ শতাব্দীতে ব্যবসার ফাঁদিতে গেলেই সাধারণতঃ বিরাট আকারে ফাঁদিতে হয় এবং তাহাতে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। কিন্তু ঐ মূলধন সংগৃহীত হইলেই অর্থের প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় না। মূলধনের টাকা অনেক সময় ব্যবসায়ের মধ্যে আটকা পড়িয়া যায়, তাহা ছাড়া আরও নানা প্রকার আপদ বিপদ আছে যাহাতে বাজার হইতে নূতন করিয়া টাকা ধার করিতে না পারিলে কারবার বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। সচরাচর কোন মহাজন এ সময় কারবারীকে টাকা দিতে চাহে না, বিশেষতঃ একক মহাজনই বা এত টাকা কোথায় পাইবে? সকল দেশে ব্যাঙ্কই এ সময় প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া ব্যবসায়ের প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু স্বদেশী ব্যাঙ্ক না থাকিলে কে স্বদেশী ব্যবসায়ের মূলধন যোগাইবে? তাই দেখি ব্যাঙ্কের কার্য্যে উন্নতি করিতে না পারিলে কোন দেশেই ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয় না।

ব্যাপারটী তলাইয়া বুঝিতে হইলে ব্যাঙ্কের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে দুই চারি কথা আলোচনা করা আবশ্যক।

মোটামুটি ধরিতে গেলে ব্যাঙ্কের কাজ দ্বিবিধ—

(১) একটা নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ দিবার প্রতিশ্রুতিতে বণিকের সঞ্চিত অর্থ গচ্ছিত রাখা।

(২) ঐ অর্থের কিয়দংশ জমী জমা, সেয়ার, কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি মর্টগেজ রাখিয়া অথবা উপযুক্ত সিকিউরিটিতে কারবারে খাটাইয়া লাভ করা। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে ঐ লাভের টাকা হইতেই আমানতকারিদিগকে সুদ দেওয়া হয় এবং তৎপরে খরচ খরচা বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হইতে অংশীদিগকে লভ্যাংশ দেওয়া হয়।

সাধারণ লোকে জানে ব্যাঙ্কে বড়লোকেরা টাকা জমা রাখে এবং তথা হইতে মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সুদ পাওয়া যায়। কিন্তু কোথা হইতে কেমন করিয়া যে ব্যাঙ্ক মাসে মাসে ধনীকে

ঐ সুদ যোগাইতে থাকে তাহা অনেকেরই জানা নাই।

প্রথম প্রতিষ্ঠার সময় আর পাঁচটা কারবারের ন্যায় ব্যাঙ্কও অবশ্যই একটা মোটা মূলধন লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী হইলে সেয়ার বিক্রয় করিয়া ঐ মূলধন সংগৃহীত হয়। কিন্তু কেবলমাত্র ঐ মূলধনের উপর নির্ভর করিয়াই যদি ব্যাঙ্কিং কার্য্য চালাইতে হইত তাহা হইলে আর অংশীদারদিগকে লাভের মুখ দেখিতে হইত না। কেন না মূলধনের অধিকাংশই রিজার্ভ ফণ্ড খুলিতে—এবং বাড়ী ভাড়া, লোকজনের মাহিনা প্রভৃতি খরচ যোগাইতেই ব্যয়িত হইয়া যায়।

যাহা হউক সেয়ারের মূল্য ব্যতীত আরও এক উপায়ে ব্যাঙ্কের হাতে অজস্র টাকা আসিয়া পড়ে এবং এই টাকার পরিমাণ উহার মূলধন অপেক্ষা অনেক বেশী। জনসাধারণ ব্যাঙ্কের নিকট যে টাকা গচ্ছিত রাখে তাহার কথাই বলিতেছি। বস্তুতঃ ব্যাঙ্ক পরের ধনে পোদ্দারী করিয়াই বড় লোক। ইহার মূলধন যদি ৫০০০৲ হয়, তবে গচ্ছিত ধনের বলে ইহা ৫০০০০৲ টাকার কারবার করিতে সমর্থ।

কিন্তু এখনও একটু খট্‌কা থাকিয়া যায়। পরের গচ্ছিত টাকায় না হয় ব্যাঙ্কের সিন্দুক ভরিয়া উঠিল, কিন্তু আমানতকারী টাকা উঠাইয়া লইতে চাহিলেই ত তাহাকে সুদ সমেত টাকা ফিরাইয়া দিতে হইবে, বিশেষতঃ সে যে কখন কত টাকা চাহিবে তাহারও স্থিরতা নাই, এ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক গচ্ছিত টাকা কারবারে বা সুদে খাটায় কেমন করিয়া?

ব্যাঙ্কে জনসাধারণ যে সমস্ত টাকা গচ্ছিত রাখে তাহাকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যায়।

(১) Currents Account অর্থাৎ চলতি খাতা হিসাবে অস্থায়ীভাবে যে টাকা আমানত রাখা হয়। আমানত কারী চাহিবামাত্রই ব্যাঙ্ক ঐ টাকা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য।

(২) Fixed deposit বা স্থায়ী আমানত। জমা রাখিবার পর একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে আমানতকারী ঐ টাকা ফিরাইয়া লইতে পারিবে না, অথবা যথাকালে ফিরাইয়া লইবার সময়—দিন থাকিতে নোটিশ দিতে হইবে। বলা বাহুল্য অস্থায়ী আমানত অপেক্ষা স্থায়ী আমানত টাকার উপর বেশী হারে সুদ দেওয়া হয়।

এই স্থায়ী আমানতের টাকাই ব্যাঙ্কের প্রাণ এবং উহার পরিমাণের উপরই ব্যাঙ্কের উন্নতি অবনতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

অস্থায়ী আমানতের সমস্ত টাকাই যে ব্যাঙ্ক সিন্দুকে ভরিয়া মজুত রাখিয়া দেয় তাহা নহে। কেন না সকল আমানতকারীই কিছু আর এক সঙ্গে টাকা তুলিতে আসিতেছে না, আবার সকলে জমার সমস্ত টাকাই একসঙ্গে তুলিয়া লয় না। আমানত-কারীর সংখ্যা ও জমার পরিমাণ দেখিয়া গড়ে কিরূপ টাকার চাহিদা হইতে পারে তাহা ধারণা করা কষ্টসাধ্য হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে। ঐ গড় হিসাবের উপর আরও কিছু বেশী টাকা মজুত রাখিয়া অস্থায়ী আমানতের বাকী টাকাগুলি ব্যাঙ্ক অল্পদিনের কড়ারে সুদে খাটাইতে পারে। ঘটনা-ক্রমে অধিক টাকার প্রয়োজন হইলে রিজার্ভফণ্ড ধাক্কা সামলাইয়া লয়।

কিন্তু স্থায়ী আমানতের টাকা আমানতকারী ইচ্ছামত তুলিয়া লইতে পারে না; তাহাকে উহা একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাঙ্কে রাখিতেই হইবে।

অবশ্য এইজন্য অস্থায়ী-আমানত অপেক্ষা স্থায়ী-আমানতের সুদের হার বেশী। কিন্তু তাহাতে কিছু যায় আসে না, ব্যাঙ্ক নিশ্চিন্ত মনে ঐ টাকা নানা ভাবে খাটাইতে পারে বলিয়া বেশী আয় করে এবং ঐ আয়ের পরিমাণ প্রচলিত সুদের হার অপেক্ষা অনেক বেশী।

যাহা হউক, আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে মোটামুটি এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে জনসাধারণ ব্যাঙ্কে যত বেশী টাকা স্থায়ী আমানত রূপে জমা রাখে, সেই ব্যাঙ্কের অবস্থা তত স্বচ্ছল হয় এবং সেই ব্যাঙ্ক তত বেশী টাকা দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে ধার দিয়া দেশের তত বেশী উপকার করে।

ভারতবর্ষে খুব বেশী সংখ্যক ব্যাঙ্ক নাই, বাংলাদেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা আরও কম। যে কয়টী আছে তাহারা বেশ সন্তোষজনকভাবে কাজ করিলেও বিলাতী ব্যাঙ্কের ন্যায় প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। আমরা ইহাতে বাঙ্গালী ম্যানেজার বা পরিচালকবর্গকেই দুষিয়া থাকি, আমরা বলি—বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক পরিচালনার শক্তি নাই, তাহারা ইহার কিছুই বুঝে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবিক পরিচালনা শক্তির অভাবেই যে দেশী ব্যাঙ্কের প্রসার হইতেছে না তাহা নহে। এমন একাধিক দেশী ব্যাঙ্ক রহিয়াছে পরিচালনা সম্বন্ধে যাহা যে কোন প্রথমশ্রেণীর বিদেশী ব্যাঙ্কের সহিত তুলিত হইতে পারে।

প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে তবে যে স্বদেশী ব্যাঙ্ক সেরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই, তাহার জন্য দায়ী কে? আমার মনে হয় এদেশবাসীর দেশাত্মবোধের অভাবই তাহার একমাত্র কারণ। স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমাদের কোন প্রাণের টান বা দরদ নাই। এইরূপ সহানুভূতিহীন যে দেশের জনসাধারণ সে দেশে কোন স্বদেশী প্রতিষ্ঠান উন্নতি করিতে পারে না।

আমি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া শুধু বাংলার কথাই বলিব। বাংলা দেশে আজিও ধনিকের অভাব নাই। এমন অসংখ্য জমিদার এবং মহাজন রহিয়াছেন, যাঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। এই টাকা শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে ব্যয়িত হয় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কে জমাইয়া রাখা হয় অথবা কর্জ্জ দাদন দেওয়া হয়। কিন্তু যে সমস্ত ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়, তাহা দেশী নহে বিদেশী। এ অবস্থায় দেশী ব্যাঙ্ক কেমন করিয়া উন্নতি করিবে?

আমানতকারী ব্যাঙ্ক নির্ব্বাচন করিবার সময় দুইটী জিনিষ ভাবিয়া দেখে। তাহার প্রথম দ্রষ্টব্য গচ্ছিত টাকা নিরাপদে থাকিবে কি না, দ্বিতীয়তঃ কোথায় বেশী সুদ পাওয়া যাইবে?

অবশ্য টাকা যাহাতে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদে থাকে ধনিকের লক্ষ্য সর্ব্বদা সেই দিকে। ব্যাঙ্কের জন্মেতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে প্রাচীনকালে দস্যু ও তস্করের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই ধনবান ব্যক্তি তাহার সমস্ত অর্থ স্বর্ণকারের সুদৃঢ় গৃহে জমা রাখিয়া আসিত। কিন্তু অতীতে যে উপায়ে বা যেমন করিয়াই ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হউক না কেন বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাইবার সময় সকলেই উহার সুদের হারের দিকে দৃষ্টি রাখেন।

দেশী ধনিকদিগের কেহ কেহ স্বদেশী ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিলেও অধিকাংশ লোকই বিদেশী ব্যাঙ্কের পক্ষপাতী। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—স্বদেশী ব্যাঙ্কে টাকা রাখা নিরাপদ নহে। কিন্তু কেন যে নিরাপদ নহে তাহা ত আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ, সেণ্ট্রাল

ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি যে সমস্ত স্বদেশী ব্যাঙ্ক কাজ করিতেছে তাহারা কি কোন বিদেশী ব্যাঙ্ক অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ? তবে স্বদেশী ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখিতে আপত্তি কি ?

ভয়—ফেল পড়িয়া যাইবে। কিন্তু বিলাতী ব্যাঙ্কও ত ফেল পড়িতে পারে ! দুচারজন কর্ম্মচারীর কর্ম্মদোষে একটী বেঙ্গল ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে বটে, কিন্তু আরও ছোট বড় অসংখ্য লোন কোম্পানী ও ব্যাঙ্ক বেশ ভাল ভাবেই চলিতেছে—একেত্রে এই সিদ্ধান্তই কি সুসিদ্ধ হইল যে দেশী ব্যাঙ্ক ফেল পড়াই স্বাভাবিক এবং সুপরিচালিত হওয়া অস্বাভাবিক।

যে বিদেশী ব্যাঙ্কের গুণগানে কেহ কেহ পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন, সেই বিদেশী ব্যাঙ্ক কি কখনও ফেল পড়ে না ? খুব বেশী দিনের কথা নহে এই সে দিন এলায়েন্স ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া গেল, তাই বলিয়া কেহ কি আর বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিতেছেন না ? না, রাখিতেছেন বলিয়া সকলেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন ?

আসল কথা স্বজাতির প্রতি বিশ্বাস ও স্বদেশীর প্রতি সহানুভূতির অভাবই স্বদেশী ব্যাঙ্ককে সাহায্য না করিবার মূলীভূত কারণ। আমরা মুখে স্বদেশী প্রচার করিলে কি হইবে মনে প্রাণে গোলামের গোলাম হইয়া আছি। বিলাতের সব কিছু ভাল,আর স্বদেশের সব কিছু খারাপ এই ধারণা আমাদের এমনই বদ্ধ মূল হইয়া গেছে যে যুক্তিতর্ক দ্বারা উহার ভ্রান্ততা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিলেও প্রাণ দিয়া আমরা নূতন সত্য গ্রহণ করিতে পারি না।

সে দিন কোন স্থানীয় সংবাদ পত্রে ঢাকা হইতে জনৈক পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে একজন বাঙ্গালী ঢাকা সহরে কোথাও চাকরের কাজ না পাইয়া ক্ষুণ্ণ মনে স্বগ্রামে ফিরিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—"বাবু, বাঙ্গালী বলিয়া আমি চাকুরী পাইলাম না। সকলেই উড়িয়া বা খোট্টা চাকরের পক্ষপাতী। বাঙ্গালী চাকর,বাঙ্গালী পাচক নাকি সব চোর।" ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু জাতির কত বড় অধঃপতন হইলে স্বজাতি সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত জন্মে তাহা বাংলার শিক্ষিত সমাজকে ভাবিয়া দেখিতে বলি।

যাহা হউক ব্যাঙ্কের কথা বলিতে ছিলাম। স্বদেশী ব্যাঙ্ক গুলিকে যে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ আমানতের টাকা নিরাপদে থাকা সম্বন্ধে স্বদেশী এবং বিদেশী ব্যাঙ্কের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

এখন সুদের হার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ব্যাঙ্কের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলে ধনিকের দেখা উচিত কোথায় টাকা জমা রাখিলে সুদ বেশী পাওয়া যাইবে ? কেন না ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাইবার মুখ্য উদ্দেশ্য উহা নিরাপদে রাখা হইলেও উহার গৌণ উদ্দেশ্য টাকা সুদে খাটান। এ ক্ষেত্রে দেশী ব্যাঙ্ক গুলি যদি বিলাতী ব্যাঙ্ক গুলির সহিত সমান হারে সুদ দিতে রাজী না হয় ; তাহা হইলে ধনিক সম্প্রদায় অনায়াসেই বলিতে পারেন—"আমরা দেশী বিদেশী বুঝি না, যে খানে সুদ বেশী পাইব সেই খানেই টাকা রাখিব।" কিন্তু দেশী ব্যাঙ্ক বিদেশী ব্যাঙ্কের সহিত যদি সমান হারে বা তাহা অপেক্ষা বেশী হারে সুদ দিতে চায় তাহা হইলে ধনিক দিগের আর কিছুই বলিবার থাকে না।

আমরা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি স্থায়ী-আমানতের উপর দেশী ব্যাঙ্কগুলি যে হারে সুদ দেয় কোন বিদেশী ব্যাঙ্কই সেই হারে সুদ দিতে চাহে না। ফল কথা, বিদেশী ব্যাঙ্কের

সুদের হার অত্যন্ত কম। কিন্তু তথাপি জানি না কি মোহে এ দেশের ধনীবৃন্দ আচ্ছন্ন হইয়া আছেন সকলেই সেই অল্প সুদেই বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখিবেন তথাপি দেশী ব্যাঙ্কের ধার দিয়াও চলিবেন না।

দেশী ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখিতে হইলে এ দেশের লোক আবার অসম্ভব রূপ উচ্চহারে সুদ চাহেন, ব্যাঙ্ক অত সুদ কোথা হইতে যোগাইবে, এরূপ চড়া সুদ যোগান আদৌ সম্ভব পর কি না, তাহা আদৌ ভাবিয়া দেখেন না।

কলিকাতার কোন ধনী ব্যক্তি স্থানীয় কোন দেশী ব্যাঙ্কে দেড় লক্ষ টাকা আমানত রাখিয়াছিলেন। তিনি ঐ টাকা তুলিয়া লইয়া কোন বিদেশী ব্যাঙ্কে জমা রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন ব্যাঙ্কের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ আছে কি না? তিনি ইহার উত্তরে বলেন—"না, ব্যাঙ্কের অবস্থা যে খুবই ভাল এবং পরিচালনাও যে সুন্দর হইতেছে তাহা আমি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতেছি। আমার এই ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখিতেও আপত্তি নাই—কিন্তু আমাকে শতকরা ৮৲ টাকা হারে সুদ দিতে হইবে।"

ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা পাইলেন যে অত উচ্চহারে সুদ দেওয়া ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্পূর্ণ রূপেই অসম্ভব, তাঁহারা কষ্টে সৃষ্টে এক বৎসরের মিয়াদে স্থায়ী আমানতের উপর ৬% সুদ দিতে পারেন, বিলাতী কোম্পানীগুলি তাহাও দিবে না—কিন্তু অবুঝে বুঝাবে কত?—বাঙ্গালী ধনী বাবুটীর দেশীতে মন উঠিল না তিনি দেশী ব্যাঙ্কে ৬% সুদে টাকা রাখিতে অস্বীকার করিয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে বিদেশী ব্যাঙ্কে ৪% সুদে টাকা আমানত রাখিলেন। ইহাতে আর দেশী ব্যাঙ্ক বাঁচিবে কেমন করিয়া?

আমি উপরে যে ঘটনার উল্লেখ করিলাম উহা কাল্পনিক নহে, সত্য কথা। তবে ব্যাঙ্কটীর মঙ্গলার্থে নাম ধাম গুলি গোপন করা হইয়াছে মাত্র।

আমাদের উল্লিখিত ব্যাঙ্ক এক বৎসরের স্থায়ী আমানতে (Eixed deposit) ৬% হারে সুদ দিতে চাহিয়া ছিল কিন্তু তাহা ও বাঙ্গালী ধনীকের মনঃপুত হয় না। এখন বিদেশী ব্যাঙ্ক গুলি কী হারে সুদ দেয় তাহাই দেখা যাউক।

আমাদের অনুরোধ ক্রমে একটী স্বদেশী ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তাঁহার কোন বন্ধুর দ্বারা কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যাঙ্ক গুলির নিকট হইতে উহারা স্থায়ী আমানতের উপর কি হারে সুদ দিতে রাজী আছে তাহার কোটেশন আনাইয়া ছিলেন। তাঁহার পত্রোত্তরে ব্যাঙ্ক গুলি যে চিঠি দিয়াছিল তাহার সারমর্ম নিম্নে দেওয়া হইল।

"দি ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া" ২৪।৮।২৮ তারিখে জানাইতেছেন—

"......আমরা ২৫ হাজারের কম টাকা তিন মাসের মিয়াদে Fixed deposit অর্থাৎ স্থায়ী জমা রূপে আমানত রাখিনা। সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৩৲ টাকা।"

"মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক" ২৫।৮।২৮ তারিখে লিখিতেছেন :—

"আপনার ২৪।৮।২৮ তারিখের পত্রের উত্তরে জানাইতেছি যে আমরা ৬ মাসের মিয়াদে ৫০০০৲ টাকা স্থায়ী আমানত রাখিতে পারি। সুদ বার্ষিক ৩%।"

"লয়েডস ব্যাঙ্ক" ২৭।৮।২৮ তারিখে লিখিতেছেন :—

"আপনার ২৪।৮।২৮ তারিখের পত্রোত্তরে

জানাইতেছি যে আমরা এক মাসের মিয়াদে ২৫০০০৲ টাকার কম স্থায়ী আমানত রাখিতে পারি না। উহার সুদ বার্ষিক ২%।"

উপরে যে কয়টী ব্যাঙ্কের নাম করা হইয়াছে ঐ কয়টীই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ব্যাঙ্ক। উহাদের কেহ ৫০০০৲ কেহ বা ২৫০০০৲ টাকার কম স্থায়ী আমানত রাখিতেই রাজী নহেন; সুদের হার ৬ মাসের মিয়াদে বার্ষিক ৩% অর্থাৎ এক বৎসরের মিয়াদে ৪% এর বেশী নহে। অপর পক্ষে দেশী ব্যাঙ্ক ৬% সুদ দিতে চাহিলেও যে কেন লোকে দেশী ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতরূপে টাকা রাখিতে চাহেন না, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

এই ত গেল তুলনা মূলক সমালোচনা। কিন্তু বর্ত্তমানে কলিকাতার কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে ৮% সুদ দেওয়া আদৌ সম্ভবপর কিনা তাহাই একবার ভাবিয়া দেখা যাউক।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে সমস্ত কথা খুলিয়া বলা অসম্ভব। নানা দিক দিয়া ব্যাঙ্কের অর্থাগম হয়। তবে মোটামুটি এই টুকু বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে যে ব্যাঙ্কের প্রধান আয় হয় টাকা সুদে খাটাইয়া। ব্যাঙ্ক উপযুক্ত সিকিউরিটিতে লোককে টাকা ধার দেয়। কিন্তু কেহই অতিরিক্ত সুদে টাকা কর্জ্জ লইবে না। কাজেই ব্যাঙ্ককে সুদের হার ধার্য্য করিবার সময় বাজার প্রচলিত সুদের হারের উপর নির্ভর করিতে হয়।

বর্ত্তমানে কলিকাতায় সুদের বাজার বড়ই মন্দা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাজার যেরূপ তেজী হইয়াছিল এখন তাহার প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। তখন কলিকাতায় জমীর দাম অসম্ভব রূপে বাড়িয়া গিয়াছিল। সেণ্টাল এভিনিউ (বর্ত্তমান নাম চিত্তরঞ্জন এভিনিউ) এর দুই পার্শ্বের জমী কাঠা প্রতি ২৮।২৯ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হইয়াছিল, কিন্তু এখন উহার দাম ৫।৬ হাজারের বেশী হইবে না। এই মূল্যপতনে কলিকাতার সুদের বাজারও ওলট পালট হইয়া গেল।

কলিকাতায় সাধারণতঃ বাড়ী ও জমী বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া হয়। যে বাড়ীর দাম ৫০০০০৲ টাকা তাহার উপর ২৫০০০৲ টাকা ধার দেওয়া চলে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাড়ী ও জমীর দাম অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। তখন যে বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে ১০০০০০৲ এক লক্ষ টাকা খরচ পড়িয়াছিল, তখন তাহার উপর ৫০০০০৲ টাকা ধার দেওয়া চলিত, কিন্তু নূতন ভ্যালুয়েশনে সেই বাড়ীরই দাম আজকাল ৫০।৬০ হাজার টাকার বেশী হইবে না। কাজেই এখন ঐ বাড়ীর উপর জোর ৩০০০০৲ টাকা ধার দেওয়া যাইতে পারে।

ইহার ফল যে কি বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্র সহজেই তাহা অনুমান করিতে পারেন। জমীজমার মূল্য পতনের ফলে ধনীর ঘরে টাকা জমিয়া গেল এবং চাহিদা অপেক্ষা জোগান বেশী হওয়ায় সুদের হারও কমিয়া গেল। আজ ৮।৯ পারসেণ্ট সুদে কলিকাতায় টাকার অভাব নাই। সাত পার্সেণ্টেও অনেক কাজ হইতেছে।

লোকে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার নেয় মহাজন অপেক্ষা অল্পসুদে টাকা পাইবে বলিয়া। মহাজনের নিকট যখন ৭.৮ পারসেণ্ট সুদে টাকা পাওয়া যায়, ব্যাঙ্ককে তখন অন্ততঃ তাহার চেয়ে কম সুদে টাকা ছাড়িতে হইবে। কাজেই বর্ত্তমানে কলিকাতার ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে সুদে খাটাইয়া ৭% এর বেশী আয় করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। এ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক স্থায়ী আমানতের উপর কখনও ৬% এর বেশী সুদ দিতে পারে না। এমন কি ৬% সুদ দেওয়াও অত্যন্ত কষ্টকর। কেন না ব্যাঙ্কের বাড়ী ভাড়া, লোক-

জনের মাহিনা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার খরচখরচার জন্য Marginal সুদ ১ % যথেষ্ট নহে।

আমরা দেখাইয়াছি দেশী ব্যাঙ্কগুলি বিদেশী ব্যাঙ্ক অপেক্ষা অনেক বেশী হারে সুদ দেয় এবং দেশী ব্যাঙ্কগুলি যে হারে সুদ দেয় তাহা অপেক্ষা আরও বেশী হারে সুদ দেওয়া বস্তুতই অসম্ভব ব্যাপার। বিশেষতঃ ৬ % সুদকে আদৌ কম হার বলা চলে না। সুদের হার সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা স্থির করিতে হইলে গভর্ণমেণ্ট কাগজের সুদের হারকেই Standard ধরিতে হইবে। সত্য বটে যুদ্ধের সময় হঠাৎ খুব বেশী টাকার প্রয়োজন বিধায় গভর্ণমেণ্ট খুব চড়া সুদে কাগজ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে ধীরে ধীরে আবার পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া আসিতেছে। গভর্ণমেণ্ট সে দিন যে নূতন কাগজ বাহির করিয়াছেন তাহার সুদ শতকরা ৪৲ টাকা মাত্র। অদূর ভবিষ্যতে যে গভর্ণমেণ্ট কাগজের সুদের হার আরও নামিয়া গিয়া ৩॥০ টাকায় পরিণত হইবে এরূপ অনুমান করিলে নিতান্ত অন্যায় হয় না।

তবেই দেখা গেল গভর্ণমেণ্ট কাগজের সুদের হার ৪ % মাত্র, কোন বিদেশী ব্যাঙ্কই স্থায়ী আমানতের উপর (এক বৎসরের জন্য) ৪ % এর বেশী সুদ দিতে রাজী নহে ; এ ক্ষেত্রে দেশী ব্যাঙ্ক ৬ %. সুদ দিতে প্রস্তুত থাকিলে দেশবাসীর কর্ত্তব্য নহে কি স্বদেশী ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা ?

এতক্ষণ আমরা শুধু আমানতকারীর লাভালাভের দিক খতাইয়া দেখাইয়াছি। কিন্তু আরও এক দিক ভাবিবার আছে।

বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখার ঠিক অর্থ যে কি,তাহা হয়ত অনেকেরই সম্যকরূপে জানা নাই। বাংলায় মূলধনের (Industrial capital) একান্ত অভাব। পর্য্যাপ্ত মূলধনের অভাবে বাংলার শিল্প বাণিজ্য আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না। বাংলার ধনীসম্প্রদায় যাঁহারা, তাঁহারা টাকা খাটান অপেক্ষা টাকা জমাইয়া রাখিবারই অধিক পক্ষপাতী। তাই তাঁহারা বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিয়া দেন।

বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি যাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাঁহাদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। এ দেশের শিল্পবাণিজ্য বিশেষ উন্নতি লাভ করে, ইহা তাঁহাদিগের ইচ্ছা হইতে পারে না। ফলে, বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি এদেশের টাকাতেই পরিপুষ্টি লাভ করিলেও এদেশী শিল্পবাণিজ্যের সহায়তাকল্পে পাই-পয়সাও ব্যয় করিতে রাজী নহে। ফলকথা, উপযুক্ত সিকিউরিটি প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও দেশী কোম্পানী বিদেশী ব্যাঙ্কের নিকট অর্থ সাহায্য পায় নাই— এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখার ইহাই শেষ পরিণতি নহে। ইহা দুইদিকে ধার বিশিষ্ট তলোয়ারের ন্যায় একসঙ্গে দুইদিক দিয়া অনিষ্ট সাধন করে। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি এদেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি কল্পে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইলেও বিদেশী কোম্পানীকে (তাহাদের স্বদেশী) সাহায্যের সময় মুক্তহস্ত বলিলেই চলে। এইরূপে একে বৈদেশিক মূলধন প্রবল বলিয়া দেশী ব্যবসায় প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না, তাহার উপর দেশী মূলধনও হস্তান্তরিত হইয়া বৈদেশিক মূলধনের সহিত যোগদান করিয়া তাহাকে আরও প্রবলতর করিয়া তুলিতেছে। বস্তুতঃ নিজেদের মৃত্যুবাণ আমরা নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া পরের হাতে তুলিয়া দিতেছি। আত্মহত্যার এরূপ দৃষ্টান্ত দুনিয়ার

ইতিহাসে আর কোনও দেশে খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

দেশী ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিলে প্রকারান্তরে দেশের শিল্পবাণিজ্যেরই সহায়তা করা হয়। লোকে বলে এদেশে মূলধনের অভাব, কিন্তু আমাদের ত তাহা মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে মূলধনগুলি আমরা অবলীলাক্রমে পরের হাতে তুলিয়া দিয়া স্বেচ্ছায় ফকিরী গ্রহণ করিতেছি। ভারতবর্ষ হইতে প্রতিবৎসর বিদেশী বীমাকোম্পানীতে বীমা করিবার জন্ম প্রিমিয়াম্ বাবদ ১০ কোটী টাকা বিদেশে চলিয়া যায়। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি আমাদেরই কর্ম্মদোষে প্রতিবৎসর কত কোটী টাকা শোষণ করিতেছে তাহা কে বলিবে?

স্বদেশের নামে, দেশের ধনিক ও বণিকসম্প্রদায়কে আমরা এই সকল কথা ভাবিয়া দেখিতে বলিতেছি। তাঁহারা কি দেশ জননীর মুখপানে একবারও ফিরিয়া তাকাইবেন না?

স্বার্থত্যাগ সকলে করিতে পারে না। দেশের জন্ম ধনপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে—এরূপ ভাগ্যবান কয়জন? কিন্তু নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন না করিয়াও যদি দেশের উপকার করা সম্ভব হয় তবে সেরূপ ভাবে দেশসেবা করিতে সকলেই বাধ্য—এ দাবী আমরা করিতে পারি।

দেশে যদি সুপরিচালিত স্বদেশী ব্যাঙ্কের অভাব থাকিত তাহা হইলে এ বিষয়ে জোর করিয়া কোন কথাই আমরা বলিতে পারিতাম না। কিন্তু আজ দেশে সুপরিচালিত স্বদেশী ব্যাঙ্কের অভাব নাই। এই সমস্ত স্বদেশী ব্যাঙ্কের মধ্যে যাঁহার যেটীর উপর বিশ্বাস, তিনি সেই ব্যাঙ্কে সমস্ত টাকা না হইলেও অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা জমা রাখুন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

আমরা আশা করি দেশের প্রত্যেক ধনিক বিদেশী ব্যাঙ্কের চৌকাঠ পার হইবার পূর্ব্বে, দেশের মুখ চাহিয়া বিশেষ করিয়া আমাদের কথা ভাবিয়া দেখিবেন।

বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখার ফল :—

১। দেশী ব্যাঙ্ক অপেক্ষা বিদেশী ব্যাঙ্ক কম সুদ দেয়।

২। বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিলে সেই টাকার দ্বারা প্রায়ই কোন দেশী প্রতিষ্ঠান সাহায্য পায় না।

৩। সে টাকা সব সময়েই বিদেশী বণিক দিগের শিল্প বাণিজ্য প্রসার কল্পে দাদন দেওয়া হয় এবং তাহাতে দেশের oconomic দৈন্য আরও বাড়িতে থাকে।

বিদেশী বীমা কোম্পানী গুলি প্রিমিয়াম বাবদ বহু কোটী টাকা এদেশ হইতে নিয়া আপনাপন দেশের শিল্প বাণিজ্য গঠন করিতেছে এবং ব্যাঙ্ক গুলিও ধনী দিগের গচ্ছিত টাকা দ্বারা বিদেশী পণ্যে এ দেশের হাট বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে। ইহার জন্য কোনও বিদেশী গভর্ণমেণ্ট দায়ী নহে। যাহারা এজন্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে দায়ী করিতে চায় তাহারা হয় ভণ্ড, নয় আত্মপ্রতারক। দেশের লোকের দাস মনোবৃত্তি এবং লোক ঠকানো থিয়েটারী স্বদেশ প্রেমই ইহার জন্য দায়ী। আত্মহত্যার এরূপ দৃষ্টান্ত দুনিয়ার ইতিহাসে আর কোথায়ও পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

আটা বনাম চাউল।

চাউল অপেক্ষা আটা পুষ্টিকর কেন ?--

সর্ব্বাগ্রে উভয় শস্যের দানার গঠনপ্রণালীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে উভয় শস্যেরই দানার একটা বহিরাবরণ আছে যাহাকে আমরা তুঁষ বলি ; তুঁষের নীচেই একটা অন্তরাবরণ লাল ছিল্‌কা আছে এবং তাহার অভ্যন্তরে শ্বেতসার (Starch) জাতীয় আটা অথবা চাউল থাকে।

কলে অথবা ঢেঁকিতে ধান ছাঁটিবার সময় সর্ব্বাগ্রে ধানের খোসা বা বহিরাবরণ যাহাকে আমরা তুঁষ বলি বাহির হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় যে চাউল থাকে তাহাকে আঁকাড়ানো বা আছাটা চাউল বলে। এ চাউল দেখিতে লাল কারণ ইহার অন্তরাবরণ লাল ছিল্‌কাটী তখন পর্য্যন্তও চাউলের গায়ে লাগিয়া থাকে। এই লাল ছিলকাটাই সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর, কারণ ইহাতেই নাইট্রোজেন ও ভিটামিন থাকে ; এইজন্য লাল চাউল খাইতে অতি মিষ্ট এবং সুস্বাদু। আমরা যাহাদিগকে ছোটলোক বলি তাহারাই সাধারণতঃ এই আছাটা, আকাঁড়ানো, লাল চাউল খাইয়া হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও সুস্থ দেহে জীবনের আনন্দ উপভোগ করে।

আর যাঁহারা ভদ্রলোক তাঁহারা এই চাষাড়ে লাল চাউল দেখিয়া আঁৎকে উঠেন—খাওয়াত দূরের কথা।—তাঁহাদের জন্য এই লাল চাউল আরও ২।৩ বার ঢেঁকিতে কাঁড়াইয়া লাল ছিলকা-গুলি একেবারে তুলিয়া ফেলা হয়। তাহার পর চাউলের রং অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হইলে তবে বাজারে বিক্রয়ের জন্য পাঠানো হয়। এই চাউলকে ছাঁটা বা কাঁড়ানো চাউল বলে। ঢেঁকিতে কাঁড়াইলে তবুও চাউলের গায়ে একটু আধটু লাল ছিল্‌কা লেগে থাক্‌তেও পারে। কিন্তু কলের চাউল খাবার রেওয়াজ হবার সময় থেকে বাবুদের জন্য যে চাউল বাজারে বিক্রয় হয় সে একেবারে দুধের মত সাদা। তা'কে মাজা চাউল বলে। অর্থাৎ চাউলের গায়ে লাল ছিলকাত নিশ্চিহ্ন হ'য়ে দূর হ'য়ে যায়ই, উপরন্তু চাউলের গা' থেকেও এক পরদা Starch বা শ্বেতসার ছাফ হ'য়ে যায়, তাই কেবল শ্বেতসারযুক্ত চাউলের দানাগুলি (Polished rice) হ'য়ে দুধের মত সাদা ধব্‌ ধব্‌ করতে থাকে। বলা বাহুল্য এ চাউলের স্বাদ অথবা মিষ্টত্ব কিছুই নাই এবং স্বাস্থ্য ও পোষ্টাইয়ের দিকে থেকে লাল চাউল অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। অমাদের তথা কথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বাবু ভেয়েরা লাল ছিলকাশূন্য এই সাদা মাজা চাউল খাইয়া ক্রমেই অসুস্থ এবং হীন বীর্য্য হইয়া পড়িতেছেন।

এইবার আটার বিষয় আলোচনা করা যাক। গমেরও উপরের আবরণ ফেলিয়া দিলে একটা লাল বর্ণের ছিল্‌কা বা অন্তরাবরণ দেখা যায়।

গমের নাইট্রোজেন ও ভিটামিন জাতীয় জিনিষ এই লাল ছিলকাতেই থাকে। চাউলের বেলায় যেমন ঢেঁকিতে ছাটিয়া অথবা কলে ছাটিয়া এবং মাজিয়া চাউল হইতে এই লাল ছিলকা উঠাইয়া ফেলা হয়, গমের বেলায় আর তাহা করার উপায় নাই। কারণ গমগুলি কলে অথবা জাঁতায় ফেলিয়া গুড়া করার সময় এই লাল ছিল্‌কা গুঁড়া হইয়া যায় তাই আটার রং লাল দেখায়, আর ময়দায় এই লাল ছিল্‌কা থাকে না বলিয়া ময়দা একেবারে দুধের স্থায় সাদা দেখায়। তাই আটার স্বাদ এবং উপকারিতা মাজা মেজের চাউল বা ময়দা অপেক্ষা অনেক বেশী ; আর এই জন্যই মাজা চাউল এবং ময়দা খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ এবং মন্দ্যাগ্নি হয়, অথচ আটা খেলে কোষ্ঠ পরিষ্কার এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। সাদা চাউল অথবা ময়দা খাওয়ার চেয়ে আটা খাওয়া সর্ব্বাংশে বাঞ্ছনীয় এবং উপকারী কেন তাহা আমরা দেখাইলাম। এবার বাজার প্রচলিত আটার সম্বন্ধে কিছু বলিব।

বাজার প্রচলিত আটার রকম ভেদ।

খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও চিন্তাপ্রনালী যে কত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ তাহা একটু আলোচনা করিলেই বোঝা যাইবে। আটা যে খাদ্য হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর তাহা আজ কাহাকেও আর যুক্তিদ্বারা বুঝাইতে হয় না। কিন্তু অনেকের ধারণা যে আটার মধ্যে ভেজাল না থাকিলেই যে কোনও আটা খাদ্যের উপযোগী। সুতরাং বাজারে সচরাচর যে সকল আটার কল অথবা জাঁতা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইখানে যে আটা তৈরী হয় তাহাতে যদি ভেজাল না দেওয়া হয় তবে সেই আটাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এ ধারণা যে কত ভুল তাহা আমরা দেখাইতেছি। অন্নগত প্রাণ বাঙ্গালী মাত্রেই জানেন যে, চাউলের অসংখ্য প্রকার রকম ভেদ আছে। সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট আউষ, কাজলা, কুলী চাউল হইতে আরম্ভ করিয়া বালাম, বাঁকতুলসী, কাটারীভোগ, চিনি সকর, দাদখানী, পেশোয়ারী, কাশ্মিরী, কালোজিরা, বাদশাভোগ ইত্যাদি নানা প্রকারের উৎকৃষ্ট চাউল বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর কালোবর্ণের আউষ অথবা কাজলা চাউল যাহা ফিজি, ট্রিনিডাড প্রভৃতি উপনিবেশ সমূহে কুলীদিগের জন্য রপ্তানি হইয়া যায় এবং এখানকার বাজারে যাহাকে সাধারণতঃ Cooly rice বলে তাহা কোনও ভদ্রলোকের পক্ষে খাইয়া হজম করা শক্ত। অথচ যে খাদ্যই হউক না কেন তাহা যদি হাজার পুষ্টিকরও হয় অথচ তাহা খাইয়া হজম করার শক্তি না থাকে তবে খাদ্য হিসাবে সেই সকল লোকের পক্ষে তাহা অখাদ্য। এইজন্য চাউল হইলেই হয় না, কি রকমের চাউল বাঙ্গালী ভদ্রলোকের পক্ষে খাদ্যের উপযোগী তাহা বাঙ্গালী মাত্রেই জানে তাই তাহারা আপন আপন ক্ষমতানুযায়ী বালাম, বাঁকতুলসী হইতে আরম্ভ করিয়া দাদখানী, কাটারী ভোগ ও কাশ্মিরী চাউল পর্য্যন্ত কিনিয়া থাকে। বাজারে চাউলের দরও তাই ৪৲ টাকা হইতে ১৫।১৬৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়।

এইবার আমরা পাঠক দিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি যে, চাউলের বেলায় যেমন চাউল হইলেই হইল না, তাঁহারা বাজারে যাইয়া আউষ অথবা কাজলা চাউল কখনও নিজেদের অথবা ছেলেপেলেদের জন্য কেনেন না, তেমনি বাজার প্রচলিত আটা কেনার সময় মনে রাখিতে হইবে যে আটা হইলেই হইল না, কোন্ জাতীয়

গম হইতে কলে পিষিয়া ব্যবসায়ীরা আটা গুঁড়া করিতেছে সে সম্বন্ধেও একটু তথ্য লইতে হইবে। কারণ চাউলের যেমন অসংখ্য শ্রেণীভেদ আছে গমেরও তেমনি নানারকম শ্রেণীভেদ আছে। পেশোয়ার ও পাঞ্জাবের ন্যায় সুপুষ্ট, নাইট্রোজেন ও ভিটামিনে ভরা, সুমিষ্ট, সুস্বাদু গম ভারতের আর কুত্রাপি জন্মায় না। এই গম খাইয়া যে জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের অর্থাৎ পাঞ্জাবী শিখ ও সীমান্তের পাঠানদিগের শারীরিক গঠন, বল, বীর্য্য, শক্তি ও সৌন্দর্য্য ভারতে অদ্বিতীয়। অবশ্য ইহার মূলে সেই দেশের জল বায়ুও যে কার্য্য করিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; কিন্তু খাদ্যও যে দেহ সৃষ্টি গঠন ও রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান তাহাত অস্বীকার করার উপায় নাই !

পাঞ্জাবের গমের পরেই চানৌষী, দুধিয়া, ক্ষিরীয়া, প্রভৃতি নানা রকমের গম বাজারে চলিত আছে ; তাহা ছাড়া বিহারের নানারূপ nondes cript বা নামহীন গমও বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। গুণানুসারে, শ্রেণী ও রকমভেদে গমের দামও ৩৲ টাকা মণ হইতে ১০।১১৲ মণ দরে বাজারে বিক্রয় হয়।

বাজারের জাঁতা পেষা আটা।

এইবার দেখা যাউক আমরা সাধারণতঃ যে সকল দোকান হইতে আটা কিনিয়া খাই, সেখানে কি জিনিষ গুঁড়া করিয়া আটা তৈরী হয়।

১। প্রথমে আমরা ধরিয়া লইলাম যে কলওয়ালা অথবা জাঁতাওয়ালা খাঁটী গম পিষিয়াই আটা তৈরী করে, তাহার সহিত অন্য কোনও খাদ্য শস্য বা অখাদ্য ভেজাল দেয় না। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে গমের মধ্যে অনেক শ্রেণী ও রকম ভেদ আছে। এবং তাহার দাম মনপ্রতি ৪৲ টাকা হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত। যে আটার ব্যবসার জন্য কল চালাইতেছে সে যে আমাদের জন্য পাঞ্জাব, পেশোয়ার অথবা চানৌষীর মূল্যবান গম গুঁড়াইয়া আটা তৈরী করিবে না ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। সর্ব্বাপেক্ষা সস্তায় যে গম মিলে ৪৲ অথবা ৪৷০ টাকা মণের গম কিনিয়াই সে আটা তৈরী করিবে ও বেচিয়া দুপয়সা লাভ করিবে। গুঁড়া জিনিষ ধরিবার উপায় নাই। সে যদি বলে যে আমি পেশোয়ার অথবা চানৌষীর গম পিষিতেছি আপনার তাহা পরখ করিয়া নিবার উপায় নাই ; এ চাউল নহে যে আউষ কি আতপ কি কাটারী ভোগ তাহা দানা দেখিয়াই আপনি চিনিয়া নিবেন।

সুতরাং আটা খাইলেই হইল না, আপনি কোন্ জাতীয় কি রকমের গম হইতে পেষা আটা খাইতেছেন তাহা আপনাকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। ভাত খান বলিয়া যদি কেহ আউষ অথবা কাজলা চালের ভাত রাঁধিয়া দেয়, তবে তাহা যেমন আপনি অখাদ্য বলিয়া ফেলিয়া দেন তেমনি বাজার প্রচলিত আটা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও চিন্তা যদি সুস্পষ্ট থাকিত তবে আটা মাত্রকেই আমরা খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে ইতঃস্তত করিতাম এবং উচ্চ শ্রেণীর সুস্বাদু গম ব্যতীত অন্য কোনও গমের আটা খাইতে অস্বীকার করিতাম ; এইজন্য প্রায়ই লোককে অভিযোগ এবং অনুযোগ করিতে শোনা যায় যে মশাই আমি যে কল থেকে আটা আনাই সে একেবারে খাঁটি গম পেশা আটা, লোকটা কখনও ভেজাল দেয় না, কিন্তু গমের আস্বাদও মিষ্ট না, কিম্বা কোষ্ঠ পরিষ্কারও তেমন হয় না। ইহার একমাত্র কারণ যে কলওয়ালা আপনার স্বাদ অথবা স্বাস্থ্যের জন্য আটার ব্যবসা

করিতেছে না সে ইহা হইতে দুপয়সা বাহির করার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর সস্তা গম কিনিয়াই আটা পিষিতেছে, সুতরাং ইহার দোকানে আপনার স্বাদ "অথবা স্বাস্থ্যের আশা মিটিবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

২। এইবার খাঁটি গমের পরিবর্ত্তে আটা ব্যবসায়ীরা অন্য যে সব কারচুপী করিয়া থাকে একে একে তাহার বর্ণনা করিব।

গুদাম জাত কীট দষ্ট গম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি নিকৃষ্ট শ্রেণীর সর্ব্বনিম্ন গমের দাম মণ প্রতি ৪৲ টাকা হইতে ৪।৹ টাকা; এই সকল গম যদি আবার আড়তদার ও গোলাদার দিগের ঘরে গুদামজাত হইয়া থাকে তবে পোকায় খাইয়া তাহা ঘুণ করিয়া দেয়। যেমন অত্যন্ত পুরাণো চাউলের অধিকাংশই পচা, ধষা, ঘুণেধরা হইয়া যায়, গমও তেমনি ২.১ বছর গুদামজাত থাকিলে পচা, ধষা, ঘুণেধরা হইয়া যায়। বলা বাহুল্য এইরূপ কীটদষ্ট গুদামজাত গম অতি অল্প দামে বিক্রয় হয় এবং আটার ব্যবসায়ীরা অতি সস্তা দামে এই সব গম কিনিয়া নূতন গমের সহিত পাইল দিয়া আটা তৈরী করে। অনেক আড়ত দারেরা আবার নূতন গমের সহিত এই সব গুদাম জাত গম পাইল করিয়া কম দামে আটার কল ওয়ালাদের নিকট বেচে। সুতরাং যেদিক দিয়াই হউক অর্থাৎ আড়তদারই মিশাক আর কলওয়ালা মিশাক, ক্রেতার আর বাঁচার উপায় নাই; তাহাকে এই গুদাম পচা গমের গুঁড়া কিনিয়া কল হইতে ভেজাল হীন খাঁটী আটা খাইতেছি বলিয়া আত্ম প্রসাদ লাভ করতঃ ফলে আত্মপ্রতারিত এবং আত্ম বিড়ম্বিত হইতেই হইবে।

৩। এইবার আর একধাপে নাবি। এ পর্য্যন্ত গম পেষার কথাই বলিয়াছি। পচা হউক, ধষা হউক, কীটদষ্ট, গুদাম জাতই হউক, এ যাবত আমরা শুধু গম পেষা আটার কথাই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু আটার ব্যবসায়ী শুধু গম পিষিয়া আটা করিবে কেন? যেবার গমের দাম চড়িয়া যায়, অথচ মকাই জোয়ার চাউল, প্রভৃতির দাম নীচু থাকে, যখন গুদামজাত কীট দষ্ট চাউল বা অন্য শস্যের দাম ঐ শ্রেণীর গম অপেক্ষা সস্তায় বিকায়, তখন সে গমের পরিবর্ত্তে এই সব শস্য কিনিয়া আটার সহিত গুঁড়াইয়া দেয়, কারণ একবার গুঁড়া করিতে পারিলেই আর তাহা চিনিবার উপায় নাই। এইরূপে আটার যে পড়তা তৈরী হয় তাহাতে তাহার যথেষ্ট বেশী লাভ থাকে, সুতরাং সে তাহার লাভের রাস্তা ছাড়িবে কেন?

৪। এইবার নরক গুলজার। এতক্ষণ আটার কলওয়ালা হাজার হউক খাদ্য শস্যের মধ্যে ছিল। কিন্তু তাহার চোখ কাণ ফুটিয়াছে এবং খদ্দেরকে ভেজাল জিনিষ বেচিয়া লাভ করিতে করিতে লালসার দীপ্ত বহ্নিও জলিয়া উঠিয়াছে। সে দেখিতেছে খারাপ জিনিষ গুঁড়া করিয়া আটার ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হইতেছে, কিন্তু আর একটু চালাক হইতে পারিলে আটার পড়তা এমন করা যায় যে ধরা পড়িয়া শাস্তি পাইলে তখনও তাহার দুধের গায়ে হাত পড়িবে না। যে সকল ব্যবসায়ী খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দিয়া শত শত টাকা জরিমানা দিতেছে তাহাদের নাম ধাম প্রতি মাসের ব্যবসা ও বাণিজ্যে বাহির হইতেছে; কিন্তু তাহাদের কারবারের ইহাতে কিছুমাত্রও শ্রীহ্রাস হইতেছে না, কারণ ওই যে দুধে হাত পড়িতেছে না এই দারুণ লোভের মোহে আজ কাল আটা ও ময়দার মধ্যে কেওলিন, ডলোমাইট, ব্যারাইটীজ

এবং Soap stone এর গুঁড়া ভেজাল দেবার রেওয়াজ দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে।

এই সকল কারণে খাঁটী সুপুষ্ট এবং সুস্বাদু গমের আটা যদি খাইতে হয় তবে বাজারের দোকানীর উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে অর্থ নষ্ট, স্বাস্থ্য নষ্ট ও শরীর নষ্ট হইবে। সভ্যতার অতি বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের গণ্ড গ্রামেও এখন চাউলের কল বসিয়াছে এবং সেই সঙ্গে ঢেঁকীও প্রায় উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে। সহর বাজারে এবং সমুদয় Industrial Centre এ কল কারখানায় ঝি এবং স্ত্রীমজুরের অসম্ভব demand বা চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় ধান ভাঁড়ানী পাওয়া দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং ঢেঁকি ছাঁটা চাউল ক্রমেই দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে চাউল অপেক্ষা আটা বহুগুণে পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। কিন্তু সে আটা ঘরে ভাঙ্গাইয়া নিতে হইবে এবং আড়ৎদারদের কাছ থেকে পাঞ্জাব অথবা চানৌসির উৎকৃষ্ট গম আনাইয়া সেই গম ঘরে জাঁতায় অথবা হাতকলে (Hand machine) ভাঙ্গাইয়া খাইলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে।

এই উদ্দেশ্যেই আমরা বিদেশ হইতে আটা ভাঙ্গা কলের এজেন্সি আনাইয়া প্রত্যেক বর্দ্ধিষ্ণু লোক যাহাতে ঘরে ঘরে আটা পিষাইয়া খাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি।

এই যে কলের ছবি দেখিতেছেন ইহা একমিনিটের মধ্যেই যে কোনও টেবিল অথবা টুলের সহিত একটা Clamp এর স্ক্রু ঘুরাইয়া আঁটিয়া দেওয়া যায়। clamp এবং টেবিলের মধ্যে ফাঁক থাকিলে কয়েক টুকরা কাঠ দিয়া screw শক্ত করিয়া আটিয়া দিলেই কলটী খুব tight হইয়া আটকানো থাকিবে। কেবল দেখিতে হইবে যে টেবিল অথবা টুলের উপর কলটী লাগাইলে তাহা যেন লগ্‌বগ্‌ না
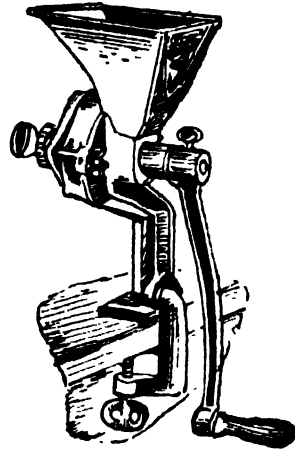
গৃহস্থী আটা ভাঙ্গা কল।

করে। অর্থাৎ উহা এমন মজবুত হওয়া চাই যে কল ঘুরাইবার সময় উহা যেন নড়া চড়া বা লগ্‌ বগ্‌ না করে। এই কলের সকল অংশই দীর্ঘকাল স্থায়ী এমন কি চিরস্থায়ী বলা যায়। কেবলমাত্র পিষিবার জাঁতাখানি খইয়া গেলে বদ্‌লাইতে হয়—ইহা আমাদের কাছেই অতি অল্প দামে পাওয়া যায়। জাঁতার পাশে একটা adjusting screw আছে তাহা ঘুরাইয়া tight করিয়া দিলে যেরূপ ইচ্ছা আবার সেইরূপ সূক্ষ্ম আটা পেষা যায়।

এইবার গম পিষিবার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

বাজারে আটার কল সমূহে যে গম পেষা হয় তাহা কখনও ঝাড়াই, বাছাই হয় না, ধোয়াতো দূরের কথা। অথচ ক্ষেত হইতে যে গম আসে, তাহাতে নানারূপ আবর্জ্জনা থাকে এবং গম

সমস্তই কঙ্করময় উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে আমদানী হওয়ায় উহার সহিত বালী, কাঁকর এবং পাথরের টুকরা মিশ্রিত থাকে। আড়ৎ-দারেরা আবার ওজন বাড়াইবার জন্য ইহার সহিত কিছু কিছু কাঁকর পাইল্ করিয়া দেয়; কারণ কাঁকর খুব ভারী বলিয়া অল্প কাঁকর মিশাইলেই গমের ওজন খুব বাড়িয়া যায়।

বাজারে পথে ঘাটে যে সকল আটা পেষা কল দেখিতে পাওয়া যায়—তাহারা আড়ৎ হইতে ছালা ভরিয়া গম আনিয়া কলের মুখে ছালা হইতে সেই গম ছাড়িয়া দেয় এবং তাহাই কলে গুঁড়া হইয়া আটা হয়। গম ঝাড়িয়া বাছিয়া বালী কাঁকর শূন্য করার তাহাদের ফুরসুদও নাই এবং স্বার্থের অনুকূলও নহে; কারণ কাঁকর পাথর গুঁড়া হইয়া গেলে তাহার আটার ওজনও বাড়িয়া যাইবে, তাহাতে তাহার লাভ বই লোকসান নাই।

এক্ষেত্রে লোকসান্‌টা ষোল আনাই খরিদদারের; কারণ

(১)। তাঁহাকে আটার দাম দিয়া কাঁকর এবং বালী খরিদ করিতে হইল যাহা খাদ্যও নহে এবং স্বাস্থ্যের অনুকূলও নহে।

(২) খাদ্যের সহিত ধুলা, বালী অথবা কাঁকর পেটে গেলে তাহা হজম হয় না এবং সে জন্য উদরাময়াদি হইতে পারে। অনেককে বলিতে শোনা যায় যে বাজারের আটা খাইয়া পেটগরম হইয়াছে পেট ভুট্‌ভাট্ করিতেছে, বদ্‌হজম হইয়াছে, ইত্যাদি। অনেক সময় দেখা যায় যে ইহার কারণ ওই আটার সহিত ধুলা, বালী ও কাঁকরের অবাধ মিশ্রণ। বাজারের কলে ভাঙ্গা আটা খেলে এ আপদের হাত হইতে পরিত্রাণের কোনও উপায় নাই। কিন্তু গৃহস্থী আটা ভাঙ্গা কলে (Domestic mill) গম পিষিলে এ সকল আপদ বালাইয়ের হাত হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়।

(১) আপনি গোলা হইতে নিকৃষ্ট পোকা-ধরা গম না কিনিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট নূতন তাজা গম কিনিয়া আনিতে পারেন।

(২) সেই গম ঝাড়িয়া বাছিয়া, কাঁকর বালীমুক্ত করতঃ ধুইয়া শুকাইয়া তবে কলে পিষিয়া লইতে পারেন। যাঁহারা মাড়োয়ারী রমণীদের এবং বাঙ্গালী গৃহলক্ষ্মীদের ঘরকন্না দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন বাজার হইতে চাউল, ডাল্ অথবা গম আসিলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহারা সেই সব আনাজ্ ঝাড়িয়া কুলায় করিয়া ভাল করিয়া বাছিয়া কাঁকর, পাথর, কাট্‌কুটা সব ফেলিয়া দিয়া তবে তাহা ভাঁড়ারে তোলেন। আমি আজমীর মাড়োয়ার প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিয়াছি বর্ষীয়সী মাড়োয়ারী রমণীরা দুপুরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিতান্ত ধৈর্য্য সহকারে গম এবং ডাল বাছিতেছেন—তাহাতে ক্লান্তি নাই, বিরাম নাই অথবা বিরক্তি নাই।

কারণ ইহা যে খাদ্য ইহা খাইয়াইত প্রিয়জনেরা শরীরে বল, বীর্য্য, সাহস এবং সংগ্রাম করিবার শক্তি লাভ করিবে।

সুতরাং এই খাদ্যের মধ্যে যে সকল অখাদ্য মিশ্রিত রহিয়াছে তাহা বাছিয়া বাহির করিয়া ফেলিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত কেমন করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন?

আর আজ আধুনিক নব্যা থিয়েটার—সিনেমা নৃত্য—নভেলাক্রান্তা তথাকথিত শিক্ষিতা নারীদের এসব তুচ্ছ বিষয় দেখার অবসর নাই। কারণ

তাঁদের ক্লাব, সংঘ এবং সোসিয়াল service করার ক্ষতি হয় যে! কিন্তু আগে Home service না করিলে social service করিবে কে? Home কে আগে রক্ষা কর society আপনিই পুষ্ট হইয়া উঠিবে; ব্যক্তিকে আগে বাঁচাও, সমষ্টি অথবা সংঘ আপনিই সবল হইয়া উঠিবে। আর এই সকল তরুণীদের বলি যে যারা রান্না বান্না করে তারাই আবার ভাল করিয়া social service করে এবং জাতি ও সংঘকে শক্তিশালী করিয়া তোলে। এইরূপ সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্তা, জাতি ও সংঘের সেবিকা, অথচ ঘর কন্নার সব খুঁটী নাটী কাজে রতা, বহু রমণী আমাদের দেশে এখনও চোখের সামনে দেখিতেছি। যা'ক যাহা বলিতে ছিলাম তাই বলি।

খাদ্যদ্রব্য এইরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া খাওয়াই উচিত। নচেৎ পচা, ধসা, পুরাণো, কীটদষ্ট, গুদামজাত, নিকৃষ্ট শ্রেণীর গমের গুঁড়া বালী কাঁকরের সহিত মিশাইয়া পাকস্থলীটা পূর্ণ করিলে শরীরের খাদ্য জোগানোত হয়ই না, পরন্তু যে থলীটা সুখাদ্য দিয়া ভরার কথা সেই থলিটা অখাদ্য ও কুখাদ্য দিয়া ভরায় দেহের পুষ্টিসাধন না হইয়া শরীরটা ক্রমে নানা রোগের আকর হইয়া পড়ে।

গম পিষিবার প্রণালী

(ক) কলে গম দিবার পূর্ব্বে উহা ভাল করিয়া ঝাড়িয়া কাঁকর পাথর ও বালীমুক্ত করতঃ চাউল ধোয়ার ন্যায় ২।৩ বার পরিষ্কার জলে ধুইয়া লইবে এবং একখানি কাপড় মোটা করিয়া ভাঁজ করতঃ তাহাতে গমগুলি বিছাইয়া শুকাইয়া লইবে। গম খট্‌খটে শুকাইবার দরকার নাই। বারো আনা আন্দাজ শুকাইয়া গেলে অর্থাৎ হাতের মধ্যে এক মুঠা গম নিলে যখন উহা ভিজা ভিজা বোধ হইবে তখনই উহা কলে দিবার উপযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

(খ) গম কলে দিয়া জাঁতার পাশে যে স্ক্রুটী আছে (Screw) সেইটী ঘুরাইয়া এমন ভাবে adjust বা নিয়মিত করিবে যে গম যেন জাঁতার মধ্য হইতে বাহির হইয়া না যায়। এখন কলের হাতলটী ঘুরাইলে আটা বাহির হইতে থাকিবে। এইখানে একটী কথা মনে রাখিবেন। adjusting screwটী টাইট করিয়া দিলে—প্রথম বারেই অতি সূক্ষ্ম ময়দার গুঁড়া বাহির হইবে। কিন্তু তাহাতে

১। কল ঘুরাইতে অনাবশ্যক জোর দিতে হয় এবং সেজন্য জাঁতার উপর অযথা চাপ পড়ে।

(২) প্রথম বারেই অতি সূক্ষ্ম ময়দার ন্যায় গুঁড়া করিতে গেলে কল গরম হইয়া আটার সেই যে লাল ছিল্‌কা যাহার মধ্যে ভিটামিন্ ও নাই—ট্রোজেন থাকে তাহা জ্বলিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

(৩) এই রূপ অনাবশুক জোর দিয়া কল চালাইলে কলের অযথা wear and tear বা ক্ষয় সাধন হয়; তাহা করার কোনও দরকার নাই।

সেই জন্য আমরা বলি যে যতটা গম পেষার প্রয়োজন সেই গমটা প্রথম বার কলে দিয়া এক বার ভাঙ্গিয়া লইয়া (যাহাকে ইংরাজীতে half done বলে) পরে পুনরায় সেই আধা ভাঙ্গা গমটা দিয়া Screw আবশ্যক মত tight করিয়া adjust করিয়া ঘুরাইলেই অতি সূক্ষ্ম আটা বাহির হইবে। ইহাতে প্রথমতঃ কলে অযথা জোর পড়িবে না দ্বিতীয়তঃ—গমের ভিটামিন কখনও জ্বলিয়া যাইবে না।

DONTS

এইবার কল সম্বন্ধে কয়েকটা Donts বা নিষেধ বাণীর উল্লেখ করিব।

(১) Domestic বা গার্হস্থ্য কল বাড়ীর ছেলে মেয়ে বা দাসদাসীরাই ঘুরাইয়া আটা করিয়া থাকে। কলটা টেবিলে ফিট্ করিয়া দিলেই সাধারণতঃ দেখা যায় যে ছেলে মেয়েরা কলের মধ্যে গম না দিয়াই কলটী ঘুরাইতে থাকে; বলা বাহুল্য তাহাতে জাঁতায় জাঁতায় ঘর্ষণ লাগিয়া কলের জাঁতা ক্ষয় হইয়া যায়। সুতরাং কলের মধ্যে কোনও শস্য না দিয়া কদাচ জাঁতা ঘুরাইতে দিবেন না। কিম্বা ঘুরাইবার হাতলটী সব সময় খুলিয়া রাখিবেন তাহা হইলে বাড়ীর ছেলেপেলেরা অনাবশ্যক কল ঘুরাইয়া জাঁতাটী নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারিবে না।

(২) যে টেবিলে কল ফিট করেন তাহা যেন কদাচ নড় বড় না করে। তাহা হইলে কখনও সুফল পাইবেন না।

(৩) কলের drumটী অর্থাৎ যাহার মধ্যে জাঁতা দুই খানি আছে তাহা যখন Fit করিবেন তখন উভয় দিকের Screw সমান ভাবে টাইট Tight করিবেন। অর্থাৎ এক দিকে বেশী ও অপর দিকে কম টাইট দিবেন না।
তাহাতে কল ঘুরাইবার সময় অসমান চাপ পড়ায় Drumটি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

বলাবাহুল্য কল বজায় সর্ব্বদা তেল দিতে হয়! সুতরাং আবশ্যক মত সব জায়গায় তেল দিবেন এবং মাঝে মাঝে Drumটী খুলিয়া জাঁতা এবং কল ন্যাকড়া দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবেন।

আমরা বিভিন্ন প্রকারের গম পেষা কল বিক্রয় করিয়া থাকি।

১। গৃহস্থ ঘরের উপযোগী গার্হস্থ্য কল। এই কলে বাড়ীর ছেলে মেয়েরাই আটা ভাঙ্গিতে পারে; আমাদের বাড়ীতে অল্প বয়স্ক বালক এবং চাকরাণীতেই এই কলে আজ দুই বৎসর যাবৎ আটা ভাঙ্গিতেছে—এবং আজিও কলের জাঁতা বদ্‌লাইতে হয় নাই।

এই কলে অতি সহজেই ঘণ্টায় ৵৩ তিন সের আটা ভাঙ্গা যায়। পারিবারিক ব্যবহারের জন্য ইহাই সর্ব্ব প্রকারে সুবিধাজনক; কিন্তু ইহার আকার ছোট বলিয়া ইহাদ্বারা ব্যবসা করা চলে না। দাম প্যাকিং সমেৎ ৩০৲ টাকা; ডাক অথবা রেল মাশুলাদির ব্যয় স্বতন্ত্র।

ব্যবসা করিবার জন্য চারি রকমের আটা ভাঙ্গা কল আমরা বিক্রয় করি।

প্রথম—গৃহস্থ কল যাহার কথা বলিলাম
দ্বিতীয়—কুলীর দ্বারা চালিত।
তৃতীয়—গরুর দ্বারা চালিত।
চতুর্থ—ইঞ্জিন দ্বারা চালিত।

কুলীর দ্বারা চালিত কলের বিবরণ

ইহা দ্বারা দৈনিক একমণ আটা ভাঙ্গা যায়। একজন কুলী অতি সহজেই চালাইতে পারে। কল বহু দিনস্থায়ী হইবে। কেবলমাত্র দাঁত ক্ষইয়া গেলে বদলাইতে হয়। আমাদের নিকট সমুদয় Parts বা কল পাওয়া যায়। এই কলে লোহার পাথরের জাঁতা দেওয়া আছে; সুতরাং শিল কাটা নোর ন্যায় মাঝে মাঝে কাটাইলেই জাঁতা দীর্ঘ কালস্থায়ী হয়। কলের মধ্যে কোথায়ও কোন জটিলতা নাই। ঘড়ীর কাটার ন্যায় কয়েকটা

দন্ত বা toothed wheel ঘুরাইয়া গম পিষিতে হয়। পল্লীগ্রামের বালকেও দেখিবামাত্র কল কেমন করিয়া চলে তাহা বুঝিতে পারে। ইহার প্রত্যেক অংশই আমাদের নিকট পাওয়া যায়। যত্নের সহিত ব্যবহার করিলে এক একটী কলে এক পুরুষ কাটীয়া যাইতে পারে।

বলদদ্বারা চালিত কলের বিবরণ

এই কল একটা বলদের দ্বারা চালিত হয়। দৈনিক ৪/০ চারি মণ আটা তৈয়ারী হয়। ইহাতে লোহার জাঁতা নাই; পাথরের জাঁতা বসাইয়া কল তৈরী বলিয়া শিল কাটানোর ন্যায় মাঝে মাঝে জাঁতা কাটাইয়া লইতে হয়। দাঁত খইয়া গেলে বদলানো ছাড়া আর কোনও অংশ সাধারণতঃ বদলাইতে হয় না। এক একটী কল বহুকাল স্থায়ী হইবে। এই কল সর্ব্ব রকমে কুলী চালিত আটার কলের ন্যায়; কেবল বেশী পরিমাণে আটা ভাঙ্গার উপযোগী করিয়া জাঁতা ইত্যাদি বসানো হইয়াছে এবং বলদের দ্বারা চালাইবার জন্য তদুপযোগী gear বা যন্ত্রাদি লাগানো হইয়াছে এই মাত্র প্রভেদ।

পল্লীগ্রামে সব সময় কুলী পাওয়া যায় না এবং মজুরীও চড়া; তাহা ছাড়া কুলীর পিছনে সর্ব্বদা বসিয়া না থাকিলে সে ফাকি দিবে; সর্ব্বোপরি মজুরের খাটীবার একটা সীমা আছে; সুতরাং বেশী পরিশ্রম বোধ করিলে সে আর খাটীতে চাহিবে না। অথচ বলদ সর্ব্বত্রই আছে এবং তাহাকে একবার জুতিয়া দিয়া চালাইবার জন্য একটী বালক রাখিলেই সে সমস্ত দিন ঘানী টানার ন্যায় আটার কল ঘুরাইবে। এই সকল কারণে যাহাদের পুজি অল্প এবং ইঞ্জিন কেনার সঙ্গতি নাই অথবা ইঞ্জিন কিনিবার সামর্থ্য থাকিলেও কল চালাইবার মত শিক্ষা দীক্ষা নাই তাহাদের পক্ষে ব্যবসা করার জন্য বলদ চালিত আটাভাঙ্গা কল কেনাই প্রশস্ত।

ইঞ্জিন দ্বারা চালিত কলের বিবরণ

এই কল ৬ ঘোড়ার অয়েল ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হয়। রোজ ৫/০ পাঁচ মণ আটা তৈরী হয়।

ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে কোনও দাঁত, চক্রদাঁত (Toothed Wheel) বা gear নাই, সুতরাং কোনও অংশ বদলাইবার দরকার হয় না।

—কেবলমাত্র—

Cross (×) Pulleyর সাহায্যে ১৮ ইঞ্চির ব্যাস (diameter) বিশিষ্ট দুইখানি পাথরের জাতা ঘুরিয়া আটা ভাঙ্গিয়া থাকে। শিল কাটানোর ন্যায় মাঝে মাঝে জাঁতা কাটিয়া লইতে হয় মাত্র। এই জন্য এই কল সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

মূল্য :—এই সকল কলের মূল্যাদির জন্য ৯।৩ রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটে ব্যবসা ও বাণিজ্যের ম্যানেজারের নিকট ডাকমাশুল দিয়া পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

আমাদিগের কথা।

আমরা সকল রকম আটা পেসাই কলের কথাই এখানে উল্লেখ করিয়াছি এবং সব রকমের কলই এখানে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমরা ইঞ্জিন পরিচালিত কলের প্রচলনের পক্ষপাতী নহি। ইহার এক মাত্র কারণ এই যে ইঞ্জিন চালিত জাঁতা অত্যন্ত

দ্রুত ঘোরে বলিয়া অত্যল্প সময়ের মধ্যেই জাঁতা গরম হইয়া ওঠে এবং তাহার ফলে ভিটামিন জ্বলিয়া যায়। একমাত্র আটাতেই সমস্ত ভিটামিন বিদ্যমান থাকে বলিয়াই আটাকে আমরা চাউলের উপরে আসন দিয়াছি; কিন্তু এই ভিটামিন কেবল বিদ্যমান থাকিলেই হইল না, ইহা অবিকৃত অবস্থায় থাকা চাই। হস্ত পরিচালিত এবং বলদ চালিত কলে জাঁতা অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে ঘুরে বলিয়া কল সহজে গরম হয় না এবং কখনও ততবেশী গরম হয় না, যাহাতে ভিটামিন জ্বলিয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইঞ্জিন চালিত কলে জাঁতা অত্যন্ত দ্রুত ঘোরে, সুতরাং তজ্জনিত গরমে ভিটামিন নষ্ট হইয়া যায়।

মাখম হইতে ঘি গালাইবার সময় অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন যে একটা নির্দ্দিষ্ট আঁচ দিবার পর মাখন গলিয়া সুন্দর ঘিয়ে পরিণত হয়; কিন্তু এই ঘিয়ের সুগন্ধ বাহির হইবার পর যদি আর কয়েক মিনিটও মাখন আগুনের উপর রাখা যায় তবে ঘিয়ের যে পদার্থটী সুগন্ধ বিতরণ করিতেছিল তাহা জ্বলিয়া নষ্ট হইয়া যায়। ঘিয়ে আর তখন কোনও সুগন্ধ থাকে না এবং তাহার আস্বাদও আর একটুও ভাল লাগে না। আটা সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলা যায়। ভিটামিনই আটার প্রাণ স্বরূপ, ইহাই আটাকে সুমিষ্ট ও সুস্বাদু করে। কিন্তু পিষিবার সময় অত্যন্ত দ্রুত ঘর্ষণের ফলে কল গরম হইয়া উঠিলে এই ভিটামিন জ্বলিয়া যায় সুতরাং আটার আসল স্বাদ ও শক্তিই চলিয়া যায়। প্রধানতঃ এই জন্যেই আমরা হস্ত ও বলদচালিত আটার কল দেশের মধ্যে চালাইতে চাই এবং ইঞ্জিন চালিত কল প্রচলনের তত পক্ষপাতী নহি। বলদ চালিত কলে দৈনিক চারি মণেরও অধিক আটা প্রস্তুত হয়; মফঃস্বলের বড় বড় সহরেও দৈনিক ৪৲ চারিমণ আটার দ্বারা স্থানীয় অভাব কুলানো যাইতে পারে; এরূপ অবস্থায় আমাদের মনে হয় ব্যবসার পক্ষে বলদ চালিত কল কোনও অংশে অসুবিধাজনক নহে বরং ইঞ্জিনে যেমন বেশী আটা তৈরী হয় তেমনি সেই আটা কাটাইতে না পারিলে আশানুরূপ লাভ হইতে পারে না। তদুপরি ইঞ্জিন চালাইবার জন্য যেমন আনুসঙ্গিক নানাপ্রকার খরচ আছে তেমনি একজন দক্ষ পরিচালকের মাহিনা বাবদ প্রতিমাসে অন্ততঃ ৪০।৫০৲ টাকা খরচ হইবে। কারবারের প্রথমেই এইরূপ ব্যয় বাহুল্য করা সব সময় সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। এই সকল নানা কারণে আমরা হস্ত ও বলদ চালিত কল প্রচলনের বিশেষ পক্ষপাতী।
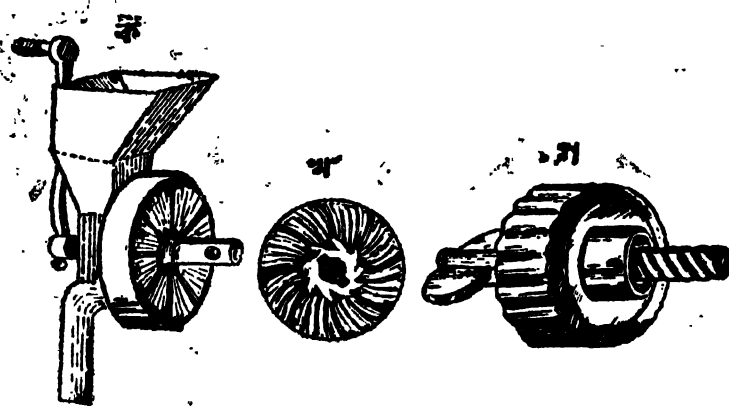
প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ব্যবসা ও বাণিজ্য
সম্পাদক মহাশয়
মান্যবরেষু :—

নিবেদন,

গত ভাদ্রমাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" মাসিক পত্রিকায় "গো-সাপ" শিকার দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গভর্ণমেণ্ট যে আইন করিয়াছেন তাহাতে কেহ কেহ ব্যবসার ক্ষতির সম্ভাবনায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এই অন্যায় প্রতিবাদের উত্তর দেওয়া নিতান্তই আবশ্যক বিধায় এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার পত্রখানা আগামী মাসে পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন।

গো-সাপ ছোট জাতীয়; ইহাকে চলিত ভাষায় যশোহর, ফরিদপুর, খুলনা পাবনা, প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের জেলায় "গুই সাপ" বলে। তাহারা কতকটা হরিদ্রা বর্ণের। পরিমাণে ২ হাতের বেশী হয় না। উহারা সর্পভূক কিনা জানিনা। মেটে রং বিশিষ্ট বৃহদাকার গো-সাপকে 'ঘড়িয়াল' বলে। ইহারা পরিমাণে সচরাচর ৫.৬ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গো-সাপ ও ঘড়িয়াল উভয় প্রকারই নীরিহ এবং ভীত স্বভাব বিশিষ্ট। মানুষ কিম্বা অন্য কোন জন্তুকে কখনও আক্রমণ করিতে দেখা যায় না। ছোট জাতীয় গো-সাপ ব্যাং ও মৎস্যাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে। ছোট বড় সকল গো-সাপই সাধারণতঃ স্থলেই বাস করে।

বড় জাতীয় গো-সাপ অর্থাৎ ঘড়িয়াল, সাপ ব্যাং ও মৎস্যজীবি। সাপ ইহাঁদের দৃষ্টিগোচর হইলে সহজে নিস্কৃতি পায় না। ইহারা সাপ খাইয়া থাকে। যেখানে ঘড়িয়াল থাকে তথায় কোন প্রকার সাপই থাকে না। উহাদের ভয়ে সাপ অন্যত্র চলিয়া যায়। সাপের কামড়েও ইহাদের শরীরের কোন প্রকার ক্ষতি হয় না। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে। ফলতঃ ঘড়িয়াল দ্বারা লোকের যথেষ্ট উপকারই হইয়া থাকে।

পূর্ব্ববঙ্গ সর্পপ্রধান দেশ; বর্ষাকালে পূর্ব্ববঙ্গে সর্পাঘাতে যত লোক মরিয়া থাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য কোনদেশে বোধহয় এত লোক মারা যায় না। ইহা প্রতিবাদকারী স্বীকার না করিলেও পূর্ব্ববঙ্গবাসী মাত্রেই স্বীকার করিবেন। পূর্ব্ববঙ্গের বহুগ্রাম বর্ষাকালে জলে ডুবিয়া যায় এবং অনেকের বাড়ীতে জল উঠিয়া থাকে। রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় সর্পাঘাতে বহু লোক মারা যায়। যে গ্রামে ঘড়িয়াল বেশী থাকে তথায়—সর্পাঘাতে মৃত্যু সংখ্যা খুবই কম; প্রকৃতপক্ষে ব্যবসার উপলক্ষে ঘড়িয়াল মারায় পূর্ব্ববঙ্গের বহু ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ঘড়িয়াল ৫০।৬০টি ডিম পাড়ে বলিয়া প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন। আমার বিশ্বাস উহার অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যাইয়া যায়। কারণ ঘড়িয়ালের

ও ছোট গো-সাপের সংখ্যা বেশী ত নয়ই বরং কমই দেখা যায়। সকল গুলি জীবিত থাকিলে পূর্ব্ববঙ্গ ঘড়িয়ালে পূর্ণ হইয়া যাইত।

আমাদের বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গের কোন পল্লীগ্রামে; পারিবারিক দুর্ঘটনা ক্রমে কতকগুলি ইট বাড়ীর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ধারে কয়েক বৎসর হইতে মজুত রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৬.৭ বৎসর পুর্ব্বে গোখুরা সাপের আড্ডা হইয়াছিল। কিছুদিন পরে দেখা গেল ৪।৫টী ঘড়িয়াল উহার নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে থাকায় সাপগুলি আর নাই। ২ বৎসর পুর্ব্বে গো-সাপের চামড়ায় ব্যবসায়ীদের অত্যাচারে কয়েকটী ঘড়িয়াল মারা পড়ায় অবশিষ্টগুলি পলাইয়া গিয়াছে এবং পুনরায় সাপের আবাস স্থল হইয়াছে।

ব্যবসার জন্য গো-সাপ বা ঘড়িয়াল মারিলে সর্ব্ব-সাধারণের সমূহ ক্ষতির কারণ হইবে। বলা বাহুল্য যে পুর্ব্ব বঙ্গের নিম্নশ্রেণীর কতকগুলি হিন্দু ও মুসলমান ঘড়িয়ালের চর্ম্ম বিক্রেতা ভিন্ন কোন লোকই গো-সাপ ও ঘড়িয়াল শিকারের পক্ষপাতী নহেন। নিবেদন ইতি

বিনীত নিবেদক
শ্রীসারদাচরণ সেন—

আলুর চাষ।

বঙ্গদেশে কত পরিমাণ জমিতে আলুর চাষ হয় যদিও তাহা এখনও সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় না তথাপি ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে আলু উপস্থিত সময়ে একটী প্রধান সবজীরূপে ব্যবহৃত হইতেছে ও উহার চাষ দ্রুত গতিতে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। অন্যান্য সবজীর অপেক্ষা আলুর প্রতি লোকের আদর বেশী, কারণ যত্ন করিয়া রাখিতে পারিলে ইহাকে সারা বৎসর রাখিয়া খাইতে পারা যায়। অন্যান্য সবজী অপেক্ষা আলুর মূল্য বেশী; ফাল্গুন, চৈত্র মাসে যখন আলুর ফসল উঠান হয়, তখন ইহার দাম কম থাকে, কিন্তু বর্ষাকালে আলু ভাল অবস্থায় রাখা কঠিন হয় বলিয়া উহার দাম তখন খুবই বেশী হয়।

পশ্চিম বঙ্গে আলুর চাষ অনেক দিন ধরিয়া হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গে ইহার চাষ সম্প্রতি কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক প্রচলিত হইয়াছে। আলুর চাষে ভাল বীজ পাওয়াই প্রধান সমস্যা। কয়েক বৎসর

কৃষিবিভাগ দার্জ্জিলিং হইতে আলুর বীজ আনাইয়া কৃষকদিগকে সরবরাহ করিয়াছিলেন এবং উপস্থিত সময় আলুর বীজের চাহিদা অধিক হওয়াতে অনেক ব্যবসায়ী আলুর বীজ সরবরাহ করিতেছে। পূর্ব্ব বঙ্গে এখনও এমন অনেক স্থান আছে যে সকল স্থানে এখনও আলুর চাষ প্রচলিত হয় নাই। ঐ সকল স্থানে বিস্তৃতভাবে আলুর চাষ করিয়া দেখান আবশ্যক।

আলুর বীজের মূল্য ইহার চাষের পক্ষে একটী প্রধান প্রতিবন্ধক। এক বিঘা জমীর জন্য কম পক্ষে ৩৫৲ টাকার বীজের দরকার। সাধারণতঃ কৃষকেরা আলুর চাষের প্রয়োজনীয়তা বুঝিলেও এত টাকা বীজের জন্য অগ্রিম দিতে পারে না। আলুর ফসল উঠাইয়া উহা বিক্রয় করিয়া অনেকেই এই টাকা দিতে প্রস্তুত আছে। সম্ভবতঃ সমবায় বিভাগ চেষ্টা করিলে এই সমস্যা দূর করিতে পারেন।

আলুর চাষের জন্য জমী খুব গভীর ও পরিষ্কারভাবে চাষ করিতে হয়; জল সেচন ও সার প্রয়োগের বিশেষ দরকার; বিঘা প্রতি ১০০ মণ গোবরের সার দেওয়া উচিত; ইহা ব্যতীত আধ মণ নাইট্রেট অফ্ সোডা, এক মণ হাড়ের গুঁড়া ও চার মণ কচুরী পানার ছাই প্রয়োগ করিলে আলুর ফসল খুব বেশী পাওয়া যায়। গাছ বাহির হইলে নাইট্রেট অফ্ সোডা দ্বিগুণ পরিমাণে ঝুরা মাটীর সহিত মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিতে হয়। অন্ততঃ চারিবার সেঁচ দেওয়া দরকার।

আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে আলু রোপণ করিতে হয়; এক হাত অন্তর সারি করিয়া প্রত্যেক সারিতে ৯ ইঞ্চি অন্তর আলুর বীজ ৬ ইঞ্চি পরিমাণ মাটীর নীচে বসান উচিত। গাছ বড় হইলে গাছের গোড়ায় ভাল করিয়া মাটী দিতে হয়; ইহা ছাড়া মাঝে মাঝে জমি আলগা করিয়া দেওয়া ও জমি হইতে আগাছা বাছিয়া ফেলা দরকার। মাঘ—ফাল্গুন মাসে আলুর গাছ শুকাইয়া গেলে বুঝিতে হইবে যে আলুর ফসল উঠাইবার সময় আসিয়াছে, কোদালী দিয়া মাটী কোপাইয়া আলু উঠাইতে হয়; আলু উঠাইবার সময় কোদালীতে আলু কাটিয়া না যায় সে বিষয় দৃষ্টি রাখা দরকার, কারণ কাটা আলু শীঘ্র পচিয়া যায় ও ভাল আলু তাহার সঙ্গে থাকিলে তাহাও পচিয়া যায়।

ভাল ফসল জন্মিলে বিঘা প্রতি অন্ততঃ ৭০ মণ আলু পাওয়া যায় ও উহার মুল্য কম পক্ষে ১৪০৲ টাকা; বীজের ও সারের খরচ ৬০৲ টাকার বেশী পড়ে না।

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, এল, এজি।

———

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা ১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায় খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ,

মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭ পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সেলোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে I. T. J. বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
1 Council House Street,
Calcutta.

১১। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন। পত্র ইংরাজীতে লিখিতে হয়।

সুতা, পশম ও গেঞ্জীর ছাঁট।

(আর—৯৯) আমেদাবাদের একটী কোম্পানী সুতার ছাঁট, পশমের ছাঁট, গেঞ্জীর ছাঁট ও অন্যান্য সর্ব্ব প্রকারকাপড়ের ছাঁট কিনিতে চাহেন।

(I. T, J. ৩০শে আগষ্ট]

গরু ও ঘোড়ার লেজের চুল।

(আর ১০০) লাহোরের একটী কোম্পানী গরুর লেজ ও ঘোড়ার চুল কিনিতে চাহেন।

চামড়া।

(আর ১০১) এন্টোয়ার্পের জনৈক পত্রপ্রেরক যে সমস্ত ব্যবসায়ী ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে চামড়া রপ্তানী করেন, বেলজিয়মে তাঁহাদের এজেন্টরূপে কার্য্য করিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ]

কমলা পাউডার।

(আর—১০২) আমেরিকার চিকাগো সহরের জনৈক পত্রপ্রেরক ভারতীয় কমলা পাউডার রপ্তানী কারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

শ্বেত মটর (WHITE BEANS)

(আর—১০৩) ইতালীর অন্তর্গত Trieste নামক স্থানের একটী কোম্পানী ভারতবর্ষের শ্বেত মটর রপ্তানীকারকদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I. T. J. ঐ)

ARTEMISIA MARITIMA HSAFOC-VIDE EPHEDRA VULGARIS

এবং ধুতুরাপাতা।

(আর—১০৪) অমৃতসহরের একটী কোম্পানী উল্লিখিত দ্রব্যানীচয় বিক্রয় করিতে চাহেন।

(I. T. J. ৩০শে আগাষ্ট)

মধু মোম।

(আর—১৫০) অমৃতসরের জনৈক ব্যবসায়ী মধুমোমের খরিদ্দার অন্বেষণ করিতেছেন।

(I. T. J. ঐ)

কমলা পাউডার।

(আর—১০৬) অমৃতসরের একটী কোম্পানী কমলাপাউডারের খরিদ্দার খুঁজিতেছেন।

(I. T. J. ঐ)

HYDROCOTYLE ASIATICE

(আর—১০৭) আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত ফিলাডেলফিয়া নামক স্থানের জনৈক পত্রপ্রেরক উক্ত দ্রব্যের (দেশীমাল ব্রহ্মী বা ব্রাহ্ম-বতী) রপ্তানীকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T, J. ঐ)

ম্যাঙ্গ্যানিজ।

(আর—১০৮) দক্ষিণ ভারতে গুণ্টুর নামক স্থানের একটী কোম্পানী ম্যাঙ্গানিজ বিক্রয় করিতে চাহেন।

[I, T, J. ১৩ সেপ্টেম্বর]

CHILLIES লঙ্কা।

(আর—১০৯) দক্ষিণ ভারতস্থ ভিজিয়ানা গ্রামের একটী কোম্পানী উক্তপদার্থের খরিদ্দার খুঁজিতেছেন।

(I. T J. ঐ)

অভ্র।

(আর—১১০) দক্ষিণভারতস্থ গুণ্টুর নামক স্থানের একটি কোম্পানী সর্ব্বপ্রকার অভ্রের খরিদদার খুঁজিতেছে। [Size Mica, Mica Films, Block Mica, Mica Waste, Micanite Shuts, Segments and con densers.)

(I. T. J. ঐ)

প্রাকৃতীক নীল।

(আর—১১১) বোম্বায়ের একটি কোম্পানী যাঁহারা প্রাকৃতিক নীল সরবরাহ করিতে পারেন তাঁহাদিগের অন্বেষণ করিতেছেন।

(I. T. J. ঐ)

———

সানলাইফ এ্যাস্যুরেন্স কোম্পানী

এই কোম্পানী সম্প্রতি লণ্ডনে এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সেইখানে তাঁহাদের আপিশ স্থাপন করিয়াছেন। অতঃপর গ্রেট ব্রিটেনের কার্য্যাদি পরিচালনা করার হেড্ কোয়ার্টার এইখানেই স্থাপিত হইল।

৩৫ বৎসর পূর্ব্বে জনৈক কর্ম্মচারী লণ্ডনের একটী ক্ষুদ্র কক্ষে সান্‌লাইফের এজেন্সি নিয়া কার্য্যারম্ভ করেন; তখন হয়ত কেহ ইহার অস্তিত্বই লক্ষ্য করে নাই এবং অনেক অতিবুদ্ধি সাবধানীর দল হয়ত ইহার অকাল মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন; কারণ হাজার হাজার বিলাতী ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর সহিত টক্কর দিয়া স্বদেশ প্রেমিক ইংরাজদের মধ্যে বিদেশী কোম্পানীর কাজ করা কম দুঃসাহসিকতার কাজ নহে; কিন্তু "যার কর্ম্ম তার সাজে অন্য লোকের লাঠী বাজে।" যাহা তোমার আমার পক্ষে অসম্ভব প্রকৃত কর্ম্মী তাহা হেলায় সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ব্যবসায়ে লোক মানোনয়নই তাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। সুরুতে এইরূপ এক অক্লান্ত কর্ম্মী অর্গ্যানাইজার পেয়ে ছিলেন বলে তাই সান্‌লাইফের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ আজ এই সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছেন।

লণ্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে এই অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা সর্ব্বসমেত দশতালা; ৩ তালা মাটীর নীচে অবস্থিত এবং ৭ তালা মাটীর উপর। আগুণের ভয় নিবারণের জন্য সমগ্র বাটীটাতে একটুও কাঠ ব্যবহার করা হয় নাই। সর্ব্বত্রই ষ্টীল্ ব্যবহার করা হইয়াছে। পাটীশন দেওয়াল সব Fire Brick দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে যাহাতে বাহিরের গোলমাল শোনা না যায়। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্য একমাত্র মর্ম্মর প্রস্তর ব্যতীত আর সমুদয় দ্রব্য ইংলণ্ড হইতেই কেনা হইয়াছে। এই বিবেচনায় জন্য ইংলণ্ডের লোকেরাও খুব খুসী হইয়াছে; কারণ তাহাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইল যে ইংলণ্ডের লোকদের কাছ থেকে প্রিমিয়াম হিসাবে যে টাকা সান্‌লাইফ

নিতেছে তাহার Investmentও ইংলণ্ডেই করিতেছে; এমন কি এত বড় যে একটা প্রাসাদোপম অট্টালিকা করিল তাহার সমুদয় মাল মসলা ইংলণ্ড হইতে কিনিয়াছে অন্য কোনও দেশ হইতে কেনে নাই—এমন কি ক্যানাডা থেকেও নয়।

এই ঘটনা থেকে আমাদের ইন্‌সিওরেন্স কর্ত্তৃপক্ষ এবং ইনসিওরকারী জন সাধারণকে দুইটী জিনিষ ভাবিয়া দেখিতে বলি। সর্ব্বাগ্রে ইন্‌সিওরেন্স কর্ত্তৃপক্ষীয় দিগের কথা বলি।

পরাধীনতার সর্ব্বাপেক্ষা বিষময় ফল ভীরুতা এবং কাপুরুষতা। সব বিষয়েই আমাদের outlook বা মনো ভাব ছোট হইয়া গিয়াছে। গুজরাটীরা যাহাকে "ভরোছা" বলে, উর্দ্দুতে যাকে "পরোয়া" বলে তাহা আমরা একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাই শামুকের মত ধীর মন্থর গতিতে ভয়ে ভয়ে চলিতেছি এবং সর্ব্বদা শুঁড় দুইটী বাহিরে রেখে দিইছি, যদি কোথায়ও কোন বিপদের আভাষ পাওয়া যায়। এই মন্থর গতি এবং শঙ্কিত প্রাণের জন্য শামুক চিরকালই সকল জীবন্ত প্রাণীর পিছনেই পড়িয়া থাকে এবং অকালে তাহার শুষ্ক খোলার মধ্যেই প্রাণ হারায়।

ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, ক্যানাডা, নিউইয়র্ক, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড প্রভৃতি পৃথিবীর নানা দেশের লোক এদেশে বীমা কোম্পানীর শাখা স্থাপন করতঃ প্রিমিয়ামের আকারে কোটী কোটী টাকা নিয়া যাইতেছে, আর আমরা শামুকের নীতি এবং গতি অবলম্বন করত ভারতবর্ষের সীমা-রেখাই অতিক্রম করিতে সাহসী হইলাম না। স্বামিজীর বর্ণিত আইরিশ "প্যাটের" ন্যায় আমাদের ভয় ভয় চাউনী এবং আড়ষ্ট পদবিক্ষেপ আজিও গেল না; তাই ইউরোপ, আমেরিকাত দূরের কথা নিজেদের মহাদেশ এশিয়া খণ্ডেই আমরা আজিও আমাদের ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীগুলির কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলাম না—এমন কি একটা এজেন্সিও স্থাপন করিতে পারি নাই। ইহাপেক্ষা লজ্জা ও অপটুতার কথা আমিত ধারণাই করিতে পারি না।

বাঙ্গালীর প্রতিভা আছে, সৃজনশক্তি আছে এবং পরিশ্রম করার ক্ষমতাও আছে। যেখানেই সুযোগ এবং সুবিধা পাইয়াছে বাঙ্গালী সেইখানেই তাহার এই সকল গুণের পরিচয় দিয়া সকলের উপরে উঠিয়াছে। গত শতাব্দীতে বাঙ্গালার বাহিরে যাইয়া যে সকল বাঙ্গালী জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই সেই সেই দেশে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। জয়পুরের সংসার সেন, কাশ্মীরের নীলাম্বর মুখুয্যে, পাঞ্জাবের প্রতুল চাটুয্যে, এলাহাবাদের সতীশ বাঁড়ুয্যে প্রভৃতির নাম ভারতবর্ষের সকলেই জানেন। ইঁহারা সকলেই বাংলার বাহিরে যাইয়া জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। ঘরের মধ্যে যে অর্গল বদ্ধ হইয়া বাস করিতে চাহিবে, সে হয়ত বাঁচিতে পারে, কিন্তু Hot house plant বা কাচের ঘরে রক্ষিত গাছের ন্যায় তাহার দেহে জীবনের কোনও লক্ষণ দেখা যাইবে না এবং জগতের কোন বড় কাজও তাহার দ্বারা হইবে না। শামুকের জীবন পরিহার করতঃ বিদেশীরা যেমন হাজার হাজার মাইল দূরে অজানিত অপরিচিত দেশে যাইয়া অর্থ আহরণ করতঃ আপনাদিগকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে তোমরাও তেমনি পৃথিবীর নানা দেশে ছড়াইয়া পড়—এবং উর্ণনাভ যেমন চারিদিকে লতাতন্তু বিস্তার করতঃ আপনার আহারান্বেষণে ব্যাপৃত থাকে তেমনি তোমরাও কেন্দ্রে বসিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র সূত্র বিস্তার করিতে থাক; দেখিবে অচিরে

এক বৃহত্তর বাঙ্গালা দেশ গড়িয়া উঠিবে। অতীত ইতিহাসে বঙ্গদেশ তখনই বড় হইয়াছিল, যখন তাহার সন্তানেরা সপ্তসমুদ্র পাড়ি দিয়া দেশ বিদেশে আপনাদের শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম্ম এবং পণ্য বিস্তার করিয়া আসিয়াছিল। আর আজ সেই অতীত কাহিনীর গীত গাহিয়া গাহিয়া আমাদের ছেলেরা জনপথ যতই শুধু মুখরিত করিয়া বেড়াইতেছে কাজ ততই কমিয়া যাইতেছে।

ছেলেরা যখন গাহিয়া যায়—

একদা যাহার বিজয় সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত
ভ্রমিল ভারত সাগর ময়;
সন্তান যার তীব্বত চীন
জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তুই কি না মাগো! তাদের জননী
তুই কি না মাগো! তাদেরি দেশ!

তখন মনে হয় হায়! কতকাল আর এ কাহিনী শুধু কথাতেই শেষ হইবে। কবে আবার এই সত্য জীবন্ত জাগ্রত হইয়া দেখা দিবে!

এইবার বীমাকারীদের কথা বলিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ট্রাফালগার স্কোয়ারে এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে যা কিছু মালমশলা লাগিয়াছিল এক মর্ম্মর প্রস্তর ব্যতীত সে সমুদয় ইংলণ্ড হইতেই কেনা হইয়াছে। মর্ম্মর প্রস্তর ইংলণ্ডে জন্মে না বলিয়াই এই উপাদানটি অন্য দেশ হইতে কেনা হইয়াছে। কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার এই সংবাদটুকু ইংলণ্ডের জনসাধারণের নিকট ঢাক পিটাইয়া জানাইয়া দিয়াছেন—

"I am delighted to tell you that the building contains nothing except marble, which is not British made."

এই সংবাদটি সাধারণকে জানাইয়া দিবার মূল তাৎপর্য্য এই যে তোমরা জান যে তোমাদের দেশ থেকে প্রিমিয়াম বাবদ যে টাকাটা আমরা পাচ্ছি, তা আবার তোমাদের দেশেই খাটাচ্ছি—Investment যখন তোমাদের দেশেই করাচ্ছি তখন বীমার ষোল আনা লাভও তোমাদের দেশের লোকেরাই পাচ্ছে। এমন কি এই যে একটা প্রাসাদ বাড়ী তৈরী ক'ল্লাম এর ইট চুণ, কড়ি বরগা সব মাল মসলাও তোমাদের দেশ থেকে তোমাদের কারীগরদের তৈরী সব জিনিষই কিনেছি; জার্ম্মানী, বেলজিয়াম,এমন কি আমাদের নিজের দেশ কানাডাতেও একটি পয়সা দিই নি। অথচ অন্যান্য দেশ থেকে দর যাচাই ক'রে যদি মাল মসলা কিন্‌তাম তা হ'লে অনেক কম টাকায় হয়ত সব পেতাম; কিন্তু তোমাদের দেশ থেকে যখন প্রিমিয়াম নিচ্ছি—তখন তার ষোল আনা সুবিধা তোমাদেরই দিচ্ছি—এই সংবাদ জেনে সে দেশের লোক এই বীমা কোম্পানীর প্রতি আকৃষ্ট না হ'য়ে পারে না।

এইবার আমাদের দেশের বীমাকারীদের মনোভাব একবার ভাবিয়া দেখি। এই যে কোটি কোটি টাকার প্রিমিয়াম বিদেশী কোম্পানীর হাতে আমরা তুলিয়া দিতেছি—এর একটি পয়সাও কি আমাদের দেশের শিল্প বাণিজ্য গঠনের সহায়তা করিতেছে?—বরং ঠিক তাহার উলটা ফল প্রসব করিতেছে। এই টাকা সব বিদেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসারে খাটিতেছে এবং তাহারা এই টাকার বলে নানাবিধ শিল্প সামগ্রী প্রস্তুত করতঃ আমাদের বাজারে আনিয়া পুনরায় একদফা টাকা লুণ্ঠন করিয়া যাইতেছে। এইরূপ

শাঁকের করাতের ন্যায় দুই দিক দিয়াই তাহারা কাটিতেছে—এবং আমাদের শিল নোড়া দিয়া আমাদেরই দাঁত ভাঙ্গিতেছে।

বাঙ্গালীকে ভারতের লোক খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী বলে; কিন্তু তাহাদের বুদ্ধি বিবেচনা কি এক কালেই লোপ হইয়া গেল? কেবল শূন্যগর্ভ চীৎকারে সকল শক্তি ক্ষয় না করিয়া একবার গঠন মূলক কাজে হে স্বাধীনতা কামী বাঙ্গালী যুবক! একবার আত্মনিয়োগ কর। বাংলার প্রত্যেক সহরে প্রত্যেক কেন্দ্রে এই রব তুলিয়া দাও যে অন্ততঃ বীমা করিতে হইলে যে কোম্পানী বাংলাদেশে প্রিমিয়মের টাকা না খাটাইবে আমরা সেখানে বীমা করিব না। হিন্দুস্থান, ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স, ইউনিক, লাইট অফ্ এসিয়া প্রভৃতি কত ভাল ভাল বাঙ্গালী কোম্পানী গড়িয়া উঠিয়াছে তোমরা কি আজিও চক্ষু থাকিতে অন্ধ হইয়া থাকিবে এবং বাঙ্গালীর অনুষ্ঠান গুলিকে খর্ব্ব, পঙ্গু এবং খাটো করিয়া অবাঙ্গালী এবং বিদেশী কোম্পানী গুলিকে বড় করিয়া তুলিবে?—বড় গলা করিয়া "বিশ্বের" কথা জনসমাজে বলিতে যাইয়া জগতের সম্মুখে আর হাস্যাস্পদ হইও না যে দেশের শিক্ষিত যুবকগণ বি, এ, এম, এ পাশ করিয়া ২০।২৫ টাকার বেতনের জন্য দ্বারে দ্বারে দরখাস্ত হাতে করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, যে দেশের উকীল বাহিনী সন্ধ্যার পরে মাড়োয়ারীর গদিতে বসিয়া ১৫টাকা মাহিয়ানায় শুষ্ক মুখে "উকীলের চিঠি" লিখিয়া দিয়া দিন গুজরান করে, তারা যখন সভা সমিতিতে দাঁড়াইয়া "বিশ্বের" কথা এবং "বিশ্বপ্রেমের" বার্ত্তা বড় গলায় বক্তৃতা করে তখন জগতের লোক মুখে কাপড় দিয়া হাসে। আমরা ঘরে যত নিঃস্ব হইতেছি বাইরে তত বড় গলায় "বিশ্বের" কথা বলিতেছি।

এখনও চোখ মেলিয়া দেখ, বাংলায় যে বিরাট বেকার বাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে, বাঙ্গালী বীমা কোম্পানী গুলি যদি ইহাদিগকে দলবদ্ধ করিয়া organise করিতে পারেন তবে বাংলাদেশের বীমা ইতিহাসে এক যুগান্তর আনয়ন করিতে পারেন। হিন্দুস্থানের অদ্ভুত কর্ম্মী নলিনী রঞ্জন এবং সুরেন ঠাকুর, ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সের কর্ণধার জ্যোতিষ দাস, এবং ইউনিকের করুণাকর যদি একবার এই বিষয়টা ভাবিয়া দেখেন এবং এই গঠন মূলক কাজে হাত দেন তবে বাংলায় এক যুগান্তর আনিতে পারেন।

ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী

মহাশয়—

আপনাদের ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকার আমরা গ্রাহক; আমরা আপনাদের ডাইরেক্টরী দেখিয়া আমাদের এই স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নাম ধামাদি পাঠাইলাম। পরে অন্যস্থানের ব্যবসায়ীদের নাম পাঠাইব।

আরারিয়া—জেলা পূর্ণিয়া

১। ষ্টেসনারস্ ও অয়েলম্যান্ ষ্টোরস্

১। কে, সি, সিং এণ্ড ব্রাদার্স।
২। এইচ, পি, দাস গুপ্ত এণ্ড কোং।
৩। এস, সি, দাস গুপ্ত এণ্ড কোং।
৪। ভক্তি ভুষণ, শক্তি ভুষণ দাস এণ্ড কোং।
৫। মহম্মদ ইদ্রিস।
৬। মহম্মদ ইব্রাহিম মসিহর রহমান।

২। মুদিখানা ও বেনেতি মসলার দোকান

১। সতীশ চন্দ্র দাস এণ্ড কোং।
২। ভক্তি ভুষণ, শক্তি ভুষণ দাস এণ্ড ব্রাদার্স।
৩। বৈজ নাথ ভকত্।
৪। রাম জীবিত যদু নন্দন রাম ভকত।
৫। মুন্নালাল লছমন প্রসাদ।
৬। হনুমান ভকত।

———

৩। বিলাতী ও দেশী কাপড়ের দোকান

১। ছোগমল উদয় চন্দ।
২। পৃথ্বীরাজ।
৩। বৈজনাথ প্রসাদ ভকত।
৪। রঙ্গলাল মদন চন্দ।
৫। ভগবান দেয়াল রাজ কুমার।

———

৪। লোহা, কড়াই, বালটী বিক্রেতা

১। কে, সি, সিং এণ্ড ব্রাদার্স।
২। হনুমান ভকত।
৩। যদুনন্দ রাম রাম জীবিত রাম ভকত।

———

৫। কারবাইড ও কারল্যাম্পডিলার

১। কে, সি, সিং এণ্ড ব্রাদাস

———

৬। পাট খরিদ বিক্রেতা ও আড়ত দার

১। ছোগমল উদয় চন্দ
২। দেউকী ভকত্।

———

৭। সাইকেল বিক্রেতা

১। মৌলভী এক্রামুল হক্।
২। সগম লাল।

৮। পেটেন্ট ঔষধ বিক্রেতা

১। সরবন রাম ভকত।

———

৯। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার

১। মৌলভী একরামুল হক্

২। ডাক্তার শিব চন্দ্র সিংহ এইচ এম্ বি (পাটনা)

১০। হালুইকরের দোকান

১। সতীশ চন্দ্র নাগ।

২। রাম প্রসাদ।

১১। স্বর্ণকার।

১। গঙ্গাধর রাম রাম সরূপ রাম

১২। লোকাল বোর্ড কণ্ট্রাকটর

১। নিবারণ চন্দ্র ঘোষ (ওরফে ছোট চাচা ও বড় চাচা দুই ভাই)

২। বিলট মিস্ত্রি।

---

১৩ ডি ষ্ট্রবোর্ড কণ্ট্রাকটর

১। যোগেশচন্দ্র দে বক্সী

২। দ্বিজ পদ মুখার্জ্জী

১৪। খদ্দর কাপড় ও দেশী মিলের

কাপড় বিক্রেতা

১। এইচ, পি, দাস গুপ্ত এণ্ড কোং।

২। দেশবন্ধু আশ্রম।

এখানে ২টী মোটর কোম্পানী আছে যাহার মধ্যে ১টীর হেড্ কোয়াটার রাণীগঞ্জ, আরারিয়া বাজার হইতে ৬ ক্রোশ পশ্চিমে ও মদনপুর এখান হইতে ৩ ক্রোশ পূর্ব্বে। এখানে ২টী রেল ষ্টেসন আছে একটী আরারিয়া কোর্ট ও অপরটী আরারিয়া। আরারিয়া কোর্ট হইতে উক্ত বাজার ১৷৷০ মাইল ও আরারিয়া হইতে তিন মাইল; এখানে পূর্ণীয়া জেলার ৯টী মহকুমা। আরারিয়া কোর্ট ষ্টেসনে ট্রেণ টাইমে গাড়ি ও মটর বাস পাওয়া যায়; এখানে পাট, ধান ও সরিসার ব্যবসার স্থল; তাহার মধ্যে পাটেরই চলন বেশী।

নিবেদন ইতি

কে, সি, সিংহ এণ্ড ব্রাদার্স

গ্রাহক নং ৪০৪৯

তেলের কলের ডাইরেক্টরী

এবার আমরা কলিকাতা ও তাহার বাইরে যে সকল তেলের কল আছে তাহার নাম ধামাদি প্রকাশ করিলাম। যাঁহারা কল হইতে তেল কিনিতে চান অথবা এই সকল কলে সরিষা, তিষি, রেড়ী, মহুয়া ইত্যাদি তৈলবীজ সরবরাহ করিতে চান তাঁহারা বরাবর এই সকল কলে নমুনা পাঠাইয়া দিয়া দর যাচাই করতঃ সরাসরি কারবার সুরু করিতে পারেন। অনেক সময় ব্যবসায়ীগণ আমাদিগকে তৈলবীজ বেচিয়া দিতে বলেন। আমরা দালাল দের কাছে যখন সেই সব বীজের নমুনা পাঠাই তখন তাহারা ২৪ ঘর যাচাই করিয়া দর জানায়; কিন্তু মফঃস্বলের লোকেরা যদি নিজে এই সকল কলে নমুনা পাঠাইয়া দর যাচাই করেন তবে ফল হয়ত আরও ভাল হইতে পারে। মনে রাখিবেন যে তৈল বীজ আড়ত দারেই কিনুক আর দালালেই কিনুক সকলকেই এই সমুদয় কলেই তাহা বেচিতে হইবে। সুতরাং একেবারে যাহারা আসল খরিদদার তাহাদের নামধামাদি জানা থাকিলে পরিশ্রমী ব্যবসায়ী নিশ্চয়ই সুবিধাজনক দরে মাল বেচিতে পারিবেন। এই আশাতেই আমরা কল ওয়ালাদের নাম ধামাদি এবার প্রকাশ করিলাম।

OIL MILLS

BENGAL :—

Bama Pada Ghosh & Sons oil mill and Cast Iron Foundry.
Post office—Simla, Ry. Stn—Sealdah.
Str. Ghat—Tagannath Ghat Calcutta.
Barik Iron Foundry, & mustard oil mili,
Manicktola Calcutta.

Barishal National oil mill co. Ltd
Post office, Str Ghat & Regtd
Office—Nalchiti. Dist –Backergunge
Bohary Lall & Lal mohan Sadkhan's mills.

Halsi Bagan, Upper Circular
Road. Calcutta.
Berhampore Oil Mills Ltd.
Tel office and Str Ghat, Khagra.
Ry Stn Kassimbazar.
Regtd office—Berhampore
Dist—Mursidabad
British India Oil mils—

Garden Reach, Calcutta,
Office—51, Ezzra St. Calcutta
Calcutta oil and cake Mills co, Ld,
Regtd office 8, clive Row,
Caloutta, Mills at Ramkristopnr
Howrah

Caledonian oil mill—
Regtd office—Belliaghata, Ry Stn
Sealdah.

Chandpore oil Mills Co –
Post & Tel offiee, Puranbazar
Ry Stn, Chandpur ; Str Ghat
Chandpur. Bazar Ghat.
Dist Tippera.

Choo'ney Lall Seal's Oil Mill
18-A, Goabagan St. Calcutta.
Deb Narayrn Bysack & sons oil Mills.

236, Upper circuler Rod. Calcutta
Eastern Bengal oil Mills—
Post, Tel office Str Ghat & Reg offiice, Jhalakati, Dist, Barisal
Eastern oil Products, Ld
Regtd office -8, Clive Row
(Calcntta)

Flour, oil & Ricc mills—
Post. Tel office and Ry Stn
Raniganj, E, I. Ry. Dist, Burdwan.
Calcutta office—Baldeodas
Bisseswarlal, 71, Burtolla St.
Gouripur co, Ld—
Regtd office—5, Lyons Range
Calcutta Factory Naihati, E. B.
Ry, 24 Perghs

Halsibagan Roller,—Flour &
Oil mills—
Regtd dffice, 41, Simla Rd
office Halsibagan calcutta.

Hairau & Gopiran Mustard oil mills
Post & Tec office, Simla, Rl, Stn.
Howarh.

Howrah Oil mills co Ld—

Regtd office 8, Clive Row, calcutta mills, Ramkristopore.

Hurgobind Rai Muthardas oil and
Rice mills—

Post, Tel office and Ry. Stn,

Dubrajpur, Dist—Birbhum, E. I. Ry

Hd. Office 70, Cotton, St, Cal.

Indian oil Products co –

Factory 46-6 Canal East Rd.

Narcoldanga, Calcutta

Ishwar Chundra Ghos's Mills—

138, Uupper circular Rd, Halsibagan
Calcutta.

Kally coomar Sadkhan's mills—
Ultadanga, Calcutta
Lolit Mohon Seal and sons' Oil Mills—
Post Narikeldanga, Calcutta
Office and Mill—135-1, Manicktola main Rd Calcutta,
Sale Bhai's Mustard oil Mill.
158-59, Upper circular Rd.
Hd. Office 18 Amratola lane, Calcutta,
Marwari flour and oil mill—
Burdwan Town. Dt, Burdwan.
Mohesh chandra Barick's oil mills—
Hd Office 101, Manicktolla St.
Mills—114, Manicktollah st, Cal.
Mohesh chandra Sadhkhan's Mill—
Kalighat, Calcutta, Regtd office Alipore
Naup chand Mangni Ram Oil Mill
Post, Tel office and Ry stn.
Sitarampur, E. I. Ry.
Nag's mill—114-5 Manicktollah St, Calcutta
Paul chaudhury's mustard oil Mills
175, Benares Rd, Howrah
Regtd. offics 244—2 Upper Circular Rd. Calcutta.
Ramdayal Dey & Sons oil mill
Office 52-12 canal West Rd, Cal,
Salkea Oil Mill 64 Harrogunge Rd Salkea Howrah.
Sarat Banerjee's mill Office & mills
115, Upper Chitpore Rd, Cal.
Singha's Castor oil Factory—
Alambasar, 24. Pergs.
Standard oil Co of New York,
6 church lane, calcutta.
Tincoury Sadkhan & Choonilall Sadkhan's Mills—
Nandan Bagan Rd, Calcutta.
Uma Charan Sadkhan's Oil Mill—
Salkea, Howrah. Regtd Offics—93, Hurroganj Rd. Salkea.

ASSAM.

1. Assam oil Co, Ld—
Petroleum Wells and Refinery,
Digboi. Hd—Qurs, Digboi,
Lakhimpur, Upper Assam.

2. Chaparmukh Rice & Oil mills Co—
Chaparmukh, Assam

3. Gabindodas Chunilall oil mill Co—
Post and Tel office, Karimgunge Bazar, Dt.—Sylhet, Ry. stn. and Str. Ghat Karimgunge.
Sawairam Hardutroy, P: O: Gauhati Assam.

4. Lakhimpur oil mills—
Post and Tel Office, Rehabari, Dibruga

5. Surma Valley Saw & oil mills Ltd.
Bhanga Bazar, Sylhet.

6. Udoyram Ghonosyam Das, Sibsagar oil mills—
Post. Tel office and Ry Stn Torhat St. Ghat, Kokilamukh, Dist. Sibsagar

BIHAR AND ORISSA.

1. Aryan mills
Post and Tel office, Dinapore:
Ry, Stn, and Str. Ghat Digoaghat, Dist. Patna. Regtd office Dinapore.
2. Bankipore oil and Aeraated Water Factory—
Chhajjobagh, Bankipore.
3. Patna flour and oil mills—
Manfctrs of mustard and til oil Etc.
P. O. Begampur, Patna.
4. Shree mahabirjee rice and oil Mills—
Regtd office Durhoanga.
5. Sree Mohon Pannalal Rice and oil mills—
Post Office and Ry Stn. Bhagalpur
Regtd office Naya Bazar Bhagalpur
6. Victoria Mills Co.—
Post and Tel office. Bhagalpur city
Ry Stn and St ghat Bhagalpur.
7. Vishwakarma oil mills, flour mills, Pul se. mills, Iron works and foundries,
P. O. Digaghat, Dist. Patna.

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

৮ম বর্ষ } পৌষ ১৩৩৫ { ৯ম সংখ্যা

আমাদের ব্যবসা পদ্ধতি।

বর্ত্তমান ভারতে আমরা শুধু জার্ম্মাণী, জাপান, ইংলণ্ড, এবং আমেরিকা প্রভৃতি স্থান হইতে বিদেশী জিনিষ আমদানী করিয়া ভারতের সর্ব্বস্থানে দেশীয় সংবাদ পত্রে বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়া, এজেন্ট এবং ক্যানভাসার নিযুক্ত করিয়া—জিনিষ কাট্তির ব্যবস্থা করি। উপরন্তু যাহাতে এই সকল মাল ভারতে আর কেহ আমদানি করিতে না পারে তাহার জন্য একেবারে সমগ্র ভারতের জন্য সোল এজেন্ট (Sole Agent for India) হইয়া বসি এবং পুরুষানুক্রমে এই কাজ করিয়া বিদেশী জিনিষ যাহাতে ভারতের সকল স্থানে কাট্তি করিতে পারি তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি এবং কাট্তি করিতে পারিলেই ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিন্ত হই। ইহাতে দেশবাসীও মনে করে অমুকে অমুক Companyর এজেন্ট হইয়া জীবনে বেশ উন্নতি করিয়াছে, পুরুষানুক্রমে ঐ কাজ করিয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু হায়! ইহাতে সেই জিনিষগুলি এদেশে চিরদিনের জন্য স্থান পাইয়া ভারতের অর্থ শোষণ করিতে লাগিল, ইহাতে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই, এই ত আমাদের ব্যবসা।

বিদেশী বণিক ভারতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ, নানাবিধ পেটেন্ট ঔষধ, কল, কব্জা, চিনামাটির জিনিষ, কাঁচের জিনিষ এবং সিগারেট প্রভৃতি নানাবিধ সৌখীন জিনিষ শোল আনা মুনাফায় বিক্রয় করিয়া তাহাদের ইচ্ছামত ব্যবসা করিতেছে—আর আমরা দেশে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছি। বিদেশ হইতে জিনিষ আমদানি

করিয়া দেশবাসীর নিকট বিক্রয় করাই হইল আমাদের ব্যবসা। বিদেশী তাহাদের শোলআনা মুনাফা বজায় রাখিয়া জিনিষের উপর যে দর ঠিক করিয়া দেয় তাহাই হইল তাহাদের খাঁটি দর। তাহার কম বেশী করিবার আমাদের কোনও ক্ষমতা নাই, ইহার উপর যাহা বিক্রয় করিতে পারি তাহাই হইল আমাদের লাভ বা তাহারা যাহা কমিশন ঠিক করিয়া দেয় তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য। এই আমাদের ব্যবসা।

বিদেশী যখন আমাদের নিকট হইতে আমাদের দেশীয় দ্রব্য ক্রয় করে তখন আমাদের কোন দর নাই; বিদেশী Company যে দরে খরিদ করিতে চাহিবে সেই দরেই আমাদের বিক্রয় করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের লাভ হউক ভাল, লোকশান হউক ক্ষতি নাই। Companyর আফিসে যে দর হইল তাহাই আমাদের দর, আমাদের তাহাদের দর মতই সব মাল বিদেশে রপ্তানী করিতে হইবে।

বিদেশের দশ রকম জিনিষ তাহাদের দর মত আমদানী করিয়া দেশে বিক্রয় করা আর দেশের জিনিষ দশ গ্রাম ঘুরিয়া একত্র করিয়া নিয়া তাহাদের দর মত তাহাদের নিকট বিক্রয় করিয়া বিদেশে রপ্তানী করা এই ত ভারতের ব্যবসা। ইহাতে যে আমাদের কি ক্ষতি, তাহা ভারতবাসী বুঝিবে কি? তাহারা তাহাদের ইচ্ছামত দরে জিনিষ বিক্রয় করিবে—আমরা তাহাদের দর মত খরিদ করিব—কিন্তু আমাদের দেশের জিনিষ তাহারা আমাদের দর মত ক্রয় করিবে না কেন? ইহার কারণ কি?

অনেকে হয়ত বলিতে পারেন ভারতে অর্থের অভাব—কিন্তু তাহার মীমাংসা হইল এই যে দশ জন মিলিয়া কাজ করিলে আজও ভারতে অর্থের অভাব হয় না; ইহাতে বুঝাযায় ভারতে অর্থের অভাব নাই, অভাব শুধু একতার। শুধু একতা না থাকাই ইহার মূল কারণ। আমি যদি ষোল আনা লাভ হাতে রাখিয়া জিনিষ বিক্রয় করিতে চাহিলাম তাহাতে দর চাহিলাম ৭৲টাকা; আপনি হয়ত দেখিবেন আমি ৭৲ টাকায় এক টাকা লাভ করিতেছি, আপনি তাহা সহ্য করিতে পারিবেন না, আপনি হয়ত ৬৷৹ টাকা দরে তাহাকে দিতে চাহিবেন। কাজেই আর ষোল আনা ব্যবসা হইল না, নিজেদের দরও ঠিক রাখিতে পারিলাম না, কাজেই তাহারা তাহাদের পরতা বুঝিয়া যে দর ঠিক করিয়া দেয় আমরাও সেই দরই মানিয়া আমাদের লাভ হউক—লোকসান হউক—তাহাদের দর মতই দিয়া আসি। আমাদের একতা অভাবেই এই দশা। আমি ৭৲ টাকা দরে বিক্রয় করিতে চাহিলে, আপনারও ঐ দর দেওয়া উচিৎ। সকলে একদর চাহিলে সেও ঐ দরে নিতে বাধ্য হয়।

তার পর দেখা উচিত যে আমরা ৭৲ দরে যে জিনিষ বিক্রয় করিতেছি, সেই জিনিষ তাহারা হয়ত অন্য কোনও দেশ হইতে আমাদের দর অপেক্ষা কম দরে পাইয়া সেখান হইতে ক্রয় করিতেছে, তখন আমাদের সেই দেশের দর অনুযায়ী বা তাহার অপেক্ষা কিছু কম দরে দিবার জন্য সকলে মিলিয়া চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলেই সে তখন আমাদের দর মত জিনিষ কিনিতে বাধ্য হইবে। তখন আর তাহাদের ইচ্ছামত দরে জিনিষ বিক্রয় করিতে হইবে না। তখন আমরাও যেমন তাহাদের দর মত জিনিষ আমদানী করি, তাহারা তেমন আমাদের দরমত জিনিষ কিনিতে বাধ্য হইবে। তখন আমরাও বিদেশী বণিকের মত স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতে পারিব।

হায় আমাদের ভারতে একতা স্থাপন হইবে কি?

ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ তালুকদার।

কৃষি ও কৃষক

(১)

বাংলা দেশের দুরবস্থার চিত্র প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে ছাইয়া ফেলিতেছে। নিজের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের দুরবস্থার কথা যদি আমরা বুঝিতে না পারি, তবে কে আসিয়া তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবে? যদি আমরা কৃষির উন্নতির দিকে মন না দেই, যদি আমরা বিলাসিতায় মগ্ন হই, পরের দাসত্বে দিন কাটাই, তবে কেমন করে আমাদের দেশের কৃষির উন্নতি হইবে। পূর্ব্বে যে যে স্থানে বাঙ্গালী ব্যবসা করিত, সেই স্থানে এখন ইউরোপিয়ান ও পশ্চিমাঞ্চলের লোক আসিয়া ব্যবসা করিতেছে।

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় দৈনিক আনন্দ বাজারে লিখিয়াছেন—"১৮৭০ সালে যখন আমি কলিকাতায় প্রথম বিদ্যাভ্যাসের জন্য আসি, তখন যাবতীয় গয়লা বাঙ্গালী ছিল। কিন্তু আজ কলিকাতা ও সহরতলীতে একটী ও বাঙ্গালী গয়লা নাই বলিলে অত্যুক্ত হয় না। সহরের কথা দূরে থাকুক, দম্ দমা, বালী গঞ্জের চারি ধারে, ইটালী ও কড়েয়ার পূর্ব্ব দিকে যান, দেখিবেন হিন্দুস্থানী গোয়ালারা শত শত দুগ্ধবতী গাভী পালন করিতেছে।...আমার মনে হয় এই গোয়ালারা মাসে অন্যূন ২০০,২৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করে। কিন্তু এই গোয়ালারা সকলেই পশ্চিমা।"

আচার্য্য রায়ের এই লেখা হইতে বুঝা যায় যে বাঙ্গালী দিন দিন বিলাসী হইয়া পড়িতেছে। তাহারা পরের দাসত্বই ভাল বাসে।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"
তদৰ্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি।
তদৰ্দ্ধং রাজ সেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ॥

কৃষি শিল্প ব্যবসা ও বাণিজ্য ভিন্ন বড় হওয়া যায় না। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই শ্লোকের প্রমাণ হাতে হাতে রহিয়াছে। ইংরাজেরা বাণিজ্য করিতে প্রথমে এ দেশে আসিয়াছিল কিন্তু এখন ইংরাজ ভারতের সম্রাট।

বাণিজ্যে যাহা পাওয়া যায় তাহার অর্দ্ধেক কৃষিতে পাওয়া যায়; কিন্তু অনেক ভদ্রলোক কৃষি কর্ম্ম করিতে অপমান বোধ করেন। তাঁহারা মনে করেন কৃষি কর্ম্ম কৃষকের জন্য আর তাঁদের জন্য গোলামী।

যে কৃষি দেশের কোটী কোটী লোকের প্রাণ রক্ষা করিতেছে তাহা কি কখন তুচ্ছ হইতে পারে? কৃষি প্রধান দেশ ভারত বর্ষ এখানে কৃষি আমাদের রাজা, কৃষি আমাদের প্রাণ।

(২)

আমাদের দেশে অনেক পতিত জমি আছে। এই পতিত জমি গুলি যদি আমরা কৃষি কর্ম্মের

উপযোগী করিয়া লইতে পারি---তাহাতে যদি আমরা নিজের তত্বাবধানে কৃষি কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করি, তবে আমরা অল্প দিনে বুঝিতে পারিব কৃষিতে কি পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন হয়।

তখন ভাবিব কেন এমন সহজ পথ ছাড়িয়া পরের গোলামী করিতে গিয়াছিলাম।

যদি আমরা কৃষি কর্ম্মে পরিশ্রম করি তবে স্বল্পবেতনের চাকুরী অপেক্ষা বেশী টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিব।

পূর্ব্বে গৃহলক্ষ্মীগণ তাঁহাদের প্রাঙ্গণে স্ব-হস্তে নানারূপ শাক সব্জী বপণ করিতেন। কোন গৃহস্থ তখন পয়সা দিয়া প্রায় তরিতরকারী ক্রয় করিতেন না। তাঁহাদের সংসার তখন কত সুখের ছিল।

আজও সেই জমি আছে কিন্তু আগেকার সেই গৃহস্থ নাই। এখনকার গৃহস্থের চেষ্টা নাই, কর্ম্মে দৃঢ় সঙ্কল্প নাই। পূর্ব্বের সেই চেষ্টা বিলাসিতা রূপ বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে। দাসত্বের মধ্য দিয়া আমাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান চলিয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশে আসিয়া ইংরাজ অনাবাদী জমিতে চা বাগান খুলিয়াছে।

আমাদের দেশের পতিত জমি গুলিতে যদি আমরা চেষ্টা করিয়া কৃষি কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করি তবে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

কৃষি কর্ম্ম কেবল এক প্রকার করিলে চলিবে না। শাক সব্জী ধান্য প্রভৃতি সমস্ত কৃষিই করিতে হইবে।

বেগুন, আলু প্রভৃতি কৃষি ও লাভ জনক। মোট কথা সব রকম কৃষিই করিতে হইবে। যদি যত্ন করা যায় তবে নিশ্চয় রত্ন ফলিবে।

আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরাও কৃষি কার্য্যের যথেষ্ট সমাদর করিতেন। তাঁহারা স্বহস্তে হল কর্ষণ করিতেন। প্রাচীন ভারতে কৃষি বিস্তার যথেষ্ট উন্নতি ছিল।

ভারতের মাটী বিলক্ষণ উর্ব্বরা। বিদেশীরা ভারতকে পৃথিবীর উদ্যান বলিয়া বর্ণনা করিতেন।

আমাদের দেশের যে বাবুরা—কৃষি কর্ম্ম ঘৃণা করেন, তাঁহাদিগকে আমি আর্য্য ভারতের ইতিহাস পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

(৩)

ভাল বীজের উপর যেরূপ চাষের জীবন নির্ভর করে, তেমনি জমির গুণানুসারে ফসলের প্রাচুর্য্য নির্ভর করে।

ভিন্ন ভিন্ন চাষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জমি আবশ্যক। নিম্নে সংক্ষেপে তাহা লিখিলাম।

ধান—উষ্ণ জল বায়ু, নরম মাটী ও কোমল মৃত্তিকা ধানের চাষের পক্ষে সুবিধা জনক।

পাট—ধান যে স্থানে জন্মে পাটও প্রায় সেই স্থানে জন্মে। তবে পলি পড়া মাটী পাটের চাষে সুবিধা জনক।

চা—পার্ব্বত্য স্থানে যেখানে প্রচুর বৃষ্টি হয় অথচ জল জমিতে না পারে সেই রূপ স্থান চাষের পক্ষে সুবিধা জনক।

ইক্ষু—উচ্চ অথচ কোমল ও আর্দ্র সমতল ভূমি ইক্ষুর চাষের পক্ষে সুবিধা জনক।

কার্পাস—বেশী শুকনাও না ও বেশী ভিজাও না এরূপ জমি কার্পাস চাষের পক্ষে সুবিধা জনক।

যব উচ্চ অথচ নরম মাটী এবং শুষ্ক স্থানে যব জন্মে। ইহাতে প্রচুর পরিমানে বৃষ্টি আবশ্যক।

গম—যে স্থানে যব জন্মে প্রায় সেই স্থানে গম জন্মে, তবে ইহাতে বৃষ্টি বেশী আবশ্যক নাই।

ভুট্টা—শুষ্ক ও কঠিন মাটী ভুট্টার চাষের পক্ষে সুবিধা জনক।

ভাল বীজ—সব স্থানেই ভাল বীজ জন্মে।

তৈল বীজ—প্রায় সব স্থানেই তৈল বীজ জন্মে।

তামাক - সর্ব্বত্র জন্মে। তবে বঙ্গ দেশেই ইহা বেশী জন্মে।

সব্জী—সব্জীর জন্য দোয়াশ্‌লা মাটী আবশ্যক। এবং জমি উচ্চ থাকা আবশ্যক। গৃহ প্রাঙ্গণে সব্জী বিনা শ্রমে হয়।

আলু—বেলে দুয়াশ্‌লা মাটী আলুর চাষের পক্ষে সুবিধা জনক।

মূলা মূলার চাষের পক্ষে উত্তম চাষ করা দোয়াশলা মাটী সুবিধা জনক।

পিঁয়াজ—হাল্কা দোয়াশলা মাটী পিঁয়াজের চাষের পক্ষে সুবিধা জনক।

কৃষি কর্ম্ম করিতে হইলে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি জানা থাকা আবশ্যক।

(১) যে উদ্ভিদের যে প্রকার মৃত্তিকা ও জল বায়ু আবশ্যক সেই রূপ স্থানে বপন বা রোপন করিতে হয়।

(২) নিরস ভূমিতে বীজ বপন করা উচিত নয়। কারণ নিরস ভূমিতে বীজ বপন করিলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না।

(৩) বীজ ছোট হইলে তাহার উপর অল্প মাটী ও বড় হইলে বেশী মাটী চাপা দিতে হয়।

(৪) যে সকল বীজ বেশী জল বায়ু সহ্য করিতে পারে তাহাদিগকে বর্ষা কালে এবং যে সকল বীজ অধিক জল বায়ু সহ্য করিতে পারে না তাহাদিগকে শীত কালে বপন করিতে হয়।

(৫) পুরাতন বীজ পূর্ব্বে জলে ভিজাইয়া রোপণ করিতে হয়।

(৬) বীজ বপন ও চারা বপণ করিবার পূর্ব্বে জমিতে চাষ দিয়া মাটী পাট করা আবশ্যক।

(৭) জমিতে সার দেওয়া আবশ্যক। খইল গোবর ছাই— প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সার।

(৮) সার তিন বার দেওয়া আবশ্যক। প্রথম বার চারা রোপণের পূর্ব্বে। দ্বিতীয় বার চারা রোপণের সময়। শেষ বার চারা বড় হইলে।

(৯) মাঘ ও ফাল্গুন মাসে চারার চারি দিকে সার দেওয়া আবশ্যক। চারার চারি দিকে ও মূলে টাটকা গোবর সার দেওয়া উচিত নয়।

(১০) গরু ও ঘোড়ার মল বিকৃত হইলে উহাকে ফাষ মাটী বলে। ফাষ মাটী কৃষির পক্ষে একটী উত্তম সার।

(১১) নদী ও খালের ধারের জমির উৎপাদিকা শক্তি বেশী।

(১২) অনুৎপাদক জমি খনন করাইয়া তাহা পুড়াইলে উৎপাদিকা শক্তি লাভ করে।

(১৩) প্রাচীন দেওয়ালের মাটী ক্ষেতে দিলে উহার উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে।

(১৪) এক জমিতে এক প্রকার শস্য প্রতি বার জন্মাইলে ঐ জমি ঊষর হইয়া পড়ে। এজন্য জমিতে এক প্রকার শস্য রোপণ ও বপণ নিষেধ। প্রত্যেক বার কৃষির জমি বদল করিতে হয়।

(১৫) পলি পড়া মাটী কৃষির পক্ষে সুবিধা জনক।

(১৬) চারা জন্মিলে মধ্যে মধ্যে মাটী আল্গা করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

(১৭) চারার মূলের মাটী ভাল রাখিবার জন্য জল সেচন আবশ্যক।

(১৮) চারা বড় হইলে মাটী নরম রাখা আবশ্যক।

(১৯) চারা রোপণ করিবার সময় একটী হইতে অপরটী উপযুক্ত দূরে রোপণ করা আবশ্যক।

(২০) বড় গাছের চারা একটী হইতে অপরটী ১৫।২০ হাত দূরে রোপণ করিতে হয়।

(২১) যে দেশে যে গাছ জন্মে তাহা অন্য দেশে রোপণ করিতে হইলে জন্ম স্থানের মত মাটী আবশ্যক।

(২২) মাটীর সঙ্গে ইষ্টক নির্ম্মিত কোন পদার্থ থাকিলে সেই স্থান শুষ্ক থাকে। এরূপ স্থানে চারা রোপণ করা উচিত নয়।

(২৩) চারা রোপণের স্থানে যেন আগাছাদি না থাকে।

(২৪) চারার উপর যত্ন রাখা আবশ্যক।

(২৫) চারার চতুর্দ্দিকে বেড়া থাকিলে ভাল হয়।

(বারান্তরে সমাপ্য)

শ্রীসুধীর কুমার নন্দী মজুমদার।

শস্যের পূর্ব্বাভাষ

বাংলায় গম চাষের অবস্থা

(প্রথমপূর্ব্বাভাষ—১৯২৭-২৮)

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, প্রথম পূর্ব্বাভাষে হিসাবে অনেক ভুলচুক থাকে। তথাপি ইহা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য এই যে ইহা দ্বারা বর্ষশেষে গমচাষের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে পূর্ব্বাহ্নেই তাহার একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়।

বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগের হিসাব অনুযায়ী এবৎসর বাংলা দেশে ১০৭১০০ একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে। গতবৎসর সর্ব্বসম্মত ১২৯-৩০০ একর জমীতে গমের আবাদ হইয়াছিল। অবশ্য গত বর্ষে প্রকাশিত প্রথমপূর্ব্বাভাষ অনুযায়ী ১৯২৬-২৭ সালে বাংলা দেশে গমের আবাদের পরিমাণ ১২৮৭০০ একর মাত্র।

আবহাওয়া—

বর্ষার শেষভাগে অল্প অল্প বারিপাত হইয়াছিল। ইহাতে যাহারা আশু গম বপন করিয়াছিলেন তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু তাহার পর দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির ফলে ঐ সকল গাছ ভালরূপ বাড়িতে পারে নাই এবং যাঁহারা মরশুমের শেষভাগে গম বুনিয়াছিলেন তাঁহাদিগের চাষের বিশেষ অনিষ্ট হয়। বর্ত্তমানে গমের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। তবে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, রাজসাহী, বগুড়া এবং মালদহে এবৎসর ভাল চাষ হয় নাই।

মান্দ্রাজে রেড়ীর চাষ

[ভারতবর্ষে যে পরিমাণ জমীতে রেড়ীর চাষ হইয়া থাকে তাহার মধ্যে শতকরা প্রায় ২১০২ ভাগ জমীই মান্দ্রাজ প্রেসীডেন্সীর অন্তর্গত।]

আলোচ্য বর্ষে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ৩৩২৮০০ একর জমীতে রেড়ীর চাষ হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। ইহা গত বৎসরের আবাদী জমী অপেক্ষা ৫% কম। গত বৎসর প্রথম পূর্ব্বাভাষে বলা হইয়াছিল যে ৩৬৬২০০ একর জমীতে রেড়ীর চাষ

হইয়াছে কিন্তু পরিশেষে দেখা যায় যে উহার প্রকৃত পরিমাণ ৩৮৫০০০ একর।

যাহা হউক, এ বৎসর প্রায় সকল জেলাতেই আবাদের পরিমাণ কমান হইয়াছে। বিশেষতঃ গুণ্টুর, কার্ণুল, বেলারী এবং নেলোর জিলায় লোকে চীনাবাদাম চাষের দিকে ঝোঁক দেওয়ায় রেড়ীর আবাদ খুবই কমিয়া গিয়াছে।

চাষের অবস্থা প্রায় সর্ব্বত্রই আশাপ্রদ। কেবল বেলারী ও দক্ষিণ আর্কটে ভাল চাষ হয় নাই।

আবাদের পরিমাণ ও আবহওয়ার অবস্থা দেখিয়া মনে হয় এ বৎসর আনুমানিক ৩৪৪০০ টন ফসল উৎপন্ন হইবে।

চীনাবাদাম চাষের শেষ পূর্ব্বাভাষ। ১৯২৭-২৮

বোম্বাই।

আবাদের পরিমাণ :—

আলোচ্যবর্ষে বোম্বাইয়ের বৃটিশ অধিকৃত স্থান সমূহে ৬৬৬০০০ একর জমীতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছে। করদরাজ্যসমূহে আবাদের পরিমাণ ৩২৪০০০ একর। অর্থাৎ এবৎসর বোম্বাইয়ে সর্ব্বসমেত ৯৯০০০০ একর জমীতে চীনাবাদামের আবাদ করা হইয়াছে। ইহা গত বৎসরের আবাদের পরিমাণ অপেক্ষা ২১৭ % বেশী।

ফসলের পরিমাণ—

বোম্বায়ের ইংরাজ অধিকৃত স্থান সমূহে এ বৎসর ৬১৯০০০ টন চীনাবাদাম উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। করদরাজ্যে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ আনুমানিক ১৮০০০০ টন। অর্থাৎ বর্ত্তমান হিসাব অনুযায়ী বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে এবার সর্ব্বসমেত মোট ৭৯০০০ টন চীনা বাদাম উৎপন্ন হইবে।

মান্দ্রাজ

ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীই চীনা বাদাম চাষের প্রধান কেন্দ্র। কেন না শতকরা ৩১৬ ভাগ আবাদ এই খানেই।

আলোচ্য বর্ষে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে আনুমানিক ৩২৬০১০০ একর জমীতে মাটকলাইয়ের চাষ হইয়াছে। গত বর্ষে ইহা অপেক্ষা ২২% কম জমীতে চাষ হইয়াছিল।

মান্দ্রাজে মাটকলাইয়ের চাষ দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করিতেছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে ইহা সকল প্রকার জমীতেই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এমন কি কোথাও কোথাও, বিশেষতঃ কারনুলে তুলার আবাদ কমাইয়া দিয়া সেই জমীতে মাট কলাইয়ের আবাদ করা হইতেছে।

কোথাও কোথাও অনাবৃষ্টির জন্য এবৎসর ফসলের কিছু ক্ষতি হইয়াছিল। তথাপি হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এবৎসর আনুমানিক ১৫৮৫০০০ টন বাদাম (খোসা ছাড়ান) উৎপন্ন হইয়াছে। গত বৎসর মাত্র ১২০৭১০০ টন বাদাম উৎপন্ন হইয়াছিল।

২৭—২৮ সালে ইউরোপে বীট চিনির উৎপাদন।

ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর বহু টাকার বীট চিনি আমদানী হইয়া থাকে। উহার অধিকাংশই ইউরোপ হইতে নীত হয়। বস্তুতঃ একমাত্র

ইউরোপেই চিনি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বিস্তৃত ভাবে বীটপালংএর চাষ হইয়া থাকে। ১৯২৫-২৬ সালে সমগ্র ইয়োরোপে ৭৬০০৮১৮ টন (১ টন প্রায় ২৭ মণ) চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯২৬-২৭ সালে উৎপন্নের পরিমাণ ছিল ৬৯৪৭৩২৩ টন। কিন্তু এ বৎসর অর্থাৎ ১৯২৭-২৮ সালে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৫৫% বেশী জমীতে বীটের আবাদ করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় এবারে ২৫-২৬ সাল অপেক্ষাও বেশী চিনি উৎপন্ন হইবে। ম্যাগ-ডিবার্গের F. O. Licht ৩০শে সেপ্টেম্বর যে চিনির পূর্ব্বাভাষ প্রচারিত করিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে ১৯২৭-২৮ সালে সম্ভবতঃ ৮১০১০০০ টন বীট চিনি উৎপন্ন হইবে। আমরা সম্পূর্ণ তালিকাটা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

দেশের নাম	১৯২৭-২৮ আনুমানিক হিসাব	১৯২৬—২৭	১৯২৫—২৬
জার্ম্মেনী	১,৭০০,০০০	১৬১৪৫৫৭	১৫৯১১৩১
জেকো-শ্লাভিয়া	১,০০০,০০০	১০৩০৮৮৭	১৪৮৭৯২০
অষ্ট্রীয়া	৯৫০০০	৭৯৪৫৫	৭৮১৪৫
হাঙ্গেরী	১৬৫০০০	১৭৪৬৬১	১৬৬২৮৬
ফ্রান্স	৮৮০,০০০	৭০৩৪১৩	৭৪৬৯১৩
বেলজিয়াম	৩০০,০০০	২৩৩৪০	৩৩২১৮০
হল্যাণ্ড	২৫০,০০০	২৮৬১২৫	৩০৬৯৭০
ডেনমার্ক	১৬০,০০০	১৫০,০০০	১৮২,০০০
সুইডেন	১৪৫,০০০	২০৮৭১	২০৪৪৯৭
পোল্যাণ্ড	৬৬০,০০০	৫৬২৯০৯	৫৮৮৭৫৬
ইটালী	৩০০,০০০	৩১৫,৫০০	১৮২,০০০
স্পেন	২৪০,০০০	২৪৫,০০৩	২৫০,০০০
অন্যান্য দেশ সমূহ	৫৮১,০০০	৫০৮,২৩৮	৩০০,০০০
রুষিয়া	১৩২৫০০০	৯৮৩০০০	১,১৮০,০০০

গমের পূর্ব্বাভাস ১৯২৭-২৮

গমের শেষ পূর্ব্বাভাস বাহির হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে যদিও এ বৎসর গত বৎসর অপেক্ষা অধিক জমীতে আবাদ করা হইয়াছিল তথাপি ফলন খুব ভাল না হওয়ায় আলোচ্য বর্ষে অপেক্ষাকৃত অল্প গম জন্মিয়াছে। সমগ্র ভারতে এ বৎসর ৩২২১১০০০ একার জমীতে গমের চাষ হইয়াছিল; উহাতে যে গম জন্মিয়াছে তাহা ৭৭৬২০০০ টন হইবে বলিয়া অনুমান হয়। গত বৎসর ৩১৩০৩০০ একার জমীতে চাষ হইয়াছিল এবং তাহাতে ৮৯৭৩০০০ টন গম জন্মিয়াছিল।

নিম্নে কোন্ প্রদেশে কত জমীতে গমের চাষ হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(ক) আবাদের পরিমাণ।

স্থানের নাম	১৯২৭—২৮	১৯২৬—২৭	বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (—)
	১০০০ একার	১০০০ একার	১০০০ একার
পাঞ্জাব	১০৩০৪	১০৬২৬	— ৩১২

যুক্ত প্রদেশ *	৭৫৮৮	৬৮৩১	+ ৭৫৭
মধ্য প্রদেশ ও বেরার *	৩৭৮৬	৩৮৪০	— ৫৪
বোম্বাই *	২৩৮০	২২৪৫	+ ১৩৫
বিহার ও উড়িষ্যা	১১৯৯	১১৮৬	+ ১৩
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	৯৯৩	৯৯৮	— ৫
বাংলা	১০৭	১২৯	— ২২
দিল্লী	৪৭	৪৯	— ২
আজমীর ও মাড়োয়ার	৩৯	২২	+ ১৭
মধ্য ভারত	১০৩০	১৯৪২	+ ৮৮
গোয়ালিয়র	১৪৫৮	১৩৯৯	+ ৫৯
রাজপুতানা	১১৩৩	৯৯৯	+ ১৩৪
হায়দ্রাবাদ	১০৫৮	৯৬০	+ ৯৮
বরদা	৮৬	৭৪	+ ১২
মহীশূর	৩	৩	
মোট	২২৩১১	৩১৩০৩	+ ৯০৮

* উল্লিখিত প্রদেশগুলির সঙ্গে দেশীয় রাজ্য সমূহের ও হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে।

(খ ফসলের পরিমাণ।

স্থানের নাম	১৯২৭ ২৮	১৯২৬ ২৭	বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (—)	প্রতি একারের ফসল ১৯২৭ ২৮	১৯২৬-২৭
	১০০০ টন	১০০০ টন	১০০০ টন	পাউণ্ড	পাউণ্ড
পাঞ্জাব	২৭৯০	৩৪৩১	— ৬৪১	৬০৭	৭২৩
যুক্ত প্রদেশ *	২৩৯৪	২৫১৪	— ১২০	৭০৭	৮২৪
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	৬২৮	৭৯০	— ১৬২	৩৭২	৫৬১
বোম্বাই *	৫৯৬	৪৬৫	+ ১৩১	৫৬১	৪৬৪
বিহার ও উড়িষ্যা	৪১৮	৪৭৭	— ৫৯	৭৮১	৯০১
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	১৬৭	২৯৪	— ১২৭	৩৭৭	৬৬০
বাংলা	২২	৩২	— ১০	৪৬১	৫৫৬
দিল্লী	১৯	১৬	+ ৩	৯০৩	৭৩১

আজমীর ও মাড়োয়ার	১৫	৮	+ ৭	৮৬২	৮১৫
মধ্য ভারত	২০৭	৩৬০	— ১৫৩	২২৮	৪১৫
গোয়ালিয়র	১২৬	২৮১	— ১৬৬	২৫৩	৪৫০
রাজপুতানা	২৩৮	২২২	+ ১৬	১৭১	৪৯৮
হায়দ্রাবাদ	৮২	৬১	+ ২১	১৭৪	১৪২
বরদা	২১	২২	— ১	৫৪৭	৬৬৩
মহীশূর	প্রায় ৫০০ টন	প্রায় ৩০০ টন	— —	৩৯০	২৩২
মোট	৭৭৬২	৮৯৭৩	— ১২১১	৫৪০	৬৪২

উল্লিখিত স্থান কয়টী ছাড়া আরও দুই এক জায়গায় অল্প বিস্তর গমের চাষ হইয়া থাকে ; কিন্তু সে সমস্ত স্থান হইতে কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই। ঐ সমস্ত জমীর পরিমাণ গড়ে ৫৪৮০০০ একারের অধিক হইবে না। উহার গত পাঁচ বৎসরের ফসল ১৮২০০০ টন মাত্র।

গমের চাষ বিদেশে—

যতদূর সংবাদ পাওয়া যায় আলোচ্যবর্ষে অর্থাৎ ১৯২৮ সালে আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে আনুমানিক ২১৪২৭০০০ টন গম, শীতকালীন—১৪৫৬৬০০০ টন এবং বসন্তকালীন ৬৮৬১৯০০ টন, পাওয়া যাইবে। ১৯২৭ সালে আমেরিকায় ২৩৩৪১০০০ টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে কানাডায় ২৪০৬৪০০০ একার জমিতে গমের চাষ হইয়াছে। ফসলের অবস্থা খুবই ভাল। ১০৭% ফসল হইবে বলিয়া মনে হয়। গত বর্ষে অষ্ট্রেলিয়ায় ৪৩০১০০০ টন গম হইয়াছিল, এ বৎসর কিন্তু মাত্র ২৯০৩০০০ টন জন্মিবার সম্ভাবনা। আরজেন্টাইনের ১৯২৭-২৮ সালের পূর্ব্বাভাসে এবার আরজেন্টাইনে ৬৩৯৬০০০ টন গম উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ১৯২৭ সালে ঐ দেশে ৫৯১৫০০০ টন গম জন্মিয়াছিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গম চাষের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

দেশের নাম	১৯২৮ সাল হাজার একর	১৯২৭ সাল হাজার একর
ফ্রান্স	১২৭৭৪	১৩০৬৫
ইতালী	১২৩৬১	১২২৯৬
স্পেন	১০৭৪৮	১০৮২৬
রুমানিয়া	৬০৮১	৭০১৭
আলজিরিয়া	৩৪৪৯	৩৪৬৯
বুলগেরিয়া	২৮১৮	২৬১৮
পোল্যাণ্ড	২৬৯৩	২৬৩৯
ফ্রেঞ্চ মরক্কো	২৩৩৪	২৩০৪
টিউনিস	১৭৩০	১৩৯৯
জুগোশ্লাভেকিয়া	১৬০৯	১৫৮৫
মেক্সিকো	১২২৯	১২২৭
সিরিয়া	৭৯২	১০০৭

—

আসামের চা বাগান

আসামে চা চাষ সম্বন্ধে শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহা এইরূপ ;—

আলোচ্য বৎসরের শেষে আসামে চা বাগানের সংখ্যা ৯৫৭টি ; চা-বাগান আছে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ছিল ৯৪১টি ; অর্থাৎ আলোচ্য বৎসরে ১৬টি বাগান বাড়িয়াছে ;—লক্ষীপুর জেলায় ৮টী, শিবসাগর জেলায় ৪টি, শ্রীহট্টে ৩টি ও ডারাঙ্গে ১টি নূতন বাগান খোলা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ন্যায় আল্যোচ্য বৎসরেও কামরূপ জেলায় ৫টি বাগানে কাজ হয় নাই।

চাষের জমীর পরিমাণ

আলোচ্য বর্ষে মোট ৪৩২,৮৯১ একর (১ একর প্রায় ৩ বিঘা) জমীতে চা চাষ হইয়াছে ; উহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ৪২০,৫৬৭ একর জমীতে চাষ হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ৮৩৬০ একর জমীতে চাষ বাড়ান হইয়াছে, কিন্তু তেমনই আবার ৫,০৩৩ একর জমীতে চাষ বন্ধ রাখা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ৩৯১, ৯৩০ একর জমি হইতে চা তোলা হইয়াছে ; উহার পূর্ব্ব বৎসর অতিরিক্ত সরবরাহ রোধ করিবার জন্ম আলোচ্য বর্ষের চা কম তোলা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে মোট যত জমীতে চাষ হইয়াছে, তাহার শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ জমী হইতে চা তোলা হইয়াছে। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ৩ বৎসরে শতকরা ৯৬ভাগ জমী হইতে চা তোলা হইয়াছিল।

চা-বাগানের শ্রমিক সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে আসামের চা-বাগানের জমীর পরিমাণ মোট ১, ৫২৮, ৮৮৯ একর ; উহার পূর্ব্ব বর্ত্তী বৎসরে ১,৫৭৭,০৪৮ একর ছিল ; তন্মধ্যে চা চাষ হয় শতকরা প্রায় সাড়ে ২৬ ভাগ জমীতে।

আলোচ্য বর্ষে চা বাগানসমুহে প্রত্যহ গড়ে ৫৩৬,৪৬৫ জন কাজ করিয়াছে ; উহার পূর্ব্ববৎসর করিয়াছে ৫৩২,০২৪ জন। আলোচ্য বৎসরে চা বাগানের জন্য পাকাভাবের শ্রমিকদিগের সংখ্যা ছিল ৪৬৩ ৮০১ জন এবং পাকাভাবের অপর শ্রমিকদিগের সংখ্যা ৩২, ২৩৮ ও বাহিরের ঠিকা শ্রমিকদিগের সংখ্যা ৩২,২০৮ ও বাহিরের ঠিকা শ্রমিক সংখ্যা ৪০, ৪২৬ জন ছিল। উহার পূর্ব্ব বৎসরে যথাক্রমে ৪৬৩, ৮৪৭ এবং ২৯, ৯৪৬ ও ৩৮, ২১৩ জন ছিল। অনেক বাগানেই এখনও শ্রমিকের সংখ্যা কম বলিয়া অভিযোগ শুনা যাইতেছে।

অতিরিক্ত ও অনিয়মিতভাবে বৃষ্টিপাতের ফলে আলোচ্য বষ চা চাষের অনুকুল হয় নাই। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে অতিরিক্ত বর্ষণ জন্য চায়ের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল।

উৎপন্ন চা'য়ের পারমাণ।

আলোচ্য বর্ষে আসামে মোট ২৩৩, ৮৪৮০৭৪ পাউণ্ড (প্রায় অর্দ্ধ সের) কালো চা, ১০৪১৭৫৭ পাউণ্ড সবুজ চা উৎপন্ন হইয়াছে। উহার পূর্ব্ব বৎসরে অর্থাৎ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে ২৪০,৪৪৯, ৫০৭ পাউণ্ড ও ১,৫৩২১৬৬ পাউণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল ! অর্থাৎ আলোচ্য বৎসরে তাহার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা মোট ৬,০৯১,৭৪২ পাউণ্ড চা কম উৎপন্ন হইয়াছে। অতিরিক্ত চা সরবরাহ রোধ ও প্রতিকুল আবহওয়া হেতু শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া ডারং ও নদিয়া সীমান্ত অঞ্চল ব্যতীত অপর সকল জেলাতেই চা উৎপন্ন কম হইয়াছে। সবুজ চা শ্রীহট্ট জেলায় ২টি বাগানে ও কাছাড় জেলায় ১টি বাগানে তৈয়ারী হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে প্রতি একর জমীতে গড়ে ৫৫৬ পাউণ্ড করিয়া চা উৎপন্ন হইয়াছে, উহার পূর্ব্ব বৎসরে উহা অপেক্ষা ৪৬ পাউণ্ড করিয়া দেশী চা উৎপন্ন হইয়াছিল।

আলোচ্য বৎসরে শেষে দর নামিয়া গেলেও চা'য়ের বাজার তাহার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা মোটের উপর খুব খারাপ ছিল না। আলোচ্য বৎসরের (১৯২৭ খৃষ্টাব্দের) ৩১ মার্চ্চ তারিখ প্রতি পাউণ্ড চা'য়ের দর গড়ে ১১ আনা ৫ পাই ছিল এবং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রায় ১৩ আনা ৫ পাই ছিল।

পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় আলোচ্য বৎসরেও চা-বীজের টান মন্দ ছিল না। চা ব্যবসায়ের সাধারণ অবস্থা ভাল, কিন্তু শ্রমিক সরবরাহ বড় কম হইতেছে।

কলিকাতার বাজারে চায়ের নীলাম।

সেল নং ৫

স্থানের নাম	১৯২৮-২৯		১৯২৭-২৮	
	৩রা জুলাই		৫ই জুলাই	
	বাক্স	গড়দাম	বাক্স	গড়দাম
আসাম	১৭৮৯	৷৵২	৩৬১৯	১৷১০
কাছাড়	২৮৭৭	৷৵১১	১৮০৪	৸১০

শ্রীহট্ট	২৪১৮	৷৷৶০	৫৭০	৸/১০
দার্জ্জিলিং	১০২০	৸৵/১০	১৪৮০	১।৶
ডুয়ার্স	৭৮৫৮	৸৩	৬৪০৯	১৲৩
তেরাই	১৪০১	৷৷৶১	১১৫৪	৸৵
ত্রিপুরা	৮৯	৷৷৶৪	—	—
চট্টগ্রাম	১৪১	৷৷৵৮	—	—
ছোটনাগপুর	—	—	১০৪	৸৵২
মোট	১৭৫৯৩	৸০	১৫২০৪	১৲১০
ডাষ্ট	২৪৫৯	৸১	১৬৭১	।৶৫

সেল নং ৬

স্থানের নাম	১৯২৮-২৯		১৯২৭ ২৮	
	৩রা জুলাই		১২ জুলাই	
	বাক্স	গড়দাম	বাক্স	গড়দাম
আসাম	৫৭৪৭	৸/৪	৪৫৪৫	১/৭
কাছাড়	২২৪০	৷৷৶১	১৭৫৬	৸/৯
শ্রীহট্ট	২৯৩৭	৷৷৶১	৩২৫৬	৸/৩
দার্জ্জিলিং	১২৫০	১/৯	১০২৩	১৷৵১০
ডুয়ার্স	৭৫৭০	৸৩	৮৬০৫	৸৶৬
তেরাই	৯৯৪	৷৷৵৯	১২৩৩	৸৵২
ত্রিপুরা	১১৫	৷৷৵৯	১৪২	৸১১
চট্টগ্রাম	১২৬	৷৵৯	২৭৬	৸/২
ছোটনাগপুর	—	—	৭১	৸১১
দেরাদুন	৩১	।/১১	৯৩	৸২
মোট	২১০১৯	৸৬	২১০০৪	৸৶১১
ডাষ্ট	৩০৬৮	৸২	২৫৩৬	।৶৩

সেল নং ৭

স্থানের নাম	১৯২৮-২০		১৯২৭-২৮	
	১৭ জুলাই		১৯শে জুলাই	
	পাউণ্ডের		পাউণ্ডের	
	বাক্স	গড়দাম	বাক্স	গড়দাম
আসাম	৫০৫৪	৸/১১	৫৮৮৫	১/৩
কাছাড়	১৫২৫	৷৷৶২	২০৬২	৸/৭
শ্রীহট্ট	৩১৫৯	৷৵১০	৩০৫৯	৸/৩
দার্জ্জিলিং	১৬৩৫	১/৩	১৭২০	১৷৫
ডুয়ার্স	৬১৪৫	৸৪	৬৬৩৪	।৵১০
তেরাই	৯৮০	৷৷৶০	৭৬৪	৸/২
ত্রিপুরা	২৯৯	৷৷৵৪	৫৮৩	৸১
চট্টগ্রাম	৩৩১	৷৷৵২	৩৭৫	৸০
ছোটনাগপুর	৫৭	৸৵৬	—	—
অজ্ঞাত স্থান	—	—	১০	৷৷৵৮
মোট	১৯১৮৫	৸৮	২০৭৭৪	৸৶৯
ডাষ্ট	৩৭৮৪	৸৩	৩২৭১	।৵১১

সেল নং ৯

স্থানের নাম	১৯২৮—২৯		১৯২৭—২৮	
	৩১শে জুলাই		২রা আগষ্ট	
	বাক্স	গড়দাম	বাক্স	গড়দাম
		পাউণ্ডের		১ পাউণ্ডের
আসাম	১০১৬১	৸৵২	১০২৮৩	১/৪
কাছাড়	২৪৩২	৷৷৵১০	২২১২	৸/১
শ্রীহট্ট	২২৮১	৷৷৶৩	৩৩৩২	৸৯
দার্জ্জিলিং	১৫৭৮	১৲৩	২২৩৯	১৷৵২
ডুয়ার্স	৮৯৪৫	৸০৩	৭৪৯২	৸৵৫
ত্রিপুরা	২১৩	৷৷/৬	১০৮	৷৷৶৭
তেরাই	১৩০৯	৷৷৶১	১৪৯৬	৸/০
চট্টগ্রাম	২৮৩	৷৷৵২	১০৭	৸৩
ছোটনাগপুর	২৮	৷৷/৭	৪৪	৸৵৫
মোট	২৭২৫০	৸১১	২৭৩১৩	৸৶৯

উল্লিখিত হিসাবের মধ্যে খারাপ চা আদৌ ধরা হয় নাই।

	১৯২৮—২৯		১৯২৭-২৮	
ডাষ্ট—	৫৫৮১	৷৷৶৭	৪২৪৪	৷৷৵৩

—:•:—

কলিকাতার নীলামে চা বিক্রয়ের ফলাফল।

সেল নং ১০

স্থানের নাম	১৯২৮——২৯		১৯২৭——২৮	
	৭ই আগষ্ট		৯ই আগষ্ট	
	প্যাঃ সংখ্যা	১ পাউণ্ডের গড় দাম	প্যাঃ সংখ্যা	পাউণ্ডের গড়দাম
আসাম	৯১৫৬	৸৶১	৭৩৩৯	১৲৬
কাছাড়	১২৬৭	৷৷৶২	১৮৫১	৸/১
শ্রীহট্ট	১৪০৪	৷৷৶৪	১৪৫৭	৸১০
দার্জ্জিলিং	১৭৫৯	১/০	১২২৭	১/০
ডুয়ার্স	৭১৬০	৷৷৵৭	৮৭৮৭	৸৶০
তেরাই	৭৬২	৷৷৶৪	১২২০	৸১০
ত্রিপুরা	১৩৩	৷৷/৫	৬৫	৷৵৪
চট্টগ্রাম	৩১৮	৷৷ ৬	১০৫	৷৷৵০
ছোটনাগপুর	৭২	৸৵৪	১১৬	৷৷৵২
দেরাদুন	—	—	১৯৬	৸/০
মোট—	২২০৩১	৸১০	২২৩৯৩	৸৶৯
ডাষ্ট	৫১৬৩	৷৷৵১	২৯৬৩৪	৷৷৵১০

সেল নং ১১

স্থানের নাম	১৯২৭ ২৮		১৯২৬—২৭	
	প্যাঃ সংখ্যা	প্রত্যেক পাউণ্ডের গড়দাম	প্যাঃ সংখ্যা	প্রত্যেক পাউণ্ডের গড়দাম
আসাম	৯৪২৫	৸/৫	৯৮৬৪	৸৵১০
কাছাড়	৩২৫৭	৷৷/৮	২৫৪৮	৸/৬
শ্রীহট্ট	২৮৫১	৷৷/১১	৩৯৮২	৸/১
দার্জ্জিলিং	১০২৪	১৲২	১০৬২	১/১
ডুয়ার্স	৯২৬৮	৷৶১১	৯৮৬৭	৸৶৪
তেরাই	২০১৫	৷৶২	১০৬২	৸/৩
ত্রিপুরা	১৩৭	৷৷/৫	৩৯১	৸ ১
চট্টগ্রাম	২১৮	৷৷ ১	৩৪৮	৷৷৵৭
ছোটনাগপুর	১২২	৸৶৮	—	—
দেরাদুন	—	—	১০৯	৸৪
নেপাল	৩৮	৷৶১	—	—
অন্যান্য স্থান	—	—	২৮	৷৷৵৪
মোট—	২৮৮৫৫	৷৷৵৮	২৯২৬১	৸৶৭
ডাষ্ট	৫৫৯৩	৷৷৴৫	৪২৩০	৷৷/৭

সেল নং ১২

স্থানের নাম	১৯২৮—২৯		১৯২৭—২৮	
	২০শে আগষ্ট		২৩শে আগষ্ট	
	প্যাঃ সংখ্যা	পাউণ্ডের গড় দাম	প্যাঃ সংখ্যা	পাউণ্ডের গড় দাম
আসাম	৯২৮৩	৸১১ পাই	৮৭৫৩	১৲৫ পাই
কাছাড়	৩১০২	৷৷/১১ „	৩০৮৪	৸৶২ „
শ্রীহট্ট	৩২৪৬	৷৷/১১ „	৫৮৪১	৸/৭ „
দার্জ্জিলিং	১০৮৫	৸/১১ „	৯২০	১/৬ „
ডুয়ার্স	৭০২৮	৷৷৶১০ „	৮৪৪৬	৸৶৮ „
তেরাই	৭৭১	৷৷৵০	১১৩৪	৸৶৮ „
ত্রিপুরা	২৫৭	৷৷/৪ „	২৬৯	৸৯ „
চট্টগ্রাম	৫৮৯	৷৷২ „	৫১২	৸১১ „
ছোটনাগপুর	—	—	৬৯	৸/১ „
মোট	২২২৫	৷৷৵৫ „	২৭০৩৮	৸৵০
ডাষ্ট	৫৩৮১	৷৷৶৩ „	৩৯৯৫	৷৷/৫ „

—:o:—

সেল নং ১৩

স্থানের নাম	১৯২৮—২৯ ২৮শে আগষ্ট প্যাকেটের সংখ্যা	গড় দাম	১৯২৭—২৮ ৩০শে আগষ্ট প্যাকেটের সংখ্যা	গড় দাম	
আসাম	৯০৪৫	৸৪	৮৮৬৭	১৲৬	পাই
কাছাড়	২৯৪৪	॥/৯	২২৯২	৸৵৩	„
শ্রীহট্ট	৩৫৯১	॥/৯	২৮৬১	৸৵৩	„
দার্জ্জিলিং	১২৫৯	৸/৪	২১৮০	১/৯	„
ডুয়ার্স	৯৯৪৫	॥৵১	১১৮৫৩	৸৶১	„
তেরাই	১৮৭২	॥/৫	১৫৮৯	৸৵৬	„
ত্রিপুরা	৪১৪	॥/০	২২৯	৸৵৬	„
চট্টগ্রাম	৬৯৬	॥৬	১২৩	৸/৭	„
ছোটনাগপুর	১৪২	১৲	৪৪	৸৵৬	„
দেবাডুন	৩৬	।৶৩	—	—	
মোট	২৯৬৪৪	।৵৯	৩০০২৯	৸৶৬	„
ডাষ্ট	৫৩৪১	॥৵০	৫৪৬২	॥৵২	„

সেল নং ১৬

স্থানের নাম	১৯২৮—২৯ ১৮ই সেপ্টেম্বর প্যা: ১ পাউণ্ডের সংখ্যা	গড়দাম		১৯২৭ - ২৮ ২০শে সেপ্টেম্বর প্যা: ১ পাউণ্ডের সংখ্যা	গড় দাম
আসাম	১২৭৯৫	॥৵৩	পাই	৯২৯২	৸৶১১
কাছাড়	৩২৭৮	॥ ৩	„	২০৯৬	৸৵
শ্রীহট্ট	২০৯৩	॥ ২	„	২৭৮৬	৸/ ৬
দার্জ্জিলিং	১৫৮৩	॥৶৫	„	১৫৩১	১৲ ৬
ডুয়ার্স	১৪১৫৬	॥ ৬	„	৯৬৬২	৸৵৩
তেরাই	১৩৬৬	॥৶১১	„	৭৫৯	৸/৯
ত্রিপুরা	৯৮	॥৶৩	„	৩০৩	৸৫
চট্টগ্রাম	৮৫	॥৵১০	„	৩০৮	৸১০
ছোটনাগপুর	৯৩	১/২	„	—	—
মোট	৫৫৫৪৭	॥/২	„	২৬৭৩৭	৸৵১০
ডাষ্ট	৬৭০২	॥/৪	„	৫০৭২	॥৵৬

পিতল ও কাঁসার বাসনের ব্যবসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আসাম

আসাম প্রদেশে মুসলমান, মরিচা, কালিকা, কোচ, কুরাত প্রভৃতি পিতল ও কাঁসার বাসন তৈয়ার করে। পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক কাঁসারী আসামে যাইয়া কারখানা খুলিয়াছে। আসামে প্রায় ১২হাজার লোক এই কাজে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সত্যবাদীতে বৎসরে প্রায় ১॥০ লক্ষ টাকার বাসন তৈয়ার হয়। ইহার এক দশমাংশ এই জেলায় বিক্রয় হয় অবশিষ্ট বাসন উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে, রপ্তানী হয়। সত্যবাদীতে ৪০০ ঘর কাঁসারীর মধ্যে ১০০ ঘর বাসন তৈয়ার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। গৌহাটী, বড়পেটা এবং কামরূপ জেলায় হাজো নামক স্থানে অনেক প্রকার বাসন তৈয়ার হয়। ইহার অর্দ্ধেক উত্তর আসামে রপ্তানী হয়। নিজ কামরূপে ১৫০ ঘর কারীকর আছে। নওগাঁওএ ১৩ ঘর কারীকর আছে। শিবসাগর জেলায় কাউরী ভোল, সুতাগট, বালিগাঁও এ অনেক কারীকর যাইয়া কারখানা খুলিয়া বাসন তৈয়ার করিতেছে। এখানে এই শিল্পের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। জোড় হাটের অন্তর্গত টিটাগড়ে অনেক কারীকর আছে।

আসামে পিতল কাঁসার বাসনের ব্যবসা মাড়য়ারীদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। শ্রীহট্ট ও করিম গঞ্জে কয়েকঘর বাঙ্গালী ব্যবসায়ী আছেন, কিন্তু অন্যান্য জেলায় মাড়য়ারীরা এই ব্যবসাটী গ্রাস করিয়াছে। উদ্যোগী বাঙ্গালী আসামে যাইয়া বাসনের ব্যবসায় খুলিলে যথেষ্ট অর্থো-পার্জ্জনের সম্ভাবনা।

দিল্লীতে দুই হাজার কারীকর আছে। এখানে ভাল ভাল বাসন তৈয়ার হয়। দিল্লীর পরেই শিয়ালকোট; এখানে প্রায় এক হাজার কারীকর আছে। অমৃতসরে ৫০০ এবং গুজরানওয়ালায় ৩০০ কারীকর আছে। দিল্লীতে বড় বড় ডেগচী এবং পিতলের নানাপ্রকার খেলানা তৈয়ার হয়। দিল্লী হইতে ৩০ মাইল দূরে রেওয়ারী বাসন শিল্পের অন্যতম কেন্দ্রস্থল; এখানে ১২৫ ঘর কেশেরা এবং ২৪ ঘর মুসলমান কারীকর আছে। এখানে কাঁসা ও পিতলের বাসন তৈয়ার হয়, পিতলের কড়াই ইকালক প্রভৃতি তৈয়ার হয়। এখানের কারীকরদের অবস্থা ভাল। তাহারা ঋণগ্রস্ত নহে। ভাল জিনিস তৈয়ার হয়। অনেক শিক্ষিত লোক এই কাজে নিযুক্ত আছে। পাণিপথে ৫০ ঘর ঠাটেরা কারীকর আছে। তাহারা পিতলের পেটা বাসন তৈয়ার করে। ঢালামালও তৈয়ার হয়। কতক-গুলি মুসলমান কারীকর তামার বাসন তৈয়ার করে। পাণিপথের বাসন পাঞ্জাবের সর্ব্বত্র বিক্রী

হয় এবং ইন্দোর ও খাণ্ডোয়া প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়। আম্বালা জেলায় জগাধ্রীতে প্রায় ৩০০ কারীকর আছে। কারুকার্য্যের জন্য উহাদের বেশ খ্যাতি আছে। এখানে লম্প তালা ঘন্টা প্রভৃতি তৈয়ার হয়। ৩২ ভাগ তামার সহিত ১১ ভাগ দস্তা দিয়া এখানে পিতল তৈয়ার হয়। জলন্ধরে পিতলের চাদরের বালতী প্রভৃতি তৈয়ার হয়। এই সকল মাল কানপুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি মোকামে রপ্তানী হয়। অনেকগুলি মুসলমান কারীকর পিতলের তালা তৈয়ার করে। অমৃতসর হইতে ১৯ মাইল দূরে জাণ্ডিলায় ২৫০ ঘর কারীকর আছে। এখান হইতে সকল রকমের বাসন বাহিরে রপ্তানী হয়।

জাগরাওনে ৪০ ঘর; লাহোর, গুজরানওয়ালা এবং দাস্কায় প্রত্যেক স্থানে ১০ ঘর কারীকর আছে। পিন্দ দাদন খার বাসন ঝিলিম, শাহপুর রাওলাপিণ্ডি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধু দেশে রপ্তানী হয়। এখানে ২০টী কারখানা আছে। ১০০ জন কারীকর কাঁসার কাজ এবং ৬০ জন পিতলের কাজ করে। মুলতানে পিতলের ১৮জন এবং কাঁসার ৫জন হিন্দু কারীকর আছে এবং ৫৬ জন মুসলমান তামার বাসন তৈয়ার করে। অমৃতসরে ৪০ হাজার টাকা মূলধনে একটী কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু সাধারণ লোক ইহার দ্রব্য খরিদ না করায় কারখানা বন্ধ হইয়া যায়। দিল্লীতে গণেশ ময়দাকল পিতল ও এলুমিনিয়মের কারখানা খুলিয়াছিলেন কিন্তু তাহারাও সেরূপ উন্নতি করিতে পারে নাই।

এদেশে হিমালয়ের সংলগ্ন স্থান সমূহে তামা পাওয়া যায় এবং কুলুতে গালাই করিয়া তামা বাহির করা হয়। পাতিয়ালা রাজ্যের উত্তরাংশে তামার খনি আছে। এখানে দেশীয় প্রথায় তামা বাহির করা হয়। বড় কারখানা খোলা চলে না। ২/ কঠিন পদার্থ (ore) হইতে মাত্র ৫ সের তামা বাহির হয়। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। সিমলার পার্ব্বত্য রাজ্যে এবং বিকানীর রাজ্যে দরিবায় তামার খনি আছে। পূর্ব্বে হিমালয়ের পার্ব্বত্য স্থান হইতে পাঞ্জাবে তামা আমদানী হইত।

বৎসরে প্রায় ২৫ হাজার মন তামা ও পিতলের বাসন বাহির হইতে পাঞ্জাবে রপ্তানী হয়। অধিকাংশ মাল যুক্ত প্রদেশ হইতে আমদানী হয়। পাঞ্জাবে বাসন তৈয়ারের জন্য বৎসরে প্রায় ৫০ হাজার মণ তামা ও পিতল করাচী ও বোম্বাই বন্দর হইতে আমদানী হয়। চেষ্টা করিলে বাংলার বাসন সেখানে যথেষ্ট বিক্রী করা চলে। তবে রেলওয়ে এ বিষয়ে প্রধান প্রতিবন্ধক। বাঁকুড়া বা কলিকাতা হইতে মাল গাড়ীতে মাল পাঠাইলে যথা সময়ে উহা পৌছিবে না। পথিমধ্যে ভাঙ্গিয়া যাইবে, অনেক চুরি ও হইবে এবং পার্শ্বেলে পাঠাইলে অনেক মাশুল পড়িবে। হাওড়া ষ্টেশন হইতে পাঞ্জাবের প্রধান প্রধান ষ্টেশনে পার্শ্বেল প্রতি মণের মাশুল নিম্নে দেওয়া হইল।

দিল্লী ৮৶০, আম্বালা ৮৷৶০ লাহোর ও অমৃতসর ১০ লুধিয়ানা ১০৴ শিমলা ১০৶০ মুলতান ও রাওলপিণ্ডি ১১৷৶০ পেশয়ার ১২ জলন্ধর ৯৷০

যদি রেলের গোলমাল না থাকিত তবে অনায়াসে বাংলার বাসন পাঞ্জাব, বেলুচিস্থান, সিন্ধু, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও হায়দ্রাবাদে রপ্তানী হইত। তামা ও পিতলের চাদর ইংলণ্ড আমেরিকা ও জাপান হইতে আমদানী হয়। এ দেশে চাদর তৈয়ারের একটী কারখানা বেশ চলে। উচ্চ মূল্যে এই চাদর আমদানী হয়। বর্ত্তমানে তামার দর ৫১ টাকা হন্দর কিন্তু তামার চাদরের দর ৭০

৮০ টাকা হন্দর। এক হন্দর পিতলের দাম ৩০৲ টাকা, কিন্তু এক হন্দর চাদর পিতলের দাম ৬৬॥০ টাকা। চাদরের কারখানা খুলিলে বেশ লাভ হইবার সম্ভাবনা। শতকরা ৬৪.৬ ভাগ তামা ৩৩.৭ ভাগ দস্তা ১.৪ ভাগ সীসা এবং .৩ ভাগ রাং মিশ্রণে জাপানে চাদর পিতল তৈয়ার হয় এবং ৭০.২৯ ভাগ তামা ২৯.২৬ ভাগ দস্তা—০২৮ ভাগ শীসা .১৭ ভাগ রাং মিশ্রণে বিলাতী চাদর পিতল তৈয়ার হয়। বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকার চাদর আমদানী হয়।

কলিকাতার উপকণ্ঠে মান্দ্রাজী চারী কোং চাদর পিতলের বাসন তৈয়ারের এক বৃহৎ কারখানা খুলিয়াছেন। এখানে চাদরের সকল প্রকার বাসন তৈয়ার হয়। বিলাত ও জাপান হইতে চাদরের গেলাস আমদানী হয়।

অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, জাপান, ইংলণ্ড ও জার্ম্মনি হইতে তামা আমদানী হয়। খনি হইতে একেবারে তামার থান কারখানায় ব্যবহৃত তামা ইলেক্ট্রীকে ব্যবহৃত তামার তার আমদানী হয়। বৎসরে অন্যূন ২॥০ কোটী টাকার তামা আমদানী হয়। ব্রহ্মদেশে উত্তর শান রাজ্যে, শিকিম রাজ্যে মৈশূর রাজ্যেও তামার খনি আছে। সিংহভূম জেলায় রাখামহিন ষ্টেশনের নিকটে রাখা খনিতে ১৯০৯ সালে কেপ কপার কোং (Cape Copper Co) কার্য্য আরম্ভ করেন। মূলধনের অনুপাতে লাভ না হওয়ায় ১৯২৩ সাল হইতে খনির কাজ বন্ধ আছে। ১৯১৪ সাল হইতে এই কোং বাজারে তামা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। ১৯১৯ সালে এই কোং ৩২৭৫৬ টন এবং ১৯২০ সালে ২৮ হাজার টন ১৯২১ সালে ২৩ হাজার টন ১৯২২ সালে ৩০৭৬৪ টন তামা উৎপন্ন হইয়াছিল। ঘাটশীলার নিকট মোসাবনীতে ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন (The Indian Copper Corporation Ltd) কাজ খুলিয়াছেন কিন্তু এই কোংর তামা এখনও বাজারে আমদানী হয় নাই। ভারতবর্ষে কোথাও রাং এর খনি নাই। ব্রহ্মদেশে টীভয়, মাগুই, আমহাষ্ট ও থাটন জেলায় এবং শান রাজ্যে রাং এর খনি আছে। টীভয় ও মাগুই জেলায় থান রাং (Block tin) উৎপন্ন হয়। আমহাষ্ট, ও থাটন জেলায় এবং শানরাজ্যে রাংএর ওর (ore) উৎপন্ন হইয়া বিদেশে রপ্তানী হয়। চীন, শ্যাম প্রণালী উপনিবেশ এবং মালয় দেশে রাংএর অনেক খনি আছে। শিঙ্গাপুর ও পেনাং হইতে ভারতবর্ষে রাং আমদানী হয়।

ভারতবর্ষে কোথাও শীসার খনি নাই। ব্রহ্মদেশে শান রাজ্যে বড়উইন খনিতে শিসা উৎপন্ন হয়। বার্ম্মা কর্পোরেশন এই খনির ইজারা লইয়াছেন। এই খনিতে রূপা ও আছে। বৎসরে প্রায় ২॥০ লক্ষ টন শীসা খণ্ড উৎপন্ন হয়। এই খনির শীসা ভারতবর্ষ জাপান, চীন, যুক্ত রাজ্য; শিংহল এবং জার্ম্মনিতে রপ্তানী হয়। বিদেশ হইতেও ভারতবর্ষে শীসা আমদানী হয়। এই খনিতে দস্তা ও উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে এখনও দস্তা খণ্ড গালাই করিয়া খাটী দস্তা তৈয়ার হয় না। দস্তার Ore আণ্টোয়ার্প এবং হাম্বার্গে রপ্তানী হয়। গভর্ণমেন্ট জামশেদপুরে দস্তা গালাইএর কারখানা খুলিবার মনস্থ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের সে মতলব পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিদেশ হইতেই দস্তা আমদানী করিতে হয়।

কাঁসা পিতল তামটী বা রাং তামা ও জার্ম্মন সিলভার মিশ্র ধাতু। এদেশে ৭ ভাগ তামা এবং ২ ভাগ রাং মিশ্রনে কাঁসা প্রস্তুত হয় এবং তামা ও দস্তা সমান ভাগে মিশ্রনে পিতল প্রস্তুত হয়। কিন্তু ইহাদের আরও নানা রকম ভাগ

আছে নিয়ে তাহাদের তালিকা দেওয়া হইল। তামটী এবং জার্ম্মন সিলভার মিশ্র ধাতু হইলেও বাজারে পুরাতন তামটী যথেষ্ট পাওয়া যায় ; জার্ম্মন শিলভারের থান এবং ব্যবহৃত দ্রব্য যথেষ্ট পাওয়া যায় এ জন্য ইহা নূতন তৈয়ারের আবশ্যক হয় না।

একশত ভাগের মধ্যে

কাঁসা

	তামা	রাং	দস্তা
সঙ্গীতের জন্য	৮৪,	১৬	
	৮৪·৫	১৫·৪	·১ এন্টিমনি
ঘন্টা	৮২	১৮	
ঘরের ঘণ্টা	৮০	২০	
„	৭৮	২২	
বড় ঘণ্টা	৭৬	২৪	
সুইট-ঘড়ী ঘণ্টা	৭৪·৫	২৫·	—·৫ সীসা
রোয়েনের পুরাতন ঘণ্টা	৭১	২৬	—দস্তা ১৮, ১·২ শীসা
ঘড়ীর ঘণ্টা	৭২	২৬·৫৬	১·৪৪ (রূপা)
রোয়েন বিপদ সূচক ঘণ্টা	৭৫·১,	২২·৩	১ দস্তা ১·৬ (রূপা)
টম টম ঘণ্টা	৭৯	২০·৩	·৫২ শীসা ·১৮ (রূপা)
জাপানী কারাকেন	৬৪	২৪	৯ দস্তা ৩ (লোহা)
	৬০	১৯	—৮ শীসা ৩ দস্তা
	৬১	১৮	১২ শীসা ৬ দস্তা ৩ (লোহা)
টেবিলের সাদা ঘণ্টা	১৭	৮০	৩ বিসমাথ
	৮	৮৭·৫	১২·৫ এন্টীমনি
ছোট ঘণ্টা	৪০ +	৬০	
ছোট ঘড়ির ঘণ্টা	৭২ +	২৬২⁄৩ + ১১⁄৩	লোহা
উজ্জ্বল	৭১ +	২৬ + ২ দস্তা	+ ১ লোহা

৫ ভাগ তামা এবং ১ ভাগ রাংএ খুব বড় ঘণ্টা তৈয়ার হয়। ৩ ভাগ তামা এবং এক ভাগ রাং ছোট ঘন্টা তৈয়ার হয়। গির্জ্জার ভাল ঘড়ি ৩ভাগ তামা এবং ১ ভাগ রাংএ তৈয়ার হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ৪ সের তামা এবং ১ সের রাং এ গির্জ্জার ঘণ্টা তৈয়ার হইত।

পিতল

	তামা + দস্তা
লোহিত বর্ণ	৯৪ + ৬
„	৯০·৫ + ৭·৯ + ১·৬ শীসা
	৯৭ + ২ + ১ আর্সেনিক
লোহিত ও হরিদ্রা	৮৮·৮ + ১১·২
„	৯০ + ১০
সোনালী	৯০·৭ + ৮·৩৩
হরিদ্রাবর্ণ	৮২·৫৪ + ১৭·৪৬
	৮৪ + ১৬
	৮০ + ২০
	৭৬ + ২৪
	৭৫ + ২৫
উজ্জ্বল হরিদ্রা	৭২·৮ + ২৭ + ·২ শীসা
„	৭০ ÷ ৩০
পূর্ণ হরিদ্রাভ	৬৭ + ৩৩
	৬৬.৬ + ৩৩·৩
	৬৬ + ৩৪
	৬২ + ৩৮
	৬০ + ৪০
চাদর	৯২·৭ + ৪·৬ + ২·৭ রাং
	৯১·৬ + ৪·৬

৮৫'৫ + ১৪'৫

৯০ + ১০

জার্ম্মন সিলভার

তামা　নিকেল　দস্তা

৫০ + ২০ + ৩০

৫০ + ২৬ + ২৪

৪১ + ১৮ + ৪১

৫০ + ২৫ + ২৫

৬০ + ২০ + ২০

৬০ + ২৫ + ২০

৪০'৫ + ৩১'৫ + ২৫'৫ + ২.৫ লোহা

৩০ + ৩৬ + ৩৫

৪১ + ৩২ + ২৪'৫ + ২'৫ লোহা

৫৫ + ২৪ + ১৬ + ২ লোহা + ৩ রাং

৫২ + ২৬ + ২২

৫৯ + ৩০ + ১১

৬৩ + ৩১ + ৬

তামা	দস্তা	নিকেল
৮ ভাগ	৩৫	৪ ভাগ
৮　৩	৫　৬	
৮　৬	৫　৩	

তামটী প্রতি ১০০ ভাগে

তামা	রাং	দস্তা
৯২	২	৬
৯০	৮	২
৮৪	৫	১১
৮৩	৫	১২
৮০	৫	১৫
৭৫	৫	২০

একসের চাদর　পিতলের সহিত ।৵ তামা মিশাইলে আদা জুত হয়।

পিতলের সহিত প্রতি সেরে ৷৷০ কি ৷৷৵০ দস্তা মিশাইলে টৌ হয়, এই টৌ পিতলে আদিম অধিবাসিগণের জন্য পৈরী, বাঁক খাড়ু, চুড়ি প্রভৃতি তৈয়ার হয়। রাং তামা বা তামটীকে সাধারণতঃ ভরণ বলে। পুরাতন ঘটী বাটী গেলাস প্রভৃতিকে চলতি কথায় অবন পিতল বলে। কাংস্য ধাতুকে হিন্দুস্থানী ভাষায় "ফুল" বলে এবং পিতলকে "বেধা" বা "দরপ" বলে। রাং কে পশ্চিমে "রাং" "কলাই" বলে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে রাং ও তামা আমদানী হইতেছে। বর্ত্তমানে যে রাং ও তামা আমদানী হয়, তাহার সমস্ত বাসন নির্ম্মাণে খরচ হয় না। রেলের কারখানায়, টাকশালে কল ও খনি সমূহে প্রচুর রাং তামা শীসা ও দস্তার আবশ্যক হয়। ট্রাম গাড়ীতে এবং ইলেক্ট্রিকের জন্য তামার তারের প্রয়োজন। তবে এই সকল কল খনি ও কারখানা সমূহে ব্যবহৃত পরিত্যক্ত, পুরাতন ও টুকরা তামা আবার বাজারে বিক্রয় হয়। এই তামার সহিত রাং মিশাইয়া কাঁসা তৈয়ার হয়। ইউরোপ আমেরিকা ও জাপান হইতেও ইলেক্ট্রিকের পুরাতন তার,তামার টুকরা ছাঁট প্রভৃতি আমদানী হয়। খনির থান তামা অপেক্ষা এই তামা অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যে বিক্রী হয়। রেলের কারখানার তামটী গুঁড়া হইতে রাং তামার গেলাস বাটী ও ডিশ তৈয়ার হয়। রেলওয়ে কোং ৭০।৮০ টন মৌজুত হইলে নিলামে বিক্রয় করে। কাজেই সাধারণ ব্যবসায়ী ইহা খরিদ করিতে পারে না। ভাটীয়া গুজরাটী ও মাড়য়ারী মহাজনেরা ইহা খরিদ করিয়া বাঙ্গালী মহাজনগণকে বিক্রয় করে তাহাতে ইহাদের বেশ দু পয়সা হয়। সমর বিভাগ হইতেও তামার তার ছাঁট পিতল, শীসা, দস্তা বিক্রয় হয়, ইহাও অবাঙ্গালী মহাজনেরা খরিদ করিয়া লাভবান হয়।

গভর্ণমেণ্ট এবং রেল কোং যদি বাজার যাচাই করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন তবে সাধারণ বাঙ্গালী মহাজনদের সুবিধা হয়। যে সকল মোকামে বাসন তৈয়ার হয় সেই সকল মোকামের মহাজনগণ এই সকল মাল খরিদ করিবার সুযোগ পাইবেন।

এই উটজ শিল্পটী গভর্ণমেণ্টের নিকট কোন প্রকার সাহায্য পায় নাই। টাটা কোম্পানীকে গভর্ণমেণ্ট বৎসরে ৬০ লক্ষ টাকা সাহায্য করিতেছেন কিন্তু যদি এই শিল্পটীর জন্য গভর্ণমেণ্ট বৎসরে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন তবে এই শিল্পের দ্বারা ৫।৬ লক্ষ লোক প্রতিপালিত হইবে। প্রাদেশিক ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন সদস্য এই শিল্পের প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি দেখান নাই। এদিকে এনামেল এলুমিনিয়াম ও চিনা মাটীর বাসন আমদানী হওয়ায় এই শিল্পের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় এলুমিনিয়াম বাসনের কতগুলি দোকান ছিল এবংএখন কতগুলি হইয়াছে, তাহা দেখিলেই পিতল ও কাঁসার বাসনের কত অবনতি হইয়াছে, তাহা অনুমিত হইবে। এই এই তিন দ্রব্যের বাসনের কাটুতি যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে অনুমান হয় ৩।৪ বৎসর মধ্যে এই পিতল ও কাঁসার বাসন শিল্প লোপ পাইবে।

বাংলার বাসনের ব্যবসায় এতদিন বাঙ্গালীর হাতেই ছিল এবং বাঙ্গলী পুর্ণিয়া ভাগলপুর মুঙ্গের প্রভৃতি জেলায় বাসনের দোকান খুলিয়াছিলেন। কাশীতেও বাঙ্গালীর বাসনের দোকান দেখিয়াছি। রংপুর, জলপাইগুড়ি ও দারজিলিং জেলায় মাড়য়ারী এই ব্যবসায় গ্রাস করিয়াছে। অবাঙ্গালীরাই বাহির হইতে কাঁচা মাল আমদানী করে এবং উহা বাঙ্গালীকে বিক্রয় করিয়া লাভবান হয়। এই কাঁচা মাল সম্বন্ধে তাহারা যত সন্ধান জানে বাঙ্গালীরা তত জানে না। বাংলা গভর্ণমেণ্টের Board of Industries এ কোন বাসন ব্যবসায়ী নাই। সম্প্রতি দেশের শিল্পের উন্নতির জন্য এবং সরকারী সাহায্যের জন্য বাংলা সরকার একটী আইন প্রণয়ন করিতেছেন এই আইনের বলে একটী স্থায়ী কমিটী গঠিত হইবে। তাহাতে ইউরোপীয় বণিক সমিতির একজন এবং ইউরোপীয় ব্যবসা সমিতি, বঙ্গীয় মহাজন সমিতি এবং মাড়য়ারী মহাজন সমিতির একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবে। এই চারিটী সমিতিই বাংলাদেশে উটজ শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। এই আইনের দ্বারা বাংলার উটজ শিল্পের কোন উন্নতি হইবার আশা নাই। কমিটীতে কলকারখানা ও খনিওয়ালাদের প্রতিনিধি থাকিবেন। তাঁহারা স্ব স্ব ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবেন। পল্লীর দরিদ্র শিল্পজীবীদের অবস্থা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইবে। ব্যবস্থাপক সভায় মফঃস্বলের যেসকল প্রতিনিধি আছেন তাঁহারাও এই হতভাগ্য শিল্পজীবীদের জন্য কোন দরদ দেখান নাই। অথচ বাংলার উটজ শিল্পের উন্নতি করিতে পারিলে কত লোকের অন্নের সংস্থান হইবে তাহা তাঁহারা ভাবিয়াও দেখেন নাই। অধিকাংশই অবাঙ্গালী। ইহাদিগকে সাহায্য করিলে অবাঙ্গালীরই সুবিধা ও উন্নতি হইবে। আইনটী এমনভাবে হওয়া উচিত যাহাদ্বারা বাংলার লক্ষ লক্ষ শিল্পজীবীর সুবিধা হয় এবং বাংলার অন্নসমস্যার সমাধান হয়। আইন প্রণয়ন কালে যাহাতে ব্যবস্থাপক সভায় উটজ শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সদস্য মনোনীত হন এবং কমিটীতে উটজ শিল্প জীবীদেরও প্রতিনিধি স্থান পান তাহার ব্যবস্থা থাকা চাই। বাংলার বাজারে যদিও নিত্য নূতন বিদেশী শিল্প আমদানী হইতেছে তাহা হইলেও বাংলার উটজ শিল্প সেই মান্ধাতার আমলে যেরূপ অবস্থায় ছিল এখনও সেই

অবস্থায় আছে, ইহার কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইউরোপের বৈজ্ঞানিকেরা শিল্পের উন্নতির জন্য নানা প্রকার আলোচনা করিতেছেন। শিল্প মাত্রেরই একটা বৈজ্ঞানিক দিক আছে। শিল্পকে নূতন রূপ দিতে হইলে বৈজ্ঞানিকভাবে গবেষণা করা আবশ্যক। বিজ্ঞানের সহায়তা না পাইলে শিল্পোন্নতি অসম্ভব। ইউরোপ ও আমেরিকায় শিল্পের কারখানায় বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। আমাদের দেশের দরিদ্র শিল্পজীবীরা বৈজ্ঞানিক গবেষণাও অনুশীলন করিতে অসমর্থ। তাহাদের সে বিদ্যাবুদ্ধি নাই, বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত করিবার সামর্থ্য নাই। বাংলার শিল্প দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণাও অনুশীলনের ভার সরকারকে লইতে হইবে।

ভারত সাম্রাজ্যে পিতল কাঁসা ও তামার কারখানার দ্বারা ২৫৯২০৩ জন প্রতিপালিত হয় এবং কারখানা সমূহে ৮৯২৩৫ পুরুষ এবং ১৩৭১৫ স্ত্রীলোক কাজ করে। ব্রিটীশ ভারতে ১৯৩১৭০ জন প্রতিপালিত হয় এবং ৬৫৯২৭ পুরুষ এবং ৮৪৭১ স্ত্রীলোক কারখানায় কাজ করে। দেশী রাজ্য সমূহে ৬৬০৩৩ জন প্রতিপালিত হয় এবং কারখানা সমূহে ২৩৩০৫ পুরুষ এবং ৫২৪৪ স্ত্রীলোক কাজ করে। এই শিল্প দ্রব্যের দ্বারা কোন প্রদেশে কত লোক প্রতিপালিত হয়, তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

বিহার ও উড়িষ্যা	৩৬৭৬৮
বাংলা	৩৬৩৯৩
যুক্ত প্রদেশ	৩২৩৮৭
মান্দ্রাজ	২৫৯৫৬
পাঞ্জাব	২১৬১১
বোম্বাই	২০৯৫০
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	১০৮০৪
দিল্লী	২৫৫১
ব্রহ্মদেশ	২৫০৮
আসাম	২১৪২
আজমীর ও মাড়ওয়ার	৫৬৮
উঃ পঃ সীঃ প্রদেশ	৫৬৭
বেলুচিস্থান	১৮৩
কুর্গ	২২

দেশীয় রাজ্যে

হায়দ্রাবাদ	১১২০৯
মান্দ্রাজ দেশীয় রাজ্য	৯৬০২
বিহার ও উড়িষ্যা	৮০৪৪
মধ্য ভারত	৭১২২
বোম্বাই	৬৮৭৭
রাজপুতানা	৬২১৯
গোয়ালীয়র	৫৬৬০
মধ্য প্রদেশ	২৮৪৮
পাঞ্জাব	২৫৮৪
মিশুর	২১০২
বরদা	২০৮৯
কাশ্মীর	১৩২৬
আসাম	১৬২
যুক্ত প্রদেশ	৮৯
বাংলা	৮১
বেলুচিস্থান	১৯

এই শিল্প দ্রব্যের দ্বারা বাংলা দেশের কোন জেলায় কত লোক প্রতিপালিত হয়, তাহা "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" ১৩৩৪ সালের মাঘ সংখ্যায় ৯৩৪—৩৫ পাতায় দ্রষ্টব্য।

বাংলা দেশের শিল্প দ্রব্য সম্বন্ধে কলিন সাহেব ১৮৯০ সালে অনুসন্ধান করিয়া এক রিপোর্ট দেন, কিন্তু ইহা ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

১৯০৭—৮ সালে কামিং সাহেব পশ্চিম বঙ্গ এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ গুপ্ত পূর্ব্বে বঙ্গ ও আসামের শিল্প দ্রব্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট লেখেন এবং ১৯১৪ সালে সোয়ান সাহেব আবার অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট লেখেন। বাংলার শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর উটজ শিল্প সম্বন্ধে ইংরাজিতে এক খানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, গুণের তুলনায় ইহাদের মূল্য অনেক বেশী। এই সকল পুস্তক ইংরাজিতে লেখা। ইহার কোনটী নির্ভুল নহে। এই সকল উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের নিকট আমরা এরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ পুস্তকের আশা করি নাই। কোন যোগ্য বাঙ্গালীর দ্বারা প্রত্যেক জেলায় অনুসন্ধান করিয়া বাংলা ভাষায় পুস্তক লেখান উচিত ছিল। ব্যবস্থাপক সভায় মফঃস্বলের প্রতিনিধিদের এ বিষয়ে স্ব স্ব এলাকায় অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের অভাব ও অভিযোগ ব্যবস্থাপক সভার গোচর করা উচিত। বিদেশ হইতে বোম্বাই বন্দরে ১৯২৫-২৬ সালে ১৬০৮৪৯০০৲ টাকা এবং ১৯২৬-২৭ সালে ১৫৬২৫৫৩১ টাকার পিতল কাঁসার বাসন আমদানী হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৯২৫—২৬ সালে শত করা ৩২·৬ এবং ১৯২৬-২৭ সালে ২৯·৩ ভাগ গ্রেট বৃটেন হইতে আমদানী হইয়াছে। করাচী মাদ্রাজ ও রেঙ্গুন বন্দরে ও আমদানী হয়। যে সকল দেশে ভারতীয়েরা যাইয়া বসবাস করিতেছে, গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিলে সেই সকল দেশে বাসন রপ্তানী করা যাইতে পারে। আফগানিস্থান মধ্য এসিয়া, পারস্য, মেসাপটেমিয়া ও আরবদেশেও বাংলার বাসন বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা আছে, যদি গভর্ণমেণ্ট এবিষয়ে সহায়তা করেন। আমরা এই মৃতপ্রায় শিল্পটীর প্রতি দেশবাসী এবং সংবাদ পত্র সমূহের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করিতেছি। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণকেও অনুরোধ করিতেছি যাহাতে শিল্পটীর উৎকর্ষ সাধন হয়, তাহার জন্য তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় চেষ্টা করুন।

নিম্নে ধাতু দ্রব্য গুলির ইংরাজি নাম দিয়া উপসংহার করিব।

কাঁসা—Bollmetal,
জার্ম্মণ শিলভার, German Silver
দস্তা—Zinc, দস্তার থান Zine tile
তামা—Copper, তামার থান Copper Ingot
তামার ছাট—Copper Scraps
তামার তার—Copper wire

তামার তারের চতুষ্কোন বিশিষ্ট কলে পেশাই করা বাণ্ডিল Copper wire Briquette
তামার তারের ঝুড়ি—Copper Scales
তামার চাদর Coppsr Sheet
পিতল Brass
পিতলের চাদর Brass Sheet
পিতলের থান Brass Bat
পিতলের ছাট, টুকরা Brass Scraps
পিতলের গুঁড়া—Co Brass Boring
রাং তামা বা তামটী—Gunmetal
শীসা—Lead

শ্রীরামানুজ কর।

গো সমস্যা

মনুষ্য সমাজে গরুর ন্যায় উপকারী জন্তু খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কালেই মানুষ গরুর অসীম উপযোগীতার কথা জানিতে পারিয়াছিল, তাই অতি প্রাচীন কাল হইতেই সর্ব্বদেশে মনুষ্য সমাজ গোপালন করিয়া আসিতেছে।

রামায়ণ মহাভারতাদি পাঠ করিলে জানা যায় যে সে কালে হিন্দু রাজারা প্রায় প্রত্যেকেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গরু বাছুর পুষিতেন এবং যে রাজার খুব অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট গাভী থাকিত অপর রাজারা তাঁহাকে হিংসার চক্ষে দেখিতেন। এমন কি গোধন হরণ করিবার জন্য রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধিত—এরূপ দৃষ্টান্তের ও অভাব নাই। ফল কথা, প্রাচীন কালে গো সম্পদ সকল সম্পদের সেরা বলিয়া গণ্য হইত; এবং ইহা শুধু ভারতবর্ষে নহে—পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই।

আধুনিক জগতে ও পশু সম্পদ শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া গণ্য হয়। গরু, ঘোড়া, হাতী, মোষ, ভেড়া, উট, গাধা, ছাগল, খরগোস, কচ্ছপ, মাছ, ব্যাঙ, সকল প্রকার পশুপক্ষী জীব জন্তু অবলম্বন করিয়াই পৃথিবীতে বিস্তৃত ব্যবসায় চলিতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার পশুপালনের কথা উল্লেখযোগ্য। গরু, ঘোড়া বিশেষতঃ ভেড়া পালন করিয়া অষ্ট্রেলিয়ার লোকে কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু ব্যবসায়ের কথা ছাড়িয়া দিলে ও নিছক প্রাণ ধারণের জন্যই পশুপালনের প্রয়োজনীয়তা আছে —বিশেষতঃ গোপালনের। এই জন্যই বোধ হয় প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা গরুকে গোমাতা বলিয়া পূজা করিতেন।

গরুর প্রয়োজন সর্ব্বদেশেই। তবে ভারতবর্ষে ইহার প্রয়োজন যতখানি, এতখানি আর কোথাও নহে। ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উন্নতি ভিন্ন ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি হওয়া অসম্ভব। কিন্তু কৃষির উন্নতি করিতে হইলেই ভূমি কর্ষণ করিবার উত্তম ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারত-বর্ষে বলদের দ্বারাই হাল করান হয়। কাজেই গভীর ভাবে ভূমি কর্ষণ করাইতে হইলে বলিষ্ঠ বলদ পাওয়া চাই।

আজকাল প্রায় সমস্ত দেশেই যন্ত্রচালিত লাঙ্গ-লের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। কল গরু ঘোড়ার স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতবর্ষে কিন্তু আজি ও প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী গরুর দ্বারাই লাঙ্গল টানান হয়। এই কলের যুগে কলের সহিত অসহযোগিতা করিয়া লাভ নাই। এমন কি ইহাতে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। সেই জন্য আমরা এই ভারতবর্ষে ট্রাক্টর প্রভৃতি যন্ত্র চালিত লাঙ্গলের দ্বারা চাষ করাইবার পক্ষপাতী। কিন্তু মুখে যতই ট্রাক্টর চালাইতে বলি না কেন, আমাদের দেশে ট্রাক্টর কখন গরুর কাজ কাড়িয়া লইতে পারিবে না। কেন না আমাদের দেশ ও অন্যান্য দেশের মধ্যে প্রভেদ অনেক।

ট্রাক্টর চালাইতে হইলে এক জোতে অনেকখানি জমীর প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ যে জমী বর্ষাকালে সম্পূর্ণ রূপে জলের মধ্যে ডুবিয়া যায়, তাহাতে ট্রাক্টর চালাইবার বিশেষ সুবিধা নাই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এক জোতে অনেক জমী পাওয়া যায় এবং সে সমস্ত দেশের জমী ও সাধারণতঃ উচ্চ। কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানকার অধিকাংশ জমীই নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত বিশেষতঃ জমীর জোত এতই ছোট যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কলের লাঙ্গল চালাইবার কোনই উপায় নাই। কাজেই এদেশে একমাত্র জমীদারেরা কলের লাঙ্গল ব্যবহার করিতে পারেন; সাধারণ লোকের পক্ষে বলদই অগতির গতি। তাই বলিতে ছিলাম অন্য দেশের পক্ষে যাহা হয় হউক, ভারতের জনসাধারণ বলদকে বাতিল দিয়া কলের লাঙ্গলের প্রবর্ত্তন করিতে পারিবে না।

কাজেই দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষে চাষের উন্নতি প্রধানতঃ বলদের উন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু বলদের উন্নতি করিতে হইলে গাভীর উন্নতি হওয়া আবশ্যক। গাভী প্রচুর পরিমাণে দুধ দিতে না পারিলে গো বৎস হৃষ্ট পুষ্ট হইবে কি খাইয়া? আবার হৃষ্ট পুষ্ট বৎস পাইবার জন্য উত্তম গাভীর ন্যায় উত্তম ষণ্ডের ও প্রয়োজন। এক কথায় বলিতে গেলে বলদের উন্নতি করিতে হইলে সমগ্র গো জাতিরই উন্নতি করিতে হয়।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় গো-জাতির উন্নতি ভিন্ন কৃষির উন্নতি হইতে পারে না এবং কৃষির উন্নতি ব্যতিরেকে ভারতের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়া অসম্ভব—এ কথা বলিয়াছি। কিন্তু দেশবাসীর স্বাস্থ্য বিধানের জন্য ও গো জাতির উন্নতি করা আবশ্যক।

ভারতবর্ষের অধিবাসীর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। দুধ ও ঘি তাহাদের প্রধান খাদ্য। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুধ ও ঘি খাইতে না পাইয়াই ভারতবাসীর স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। শরীর গঠন করিবার জন্য কয়েকটী মূল উপাদানের প্রয়োজন। fat বা চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ সেই সমস্ত উপাদানের মধ্যে একটী। নানাবিধ ফল মূলের মধ্যে ও চর্ব্বিজাতীয় পদার্থ-দেখিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে Vegetable fat কখনও animal fatএর ন্যায় পুষ্টিকর হইতে পারে না এবং শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিসাধনের জন্য animal fatএর প্রয়োজন অপরিহার্য্য। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই মাংসাদি ভক্ষণে পরাঙ্মুখ। একমাত্র দুধ ও ঘিই তাহাদের শরীরে আবশ্যক মত Animal fat সরবরাহ করিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে পর্য্যপ্ত পরিমাণে ঘি দুধ উৎপন্ন করিতে না পারিলে জাতির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ জাতিকে বাঁচাইতে হইলে গো-জাতিকে বাঁচাইতে হইবে। গরুর উন্নতি অবনতির সহিত আমাদের উন্নতি অবনতি অনেকটা একই সূত্রে গ্রথিত।

আজকাল গো জাতিকে উপলক্ষ করিয়া দেশের মধ্যে নানাবিধ আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে। হিন্দু এবং মুসলমান এই লইয়া লাঠালাঠি এবং মাথা ফাটাফাটি করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেছে না। বাহিরের লোক দেখিলে মনে করিবে যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এত বিরাট আন্দোলন চলিতেছে নিশ্চয়ই তাহার উন্নতিকল্পে অন্ততঃ একদল লোকও বদ্ধপরিকর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দু এবং মুসলমান উভয় জাতির উন্নতির জন্যই গো-জাতির উন্নতি করা আবশ্যক হইলেও উহাদের মধ্যে কেহই গো-জাতির উন্নতির জন্য এতটুকুও আগ্রহান্বিত নহে।

গো-হত্যা নিবারণ কল্পে দেশের মধ্যে যে

আন্দোলন দেখিতে পাওয়া যায় উহার সহিত গো জাতির উন্নতি অবনতির বিন্দুমাত্র সম্পর্ক আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। উহা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বা রাজনৈতিক আন্দোলন মাত্র। উহার সহিত যদি অর্থ নৈতিক আন্দোলনের কিছুমাত্র সম্বন্ধ থাকিত তাহা হইলে গো-সমস্যার সকল দিকই ভাল করিয়া আলোচিত হইত সন্দেহ নাই।

১৯১১ সালে ৫২৭৭০৬টী এবং ১৯১২ সালে ৫৪৪৫৮৮টী গরু বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল অর্থাৎ প্রতিবৎসর কিঞ্চিদধিক ৫ লক্ষ গরু বিদেশে রপ্তানী হয়। শুকনা মাংস রপ্তানীর জন্য প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ১০ লক্ষ গরু বধ করা হয়। উল্লিখিত হিসাব দেখাইয়া অনেকেই মন্তব্য করিয়া থাকেন যে কেবলমাত্র গো-হত্যা ও গরু রপ্তানী বন্ধ করিতে পারিলেই ভারতবর্ষ ঘৃত দুগ্ধে ভাসিয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস গো-হত্যা বা গো রপ্তানী নিবারিত হইলেই গো সমস্যার সমাধান হইবে না। ভারতবর্ষে যে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পাওয়া যায় না বা উত্তম বলদ ও ষণ্ডের অভাব অনুভূত হয় উহাই তাহার একমাত্র কারণ নহে।

বিলাতের সহিত তুলনা করিলেই ব্যাপারটী পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। কলিকাতা বা বোম্বাইয়ের সহিত তুলনায় লণ্ডনে চাল, ডাল, ডিম, রুটি প্রভৃতি সকল জিনিষের দামই অপেক্ষাকৃত আক্রা কিন্তু দুধ ও ঘি অসম্ভবরূপ সস্তা। কলিকাতায় একসের খাঁটি দুধের দাম সাত বা আট আনার কম নহে—বোম্বাইয়ে দশ আনা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে কিন্তু লণ্ডনে একসের খাঁটি দুধের দাম ৵০ হইতে ৶০ আনার মধ্যে। অর্থাৎ এদেশে বিলাত অপেক্ষা দুধের দাম ৭৫°/০ বেশী।

বিলাতে দুধ সস্তা বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে ভারতবর্ষের তুলনায় বিলাতে গরুর সংখ্যা খুব বেশী আছে বস্তুতঃ সংখ্যার দিক দিয়া উভয় দেশের অবস্থাই সমান।

আমেরিকায় প্রতি	৩টী লোকের	জন্য	২টী গরু
ইংলণ্ড „	৪ „	„	১ „ „
ফ্রান্সে „	৩ „	„	১ „ „
এবং ভারতবর্ষে „	৪ „	„	১ „ „

আছে।

ইংলণ্ডের ঐ একটী গরু চারিজন লোককে দুধ, ঘি, ও মাখন খাওয়াইয়াও প্রতি বৎসর কয়েক পাউণ্ড মূল্যের দুধ ও মাখন বিদেশে পাঠাইতেছে; আর ভারতবর্ষের একটী গরু চারিজন ত দূরের কথা একজনকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুধ ঘি, প্রদান করিতে অক্ষম। বিলাতের একটী গরু গড়ে দশবার সের দুধ দিয়া থাকে আর ভারতবর্ষের একটী গরু গড়ে তিন পোয়া দুধও দিতে পারে কিনা সন্দেহ। তফাৎ এইখানেই—সমস্যা এইখানেই। ভারতীয় গাভীর দুগ্ধ প্রদানের ক্ষমতা অল্প তাই, ভারতবর্ষে দুগ্ধের জন্য হাহাকার। গো সমস্যার সমাধান করিতে হইলে এই সকল কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

আরও অনেক কথা ভাবিবার আছে। যাঁহারা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কারণ বশতঃ গো-হত্যা নিবারণ করিতে বলেন তাঁহাদিগকে কিছুই বলিবার নাই। আমরা শুধু অর্থ নৈতিক দিকটাই আলোচনা করিতেছি। "গো হত্যা করা অন্যায় কেননা গরু অতি উপকারী জন্তু"—এই যুক্তিই সাধারণের নিকট শুনিতে পাই। কিন্তু গরু উপকারী জন্তু শুধু এই অজুহাতেই যদি তাঁহারা গো-হত্যা

অন্যায় বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে গো-হত্যার বিরুদ্ধে সত্য সত্যই তাঁহাদের কিছু বলিবার থাকে না। গরু উপকারী জন্তু কিন্তু গরু মাত্রই মানুষের উপকারে আসে না। গো-হত্যা হইলে পৃথিবী রসাতলে যাইবে বলিয়া আমরা মহা অনর্থের সৃষ্টি করিয়েছি কিন্তু আমাদের দেশের জীর্ণকায় গরুগুলিও আমাদের কিরূপ আর্থিক ক্ষতিসাধন করিতেছে তাহার খবর রাখেন কি ?

ভারতবর্ষের লোক গো-খাদক নহে। গো-হত্যা তাহাদের নিকট মহাপাতক বলিয়া গণ্য। ফলে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এমন অসংখ্য গরুকে আজীবন প্রতিপালন করা হইতেছে যাহারা মোট বহিতে বা দুগ্ধ প্রদান করিতে সর্ব্বতোভাবেই অক্ষম। গোময়, হাড় এবং চামড়ার মূল্য ব্যতীত ইহাদিগের নিকট হইতে কিছুমাত্র আয়ের প্রত্যাশা নাই অথচ ঐ আয়ের পরিমাণ তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে যে ব্যয় হইবে তাহার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। কাজেই অকর্ম্মণ্য গরুকে প্রতিপালন করিবার খরচকে অপব্যয়ের কোঠায় ফেলা যাইতে পারে। জনৈক বিশেষজ্ঞ ঐ বাৎসরিক অপব্যয়ের মাত্রাকে ৬১ কোটী টাকা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা ঐ গণনার অভ্রান্ততা সম্বন্ধে কিছুই বলিতে চাহি না; তবে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে ভারতবর্ষে অকর্ম্মণ্য গরুকে প্রতিপালন করিবার জন্য যতটাকা ব্যয়িত হয় অকর্ম্মণ্য মানুষকে বাঁচাইবার জন্য তত টাকা ব্যয়িত হয় কিনা সন্দেহ !

অকর্ম্মণ্য গরু পুষিবার আরও একটী কুফল আছে। সকলেই জানেন ভারতবর্ষে গরুর খাদ্যের বড়ই অনাটন। ভারতবর্ষের অকর্ম্মণ্য গরুগুলি প্রতিবৎসর হাজার হাজার মন গো-খাদ্য খাইয়া ফেলিতেছে। ফলে উৎকৃষ্ট গরুগুলি পর্য্যন্ত আহারের অভাবে ক্রমেই নিকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে।

দ্বিতীয়তঃ উল্লিখিত নিকৃষ্ট গরুর মধ্যে যে গুলি বৃষ তাহাদের বংশ বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা এবং শক্তি উভয়ই প্রবল, অথচ তাহাদের ঔরসে যে সমস্ত বৎস জন্ম লাভ করিবে (এমন কি উৎকৃষ্ট গাভীর গর্ভে জন্মিলে ও) তাহাদের উৎকৃষ্ট গাভী বা ষণ্ডে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে অকর্ম্মণ্য গাভী গুলি শুধুই যে আমাদের কোনই উপকারে আসে না তাহা নহে ইহারা আমাদিগের যথেষ্ট—অপকার করিতেছে। কাজেই এই ধরণের অপদার্থ গরু গুলিকে উপকারী জন্তু না বলিয়া অপকারী জন্তু বলাই বাঞ্ছনীয়।

ভারতবর্ষের গরু যে গড়ে আধ সের বা তিন পোয়া দুধ দেয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই দুধ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। প্রত্যেক গাভীরই অন্ততঃ এ পরিমাণ দুধ দেওয়া আবশ্যক যাহাতে বাছুরের ভুক্তাবশিষ্ট দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া তাহার নিজের আহারাদি সমস্ত খরচ চলিতে পারে। অন্যান্য দেশের অবস্থা স্বতন্ত্র। কেননা সে সকল দেশে গাভীর মাংসের ও একটা মূল্য আছে। এবং সে মূল্য বলদের মূল্য অপেক্ষা অল্প নহে। কাজেই সে সকল দেশে যে সমস্ত গাভী অল্প দুধ দেয় তাহাদিগকে পালন করা হইলেও অর্থ নীতির দিক দিয়া বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাই।

যাহা হউক মোটের উপর দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষে গো-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে কেবলমাত্র গরুর সংখ্যার দিকে লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে না—গরুর উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রত্যেক গাভী যাহাতে অধিক মাত্রায়

দুগ্ধদানে সক্ষম হয় প্রত্যেক বলদ যাহাতে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া অধিকতর কার্য্যক্ষম হইয়া উঠে সেই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করাই সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

এখন দুইটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রথমতঃ গো জাতির উন্নতি করা হইবে কেমন করিয়া? অর্থাৎ কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে প্রত্যেক গাভী অধিকতর দুগ্ধ দানে সমর্থ হইবে, প্রত্যেক বলদ হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবে, ভারতের সন্তান সন্ততি প্রচুর পরিমাণে ঘৃত দুগ্ধ পান করিতে পারিবে? দ্বিতীয়তঃ কে বা কাহারা গোজাতিকে উন্নততর করিবার কার্য্যে অগ্রণী হইবে?

আগামী সংখ্যায় উল্লিখিত প্রশ্ন দুইটীর সদুত্তর প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

নূতন জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী।

১৯২৮ সালের জুন মাসে ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত ৪১টী নূতন জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়াছিল; উহাদের সম্মিলিত মূলধন ১১০ লক্ষ টাকা। গত বৎসর এই মাসে ৫৯ লক্ষ টাকা মূলধনে ৩৯টী কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়াছিল।

আলোচ্য মাসে বঙ্গদেশে ১৮টী (মূলধন ২৩ লক্ষ টাকা) এবং মান্দ্রাজে ৬টী (মূলধন ৫৮ লক্ষ টাকা) কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই মাসে অনেকগুলি নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইলেও অনেকগুলি পুরাতন কোম্পানী ফেল পড়িয়া যাওয়ায় মোট সম্মিলিত মূলধনের পরিমাণ প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে।

জুনমাসে রেজেষ্ট্রীকৃত নূতন জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানীগুলির বিশেষ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

(ক) ব্যাঙ্কিং, লোন ইত্যাদি

			মূলধন
১।	প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক	দিনাজপুর টাউন বাংলা	২০০০০৲
২।	দীনবন্ধু ব্যাঙ্ক	ডিঃ—যোগেশচন্দ্র দত্ত। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা, বাংলা।	২০০০০৲
৩।	ভোলা ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ব্যাঙ্ক	ডিঃ—মহম্মদ মোজাম্মেল হক্ ভোলা বরিশাল, বাংলা	২০০০০০৲

৪।	ভোলা রিজন অফিস	ম্যা—ডি, এম, গুহ বিশ্বাস। ভোলা, বরিশাল, বাংলা	৫০০০০৲
৫।	কাভালাপ্পারা ব্যাঙ্ক	পালঘাট, মান্দ্রাজ	১০০০০০৲
৬।	ওয়েষ্ট কোষ্ট ব্যাঙ্ক	ত্রিবাঙ্কুর	১৫০০০০৲
৭।	কারালা ভিলাসম্ ব্যাঙ্ক	ঐ	২০০০০০৲
৮।	পিরাভম্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল কোং	ঐ	২০০০০০৲
৯।	ইউনিভার্সাল ব্যাঙ্ক	ঐ	১০০০০০৲
১০।	নেত্রকোণা পল্লীমঙ্গল লোন অফিস।	ডিঃ— উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ নেত্রকোণা, মৈমনসিং।	১০০০০০৲
১১।	ইষ্টইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং	সেক্রেঃ—ইউনিয়ন সিণ্ডিকেট, ১০২ ক্লাইভষ্ট্রীট, কলিকাতা।	৫০০০০০৲
১২।	ওরিয়েণ্টাল প্রভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স	ডিঃ—ভবশঙ্কর চৌধুরী। রংপুর, কলিকাতা।	৫০০০০৲
১৩।	অল্লাইভ, ষ্টক্ ব্যাঙ্ক	মান্দ্রাজ	১০০০০০৲

(খ) যান, বাহনাদি।

১৪।	কংগ্রভ্যালী মোটর ট্রান্সপোর্ট কোং		২০০০০০৲
১৫।	বেঙ্গল এয়ার ট্রান্সপোর্ট কোং	২ চরেন্স রেঞ্জ, কলিকাতা	২০০০০০৲

(গ) ট্রেডিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং

১৬।	কানারা প্রেস	মান্দ্রাজ	১০০০০০৲
১৭।	তিলক নিউজপেপার এণ্ড প্রিন্টিং কোং	দিল্লী	২০০০০৲
১৮।	জীবরসম্ কোং	রামনাদ, মান্দ্রাজ।	১০০০০৲
১৯।	সিবা (Ciba)	বোম্বাই	১০০০০০৲
২০।	জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন	”	২৫০০০০৲
২১।	গয়া ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ইলেক্ট্রিক্	ম্যাঃ এঃ—ডি, এল খাণ্ডিলওয়াল এণ্ড কোং গয়া, বিহার ও উড়িষ্যা।	৭০০০০০৲
২২।	বান্নু ইলেকট্রিক্ সাপ্লাই কোং	বান্নু, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।	৫০০০০০৲
২৩।	ইউনিয়ান সিণ্ডিকেট	১০২ ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।	৪৮০০০৲
২৪।	মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া	৮ ক্লাইভষ্ট্রীট, কলিকাতা।	১০০০৲

২৫।	ইষ্টার্ণ ইন্‌ডাষ্ট্রি্স্	১৩৩ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	২০০০০৲
২৬।	ডাঃ ডান্‌কান ব্রাদার্স	১ কর্পোরেসন ষ্ট্রীট কলিকাতা।	১০০০০০৲
২৭।	বিমলা এজেন্সী	খাগড়া, মুর্শিদাবাদ, বাংলা।	২০০০০৲
২৮।	জে, সি, ঘোষ এণ্ড কোং	৭৮ ক্লাইভষ্ট্রীট, কলিকাতা।	২০০০০৲
২৯।	প্যারী এণ্ড কোং	ডিঃ—সি, ই, উড, মান্দ্রাজ।	৩৫০০০০০৲
৩০।	সালেম শান্মুগম্ কোং	মান্দ্রাজ	১০০০০৲
৩১।	হ্যামিলটন ষ্টুডিও	বোম্বাই	৫০০০০০৲
৩২।	ইষ্টার্ণ এক্সপোর্ট এণ্ড মার্কেন্‌টাইল কোং	ঐ	১৫০০০০৲
৩৩।	স্মিথ ক্যাম্বেল এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া)	ঐ	১০০০০০৲
৩৪।	ফারমারস্	ঐ	১০০০০০৲
৩৫।	সরস্বতী বেওপারিক কোং (Beoparic Co)	পাঞ্জাব	১০০০০০৲
৩৬।	ইউনিয়ন্ ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল	ত্রিবাঙ্কুর	২০০০০৲

(ঘ) মিল ও প্রেস।

৩৭।	বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্	ডিঃ—এইচ এন মল্লিক, ১৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা।	১০০০০০০৲
৩৮।	Gaekwad Mill	বরদা ষ্টেট	১২০০০০০৲
৩৯।	কাশিমবাজার রাইস্ মিলস্	ডিঃ—মুরলীমোহন সেন, কাশিমবাজার, মুরসিদাবাদ।	২০০০০০৲

(ঙ) চা বাগিচা প্রভৃতি।

৪০।	ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিস্	মৈমনসিংহ টাউন, বেঙ্গল।	
৪১।	যশোহর এগ্রিকাল্‌চার সিণ্ডিকেট	ডিঃ—রমেশচন্দ্র ধর। খাসিয়াল, পোঃ আঃ খাসিয়াল। জেলা যশোহর, বাংলা।	১০০০০০৲

মোট——১১০৪০৮০০৲

জুনমাসে সর্ব্বসমেত ১৪টী কোম্পানী লিকুইডেসনে গিয়াছে বা উঠিয়া গিয়াছে। উহাদের সকলগুলিই বাংলার বাহিরে অবস্থিত—অধিকাংশই বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে। উহাদের মধ্যে বোম্বাই মার্চ্চেণ্টস্ ব্যাঙ্কের নামই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। উহা ১৯০৯ সালে স্থাপিত হয় এবং

উহার মূলধন (Paid-up Capital) ছিল ১০০০০০০৲ টাকা। মান্দ্রাজে আর একটী ব্যাঙ্ক ফেল হয়।

জুন মাসের পূর্ব্বেই ফেল হইয়াছিল অথচ এই মাসে সর্ব্বপ্রথম ঐ ফেল হওয়া সংবাদ রেকর্ডেড হইয়াছে এমন যে সমস্ত কোম্পানী আছে তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। বেঙ্গল ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক। বাংলা।
২। সোসিও এবনমিক ডেভেলপমেণ্ট সিণ্ডিকেট। বাংলা।
৩। সাউথ ইণ্ডিয়ান ক্যাথলিক ইউনিয়ান। মান্দ্রাজ।
৪। ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং বাংলা।
৫। রেড রোজ এণ্ড কোং ঐ
৬। ডমিনিয়ন টোব্যাকো কোং ঐ
৭। পেনিনসুলার টোব্যাকো কোং ঐ
৮। টামাস বিয়ার এণ্ড সন্স (ইণ্ডিয়া) ঐ
৯। ব্রোক্‌স্ এণ্ড কোং ঐ
১০। ইষ্ট বেঙ্গল ট্রেডার্স ঐ
১১। বীণাপানী ইক হৌস ঐ
১২। এইচ, পি, মৈত্র এণ্ড কোং ঐ
১৩। টিম্বার ট্রেডার্স ঐ
১৪। Chakarlapalle Raghunath Trading Co. মান্দ্রাজ
১৫। ইণ্ডিয়ান লিফ টোব্যাকো ডেভেলাপমেণ্ট কোং বাংলা।
১৬। নিগাভ্যালি কোলিয়ারী ঐ

ভারতের রপ্তানি মাল

ধান, গম ও ডাল

ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর কি পরিমাণ ধান, গম ও গোধূমজাত দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে, তাহার একটা মোটামুটি হিসাব গত ১৯২৩ হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের রপ্তানি তালিকা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। উক্ত বৎসর ভারতবর্ষ হইতে বার্লি, নানাপ্রকার ডাল ও পেশা ময়দার মোট রপ্তানির পরিমাণ হইতেছে, ৩৪৷০ লক্ষ টন্ ও প্রাপ্ত অর্থের মোট পরিমাণ হইতেছে ৫১ কোটি টাকা। পরে বৎসরে ঐ সকল দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৪২৷৷ লক্ষ টন্ ও টাকায় পরিমাণ ৬৫ কোটি উঠিয়াছিল। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, উপরোক্ত দ্রব্যত্রয়ের রপ্তানির পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই বৃদ্ধি নিম্নলিখিত হারে পরিদৃষ্ট হয় ধান্য শতকরা ৫৪ ভাগ, গম ও গোধূমজাত দ্রব্য ২৯ ভাগ, বার্লি ১০ ভাগ ও ডাল জাতীয় দ্রব্য শতকরা মাত্র ৭ ভাগ।

পৃথিবীর সমগ্র দেশের মধ্যে এক জার্ম্মানিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভারতীয় ধান্য খরিদ করিয়া থাকে।

চা

আমেরিকাকেই ভারতের প্রধান চা খরিদ্দার বলা যাইতে পারে। ১৯২৪ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের হিসাব ধরিলে দেখা যায় পূর্ব্বোক্ত বৎসরে ভারতের চা-ব্যবসায়ীরা ৩৪০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের চা বিদেশে রপ্তানি করিয়া সর্ব্বসমেত ৩৩৷০ কোটি টাকা আয় করিয়াছিল। ইহার আগের বছরের রপ্তানি চায়ের পরিমাণ হইতেছে, ঐ ওজনের মাত্র অর্দ্ধেক. সুতরাং বছরে বছরে ভারতের চায়ের রপ্তানি ধীরগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

ধানের যেমন জার্ম্মেনি, চায়ের তেমনি আমেরিকা হইতেছে ভারতের প্রধান খরিদ্দার। আমেরিকা প্রতি বছর, মোট রপ্তানি মালের শতকরা ৮৮ অংশ গ্রাস্ করিয়া বাকি ১২ অংশ অপরাপর দেশের জন্য রাখিয়া দেয়। আমেরিকা এত চা লইয়া কি করে, এ প্রশ্ন মনে হওয়াটা

কিছুই আশ্চর্য্য নহে। ইহার উত্তর অন্বেষণ করিলে জানা যায়, আমেরিকা, প্রতি বছর শতকরা ঐ ৮৮ ভাগ চা-একাকী পান করে না, আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীন প্রদেশ ইউরোপের কয়েকটি দেশ ও হলাণ্ডে তাহার কিয়দংশ বিক্রীত হইয়া থাকে। আমেরিকার চায়ের নেশা ও ভারতীয় চায়ের ব্যবসায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

নিজ ভারতবর্ষে কি পরিমাণ চা-খরচ হয় প্রশ্ন করিলে বলিতে হয়, ভারতবাসী মোটামুটি ৪৮ হইতে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের চা পান করিয়া থাকে।

শ্রমজীবি সংখ্যা

ভারতে আজকাল ধানকলের অভাব নাই। ভারতবর্ষের সমগ্র ধানকল ও সমগ্র চায়ের কারখানার মজুরদের দৈনিক সংখ্যার অনুপাত হইতেছে, ৫৯ হাজার ও ৫২ হাজার। অর্থাৎ ধানের কলে দৈনিক ৫৯ হাজার মজুর খাটিলে, চায়ের কারখানায় দৈনিক ৫২ হাজার কুলী কাজ করিতে বাধ্য। এই হিসাবে আজও ভারতের সমস্ত ধানকল ও চায়ের কারখানায় কুলীদের খাটিতে দেখা যায়।

উক্ত হিসাব হইতে সহজেই বুঝা যাইতেছে চায়ের কারখানা হইতে ধানের কলে দৈনিক ৭ হাজার কুলী বেশী খাটিয়া থাকে।

তৈলবীজ :—সর্ষপ, তিসি, প্রভৃতি গত ১৯২৩ ও তৎপরবর্ত্তী বৎসরের হিসাব ধরিলে দেখা যায়, ভারতবর্ষ হইতে মসিনা বা তিসি, সরিসা প্রভৃতি তৈলবীজের রপ্তানির পরিমাণ, প্রথম বৎসরে ২৫৭ টন্ হইতে দ্বিতীয় বৎসরে ৩৭৬ টনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং তদ্বিনিময়ে মোট আয় ৭১৯ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত বিশেষ বৎসরদ্বয়ের ব্যবধানে, ভারতবর্ষের ২৪৮ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি কম কথা নহে।

ধানে যেমন জার্ম্মাণি, চায়ে যেমন আমেরিকা —ভারতের তৈলবীজের প্রধান খরিদ্দার হইতেছে তেমনি ফরাসী রাজ্য। ভারতবর্ষ হইতে বাৎসরিক যে পরিমাণ তৈলবীজ বিদেশে রপ্তানি হয়, তাহার অর্দ্ধাংশের বেশী ফরাসীরা ক্রয় করিয়া থাকে। বাকিটা হলাণ্ড, স্পেন আমেরিকা, জার্ম্মাণ ও ইটালী দেশ কিনিয়া লয়।

গত কয় বছর ধরিয়া আমেরিকায় রীতিমত অধিক পরিমাণে তিসি বা মসিনা রপ্তানি হইয়া আসিতেছে। উক্ত তিসি রপ্তানী বৃদ্ধির একমাত্র কারণ, আমেরিকার ব্যবসায়ীগণ তিসি হইতে প্রচুর পরিমাণে অয়েলক্লথ প্রস্তুত করিতেছে। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ইদানীং ভারতবর্ষ আমেরিকার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অধিকতর অর্থ উপায় করিতেছে।

রেঙ্গুনের বহির্বাণিজ্য

ভারতবর্ষ বা অন্যান্য দেশ হইতে প্রতিবৎসর রেঙ্গুনে যত টাকার মাল আমদানি হয় তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) বিদেশ হইতে আমদানী।

দ্রব্যের নাম	১৯২৫—২৬	১৯২৬—২৭
	লক্ষটাকা	লক্ষটাকা
সুতা ও তুলার অন্যান্যদ্রব্য	৬২৬'০৪	৬০৯'৩২
ধাতব পদার্থ	১৯৩'০২	২৩৫'২৬
কলকব্জা ও মিলের জিনিস	২০৩'৫৯	১৯৫'৪৩
খাদ্যদ্রব্য—	১২৭'২০	১৫১'৯২
চিনি—	৯৫'৮৭	৯৭'৯০

পশমের দ্রব্য—	৮৫'৩৪	৮২ ৩৮
লোহা লক্কড়ের জিনিস—	৮০'৩২	৭৫'৯৫
সিল্ক	৪৩'৬৩	৬১"৯৩
মদ্যাদি	৪৯'৫২	৫৭'৩৭
তৈল	৫৮'৯২	৪৪'০০
সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এপারেটাস্ প্রভৃতি	৫৩ ০৫	৪১.৬৩
তামাক	৩৪'৭৩	৪০'৫৪
মৎস্য প্রভৃতি	৩৩'০৫	৩৪ ৪৬
সাবান	৩৪'৯৩	৩৩'৯৫
বাড়ী নির্ম্মাণের উপাদান	২৯'৬২	৩১'৭৮
মটরকার	৩৫'৭৩	৩১ ৫৭
রেল লাইন স্থাপনের উপাদান	১৯'৬৩	৩০'৩০
ডাকে প্রেরিত জিনিস পত্র	২২'২৩	৩০'১১
কাগজ ও পোষ্টবোর্ড	৩০'৮৪	২৯'০১
পোষাক পরিচ্ছদ	২৯'৭৩	২৬'৩৫
লবণ	২০'৩৮	২২'৪৪
মাটির বাসন ইত্যাদি	২৮'১৯	২১'৯৪
দিয়াশলাই	১৫'৭৪	১৪'৬৬
কয়লা	১৫'৫৮	৪'৬৭
অন্যান্য দ্রব্য	৩১৯'৮৭	৩৫৩'৭৭
মোট—	২২৫০'৭৫	২৩১৭'৫৩

(খ) ভারত হইতে আমদানী।

দ্রব্যের নাম	১৯২৫—২৬	১৯২৬—২৭
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
পাট জাত দ্রব্য	৩৩১'৮০	২৫৮'৪০
তুলাজাত দ্রব্য বস্ত্রাদি	১৪৮'৭৫	১১৮'২৮
ডাল, কলাই প্রভৃত	১১৭'৯৪	১১৭'৫১
তুলার সূতা	১৪৯'৩৯	১০৬'০৪
মশলা	৮৪'৫৭	১০৫'৮৩
তামাক	৯১'৯৩	৯৭'১৯
কয়লা	৭৭'৮৬	৮৯'২৮
খাদ্যাদি	৮০'৮৮	৬৮'৯৯
ফল ও শাকসব্জী	৪৯'০২	৬৭৩'২
তৈল	৪০'০৯	৬৬'৬৫
মাছ	৪৩'৪০	২০ ৭৯
বীজ	৩৮'১৪	৪৯'৫৭
ধাতব পদার্থ	৪৩'১৬	৪০'১৭
লোহা লক্কড়ের জিনিস	২২'০৬	২২'৭৩
নারিকেল ছোবড়া	২০'৫৬	১৭'৭৭
রেলের সরঞ্জাম	১২'৭৯	'১৩
অন্যান্য	১১৭'৮৭	১৭২'১৯
মোট—	১৫৭০'২১	১৪৪৮ ৭৪

গত দুই বৎসরে রেঙ্গুন হইতে ব্রহ্মদেশের প্রধান প্রধান পণ্য সম্ভার যে পরিমাণে ভারতবর্ষে বা অন্যান্য দেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) বিদেশে রপ্তানী।

দ্রব্যের নাম	১৯২৫—২৬	১৯২৬—২৭
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
১। ধান্য ও চাউল	২৭৫৮'৪৬	২১৮৯'৭২
২। সীসা (pig)	২০৭'০২	১৯৪'৩২
৩। প্যারাফিন মোম	১৫০'৬৯	১৫৮'১৮
৪। কাঠ ও টিম্বার	১৫৮'৬৫	১২৯ ০৯
৫। তুলা (কাঁচা)	১৮১০৪৫	১১৬০৬১
৬। তুষ, ভুষি ইত্যাদি	৯৪'২৪	৯৫'৫৭
৭। রবার(কাঁচা)	৫৬'১৮	৪৪'৯৭
৮। খইল	৪৯'৫০	৫২'২৭

৯। ডাল, কলাই ময়দা	৫২'৭৯	৩৫'২৬
১০। খনিজ তৈল	৯৩'৬৩	২৫০'২৬
১১। জীবজন্তুর চামড়া	২৮'৬৬	১৯'৬৬
১২। তামাক	২৬'৫০	১৮'৪২
১৩। লেদার বা ট্যান করা চামড়া	৮'৫০	৯'৭৪
১৪। জ্যাডষ্টোন	১'৬৩	৪'৭০
১৫। অন্যান্য দ্রব্য	১৬২'৬২	১৬০'৩০
মোট	৪০২৯'৩২	৩২৫৪'২৭

(খ) ভারতবর্ষে রপ্তানী

১। খনিজ তৈল	৮১৩'৪৬	৪৯২'৪৭
২। ধান্য ও চাউল	৯৫০'৮০	৫৬৪'২৭
৩। কাষ্ঠ ও কাঠের দ্রব্য	২৩৬'৬০	২৪৫'২১
৪। ডাল ও কালাই	৪২'৪১	৪৫'৯৯
৫। গালা	১৮'৭৪	৪৪'৪৪
৬। ফল ও শাকসব্জী	২০'২৮	১৮'৫৮
৭। বাতি	১৫'০৭	১২'৮৩
৮। রেলের সরঞ্জাম	১৭'০৪	১০'৭০
৯। অন্যান্য দ্রব্য	১২০'৫০	১৩৪'৪৪
মোট	২২৩৪'৯০	১৯৬৯'৩৭

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে রজনের ব্যবসায়।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বন বিভাগ হইতে প্রকাশিত রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে ১৯২৬—২৭ সালে উক্ত প্রদেশে রজনের ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কেবল যে অধিক পরিমাণে রজন প্রস্তুত হইয়াছে তাহা নহে, উপরন্ত মন করা খরচ ও কমিয়া গিয়াছে। ১৯২৫—২৬ সালে সর্ব্বসমেত ৬৫৮৫ মণ রজন পাওয়া গিয়াছিল এবং প্রত্যেক মনে খরচ পড়িয়াছিল টা ৫ আ ১০ পাই ৭। কিন্তু ১৯২৬ ২৭ সালে উৎপন্ন মালের পরিমাণ ৮৫৫২ মণ এবং মণ করা খরচ ৪ টাকা ১২ আনা ৬ পাই মাত্র।

আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে ছাগলের চামড়ার রপ্তানী।

১৯২৮ সালের ৫ই মার্চ্চ তারিখের "কমার্স" রিপোর্টে প্রকাশ—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৭ সালে ছাগল ও ছাগল ছানার চামড়া শতকরা ২ ভাগ বেশী উৎপন্ন হওয়ায় ঐ দেশে উক্ত দ্রব্যের আমদানী ১৯২৬ সালের তুলনায় কিঞ্চিৎ কম হইয়াছে। আমেরিকা গড়ে প্রতি বৎসর ৫০০০০০০০ পাঁচ কোটী ছাগলের চামড়া ব্যবহার করিয়া থাকে। তন্মধ্যে মাত্র ১০০০০০ এক লক্ষ চামড়া দেশেই পাওয়া যায়। কাজেই ঐ দেশের চামড়ার কারখানাওয়ালারা ৯৯% এর ও অধিক চামড়া বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। প্রায় ৫০% বা তদোধিক চামড়া ইংরাজ অধিকৃত ভারত হইতে রপ্তানী হয়। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে ভারতবর্ষেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকাংশ সংখ্যক চামড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহা হউক, চীন, ব্রেজিল, মেক্সিকো এবং আর্জেন্টিনা প্রতি বৎসর আমেরিকাতে প্রচুর পরিমাণে চামড়া রপ্তানী করিয়া থাকে। আমেরিকায় ছাগলের চামড়ার এরূপ বিরাট চাহিদা হইবার কারণ কি, তাহা অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। পৃথিবীতে যত ট্যান-করা ছাগলের চামড়া ব্যবহৃত হয় তাহার ৭০% প্রস্তুত হয় এক আমেরিকায়। বিগত ইয়ো-

রোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকা, লণ্ডন, হামবার্গ এবং আমষ্টার্ডাম হইতেই ছাগলের চামড়া ক্রয় করিত। কিন্তু যুদ্ধাবসানের পর হইতে তাহারা সারাসরি ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে চামড়া তৈয়ারী হয় সেই সকল স্থান হইতেই আমদানী করিতে সুরু করিয়াছে। ১৯২৬ সালে আমেরিকায় ৫৩৪৮১৫২ খানি ছাগল ও ছাগল ছানার চামড়া আমদানী হইয়াছিল। উহার ওজন এবং মূল্য যথাক্রমে ৮৭৬০৪৭০৫ পাউণ্ড ও ৫৯০৮৪১২২ ডলার। ১৯২৭ সালে আমদানীর মাত্রা কমিয়া ৪৯০১২৫২৩ খানিতে পরিণত হয়। উহার ওজন ৮১৩০৩৬৯০ পাউণ্ড এবং মূল্য ৩৫৪৮৮০৯৬ ডলার। বাজার দেখিয়া মনে হয় ১৯২৮ সালে চাহিদা কিছু বাড়িবে। কাজেই মূল্য বৃদ্ধি হইবে।

মান্দ্রাজ প্রদেশে তামাক শিল্প।

১৯২৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরের রিপোর্ট অনুযায়ী :—

মান্দ্রাজের মধ্যে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত স্থান কয়টীতেই প্রচুর পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হইয়া থাকে, যথা—গুণ্টুর, মাদুরা, ত্রিচিনপল্লী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কইম্বাটোর এবং সালেম। মান্দ্রাজের বিভিন্ন জেলায় অনেকগুলি ছোট ছোট কারখানায় চুরুট ও সিগারেট প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু ফ্যাক্টরী য্যাক্টের অধীনে আসিতে পারে এ ধরণের বড় বড় কারখানাগুলি কেবল মাত্র গুণ্টুর এবং মাদুরা জেলার মধ্যেই অবস্থিত। মান্দ্রাজ হইতে প্রতি বৎসর বহু টাকার পাতা তামাক রপ্তানী হইয়া থাকে। গত বৎসরে ৪৯°৬৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৩°৬৯ লক্ষ পাউণ্ড তামাক পাতা রপ্তানী হয়। ঐ বৎসর চুরুট ও সিগারেটের রপ্তানীর পরিমাণ যথাক্রমে ৬৭১৩৪১ পাউণ্ড এবং ২১৬৫০৯ পাউণ্ড। গত বৎসর বিলাতী সিগারেটের আমদানী বাড়িয়াছিল। বিলাতী সিগারেটের দাম অতি মাত্রায় কমাইয়া দেওয়াই আমদানী বৃদ্ধির একমাত্র কারণ। দক্ষিণ ভারতের তামাক শিল্পের উন্নতি পথে একটী অন্তরায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা এই যে

আরজেণ্টাইন রিপাব্লিকে বাংলা হইতে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী ঃ—

আরজেন্টাইনের কমর্সিয়াল সেক্রেটারী মিঃ এইচ্, ও, চক্‌লের (Mr. H. O, Chalkley C B, E) বিবরণীপাঠে জানা যায় যে ১৯২৭ সালের প্রথম ছয় মাসে ৭০০০০ সত্তর হাজার গাঁইট হেসিয়ান কলিকাতা হইতে আরজেন্টাইনে রপ্তানী হয়। সাধারণতঃ এক এক গাঁইট গড়ে ৩২ পাউণ্ডের বিক্রয় হইয়াছিল। এত পাট আর কখনও ঐ দেশে আমদানী হয় নাই। বস্তুতঃ অন্যান্য বৎসর ১২ মাসে যে পরিমাণ পাট আরজেন্টাইনে আমদানী হয় আলোচ্য বর্ষ মাত্র ৬ মাসেই প্রায় তত পাট— আমদানী হইয়াছে। আমদানীর পরিমাণ হঠাৎ এইরূপ বৃদ্ধি পাইবার কারণ এই যে ১৯২৬ সালের শেষভাগে ঐ দেশে আদৌ চট বা থলিয়া মজুত ছিল না; দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য বর্ষে খুব বেশী পরিমাণ ভুট্টা জন্মিয়াছিল। যাহা হউক বর্ষের শেষ ছয় মাসে অন্যান্য বর্ষের মতই আমদানী হইবে আশা করা যায়। এক গাঁইটের গড় দাম কত তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দাম বরাবরই ঐরূপ ছিল। সাধারণতঃ কলিকাতা হইতেই পনর আনা মাল রপ্তানী হয়। ইয়োরোপ হইতেও

যে কিছু কিছু পাট না আসে তাহা নহে তবে তাহা পরিমাণে নিতান্ত অল্প এবং সেই অল্প পরিমাণও বাংলা হইতে সস্তাদরে কিনিয়া অপেক্ষাকৃত চড়া দরে আর জেন্ টাইলে বিক্রীত হয় মাত্র।

অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এ বৎসর আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়া গেলেও উহা যে সমগ্র চাহিদা অপেক্ষা বেশী তাহা বলা চলে না। এমন কি যদি ডিসেম্বর জানুয়ারীর ফসলের আশানুরূপ ফলন হয় তাহা হইলে চট্ ও থলে কম পড়িবার সম্ভাবনা।

মান্দ্রাজের ম্যাগ্নিসাইট শিল্প।

মান্দ্রাজের শিল্প বিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে (১৯২৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে) প্রকাশ যে মান্দ্রাজের সালেম ডিষ্ট্রীক্টের খনি হইতে যে ম্যাগ্নিসাইট পাওয়া যায় গুণের দিক দিয়া তাহা জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই স্থানে মাত্র একটী কোম্পানী খনির কার্য্য চালাইবার জন্য ব্যাপৃত আছে। কেবল মাঝে কাঞ্জামালাই আইরণ ওর (Kanjamali Iron Ore) তোলা সম্পর্কে ৭২৯ টন ম্যাগ্নিসাইট আবিস্কৃত হইয়াছিল। যাহা হউক আলোচ্য বর্ষে উৎপন্ন মালের পরিমাণ প্রায় ১০০০ এক হাজার টন কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য কম মাল উত্তোলিত হইয়াছে বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে খনির আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। বস্তুতঃ ব্যাপারটী ঠিক ইহার উল্টা। এখনো এ পরিমাণ উৎকৃষ্ট ম্যাগ্নিসাইট মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত রহিয়াছে যে এখনো বহুকাল ভারতের চাহিদা মিটাইয়া বহুলক্ষ টাকার ম্যাগ্নিসাইট বিদেশে পাঠান যায়। কিন্তু এই শিল্পের উন্নতি পথে প্রধান অন্তরায় হইল চাহিদার অল্পতা। ভারতের ম্যাগ্নিসাইট ইয়োরোপ ও আমেরিকার বিশেষতঃ শেষোক্ত দেশের মালের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিতেছে না। তাহার উপর আবার গোদের উপর বিষ ফোটকের ন্যায় রেল ও জাহাজের ভাড়া সমস্যা। রেল ও জাহাজের ভাড়ার হার অত্যন্ত অধিক হওয়ায় কি বিদেশ কি স্বদেশ সর্ব্বত্রই মাল পাঠাইবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

মান্দ্রাজে দিয়াশলাই শিল্প

মান্দ্রাজ সরকারের শিল্প বিভাগের ১৯২৭ সালের রিপোর্ট হইতে জানা যায় ঐ প্রদেশে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রায় ২০টী ছোট ছোট দিয়াশলাইয়ের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ১৯২১ সাল হইতে বিদেশ আমদানী দিয়াশলাইয়ের শুল্ক বাড়াইয়া দেওয়ায় উক্ত কারখানাগুলি ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই কারখানাগুলির প্রধান বিশেষত্ব এই যে এই গুলিতে যন্ত্রের প্রচলন খুবই কম এবং যাও দুই একটী যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহাও হস্তচালিত যন্ত্রমাত্র। এই সমস্ত কারখানার মাল সাধারণতঃ কারখানার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহেই বিক্রয় হইয়া থাকে। তবে উৎপন্ন দিয়াশলাইকে খুব উৎকৃষ্ট ধরণের দিয়াশলাই বলা যায় না। আবার এই নিকৃষ্ট ধরণের দিয়াশলাই ও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় না। এখনও বৎসরে প্রায় ১২ লক্ষ টাকার বিদেশী দিয়াশলাই এদেশে আমদানী হয়; ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে দেশীয় দিয়াশলাই শিল্পের অবস্থা কিরূপ।

বঙ্গদেশের মত মান্দ্রাজে ও ছোট কারখানা-গুলি সাধারণতঃ বড় বড় কারখানা হইতে তৈয়ারি কাঠি ও বাক্সের কাঠ কিনিয়া আনিয়া তাহাদ্বারা দিয়াশলাই প্রস্তুত করে। মান্দ্রাজের বড় কারখানাগুলি মালাবার উপকূলে অবস্থিত। আরও একটী বিষয়ে বাংলার সহিত মান্দ্রাজের মিল আছে—সে কাঠি তৈয়ারি করিবার উপযোগী কাঠের অভাব। বস্তুতঃ সস্তাদরে ভাল কাঠ সরবরাহ করিতে না পারিলে মান্দ্রাজে দিয়াশলাই শিল্পের উন্নতি হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

১৯২৭-২৮ সালে করাচী হইতে চাউলের রপ্তানী।

আলোচ্য বর্ষে চাউলের রপ্তানী বাড়িয়াছিল। উক্তবর্ষে সর্ব্বসমেত ৪১২৯৬ টন চাউল করাচী বন্দর হইতে জলপথে বিদেশে রপ্তানী হয়। উহার মূল্য—৯৪ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা। পূর্ব্ব বৎসর উহা অপেক্ষা ৪০% কম চাউল রপ্তানী হইয়াছিল।

এ বৎসর রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িবার প্রধান কারণ এই যে এ বৎসর মস্কট ও ট্রিসিয়েল ওয়ানে সিদ্ধ চাউলের চাহিদা খুব বাড়িয়া যায়। ফল কথা আরবের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশই এ বৎসর প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় চাউল খরিদ করে।

জুলাই মাসে (১৯২৮) কলিকাতার বহির্বাণিজ্য।

গত কয়েক মাসের তুলনায় জুলাই মাসে কলিকাতার ব্যবসা বাণিজ্য বেশ ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। উক্ত মাসে জুন মাস অপেক্ষা ১'৫১ কোটী টাকার বেশী মাল আমদানী হইয়াছিল এবং রপ্তানীর পরিমাণ ও '৪২ কোটী টাকা বাড়িয়া যায়। কিন্তু ১৯২৭ জুলাই মাসের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে আলোচ্য মাসের আমদানী ও রপ্তানী যথাক্রমে ৪৫ লক্ষ এবং ৭৫ লক্ষ টাকা কম।

আমদানী।

যে সমস্ত দ্রব্য কলিকাতায় আমদানী হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রধান পণ্যগুলির মূল্য নিম্নে প্রদত্ত হইল। ১৯২৭ সালের জুলাই মাসের আমদানী অপেক্ষা বেশী কি কম তাহা পার্শ্বে + ও — চিহ্ন দ্বারা বুঝান হইয়াছে।

	লক্ষ টাকা
বস্ত্রাদি তুলাজাত দ্রব্য—	১৪৭ (—১০৮)
চিনি—	৭০ (+১১)
কলকব্জা, মেশিনারী ইত্যাদি—	৬৬ (+৩৬)
তৈল, খনিজ তৈল—	৫৪ (+৩০)
লৌহ, ইস্পাত—	৪৪ (—২৭)
অপরাপর ধাতু—	২৬ (+১)
সুপারী—	২১ (+১০)
হার্ডওয়ার—	১৮ (+২)
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি—	১২ (—১)

রপ্তানী।

	লক্ষ টাকা
পাট জাত দ্রব্য—	৪২০ (—১২)
কাঁচা পাট—	১৩৩ (+১১)
চা	১৩৫ (—২৯)
গালা—	৬৫ (—৯)
চামড়া—	৪৭ (+৭)
তিসি—	২৫ (—১৫)
পিগ আইরণ—	২০ (+৬)
ডাল, ময়দা, কলাই—	১৯ (—১১)

———

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা ১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায় খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ,

মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন ; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭ পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাংকের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সেলোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে I. T. J. বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
1 Council House Street,
Calcutta.

১১। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন। পত্র ইংরাজীতে লিখিতে হয়।

য়্যাস্‌বেষ্টস্

(আর-১১৩) সুরাট জেলার জনৈক পত্র প্রেরক কাঁচা য়্যাস্-বেষ্টস্ (Raw Asbestos in lumps and powder) সরবরাহ করিতে পারেন।

[I, T, J. ২০শে সেপ্টেম্বর]

(আর-১১৪) মহীশূর রাজ্যের একটা কোম্পানী যাঁহারা কাঁচা য়্যাস্‌বেষ্টস্ (চাপ কিম্বা গুঁড়া) খরিদ করিতে চাহেন তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

[ঐ]

হাড়।

(আর-১১৫) লক্ষ্মৌ সহরের একটী কোম্পানী প্রচুর পরিমাণে জীবজন্তুর হাড় সরবরাহ করিতে পারেন।

[I, T, J. ঐ]

Embossing machine.

[আর-১১৬] কলিকাতার জনৈক পত্র প্রেরক পুরাতন Embossing machine বিক্রয় করিতে চাহেন। যাহারা উহা কিনিতে ইচ্ছুক তাঁহারা তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

(I. T. J. ঐ)

হাজলনট-ফল।

(আর-১১৭) কাশ্মীরের অন্তর্গত জম্মু তাউই সহরের কোন কারবার খোসা ছাড়ান কাজু-বাদাম ও hazel nut সরবরাহ কারীদিগের নাম ও ঠিকানা চাহে।

(.I T. J ঐ)

ইণ্ডিয়ান রেড।

(আর-১১৮) বোম্বাইয়ের কোনও কারবার ইণ্ডিয়ান রেড্ রঙ্ সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানা চাহে।

(I T. J, ঐ)

শিমুল ও আকন্দের তুলা।

(আর-১১৯) লক্ষ্ণৌর কোনও কারবার শিমুল তুলা ও আকন্দের তুলা বিক্রয় করিতে চাহে।

(I. T. J. ঐ)

Oatmeal & Cornflour

(আর-১২০) সিমলার কোনও গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী গুঁড়ান Oatmeal Cornflour প্রস্তুত কারকের নাম ও ঠিকানা চাহেন।

(I.T. J. ঐ)

চা।

(R—128) কাশ্মীরের অন্তর্গত শ্রীনগরের জনৈক ব্যবসায়ী আসামের চা সরবরাহ করিতে পারেন এমন সব লোকের খোঁজ করিতেছেন।

(I. T. J. ২৭শে সেপ্টেম্বর

তেঁতুল।

(R—129) নদীয়া জেলার অন্তর্গত রেফাইতপুর গ্রামের জনৈক পত্রপ্রেরক তেঁতুল বিক্রয় করিতে চাহেন। তিনি উহার ক্রেতৃগণের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I T. J. ঐ)

ফুলার্স আর্থ।

(R—130) বোম্বাইয়ের একটা কোম্পানী ফুলার্স আর্থ-এর ক্রেতাগণের অনুসন্ধান করিতেছে।

(I. T, J. ৪ঠা অক্টো ১৯২৮]

গ্রাফাইট (GRAPHITE)

(R—131) একটী স্থানীয় কোম্পানী প্রচুর পরিমাণে গ্রাফাইট কিনিতে প্রস্তুত আছেন।

(I. T. J. ঐ)

আপ্রিকটের বীজ।

(R—132) পাঞ্জাবের অন্তর্গত রাওলপিণ্ডির জনৈক ব্যবসায়ী Apricot Kernelsএর খরিদদার খুঁজিতেছেন।

(I. T. J. ১১ অক্টো)

আলু।

(R—135) বোম্বায়ের জনৈক ব্যবসায়ী প্রচুর পরিমাণে আলু সরবরাহ করিতে পারেন।

(I. T. J. ঐ)

সিল্কের ছাঁট।

(R - 136) আমেদাবাদের জনৈক ব্যবসায়ী সিল্কের ছাঁট সরবরাহকারিদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

রীঠাফল।

(R—137) রাওলপিণ্ডির জনৈক ব্যবসায়ী রীঠাফলের খরিদদার খুঁজিতেছেন।

(I. T. J. ঐ]

টারপলিন।

(R—138) আমেদাবাদের একটী কোম্পানী টারপলিন সরবরাহকারিদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

(I. T, J. ঐ)

তুলার বীজের তুষ বা খোসা।

(R—139) উত্তর বর্ণিয়োর অন্তর্গত কুচিং নামক স্থানের জনৈক ব্যবসায়ী ভারতবর্ষের যাহারা তুলার বীজের তুষ বিদেশে রপ্তানী করেন তাঁহাদিগের সংস্পর্শে আসিতে ইচ্ছুক।

(I. T J. ঐ)

ধাতব পদার্থের ছাঁটি কাট।

(R—140) ফ্রান্সের অন্তর্গত মার্সেলিস সহরের জনৈক ব্যবসায়ী ভারতবর্ষে যাঁহারা ধাতব পদার্থের ছাটকাট বিদেশে রপ্তানী করেন তাঁহাদিগের সংস্পর্শে আসিতে ইচ্ছুক।

(I. T. J. ঐ)

রাই ও পোস্তদানা।

(R—141) জার্ম্মানীর অন্তর্গত Ulm নামক স্থানের জনৈক পত্রপ্রেরক যাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে রাই ও পোস্তদানা রপ্তানী করেন জার্ম্মানীতে তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক আছেন।

গমের ভুষি।

(R—142) উত্তর বর্ণিয়োর অন্তর্গত কুচিং নামক স্থানের একটী কোম্পানী ভারতীয় গমের ভূষি রপ্তানীকারকদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

নারিকেলের খইল।

(R—143) বোম্বাইয়ের জনৈক ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয়ার্থ প্রচুর নারিকেলের খইল মজুদ আছে।

(I. T. J, ১৮ই অক্টো)

কোকাম বীজ।

(R—144) কানপুরের একজন ব্যবসায়ী কোকাম বীজ (Garcinia) ক্রয় করিতে চাহেন।

[I. T. J. ঐ]

শিল্প প্রদর্শনী

এবার কংগ্রেসের সম্পর্কে পার্ক সার্কাসে যে বিরাট শিল্প প্রদর্শনী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিবার এবং উপভোগ করিবার জিনিষ। কংগ্রেসের সংশ্রবে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে নানা জাতীয় লোক একস্থানে সমবেত হইয়া থাকেন। ভারতের বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন স্থানে যে কত রকমের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই সকল শিল্পশালায় যে কত রকমের জিনিষ প্রস্তুত হইয়াছে তাহা এখানে আসিয়া না দেখিলে ধারণাই করা যায় না। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এই প্রদর্শনী গড়িবার ভার উপযুক্ত হস্তেই ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ইহার কল্পনা হইতে সৃজন, গঠন এবং দ্বারোদ্ঘাটন পর্য্যন্ত আগা গোড়া সমস্তই শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের অক্লান্ত চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমের ফল।

* * *

বর্ত্তমান যুগে যে সকল কর্ম্মী নানারূপ গঠনমূলক কার্য্যে লিপ্ত আছেন নলিনীরঞ্জন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী। হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্সের কল্পনা এবং সৃষ্টি যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অগ্রদূত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ উকীল এখন পরলোকে; তাঁহার অন্যান্য সহকর্ম্মীগণের মধ্যে প্রায় সকলেই হিন্দুস্থান ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন; কেবল প্রিয়দর্শন, মধুর স্বভাব, মিষ্টভাষী, সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর আজিও ইহার কর্ণধার হইয়া আছেন। তাঁহার সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে তিনি নলিনীরঞ্জনের ন্যায় একজন সহকারী এবং সহকর্ম্মী পাইয়াছিলেন। তাহা না হইলে হিন্দুস্থানের বর্ত্তমান অবস্থা হইত কি না সন্দেহ। কারণ হিন্দুস্থানের অতীত জীবনে অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা গিয়াছে। মানুষের শৈশবে প্রায়ই দেখা যায় যে একটা না একটা সঙ্কটাপন্ন ব্যাধি আসিয়া তাহাকে জীবন মরণের সন্ধিস্থলে নিয়া ফেলে। তখন যমে মানুষে লড়াই লাগিয়া যায়। হিন্দুস্থানেরও শৈশবে এমনি একটা নয়, অনেক সঙ্কটকাল গিয়াছে যখন সকলে "কি হয়" "কি হয়" ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িতেন। এই সঙ্কটের মধ্য দিয়া যে যুবকের অক্লান্ত চেষ্টা, পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং এবং অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে হিন্দুস্থান সকল বিপদও সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আজ ভারতের বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আপনার আসন রচনা করিয়া নিয়াছে তিনিই নলিনীরঞ্জন সরকার। অল্প সময়ের মধ্যে প্রদর্শনীর আয়োজন করিতে দেখিয়া অনেকে আতঙ্কিত হইয়াছিলেন যে প্রদর্শনী বুঝি তেমন ভাল হইবে না। কিন্তু যাঁহারা ইহা দেখিয়াছেন তাঁহারাই বিস্ময়ে নির্ব্বাক

হইয়া গিয়াছেন। আমাদের জাতির মধ্যে বক্তা, ভাবুক এবং সমালোচকের গাঁদি লাগিয়া গিয়াছে। বক্তার সংখ্যা এত বাড়িয়াছে যে শ্রোতা পাওয়াই দায়। সমালোচক এত হইয়াছে যে সমালোচনার জিনিষ খুঁজিয়া পাওয়া দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। নাই কেবল প্রকৃত কর্ম্মী যাহারা নীরবে লোক-চক্ষুর অন্তরালে কাহারও রুষ্টি তুষ্টির অপেক্ষা না রাখিয়া, কাহারও ভ্রূকুটী ভঙ্গে ভীত না হইয়া ধীরে ধীরে মরুভূমিতে নন্দন কানন রচনা করিতে পারে। বাংলার এই বাক্ সর্ব্বস্ব উষর জমিতে তাই নলিনী রঞ্জনের ন্যায় কর্ম্মীর কীর্ত্তি দেখিয়া প্রাণ আশায় উৎফুল্ল হইতেছে।

* * *

বাংলা দেশ বাক্ সর্ব্বস্ব বলিয়া বহুদিন হইতে একটা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে কোনও সভা সমিতিতে যাও দেখিবে কেবল কথা—কথা—আর কথা। সকলেই বক্তা, সকলেই কথক। এই কথার বেচা কেনায় মগ্ন থাকিয়া বাঙ্গালী সব হারাইয়াছে। যখন সে কথার মার প্যাঁচে মগ্ন হইয়া বাগ্ জাল বিস্তার করতঃ বিশ্বের সভায় বাহাদুরী লইতে ব্যস্ত ছিল, তখন অবাঙ্গালীরা আসিয়া তাহার হাট, বাজার, ব্যাপার পশার সব ধীরে ধীরে দখল করিয়া নিয়া তাহাকে বিশ্বের দুয়ারে নিঃস্ব ভিখারী করিয়া ছাড়িয়াছে। তাহার ক্লাইভ ষ্ট্রীট গিয়াছে, সুতাপটী গিয়াছে, ময়দাপটী গিয়াছে, তুলাপটী গিয়াছে, মসলার বাজার গিয়াছে, সোণার বাজার গিয়াছে, পাটের বাজার গিয়াছে—যে সকল স্থানে তাহারা এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ একাধিপত্য করিয়া বিপুল অর্থোপার্জ্জন করতঃ দেশকে এবং জাতিকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিল সে সকল স্থান হইতে তাহারা অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের দ্বারা বিতাড়িত হইয়াছে এবং বাংলার বাজারে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীকে আর মাথা তুলিতে দিতেছে না। আজ বড়বাজার, সুতাপটী, তুলাপটী প্রভৃতি ব্যবসায়ের শ্রেষ্ঠ মোকামগুলিতে গেলে কে বলিবে যে ইহা বাংলা দেশ!—অথচ ৪০ বৎসর আগেও এই সকল স্থানে এদেশীয় লোকেরাই আধিপত্য করিতেছিল। এই যে কলিকাতার বুক চিরিয়া সেন্ট্রাল এভিনিউ বাহির হইল ইহার দুই ধারে যে সকল রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার মালিক সবই প্রায় অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী—বাঙ্গালীর বাসস্থান এখন Slum এর মধ্যে। বাঙ্গালী সত্য সত্যই আজ "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইয়াছে। এখনও ওই ভুয়া কথার ব্যবসা?—ছাড়, ছাড়, ওই পেশাদারী কথার বেচা কেনা। একটা বিরাট জাতিকে নিঃস্ব, পথের ফকীর করিয়া,—ভিখারীর বেশে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে দিয়া অবাঙ্গালীর দুয়ারে ২৫৲ টাকা পেট্ভাতার জন্য হাহাকার করিতে পাঠাইতেছ—আর তাহারা শুষ্ক মুখে দুয়ারে দুয়ারে হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রূপ কুড়াইয়া রিক্ত হস্তে ক্ষুধাকাতর জীর্ণ মলিন কুটীরে ফিরিয়া আসিতেছে। এখনও আবার সেই কথা বেচা! কে আছে বাংলা দেশে দরদী মরমী বাঙ্গালী! এই বাক্ সর্ব্বস্ব বাচাল লোক গুলার মুখ একবার শেলাই করিয়া দিতে পার?—

* * *

কাত্যায়নী ষ্টোর্স

কাটা কাপড়ের বাজার এখন চাঁদনী ও বহুবাজারকে কাণা করিয়া কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট-কেই জাঁকাইয়া তুলিয়াছে। ইহার কারণ কলেজ-

ষ্ট্রীট মার্কেটের সত্ত্বাধিকারী ও কর্ম্মকর্ত্তাগণ সকলেই প্রায় শিক্ষিত এবং বর্ত্তমান জগতের রীতি, নীতি, হাব, ভাব, ও রুচির সহিত সম্যক পরিচিত। শত বৎসরের পুরাতন সেকেলে প্রথায়, দোকানদারী আর চলিবে না। লোকের রুচি এবং মতিগতির দ্রুত পরিবর্ত্তন হইয়েছে। যাহারা সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতে জানে, জীবন সংগ্রামে তাহারাই জয়ী হয়। ইহার জলন্ত উদাহরণ দেখিতে চাও যদি তবে কলেজষ্ট্রীটের কাত্যায়ণী ষ্টোর্সে একবার ঢুঁ মারিয়া দেখ। রাস্তা দিয়া যেতে গেলেই চোখের সাম্‌নে প্রথমেই একটা জলন্ত চক্র তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রবে। ট্রামে যাও, বাসে যাও, মোটরে যাও—কি পাল্কী গাড়ীতেই যাও—পায়দলের ত কথাই নেই—বহুদূর থেকেই নানাবর্ণের দ্রুত ভ্রাম্যমান্ এই চক্রব্যূহটী তোমার দৃষ্টিপথ আকর্ষণ ক'রবে—ইংরাজীতে যাকে arrest attention বলে। ছেলে বুড়ো সকলেরই অমনি কৌতুহল উদ্রিক্ত হ'য়ে উঠ্‌বে যে ব্যাপারটা কি? কাছে এলেই অম্‌নি দেখ্‌বে কাত্যায়নী ষ্টোর্সের মাথার উপর এই জলন্ত চক্র ঘুর্‌ছে, যেন ব'লছে যে এই চক্রের দ্বারা সকলকে বচু কাটা ক'রে আমরা এগিয়ে চ'লেছি। দরজার সাম্‌নে Window display বা জানালা সজ্জাও অপূর্ব্ব। দেখ্‌লেই ভিতরে ঢুক্‌তে ইচ্ছা হয়—আর ঢুক্‌লেই জিনিষ না নিয়ে বাড়ী ফেরা দায় হ'য়ে পড়ে। কারণ শাল, কাশ্মিয়ার, আলোয়ান, র‍্যাপার, র‍্যাগ্, কম্বল, সোয়েটার নানাদেশের নানারকমের মোজা, গেঞ্জি, ব্লাউস্, বডিস্ প্রভৃতি গরম কাপড় ও গরম পোষাকের এরূপ বিরাট আয়োজন এবং বিচিত্র সংগ্রহ সব বারে এক স্থানে বড় দেখা যায় না। সর্ব্বোপরি কর্ত্তৃপক্ষ এবং কর্ম্মচারীদিগের বিনম্রভাব, মিষ্ট আলাপ এবং মধুর ব্যবহার সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করে। এই সকল সদ্‌গুণ এবং ব্যবসা বুদ্ধির প্রাচুর্য্য বশতঃই কাত্যায়ণী পূজার বাজার এমন সরগরম করিয়া তুলিয়াছিলেন। শীতের মরশুমেও তাঁহাদের যেরূপ তোড়জোড় এবং আয়োজন দেখিতেছি তাহাতে মনে হয় Winter Race এও কাত্যায়ণী প্রথম প্রাইজ পাইবে।

* * *

কাত্যায়ণীর আশপাশে কমলালয়, পাল কোম্পানী, বৈকুণ্ঠনাথ গুঁই, জহরলাল পান্নালাল প্রভৃতির দোকান সজ্জাও কম চিত্তাকর্ষক নহে। সকলেই বুঝিয়াছেন যে ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে প্রাচীন পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া নূতন রাস্তা ধরিতে হইবে

ইংরাজীতে একটা বচন আছে—"It is through the Windows that Customers enter the shop." সোজা বাংলায় ইহার মানে—জান্‌লার ভিতর দিয়াই খদ্দের দোকানে ঢোকে। কথাটা শুনিলেই কেমন একটা খট্‌কা লাগে। দরজা ছাড়িয়া জানালা দিয়া আবার কোন্ খদ্দের দোকানে ঢোকে?—কিন্তু একটু ভেবে দেখ্‌লেই কথাটার ভিতরকার তত্ত্ব বোঝা যায়। দোকানের জান্‌লার সজ্জা দেখিয়াই (Window Display) খদ্দের আকৃষ্ট হ'য়ে দোকানে ঢোকে। ইউরোপীয় দোকানগুলি দেখ্‌লেই এ কথার সত্যতা বোঝা যায়। Whiteaway Laidlawর দোকানে এত লোক ঢোকে কেন? জানালাগুলির কাছেই বা (Shop Window) এত লোকের ভিড় হয় কেন?—এক কথায় এর উত্তর এই যে তাদের Window Display খুব চমৎকার এবং চিত্তাকর্ষক। এদের দেখাদেখি বাঙ্গালী দোকান-

দারেরাও Window Displayর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ক'রেছেন। কিন্তু ধীরে—মন্থর গতিতে, সুতরাং তাঁদের কাট্‌তিও তেমনি ধীরে, মন্থর গতিতে হইতেছে।

* * *

ইংরাজীতে আর একটা কথা আছে—

Publicity is the Life of Business. If you wish to grow, spend more and more on Advertisement. If you wish to die. just cut off your Advertisement Bills.

অস্যার্থ :—প্রচারই কারবারের প্রাণ। যদি তোমার কারবার বাড়াইতে চাও, তবে বিজ্ঞাপনের খরচ আরও বাড়াও, আর যদি মরিতে চাও তবে বিজ্ঞাপন কমাইয়া দাও।

বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ এ সত্যও স্বীকার ক'রতে বাধ্য হ'য়েছেন, তাই নানাদিকে এখন বিজ্ঞাপনের প্রচার দেখা যাচ্ছে। **মাটীতে সোনার তাল পুঁতে রাখাও যা, আর ভাল ভাল জিনিষে দোকান ভর্ত্তি ক'রে লোককে না জানানোও ঠিক তাই।** মানুষ যতই একথা বুঝ্‌ছে ততই বিজ্ঞাপনের প্রচার বেড়ে চ'লেছে।

অল্প মুলধনে ব্যবসায়

অন্নসমস্যা দিন দিন যেরূপ প্রবল আকার ধারণ করিতেছে তাহাতে ইহার সমাধান কিরূপে হইবে তাহা স্থির করা সুকঠিন। স্বাধীন দেশে এই সমস্যার সমাধানের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে নানারূপ চেষ্টা চলিতেছে এবং গভর্ণমেণ্টও জন সাধারণকে সাহায্য করিতে একবিন্দুও কৃপণতা করেন না। কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণের কষ্টে বিদেশী গভর্ণমেণ্টের হৃদয়ে আঁচড়টুকুও লাগে না। সুতরাং আমাদের বাঁচিতে হইলে প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে এই সমস্যার সমাধান না করিলে উপায় নাই। চাকরীও দুষ্প্রাপ্য এবং পাইলেও অন্নবস্ত্রের সংস্থান কিরূপ হয়, তাহা বলিয়া বুঝাইতে হইবে না।

সুধীগণ এতাবৎ অর্থাগমের অনেক উপায় নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন এবং আমাদের বিশ্বাস তাহাতে কেহ কেহ উপকৃতও হইয়াছেন। আজ আমরা একটী পথের উল্লেখ করিতেছি; দেশীয় যুবকবৃন্দ এ বিষয়ে চেষ্টা করিলে লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই।

এই সংখ্যার বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় ৯ ও ১১ নং ড্যাল্‌হৌসী স্কোয়ার স্থিত রেডিও সাপ্লাই ষ্টোর্সের 'রেডিও সেট'এর বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইবেন; এই আশ্চর্য্যজনক যন্ত্র আজকাল অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; না করিলেও ইহার নাম নিশ্চয় শুনিয়াছেন। কলিকাতা, বোম্বাই, কলম্বো, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে গানবাজনা হয় ও এই যন্ত্রের সাহায্যে সেই গান বাজনা শুনা যায়, অথচ এই যন্ত্রের সহিত উক্ত স্থানগুলির দৃশ্যতঃ কোন সংযোগ নাই। এই যন্ত্রগুলি আজকাল খুব বিক্রয় হইতেছে। কেহ এই যন্ত্র একটী ক্রয় করিয়া মফঃস্বলে শুনাইয়া অনায়াসে অর্ডার সংগ্রহ করিতে পারেন এবং রেডিও সাপ্লাই ষ্টোর্স্‌ ৯নং ডালহাউসী স্কোয়ার হইতে লইয়া তাহা সরবরাহ (Supply) করিলে ইঁহারা বেশ কমিশন দেন। যন্ত্র কিরূপে চালাইতে হয় তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইহাদের নিকট হইতে শিখিয়া লইতে পারিবেন। আমাদের নাম লইয়া গেলে অতি যত্নের সহিত ইহারা সকল বিষয় বুঝাইয়া দেন এবং এজেন্সীর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিছুকাল পূর্ব্বে গ্রামোফোনও এদেশে সম্পূর্ণ নূতন ছিল; যে সকল দূরদর্শী ব্যবসায়ী ১৫।২০ বছর পূর্ব্বে গ্রামোফোনের এজেন্সী নিয়া ব্যবসাক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন আজ তাঁহাদের অনেকেই ব্যবসাক্ষেত্রে কেষ্টবিষ্টু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। "রেডিওর" ভবিষ্যৎও ঠিক এইরূপ কিম্বা ততোধিক উজ্জ্বল। আমরা বেকার যুবকদিগকে বার বার বলিতেছি যে অন্ততঃ ৫০০৲ টাকা মূলধন নিয়া এই ব্যবসায়ে নাবুন। ১০।১২ বছর পরে আপনারাও ধনী হইতে পারিবেন।

কাজের কথা

বিষাক্ত পেন্সিল

আজকাল পেন্সিলের চলন খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। পেন্সিলের মধ্যে 'কপিং পেন্সিল'ই লোকে বেশী ব্যবহার করিয়া থাকে; কিন্তু এই পেন্সিল বিশেষ সাবধানতার সহিত ব্যবহার না করিলে যে কিরূপ বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহা বোধ হয় অনেকেরই জানা নাই। এই শ্রেণীর অনেক পেন্সিলের সীসে এক রকম রং ব্যবহার করা হয় যাহা মাংসের সংস্পর্শে আসিলে মহাতঙ্কের সম্ভাবনা। কোন গতিকে শরীরের কোন স্থানে পেন্সিলের সীস ঢুকিয়া ভাঙ্গিয়া থাকিলে, এমন কি কেবল মাত্র ফুটিয়া গেলেও সেখানকার তন্তুগুলির ভিতরে প্রথমে বেগুনি রং সঞ্চারিত হইয়া যায়। তার ফলে শরীর বিষাক্ত হইয়া মানুষ অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পড়িতে পারে। অনেক সময় সীস ফুলিয়া গেলে কয়েক সপ্তাহের পরে ও মানুষের শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। অতএব খুব সাবধানতার সহিত এই পেন্সিল ব্যবহার করা আবশ্যক—আর ছোট ছেলে মেয়েদের হাতে এই পেন্সিল কখন দেওয়া উচিত নয়। ছোট ছেলে মেয়েরা যাহাতে কোন প্রকার পেন্সিলের সীস মুখে না দেয় সে সম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়াও আবশ্যক।

কুল্পী বরফ

বর্ত্তমান যুগে—কুল্পী বরফের ব্যবহার অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রীষ্মকালে এই কুল্পী বরফের বিক্রয় এত বেশী হয় যে তাহা বলিবার নহে। আর এক মাস পরেই গ্রীষ্মের মরসুম সুরু হইবে, সুতরাং কুল্পী বরফও পথে ঘাটে বিক্রয় হইবে। ফেরিওয়ালা যে কুল্পী বরফ বিক্রয় করিয়া থাকে তাহা খাইয়া আমরা শরীরের কিরূপ অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকি তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের হেল্‌থ অফিসার এই বিষয় অনুসন্ধান করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে প্রদান করিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—"এই খাদ্য অতিশয় অস্বাস্থ্যকর ভাবে প্রস্তুত হয় বলিয়া এবং উহাতে মনুষ্য দেহের অনিষ্টকারী জীবাণু কি পরিমাণে অবস্থিত আছে সে সম্বন্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া আমি উহার কয়েকটা সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করি এবং পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারি যে, দশ পনের ঘণ্টা পূর্ব্বে সংগৃহীত বিকৃত দুগ্ধ সংযোগে ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে ও উহা মনুষ্য দেহের অনিষ্টকারী বহু জীবাণুতে পরিপূর্ণ। আমি সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এই কুল্পী বরফ সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছি এবং একই ফল লাভ করিয়াছি। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা অন্যায় নহে যে, ফেরিওয়ালাদের দ্বারা বিক্রীত কুল্পী বরফ বিকৃত দুগ্ধে ও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ভাবে প্রস্তুত বলিয়া উহা মনুষ্য খাদ্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ও উহা ব্যবহার করিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই অনিষ্টকারী দ্রব্য যাহাতে ফেরিওয়ালাগণ বিক্রয় করিতে না পারে সে জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মকালে স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ ইহা ব্যবহার করিয়া নিজ নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া থাকে।" ১৯২৪ সালের ২৫শে এপ্রিল হইতে আরম্ভ করিয়া ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে ফেরিওয়ালাগণ কর্ত্তৃক বিক্রীত ৮৯টী কুল্পী বরফের নমুনা সংগৃহীত ও কর্পোরেশনের পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত হইয়াছিল। উহাতে দেখা গিয়াছিল যে, ঐ নমুনার কুল্পী বরফের শতকরা ৬৬টী ১২ হইতে ১৫ ঘণ্টা বাসী দুগ্ধে প্রস্তুত ও স্বাস্থ্যহানিকর বীজাণুতে অত্যন্ত দুষ্ট। সেই জন্য কর্পোরেশন ঐ বৎসর সাধারণকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, "ফেরিওয়ালাগণ যে কুল্পী বরফ বিক্রয় করিয়া থাকে তাহা খাওয়া বিপজ্জনক ও তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। জনসাধারণ যেন ফেরিওয়ালাগণের ঐ কুল্পী বরফ ব্যবহার না করেন।"

কবিরাজ— শ্রীইন্দু ভূষণ সেন

———

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

৮ম বর্ষ } মাঘ ১৩৩৫ { ১০ম সংখ্যা

ব্যবসা ক্ষেত্রে মাড়োয়ারী বনাম বাঙ্গালী

ব্যবসায়ে বাঙালীর বড়ই দুর্নাম—মাড়োয়ারীর সুনাম ততোধিক। একেত সহজেই বাঙালী ব্যবসায়ের পথ অবলম্বন করে না। তাহার উপর যাহারাও ঐ পথের পথিক হয় তাহাদের অধিকাংশ-কেই অৰ্দ্ধপথে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিতে হয়। তাই দিকে দিকে তাহার কুৎসা রটিয়া গিয়াছে "বাঙালী অব্যবসায়ী, বাঙালী অপদার্থ" এবং আরও কত কি বলিয়া।

জাতি হিসাবে মাড়োয়ারীকে সুব্যবসায়ী বলিতেই হইবে। কোথায় সুদূর মাড়োয়ারে যাহাদের বাস তাহারা অর্থ ও শিক্ষার অভাব সত্ত্বেও নদীমরু পার হইয়া এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাঙালীর দেশে আসিয়া তাহার মুখের অন্ন কাড়িয়া খাইতেছে—ইহা অপেক্ষা তাহাদের শক্তি সামর্থ্যের নিদর্শন আর কি হইতে পারে?

বাংলার ব্যবসায় কেন্দ্র কলিকাতা। কিন্তু এই কলিকাতায় ব্যবসায়ী-মহলে বাঙালীর স্থান কত নীচে তাহা বলিতে গেলে লজ্জায় মাথা নত হইয়া আসে। শুধু কলিকাতা নহে—এক ঢাকা ব্যতীত বাংলাদেশের আর সমুদয় ব্যবসায় কেন্দ্রই মাড়োয়ারী কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এমন কি সুদূর পল্লীগ্রামগুলিও তাহাদের শ্যেন দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পায় নাই।

বাঙালী ক্রমাগতই হটিতেছে। নূতন

ব্যবসায় অবলম্বন করিবে কি, একটার পর একটা করিয়া পুরাতন ব্যবসায় গুলিও তাহাদের হাত ছাড়া হইয়া যাইতেছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র একদিন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে **ইংরেজের বঙ্গদেশ জয় অপেক্ষা মাড়োয়ারীর বঙ্গ বিজয় অধিকতর সম্পূর্ণ এবং মারাত্মক।** ইহা সম্পূর্ণ সত্য কথা।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে—কেন এমন হইল? কোন্ গুণে মাড়োয়ারী আজ ভারতের ব্যবসায় রাজ্যে একছত্র অধিপতি হইয়া বসিয়া আছে,—আর কোন্ দোষেই বা বাঙালীর এই অধঃপতন, এই অন্নাভাব, এই হাহাকার। সেই মূল কারণটী আবিষ্কার করিতে না পারিলে কেবল মাড়োয়ারীর সুখ্যাতি ও বাঙ্গালীর নিন্দা করিয়া কোন লাভ হইবে না—বরং বাঙালী জাতির মনে একটা উৎকট হতাশ ও আত্ম-অবিশ্বাসের ভাব জাগাইয়া দেওয়া হইবে মাত্র।

এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যে কিছুই আলোচিত হয় নাই—তাহা নহে। বাঙ্গালীর অপদার্থতার কথা, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বাঙালীর পরাজয়ের কথা—আজকাল অহঃরহই আলোচিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর পরাজয়ের ও মাড়োয়ারীর সাফল্যের গূঢ় কারণগুলি কেহই ভাবিয়া দেখিতে চাহে না। অথচ তাহারই প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

বাঙালী যে ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতায় অ-বাঙ্গালীর নিকট পরাজিত হয়—ইহা একমাত্র তাহার নিজস্ব দোষ নহে। তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাহার রীতি নীতি, সর্ব্বোপরি তাহার জীবন যাত্রা প্রণালীকে ইহার জন্য অনেক খানিই দায়ী করিতে হয়। মাড়োয়ারীর ধরণ ধারণ, তাহার জীবন যাত্রা প্রণালী ব্যবসায়ের অনুকূল। বাঙ্গালীকে এ সকল কথা বুঝিতে হইবে; বুঝিয়া তাহার জীবনটাকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নূতনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে—যদি সে বাঁচিয়া থাকিতে চায়। নতুবা আমরা যেমন করিয়া হটিয়া যাইতেছি এমন করিয়া পিছু হটিতে হটিতে একদিন বঙ্গোপসাগরের অতল জলে ডুবিয়া মরিতে হইবে। আগে যখন বাংলা দেশে অবাঙালী জাতি সমূহের এত ভিড় এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতা ছিল না, তখন বাঙালীর জীবন যাত্রা প্রণালীর পরিবর্ত্তনের কোনও আবশ্যকতাও ছিল না। কিন্তু এখন কলিকাতা সহরে অবাঙালী জাতি সমূহের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে এবং তাহারা সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীদিগের সহিত ব্যবসায়ে টক্কর দিয়া তাহাদিগকে কোনঠাসা করিয়া মারিয়া ফেলিতেছে। এই সকল অবাঙালী জাতির সহিত টক্কর দিয়া প্রতিযোগিতায় বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আর সে ঢিলে কাছা আর লম্বা কোঁচার ধুতির বাহার দিয়া ভুঁড়ি ভাসাইয়া গদীয়ানী চালে তাকিয়া ঠেস দিয়া গড়গড়ির নল মুখে দিয়া ফরাসে গড়াগড়ি দিলে চলিবে না। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালী এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যাহা ব্যবসায়ের অনুকূল এবং বিলাস বিভ্রমের প্রতিকূল—নচেৎ এযুগে আর বাঙ্গালীর নিস্তার নাই।

মাড়োয়ারী যে ব্যবসায়ে সফলকাম হয় তাহা অংশতঃ কতকগুলি নৈসর্গিক কারণে এবং অংশতঃ তাহাদের প্রকৃতিগত এমন কতকগুলি গুণ আছে যেগুলি ব্যবসায়ীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা একে একে সেই সকল কথাই আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

১। নৈসর্গিক কারণ।

প্রথম বাঙ্গালীর সহিত মাড়োয়ারীর যে ভেদ তাহা হইল প্রকৃতিগত। এই প্রকৃতিগত ভেদ আসিয়াছে প্রাকৃতিক বিভিন্নতা হইতে।

মাড়োয়ারীরা রাজপুতানার অধিবাসী। ইহা একটী মরুময় পার্ব্বত্য প্রদেশ। সে দেশের ভূমি এতই অনুর্ব্বর যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি পাইবার আশা নাই। কাজেই মাড়োয়ারের লোকের দুইবিঘা জমি থাকিলেই তাহাদের অন্নবস্ত্রের অভাব দূর হইয়া যায় না। একমুষ্টি অন্নের জন্য তাহাদিগকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হয়।

প্রকৃতিও এই জন্য তাহাদিগকে কষ্ঠ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে অত্যন্ত শীতপ্রধান এবং মরুময় প্রদেশের লোক খুব উদ্যোগী ও পরিশ্রমী হইয়া থাকে। কেননা অমানুষিক পরিশ্রম করিতে না পারিলে ঐ সব দেশের লোককে অনাহারে মরিয়া যাইতে হইবে।

প্রকৃতি যাহাকে যেমন স্থানে প্রেরণ করিয়াছে তাহাকে সেই স্থানের উপযোগী করিয়াই গড়িয়া তুলে। মরু প্রদেশের লোকেরা যথায় অবলীলা ক্রমে বসবাস করিতেছে, অথচ আমরা সেখানে উপস্থিত হইলে হয়ত শীতের চোটে জমাট বাঁধিয়া যাইব। রাজপুতানার বেলায় ও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। রাজপুতানায় যাহারা বাস করে তাহাদিগকে সেই স্থানেই টিকিয়া থাকিতে হইবে, কাজেই সেই স্থানে টিকিয়া থাকিতে হইলে যেরূপ শক্তি সামর্থ্যের আবশ্যক প্রকৃতি তাহা তাহাদের দেহে অর্পণ করিতে বিন্দু মাত্র কার্পণ্য করেন নাই।

রাজপুতানার লোক পরিশ্রমী ও কষ্ট সহিষ্ণু। ইহা তাহাদিগের জাতিগত গুণ ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। এই গুণ তাহাদিগের শরীরে বিদ্যমান না থাকিলে তাহাদিগের পক্ষে ধরা পৃষ্ঠে অস্তিত্ব বজায় রাখাই অসম্ভব হইয়া উঠিত।

দেশ নিতান্ত অনুর্ব্বর। কাজেই রাজপুতানার অধিবাসীবৃন্দকে চাষের উপর নির্ভর না করিয়া অন্য উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইত। তাই দেখি অতি প্রাচীনকাল হইতেই রাজপুতানার অধিকাংশ লোকই ক্ষাত্র ধর্ম্মী অর্থাৎ যুদ্ধজীবী এবং বাকী প্রায় সবই সৈন্য।

ক্ষত্রিয় যাহারা তাহারা চিরকালই যুদ্ধ করিয়া বাহুবলে গ্রাসাচ্ছাদন আহরণ করিয়া আসিয়াছে; আর বৈশ্যের দল "বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস" কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেশে দেশে ব্যবসা করিয়া প্রচুর ধনরত্ন উপার্জ্জন করিয়াছে। বর্ত্তমান কালের মাড়োয়ারীগণ অধিকাংশ স্থলেই সেই প্রাচীন রাজপুত বৈশ্যদিগের বংশধর।

যাঁহারা মনে করেন আজকাল মাড়োয়ারীগণ হঠাৎ ব্যবসায়ী জাতিতে পরিণত হইয়াছে তাঁহারা গোড়াতেই মস্ত ভুল করিয়া বসেন। বস্তুতঃ মাড়োয়ারীগণ হঠাৎ ব্যবসায়ী নহে। তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা অর্থের সন্ধানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পণ্যের বোঝা বহিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহাদের অভিজ্ঞতা, তাহাদের ব্যবসায় বুদ্ধি উত্তরাধিকার সূত্রে মাড়োয়ারীদিগের পাওনা হইয়াছে।

এককালে রাজপুতানার অধিকাংশ লোকই ক্ষাত্রধর্ম্মী ছিল—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্ত্তনের ফলে যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের উপায় নাই। কাজেই সেই ক্ষত্রিয় কুলকেও ক্রমে বৈশ্যের বৃত্তি করিতে হইয়াছে। ক্ষত্রিয় মাত্রেই শারীরিক পরিশ্রম করিতে সমর্থ। ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ করিতে হইলেও অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হয়। কাজেই বৈশ্যের প্রধান গুণ যাহা, তাহা ক্ষত্রিয় চরিত্রে পুরামাত্রায় বর্ত্তমান থাকায় রাজপুতানার ক্ষত্রিয়ে-

রা ও রাজপুতানার বৈশ্যের মতই ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অপরাজেয় হইয়া উঠিয়াছে।

দেখান হইল যে প্রকৃতি মাড়োয়ারীদিগকে কর্ম্মঠ ও অধ্যবসায়শীল করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে এবং এই দুইটাই হইল ব্যবসায়ে উন্নতির মূল। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের দেশ "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা" নহে। কারণ তাহাদের দেশের মাটী বাংলা-দেশের মাটীর ন্যায় উর্ব্বরা নহে; বারিপাত অতি সামান্য—"শ্রাবণের ধারার মত" আকাশ হইতে বারিধারা ঝরিয়া পড়ে না। কালো আকাশে মেঘের জটাজাল বিস্তার করিয়া দিনরাত মুসলধারায় বারিবর্ষণ করিয়া প্রকৃতি সে দেশে কখনও বন্যায় প্লাবন সৃষ্টি করে না দেশ ও নদী-মাতৃক নহে এবং জমিও সমতল নহে। জমির সর্ব্বত্রই উঁচুনীচু কচ্ছপ পৃষ্ঠের মত হওয়ায় যা ছিটে ফোঁটা বর্ষা হয় তাহাও জমিতে বসিয়া জমিকে সরস করিতে পারে না—হাঁসের পিঠের ন্যায় গড়াইয়া চলিয়া যায়। তাই বাংলা দেশের মত শুধু একটু মাটী আঁচড়াইয়া ধান বুনিয়া দিলেই সোণার ফসল হাস্যমুখে চাষাকে অভ্যর্থনা করে না। প্রাণপাত পরিশ্রম করিলে তবে ভুট্টা বা জোয়ার জন্মানো যায়। কাজেই—জঠরাগ্নির তাড়নায় তাহারা অর্থোপার্জ্জনের পথ আবিষ্কার করিবার জন্য ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে বাধ্য হয়। এই জন্য ব্যবসায়ী হইয়া উঠে তাহারা প্রাণের দায়ে। এবং প্রাণের দায়ে যাহা করা যায় তাহাতে আন্তরিকতা থাকে বলিয়া সাফল্য লাভের সম্ভাবনা থাকে বেশী। এই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয় প্রকৃতির অভিশাপ তাহাদিগের নিকট বর স্বরূপ হইয়া দেখা দিয়াছে।

এইবার বাঙালী ও বাংলার অবস্থা ভাবিয়া দেখুন। বাংলা প্রকৃতির লীলা নিকেতন। এই নদী মাতৃক দেশের ভূমি এতই উর্ব্বরা যে সামান্য মাত্র চেষ্টাতেই ইহার মাঠে সোণার ধান ফলিয়া উঠে। জীবন ধারণের জন্য কঠোর পরিশ্রম কাহাকেও বড় একটা করিতে হয় না। প্রায় সকলেরই দুই এক কাঠা জমী আছে, তাহার আয় হইতেই কায়ক্লেশে কোনরূপে দিন কাটিয়া যায়। অল্পায়াসে জীবিকা অর্জ্জন করা যায় বলিয়া লোকে আয়েসী হইয়া পড়িয়াছে। পরিশ্রম করিতে বাধ্য না হইলে দুনিয়ায় কেই বা সখ করিয়া পরিশ্রম করিতে চায়? মাটির গায়ে দুই একটা আঁচড় কাটিয়া ধান বুনিয়া দিলেই যখন কিছু কিছু ফসল পাওয়া যায় তখন সাধারণতঃ লোকে অধিকতর সুখ স্বাচ্ছন্দের বিনিময়েও প্রচুর পরিশ্রম করিতে চাহে না।

বাংলায় আজ অন্নের জন্য হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। দুর্ভিক্ষের জ্বালায় মাতা সন্তানকে বিক্রয় করিয়াছে—এমন সংবাদ ও আজকাল আমরা সংবাদ পত্রে পড়িয়া থাকে। কিন্তু তথাপি এই যে অন্নাভাব ইহাকে আকস্মিক ও সাময়িক অন্নাভাব বলিতে হইবে। অর্থাৎ normal অবস্থায় বাংলার লোককে অন্নাভাবে মরিয়া যাইতে হয় না। বাংলার দুর্ভিক্ষ হয় অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির জন্য কিম্বা হয়ত বন্যার জল মাঠঘাট প্লাবিত করিয়া দেয় বলিয়া এ সকল দৈব দুর্ঘটনা মাত্র। দুর্ঘটনা নিত্য ঘটিবে এমন আশা মানুষ করিতে পারে না। যদিও আজকাল প্রায় প্রতি বৎসরই নানা কারণে শস্যের হানি হইয়া থাকে—তথাপি কৃষক প্রতি বৎসরই এই আশায় বুক বাঁধিয়া চাষের কাজে অবতীর্ণ হয় যে এবার নিশ্চয়ই চাষ ভাল হইবে। অর্থাৎ দৈবের প্রতিকূলাচরণের ফলে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইয়া শস্যের হানি ঘটিবে—এই ভয়ে

কেহই চাষ বাস ছাড়িয়া দেয় না, এবং ছাড়িয়া দেওয়াও তাহাদের পক্ষে অনেকটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। বিশেষতঃ যখন এতকাল প্রায় প্রতি বৎসরই বেশ ভাল ফসল হইত।

আজ যে একটু বেশী বৃষ্টি হইলেই সমস্ত চাষ নষ্ট হইয়া যায় তাহার কারণ এখন আর পূর্ব্বেকার মত জল নিকাসের খুব সুবন্দোবস্ত নাই। বিশেষতঃ রেলপথ গুলিতে যথেষ্ট পরিমাণ পুল তৈয়ারী না করায় দেশের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। কিন্তু সে কথা যাউক্। আমরা বলিতেছিলাম বাংলার অন্নাভাব সেরূপ দারুণ নহে অর্থাৎ আকস্মিক কারণে চাষ নষ্ট হইয়া না গেলে জীবন ধারণের উপযোগী দুই মুষ্টি অন্নের অভাব বাংলার লোকের হয় না।

এই অন্নভাবের অভাবই বাংলার সর্ব্বনাশের কারণ। ফলকথা, সকলেরই দুই এক কাঠা জমী জমা আছে। ইহার আয়ে কাহারও পেট ভরেনা সত্য, কিন্তু দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে ইহার মায়া কাটাইয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য ব্যবসায়ের পথ অবলম্বন করা বাঙালীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আসল কথা, বাঙ্গালীর ব্যবসায় করিবার কোন তাড়া বা দায় নাই। মাড়োয়ারী যেমন ক্ষুধার তাড়নায় ঘর হইতে বাহির হইয়া অর্থের সন্ধানে দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়, মাড়োয়ারীর যেমন দাঁড়াইবার স্থান নাই, চষিয়া খাইবার জমী নাই, এক কথায় ঘরে বসিয়া আহারের ব্যবস্থা করিবার কোনই উপায় নাই—বাঙালীর জঠরাগ্নি আহুতির অভাবে অহঃরহ সেরূপ জ্বলিয়া উঠে না, মূর্ত্তিমান অভাব তাহার হাত ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া আনিয়া বলে না যে "গৃহে তোমার খুঁদ কুঁড়া নাই, বাঁচিতে চাও যদি মাঠে ঘাটে চরিয়া খাও"। কাজেই দেখা যাইতেছে যে কোন কার্য্যে সাফল্য লাভের প্রধান উপকরণ যাহা অর্থাৎ motive power তাহারই অভাব বাঙ্গালী চরিত্রে অত্যন্ত বেশী রকম ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় কথা বাঙ্গালী আরাম প্রিয় ও আয়েসী। ইহার জন্যও ঠিক তাহাদিগকে দায়ী করা যায় না যতখানি দায়ী করা যায় প্রকৃতিকে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশ যদি শস্যশ্যামল হয়, তাহা হইলে সে দেশের লোক বিলাসী না হইয়াই পারে না। আমাদের পরিশ্রম করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে, একটু খাটিয়াই আমরা হাঁপাইয়া পড়ি। কুলী মজুরদের কথা ভাবিয়া দেখিলেই ব্যাপারটা বেশ সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে। বাঙ্গালী মজুরের কর্ম্মশক্তি পশ্চিমা কুলীর কর্ম্মশক্তি অপেক্ষা অনেক অল্প। যে কাজ করিতে পাঁচজন বাঙ্গালীর প্রয়োজন, তিনজন পশ্চিমা লোক অনায়াসে তাহা করিয়া ফেলিবে। ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ করিতে গেলে অমিত পরিশ্রম করিতে হইবে এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রকৃতির কৃপায় বাঙ্গালীর দেহ মন এমন করিয়া গঠিত যে সে অধিক পরিশ্রম করিতে পারে না—কাজেই তাহাকে দিন দিন ব্যবসায়ে হটিয়া যাইতে হইতেছে।

কলিকাতার রাজপথ দুপুর বেলায় রৌদ্রে তাতিয়া আগুন হইয়া উঠে। পিচের রাস্তায় পা ফেলিলে পা পুড়িয়া ফোস্কা পড়িয়া যায়। কিন্তু সেই রৌদ্রের মাঝেও চাহিয়া দেখ পশ্চিমা ফেরিওয়ালা বিচিত্র স্বরে হাঁকিয়া চলিয়াছে—"চাই নেংড়া আম!" "জর্ম্মানী মাল আগিয়া, হরেক রকমের মাল চার চার আনা", "সেলাই বুরুষ" "কাবলী মটর ভাজা গরম" প্রভৃতি কত কি। কিন্তু অত যে ফিরিওয়ালা উহাদের মধ্যে একজন বাঙ্গালী ফিরিওয়ালাও তুমি খুজিয়া পাইবে না। কিন্তু কেন?

ইহার প্রধান কারণ ওরূপ কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি তাহার নাই। অনেকটা ঠিক ঐ একই কারণে বাঙ্গালী ব্যবসায়ে নাই, পুলিশে নাই, কারখানায় নাই, শ্রমসাধ্য কোন কাজই তাহারা করিতে পারে নাই। এ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সুখ সুবিধাই তাহার পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

CAPITAL & CREDIT,
(মুলধন ও ক্রেডিট) ঃ—

ব্যবসায় করিতে গেলেই মূলধনের প্রয়োজন। অথচ আমরা শুনিতে পাই মাড়োয়ারীরা মোটা কম্বল সম্বল করিয়াই এ দেশে আসিয়া প্রকাণ্ড ব্যবসায় গড়িয়া তুলে। আপাতঃ দৃষ্টিতে ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তথাপি ইহার একবর্ণও মিথ্যা নহে।

নিঃসম্বল অবস্থায় এ দেশে আসিয়া পরিশেষে প্রকাণ্ড ব্যবসায়ের মালিক হয় বলিয়া অনেকে মাড়োয়ারীদিগকে অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করে। কিন্তু ইহার মধ্যে বিস্ময়কর ব্যাপার কিছুই নাই। অধিকাংশ মাড়োয়ারীই বিনা মূলধনে বা অল্পমাত্র মূলধন লইয়া কর্ম্মজীবন আরম্ভ করে সত্য, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোনও দিনই তাহাদিগকে মূলধনের অভাব বোধ করিতে হয় না। ক্রেডিট (credit) মূলধনের অভাব পুরাইয়া দেয়।

সাধারণ বাঙ্গালী কোন দিন মাড়োয়ারীর ব্যবসায় প্রণালী সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে চাহে নাই, তাই ইহা তাহাদিগের নিকট রহস্য বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মাড়োয়ারী, গুজরাটি, ভাটীয়া প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ ভারতের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি বহুকাল হইতেই অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। অতীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমানের কথাই ধরা যাউক। বর্ত্তমানে কলিকাতার সকল প্রকারের ব্যবসায়ই মাড়োয়ারীদিগের হাতে। মনে করুন, একজন মাড়োয়ারী দেশ ছাড়িয়া অন্নের সন্ধানে আজব সহর কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে শুনিয়াছে কলিকাতায় নাকি টাকা ছড়ান আছে—কুড়াইয়া লইতে পারিলেই হইল। নিঃসম্বল সে—অথচ ব্যবসায় করিবে ইহাই তাহার আশা। এখন সে কোন্ পথ অবলম্বন করে তাহাই দেখা যাউক।

প্রথমেই সে গিয়া জাত ভাইদিগের বাসায় গিয়া উঠিবে। খাইবার খরচ তাহার খুবই সামান্য, মাসে ছয় টাকার বেশী নহে। কাজেই ঐ টাকা যদি সে নিজেই সংগ্রহ করিয়া আনিয়া থাকে, ভালই, নহিলে দেশের লোক ভবিষ্যতে পরিশোধ করিবে এই করারে তাহাকে মিনি পয়সায় খাইতে দিতে আপত্তি করে না।

তাহার পরই অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা। তাহার দেশের অন্ততঃ কয়েকজন লোক কলিকাতায় আড়তদারী বা মহাজনী করিতেছে। সে যে ব্যবসায় করিতে চায় সেই জিনিসের আড়তদারের নিকট গিয়া বলে—"আমি দেশ হইতে আসিতেছি অমুক জিনিসের ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা করি। বাড়ীতে আমার অন্নের সংস্থান নাই। আমাকে আপনি কিছু কিছু মাল ছাড়িয়া দিন, আমি বিক্রয় করিয়া নিত্য আপনার জিনিষের দাম ও অবিক্রীত মাল চুকাইয়া দিব।" আড়তদারের সহিত তাহার পরিচয় আছে। কিম্বা অপর কোন বিশ্বাসী লোক আড়তদারের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিয়াছে। আড়তদার পাকা লোক; এক আঁচড়েই লোক চিনিতে পারে। সে দেখে

নবাগত লোকটিকে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। বাস্তবিকই সে অভাবগ্রস্থ। বিশেষতঃ লোকটীকে দেখিলেই পরিশ্রমী ও উদ্যোগী বলিয়া মনে হয়। তখন আড়তদার তাহাকে মাল ছাড়িতে রাজী হয়। প্রথমে হয়ত পঁচিশ বা পঞ্চাশ টাকার মাল ছাড়িয়া দেয়। কথা থাকে সারাদিনে যাহা বিক্রয় হইবে রাত্রে তাহার হিসাব দিতে হইবে এবং বিক্রীত মালের দাম চুকাইতে দিতে হইবে।

নবাগত মাড়োয়ারী ঐ সর্ত্তেই মাল গ্রহণ করে। এবং হয় ফেরী করিয়া কিম্বা ফুটপাথের উপর দোকান সাজাইয়া যে কোন প্রকারেই হউক যথা সম্ভব বেশী মাল বিক্রয় করিয়া ফেলে। সন্ধ্যার পর সে মহাজনের আড়তে ফিরিয়া যায়। হয়ত সারাদিনে তাহার কুড়ি টাকার মাল বিক্রয় হইয়াছে। সে ৫০৲ টাকার মাল গ্রহণ করিয়াছিল। সন্ধ্যাকালে সে মহাজনকে ২০৲ টাকা ফিরাইয়া দিবে এবং ৩০৲ টাকার মাল দেখাইয়া পুনর্ব্বার ২০৲ টাকার নূতন মাল গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ সর্ব্বদাই তাহার নিকট ৫০৲ টাকার মাল থাকিবে। বলা বাহুল্য ২০৲ টাকার জিনিস বেচিয়া যাহা লাভ হইয়াছিল—সেটা তাহার রেস্ত হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাহার রেস্ত জমিয়া উঠে এবং যদি সরল বিশ্বাসে করিয়া থাকে তাহা হইলে মহাজনের নিকট তাহার Cridit ও বাড়িয়া যায়। ইহাতে দুই দিক দিয়া তাহার শক্তি সঞ্চয় হইতে থাকে। প্রথমতঃ সে মহাজনের নিকট আরও বেশী বেশী টাকার মাল ধার পায়। দ্বিতীয়তঃ তাহার নিজস্ব একটা মূলধন গড়িয়া উঠে।

মূলধন যখন বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে, তখন ব্যবসায়ের সমস্ত তাগবাগ তাহার করায়ত্ত। তখন স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় খুলিয়া তাহার পক্ষে ব্যবসায়ে উন্নতি করা আদৌ আশ্চর্য্যজনক নহে।

একটা কথা এখানে মনে হইতে পারে যে আড়তদার তাহাকে এ ভাবে সাহায্য করে কেন? সাধারণে ইহাকে নিঃস্বার্থ পরোপকার ব্রত মনে করিতে পারেন। কিন্তু বস্তুতঃ ব্যাপারটা তাহা নহে। ইহাতে আড়তদারেরও স্বার্থ বিজড়িত আছে সন্দেহ নাই।

মাল বিক্রয় করিয়া ফেলাতেই আড়তদারের লাভ। এইরূপ নূতন নূতন উদ্যোগী ব্যক্তিকে উপকৃত করায় তাহার এই মাল বিক্রয় কার্য্যের যথেষ্ট সুবিধা হইয়া থাকে। লোকে পয়সা খরচ করিয়া দক্ষ ক্যানভাসার নিযুক্ত করে, মাহিনা দিয়া বিক্রেতা রাখিয়া থাকে; কিন্তু এই সমস্ত লোককে মাহিনা দিতে হয় না অথচ ইহাদিগের দ্বারা কাজ হয় আরও বেশী; কেননা ইহারা পরের জন্য কাজ করে না, কাজ করে নিজেদের জন্য। তবে এক ভয়—ইহারা টাকা মারিয়া দিতে পারে। কিন্তু বহুদর্শী আড়তদারগণ লোক চিনিতে খুবই পারদর্শী; বিশেষতঃ আগন্তুক ব্যক্তি স্বগ্রামের বা পরিচিত লোক হওয়ায় এ বিষয়ে আড়তদারদিগকে প্রায়ই ঠকিতে হয় না। তৃতীয়তঃ আড়তদারগণ এই সমস্ত লোকের কার্য্যাবলীর প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। "ভোক্তানের" ব্যবস্থা হইতেই সে কথা প্রতীত হইবে। বলিতে ভুলিয়াছি—প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে বিক্রীত মালের দাম ও অবিক্রীত মাল জমা দেওয়ার নামই "ভোক্তান"। কয়েকদিনের ভোক্তানের পর আড়তদার যদি বুঝিতে পারে যে নবাগত ব্যক্তিটীর সেরূপ ব্যবসায় বুদ্ধি বা শক্তি নাই, কিম্বা যদি উহার সততার বিষয়ে কোন সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তখনই তাহাকে মাল দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়।

যাহা হউক, আমরা দেখাইলাম কেমন করিয়া নিঃসম্বল মাড়োয়ারী কালে কোটিপতি হইবার সুযোগ ও সুবিধা পাইয়া থাকে। এখন বাঙ্গালীর পক্ষে ঐ সকল সুযোগ পাওয়া কিরূপ দুরূহ—সেই কথাই আলোচনা করিব।

বাঙ্গালীর পক্ষে বিনা মূলধনে ব্যবসায়ের পত্তন করা একরূপ অসম্ভব। কেননা বাজারে বাঙ্গালী credit পাইবে না। আড়তদার বা মহাজন সকলেই বিদেশী অর্থাৎ মাড়োয়ারী, গুজরাটী, ভাটিয়া, বোম্বেওয়ালা প্রভৃতি। তাহারা বাঙ্গালীকে বিশ্বাস করে না। কেননা, বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধিতে বা শক্তিতে তাহাদের আস্থা নাই। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালী বলিতে আমরা শিক্ষিত বাঙ্গালীর কথাই বলিতেছি।

শিক্ষিত বাঙ্গালী যে ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এ কথা পৃথিবীময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। সকলেই জানে দুই পাতা ইংরাজী পড়িলেই বাঙ্গালী বাবু বনিয়া যায়। বাঙ্গালীর উপযুক্ত কাজ ডাক্তারী. ওকালতি, মাষ্টারী, কেরাণীগিরি। মাড়োয়ারী আড়তদার দেখে বাঙ্গালী উকিল সারাদিন আদালতের আশে পাশে ঘুরিয়া সন্ধ্যায় মাসিক ২০৲ ২৫৲ টাকা মাহিনায় তাহার আড়তে খাতা লিখিয়া খায়। কাজেই তাহার পক্ষে বাঙ্গালী যুবকের শক্তিমত্তায় বিশ্বাস করিয়া বিনামূল্যে অগ্রিম মাল ছাড়িয়া দেওয়া একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। ইহাতে মাড়োয়ারীকে দোষ দেওয়া যায় না। কেননা সে এখানে দানসত্র খুলিয়া বসে নাই। তাহার মাল বিক্রয় হউক—ইহা যেমন তাহার দেখিবার বিষয়, তাহার মাল মাঠে মারা না যায়—ইহাও তেমনি তাহার দেখিবার বিষয়। বাঙালী যুবক তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কেমন করিয়া সে তাহাকে বিশ্বাস করিবে? বিশেষতঃ বাঙালীর উপর তাহার সহানুভূতি থাকিবার কোন স্বাভাবিক কারণ বিদ্যমান নাই।

কথা উঠিতে পারে যে বাঙালী ব্যবসাদার ত তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারে? তাহা পারে বটে, কিন্তু বাঙ্গালী ব্যবসাদার কৈ? বাঙালীর ছোট খাট দোকান আছে বটে, কিন্তু আড়তদার বাঙালীর সংখ্যা খুবই অল্প। এদিকে সরাসরি আড়তদারের ঘর হইতে মাল আনিতে না পারিলে খুচরা বিক্রয় করিয়া সেরূপ লাভবান হইবার সম্ভাবনা নাই। কাপড় ব্যবসায়ের কথাই ধরা যাউক। "ক্রেণ্ডস্ সোসাইটী" বা "ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটী" বাঙালীদিগের মধ্যে বেশ বড় কাপড়ের দোকান। কিন্তু উহারা সরাসরি মিলের এজেন্ট নহে। উহারা মাড়োয়ারী মহাজনের নিকট হইতে পাইকারী দরে কাপড় খরিদ করিয়া খুচরা বিক্রয় করে মাত্র। এ স্থলে যদি কেহ পূর্ব্ব-বর্ণিত ভোকানের সর্ত্ত মতে ক্রেণ্ডস্ সোসাইটীর নিকট হইতে কাপড় সংগ্রহ করিতে পারে তাহা হইলেও তাহার লাভের সম্ভাবনা খুব অল্প। কেননা এক্ষেত্রে বিক্রেতা হিসাবে ক্রেণ্ডস্ সোসাইটীই তাহার প্রতিযোগী এবং যাহার নিকট হইতে মাল আনিয়া আমি বেচিতে যাইতেছি তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া থাকা আমার পক্ষে কিরূপ সম্ভবপর তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মাড়োয়ারী প্রভৃতি জাতির লোকে অনেক আগে হইতে বাজার অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সমস্ত পণ্যেরই মূল এজেন্ট তাহারা। মিলে কাপড় প্রস্তুত হইতেছে—তাহার সোল্ এজেন্সী লইয়া বসিয়া আছে মাড়োয়ারী। বিলাত হইতে মাল আমদানী হইতেছে—যে সমস্ত

আফিস সেই মাল বিক্রয় করিয়া দিবার ভার লইয়াছে তাহার বেনিয়ান বা মুৎসুদ্দি হইল মাড়োয়ারী। এইরূপে যাবতীয় পণ্যই মাড়োয়ারীর হাত দিয়াই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। কাজেই ব্যবসায়েচ্ছু বাঙালীকে মাল খরিদ করিবার জন্য মাড়োয়ারীর দ্বারস্থ হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু নগদ মূল্য চুকাইয়া দিতে না পারিলে সে এক পয়সার মালও বাহির করিবে না। সে দুইশত টাকার মাল চাহিলে তাহাকে দুই শত টাকাই নগদ বাহির করিতে হইবে। এইরূপ শুধু একবার দুইবার নহে অন্ততঃ সাত, আট দশবার লেন দেনের পর যদি আড়তদার বুঝিতে পারে যে তাহার টাকা মারা যাইবার সম্ভাবনা নাই তবেই সে ধারে মাল ছাড়িতে থাকিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে বাঙালী Credit পায় না বলিয়া তাহার প্রচুর মূলধনের আবশ্যক। অথচ যথেষ্ট মূলধন তাহার নাই। কাজেই মাড়োয়ারীর ন্যায় লোটা কম্বল সম্বল করিয়া বাঙালীর পক্ষে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া নিতান্ত সহজ কথা নহে।

আমরা এযাবৎ প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর ব্যবসায়ের পথের অন্তরায়ের কথাই আলোচনা করিয়াছি। এখন তাহার ব্যবসায়ে অসাফল্যের কারণ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলব।

(৩) দৈনিক কার্য্য পদ্ধতি

মাড়োয়ারীর নিত্যকারের কার্য্য-পদ্ধতিটী অতি চমৎকার। এই কার্য্য-পদ্ধতি তাহাদের ব্যবসায়ের উন্নতি পথে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে।

প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া তাহারা শৌচাদি কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক স্নান আহ্নিক সারিয়া লয়। তাহার পর আহারাদি শেষ করিয়া আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই সারাদিনের জন্য প্রস্তুত হইয়া গদীতে আসিয়া বসে কিম্বা যে যাহার কার্য্যে নিযুক্ত হয়।

সারাদিনের মধ্যে আর তাহারা গদী ছাড়িয়া উঠিবে না। রাত্রিকালে সমস্ত বেচা কেনা শেষ হইলে তাহার হিসাব মিলাইয়া তবে তাহারা গৃহে ফিরিয়া আসে এবং নৈশ আহার শেষ করিয়া নিদ্রা যায়। তাহাদের আহার্য্যও খুবই সাদাসিধা রকমের অথচ পুষ্টিকর। অবশ্য আমরা সাধারণ মাড়োয়ারী, গুজরাটি প্রভৃতির কথাই বলিতেছি। মাড়োয়ারীদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ ধনী যাহারা এবং যাহারা বহুকাল হইতেই কলিকাতায় বাস করিতেছে—বাবুয়ানীতে তাহারা আজকাল বাঙালী বাবুকেও ছাড়াইয়া চলিয়াছে। তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণ মাড়োয়ারীর প্রধান খাদ্য ডাল রুটি, ভুট্টা প্রভৃতি।

যাহা হউক, বলিতেছিলাম মাড়োয়ারী একেবারে সারাদিনের জন্য প্রস্তুত হইয়াই বাড়ী হইতে বাহির হয়। দোকান করিতে করিতে গদী ছাড়িয়া কোথাও উঠিয়া যায় না। এমন কি পানটী কিনিবার জন্যও তাহারা প্রাণান্তে দোকান ছাড়িয়া উঠিবে না। যদি কেহ কোন দিন বড় বাজারে মাড়োয়ারীপটিতে জিনিস কিনিতে যান, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন সারিসারি মাড়োয়ারীর দোকান। দোকানের মালিক যিনি তিনি মাথায় পাগ বাঁধিয়া সর্ব্বদাই সেখানে বসিয়া আছেন। আপনি নয়টায় যান দেখিবেন—মাড়োয়ারী প্রবর মহা ব্যস্ত ভাবে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছে। হয়ত হিসাব পত্র দেখিতেছে কিম্বা খদ্দেরের সহিত কথা কহিতেছে

ইত্যাদি। আপনি দশটার সময় যান দেখিবেন সে ঠিক সেই ভাবেই আপনার কাজে ব্যস্ত। বারটা, দুইটা, চারটা যে সময়েই আপনি যাননা কেন, সকল সময়েই তাহার সাক্ষাৎকার পাইবেন।

মনে হইতে পারে"তবে কি তাহারা ধাতুমূর্ত্তি? তাহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা বলিয়া কোন জিনিস নাই? সারাদিন কলের মত কাজ করিয়া যায়?

তাহারা যে কলের মত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে পারে—এ কথা সত্য। এবং এইরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে পারে বলিয়াই তাহারা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এত উন্নত। তবে ক্ষুধা তৃষ্ণা তাহাদিগকেও কাতর করিয়া তুলে। এই জন্য তাহারা যে অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছে সত্য সত্যই সে ব্যবস্থা অতীব সুন্দর।

পশ্চিমাগণ সাধারণতঃ গোঁড়া হিন্দু, জৈন ইত্যাদি। তাহাদিগের মধ্যে আচার বিচারের হাজামার অন্ত নাই। একই জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর লোক পাশাপাশি বসিয়া খাইতে পারে না। এমন কি ভিন্ন জাতির লোকের হাতে জল খাইলেও অনেক সময় তাহাদের জাতিচ্যুত হইবার আশঙ্কা থাকে। এইজন্য প্রত্যেক শ্রেণীর লোককে পান, জল, বা খাবার খাওয়াইবার জন্য প্রত্যেক শ্রেণীর ২।১জন করিয়া ফেরীওয়ালা প্রত্যেক পটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি খাবার দেয়, সে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে দোকানে দোকানে আসিয়া বরাদ্দ মত খাবার দিয়া চলিয়া যাইবে। মাসের শেষে দাম পাইবে—এইরূপ বন্দোবস্ত থাকে।

এইরূপে পানওয়ালা ও মাসিক বন্দোবস্তে পান দিয়া যায়— এমন কি পানি পাঁড়ের বেলাও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই। পানওয়ালা এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা অন্তর ঘুরিয়া যাইতেছে—কাহারও পান চাই কিনা? পানি পাঁড়ে মুহুর্মুহু ঘুরিয়া যাইতেছে কাহারও জল পান করিবার ইচ্ছা আছে কিনা? এই উপলক্ষে অর্থাৎ জল, পানও এবং খাবারের যোগান দিয়াও অনেকগুলি লোক অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া লইতেছে।

মাসিক বন্দোবস্ত করিবার একটী সুফল আছে। ইহাতে খরচ কম হয়। খুচরা খরচ করিলে অধিকাংশ স্থলেই মাত্রা ঠিক রাখা যায় না। বিশেষতঃ বুঝা যায় না আমরা কিসে কত খরচ করিলাম। কাজেই এমন হইয়া পড়ে যে যাহাতে বেশী খরচ করা উচিত ছিল তাহাতে খরচের মাত্রা নিতান্ত কমাইয়া দিয়া নিতান্ত বাজে খরচের বেলাই মুক্ত-হস্ত হইয়া পড়ি। কিন্তু মাসিক বন্দোবস্তে এমন হইবার উপায় নাই। কেননা মাসের শেষে যখন সমস্ত দেনা মিটাইতে হইবে তখন কি বাবদ কত টাকা খরচ হইয়াছে তাহা একান্ত স্পষ্টভাবে চোখে পড়িয়া যাইবে এবং বিসদৃশ কিছু ঘটিয়া থাকিলে পরের মাস হইতেই যে তাহা শোধরাইবার চেষ্টা হইবে—ইহাই স্বাভাবিক।

সে যাউক। দোকান হইতে আদৌ উঠিয়া না যাওয়ার সুফল স্বরূপ কি কি উপকার পাওয়া যায়—সেই কথাই এখন আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ সারাদিনের মত একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারি। দোকানের পিছনে খাটিবার জন্য প্রচুর সময় পাওয়া যায়। প্রভাতে স্নান করিয়া ফেলি শরীর স্নিগ্ধ থাকে, মস্তিষ্ক শীতল হয়, আহারাদি চুকাইয়া ফেলিতে পারিলে জঠর অগ্নিদেবতাও যে পরম তৃপ্ত হন, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। এ অবস্থায় মানুষ খাটিয়া আ

পায়, তাহার খাটিবার শক্তিও অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যায়।

দোকান পাটের কাজ আরম্ভ হয় সকাল হইতেই। নয়টা, দশটার সময় হইতে ভিড় জমিতে আরম্ভ করে। এই সময় কাজ ফেলিয়া স্নান আহারের জন্য গৃহে ফিরিয়া গেলে দোকানের কাজের বড়ই ক্ষতি হয়।

এই জন্য এক বাঙ্গালী ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক ব্যবসায়ী জাতিই একেবারে স্নান আহার সারিয়া সারাদিনের জন্য নিজকার্য্যে আত্মনিয়োগ করে। আমরা মাড়োয়ারী, গুজরাটি, ভাটিয়া প্রভৃতির কথা বলিলাম। কিন্তু ইংরাজদেরও অনেকটা ঐ ব্যবস্থা। তাহারা প্রাতঃকালে কস্মিন্‌কালে বাজে কাজে মাথা ঘামাইবে না! সকালে উঠিয়া ব্যায়ামাদি সারিয়া মুখ হাত পা ধুইয়া কিছু জলযোগ করতঃ নিজ কার্য্যে বাহির হইয়া পড়ে। দ্বিপ্রহরের আহার কোন কোন স্থলে আফিসে বসিয়াই সারিয়া লয়, আর যাহারা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন তাহারা নিকটস্থ হোটেলে গিয়া আহার করে।

দ্বিতীয়তঃ সারাদিন কর্ম্মস্থলে থাকিলে কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা অধিক কাজ পাওয়া যায় এবং তাহারা ফাঁকি দিবার বা চুরি করিবার অবসর পায় না। সমস্ত কর্ম্মচারী সাধু প্রকৃতির হইলেও কর্ম্মস্থলে স্বয়ং উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। কেননা মানুষ যতই সৎ হউক না কেন সে প্রচুর সুবিধা ও সুযোগ পাইলে একদিন যদি হঠাৎ চোর বনিয়া যায়—তাহা হইলে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বিশেষতঃ সে চোর হইয়া না উঠিলেও প্রভুর সাক্ষাতে যেরূপ ভাবে কাজ করিত প্রভুর অসাক্ষাতে সে যে সেরূপ ভাবে কাজ করিবে না—সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এইবার বাঙ্গালীর কার্য্য পদ্ধতির কথা আলোচনা করা যাউক। বাঙ্গালীর রীতি নীতি —তাহার জীবন যাত্রা প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। সকালে শয্যা ত্যাগ করিতেই তাহার সাতটা আটটা বাজিয়া যায়। তাহার পর শৌচাদি সারিয়া চা পান না করিলে তাহার পেট ফুলিয়া উঠিবে। তাহার পর খবরের কাগজ পাঠ আছে। একটু আধটু রাজনীতি চর্চ্চা না করিলে চলে না। খেলা ধূলার খবর রাখিতে হয় ইত্যাদি। আমরা এই সমস্ত কাজের নিন্দা করিতেছি না। দেশের খবর না রাখা শিক্ষিত লোকের পক্ষে অসম্ভব ও অন্যায়। কিন্তু এই সমস্ত দিকে বেশী লক্ষ্য দেওয়ায় বাঙালীকে ঠকিতে হইতেছে বিস্তর। সকালে উঠিয়াই অত্যধিক খবরের কাগজ পাঠের কালে মনটা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, কাজেই ইহার অব্যবহিত পরেই কোন কাজে সমস্ত মন ঢালিয়া দেওয়া যায় না।

যাহা হউক বাঙ্গালী ব্যবসায়ী নয়টা নাগাইৎ ধীরে ধীরে দোকানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং বারটা সাড়ে বারটা অবধি কাজ করিয়া আবার বাড়ী ফিরিয়া যান। সেখানে তাঁহার স্নান আহার সারিতে প্রায় দুইটা বাজিয়া যায়। তাহার পর বিছানায় একটু গড়াইয়া লইয়া যখন তিনি পুনর্ব্বার দোকানে ফিরিয়া আসেন তখন ঘড়িতে চারিটা এবং কখনও কখনও পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। আমরা এখানে অবশ্য সকল বাঙালীর কথা বলিতেছি না। যাঁহারা নিজেরাই দোকানে কেনা বেচা করেন, অন্য লোক নাই, তাঁহারা হয় একেবারে স্নানাহার সারিয়া দশটায় দোকান খুলেন ও রাত্রে

৯৷১০টার সময় দোকান বন্ধ করিয়া যান, কিম্বা সকাল সাতটায় দোকান খুলিয়া বারটায় বন্ধ করেন ও আবার ৩টায় খুলিয়া রাত্রি ৯৷১০ টায় বন্ধ করিয়া দেন। এক্ষেত্রে ও যদি দোকান দারেরা ৮টার মধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া একেবারে দোকানে আসিয়া বসিতে পারেন তাহা হইলে অধিকতর সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কিন্তু যাঁহারা একটু অবস্থাপন্ন অর্থাৎ যাঁহার কারবারে অনেক টাকা খাটিতেছে তাঁহারা প্রায় আমরা পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণণা করিয়াছি ঐরূপ ভাবেই কাজ কর্ম্ম দেখা শুনা করিয়া থাকেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল কার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়া। নিজের কাজে নিজেই অবহেলা দেখাইলে লোক-জনে ও যে প্রাণপণে খাটিবে না তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বস্তুতঃ একাধিক উন্নতিশীল কোম্পানী কেবল মাত্র কর্ত্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের ফলে কেন পড়িয়া গিয়াছে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ব্যবসায় জিনিষটি নিতান্ত সহজ নহে। ইহাতে সাফল্যলাভ করিতে হইলে যথেষ্ট একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। কেবল মূলধন নিয়োগ করিলেই ব্যবসায়ে লাভ হইবে না এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সকল বিষয় দেখা শুনা করিতে না পারিলে প্রচুর মূলধন উন্নতির কারণ না হইয়া সর্ব্বনাশের পথই প্রশস্ত করিয়া দেয়।

বাঙালীর হুজুগে জাতি বলিয়া একটা অখ্যাতি রটিয়া গিয়াছে। ইহা কিন্তু নিছক মিথ্যা অপবাদ নহে। কেবল মাত্র একটা বিষয়ে সমস্ত মন নিবিষ্ট করিতে পারেন এমন বাঙালীর সংখ্যা নিতান্তই অল্প। পঞ্চাশ বিষয়ে তাহার মাথা খেলিতেছে। সভা, সমিতি, বক্তৃতা—এসকল কিছুতেই সে ছাড়িতে পারে না। অবশ্য এখানে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে আমরা কেবল শিক্ষিত বাঙালীর কথাই বলিতেছি।

এইমাত্র আমরা বাঙ্গালীর যে দোষটার কথা উল্লেখ করিলাম উহাকে চরিত্রগত দোষ বলিলে ভুল হইবে। বরং অন্যদিক দিয়া দেখিতে গেলে উহা গুণ বলিয়াই বিবেচিত হয়। তবে দোষ বা গুণ যাহাই হউক না কেন উহা যে ব্যবসায়ে উন্নতিপথের অন্তরায় তাহাতে আর বিন্দুমাত্র — সন্দেহ নাই।

আর একটা মাত্র বিষয়ের অবতারণা করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধটী শেষ করিব। খুটি নাটি অনেক কথাই বলিবার আছে। কিন্তু সব কথা এখানে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলা অসম্ভব। তাই মোটা মোটা দুই চারটী কথা বলিলাম মাত্র।

(৮) দেনাপাওনা মিটাইবার পদ্ধতি :—

ব্যবসা বাণিজ্য করিতে গেলেই বিভিন্ন লোকেরা সহিত টাকার লেন দেন করিতে হয়। দেনা নাই এমন ব্যবসায়ী নাই বলিলেই চলে। যে সমস্ত দোকানের জাঁক দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়া যাই সে সমস্ত দোকানের মালিকও মহাজনের ঘরে মোটা রকমের দেনা করিয়া বসিয়া আছে। তাহা ছাড়া বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য জিনিস বাবদ নানাবিধ বিল অহরহই দোকানে আসিয়া থাকে।

ইংরাজ-কোম্পানীগণ যখন তখন বিলকলেক্টর-কে আফিসে আসিয়া বিরক্ত করিতে দেয় না। প্রত্যেকেরই মাসের মধ্যে একদিন কি দুইদিন স্থির করা আছে সেই নির্দ্দিষ্ট দিন ব্যতীত আর কোন দিন বা কোন সময়ে বিলের টাকা দেওয়া হয় না।

বাঙ্গালী পাওনাদারগণ ইহাতে বড়ই বিরক্ত হন। তাঁহাদের ইচ্ছা যে কোন দিন যে কোন সময়ে বিল লইয়া উপস্থিত হইবে তখনই তাহা মঞ্জুর করিয়া বিলের টাকা ফেলিয়া দেওয়া সাহেব কোম্পানী গুলির সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা যে তাহারা করে না ইহা তাহাদের একান্ত দুষ্টবুদ্ধির পরিচায়ক।

কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। দেনা পাওনা মিটাইবার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট দিন থাকা একান্তরূপেই বাঞ্ছনীয়। বিশেষতঃ ঐ সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা সাধারণ লোকের সম্মুখে যতই না হয় ততই মঙ্গল।

টাকাকড়ির কথাবার্ত্তা বাদ প্রতিবাদ ব্যতীরেকে কস্মিন্‌কালে মিটিতে পারে না। এই সমস্ত বাদ প্রতিবাদের কথা সাধারণ খরিদ্দারে শুনিতে পাইলে কোম্পানীর মর্য্যাদা ও সুনাম ক্ষুন্ন হয়।

দ্বিতীয়তঃ কাজ কর্ম্মের মাঝখানে পাওনাদার আসিয়া টাকার তাগিদ করিতে থাকিলে বড়ই বিরক্তি বোধ হয়, কাজেই কাজ কর্ম্মেরও ক্ষতি হয় বিস্তর। কিন্তু পাওনাদারদিগের বিল্ মিটাইবার জন্য মাসের মধ্যে একটী বা দুইটী দিন নির্দ্দিষ্ট থাকিলে কাজের মধ্যে ঐরূপ বিরক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই—বাকী দিন গুলি বেশ নিশ্চিন্ত মনেই কাজ কর্ম্ম করা যায়।

তৃতীয়তঃ যখন তখন পাওনাদার আসিবার একটী বিষময় ফল এই হয় যে অধিকাংশ স্থলেই পাওনাদারকে রিক্ত হস্তে ফিরাইয়া দিতে হয় কেননা সকল সময়েই ক্যাসে প্রচুর নগদ টাকা মজুদ থাকে না। কিন্তু ইহাতে পাওনাদারগণ বিরক্ত হইয়া উঠে ও কোম্পানীর কুৎসা চারিদিকে রটাইয়া দেয়; এমন কি উহার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহজনক কথা রটাইতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইহাতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। ব্যবসায়ের সুনামের উপর ব্যবসায়ের উন্নতি অবনতি অনেকখানি নির্ভর করে। বিশেষতঃ কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা সুবিধাজনক নহে—একথা প্রচারিত হইলে কোম্পানীর সর্ব্বনাশ হইয়া যায়

এই সকল কথা ভাবিয়া শুধু যে ইংরাজেরাই পেমেণ্টের তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে তাহা নহে, পাকা ব্যবসায়ী মাড়োয়ারীগণও ঐ পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহারা যখন তখন তহবিল হইতে টাকা বাহির করেনা বটে, কিন্তু যদি বলে "অমুক তারিখে সমস্তটাকা মিটাইয়া দিব," তাহা হইলে যেমন করিয়াই হউক সেই তারিখে সমস্ত দেনা পরিশোধ করিবে। এই যে কথার ঠিক রাখা—ইহা তাহাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে কম সাহায্য করিতেছে না।

এ বিষয়ে বাঙালী এখনও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। তাহার কোন বিষয়েই কোনরূপ বাধাবাঁধি নিয়ম নাই। পেমেণ্টের কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ নাই। যখন তখন পাওনাদার আসিয়া বিরক্ত করে। এক দোকানে খরিদদার বসিয়া আছে পাওনাদার আসিয়া দশকথা শুনাইয়া দিয়া গেল—কোন বাধা নাই। এ ক্ষেত্রে কোম্পানীর অবস্থা স্বচ্ছল থাকিলেও কেহ সহজে তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না। ফলে কোম্পানীর অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠে।

বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে কেহ কেহ আজ লেন দেন সম্পর্কীয় সাহেবী পদ্ধতি অবলম্বনের আবশ্যকীয়তা বুঝিতে পারিয়া উহা স্ব স্ব কোম্পানীতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ইহা উন্নতির লক্ষণ। সকল বাঙালী ব্যবসায়ীই ঐ পথ অনুসরণ করিলে ব্যবসায়ে বাঙালীর আরও উন্নতি হইবে।

—:০:—

শিল্প প্রস্তুত প্রণালী।

তরল আলতা।

তরল আলতা প্রস্তুত করা আদৌ কঠিন নহে, অথচ ইহা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে বেশ দু পয়সা লাভ থাকে।

পুরাতনের যুগ কাটিয়া গিয়াছে। এখন আর কেহ সেকেলে আলতা ব্যবহার করিতে চাহেন না, কেন না তাহার হাঙ্গামা অনেক। বাটি করিয়া জল আনিতে হইবে, হাত দিয়া টিপিয়া টিপিয়া গুলিতে হইবে, হয়ত বা জলের মাত্রা বেশী হইয়া গেল ইত্যাদি। সর্ব্বোপরি সেকেলে আলতার সেরূপ জলুস্ ছিল না। তাই আজকাল নানা লোকে নানা নামের তরল আল্তা বাহির করিলেও প্রায় সকলকার জিনিসেরই বেশ কাটতি হইতেছে।

বাজারে সাধারণতঃ যে তরল আলতা বিক্রয় হয় উহার এক এক শিশির দাম ।০ আনা হইতে আরম্ভ করিয়া ।৵০ আনা, ।√০ আনা পর্য্যন্ত। এক একটী শিশিতে ছটাক খানেক রঙ্ থাকে।

ঐটুকু রঙ্ তৈয়ারি করিবার খরচ দেড় পয়সা হইতে দুই পয়সার মধ্যে। শিশির দাম এক পয়সা এবং কৌটা, লেবেল প্রভৃতির দাম তিন পয়সা ধরিলেও সর্ব্বসমেত ছয় পয়সার অধিক খরচ পড়িতে পারে না। উহাই বাজারে ।০ আনায় বিক্রয় হইবে। কাজেই দোকানদারের কমিশন ও অন্যান্য বাবদ ৴০ আনা বাদ দিলেও শিশি প্রতি ৵১০ লাভ থাকে।

উৎকৃষ্ট তরল আল্তা প্রস্তুত করিতে নিম্নলিখিত জিনিস কয়টীর প্রয়োজন হয়।

গ্লিসারিন—	২ আউন্স
খুন খারাপী রঙ—	½ "
গুঁড়া এমোনিয়া—	½ "
এমোনিয়া জল—	½ সের
রেক্‌টিফায়েড় স্পিরিট—	½ ছটাক।
ল্যাভেণ্ডার—	২½ আউন্স।

প্রথমে গ্লিসারিন ও এমোনিয়া জলের সহি গুড়া এমোনিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে পরে স্পিরিটে রঙ মিশাইয়া উহা পূর্ব্বো

এমোনিয়া জলে মিশাইতে হইবে। তৎপরে উহাতে ল্যাভেণ্ডার মিশাইয়া লইলেই সুগন্ধি তরল আলতা প্রস্তুত হইয়া গেল।

উপরে দেড় সের তরল আলতা প্রস্তুত করিবার ফরমূলা দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য ঐ অনুপাতে মাত্রা বাড়াইয়া দিলেই আল্তার পরিমাণও বাড়িয়া যাইবে। ঐ দেড় সের আলতা তৈয়ার করিতে ।।৵০ আনা খরচ পড়ে। খুব বেশী খরচ হইলেও ৸০ আনার বেশী পড়িবে না। অতএব দেখা যাইতেছে ৸০ আনায় ২৪ শিশি অর্থাৎ ২ ডজন শিশির রঙ্ তৈয়ারী করা যাইবে।

অবশ্য রঙ তৈয়ার করিয়া শিশিতে ভরিতে পারিলেই খরচের ইতি হইয়া গেল না। আজকালকার দিনে মাল কাটাইতে হইলে অনেক আড়ম্বরের প্রয়োজন।

প্রথমেই পেষ্ট বোর্ডের উত্তম বাক্স চাই—শিশিটি তাহার মধ্যে থাকিবে। কৌটার গায়ের লেবেলটী সুন্দর ও সুদৃশ্য হওয়া চাই। এই সমস্ত তৈয়ার করাইবার খরচা আছে। তাহার পর প্যাকিং প্রভৃতির জন্যেও খরচা পড়িবে। কিন্তু খরচা যতই পড়ুক না কেন তথাপি দুই ডজনে যথেষ্ট লাভ থাকিবেই তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। বেশী পরিমাণে মাল তৈয়ার করিলেও আরও বেশী লাভ থাকে।

এইবার মাল কাটান সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। তরল আল্তার ব্যবসায় যে বেশ লাভজনক তাহা দেখান হইয়াছে। কিন্তু সমস্তই নির্ভর করিতেছে মালের কাট্তির উপর। কেমন করিয়া বেশী মাল কাটান যাইবে সেই ভাবনাই বেশী করিয়া ভাবা উচিত।

প্রথমতঃ নামকরণ সম্বন্ধে বেশ একটু সতর্ক হওয়া দরকার। ভাবিবেন না যে নামের কোন মূল্য নাই। রঙ ভাল হইলেও কেবলমাত্র পছন্দ মত নাম না থাকায় অন্য মার্কা তরল আল্তা কিনিয়াছে—এমন লোক একাধিকবার আমার নজরে পড়িয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ শিশিটী যে পেষ্ট বোর্ডের কৌটায় থাকিবে তাহা বেশ সুন্দর ও তাহার উপরের লেবেল বেশ সুদৃশ্য হওয়া প্রয়োজন। তরল আলতা বিলাসের সামগ্রী। সাধারণ লোকে প্রিয়জনকে ইহা উপহার দিয়া থাকে। কাজেই বাহ্যিক চাকচিক্য না থাকিলে কেহই আপনার জিনিষ স্পর্শ করিবে না।

তৃতীয়তঃ বাজারের অন্যান্য জিনিস হইতে আপনার জিনিসের একটু বৈশিষ্ট থাকা প্রয়োজন। শিশির ছিপি খুব ভাল করিয়া অতি পরিচ্ছন্নভাবে গালা দিয়া আঁটিয়া দিতে হইবে। উহা সহজে খুলিবার জন্য একটী ছোট ছিপি খুলিবার স্ক্রু, এবং তৎপরে শিশির মুখ আঁটিবার জন্য আর একটা ভাল কর্ক শিশির সঙ্গে কৌটার মধ্যে রাখিয়া দিলে ভাল হয়। আল্তা লাগাইবার জন্য একটা তুলি এবং আল্তা ঢালিবার জন্য একটী ছোট্ট এলুমিনিয়ামের বাটী ও ঐ সঙ্গে দেওয়া যাইতে পারে।

ঐ সমস্ত দ্রব্য পাইকারী দরে কিনিলে খুব অল্পমূল্যেই পাওয়া যাইবে; এক একটী কৌটার সরঞ্জামের জন্য দেড় পয়সার বেশী খরচ পড়িবে বিনা সন্দেহ। কিন্তু ঐ সমস্ত দ্রব্য সঙ্গে থাকায় বেশী সংখ্যক শিশি বিক্রয় হইবে বলিয়া ঐ সামান্য খরচ গায়ে লাগিবে না।

চতুর্থতঃ মাল কাটাইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হইতেছে দোকানদারদিগকে অপেক্ষাকৃত বেশী হারে কমিশন দেওয়া। বাজারে যত প্রকারের মালই থাকুক না কেন, যদি আপনি সকলের অপেক্ষা বেশী হারে কমিশন দিতে রাজী হ'ন তাহা হইলে দোকানদার যে কোন উপায়েই হউক আপনার মালই সর্ব্বাগ্রে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিবে; এবং দোকানদার আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা প্রায়শঃই ফলবতী হইবার সম্ভাবনা।

উল্লিখিত উপায় অবলম্বন করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে পারিলে দুই চারিজন যুবকের অন্নের সংস্থান হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। শুধু তরল আলতা কেন, সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধরণের আরও দুটী একটী ছোট খাট জিনিস স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া বাজারে বাহির করিলে তাহা দ্বারাও কিছু লাভ হইতে পারে। অথচ এই সমস্ত জিনিস তৈয়ার করিতে বেশী সাজ সরঞ্জামের প্রয়োজন নাই এবং ৪০।৫০৲ টাকা লইয়াই অনায়াসে কাজ আরম্ভ করা যায়।

আজকাল চাকুরীর বাজার যেরূপ মন্দা তাহাতে সহজে চাকুরী পাওয়া দায় হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর যদি বা অতি কষ্টে এক আধটী চাকুরী যোটান যায় তাহা হইলেও তাহার মাহিনা এতই কম যে তাহাতে নিজের আহারাদির ব্যয়ও নির্ব্বাহ হয় না। এ ক্ষেত্রে ছেলেদের মধ্যে কেহ কেহ যদি ছোট খাট Manufacturing Business আরম্ভ করিতে পারেন তবেই মঙ্গল।

সাবান

আজকাল ভারতবর্ষে অনেকগুলি বড় বড় সাবানের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; বাংলা দেশেও অনেকগুলি সাবানের কারখানা আছে। কিন্তু তথাপি এদেশে যে পরিমাণ সাবান প্রস্তুত হয়, তাহা এদেশের চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নহে। কাজেই প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকার সাবান বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী হইতেছে।

১৯২৩-২৪ সালে করাচী বন্দর দিয়া মোট ৬৫৬৭৮৯৲ টাকার বিদেশী সাবান ভারতে আমদানী হইয়াছিল। ১৯২৫-২৬ সালে ১১৯২-৬৯৮৲ টাকার এবং ১৯২৬-২৭ এবং ১৯২৭-২৮ সালে যথাক্রমে ১৪৯৪৮৫০৲ এবং ১৪৫৬৬২২ টাকার বিদেশী সাবান একমাত্র করাচী বন্দর দিয়াই এদেশে আমদানী হইয়াছে। তা ছাড়া বোম্বাই বন্দর দিয়া কি পরিমাণ সাবান আমদানী হয় তাহার হিসাব দেখিলে সমগ্র ভারতে বিদেশী সাবানের আমদানীর বহর কতকটা অনুমান করা যায়।

১৯২৬-২৭ সালে এক বোম্বাই বন্দর দিয়া ৫৬ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা মূল্যের বিদেশী সাবান আসিয়াছিল, তন্মধ্যে ৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকার সাবান খোদ বিলাতী। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে দেশীয় সাবানশিল্পে এখনও যথেষ্ট উন্নতি করিবার অবকাশ রহিয়াছে। ভারতের সাবান বিদেশের বাজারে বিক্রয় হইয়া ভারতের অর্থাগমের পথ প্রসারিত করিবে—সেদিন না হয় দূরে থাকুক, আপত্তি নাই, কিন্তু সাবান খরিদ বাবদ প্রতি বৎসর যে লক্ষ লক্ষ টাকা সাগর পারে চলিয়া যাইবে ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই।

সাধারণতঃ বিলাত, আমেরিকা ও ফ্রান্স হইতেই বেশীর ভাগ সাবানের আমদানী হইয়া থাকে; আবার আমদানী মালের বেশীর ভাগই গায়ে মাখা সাবান। আমদানির পরিমাণ কমাইতে হইলে আমাদিগকে কাপড় কাচা সাবানের সঙ্গে সঙ্গে গায়ে মাখা সাবান প্রস্তুত করিবার দিকে ঝোঁক দিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে এদেশে আদৌ গায়ে মাখা সাবান প্রস্তুত হয় না, তাহা নহে—দুই একটী কারখানায় বেশ ভাল সাবানই তৈয়ারি হয়, তবে মোটের উপর বলিতে গেলে দেশী সাবান বিদেশী সাবান অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। দেশীয় সাবান ব্যবসায়ি-দিগের এই দিকে খুব বেশী রকম দৃষ্টি রাখা উচিত।

একথা ভুলিলে চলিবে না যে সাধারণতঃ সৌখীন লোকেই সাবান ব্যবহার করিয়া থাকে। আজকাল ইহা সভ্য সমাজে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যে পরিণত হইলেও ইহা বাবুয়ানীর উপকরণ মাত্র। বাবুয়ানী করিবার নিমিত্ত লোকে উৎকৃষ্ট দ্রব্যই ব্যবহার করিয়া থাকে এক্ষেত্রে স্বদেশীর দোহাই দিলে দুই চারিজন লোক পয়সা দিয়া

খারাপ জিনিস কিনিতে পারে কিন্তু অধিকাংশ লোকই যে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিবে তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ খারাপ সাবান না কিনিবার যথেষ্ট ন্যায় সঙ্গত কারণ আছে। সাবান মাখে লোকে দেহের চাম্‌ড়া পরিষ্কার ও মসৃণ হইবে বলিয়া; কিন্তু খারাপ সাবান মাখিলে দেহের চামড়া মসৃণ হওয়া দূরে থাকুক আরও খসখসে ও কর্কশ হইয়া উঠে। বিশেষতঃ ইহার ফলে নানাবিধ চর্ম্মরোগ দেখা দেয় এবং শরীরের সাতিশয় ক্ষতির কারণ হইয়া উঠে।

কাপড় কাচা সাবানের চাহিদা অত্যন্ত অধিক এবং খুব গরীব লোকের মধ্যেই ইহার কাটতি খুব বেশী হওয়ায় অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সাবানও বাজারে বেশ চলিয়া যাইতেছে। বিদেশী সাবান এক্ষেত্রে প্রতিযোগীতায় হটিয়া যাইতেছে বলিয়া যে ইহার উৎকর্ষ সাধনের বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে না এমন কোন কথা নাই। নিকৃষ্ট সাবান ব্যবহার করিলে শুধু যে কাপড় কাচিতেই কষ্ট হয় তাহা নহে কাপড় কাচিলেও তেমন ফর্সা হয় না।

অনেকে বলিতে পারেন উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত করিতে খরচ বেশী পড়িবে এবং এদেশের লোক বেশী দাম দিয়া জিনিস কিনিতে চাহে না, কাজেই উৎকৃষ্ট মাল তৈয়ারি করিতে গেলে লোকসান যাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এদেশে উৎকৃষ্ট সাবানের যথেষ্ট চাহিদা আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে "কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসের" নির্ম্মলিন সাবানের অসম্ভবরূপ কাট্‌তি হইয়াছিল।

সাবান প্রস্তুত করিবার নানারূপ প্রক্রিয়া ব্যবসা ও বাণিজ্যে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইতেছে এই সমস্ত ফরমুলা অনুযায়ী উপদেশ মত সাবান প্রস্তুত করিলে তাহা দ্বারা খুব উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত হইবারই সম্ভাবনা।

বাংলাদেশে অনেকগুলি ছোট ছোট সাবানের কারখানা আছে। কিন্তু এই শিল্পে এখনও অনেক লোক আত্মনিয়োগ করিতে পারে। সাবান শিল্পের আরও একটী বিশেষত্ব এই যে ইহা খুব বিরাট আকারে বহু টাকা মূলধন লইয়া আরম্ভ করা যায় সত্য, কিন্তু খুব ছোট্ট একটী কারখানা খুলিতে খুব বেশী টাকার প্রয়োজন করে না। এদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকগণ ৮।১০ জন করিয়া মিলিত হইলে অনায়াসেই এক একটী ছোট খাট সাবানের কারখানা [illegible]তে পারেন।

—:০:—

৩৩ সালের ব্যবসা ও বাণিজ্যের সম্পূর্ণ সেট্‌ একেবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। ৩৪ সালের সম্পূর্ণ সেট্‌ অতি অল্পই আছে। পত্র লিখিলেই ৩৪ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির বিবরণ পত্র বিনা মূল্যে প্রেরিত হইবে। কিনিতে ইচ্ছা থাকিলে শীঘ্রই অর্ডার দিবেন, নচেৎ ফুরাইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

নূতন ধরণের ইংরাজী বিদ্যালয়

রায় অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের নাম ব্যবসা জগতে অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। কয়লার ব্যবসায়ে যে সকল বাঙ্গালী সাফল্য লাভ করিয়াছেন অবিনাশ বাবু তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার জীবন বৈচিত্র্যময়; বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া এম-এ উপাধির জয় পত্র ললাটে বাঁধিয়া তিনি গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় অন্যান্য যুবকদিগের মত চাকুরীর বাজারে ধন্না দিয়া শেষে একটা প্রফেসারি পদ লাভ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগের চিরাচরিত প্রথানুসারে অধ্যাপনায় দিন গুজরান্ করিতেছিলেন। কিন্তু স্কুল মাষ্টারীতে জীবন পাত করা তাঁহার ন্যায় মেধাবী, পরিশ্রমী এবং চতুর যুবকের পক্ষে খুব লোভনীয় এবং চিত্তাকর্ষক বলিয়া মনে হইল না। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার সনাতন রাস্তা পরিত্যাগ করতঃ কয়লার খনির মধ্যে ডুব দিয়া কেমন করিয়া তিনি লাখ্ লিখ্ উপার্জ্জন করিলেন সে কথা আজ বলিব না। ভবিষ্যতে সে কথা বলার ইচ্ছা রহিল।

আজ তিনি যে অভিনব প্রণালীতে তাঁহার জন্মস্থান বীরভূম জেলায় একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। বর্ত্তমান কালে সকলেই প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির প্রচুর নিন্দা করিতেছেন, অথচ অতি অল্প লোকেই গঠনমূলক শিক্ষা প্রণালীতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আমরা চোখের উপর দেখিতেছি বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়া ছেলেরা "ষাঁড়ের গোবরে" পরিণত হইতেছে। সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা
রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর
এম-এ।

যে শিক্ষা তাহারা লাভ করিল তাহার বিনিময়ে মাসে ২০।২৫ টাকাও তাহারা রোজগার করিতে পারে না; অথচ একজন চাকর, বেয়ারা, দারোয়ান কিম্বা পানওয়ালা, বিড়ীওয়ালা অথবা ফেরীওয়ালাও অনায়াসে মাসে ২০।২৫ টাকা রোজগার করে। এই শিক্ষার পেষণ যন্ত্র তাহাদের জীবনীশক্তি যে পরিমাণ হরণ করিয়া লয়, আত্মাভিমানও

ঠিক সেই পরিমাণে বাড়াইয়া দেয়; এইজন্ত প্রায়ই দেখা যায় যে শিক্ষিত লোক কোনও শ্রমসাধ্য কৃষি বা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারে না।

অনেক সঙ্গতিপন্ন কৃষককে বাবুদের বাহ্য চাকচিক্য দর্শনে মোহাবিষ্ট হইয়া আপন আপন ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়া এ কুল ও কুল দুই কুলই নষ্ট করতঃ শেষে আপ্‌শোষ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি যে ছেলেকে এত করিয়া লেখা পড়া শিখাইলাম শেষে চাকুরীও মিলিল না, আবার ক্ষেৎ খামার করিয়া যে পৈতৃক পেশা চালাইবে তাহারও পথ নষ্ট হইল। কারণ ছেলে হালের লাঙ্গল ধরিতে কিম্বা কিষাণ খাটাইতে অবমান বোধ করে এবং রৌদ্রে গেলে তাহার মাথা ধরে।

ইহাদের অবস্থা ঠিক "না ঘরকা,—না ঘাটকা"। ইহারাও বাবু ভেয়েদের ন্যায় ২০।২৫ টাকা চাকুরীর সন্ধানে দ্বারে দ্বারে ধন্না দিতেছে এবং রাজনৈতিক চালের মহিমায় আজকাল হিন্দুদিগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সহজে কলম পেশার কাজ কর্ম্মে ভর্ত্তি হইতেছে; কিন্তু তাহাতে যে রোজগার হয় তদ্বারা নিজেরই পেট ভাতা চলে না, পরিবার প্রতিপালন ত দূরের কথা।

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মায়া মরীচিকায় পথ ভ্রান্ত আর একদল গরীবের কথা জানি; তাঁহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। এই সকল কৃষকের ছেলেরা চাকুরীর লোভে লেখাপড়া শিখিতে আসে। কিন্তু বছরের পর বছর চেষ্টা করিয়াও যখন বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করিতে পারে না তখন হতাশ হইয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। কিন্তু সেখানে রোদ্ বৃষ্টি সহিয়া চাষের কাজ করার মত যোগ্যতা এবং ক্ষমতা তাহাদের আর নাই; অথচ পাশের চাপরাশ যখন নাই তখন চাকুরী মেলাও অসম্ভব। ইহাদের ঠিক ত্রিশঙ্কু রাজার মত অবস্থা "না স্বর্গ,—না মর্ত্ত্য।"

আমাদের পরিচিত এইরূপ একটী চাষীর কথা জানি। ছেলেকে Matriculation পাশ করাইবার জন্য বহুবার চেষ্টা করিয়াও সে সফল হইতে পারিল না। চাকুরীর উমেদারীতে অনেক জায়গায় হাঁটাহাঁটী করিল, কিন্তু গ্রাজুয়েট, আণ্ডার গ্রাজুয়েট পথে ঘাটে ছড়াছড়ি যাইতেছে সুতরাং Matricএর দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না। চাষের কাজে জোর জবরদস্তি করিয়া লাগাইল, কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত হইল। বহু দিনের অনভ্যাসে শ্রাবণের "ধারা" এবং ভাদ্রের "খরা" সে বেচারী সহ্য করিতে পারিল না, দারুণ পীড়ায় শয্যাশায়ী হইল।

এইরূপে তাহার বড় সাধের ছেলে যখন সকল কাজের বাহির হইয়া গেল তখন অগত্যা সে এক গ্রাম্য কবিরাজের হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাকে "নাড়ী টেপার" ব্যবসায়ে ঢুকাইয়া দিল। হিন্দু হইয়া মুসলমানকে আয়ুর্ব্বেদ শিখানো যে সে কথা নহে; বলা বাহুল্য মকুলেজ গাজীকে এজন্য যথেষ্ট প্রিমিয়াম দিতে হইল। আমরা এ সকল কিছুই জানিতাম না। বহুদিন পরে মকুলেজের সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

হাঁা মকুলেজ! তোমার যে ছেলেকে Matric পড়াচ্ছিলে তা'র কি হ'ল?

মকুলেজ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সব কথা জানাইল; শেষে একটু সোয়াস্তির সহিত বলিল—

আঁজ্ঞে, আমি তাকে ছাড়িনি—তাকে এখন "নিদেন" পড়াচ্ছি।

আমি মনে মনে ভাবিলাম হায়! এইরূপ কত শত নিরীহ সরল প্রাণ গ্রাম্য মকুলেজ গাজী যে

ছেলের সব পথ নষ্ট করিয়া শেষে "নিদেন্" পড়াইতে সুরু করিয়াছে কে তাহার সন্ধান রাখে আর কেই বা তাহার Census লয়।

যাক্ অবস্থা ত এই এবং সমস্তাও যে সঙ্গীন তাহা আর বেশী বর্ণনার দ্বারা বুঝাইবার দরকার নাই। অনেকেই যখন বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর তীব্র সমালোচনা করিতে ব্যাপৃত ছিলেন সেই সময় অবিনাশ বাবু ধীরে ধীরে লোক চক্ষুর অন্তরালে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এমন একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন যাহার সুযশ এখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইনি তাঁহার পিতার নামে বীরভূম জেলায় সুলতানপুর গ্রামে একটী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে একদিকে যেমন লেখাপড়া সেখানো হয় অন্যদিকে তেমনি আবার হাতে হেতেড়ে কৃষি, শিল্প এবং নানারূপ অর্থকরী বিদ্যা শিখানো হয়। এইবার স্কুলটীর বিশেষ পরিচয় তাঁহাদের প্রেরিত অনুষ্ঠান পত্র হইতে তুলিয়া দিলাম।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী।

স্কুলের বিশেষত্ব

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষগুণ কার্য্যালোচনা করিয়া যাহাতে বালকগণের শরীর ও মনের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ সাধিত হয়, তাহার চেষ্টা করাই এই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রধান উদ্দেশ্য; বর্ত্তমান প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে মানসিক এবং শারীরিক শিক্ষার সামঞ্জস্য নাই। সেজন্য বালকেরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও কর্ম্মকুশল ও স্বাস্থ্যবান হইতে পারে না। আজকাল ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া ছেলেরা অধিকাংশস্থলে বিলাসী, শ্রমবিমুখ, আলস্যপরায়ণ এবং কর্ম্মকুণ্ঠ হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর এই দোষ দূর করিবার জন্যই রায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বাহাদুর এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উপযোগী যাবতীয় বিষয়ের অধ্যাপনা খাড়া কাঠের কাজ, লোহার কাজ, বস্ত্রবয়ন, সাবান প্রস্তুত প্রণালী, কৃষি প্রভৃতি বিষয় হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং টাইপরাইটিং ও বই বাঁধার কার্য্য শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা, সমবায় প্রণালীতে বিবিধ প্রতিষ্ঠান গঠনের ও তাহার কার্য্য পরিচালনার প্রণালীও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে।

দরিদ্র ছাত্রগণের উপযোগী কেন?

এখানে বোর্ডিংয়ের খরচ অন্যান্য স্কুলের অপেক্ষা অনেক কম। তাহার উপর শিল্পবিদ্যা থাকাতে বালকেরা ইচ্ছা করিলে অল্পদিন শিক্ষা-লাভ করিয়াই অনেক পরিমাণে নিজের খরচ তুলিতে পারে। কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া কাহারও দয়ার উপর নির্ভর না করিয়া শুধু স্বকীয় পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা দরিদ্র ছাত্রেরা ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়িতে পারে। ইহা যে একটি বিশেষ সুবিধার বিষয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে সকল ছাত্র মনোযোগের সহিত সব্জীবাগানে চাষের কাজ করিয়াছে, তাহারা মাসে ১৷৷৹ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়াছে। সুতরাং মাসে ৩৷৷৹ টাকাতেই তাহাদের বোর্ডিং খরচ চলিবে।

কি কি শিল্প-কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়?

(১) চরকায় সূতা কাটা।

বালকগণের মনোবৃত্তির অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিলে ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে। অভিভাবকগণ স্বয়ং আসিয়া স্কুলের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বিদ্যালয়ের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ছাত্রগণ বাল্যকাল হইতে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে শ্রমের উপযুক্ত মর্য্যাদা বুঝিতে সক্ষম হইবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে কর্ম্ম-প্রেরণা লাভ করিয়া পরিবারের এবং সমাজের কল্যাণকর-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে।

এখানে অধ্যয়নের ফলে ছেলেদের শরীর শীতা তপসহিষ্ণু, স্বাস্থ্যবান এবং কর্ম্মক্ষম হইবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই কঠোর জীবন-সংগ্রামের দিনে প্রত্যেক অভিভাবকের উচিত, তাঁহাদের বালকগণকে শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যবান দেহ এবং সবল মনের অধিকারী করা। নচেৎ তাহাদের শিক্ষা বৃথা হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীরাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এই আদর্শকেই কার্য্যে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছে।

ক্ষেত্রে কর্ম্মরত ছাত্রগণ।

(২) কাপড়, গামছা, তোয়ালে, নানা প্রকার সিট, সতরঞ্চ, আসন প্রভৃতি বয়ন।

(৩) সূতা এবং কাপড়ে রংকরা।

(৪) কাপড়ে ছাপ দেওয়া।

(৫) কাঠের কাজ।

(৬) লোহার কাজ ও

(৭) চাষ (সব্জী বাগানে এবং মাঠে)।

সাবানপ্রস্তুত করণ ও বিভিন্ন শিল্পকার্য্য শিক্ষা দিবার জন্ত উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

বোর্ডিংয়ের খরচ

মাসিক আনুমানিক ৬৲ টাকা। কেহ এক-বেলা অনুপস্থিত থাকিলেও তাহার খরচ বাদ পাইয়া থাকেন। যে ছাত্রেরা শনি, রবিবারে বাড়ী যায়, তাহাদিগের ৫৲ টাকারও কম লাগে। ছেলেরা স্কুলের ব্যবস্থানুযায়ী স্নানের পূর্ব্বে ও বৈকালে নিয়মিতরূপে আধঘণ্টা করিয়া সব্জী-বাগানে ও চাষের ক্ষেতে কাজ করিলে এই সামান্ত ৬৲ টাকাতেই মাসে ১০৲ টাকার উপযোগী আহার্য্য পাওয়া যাইতে পারে।

অন্যান্য সুবিধা

(১) ছেলেদের খাইবার সুবিধার জন্ত মাসিক সাহায্য ছাড়া রায় বাহাদুর মাছের জন্ত দুইটি পুষ্করিণী ও সব্জীর জন্ত অনুমান বিশ বিঘা জমি স্কুলকে দান করিয়াছেন।

(২) অভিজ্ঞ শিক্ষকের নিয়োগ দ্বারা স্কুলের শিক্ষার ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা হইয়াছে।

(৩) অধিকাংশ শিক্ষকই বোর্ডিংয়ে থাকেন বলিয়া ছাত্রেরা সকল সময়েই উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকিবার সুবিধা পায়—হেড্ মাষ্টার মহাশয়েরও প্রত্যেক ছাত্রের উপর সতর্ক দৃষ্টি থাকে।

শ্রীরামপুর উচ্চ ইংরাজী স্কুলে মাননীয় লর্ড মিটন।

(৪) ছাত্রসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া প্রত্যেক ছাত্রের উপর নজর রাখা শিক্ষকগণের পক্ষে সম্ভব হয়।

(৫) সুলতানপুর আদর্শ পল্লী—এখানকার জল-বায়ু স্বাস্থ্যকর।

(৬) স্থানীয় ডিস্পেন্সারী বোর্ডিং সংলগ্ন। অসুস্থ হইলে বিনা খরচে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ও সাহায্য সকল সময়েই পাওয়া যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—২রা জানুয়ারী হইতে নূতন ছাত্র ভর্ত্তি করা হইতেছে। আবেদন-পত্র-প্রাপ্তির ক্রম-অনুযায়ী ছাত্রগণকে ভর্ত্তি করা হইবে। সুলতানপুর ই, আই, আর লুপ লাইনের আহম্মদপুর ষ্টেশন হইতে ১১ মাইল ব্যবধান। ষ্টেশন হইতে বাস-সার্ভিসের ব্যবস্থা থাকায় যাতায়াতের কোন অসুবিধা নাই।

অনুষ্ঠান পত্রখানি পড়িয়া ইচ্ছা হইতেছে এখনি একবার সুলতান পুরে গিয়া শিক্ষিত যুবকদিগের হাতের কাজ দেখিয়া আসি। বীরভূম জেলায় বোলপুরের শান্তি নিকেতন এবং শ্রী নিকেতন বাংলা দেশে এক অভিনব প্রথায় শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন করতঃ সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠার মূলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা এবং অপূর্ব্ব সৃজন শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। বীরভূম জেলায় আজ কয়েক বৎসর হইতে আর একটী নূতন শিক্ষায়তন লোক চক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। ইহার পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথের স্থায় অপূর্ব্ব প্রতিভা, অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি কিম্বা বিশ্ববিশ্রুত মনীষিগণের সাহায্য বা সাহচর্য্য নাই। আছে একজন দেশাত্মবোধী দরদী কর্ম্মীর আপ্রাণ চেষ্টা ও অধ্যবসায়। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি অবিনাশ বাবুর এই অক্লান্ত সাধনা সফল হউক—বাঙ্গালী ছেলেরা দলে দলে এই স্কুলে শিক্ষা লাভ করতঃ মানুষ হইয়া উঠুক।

পরীক্ষিত ঔষধ

কাউর ঘায়ে

(১) এক ছটাক আলকাত্‌রা আগুনে চড়'-ইয়া একটু গলাইয়া লইয়া তাহার স'হিত আধপোয়া গর্জ্জন তৈল মিশাইয়া প্রলেপ দিলে অল্প দিনের মধ্যে কাউর ঘা বা একজিমা রোগ আরো'গ্য হয়।

(২) লাল সরিষা ও কাঁচা তেঁতুলের পাতা সমান ভাগে লইয়া হুঁকার জল সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে কাউর ঘায়ে বিশেষ উপকার হয়।

(৩) সিজের ডাঁটার ভিতরে রাই সরিষা পূর্ণ করিয়া কাপড়ে কাদামাটি জড়াইয়া পুড়াইয়া লইয়া সরিষার তৈলের সহিত পিষিয়া লইয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

বহুমূত্রে

(১) প্রত্যহ সকালে একতোলা তেলাকুচার রসে একটু মধু মিশাইয়া সেবনে বহুমূত্র রোগে বিশেষ ফল দর্শে।

(২) পাকা কলা, ভুমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলী প্রত্যেক দ্রব্য চারি আনা মাত্রায় লইয়া এক ছটাক দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবনে বহুমূত্র রোগের উপকার হয়।

(৩) প্রত্যহ সকালে আধতোলা যজ্ঞ ডুমুরের রসে বা চারি আনা হইতে আধ তোলা মাত্রায় যজ্ঞ ডুমুরের বীচি চূর্ণে একটু মধু মিশাইয়া সেবন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ক্রিমি রোগে

(১) প্রত্যহ সকালে এক আনা হইতে দুই আনা মাত্রায় বিড়ঙ্গ চূর্ণ একটু মধুসহ সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

(২) প্রত্যহ সকালে এক তোলা হইতে দেড় তোলা মাত্রায় পালিদা মাদারের পাতার রসে একটু মধু মিশাইয়া সেবনে ক্রিমি ভাল হয়।

(৩) খেজুর পাতার রস দুই তোলা, লেবুর রস আধতোলা ও মধু চারি আনা একত্র মিশাইয়া কয়েকদিন সেবন করিলে ক্রিমি আরোগ্য হয়।

পালাজ্বরে

(১) রবিবারে আপাঙের মূল সাত গাছি লাল সূতার দ্বারা কটিদেশে বন্ধন করিলে একদিন অন্তর পালাজ্বর ভাল হয়।

(২) আলসেওড়ার পাতা থেঁত করিয়া একখানি নেকড়া হলুদে চোবাইয়া এবং উহাতে ঐ থেঁত করা পাতাগুলি বাঁধিয়া শুঁকিতে দিবে। ইহার দ্বারা এক দিন অন্তর পালাজ্বর নষ্ট হয়।

ম্যালেরিয়া জ্বরে

(১) গুলঞ্চ এক তোলা, ক্ষেতপাপড়া এক তোলা, আদা আধ তোলা, সিউলী পাতা পাঁচটি এক সঙ্গে ছেঁচিয়া যে রস বাহির হইবে সেই রস সকালে পান করিলে অতি অল্প দিনের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বর ভাল হয়।

(২) দুই তোলা ভাঁট পাতার রসে একটু মধু মিশাইয়া প্রত্যহ সকালে সেবন করিলে অল্পদিনের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হয়।

নালীঘায় বা পচাঘায়

নিমপাতা সিদ্ধ জল দ্বারা নালীঘা বা পচা ঘা দুই বেলা বেশ করিয়া ধৌত করিয়া—বার আনা ছোট গোয়ালিয়ার পাতা ও চারি আনা আপাংমূল একত্র পেষণ করিয়া ঘায়ের উপর প্রলেপ দিলে কয়েকদিনের মধ্যে ঘা ভাল হয়।

প্রবল অতিসারে

(১) একটা বা দুইটী জায়ফল ঘষিয়া নাভির উপরে প্রলেপ দিলে প্রবল অতিসারের দাস্ত বন্ধ হইয়া থাকে।

(২) কাচা আমলকী অথবা শুষ্ক আমলকী শীতল জলে বাটিয়া নাভির চারিপার্শ্বে বেশ পুরু করিয়া লেপ দিবে এবং খানিকটা আদার রস গরম করিয়া নাভিস্থলে পূর্ণ করিবে ঐ আদার রস শীতল হইলে শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা উহা শুকিয়া লইবে ও পুনরায় আদার রস গরম করিয়া নাভিস্থান পূর্ণ করিবে। অর্দ্ধঘণ্টার বেশী এই প্রক্রিয়া করিতে হইবে না। ইহাতে প্রবল অতিসার প্রশমিত হইবে।

দুইবার দুইটা বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার একাদশীর দিন প্রবল দাস্ত হইতে আরম্ভ হয়। ব্রাহ্মণকন্যারা একাদশীর দিন প্রাণ যাইবে তবুও ঔষধ খাইবে না। তখন উক্ত প্রক্রিয়ায় আমি তাঁহাদের প্রবল দাস্ত বন্ধ করিয়াছিলাম।

(৩) বেলশুঠ, ধাইফুল, মুথা, আকনাদি ও মোচার রস—প্রত্যেক দ্রব্য ।৶১০ সাড়ে ছয় আনা মাত্রায় লইয়া—একটু থেত করিয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করতঃ আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া—ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে একটু চিনি মিশাইয়া সেবন করিলে প্রবল অতিসার ভাল হয়।

ভেদ হইতে থাকিলে

(৪) যে কোন কারণে ভেদ হইতে থাকিলে—জায়ফল এক তোলা, লবঙ্গ এক তোলা, এলাইচ এক তোলা চূর্ণ করিয়া দুই তোলা মধু সহ মাড়িয়া—তিন চারি রতি পরিমাণ বড়ি প্রস্তুত করিয়া উক্ত বড়ি একটী, বাসিজলের সহিত সেবন করিলে ভেদ নিবারিত হইবে। যদি একটী বড়িতে ভেদ নিবারিত না হয়, তাহা হইলে আর একটী বড়ি সেবন করাইবে।

কবিরাজ—শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

কৃষি ও কৃষক

আবাদ প্রসঙ্গ

বৈশাখ মাসে জমি চাষ ও আষাঢ় মাসে আগাছা উৎপাটন করিতে হয়। তখন জমিতে চুন প্রয়োগ করা আবশ্যক। বিঘা প্রতি অন্ততঃ একমণ চুন দিতে হয়। চুন জমির সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া দিতে হইবে।

বৈশাখ মাসের শেষভাগে জমিতে বরবটী প্রভৃতি রোপণ করিলে ভাল হয়। পরে ঐ সকল দ্বারা সারের কাজ দিবে।

এই মাসে আমন, শরৎ পক্ক ধান, পাট, হরিদ্রা মানকচু, আম আদা, আদা, মুখীকচু, শাক, অড়হর, আলু, মিষ্টিকুমড়া, শশা, লাউ, ঝিঙ্গা প্রভৃতির বীজ রোপণ করিতে হয়। এই সবের বীজ জ্যৈষ্ঠ মাসেও রোপণ করা চলে ইক্ষুর চাষ চৈত্র ও বৈশাখ মাসে করিতে হয়।

এই সময় ইক্ষুর ডগা রোপণ ও কলার চারা প্রস্তুত করিতে হয়। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে জমি চাষ করিয়া সার মিশাইতে হয়। ভাদ্র মাসে পুরাতন গোবর, ছাই, খইলাদি দিয়া জমি ভালরূপে চাষ করিতে হয়।

আশ্বিন মাস মধ্যে জমি প্রস্তুত করিতে হয়।

বর্ষার শেষাশেষি বীজ বপন, চারা লাগান প্রভৃতি কার্য্য করিতে হয়। বর্ষার শেষাশেষি অর্থে আমি ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ধরিয়া লইয়াছি। সব্জী চারার চারিদিকে নাইট্রোজেন সার দেওয়া আবশ্যক। ইহা খুব ভাল সার।

এই সার চারার চারিদিকে দিলে চারা সতেজ ও বলবান হয়। এই সার দেওয়ার পর চারায় জল দেওয়ার ভালরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মাটী কিরূপে পরীক্ষা করিতে হয় তাহা এখন বলিব।

মাটী দুই প্রকার। যথা চিক্কণ ও বালি।

যে মাটী ভিজাইলে সহজে শুকায় না তাহাকে চিক্কন মাটী ও যে মাটী ভিজাইলে সহজে শুকায় তাহাকে বালি মাটী বলে।

যেস্থানে বীজ বপন করা হয় সেই স্থানের জমিকে ভাটীর ভূমি বলে। কৃষিকর্ম্মের পক্ষে চিক্কন মাটী আবশ্যক, তবে অনেক কৃষি বালি মাটীতে ভাল জন্মে।

উভয় প্রকার মাটীর মিশ্রনে যে মাটী হয় তাহা আলু ও মূলা চাষের জন্য খুব ভাল।

আম প্রভৃতি বৃক্ষ চিক্কন মাটীতে ভাল জন্মে।

মাটীর গুণানুসারে শস্যাদি রোপণ বা বপন করিতে হয়। পূর্ব্বে লিখিয়াছি লঙ্কার জন্য দোয়াশলা মাটী সুবিধাজনক। লঙ্কার বীজ বপন করিলে অনেক সময় উহা পিপিলিকায় খাইয়া ফেলে। এজন্য সে স্থানে ছাই ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। সমতল জমি অপেক্ষা ভাটীর জমি অন্ততঃ ছয় ইঞ্চ উচ্চ হওয়া দরকার। জমিতে নাইট্রোজেন, পটাশ প্রভৃতি সার থাকা আবশ্যক।

এখন জল সিঞ্চন সম্বন্ধে লিখিতেছি।

উদ্ভিদ জল হইতে তাহার খাদ্য সংগ্রহ করে।

কৃষিক্ষেত্রে রীতিমত জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। শস্য প্রভৃতিতে বেশী জল দেওয়া উচিত নয়। তাহা হইলে পাচয়া যায়।

লঙ্কাতে জল দিতে হইলে চারিদিকে দেওয়া উচিত। ধান্যাদিতে বেশী জল দিলেও ক্ষতি নাই।

কোন্ মাসে কি কি শস্য রোপণ করিতে হয় তাহার একটী স্মারক লিপি নিম্নে দিলাম।

বৈশাখে—আউশ ধান্য,আমন ধান্য ও শরৎপক্ক ধান্য রোপণ করিতে হয়। মকা, অড়হর প্রভৃতি এবং লাউ, মিঠাকুমড়া, ঝিঙ্গা, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি তরকারী, আদা,আমআদা, মানকচু প্রভৃতি রোপণ করিতে হয়।

জ্যৈষ্ঠে—ইক্ষুর ডগা এইমাসে রোপণ করিতে হয়।

আষাঢ়ে—এই মাসে হৈমান্তিকাদি ধান্য রোপণ করিতে হয়। এই মাসই বৃক্ষাদিরোপণের প্রশস্ত সময়। কৃষ্ণমুগ এই মাসে বপন করিতে হয়। এই মাসে নারিকেল চারা তুলিতে হয়।

শ্রাবণে—এই মাসে হৈমন্তিকাদি ধান্য রোপণ করিতে হয়। এই মাসে লঙ্কা ও তামাকের চারা রোপণ করা হয়। এই মাসেও বৃক্ষাদি রোপণ করা হয়। মাষকলাই এই মাসে রোপণ করিতে হয়।

ভাদ্রে—এই মাসের শেষে লঙ্কা ও শালগমের বীজ বপন করিতে হয়।

আশ্বিনে—এই মাসে রবিফসল ধান্য বপন করিতে হয়। এবং গোল আলু, কপি, পালং মূলা প্রভৃতি রোপণ করা লয়।

কার্ত্তিকে—এই মাসে যব, খেসারী, মসুরী, কলাই শুটী ও ধনিয়া বপন করিতে হয়। তরমুজ, করলা, চৈত্রশশা প্রভৃতির বীজ এই মাসে লাগাইতে হয়।

অগ্রহায়ণে—পটলচারা এই মাসে করিতে হয়। কয়েক প্রকার শশা ও কুমড়াবীজ এই মাসে লাগান হয়।

পৌষে—চীনা ধান্য এই মাসে বপন করিতে হয়।

মাঘে—এই মাসে গোলআলু উত্তোলন করা হয়।

ফাল্গুনে—আউশাদি ধান্যের বীজ এই মাসে বপন করা চলে।

চৈত্রে—আউশাদি ধান্যের বীজ এই মাসেও বপন করা চলে। এই তালিকায় বিশেষ কিছু না দিয়া অন্যান্য বিষয় পরে লিখিলাম।

আলু—আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে রোপণ করিতে

হয়। আলু বেলে দুয়াশলা, ঝিল, পুকুর প্রভৃতির নিকটবর্ত্তী স্থানে ভাল জন্মে। বিঘা প্রতি ৩/মণ সরিসার খৈল, রেড়ীর খৈল ৴৷৹ সের, হাড়ের গুড়া ৴১ সের, সার বাবদ আবশ্যক। এইগুলি দিবার পূর্ব্বে, পচা গোবর, ছাই প্রভৃতি দিলে ভাল হয়। আধ হাত অন্তর চারা রোপণ ও এক হাত গভীর গর্ত্ত করিতে হয়। আলু পৌষ মাঘ মাসে উত্তোলন করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৩০।৪০ মণ আলু পাওয়া যায়।

আদা—আদা জ্যৈষ্ঠ মাসে রোপণ করিতে হয়। দোয়াশলা মাটীতে আদা ভাল জন্মে। বিঘা প্রতি ১৴ মণ বীজ আবশ্যক। আদা দুই ফুট অন্তর রোপণ করিতে হয়। সারের মধ্যে ইহাতে খৈল ৩৴ মণ ও ছাই ১৴ মণ আবশ্যক। আদা পৌষ মাঘ মাসে উত্তোলন করা হয়। বিঘা প্রতি প্রায় ৩০।৪০ মণ আদা পাওয়া যায়।

চালকুমড়া—ভিটা কিম্বা বেলে দুয়াশলা মাটীতে ৪।৫ ফুট অন্তর চাল কুমড়া রোপণ করিতে হয়। ইহাতে গোবর সার ও গোয়ালের আবর্জ্জনা দিতে হয়। বিঘা প্রতি ৫।৭ মণ বীজ আবশ্যক। চালকুমড়া বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে রোপণ করিতে হয় এবং ভাদ্র আশ্বিন মাসে তুলিতে হয়।

গম—অগ্রহায়ণ মাসে গম রোপণ করিয়া চৈত্র মাসে কর্ত্তন করিতে হয়। লাল মাটীতে গম ভাল হয়। চারা বাহির হইলে বিঘা প্রতি ১৴ মণ সার দিতে হয়। বপনের পূর্ব্বে বীজ ভিজাইতে হয়। লাল মাটীতে গম ভাল জন্মে। বিঘা প্রতি ২।৪মণ গম পাওয়া যায়।

খেসারী—

আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বীজ কাল সরিষার সহিত মিশ্রিত করিয়া বুনিতে হয়। ইহাতে কোন সারের দরকার নাই। বিঘা প্রতি ৩।৪ সের খেসারী বীজ আবশ্যক। খেসারী ফাল্গুন চৈত্র মাসে কর্ত্তন করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৫।৬ মণ খেসারী ও ২।৩ মণ কাল সরিষা পাওয়া যায়।

মশুরী

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে খেসারীর ন্যায় বপণ করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৩।২ সের বীজ আবশ্যক। মশুরীর চাষ নিম্ন সরস জমিতে করিতে হয়। মশুরী ফাল্গুন চৈত্র মাসে কর্ত্তন করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৫।৬ মণ মশুরী পাওয়া যায়। কোন সারের আবশ্যক নাই।

সোণামুগ—

উচ্চ দোয়াশ্‌ মাটীতে ৩।৪ বার লাঙ্গল দিয়া বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়। পরে আর একবার কোদাল দেওয়া আবশ্যক। সোণামুগ আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে বপণ করিতে হয়। ইহাতে ৭৴ মণ গোবর সার আবশ্যক। বিঘা প্রতি ২।৩ সের বীজ বুনিতে হয়। পৌষ মাঘ মাসে সোনামুগ কর্ত্তন করা হয়। বিঘা প্রতি ২।৩ মণ সোণা-মুগ পাওয়া যায়।

ছোলা—

কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করিতে হয়। বপনের পূর্ব্বে জমি ভিজা থাকা আবশ্যক। বিঘা প্রতি ৮।১০ সের বীজ আবশ্যক। ছোলার জন্য কাদা দোয়াশ্‌লা মাটি আবশ্যক। গোবর সার বিঘা প্রতি ১৫।২০ মণ দিতে হয়। ফাল্গুন মাসে ছোলা কর্ত্তন করিতে হয়। বিঘা প্রতি প্রায় ১৷ মণ ছোলা পাওয়া যায়।

ধনিয়া—

আশ্বিন মাসে বপণ করিয়া ফাল্গুন চৈত্র মাসে ধনিয়া কর্ত্তন করিতে হয়। ধনিয়া চাষ এঁটেল মাটীতে করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৪।৫ সের বীজ লাগে এবং বিঘা প্রতি প্রায় ৪.৫ মণ ধনিয়া পাওয়া যায়।

পিঁয়াজ—

কার্ত্তিক মাসে পিঁয়াজ রূপন করিতে হয়। পূর্ব্বে পিঁয়াজের চারা করাইয়া পরে ৪।৫ ইঞ্চি রূপণ করিতে হয়। পিঁয়াজের চাষের পক্ষে হাল্কা দুয়াশ্‌লা মাটী সুবিধা জনক। গোয়ালের আবর্জ্জনা ও ছাই পিঁয়াজের পক্ষে বলকারী। পিঁয়াজ মাঘ-ফাল্গুনে হয়। বিঘা প্রতি প্রায় ৬০।৭০ মণ পিঁয়াজ পাওয়া যায়।

মূলা—

মূলার চাষ শ্রাবণ হইতে আশ্বিন মধ্যে করিতে হয়। মূলার চাষ উত্তম চাষ করা দোয়াশ্‌লা মাটীতে করিতে হয়। বিঘা প্রতি ／।০ পোয়া বীজ লাগে। গোবরের সার ৪／ মণ অথবা খৈল ১／মণ জমিতে দিতে হয়। ৯।১০ ইঞ্চিঅন্তর সারিতে বীজ বপণ করিয়া পরে নিড়াণ দিয়া ২।৩ ইঞ্চি অন্তর চারা বসাইতে হয়। মাটী মাসে মাসে আল্গা করিয়া ও বীজের পাতা ছিড়িয়া দিতে হইবে।

আনারস—

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে রোপণ করিতে হয়। উচ্চ দোয়াশ্‌লা মাটী আনরেসের পক্ষে উপকারী। বিঘা প্রতি ৫।৬ হাজার চারা আবশ্যক। ১॥০ হাত অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। রৌদ্রযুক্ত স্থানে আনারস রোপণ করিলে সুমিষ্ট হয়।

চীনা-বাদাম—

জ্যৈষ্ঠ মাসে অথবা কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত রোপণ করিতে পারা যায়। বাদামের চাষের জন্য উচ্চ সরস দোয়াশ্‌লা জমি আবশ্যক। বিঘা প্রতি ৫।৬ সের গুটী আবশ্যক। ইহাতে ছাই প্রভৃতি সার দেওয়া চলে। ২১ বারের বেশী জল দিতে হয় না। গুটি ৯।১০ ইঞ্চি অন্তর রূপণ করিতে হয়। মাঘ ফাল্গুন মাসে বাদাম হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি ১৫।২০ মণ বাদাম পাওয়া যায়।

লঙ্কা—

জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ বপন ও শ্রাবণ মাসে চারা রোপণ করিতে হয়। চারা ৫।৬ ইঞ্চি বড় হইলে ২।৩ হাত অন্তর জমিতে চারা রোপণ করিতে হয়। লঙ্কার চাষ দোয়াশ্‌লা চরপড়া জমি অথবা ভিটার অল্প ভিজা জমিতে করিতে হয়। বিঘা প্রতি ১৫।১৬ শত চারা লাগে এবং ৩।৪ মণ লঙ্কা পাওয়া যায়। সার বাবদ সরিষার খৈল বিঘা প্রতি ১／০ মণ দিতে হয়।

ঝিঙ্গা—জ্যৈষ্ঠ মাসে রোপণ করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৭৮ তোলা বীজ আবশ্যক। উচ্চ মাটাল জমিতে ঝিঙ্গার চাষ করিতে হয়। গোবর সার বিঘা প্রতি ৫।৬ মণ আবশ্যক। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ঝিঙ্গা পাওয়া যায়।

তামাক শ্রাবণ ভাদ্র মাসে বীজ বপন করিয়া আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে চারা রোপণ করিতে হয়। নদীর চরের জমিতে তামাক ভাল হয়।

আমাদের দেশের কৃষির উন্নতির দিকে শিক্ষিত যুবক ও গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আমাদের দেশে কৃষি শিক্ষার স্কুল আছে বটে কিন্তু কয়জন তাহাতে শিখিতে যায়? এইজন্য পাঠশালা, উচ্চপ্রাইমারি, মধ্যইংরাজী ও উচ্চ ইংরাজী স্কুলগুলিতে কৃষি সম্বন্ধে বই পাঠ্য করা উচিত।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী মজুমদার।

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল ও তাহার প্রতীকার

১৯২৮ সালের জুন মাসে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়ার অপরাধে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

নাম ও ঠিকানা	দ্রব্যের নাম	দণ্ডের পরিমাণ
১। রমণী ঘোষ পুরাতন বৈঠকখানা বাজার।	দুগ্ধ	৩০৲
২। মন্মথ মল্লিক	ঐ	১০০৲
৩। হাবুল ঘোষ	ঐ	১৫৲
৪। অনুকূল ঘোষ ও অঘোর ঘোষ	ঐ	২৫৲
৫। ভগবতী প্রসাদ ১৫।১৬ বৈঠকখানা রোড়।	সরিষার তৈল	৫০৲
৬। নরেন ঘোষ পুরাতন বৈঠকখানা বাজার	দুগ্ধ	১০৲
৭। তারক ঘোষ	ঐ	১৫৲
৮। মহাদেব ঘোষ	ঐ	২৫৲
৯। কালী ঘোষ	ঐ	৩০৲
১০। সেখ সোয়ালীন	ঘৃত	৪০৲
১১। রোহিনী কুমার বর্দ্ধণ ৫৮ ক্লাইভ ষ্ট্রীট	সরিষার তৈল	২৫৲
১২। প্রিয়নাথ দে ১১ ডেকার্স লেন	ঐ	৩০৲
১৩। গোষ্ঠ বিহারী চন্দ্র ৪৩ বৈঠকখানা রোড	সাগু	৩৲
১৪। দীনবন্ধু পাল ১৬ হারকাটা লেন	ঘৃত	২৫৲
১৫। উপেন্দ্র নাথ দে ১৮।১ প্রেম চাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট	ঐ	৭৫৲
১৬। ভূপতি চরণ ঘোষ হিদারাম বাণার্জ্জির লেন।	মিষ্টান্ন	৫০৲

কলিকাতা সহরে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানর অপরাধে যাহারা অপরাধী হইয়া থাকে তাহাদের নাম সপ্তাহের পর সপ্তাহ কলিকাতা কর্পোরেশনের মুখপত্র "মিউনিসিপ্যাল গেজেটে" প্রকাশিত হয় বাংলা কাগজের মধ্যে এক "ব্যবসা ও বাণিজ্যে"ই ঐ সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ লেখা ও নানাবিধ সংবাদ প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এই সম্বন্ধে আরও বেশী আলোচনা ও আন্দোলন হওয়া আবশ্যক।

দেশে আজ রোগ ও মৃত্যুর হার অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যাইতেছে। একে ত মানুষ অল্প বয়সেই মরিয়া যায়, তাহার উপর যাহারা ও বাঁচিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে স্বাস্থ্যবান লোকের সংখ্যা খুবই অল্প। স্বাস্থ্যহানির অবশ্য অনেক কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কারণ

দুইটী যে অন্তর্ভুক্ত তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ খাদ্যাভাব। আমরা আর পেট ভরিয়া খাইতে পাই না। আধ পেটা খাইয়া আমরা যে নিত্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আগেকার লোকের বাবুয়ানী ছিল না, দুই তিন খানা কাপড়, খান দুই চাদর ও একজোড়া চটি হইলেই তাহাদের বছর কাটিয়া যাইত। বাজে খরচ কম ছিল বলিয়া তাহারা খাইবার জন্য খরচ করিত বেশী। তখন সস্তা গণ্ডার দিন ছিল, ঘি, দুধ, মাছ তরকারী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত, কাজেই খাইয়া দাইয়া আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা শরীরটাকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট রাখিতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেকালে যাহা বাজে খরচের মধ্যে গণ্য হইত একালে তাহা অবশ্যকরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। অথচ ব্যয় যত বাড়িয়াছে আয় তত বাড়ে নাই। চাল বজায় রাখিবার জন্য বাহিরে কোঁচার পত্তন করিতে গিয়া গৃহে ছুচুন্দরীর কীর্ত্তন সুরু হইয়াছে। দারিদ্র্যই আমাদের খাদ্যাভাবের মূল। দারিদ্র্য দুঃখ না ঘুচিলে আমাদের অকাল মৃত্যু পূর্ণভাবে নিরারিত হইবে না।

আমাদের স্বাস্থ্যহানির দ্বিতীয় কারণ অখাদ্যের প্রাদুর্ভাব। বস্তুতঃ আমরা খাদ্যাভাবে যত না মরিতেছি তার চেয়ে বেশী সংখ্যায় মরিতেছি অখাদ্য খাইয়া।

ভাত বাদ দিলে বাঙালীর প্রধান খাদ্য দুধ, ঘি,ও তেল; ঐ তিনটার কোনটাই আজকাল খাঁটি পাইবার জো নাই। বাজারে ঘি নামে যাহা বিক্রয় হয় তাহার সহিত ভারতীয় ঘির কোনই সম্পর্ক নাই—উহা ভেজিটেবল প্রোডাক্ট ও চর্ব্বির সংমিশ্রণ মাত্র। সরিষার তৈলে অবাধে কোয়াইট অয়েল মিশ্রিত করা হইতেছে। সহর বা সহরতলীতে খাঁটি গো-দুগ্ধ কিনিতে পাওয়া যায় না। ইহাতেও যদি জন সাধারণের স্বাস্থ্য অটুট থাকে, তবে তাহা দস্তুর মত বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই।

এখন কথা হইতেছে যে এই ভেজাল পাপকে কি সমাজ হইতে দূর করা যায় না? খাদ্যাভাব দূর করা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু অখাদ্যের প্রচলন বন্ধ করিবার শক্তিটুকুও কি আমাদের নাই?

পল্লীগ্রামের কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমানে আমরা শুধু কলিকাতা নগরীর কথাই আলোচনা করিব। আমাদের মনে হয় কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ আরও একটু কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ভেজালের মাত্রা কমান যায়।

বর্ত্তমানে যাহারা খাদ্যে ভেজাল মিশানর অপরাধে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তাহাদিগকে নাম মাত্র জরিমানা করিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষের কিছু আয় হইতে পারে, কিন্তু অপরাধী ব্যক্তিদিগের কিছুমাত্র শিক্ষা হয় না।

যে ব্যক্তি খাদ্যে ভেজাল মিশাইয়া অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, একদিন পঞ্চাশ বা একশত টাকা জরিমানা দেওয়া তাহার পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর নহে, এবং কষ্টকর নহে বলিয়াই আমরা দেখিতে পাই একই ব্যক্তি একই অপরাধে একাধিক বার দণ্ডিত হইতেছে।

প্রথমেই দেখিতে হইবে খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল দেওয়া কী ধরণের অপরাধ? এই অপরাধে লোককে গুরুতর দণ্ড দেওয়া উচিত কিনা? আমাদের ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করিতে হইলে আমরা বলিব যে ব্যক্তি সামান্য অর্থের লোভে খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল মিশাইতে দ্বিধা বোধ করেনা, তাহার অপরাধ চোরের অপরাধ অপেক্ষাও

গুরুতর ; তাহার জন্য চোরের অপেক্ষাও কঠোর তর সাজা দিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। চোর আমাদের অর্থ অপহরণ করিয়া আমাদিগের ক্ষতির কারণ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ভেজাল খাদ্য ব্যবসায়ী কি তাহা অপেক্ষাও অধিকতর অনিষ্ট করে না ? উহারা আমাদের অর্থ ও স্বাস্থ্য দুই ই অপহরণ করে, উহারা শুধু ব্যক্তির শত্রু নহে জাতির শত্রু।

আসল কথা গভর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশন ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে অনেক কিছুই করিতে পারেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই জন সাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নানাবিধ আইন কানুন প্রণীত হয়। এ দেশের কাউন্সিলারগণ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন না কি ?

বিষয়টী গুরুতর। কিন্তু সংবাদ পত্র মহলে গুরুত্ব হিসাবে ইহার যথাযথ আলোচনা হয় নাই। আমাদের মনে হয়, দেশের সমস্ত দৈনিক,সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় এই সব কথার আলোচনা করিয়া দেশ জোড়া একটী বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। কর্ত্তৃপক্ষ চিরদিনই কানে একটু কম শুনিয়া থাকেন। সকল বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি শক্তিও সে রূপ প্রখর নহে। এক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষের চেতনা সঞ্চারের জন্য দেশময় একটা কলরবের সৃষ্টি করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল দেওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে বর্ত্তমানে কেবলমাত্র অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ইহা যথেষ্ট নহে। চোর ডাকাতের ন্যায় উহাদিগকে শারীরিক শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা উচিত। ১০০।২০০ টাকা জরিমানায় কিছুই হইবে না ; ৪।৫ মাস জেলের ঘানী টানাইতে হইবে। দু' দশ জনকে ঐরূপ সাজা দিতে পারিলে দণ্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা কমিতে থাকিবে—তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

কিম্বা আরও এক উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে।

যে সমস্ত দোকানদার একই অপরাধে তিনবারের বেশী অপরাধী সাব্যস্ত হইবে তাহাদিগের নিকট হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকার মধ্যে দোকান দিবার লাইসেন্স কাড়িয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহাতে নিশ্চিত সুফল ফলিবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়।
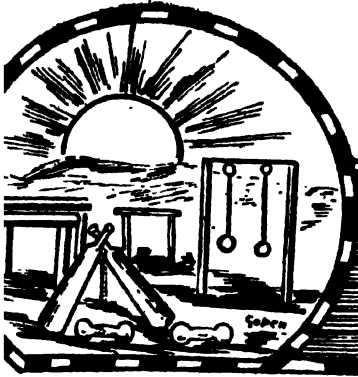
খাদ্যের প্রকার ভেদ

এক সমাজের লোকের আচার ব্যবহারের সহিত যেমন অন্য আর এক সমাজের আচার ব্যবহারের পার্থক্য দেখা যায়, খাদ্য বিষয়েও তেমনি বিস্ময়কর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যে খাদ্য একের নিকট বিষবৎ সেই খাদ্য আবার অপরের নিকট অমৃততুল্য। সমাজের কথা কেন, ব্যক্তি বিশেষের সহিত তুলনা করিলেও দেখা যায় যে খাদ্য বিষয়ে মানুষের রুচি কত পৃথক! "আপ রুচি খানা পররুচি পিন্‌না" (আহার নিজের রুচি অনুসারে। বেশভূষা পরের রুচি অনুসারে—কথাটী অতি সত্য।

বর্দ্ধমান জেলার লোক যে দধিতে চিনি না মিশাইয়া অক্লেশে ভোজন করিবেন, সেই দধি কলিকাতা লোকের জিহ্বায় পড়িলে তিনি হয়ত আসন ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিবেন। চট্টগ্রাম বা শ্রীহট্টের লোক লঙ্কাবাটা মিশ্রিত যে মাছের ঝোল পরম পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিবেন, সেই ঝোল একটু গ্রহণ করিলে বোধ হয় পশ্চিম বঙ্গের লোকের তিন গ্লাস জলের প্রয়োজন হইবে। এই হইল এক প্রদেশবাসী একই জাতির মধ্যে পার্থক্য। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন দেশের মধ্যে আহার বিষয়ে যে পার্থক্য তাহা আরও বিস্ময়কর।

ভাত বা রুটী, মাছ মাংস, তরকারী প্রভৃতি কয়েকটী মোটামুটি খাদ্য প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। কিন্তু এই সকল প্রধান খাদ্যের সহিত অপ্রধান খাদ্যের তুলনা করিলে মাত্রায় বড় বেশী অধিক বলিয়া বোধ হয় না।

প্রকৃতির অনুকূলে কার্য্য।

আহার ও পরিচ্ছদ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। মানুষ খাম খেয়ালী করিয়া বা জোর করিয়া কিছু করে না, প্রকৃতির অনুকূলে তাহাকে চলিতে হয়। যেখানে প্রকৃতির ব্যত্যয় ঘটে, সেখানেই রোগ, পীড়া অকাল মৃত্যু প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। বিহার ও পশ্চিম অঞ্চলে যদি সকলে মৎস্যসেবী হইত তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে

মৎস্য প্রস্তুত না করিলে প্রয়োজন মত মৎস্য লোকের জুটিয়া উঠিত না। অর্থাৎ "মাছের" প্রতি ঘৃণার মূলে অপ্রাচুর্য্য। বাঙ্গালায় প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়, সুতরাং সকলেই মৎস্য ভোজন করে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এই রুচি বিকারের মূলে প্রকৃতি বা জল বায়ু, মানুষের খেয়াল নহে। আবার পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও ইংলণ্ডের লোক যদি প্যান্টলুন ও কলার টাই না পরিত তাহা হইলে এতদিন ক্ষয়রোগে ইংলণ্ড উজাড় হইয়া যাইত। সেইরূপ বঙ্গবাসীরা যদি সর্ব্বদা ঐরূপ বেশ পরিধান করিত, তাহা হইলে সর্দ্দি গর্ম্মিতে মৃত্যুর হার খুব বাড়িয়া চলিত। সুতরাং বাঙ্গলার পাতলা ধুতি ও ইংলণ্ডের প্যান্টলুন টাই প্রভৃতি মানুষের খেয়ালের বিষয়ীভূত নহে, স্বভাবের প্রয়োজনেই এইরূপ পোষাকের সৃষ্টি হইয়াছে।

অভ্যাসই রুচি

অভ্যাস আর একটা জিনিস। অভ্যাসের দ্বারাও কালক্রমে রুচি পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু যতদিন অভ্যাস সুদৃঢ় না হয় ততদিন স্বভাবের বিরুদ্ধে যে চেষ্টা করা যায় তাহার কুফল মানুষকে ভোগ করিতে হয়। অভ্যাস সুগঠিত হইলে অবশ্য স্বভাবও পরিবর্ত্তিত হয়। অভ্যাসে স্বভাব বদলাইয়া যায়। কিন্তু চেষ্টার দ্বারা স্বভাবের যে পরিবর্ত্তন সাধন করা যায় তাহা প্রায়শঃ হিতকর হয় না। স্বভাবের স্বতঃপ্রবৃত্তি যেরূপ অনুকূল অভ্যাসমূলক পরিবর্ত্তিত স্বভাব তদ্রূপ নহে। অন্য বিষয়ের আলোচনা না করিয়া শুধু আহার সম্বন্ধে এইরূপ বলা যায় যে, অভ্যাসমূলক পরিবর্ত্ততা স্বভাব স্বাস্থ্যের পক্ষে এবং মনোবৃত্তির পক্ষেও হানিকর। চা, সিগারেট, চপ, কাটলেট ব্র্যাণ্ডি প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের উপযোগী; বাঙ্গালায় এই গুলির বহুল প্রচার বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য নাশের অন্যতম হেতু হইয়াছে। যাহা হউক, এই সম্বন্ধে অধিক আলোচনা না করিয়া পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের কয়েকটি খাদ্যবস্তুর বিবরণ দিতেছি।

বিভিন্ন মাংস ভক্ষণ

খরগোসের মাংস সর্ব্বদেশের লোকেই ভক্ষণ করে কোন কোন দেশে বিড়াল ও ইন্দুরের মাংস খড়গোসের মাংসের ন্যায় সমরুচির সহিত ভক্ষিত হইয়া থাকে। আমেরিকার কোন কোন প্রদেশে সর্প ও তজ্জাতীয় সরীসৃপ খাদ্যরূপে প্রচলিত দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা বাঁদরের মাংস ভক্ষণ করে। বানরের মাংস অত্যন্ত শক্ত, দন্তে শক্তি ও জঠরে প্রবল হুতাশন না থাকিলে বানরের মাংস জীর্ণ হয় না। শূকরের মাংসও তদ্রূপ তবে শূকরের মাংসে মিষ্টতা আছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গলা দেশের নমঃশূদ্রেরা শূকর ভক্ষণ করিত, কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ সমাজের উন্নতি হওয়ায় কোন কোন অঞ্চলে শূকর মাংস বর্জ্জিত হইয়াছে। গল্প আছে এক ব্রাহ্মণবাড়ীতে একটি নমঃশূদ্র প্রত্যহ দুধ যোগাইত। ঐ বাড়ীর বিধবা গৃহিণী একদিন তাহাকে শূকরের মাংসের কিরূপ আস্বাদ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল—"মা ঠাকরুণ, ঝুনা নারকেল খাইচ?" ব্রাহ্মণী বলিলেন—"হাঁ কেন খাব না"। নমঃশূদ্র অমনি বলিল মা ঠাকরুণ, তাহলি ত শূওরের মাংসও খাইচ।"

আমেরিকার ব্যবস্থা

আমেরিকার পূর্ব্ব উপকূলস্থ অঞ্চলে বাদুড়ের মাংস সুতৃপ্তির সহিত ভক্ষিত হইয়া থাকে। তিমি মৎস্যের মাংসও অনেক দেশে ভক্ষণ করে।

কিন্তু তিমি বর্ত্তমান যুগে সুদুর্ল্লভ হইয়াছে। তিমির বংশ প্রায় লোপ হইয়া আসিতেছে। এই অতিকায় জীব শিকার করাও অতি কঠিন। সুতরাং তিমির মাংস বর্ত্তমানে আর প্রচলিত নাই।

খেচর জাতির মধ্যে বোধ হয় "ঘুড়ি" ছাড়া মানুষ আর কিছু বাদ দেয় নাই। তবে নিতান্ত যে পক্ষীর মাংসে বমনের উদ্রেক হইয়া থাকে সেই মাংসই বর্জ্জিত হয়। এমন কি চড়াই পাখী ও এইরূপ ক্ষুদ্র প্রাণীর মাংসও মানুষ ভক্ষণ করে। চড়াই পাখীর ঘুঘ্‌নি নাকি একটা সখের মধ্যে গণ্য।

আফ্রিকা দেশের অধিবাসীরা কুম্ভীরের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। কুম্ভীরের লেজের মাংস নাকি দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোদিগের নিকট পরম উপাদেয় খাদ্য। শ্যাম রাজ্যের বাজারে কুম্ভীরের মাংস নিত্য বিক্রীত হয়। গিরগিটী পর্য্যন্ত মানব-রসনা হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

গ্রীণল্যাণ্ড বাসীরা মেরু সাগরের অতিকায় হাঙ্গর ভক্ষণ করে। যাহাদের অভ্যাস নাই তাহারা এই মাংস ভক্ষণ করিলে উন্মাদ হইয়া যায়।

এশিয়ার উত্তর পূর্ব্ব খণ্ডে রোহিত মৎস্যের চক্ষু সিদ্ধ করিয়া খাইয়া থাকে। ঐ অঞ্চলের হোটেলে এই সিদ্ধ চক্ষু ডিসে সাজাইয়া রাখে, দেখিলে মনে হয় যে কালজাম সাজাইয়া রাখিয়াছে। মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে মৎসের চক্ষু তৃপ্তিদায়ক খাদ্য। এসিয়া মাইনর অঞ্চলে হরিণের চক্ষু সিদ্ধ করিয়া খাইবার রীতি দেখা যায়।

পূর্ব্বকালে ইংলণ্ডের কর্ণওয়াল অঞ্চলে লোকে জেলি মৎস্য ভক্ষণ করিত, এক্ষণে ঐ খাদ্যের আর প্রচলন নাই। কোন কোন ইংরাজ জীবিত জেলি মৎস্য এখনও ভক্ষণ করিয়া থাকেন। জাপান ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে জেলি মৎস্য বর্ত্তমানকালে একটি তৃপ্তিকর খাদ্য; ঐ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা পারোলো নামক এক প্রকার লোনা পোকা ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই পোকা প্রায় এক হাত লম্বা হইয়া থাকে। লোনা পোকার ঝোল নাকি অতি চমৎকার হয়। জাপানের নর্ত্তকীরা বড় বড় কেঁচো গিলিয়া খায়। কেঁচো খাইলে নাকি গলার স্বর পরিষ্কার হয়।

আরবের মরুদেশে ফড়িং শুকাইয়া লইয়া জাঁতায় পেশাই করা হয়। এই চূর্ণীকৃত ফড়িং আটার ন্যায় রুটী করিয়া অথবা মাখনের সহিত ভাজিয়া তদ্দেশবাসীরা ভক্ষণ করে। হটেণ্টট্ নামক কাফ্রি জাতিও ফড়িং ভক্ষণ করে। বড় বড় ফড়িংএর ডিম্ব দ্বারা এক প্রকার ঝোল রন্ধন হয়। এই ঝোলের রং ঈষৎ লাল হয়। শুষ্ক ফড়িংএর তরকারি নাকি অতি উপাদেয় খাদ্য।

—:•:—

বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করার সময়

আমরা সচরাচর যে সকল খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করি তাহার মধ্যে কোন্‌টী হজম করিতে কতক্ষণ সময় লাগে তাহার বিশেষ বিবরণ নানা কৃতবিদ্য ডাক্তারদিগের লিখিত বিভিন্ন পুস্তক হইতে সংগ্রহ করতঃ এখানে প্রকাশ করিলাম।

খাদ্য দ্রব্যই মানুষের দেহ গঠনের সর্ব্ব প্রধান মসলা। ইহার মধ্যে কোন্ দ্রব্যটী সহজে হজম হয় অথচ বলকারক এবং পুষ্টিকর, আবার কোন দ্রব্যটীই বা অত্যন্ত গুরুপাক এবং শিশু, বালক অথবা বৃদ্ধের পক্ষে সেইজন্য খাওয়া উচিত নহে এই সকল বিষয়ে একটী সুস্পষ্ট ধারণা থাকিলে খাদ্য বাছিয়া লইবার পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। এই জন্যই আমরা এই বিবরণটী এখানে প্রকাশ করিলাম।

খাদ্যের নাম—		কাঁচা বা রান্না—		পরিপাকের সময়
মাংস (বুড়ো)	—	রোষ্টকরা	—	৩ ঘ
„ কচি	—	রাঁধা	—	২-৪৫ মিঃ
গোমাংস	—	Grill করা	—	৩ ঘ
মাংস (সস্ত) লবণ মিশ্রিত	—	সিদ্ধ	—	২-৪৫ মিঃ
„ বাসি	—	সিদ্ধ	—	৬ ঘ
টুকরা মাংস	—	সিদ্ধ	—	৩-৪৫ মিঃ
মাথা	—	সিদ্ধ	—	১-৩৫ মিঃ
চিকেন মুরগী	—	সিদ্ধ	—	২ ঘ
ঐ মুরগী কারী	—	...	—	২-৪৫ মিঃ
হাঁস	—	রোসটেড	—	৪ ঘ
মোরগ	—	সিদ্ধ	—	৪ ঘ
„	—	রোসটেড	—	৪ ঘ
বন্য পাখী	—	রোসটেড	—	৪-১৫ মিঃ

রাজ হাঁস	—	রোস্টেড	—	২-৩০ মিঃ
কিমা করা মাংস	—	রান্না	—	২-৩০ মিঃ
লিভার বা মেটুলি	—	ভাজা	—	২-৩০ মিঃ
„ গরুর	—	সিদ্ধ	—	৩ ঘ
ভেড়ার মাংস	—	Grill করা	—	২-৩০ মিঃ
ভেড়ার মাংস (মাটন্)	—	সিদ্ধ	—	৩ ঘ
„ বুড়া	—	রোস্টেড	—	৩-১৫ মিঃ
শুকর ছানা (দুগ্ধপায়ী)	—	রোস্টেড	—	২-৩০ মিঃ
পর্ক বা শুকর মাংস	—	রোস্টেড	—	৫-১৫ মিঃ
„ (লবণযুক্ত)	—	সিদ্ধ	—	৩-১৫ মিঃ
সসেজ্ (Sausage)	—	Grill করা	—	৩-৩০ মিঃ
ঐ „	—	Smoked বা ধোঁয়া দেওয়া	—	৫ ঘ
টার্কি মোরগ	—	রোস্টেড	—	২-৩০ মিঃ
ঐ মোরগ	—	সিদ্ধ	—	২-১৫ মিঃ
গোবৎস	—	রোস্টেড	—	৪-৩০ মিঃ
হরিণের মাংস	—	Grill করা	—	২-৪০ মিঃ
অইস্টারস্	—	কাঁচা	—	২-৫৫ মিঃ
ঐ „	—	রান্না	—	৩ ৩০ মিঃ
ডিম্ব	—	হুইপ্ড্ (কাঁচা)	—	১-৩০ মিঃ
ডিম্ব (টাট্কা)	—	কাঁচা	—	২ ঘঃ
ডিম্ব	—	অল্প সিদ্ধ	—	৩ ঘঃ
”	—	Broilled অথবা Coddled	—	৩-১০ মিঃ
„	—	বেশী সিদ্ধ	—	৪ ঘ
মৎস্য	—	সিদ্ধ	—	২-৩০ মিঃ
„	—	ভাজা	—	৩ ঘঃ
সামুদ্রিক মৎস্য	—	ভাজা ও রান্না	—	৩ ঘঃ
সাল্মন্মাছ (টাটকা)	—	সিদ্ধ	—	১-৩০ মিঃ
ঐ	—	Smoked	—	৪ ঘঃ
ঘৃত	—		—	৩-৩০ মিঃ
পনির (cheese)	—	…	—	৩ ৩০ মিঃ
কাস্টার্ড custard	—	সিদ্ধ	—	২-৪৫ মিঃ

দুগ্ধ	—	কাঁচা	—	২-১৫ মিঃ
"	—	সিদ্ধ	—	২ ঘঃ
রুটী (টাটকা)	—	—	—	৩ ৩০ মিঃ
রুটী ও মাখন	—	—	—	৩-৪৫ মিঃ
বাদাম পেস্তাদি (Nuts)		—	—	৫ ঘঃ
চাউল	—	—	—	১ ঘঃ
তাপিওকা	—	সিদ্ধ	—	২ ঘঃ
মশুরীর ডাইল	—	সিদ্ধ	—	২-৩০ মিঃ
গোল আলু	—	ভাজা	—	২-৩০ মিঃ
পেঁয়াজ	—	রান্না	—	৩-৩০ মিঃ
পেঁয়াজ	—	সিদ্ধ	—	২ ৩০ মিঃ
স্যালাড	—	কাঁচা	—	৩-১৫ মিঃ
সাগু	—	সিদ্ধ	—	১-৩৫ মিঃ
পালং শাক	—	রান্না	—	১-৩০ মিঃ
গাজর মূলা প্রভৃতি	—	সিদ্ধ	—	৩-৩০ মিঃ
কপি	—	সিদ্ধ	—	৩-৩০ মিঃ
"	—	আচার করিলে	—	৪-৩০ মিঃ
ছিলেরী	—	সিদ্ধ	—	১-৩০ মিঃ
সীম্ বরবটী প্রভৃতি	—	সিদ্ধ	—	২ ৩০ মিঃ
আপেল (মিষ্ট)	—	কাঁচা	—	১-৩০ মিঃ
" সবুজ	—	রান্না	—	১-৩৫ মিঃ
এস্পারাগাস্	—	সিদ্ধ	—	১-৩০ মিঃ
পাথুরী ফল	—	কাঁচা	—	৬ ঘঃ

বসন্ত রোগ

কলিকাতায় শীতের সময় প্রায়ই বসন্ত রোগ দেখা দেয় ; কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর এই রোগ ভীষণ সংক্রামক আকারে দেখা দিয়া অল্পসময়ের মধ্যে বহুলোকের প্রাণ নাশ করে এবং সর্ব্বত্র মড়ক ছড়াইয়া দেয়, অথচ বিজ্ঞান এই রোগকে একরূপ হাতের মুঠার মধ্যে আনিয়াছে।

বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় টীকা লওয়া ; ইহাই কেবল এই

ভীষণ ব্যাধির কবল হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারে। প্রত্যেক শিশুর এক বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার আগেই টীকা দেওয়া উচিৎ এবং প্রথম ছাত্র-জীবন সুরু করিবার সময় পুনরায় একবার টীকা দেওয়া দরকার; টীকা ঠিক দেওয়া হইলে তিন বৎসর আর কোন ভয় থাকে না।

যদি একবার মাত্র টিকা হইয়া থাকে এবং তাহার পর তিন বৎসর কাটিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে কোন ডাক্তারের নিকট কিম্বা কর্পোরেশনের টীকা দিবার আপিসে গিয়া পুনরায় টীকা লওয়া উচিৎ, তাহা হইলে আর কোন ভয় থাকে না। টীকা লওয়ার পর সাধারণতঃ বসন্ত রোগে আর কিছুই করিতে পারে না।

ডাক্তার অথবা টীকাদার টীকার বীজ্ দেহে প্রবেশ করাইয়া দিবার জন্য হাতের উপর কয়েকটী সামান্য ২ আঁচড় দেয়। এই বীজ্ খুব যত্নের সহিত কর্পোরেশনের অধীনে তৈয়ারী হয় এবং মনুষ্যদেহে না দেওয়া পর্য্যন্ত কাঁচের নলে রক্ষিত থাকে। যদি টীকা লওয়া হয় তাহা হইলে কয়েকদিনের মধ্যেই সেই স্থানটী লাল এবং স্ফীত হইয়া উঠে এই স্থানটীতে যাহাতে ময়লা না লাগে তাহা দেখা এবং উহা স্পর্শ না করা উচিৎ।

যদি উহাতে খুব জ্বালা করে তাহা হইলে ডাক্তার দেখান উচিৎ; টীকা দেওয়ার এক সপ্তাহের পর একবার ডাক্তারকে সেই স্থান দেখান কর্ত্তব্য। টীকা যদি বেশ যত্নের সহিত রক্ষা করা হয় তাহা হইলে তাহাতে অতি সামান্যই কষ্ট হয়।

যদি কয়েকদিন ধরিয়া হাতে একটু ঘা হইয়া কষ্ট পাওয়া যায় সেও বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাওয়ার অপেক্ষা অনেক ভাল।

বসন্ত রোগ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়।

বসন্ত একটী ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ। এ রোগ অতি শীঘ্রই সকলকে আক্রমণ করে। বেশীর ভাগ লোক রেল গাড়ী বা লোক পূর্ণ ট্রাম গাড়ীতে যাতায়াত করার সময় এই সংক্রামক রোগের বীজ সংগ্রহ করিয়া আনে। আক্রান্ত হওয়ার প্রায় বারদিন পরে এই রোগ বাড়িতে দেখা যায়। এই রোগে আক্রমিত হইলে তাহার প্রথম চিহ্ন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় সর্দ্দি, জর, মাথাধরা অথবা বমি করা। তারপর মুখে এবং হাতে লাল ২ শক্ত ফুসকুড়ি দেখিতে পাওয়া যায় এবং ক্রমশঃ সমস্ত দেহেই উহা ছড়াইয়া পড়ে। যদি দেখ, তোমার বাড়ীর কাহারও এই চিহ্ন খুব স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে তাহা হইলে বাড়ীর অন্যান্য লোক হইতে তাহাকে পৃথক রাখিবে, এবং শীঘ্র ডাক্তার ডাকিবে; সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগকেও সংবাদ দিতে ভুলিবে না। টীকা জনিত যে ঘা হয় তাহা নিরাপদের চিহ্ন, ইহা তোমাকে রক্ষা করিবে। নিজে টীকা লও এবং বাড়ীর অন্যান্য পরিবার বর্গের টীকা দিয়া দাও। এই সামান্য একটু চিকিৎসার জন্য তোমার স্বাস্থ্য এবং সুখ কি বিসর্জ্জন দেওয়া উচিৎ? জন সাধারণকে টীকা দেবার জন্য কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ নিম্নলিখিত স্থানে আপিশ খুলিয়া থাকেন।

১নং ডিষ্ট্রীক্ট—
১৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্।

২নং ডিষ্ট্রীক্ট—
২২ মৃজাপুর ষ্ট্রীট্

৩নং ডিষ্ট্রীক্ট—
কর্পোরেশন্ বিল্ডিংস, হগ ষ্ট্রীট্

৪নং ডিষ্ট্রীক্ট—
১১ বেলভিডিয়ার রোড্

কাশিপুর চিৎপুর—
১০ ও ১১ বারাকপুর
গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্
মানিকতলা—
১০৯ নারিকেল ডাঙ্গা মেন রোড।
গার্ডেন রীচ—
৩ বি প্রিন্স দিল্ওয়ারসা লেন
গার্ডেন রীচ্।

টীকা দিবার ষ্টেশন

কলিকাতার মধ্যে টীকা দিবার ষ্টেশন এবং ওয়ার্ডের নাম দিয়ে দেওয়া গেল :—

ষ্টেশন।	ওয়ার্ড।
১নং ডিষ্ট্রীক্ট	
১০৫।১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট্ ফ্রিঞ্জ এরিয়া	১ ও ৩
৭৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্—(ডিষ্ট্রীক্ট অফিস)	১ ও ৩
১৩৯ বি অপার চিৎপুর রোড্	২
৩৬।এ মদন মিত্র লেন	৪ হইতে ৬
১ নং সিকদারপাড়া ষ্ট্রীট্	৫

ষ্টেশন।	ওয়ার্ড
২নং ডিষ্ট্রীক্ট	
১২৮ ও ১৩০ হ্যারিসন্ রোড্ (বগলা মাড়োয়ারী হস্পিটাল)	৭ ও ৮
চুণিলাল শীলের ডিস্পেন্সারী	৮ ও ৯
ওয়েলিংটন স্কোয়ার	১০, ১১ ও ১২
৩নং ডিষ্ট্রিক্ট	
৫ কর্পোরেশান ষ্ট্রীট্ (সেণ্ট্রাল মিউনিসিপাল অফিস)	১৩ হইতে ২১ পর্য্যন্ত
৬০।১ ওয়েলেস্লী ষ্ট্রীট্	
৯।১ লোয়ার সারকুলার রোড	১৫, ১৬, ১৭
ক্যাম্বেল হস্পিট্যাল আউটডোর ডিসপেন্সারী	১৮ ও ১৯
৮।২ হাতিবাগান রোড	২০
১৫ পটারী রোড	১৮ ও ১৯
৩৬ বালিগঞ্জ সারকুলার রোড	২১
৪নং ডিষ্ট্রীক্ট	
শম্ভুনাথ পণ্ডিত হস্পিটাল	২২
১১৮ হাজরা রোড	২২ ও ২৭
১১ বেলভিডিয়ার রোড (ডিষ্ট্রীক্ট অফিস)	২০ হইতে ২৫ ও ২৭
৫।১ পাইপ রোড	২৪ ও ২৫
গার্ডেন রীচ	
গার্ডেন রীচ ভ্যাক্সিনেসন ষ্টেশন ৩ বি, প্রিন্স দিলওয়ারসা লেন	২৬
বড় সাহেব হাট ভ্যাক্সিনেসন্ ষ্টেশন, দম দম রোড	২৬
ধোপাপাড়া ভ্যাকসিনেসন্ ষ্টেশন ; আক্রা রোড	২৬
কাশিপুর—চিৎপুর	
নর্থ সুবারবান্ হস্পিটাল, ৮৫ কাশিপুর রোড	৩২
মিউনিসিপাল অফিস। ১০, ১১ বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড	৩১
কারমাইকাল মেডিকেল কলেজ বেলগাছিয়া	৩০
মানিকতলা	
১৪৪, বেলিয়াঘাটা মেন রোড	২৮
১০৯ নারিকেল ডাঙ্গা মেন রোড	২৮, ২৯
১২৬ উল্টাডাঙ্গা মেন রোড	২৯

উপরোক্ত সমস্ত ষ্টেশন গুলিই প্রত্যহ সকাল সাড়ে সাতটা হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে ; সেণ্ট্রাল মিউনিসিপাল অফিস, ডিষ্ট্রীক্ট অফিস সমূহ এবং চুণি লাল শীলের ডিসপেন্সারীর সমস্ত ষ্টেশন গুলীই রবিবার ব্যতীত প্রত্যেক দিনই বেলা ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। হেলথ অফিসার মনে করেন যে যদি লোকে এবার সময় থাকিতে টীকা না লয় তাহা হইলে বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে লোকদিগকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারা যাইবে না।

যাহারা গত দুই বৎসরের মধ্যে টীকা লয় নাই তাহাদিগকে অতি সত্বর টীকা লইবার জন্য হেলথ অফিসার বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন।

হলদে রঙটা মানবচক্ষুকে পীড়িত করে। তীব্র হলদে রঙের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অভ্যস্ত হইবার ফলে অনেকের চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং হলদে জামা হলদে পর্দ্দা বা তীব্র হরিদ্রাভ বস্ত্র ব্যবহার করা উচিত নহে। বর্ণ বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, হরিদ্রা বর্ণ হইতেছে সর্ব্ব বর্ণের মধ্যে তীব্র বর্ণ। ঠাণ্ডা রং হইতেছে, ফিকে নীল, সবুজ ও সাদা। জামা তৈয়ারির সময়ে হলদে রঙটা একেবারে বাদ দেওয়া উচিত। সমুদ্রের নীলাভ বর্ণ, সবুজ ঘাসের বর্ণ বা ঈষৎ নীল ও কালোরং মিশ্রনজাত রঙগুলিই হইতেছে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

তৈল ব্যবসায় সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

নিতান্ত আদিম ও অপচয় বহুল প্রণালীতে ভারতবর্ষে বীজ হইতে তৈল নিষ্কাসিত হইয়াথাকে। পৃথিবীর মধ্যে এক ভারতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ তৈল বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আধুনিক উন্নততর তৈল-নিষ্কাসন যন্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা হেতু ভারতবাসীকে প্রতিবৎসর যে বিপুল ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় তাহা প্রকৃতই খুব লজ্জাজনক। বৈজ্ঞানিক জগতে বহু উন্নতি সত্ত্বেও প্রাচীন ঘানি প্রথায় সন্তুষ্ট থাকায় এবং আধুনিক উন্নততর প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ না করায়, ইহা স্পষ্টতঃই প্রমাণ হয় যে ভারতীয় তৈল ব্যবসায়িগণ শিল্প জগতের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। পুরাকালের প্রথা এখনও প্রচলিত থাকায় আর্থিক হিসাবে ভারতকে যে ভয়াবহ ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা শুনিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। এই ক্ষতির পরিমাণ বার্ষিক মোটামুটী দশ কোটী টাকা।

ভারতীয় মহাজন, তৈল ব্যবসায়ী এবং জন সাধারণ আধুনিক উৎকৃষ্টতর কল-কব্জার জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করায় প্রাচীন প্রথার প্রবর্ত্তন হেতু অনর্থক তৈল নিষ্কাসনে ব্যয় বাহুল্য ঘটাইয়া নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। প্রকৃত ব্যাপার এই দাঁড়াইয়াছে যে ঘানি প্রথার পরিবর্ত্তন না করায় ভারতে কতকগুলি "মিল" প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং অন্যান্য গুলিও তৈলে ভেজাল চালাইয়া কোনরূপে টিকিয়া আছে। তৈল উৎপাদন করিবার ব্যয়বাহুল্য হেতু ভেজাল মিশ্রন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে এবং কোন কোন স্থানে ক্ষতিকর "হোয়াইট অয়েল" ও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

সর্ষপ বীজ নিষ্পেষণে পূর্ব্বে আধুনিক কল ব্যবহৃত হইতে পারিত না সত্য। সর্ষপ তৈলের ঝাজ ঘ্রাণটী কেবল ঘানির তেলেই বজায় থাকিত এবং আধুনিক কলে উৎপন্ন তৈলে এই ঘ্রাণটী পাওয়া যাইত না। কিন্তু সম্প্রতি খুব সহজ একটী উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে খুব সহজে এই সমস্যার সমাধান হইয়াছে। যেরূপ সাবেকী ধরণে বর্ত্তমান তৈলের কল গুলিতে কাজ হইয়া থাকে তাহাতে সে গুলি যে নিতান্তই রুচি বিরুদ্ধ, তাহা নিতান্ত একটী অনভিজ্ঞ লোকও স্বীকার করিবে। অতএব পুরাতন ঘানীর উচ্ছেদ সাধন করিয়া তৎস্থলে আধুনিক কলকব্জার প্রবর্ত্তন যে অত্যাবশ্যক এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

উন্নত প্রণালীর যন্ত্রাদির মধ্যে - হাইড্রলিক প্রেস —এক্সপেলার,—এক্সট্রাক্টার (Extractor) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দ্রাবক সাহায্যে তৈল নিষ্কাসন প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক এবং অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ইহার প্রচলন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে হাইড্রলিক প্রেস খুবই প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং তৈল নিষ্পেষণে সাধারণতঃ ইহা খুব ব্যবহৃত হইত। এক সময়ে ইহা তৈল নিষ্কাসনে একমাত্র যন্ত্র মধ্যে পরিগণিত ছিল। হাইড্রলিক প্রেস ব্যবহারের ফলে নিষ্কাসিত তৈল পরিমাণে বেশী পাওয়া যায়, তৈলের রং উজ্জ্বল হয় এবং কল পরিচালনের খরচ কম পড়ে। জগতে যখন হাইড্রলিক প্রেস ছাইয়া গিয়াছিল, তখন ভারতে কেহ ইহার প্রতি মনোযোগ করে নাই। ভারতে যে কয়েকটী হাইড্রলিক প্রেস প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের বিরাট তৈল ব্যবসায়ের অনুপাতে তাহা এতই নগণ্য যে সেগুলির উল্লেখ না করিলেও চলে।

পর্য্যায়ক্রমে হাইড্রলিক প্রেসের পরেই Expeller মেসিনের উল্লেখ করা যাইতেছে। এই শ্রেণীর প্রথম মেসিনগুলি বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই, কিন্তু ক্রমোন্নতির ফলে এই মেসিন বর্ত্তমানে তৈল শিল্পে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অনায়াসে দাঁড়াইতে পারে। এমন কি সম্প্রতি ইহা যে অন্যান্য সকল মেসিন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই মেসিনের নানা সুবিধার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে অনেক বেশী তৈল নিষ্কাসিত হয়; তৈল এবং খইল অধিক গুণসম্পন্ন হয়; মেসিন বসাইবার এবং পরিচালনা করিবার প্রণালী খুব সহজ এবং খরচও খুব কম। মেরামতী খরচ সামান্যই লাগে। অল্প জায়গার মধ্যে মেসিন বসান যায় এবং মজুরের খরচ খুবই কম পড়ে। আমাদের দেশের আদিম প্রথার তুলনায় Expeller মেসিন অত্যধিক পরিমাণে উন্নত প্রণালীর কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু Expeller মেসিন নির্ব্বাচনে তৈল ব্যবসায়ীকে খুব সতর্ক হইতে হইবে। কারণ এক এক ধরণের মেসিন এক এক রকম কার্য্যের উপযোগী। দেখা গিয়াছে যে ভিন্ন ভিন্ন তৈলবীজ পেষণে বিভিন্ন প্রকারের মেসিন বিভিন্ন রূপ ফলদান করে।

আধুনিক মেসিনগুলি এত অধিক পরিমাণে তৈল নিষ্কাসন করে যে একটী মেসিন ৩২ ঘানির সমান কাজ করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে Expeller মেসিনে বীজ হইতে তৈলের নিষ্কাসন অধিকতর পরিমাণে হয়। লোকের ভ্রান্তি বিশ্বাস যে কলের তৈল গুণে নিকৃষ্ট; কিন্তু এক্ষেত্রে তৈল অপকৃষ্ট ত নয়ই বরং খাদ্য হিসাবেও অধিকতর উপযোগী। কলে প্রস্তুত খইলে তেলের ভাগ অনেক কম থাকে।

ঘূর্ণায়মান ঘানির (Rotary Ghani) স্বত্বাধিকারিগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে আধুনিক উন্নত প্রণালীর সহায়তা গ্রহণ করিলে এক মণ তৈল উৎপন্ন করিবার খরচ সাধারণতঃ পূর্ব্ব খরচের এক তৃতীয়াংশ এমন কি এক চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত দাঁড়াইতে পারে। তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, ইহাতে বাৎসরিক কত খরচ বাঁচিয়া যাইবে। তাহা ছাড়া মেরামতি এবং পরিচালন খরচ এত কমিয়া যাইবে যে তাহা গণনাতেই আসিবে না।

আমাদের দেশে মজুরের খরচ খুব কম বলিয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে ইহার কত সুবিধা তাহা ব্যবসায়ীগণ ভাল বুঝিতে পারেন না। আধুনিক ছয়টি এক্সপেলার মেসিন ১০০ হইতে ১০০০ মণ পর্য্যন্ত তৈল পেষণ করিলেও ইহার চালনে মাত্র একটী লোক দরকার হয় এবং অপর ৫।৬টী লোক

Engine room দেখা ও অন্যান্য কাজের জন্য থাকিলেই চলে।

আমাদের দেশে জনসাধারণ আরামে এবং সহজে কাজ করিতে ভালবাসে। আধুনিক মেসিনগুলি জটিলতাপূর্ণ এই ভ্রান্ত ভাবে তাহারা সেগুলির প্রবর্ত্তনে সাহসী হয় না। কারিগরী বিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে তাহারা বুঝিতে পারে না যে এই বিংশ শতাব্দীর মেসিনগুলির সাহায্যে কত সহজে ও উত্তমরূপে কার্য্যোদ্ধার হয়। এক্সপেলার কার্য্যকুশলতায় অতুলনীয় হইলেও ইহাতে জটিলতা কিছু মাত্রও নাই। এমন কি গ্রামের বলদ চালিত ঘানি চালান যেরূপ সহজ, ইহার পরিচালনাও সেইরূপ সহজে সম্পন্ন হয়। অসংখ্য বেল্ট এবং পুলি সংযুক্ত শ্রেণীবদ্ধ দেশীয় ঘানিগুলির কার্য্য দেখিলে যে কোন পাশ্চাত্য তৈল কলের মালিক চমকিয়া উঠিবেন। ঘানিগুলি মন্থর গতিতে চলে, চাপও যথেষ্ট নয়, তদুপরি কলকব্জা প্রায়ই বিগড়াইয়া যায়। এইরূপ অন্যান্য বহু অসুবিধা দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে শিল্প জগতের কত পশ্চাতে আমরা পড়িয়া আছি।

তৈল শিল্পে উন্নত প্রণালী প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের তৈল ব্যবসায়ের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। উন্নত প্রণালীতে তৈল নিষ্কাসিত হইলে, শতকরা বীজ হইতে যে পরিমাণ তৈল অধিক পাওয়া যাইবে শুধু তাহাতেই দৈনিক ৫০০ মণ বীজ পেষণক্ষম এক মিল বার্ষিক ৮০,০০০ টাকা বেশী লাভ করিবে। ইহা ছাড়া প্রকৃষ্টতর খইল পাওয়া যাইবে। গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ও জমির সার হিসাবে এই খইল বিশেষরূপ ব্যবহৃত হয়।

উপরোক্ত দুই কার্য্য অধিকতর উপযোগী করিতে হইলে খইলে তৈলের পরিমাণ কম করা আবশ্যক। বিজ্ঞান শাস্ত্রে অজ্ঞতাহেতু এ দেশের জনসাধারণ এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে তৈলের পরিমাণই খইলের উত্তমতার এক প্রধান অঙ্গ। এই অন্ধ সংস্কার একেবারেই অমূলক। আমাদের তৈল শিল্প জগতের তৈল শিল্পের সমপর্য্যায়ে আনিতে হইলে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করা অত্যাবশ্যক। ইদানীং জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য উত্তরোত্তর অধিক সারের ব্যবহার হইতে থাকায় এই কম তৈল বিশিষ্ট খইলের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়াইতেছে।

সার হিসাবে ঘানির খইল যথেষ্ট উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় না এবং ইহার দুষ্পাচ্যতা হেতু গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবেও অনুপযোগী।

ভারতীয় তৈল শিল্পের অবস্থা যে কত শোচনীয় তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা আলোচনা করিলে বেশ বোঝা যাইবে। আসাম ও অন্যান্য প্রদেশের বনে জঙ্গলে জাত যে প্রচুর পরিমাণ তৈলবীজ অযথা নষ্ট হয়—তাহা বাদ দিয়াও দেখা যায় যে ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তৈলশস্য উৎপন্ন হয়। তৈল এবং তৈলজাত পদার্থের প্রচুর ব্যবহার ভারতে বৃহত্তরভাবে তৈলনিষ্কাসন শিল্প প্রসারের নির্দ্দেশ করে। আধুনিক সমস্ত উপায় অবলম্বন করিলে সস্তায় উত্তম তৈল পাওয়া যাইবে এবং ইহার দ্বারা ভেজিটেবল প্রোডাক্ট, সাবান, পেন্ট, অয়েলক্লথ ইত্যাদি তৈল সংশ্লিষ্ট শিল্পের দ্রুত উন্নতি সাধিত হইবে।

এইটুকু আমাদের মনে রাখা দরকার যে উপরোক্ত সমস্ত তৈলজাত পদার্থের জন্যই আমাদের বিদেশী ব্যবসায়ীদিগের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়। বর্ত্তমানে আমাদের এই অন্ধ সংস্কার নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে দূর হইবে এবং ইহার সঙ্গে [illegible] জমির সারের জন্য খইলের ব্যবহারে অপেক্ষাকৃত সন্তোষ-

জনক ফল পাওয়া যাইবে! আমাদের কৃষকগণের নিকট জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্ত এই খইলের আদর হইলে, বিদেশে ইহার রপ্তানী একেবারেই বন্ধ হইবে ও এইরূপে ভারতের আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাবে উন্নত হইবে।

উপরের বিবরণী হইতে ইহা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে যে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রথায় তৈল নিষ্কাশন না করার কোন অছিলাই আমাদের মিলের মালিকগণের থাকিতে পারে না।

এই সম্বন্ধে যে কোন সংবাদ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে লেখকের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

[শ্রীশিশির কুমার মিত্র, এক্সপার্ট অয়েল টেক্নোলজিষ্ট এণ্ড কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ার]

৪৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ছাগলের চাষ

গত বৈশাখ সংখ্যায় (১৩৩৫) "ছাগলের ব্যবসায় শীর্ষক প্রবন্ধে আমি ছাগলের ব্যবসায়ে লাভের পরিমান প্রভৃতি লিখিয়াছি। অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিবার জন্ত ছাগলের চাষ নাম দিয়া এই প্রবন্ধ লিখিলাম। ছাগলের চাষ করিতে হইলে প্রথমতঃ একটা বিস্তীর্ণ স্থান বন্দোবস্ত করিতে হইবে; তার পর উহার চতুর্দ্দিকে বেড়া দিতে হইবে। মাঝে মাঝে কাঁঠাল গাছ রোপণ করিলে ভাল হয়। কারণ গাছের পাতা মাটীতে পড়িলে ছাগল খাইতে পারিবে এবং গাছ বড় হইলে উহা হইতে ফল পাওয়া যাইবে। গাছ প্রতি অন্যূন ২০৲ টাকার ফল পাওয়া যাইবে আশা করা যায়।

ছাগল ও পাঁঠা রাখিবার জন্ত বড় বড় গৃহ তৈয়ার করাইতে হইবে। গৃহের চতুর্দ্দিকে এমন ভাবে বেড়া দিতে হইবে, যাহাতে শৃগালাদি প্রবেশ করিতে না পারে।

ছাগলের আহারের জন্য শস্যাদি বপন করিতে হইবে। শস্যাদি একস্থানে বপন না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বপন করা উচিত। প্রত্যেক জমিতে বেড়া দিতে হইবে। একটা জমির শস্য শেষ হইলে অন্য জমি ছাগলের আহারের জন্য খুলিয়া দিতে হইবে যেই জমি শেষ হইলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ জমিতে শস্যাদি -- বপণ -- করিতে হইবে।

এই প্রণালী অবলম্বন করিলে ছাগলের আহারের জন্ত কোন গোলমালে পড়িতে হইবে না।

তারপর কথা হইল জল লইয়া।

বন্দোবস্ত করা জমিতে যদি কোন নদী, নালা থাকে—তবে সুবিধা—হইবে। আর যদি না থাকে তবে অন্য স্থান হইতে খাল কাটিয়া জল সরবরাহ করিতে হইবে।

উপযুক্ত রাখাল নিযুক্ত করিতে হইবে একজন রাখালের উপর বেশী ছাগল রক্ষণের ভার দেওয়া উচিত নয়। জন প্রতি ৩০।৪০টী ছাগল রক্ষণের ভার দিলেই যথেষ্ট হইবে। সর্ব্বদা কার্য্যাদি নিজের তত্ত্বাবধানে করিতে হইবে। মনে রাখিবেন ব্যবসা করিতে হইলে অলস হইয়া থাকা যায় না। কার্য্য করিবার জন্যই পৃথিবীতে আমাদের জন্ম হইয়াছে। সকলেরই একটা না একটা কাজ চাইই।

ব্যবসা করিতে গেলে পরিশ্রম সহিষ্ণু হইতে হইবে। দরকার যদি পড়ে তবে—কোদালী ও ধরিতে হইবে। এই পরিশ্রম সহিষ্ণুতা বাঙ্গালীর মধ্যে নাই বলিয়াই তো আজ বাঙ্গালী পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র।

আর একটা কথা; ব্যবসা করিতে গেলে কয়েক জনে মিলিয়া করা উচিত। প্রথম অবস্থায় যদি কর্ম্মচারী রাখা যায় তবে ব্যবসা ফেল হইবার সম্ভাবনা। কারন অনেক কর্ম্মচারী অসাধু উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করে।

এই দোষেই তো বাংলার গৌরব বঙ্গলক্ষ্মী ফেল হইবার অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল এবং বেঙ্গল ন্যাশনেল ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে।

প্রথম ৪।৫ বৎসর লভ্যাংশ বণ্টন নাকরাই উচিত। কারণ প্রথম ৪ ৫ বৎসরের মুনাফা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া কারবারকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হইবে।

ছাগলের চাষ করিতে হইলে আমি যে প্রণালী লিখিলাম তাহা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। কারণ কখনও যদি (ঈশ্বর না করুন) ছাগলের মড়ক হয়, আর হাতে নগদ টাকা মজুদ থাকে তবে সেই টাকা দিয়া পুনরায় ছাগল কিনিয়া ব্যবসা করিতে পারা যায়. আর যদি টাকা না থাকে তবে কারবার ফেল হইবে।

ছাগলের চাষ করিতে হইলে ভালরূপ তদ্বির করিতে হইবে। গর্ভবতী ছাগলকে অন্য গৃহে রাখিতে হইবে। সর্ব্বদা ছাগলের গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। তজ্জন্য উপযুক্ত পরিমাণে লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক। ছাগল না বাঁধিয়া (গৃহে ও বাহিরে) মুক্ত রাখাই ভাল। আর এক গৃহে বেশী ছাগল রাখা উচিত নয়।

যদি কখনও ছাগলের মড়ক হয় তবে রোগী ছাগলগুলি আলাদা গৃহে রাখিতে হইবে। ছাগল গুলিকে নিয়মিত ঔষধ সেবন করান আবশ্যক।

শস্যের তত্ত্বাবধানের জন্য উপযুক্ত লোক নিযুক্ত রাখিতে হইবে।

ছাগলের ব্যবসায় যে লাভজনক তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কয়েকজন মিলিয়া যদি ছাগলের চাষ আরম্ভ করেন তবে লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই।

শুনিতে পাই বাঙ্গালীর মূলধনের অভাব, কথা সত্য বটে। কিন্তু তাহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি—M. A., B. A. পাশ করিতে কয় হাজার টাকা লাগে? I. A., M.A, B. A. এই তিনটি ডিগ্রিতে একত্রে অন্ততঃ ন্যূন পক্ষে ২০০০, ৩০০০ টাকা খরচ পড়ে। এত খরচ যদি অভিভাবক দিতে পারেন, তবে ব্যবসায়ের জন্য ৫।৭ শত টাকা দিতে পারিবেন না? কয়েকজনে মিলিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলে জন প্রতি ৫.৬ শত করিয়া টাকা দিলে চলিবে।

ছাগলের চাষের সঙ্গে সঙ্গে মাছের চাষ, গরুর চাষ, ভেড়ার চাষ, হাঁস কবুতরের চাষও করা যায়। তারপর আম, কাঁটাল, লিচু, কমলা

লেবু প্রভৃতির চাষও ছাগলের চাষের সঙ্গে সুন্দর ভাবে চলিবে।

আমি যাহা লিখিলাম সেইরূপ ভাবে করিলে লাভবান হইবেন না কেন? যদি প্রত্যেক প্রকার গাছ ২৫০টী করিয়াও থাকে তবে গাছ ফলবান হইলে বার্ষিক ২।৩ হাজার টাকাও এই হইতে পাওয়া বিচিত্র নয়।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী মজুমদার

মফঃস্বলের মেলা ও প্রদর্শনী

শীতকালে বাংলা দেশের বহু জেলায় ও মহকুমায় এক একটী শিল্প প্রদর্শনী এবং মেলার আয়োজন হইয়া থাকে। এই অনুষ্ঠানগুলি আমাদের নিকট যে একেবারে নূতন তাহা নহে। অনেকের মুখে শোনা যায় যে এই প্রদর্শনী ও মেলা এ দেশের পক্ষে নূতন এবং ইংরাজ শাসন পদ্ধতির ইহা একটী মঙ্গলজনক বিকাশ।

বলাবাহুল্য যাঁহারা হাল্কাভাবে এই কথাগুলি বলেন তাঁহাদের উক্তির মধ্যে বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় না, এবং কথাগুলি ঠিক সত্যও নহে। ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা ত দূরের কথা, ইংরাজ অথবা ইউরোপীয় কোনও জাতি এ দেশে আসিবার বহু পূর্ব্বে স্মরণাতীতকাল হইতে বর্ষার অবসানে শরৎ যখন তাহার কর্দ্দম মুক্ত পথঘাট, তরঙ্গায়িত শস্যক্ষেত্র, মেঘমুক্ত আকাশ এবং জ্যোৎস্না ধৌত রজনীর স্নিগ্ধতায় বাংলার গৃহে গৃহে এক উৎসবের আগমনী প্রচার করিয়া দিত তখন হইতে আরম্ভ করিয়া বসন্ত পূর্ণিমার শেষ দিন পর্য্যন্ত বাংলার হাটে, মাঠে, ঘাটে, —বাংলার দেবায়তন সমূহে—তীর্থক্ষেত্রে, মন্দির প্রাঙ্গনে সর্ব্বত্রই এক আনন্দের উৎসব এবং মেলা বসিয়া যাইত।

এই সকল মেলায় কলকব্জা যন্ত্রপাতি থাকিত না সত্য, কারণ তখনও বাংলা দেশে কলকারখানার লৌহযুগ আরম্ভ হয় নাই। সে যুগের উপযোগী সরল, নিরাড়ম্বর জীবন যাপনের জন্য যে সকল শিল্প সামগ্রী এবং আহারীয় দ্রব্যাদির প্রচলন ছিল তাহাই এই সকল মেলায় আমদানী হইত এবং গান, বাজনা, এবং নানারূপ বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদে বৎসরের এই কয়েকমাস বাংলা দেশ মুখরিত হইয়া উঠিত। এই সকল মেলায় একদিকে যেমন অফুরন্ত নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থার দ্বারা মানুষের প্রাণকে সরস ও সজীব করিয়া রাখা হইত, তেমনি রামায়ণ, কথকতা যাত্রা, জারী, পাঁচালী, কীর্ত্তন প্রভৃতির দ্বারা অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ভারতীয় আচার, ব্যবহার, নীতি, ধর্ম্ম এবং সভ্যতার ধারা এবং বৈশিষ্ট প্রচারিত হইত এবং সমগ্র জাতির জীবন ভারতীয় কালচারে অনুপ্রাণিত হইয়া অলক্ষ্যে গড়িয়া উঠিত।

তারপর কাল চক্রে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য শোষণও আরম্ভ হইল। এই শোষণ যদি একের দ্বারা হইত তাহা হইলে হয়ত আমরা এত কাহিল হইয়া পড়িতাম না; কিন্তু আজ এই শতাধিক বৎসরের অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে আমরা শুধু ব্রিটিশ ব্যবসায়ী-দিগের দ্বারা শোষিত হইতেছি না,—পরন্তু জার্ম্মাণী জাপান, আমেরিকা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, অষ্ট্রীয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ইটালী, জেকোশ্লাভেকিয়া ইত্যাদ পৃথিবীর নানা দেশ ও নানা জাতি শত শত জলৌকার ন্যায় আমাদের দেহের রক্ত শোষণ করিতেছে। এতদিনের রক্ত মোক্ষণে যে এই বিশাল দেশ একেবারে অস্থি কঙ্কাল সার হইয়া পড়িবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! রূপক ছাড়িয়া যে প্রণালীর দ্বারা এই রক্ত মোক্ষণ ক্রিয়া চলিতেছে তাহাই বলিব। বিদেশী বস্ত্র মাড়োয়ারীদিগের দ্বারা যেমন বাংলার সুদূর পল্লীপ্রান্তে প্রচারিত এবং প্রচলিত হইতেছে, বস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য নানা বিদেশী দ্রব্যও তেমনি নানা দোকানী, ফড়িয়া, ব্যাপারী ও ফেরিওয়ালার সাহায্যে দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতেছে।

এই সকল জিনিস সাধারণতঃ হাট, বাজার ও দোকানে ছাড়া কেনা বেচা হয় না। কিন্তু মেলা অথবা প্রদর্শনীতে এক জায়গায় হাজার হাজার এবং কোথায়ও লক্ষ লক্ষ নরনারী সমবেত হয়; তখন একই জায়গায় এত অধিক সংখ্যক ক্রেতাকে একত্র পাওয়ায় দোকানীদিগের পক্ষে এই সকল মেলায় বেচার মাহেন্দ্র যোগ উপস্থিত হয়। বিদেশী শিল্প বাণিজ্য এদেশে প্রসার লাভ করিবার পূর্ব্বে আমাদের দেশের দোকানী পসারিরা এই সকল মেলা ও প্রদর্শনীতেই আপনাদের দেশজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করার সর্ব্বপ্রধান ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচনা করিত এবং মেলা বসিবার এক মাস দুইমাস আগে হইতে মেলায় দোকান ঘর আদি তৈরী করার হাক্ ডাক্ পড়িয়া যাইত।

আজ আমাদের নিজের শিল্প বাণিজ্য সব গিয়াছে—দেশের কামারশালে গড়া ছুরী, কাঁচী, কাটারী আদি আর দেশের লোকের কাছে বিকায় না। তাহার—জায়গায়—জার্ম্মাণী, ও বেলজিয়ামের ছুরী, কাঁচী, বাংলার ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; মাটীর হাঁড়ি কুঁড়ির জায়গায় বিদেশজাত এনামেল ও এলুমিনিয়ামের তৈজসপত্রাদি বাঙ্গালীর ঘরকন্নার নিত্য প্রয়োজনীয় —দ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। গয়া, বিষ্ণুপুর, আনারপুর প্রভৃতি জেলার সুগন্ধী অম্বরী তামাকের জায়গায়—বিদেশজাত নানা রকমের সিগারেট—কৃষকের পর্ণ কুটীরেও পর্য্যন্ত একাধিপত্য লাভ করিয়াছে; সভ্যতা বিকাশের অঙ্গস্বরূপ বস্ত্র ব্যতীত মোজা, গেঞ্জি, সার্ট, কোট, সেমিজ, সায়া —ইত্যাদি যে সকল কাটা কাপড় বর্ত্তমানযুগে আমাদের বসন ভূষণের অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার প্রায় পণের আনাই বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে; ছেলে পেলেদের খেলানার দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই যে এক জার্ম্মাণী, জাপান ও আমেরিকা হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার খেলানা প্রতিবৎসর এদেশে বিক্রীত হইতেছে। আর বেশী বর্ণনা না করিলেও চলিবে। মোটের উপর আমাদের জীবন যাত্রার যে কোনও ধাপে পা দিই না কেন, সেইখানেই বিদেশী জিনিষের মার্কার উপর পা না দিলে আমাদের চলিবারই উপায় নাই ইহা ধ্রুব সত্য। এই সত্যকে অস্বীকার করার জো নাই।

এখন দেখা যাক, আমরা যখন পরমানন্দে প্রদর্শনী বসাই তখন এই সকল জিনিষ দেশের

মধ্যে অবাধে প্রচলন করার সহায়তা করি কিনা। প্রদর্শনী কর্ত্তৃপক্ষগণ যখন প্রথম কমিটী নিয়োগ করেন তখন কাগজে কলমে থাকে বটে যে দেশী জিনিষই মেলায় স্থান পাইবে; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে এই সকল মেলা বা প্রদর্শনী বিদেশী দ্রব্য প্রচার ও বিক্রয়ের একটা প্রধান যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। অনেক ন্যাশনালিষ্ট কাগজ দেড় ইঞ্চি, দুই ইঞ্চি লম্বা বড় বড় হরপে বিদেশী দ্রব্য বয়কটের ঘোষণা করিয়া যেমন সেই কাগজেই আবার বিদেশী জিনিষ কিনিবার নানারূপ প্রলোভন পূর্ণ বিজ্ঞান প্রকাশ করতঃ আপন আপন পকেটে টাকা পূর্ণ করেন এবং বাঙ্গালীর বয়কট ঘোষণাকে একটা অর্থহীন আড়ম্বর ও রাজনৈতিক ধাপ্পা বাজীতে পরিণত করিয়া তুলেন, তেমনি এই সকল প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ কাগজে কলমে দেশী জিনিষের প্রদর্শনী বলিয়া জয়ঢাক পিটাইলেও কার্য্যক্ষেত্রে দোকানদার দিগের হস্তে টাকার লোভে আত্মবিক্রয় করিয়া থাকেন ইহার প্রমাণ যে মেলাতেই যাই না কেন সেইখানেই দেখিতে পাই।

বর্ত্তমানযুগে আমরা আমাদের বুদ্ধি ও ব্যবস্থার দোষে বাংলার সর্ব্বত্র প্রদর্শনীর নামে বিদেশী জিনিষ বিক্রয়ের যে Organised Agency বা সংঘবদ্ধ ক্ষেত্র গড়িয়া তুলিয়াছি তাহার প্রয়োজনীয়তা এবং ইষ্টানিষ্টের কথা গভীরভাবে আলোচনা করার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইহাকে আর উপেক্ষা করা চলে না। নচেৎ আমাদের শিল্প বাণিজ্যের যে ক্ষীণধারা এখনও ধীরে ধীরে দেশের ভিতরে বহিতেছে তাহা একেবারেই শুকাইয়া যাইবে।

যে দেশ স্বাধীন, যাহারা আপনাদের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া জগতের বহির্বাণিজ্যাদির কোন্‌টীকে আপনার দেশে ঢুকিতে দিবে, কোন্‌টীকে দিবে না তাহার মীমাংসা করিবার ক্ষমতা রাখে এবং অন্যের মুখের দিকে না চাহিয়া আপনাপন দেশের উপযোগী শিল্পবাণিজ্য নীতি গঠন করিতে পারে, তাহাদের পক্ষেই প্রদর্শনী বা শিল্প মেলা বসানো সুফলপ্রদ ও সার্থক হয়। আর পরাধীন দেশে এই সকল বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের মেলা বসানোর মানে তাহার পায়ে আরও কতকগুলি শৃঙ্খল পরাইবার সহায়তা করা মাত্র; সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে এই সকল শিল্প মেলা গড়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের নিজের হাতে থাকিতেও আমরা ইহার সদ্ব্যবহার না করিয়া যাহাতে দেশের ইকনমিক দৈন্য আরও বাড়িয়া যায়, আমাদের ব্যবস্থার দ্বারা আমরা তাহাই করিতেছি।

আমরা বলিনা যে দেশে শিল্পমেলা বা প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা নাই; যে দেশের শতকরা ৮৫ জন লোক একেবারে নিরক্ষর সে দেশকে যদি দেশী জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট করিতে হয় তবে শিল্পমেলা বা প্রদর্শনীই যে একটী সর্ব্ব প্রধান শিক্ষা ক্ষেত্র তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত; এবং এই শিক্ষাক্ষেত্রটীকে আমাদের মনের মত করিয়া গড়িয়া সার্থক করিয়া তুলিবার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ আমাদের হাতেই আছে; কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে আমরা সে স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিতেছি না। এই সকল মেলা বা প্রদর্শনী আমাদের দেশে বিদেশী জিনিষ প্রচার ও বিক্রয়ের একটী প্রধান ক্ষেত্র রূপে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে। অথচ এই সকল মেলায় যদি কেবল দেশী জিনিষই বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকিত এবং দেশী ব্যতীত কোনও বিদেশী জিনিষের দোকান দিতে না দেওয়া হইত তাহা হইলে দেশীয় শিল্পের কত সাহায্য করা হইত!

অবাধ বাণিজ্য এবং প্রবল বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত সংগ্রাম করিয়া কোনও দেশীয় শিল্পানুষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখা যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা ভুক্ত ভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। আমাদের ব্যাঙ্ক নাই যে দেশী শিল্পকে সাহায্য করিবে, আমাদের বীমার প্রিমিয়ামের বার আনাই আমরা বিদেশী বীমা কোম্পানী গুলির হাতে তুলিয়া দেই; তাহারা সেই টাকা নিজেদের দেশের শিল্পানুষ্টান গুলিতে খাটাইয়া লাভ করে এবং সেই সকল শিল্পশালাজাত দ্রব্যাদি আবার আমাদের দেশে পাঠাইয়া আর একবার আমাদিগকে দুইয়া লইয়া যায়; এই শাঁখের করাত আমরাই করিয়া দিয়া প্রতি নিয়ত আমাদিগের অস্থি মজ্জা কাটিতেছি অথচ আমাদের বীমা কোম্পানী গুলি প্রিমিয়ামের অভাবে তেমনভাবে মাথা তুলিতে পারিতেছে না; সুতরাং দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করিবে কি! আমাদের ধনী সম্প্রদায়—আমাদের জমিদারগণ অনেকেই দেশী শিল্পে টাকা খাটাইতে ইচ্ছুক নহেন।

এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিয়া যে কয়েকটী শিল্পানুষ্ঠান শিবরাত্রির সলিতার মত এখনও দেশে ধিক্ ধিক্ করিয়া জ্বলিতেছে আমরা যদি তাহাদিগকে সমগ্র মন প্রাণ দিয়া সাহায্য না করি তবে তাহারা বাঁচিবে কেমন করিয়া? আমরা অন্ততঃ এইটুকু পারি যে আমাদের নিজেদের অনুষ্ঠিত এই সকল বাৎসরিক মেলা এবং প্রদর্শনীতে (যেখানে আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই) আমরা কেবল মাত্র দেশী জিনিসই কাটাইবার ব্যবস্থা করিব—কোনও বিদেশী জিনিষ বেচিবার সাহায্য করিব না অথবা কোনও অছিলায় কলকব্জা এবং যন্ত্রপাতি ব্যতীত কোন বিদেশী শিল্প সামগ্রী প্রদর্শন করিতে দিব না।

এই যে Preferential treatment বা পক্ষপাত মূলক ব্যবহার, ইহার একটা মূল উদ্দেশ্য আছে যাহা সকল সভ্য এবং স্বাধীন দেশই মানিয়া চলে। ধরুন, আমাদের দেশে চিরুনী তৈয়ারী হইতেছে; এদেশে এই চিরুণী শিল্পের এখন শৈশবাবস্থা; ইহার গুণ, চটক ও দাম (Quality Price and Finish) ইত্যাদি বিদেশী চিরুণীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না; কিন্তু আরও কিছুকাল যদি বিদেশী চিরুণী এদেশে আমদানী করিতে না দেওয়া হয় এবং এইরূপে দেশী চিরুণীকে আদর, প্রশ্রয় এবং পক্ষপাত দেখাইয়া রক্ষা করা যায় তবে কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেশী চিরুনী রূপে, গুণে, দামে ও চটকে বিদেশী চিরুণীর সমকক্ষতা করিতে পারিবে এবং একটীর দেখাদেখি অনেক চিরুণীর কারখানা গড়িয়া উঠিবে। সকল সভ্য ও স্বাধীন দেশে এইরূপেই নব নব শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

আমরা পরাধীন, সুতরাং বিদেশী দ্রব্যের আমদানীর স্রোত আমরা রোধ করিতেও পারি না অথবা নিয়ন্ত্রণ করিতেও পারি না; আমাদের বাণিজ্যনীতি আমরা অনুসরণ করিতে পারি না; তাই বাংলার সুদূর পল্লী প্রান্তরেও বিদেশী জিনিষ ছাইয়া গিয়াছে এবং ধনিক ও আপনাপন দেশের গভর্ণমেণ্ট দ্বারা পরিপুষ্ট বিদেশী পণ্য প্রতিদ্বন্দ্বীতার জোরে দেশী শিল্পকে কোণ্‌ঠাসা করিয়া গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতেছে। এমন সঙ্গিন যখন অবস্থা, তখন আমাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত এবং নিজেদের দ্বারা পরিচালিত মেলাগুলিতে কি আমরা এই ব্যবস্থা করিতে পারি না যে অন্ততঃ বছরের মধ্যে এই একটীবার

এই অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে আমরা কেবল দেশী জিনিষ প্রচার ও বিক্রয়ের আয়োজন করিব এবং যে রক্ষণ নীতি দেশের হাট বাজারে আমরা অনুসরণ করিতে পারিতেছি না, অন্ততঃ আমাদের মেলা ক্ষেত্র গুলিতে সেই রক্ষা নীতি অনুসরণ করতঃ দেশী দ্রব্য বিক্রয়ের সাহায্য করিব। এই সকল ক্ষেত্র যেন দেশী জিনিষের একটা Annual Clearance Sale বা গুদাম সাবাড় করার এক একটা বাৎসরিক ক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে। আশা করি দেশের সুধী সজ্জন আমাদিগের এই কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবেন।

এইবার আমোদ প্রমোদ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিয়া শেষ করিব।

আমরা বলিয়াছি যে পূর্ব্বে এই সকল মেলায় যে সকল আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল তাহা সমগ্র জাতীয় স্বাস্থ্য, চরিত্র এবং চিন্তাধারা গঠনের সহায়ক ছিল। এই সকল মেলায় সাধারণতঃ লাঠি খেলা, কুস্তি, ঘোড়দৌড়, ব্যায়াম, যাত্রা, কথকতা, জারী, রামায়ণ, হরিকথা ইত্যাদি নানারূপ বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকিত। সকলেই জানেন এই প্রকারের আমোদ প্রমোদ জীবনে কখনও অবসাদ আনয়ন করে না কিম্বা চিন্তা ও চরিত্রকে কলুষিত করে না। এই সকল আমোদ প্রমোদে স্থানীয় কথক, এবং শিল্পীরা অর্থ ও উৎসাহ পায় বলিয়া বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই এই সকল শিল্পীগণ দেশের আনন্দধারা জীবিত রাখিয়া বাংলা দেশকে সরস রাখিয়া ছিলেন। কিন্তু এখন আমরা আর এই সকল নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে তৃপ্ত হই না। আমরা সহর হইতে বাই-নাচ, খেম্‌টা নাচ, বেশ্যাদিগের দ্বারা অভিনীত থিয়েটার প্রভৃতির আমদানী করতঃ সহরের নৈতিক আবহাওয়া দূষিত করি এবং মনে ভাবি যে দেশের লোককে খুব আনন্দ দিলাম। মেলার উপলক্ষে এই সকল খেম্‌টা ওয়ালী এবং থিয়েটারের বেশ্যা মফঃস্বলের কত সম্পন্ন ভদ্র যুবকের যে নৈতিক অধঃপতন করিয়াছে এবং কতলোক যে ইহাদিগের পাপ প্রলোভনে মজিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

প্লেগ রোগাক্রান্ত রোগীকে কোনও সহরে আসিতে দিলে যেমন সমস্ত সহরেই প্লেগের বীজ ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি দুর্নীতির বীজ একবার মফঃস্বলে আমদানী করিলে অচিরকালের মধ্যেই সেখানকার হাওয়া দূষিত হইয়া চারিদিকে তাহার পূতিগন্ধ ছড়াইতে থাকে। এমনি করিয়া আমরা কত সহরের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা স্থল যুবকদিগের যে সর্ব্বনাশ সাধনে সহায়তা করিয়াছি তাহা এই সকল মেলার উদ্যোক্তাগণ একবার ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। পাপ এবং দুর্নীতির আবেষ্টনের মধ্যে বাস করিয়া সংগ্রাম করিবার মত সাহস ও শক্তি হাজারের মধ্যে একজন যুবকেরও আছে কিনা সন্দেহ;তাহার অপেক্ষা পাপ ও দুর্নীতির মোহাকর্ষণ হইতে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। সুতরাং অভিভাবক স্থানীয় যে সকল নেতা মেলার মধ্যে এই সকল কুৎসিত আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করেন তাঁহারা আপন আপন সন্তানদিগকে শয়তানের মোহাবর্ত্তনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাহাদিগকে ধ্বংশের পথেই নিক্ষেপ করেন।

কত অভিভাবককে শেষে "হায় হায়" করিয়া বলিতে শুনিয়াছি যে অমুক নাচওয়ালী বা অমুক অভিনেত্রী সহরে আসার পর হইতেই আমার ছেলে-টার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল! নেতাগণ! সন্তানের জনক জননীগণ! আপনাপন ছেলের মুখের দিকে

চাহিয়া এখনও সতর্ক হউন। আগুন যখন লাগে তখন কেহ বলিতে পারে না যে এ আগুন আমার ঘরে লাগিবে না। আমরা সকলেই খড়ের ঘরে বাস করি সুতরাং সাধু সাবধান !

আমোদ প্রমোদের ছলে দ্বিতীয় সর্ব্বনাশের সোপান জুয়ার আড্ডা।

কলিকাতায় প্রতি বৎসর শীতকালে আজকাল যে সকল আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান হয়—তাহাদিগের সাধারণ নাম Carnival, Joyland "কার্ণিভাল" "জয়ল্যাণ্ড" ইত্যাদি। এই সকল স্থানে নাগর দোলা, নানারূপ কুস্তী, ব্যায়ামাদি ছাড়া আর একটী ব্যাপার খুব ব্যাপক ভাবে দেখা যায়; এখানে যত দোকান দেখা যায় তাহার প্রায় সবই এক একটী জুয়ার আড্ডা। লোক ঠকাইবার জন্ম মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি যে কত অসংখ্য রকমের জুয়া খেলার সৃষ্টি করিতে পারে তাহা এই সকল জুয়ার আড্ডায় আসিলে দেখিতে পাওয়া যায়; কলিকাতার দেখাদেখি মফঃস্বলের যেখানেই মেলা হয় সেইখানেই এখন অনেক জুয়ার দোকান দেখা যায়। মেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সকল জুয়ার আড্ডায় মালিকদের নিকট থেকে অনেক টাকা সেলামী পাইয়া থাকেন; এই টাকার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা মেলার মধ্যে বহু জুয়ার দোকান খুলিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং জুয়াড়ীরাও অবলীলাক্রমে নিরীহ মফঃস্বল বাসীদিগের সর্ব্বনাশ করতঃ আপন আপন পকেট পূর্ণ করতঃ প্রস্থান করে।

কোনও একটা সহরে প্রত্যহই যদি কেহ লোকের পকেট মারিতে থাকে কিম্বা দিন দুপুরে রাহাজানী করিতে থাকে তবে দেশময় একটা বিরাট গোল্ গোল্ উপস্থিত হয়; কিন্তু এই যে জুয়ার আড্ডাগুলি মেলার বুকে বসিয়া প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোকের পকেট মারিতেছে এবং মফঃস্বল বাসীদিগের ভাণ্ডার শূন্য করিয়া ফেলিতেছে ইহার বিরুদ্ধে লোকের বিবেক বুদ্ধি কি জাগ্রত হইবে না? এই অসদুপায় দ্বারা অর্জ্জিত জুয়ার টাকার অংশ গ্রহণ করিতে মেলার নেতাদিগের কি লজ্জা বোধ হয় না?—

কত দুঃস্থ নিরন্ন পরিবারের একমাত্র উপার্জ্জনশীল কৃষক অথবা শ্রমিক হয়ত দিনান্তের মজুরী সঙ্গে নিয়া মেলায় কোন জিনিষ কিনিতে আসিয়াছে; সে এই জুয়ার কুহকে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শেষে রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরিয়াছে এমন বহু ঘটনা আমরা জানি এবং স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দেশের এবং দশের মঙ্গলের জন্যই মেলার অনুষ্ঠান; কিন্তু সেই মেলায় যদি দেশের ও দশের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করা হয়—যদি লোকের ধন বৃদ্ধির সহায়তা না করিয়া সেখানে লোকের পকেট মারার সাহায্য করা হয় এবং স্থানীয় জনসাধারণের কষ্টার্জ্জিত অর্থ কতকগুলি জুয়াড়ীর পকেটে তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয় তবে আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিব যে এইরূপ মেলা মঙ্গলের পরিবর্ত্তে দেশে মহা অমঙ্গলের সূচনা করিতেছে।

এইবার আর একটি জঘন্য ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

মফঃস্বলের বহু মেলায় আজকাল দেখা যায় যে মেলার এক দিকে দরমার বেড়া দিয়া পায়রার খোপের ন্যায় অনেক কামরা বিশিষ্ট লম্বা এক একটা ধাব্ড়া ঘর তৈরী থাকে। মেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সকল ঘর তৈরী করিয়া প্রত্যেক কামরা

এক একটী বেশ্যাকে ভাড়া দেন এবং যতদিন মেলা থাকে ততদিন এই সকল হতভাগিনীগণ আপন আপন পাপ ব্যবসা চালায়। যদি জীবন্ত নরক কেহ দেখিতে চান তবে এই সকল মেলায় একবার পদার্পন করিলেই তাহা দেখিতে পাইবেন। ইহার ভয়াবহ ফল কি হইতেছে তাহা একে একে বর্ণনা করিতেছি :—

(১) এই সকল বেশ্যাদিগের প্রায় সকলেই দারুণ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত ; সুতরাং যাহারা তাহাদিগের নিকট গমন করে তাহাদিগের ইহকাল পরকাল সবই জন্মের মত নষ্ট হইয়া যায়।

(২) বাংলাদেশের সব গিয়াছে, এক দরিদ্র কৃষককুল এখনও বাঁচিয়া আছে এবং বাংলার সুজলা,সুফলা, শস্য শ্যামলা নাম বজায় রাখিয়াছে। এই সকল মেলায় যাহারা আসে তাহারা শতকরা ৯৫জনই কৃষক ; শরীরের বল এবং স্বাস্থ্যই ইহাদের জীবনের একমাত্র সম্বল ও সম্পত্তি। ইহা খোয়াইলে তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইবে। মেলার মধ্যে এই সকল নীচজাতীয় ব্যাধিগ্রস্তা বেশ্যার আমদানী করতঃ কর্ত্তৃপক্ষগণ বাংলাদেশের কৃষক কুলের মধ্যে যে কি সর্ব্বনাশের বীজ ছড়াইয়া দিতেছেন, আমরা দেশের চিন্তাশীল নেতাদিগকে একবার তাহা ভাবিয়া দেখিতে বলি। এই সকল মেলা হইতে কৃষক যুবক দিগের মধ্যে উপদংশ, মেহ, প্রমেহ, প্রভৃতি ব্যাধির বীজ কি ব্যাপক ভাবে সুদূর পল্লীপ্রান্তে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং কৃষক কুলের একমাত্র আশা ভরসাস্থল যুবকদিগের স্বাস্থ্য, শরীর এবং জীবনী শক্তি তিল তিল করিয়া ধ্বংস করিয়া দিতেছে—আজ তাহা ভাবিয়া দেখার সময় আসিয়াছে।

(৩) ব্রাহ্ম সমাজের শত বার্ষিকী উপলক্ষে ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে সম্প্রতি ১৪।১৫ জন ভুবনবিখ্যাত সমাজসেবী নরনারী এদেশে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন আমাকে বলিলেন যে কলিকাতা সহরে এত Druggists Shop বা ঔষধের দোকান দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম ; তা'র পর যখন জানিলাম যে এই সকল ঔষধের দোকানে Venerial বা উপদংশ জাত রোগের ঔষধই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিক্রয় হয় তখন একেবারে অবাক হইয়া গেলাম, কারণ আমার ধারণা ছিল যে ভারতের জনসাধারণ জগতের এই জঘন্যতম পাপ ও ব্যাধি হইতে ইউরোপ অপেক্ষা অনেক মুক্ত।

(৪) অনেক বড বড় কবিরাজখানায় আমি নিজে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে তাঁহাদের প্রস্তুত ঔষধাবলীর মধ্যে উপদংশ, মেহ, প্রমেহ, সালসা, মোদকানন্দ বটিকা, বাজীকরণ ও বীর্য্য স্তম্ভন সংক্রান্ত ঔষধাবলী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাট্‌তি হয় এবং পল্লীগ্রামের লোকে এই সকল ঔষধ খুব বেশী পরিমাণে গ্রহণ করে। এই সকল অনুসন্ধানের ফলে বোঝা যায় যে এই মারাত্মক ব্যাধি কি ব্যাপকভাবে সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং আমাদিগের অনুষ্ঠিত বেশ্যামেলা গুলিই যে এই ব্যাধি ছড়াইবার প্রধান সহায়ক ক্ষেত্র তাহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

(৫) বাংলা দেশের মফঃস্বলের কয়েক জন প্রথিত নামা ডাক্তার—আমাকে বলিয়াছেন যে মেলার অব্যবহিত পরেই সাধারণ শ্রমজীবি এবং কৃষক দিগের মধ্যে অতি ভীষণাকারে উপদংশ, গণোরিয়া, বাগী প্রভৃতি রোগের বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সকল রোগের ফলে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে চিরকালের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

(৬) পশ্চিমের কোনও একটী বিখ্যাত

চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারীর ডাক্তার আমাকে বলিয়াছেন যে এই সকল মেলার অব্যবহিত পরেই যে সকল রোগী ডিস্পেন্সারীতে আসে তাহার মধ্যে শতকরা প্রায় ২৫ জনই উপদংশ, মেহ, প্রমেহ প্রভৃতি রোগে ভুগিতেছে দেখা যায়; তাঁহাদের ডিস্পেন্সারীর Daily Attendance Register বা রোগীর দৈনিক রেজিষ্টার বহি হইতেই তিনি এই কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। রোগীরা প্রত্যেকেই তাঁহাকে বলিয়াছে যে তাহাদের গাঁয়ের মেলার সময় এই সকল ব্যাধি দ্বারা তাহারা আক্রান্ত হইয়াছে।

(৭) এই সকল রোগাক্রান্ত লোক শুধু যে নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা নহে, তাহারা তাহাদের নির্দ্দোষী বিবাহিতা স্ত্রীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং ভবিষ্যৎ বংশেরও সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কারণ ইহাদিগের সন্তান সন্ততির দেহেও এই সকল রোগের বীজাণু এবং চিহ্ন চির জন্মের মত রহিয়া যাইবে এবং এইরূপে সমগ্র দেশে একটা ব্যাধি-গ্রস্থ, বিকলাঙ্গ, দুর্ব্বল, পঙ্গু জাতির সৃষ্টি হইতে থাকিবে।

(৮) সকল পাশ্চাত্য দেশে বেশ্যাদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য সরকারী ব্যবস্থা থাকে। প্রতি সপ্তাহে সকল বেশ্যাকেই এই সকল সরকারী পরীক্ষাগারে উপস্থিত হইয়া আপন আপন শরীর পরীক্ষা করাইয়া সার্টিফিকেট লইতে হয় যে তাহাদের শরীরে উপদংশাদি কোনওরূপ জঘন্য ব্যধির বীজ নাই; প্রতি সপ্তাহে এই সার্টিফিকেট পাইলে তবে তাহাকে তাহার পাপ ব্যবসায় চালাইতে দেওয়া হয়; পরীক্ষায় কাহারও কোনও রোগ বাহির হইলে তাহাকে হাঁস পাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং রোগ নিরাময় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে ব্যবসা চালাইবার লাইসেন্স দেওয়া হয় না। এইরূপ ব্যবস্থা থাকায় জন সাধারণের মধ্যে এই সকল জাতিকুলও সমাজ ধ্বংসকারী ব্যাধির বীজ সহজে ছড়াইয়া পড়িতে পারে না কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে এরূপ কোনও সাবধানতা অবলম্বন করা হয় না; নানারূপ জঘন্য ব্যাধিগ্রস্ত বেশ্যাদিগকে আমরা সরল কৃষকও শ্রমজীবিদিগের মধ্যে ছাড়িয়া দিতেছি এবং এইরূপে তাহাদিগের গৃহ পরিবার বিপন্ন করতঃ একটা বিরাট জাতিকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইতেছি।

অথচ এই সকল পাপ ও ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করার জন্য কোনও গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে প্ররোচিত করে না, কিম্বা কোনও বাহিরের অনুষ্ঠান আমাদিগকে উৎসাহিত করেনা। আমরা নিজেরাই নিজেদের মৃত্যু ও অমঙ্গল ডাকিয়া আনিতেছি। দেশব্যাপী এই মেলা ও প্রদর্শনীর বিপুল কার্য্যকারীতা ও প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করি এবং ইহার সার্থকতাকে বরণ করি। কিন্তু এই দুই মঙ্গলের মধ্য দিয়া দেশে যে মহা অমঙ্গলের সুচনা হইতেছে সেই দিকে দেশবাসীর চিন্তাকর্ষণ করতঃ আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম।

ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম, বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত, নানা সংবাদে ভরা। অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানি করিয়াছেন। আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায়কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে, সেই সকল dealerএর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারি, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exportersদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, —যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী দেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে ?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে circular জারী করিয়া, এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই ; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। যাঁহারা দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভ-সঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

পুরুলিয়ার ডাইরেক্টরী।

ঘৃত, ময়দা, আটা চিনি, লবণাদি মাল পাইকারী বিক্রেতা—

১। মেসার্স—জয়নারায়ন দাস জগন্নাথ।
২। " ঠাকুর দাস বদরী নারান।
৩। " মুরলীধর রাউৎ মাল।
৪। " মুকুন চাঁদ করনীদান—
৫। " দামানী মাড়োয়ারী—

মনোহারী জিনিষ বিক্রেতা।

১। মেসার্স—সন্তোষ কুমার বক্সি।
২। " দেবী প্রসাদ লালা।
৩। " গৌরী শঙ্কর নারান প্রসাদ।
৪। " গুহ সদাগর।
৫। " দোল গোবিন্দ দত্ত এণ্ড ব্রাদার্স
৬। " শরৎ চন্দ্র হালদার তিন কৌড়ী মাহিন্দার।
৭। " গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত।
৮। " মতিলাল পাল।

পাইকারী কাপড় বিক্রেতা—

১। মেসার্স—মহাদেব লেখরাজ।
২। " ঘনশ্যাম দাস রামকুমার।
৩। " রাম চন্দ্র মাড়োয়ারী।

৪। " বেণরাজ কিশন লাল।
৫। " জয় নারান দাস জগন্নাথ।

খুচরা কাপড় বিক্রেতা—

১। মেসার্স মহেশ চন্দ্র দে।
২। " নারান চন্দ্র দত্ত।
৩। " নটবর হালদার।
৪। " জুগামল মাড়োয়ারী—
৫। " বিপিন বিহারী দত্ত—

জুতা, জামা বিক্রেতা।

১। মেসার্স দেরাস তুল্লা মল্লিক।
২। " আহেদ বক্স।
৩। " আবদুল জলিল।
৪। " মোকসেদ আলি মল্লিক।

লৌহ বিক্রেতা।

IRON & HARDWARE MERCHANT

নিম্নের দোকানে সকল প্রকার লোহার কড়ি, বরগা, এঙ্গেল, পাটী, গোল ও চৌপল ছড়, প্লেট কাল চাদর, গ্যাঃ প্লেন শিট, করগেট, মটকা, বোল্টনট, ওয়াসার (চাকী), কব্জা স্ক্রু, তারের প্রেক, পেটেন্ট প্রেক, হাতুড়ী, গাইতী, কোদাল, উকা, হাঁসকল ইত্যাদি দেশী ও বিলাতী লোহার জিনিষ এবং পুরাতন লোহা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়।

শ্রীসূর্য্যনারায়ন দত্ত
গোপী নাথ দত্ত
চক-বাজার পুরুলিয়া।

১। মেসার্স { সূর্য্যনারায়ন দত্ত। গোপী নাথ দত্ত।
(ব্রাঞ্চ দোকান রাঁচি)
২। " জগবন্ধু কুণ্ড।
৩। " গঙ্গা বিষ্টু দত্ত।

৪। " গোবিন্দ চন্দ্র কুণ্ডু।
৫। " কৈলাস চন্দ্র পাল এণ্ড সন্স।
৬। " নন্দ লাল দত্ত।
৭। " শ্রীবাস চন্দ্র দরিপা।
৮। " উপেন্দ্র নাথ চৌধুরী —

করগেট, সিমেণ্ট রং তেল ও পুরাতন লৌহ বিক্রেতা।

১। মেসার্স { সূর্য্যনারায়ন দত্ত। গোপী নাথ দত্ত।
(ব্রাঞ্চ দোকান রাঁচি)
২। " জগবন্ধু কুণ্ডু।

পাঠ্য পুস্তক বিক্রেতা।

১। মেসার্স সন্তোষ কুমার বক্সি।
২। " দোল গোবিন্দ দত্ত এণ্ড ব্রাদার্স।

কাঠ গোলাদার।

১। মেসার্স চারু চন্দ্র মিত্র।
২। " অতুল চন্দ্র কুণ্ডু।
৩। " কালিপদ দত্ত এম্, এস সি,

লোহার বিম বরগা, করগেট, ও পুরাতন লৌহ পাওয়া যায়।

কয়লা বিক্রেতা।

১। মেসার্স কুমুদ চন্দ্র হালদার।
২। " আদম জোসেফ।
৩। " কাশিম মিঞা।
৪। " হরিপদ বন্দোপাধ্যায়

এলোপ্যাথিক ঔষধালয়।

১। মেসার্স গোপীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ঔষধালয়।
২। " রাজনারায়ণ মেডিক্যাল হল।
৩। " হালদার কাম্পেনী।
৪। " হৃষিকেশ রায়ের ঔষধালয়।

সাইকেল বিক্রেতা।

১। মেসার্স নগেন্দ্র নাথ নাগ।
২। " চারুচন্দ্র মিত্র।
৩। " আশুতোষ চক্রবর্ত্তী।
৪। " গোপীনাথ নারাণ প্রসাদ।

লোহার বিম, বরগা এঙ্গেল বিক্রেতা।

১। মেসার্স সূর্য্যনারায়ণ দত্ত।
গোপীনাথ দত্ত।

ঘড়ি মেরামত কারক ও বিক্রেতা।

১। মেসার্স এ আর চেটার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স।
২। " সিংহ ব্রাদার্শ।

সোনা, রূপার জিনিষ বিক্রেতা।

১। মেসার্স কালিদাস কর্ম্মকার।
২। " রামপদ পাল এণ্ড ব্রাদার্স।

ব্যাঙ্কিং অফিস।

১। ছোটনাগপুর ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েসন লিঃ।
২। দি পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

ছাপাখানা।

১। দেশবন্ধু প্রেস।
২। তারা প্রেস।
৩। অন্নপূর্ণা প্রেস।
৪। সাবিত্রী প্রেস।

গ্যাস বাতির দোকান।

১। দে ব্রাদার্স। প্রোঃ—সতীশ চন্দ্র দে
২। নাগ ব্রাদার্স। প্রোঃ—ইন্দ্রনারায়ণ নাগ

তেল ও চাউল কল।

১। মেঃ মির্জ্জামল হর নারাণ।
২। " বাল মুকুন্দ কিশন গোপাল।

যাত্রাদলের পোষাক বিক্রেতা।

১। শ্রীকরালি চরণ নাগ।
২। " হরিপদ মাহিন্দার।

তামাক বিক্রেতা

১। শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র সেন।
২। মেসার্স আবদুল রহমান।
২। " কারুরাম সাহু।
৪। " রাখাল চন্দ্র সেন।
৫। " সুরেন্দ্র নাথ দাস।

মটর স্পিরিট বিক্রেতা।

১। T. Jarton (B. O. C. Spirit)
২। Ratanlall Surajmall (Shell Spirit)

পাঠাগার।

১। "হরিপদ সাহিত্য মন্দির।"
প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত কালি পদ দত্ত

বাসন বিক্রেতা।

১। শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র হালদার।
২। সতীশ চন্দ্র দে।
৩। " অবিনাশ চন্দ্র দত্ত।
৪। " উমেশ চন্দ্র দে।

বিখ্যাত লৌহ ব্যবসায়ী।

হেড্ দোকান :—
সূর্য্যনারায়ন দত্ত—গোপীনাথ দত্ত—
টাটা আয়রণ ষ্টীল কোং লিমিটেড্ এর এজেণ্ট—বিলাতী—মাল আমদানী, কারক লোহার বিম, এঙ্গেল, বরগা, পাটী ; গোল ও চৌপাল ছড়, করগেট, প্লেন শিট, কালাপাথর সিমেণ্ট, রং, তেল বার্ণিস, আলকাতরা ও অন্যান্য লোহার জিনিষ এবং পুরাতন লোহা (Scrap Iron) পাইকারী বিক্রেতা—

গোদাম : —
সূর্য্য নারায়ণ দত্ত লেন, পুরুলিয়া।
ব্রাঞ্চ দোকান :—দত্ত ব্রাদার্স,
প্রোপ্রাইটরস—সূর্য্য নারায়ণ দত্ত,
মেঃ গোপীনাথ দত্ত, উপর বাজার, রাঁচি।

—:০:—

কলিকাতার বাজার দর।

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চাল,ডাল, আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে,তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার জিনিষের বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নিচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান্ না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মামলা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের চলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটীর আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে।

আটা, ময়দা সুজী।

পেমেণ্ট ময়দার প্রতিমণ	৮।৹	হইতে	৮।৶৹
মিহি	" ৮৲	"	৮৶৹
গৃহস্থী	" ৭৸৹	"	৭৸৶৹
সুজী	" ৮।৹	"	৮।৶৹
আটা "বি"	" ৮৲	"	৮৶৹
আটা ২নং	" ৮॥৶৹	"	৭৸৹
আটা এস মার্কা	" ৭॥৹	"	৭॥৶৹
আটা ৩নং	" ৬॥৶৹	"	৭৸৹

উপরোক্ত মূল্য বস্তাসহ বুঝিতে হইবে।

ডাল।

কলাই ডাল—৭৲	হইতে	৭৸৹ মণ
অড়হর দেশী—৮৲	"	৯॥৹
ঐ কানপুর—৮৲	"	১২॥৹
ছোলার ডাল—৬৸৹	"	৭॥৹
মশুর দেশী—৭॥৹	"	৯॥৹
ঐ পাটনাই—	৮॥৹	৯৲
ঐ থাড়ী—	৯৲	১০॥৹
মুগ—	১১॥৹	১৫॥৹
মটর—	৬॥৹	৭॥৹
খেসারী—	৪৸৶৹	৫।৹
সোণামুগ গোটা—	১৩৸৹	১৩॥৹
কৃষ্ণ—	৮॥৹	৮৸৹
হারি—	৫৲	৬॥৹
কালিকলাই	৫৸৹	৬।৹

ঘৃত।

২রা ফেব্রুয়ারী

শ্রী—	৭৫৲
মটকী—	৬৮৲
ভারতী—	৬৮৲
খুরজা—	৬৭৲
সিকোয়াবাদ—(খুরজা মার্কা)	৬৫৲
লক্ষী—	৬৭৲
বাদাসাগর—	৬৮৲

তৈল।

	পাইকারী		খুচরা
সরিষার তৈল খাঁটি (রাধা কৃষ্ণ মার্কা)	২০৲,	২২॥৹,	২৫॥৹
কানপুর টিন সমেত	২৪৲,		২৪॥৹
			২৬৲
" ঘানির	২৭৲,	২৮৲,	৩০৲
নারিকেল তৈল	২২॥৹,	২৩॥৹,	২৭॥৹
রেড়ির তৈল	১৬৲,	১৭৲,	২০৲

বিনোদ মার্কা খাঁটি সরিসার তৈল।

২রা ফেব্রুয়ারী বাজার দর

১০০ টীন বা ততোধিক প্রতিমণ ২৩।৹ ১ গাড়ী বা ততোধিক ১০০ টীনের কম ২৩॥/৹

১১ টীন বা ততোধিক ১ গাড়ী কম ২৩॥৶৹

খুচরা ২৪॥৹

খইল ১ গাড়ী বা ততোধিক প্রতিমণ ৩৶৹

প্রাপ্তিস্থান—রায় সাহেব বিনোদ বিহারী সাধু ১৫৬ নং আপার সার্কুলার রোড, ও ২২।৩ গেলিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কেরোসিন তৈল।

১। আমেরিকান তৈল :—

স্নোফ্লেক	৮৸৶৹	প্রতিকেস
চেষ্টর	৮॥৶৹	"
বানর	৮/৹	"
ঐ, টিন	৬॥/৹	"
হাতী	৬।৶৹	দুইটিন
হাতী ও গ্যালন	৫৶১০	

ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোং

২। বর্ম্মা তৈল :—

কমন	৮।/০	প্রতিকেস
গ্লোব লাইট	৮৸৵০	"
উইণ্ডসর	৮।।/০	"
চক্র	৬ ১০	দুইটিন
সূর্য্য	৬।১০	"
তারা	৬৵২০	"
ভিক্টোরিয়া	৫৸১০	"
হাস	৫৸১০	"
ছাগল	৬।।১০	"
মূর্গী ও চাবী	৫৸৵১০	"

করগেট সিট।

২২ গেজ করগেট সিট	১২।০ হিঃ হন্দর	
২৪ "		১২৲ হিঃ
২৬ "	করগেট সিট	১৪।০ হিঃ,
২৪ গেজ "	আর, পি, ডি	১২।।০ হিঃ "
জয়েন্ট (কড়ি)		৫৸০ হিঃ "
টী (বরগা)		৮৲ হিঃ "
রাউণ্ডবার (বল্ট)		৭।০ হিঃ "
ফ্লাটবার (পাটি)		৮৲ হিঃ "
কাঁটা তার		১০।।৵০ হিঃ "
মটকা		।।৵০ পিস

সোণা ও রূপা।

ইংলিশ	বার (প্রতিভরি)	২১৸৴০
টাঁকশালের	" "	২১৸৩
বড়ালের	" "	২১।।৶৩
চিনাপাত	" "	২১।৶০
গিনি (প্রত্যেকখানা)		১৩।৬
রূপা পাইকারী ১০০ ভরি		৯'৶০
ঐ খুচরা		৫৯।৶০

তামা-পিতল

		প্রতি হন্দর
ব্লক টীন 'পিনাঙ্গ	১৭২৲	"
তামার ইনগট, আর, টী,	৬৭।।০	"
" " এন, ই, সি	৬৭।।০	"
" চাদর ৪×৪	৬৭৲	"
" স্ক্রাপ বা টুকরা	৫৬৲	"
পিতলের চাদর ৪+৪	৫৪৸০	"
" চাকি	৬১৲	"
" স্ক্রাপ বা টুকরা	৩৫৲	"
" রড	৩৮৲	"
হার্ড স্পেল্টার	১৭।।০	"
সফট পেল্টার, পি, এচ, ব্রাণ্ড	২৪৲	
ঐ নেজিহাটী	১৮৲	
ঐ বিলাতী	২০৲	

২রা ফেব্রুয়ারী

প্রাণদাস যমুনাদাস, ৬২ ক্লাইভ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

মেটাল ও পেণ্ট

কলিকাতা, ২রা ফেব্রুয়ারী

ব্লক টীন	১৬৯৸০	হন্দর
তামার ইনগট আর, টি	৫৯৸০	"
ঐ অষ্ট্রেলিয়ান	৬০।।০	"
পিগলেড, বি. এম, রিফাইণ্ড	১৭৸	"
ঐ কাষ্টি	১৬৸০	"
এণ্টিমানি, এ, এস, পি	৬৮।।০	"
ঐ অন্য মার্কা	৪৩৲	"
ব্রোঞ্জ ইনগট	১১৭।।০	"
পিতলের চাদর ৪ × ৪	৫৪৸০	"
পিতলের ছড়	৫০৸০	"
তামার চাদর ৪´ ÷ ৪´	৬৪।০	

তামার ছড় রড	৬৮৸০
সীসার চাদর	২৪৲
দস্তার টাইল (বিলাতী)	২০৷০
" " (দেশে প্রস্তুত)	১৯.০
হাববাক্স সাদা	
সাদ দস্তা রং	৪৩৷০
" সাদা সীসা রং	৩৫।০
" সবুজ রং	২৮৲
" লাল রং	২৭৸০
" তার পিন প্রতি গ্যালন	৪৸৬ পাই

মসলা

হরিদ্রা (মছলি পত্তন)—১২৲, ১২৷০
ঐ (ফড়পী)—১২৸০, ১৩৲
ঐ (মাদ্রাজ বা গোপালপুরী)—১৩৲
ঐ (পাবনা বা কুষ্টিয়া)—১২৸০
সুপারী (ছোট দানা)—১৫৲
ঐ (বড় দানা)—৯৲, ১৮৲
ঐ (জাহাজী)—১৪৷০
ধনিয়া—১০৷০, ১১৲
লাল লঙ্কা—১৩৷০
গোল মরিচ—৬৫৸০ ৭২৲
এলাচি (বড়)—৬০৲ ৩৲
ঐ (ছোট)—৫৸০, ৫৷০ সের
সাগু দানা—৯৷৶০
এরারুট—৭৷৶০
ধুনা (জাহাজী)—৬৷০, ৭৷০
ঐ (রেঙ্গুনী)—১৪৷০, ১৫৲
কিস্‌মিস্—২৪৲, ২২৲
সোহাগা (বিলাতী)—১১৷০
নিশাদল—১৮৷০
কর্পূর—১৫৪৲
কাবাব চিনি—৬২৲
ভুতিয়া—১৮৲
চন্দন—৭৬৲
মুসব্বর—২৯৲
হিঙ্গ—২৪৲
মাজুফল—৩৬৲
মুদ্রাশঙ্খ—২৩৷০
বংশ লোচন—১১৷৵০, ১২৷৶০
ফিটকারী—৫৷০
জিরা—৩০৲, ৩২৲
চিনাবাদাম—৬৸০, ৭৶, ৮৶০,
দারচিনি—১৩৷০,
লবঙ্গ—১৶০ সের
পোস্তদানা—১৩৸০,
পিপুল (বড়)—৭০৲, ৯৬৲
বাদাম—৩৯৲, ৪২৲
মনককা সুন্না—১৫৲, ১৬৲
রঞ্জন—১৷০
জায়ফল (বড়)—১৸/৬
ঐ (ছিল্কাদার)—৩২৲, ৪০৲
শুঁঠ (দেশী)—২০৷০
রাজ—১২৫৲
হিঙ্গুল—৩৮৲
সীসা—১১।০
জয়ত্রী—৫৲, ৫০
মিশ্রি ১নং—৯৷০, ১০৷০
তারপিন—৭৲, ২৪৲
পচা পাতা—২১৲
সিন্দুর (ভুষা)—৯৲, ১১৲
ঐ (অকৃসন)—২৫৷০
সোরা—৭৶০, ১০৷০
হরিতাল—৪৮৲
গুগগুল—১৪৲, ১৪৷০

রেলের সময় নির্দ্দেশ

(সকলগুলিই কলিকাতার সময়)

	কলিকাতা ছাড়ে	কলিকাতা পৌছে
ই: বি: রেল :—		
খুলনা	রাত্রি ৩-৫২ মিঃ	বেলা ১০-৩০ মিঃ
চট্টগ্রাম মেল	সকাল ৭টা	রাত্রি ৭-৫৪ মিঃ
খুলনা প্যাসেঞ্জার	সকাল ৯-৪০ মিঃ	সন্ধ্যা ৭-২ মিঃ
সান্তাহার	বেলা ১০-৩৪ মিঃ	ভোর ৫-২০ মিঃ
বরিশাল এক্সপ্রেস	বেলা ২-৩১ মিঃ	সন্ধ্যা ৭টা ৪২ মিঃ
যোগবাণী	বেলা ২ ৪৪ মিঃ	বিকাল ৩-৫ মিঃ
পার্ব্বতীপুর	বেলা ২-৫৪ মিঃ	
আসাম মেল	বেলা ৩-৫৬ মিঃ	বেলা ১২-১৫ মিঃ
গোয়ালন্দ	সন্ধ্যা ৬-৫৪ মিঃ	বেলা ১০-৪৯ মিঃ
ই, আই, রেল এক্সপ্রেস	সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ	সন্ধ্যা ৬-১৩ মিঃ
সিরাজগঞ্জ	রাত্রি ৮-১০ মিঃ	সকাল ৭-৪০ মিঃ
দার্জ্জিলিং মেল—	রাত্রি ৮-৩০ মিঃ	সকাল ৭-২৪ মিঃ
যোগবানী—	রাত্রি ৮-৩৮ মিঃ	সকাল ৭-১৪ মিঃ
নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস—	রাত্রি ৯-৯৫ মিঃ	সকাল ৬-৪০ মিঃ
খুলনা মেল—	রাত্রি ৯-৪৫ মিঃ	ভোর ৫-২০ মিঃ
ঢাকা মেল—	রাত্রি ১০-১০ মিঃ	ভোর ৫
শিলিগুড়ী—	রাত্রি ১০-১০ মিঃ	
বি, এন, রেল :—		
বোম্বাই মেল—	বিকাল ৪টা	সকাল ৭-৫৪ মিঃ
মাদ্রাজ মেল—	বিকাল ৫-১২ মিঃ	সকাল ১১-৪ মিঃ
পুরী এক্সপ্রেস	রাত্রি ৮-২৪ মিঃ	সকাল ৭-২০ মিঃ
পুরী পেসেঞ্জার—	বেলা ১১-২৪ মিঃ	ভোর ৫-২০ মিঃ
ঐ—	রাত্রি ১০ ৪৪ মিঃ	বিকাল ৩-৪ মিঃ
রাঁচী এক্সপ্রেস— (ভায়া টাটানগর)	রাত্রি ৯-২৫ মিঃ	সকাল সাড়ে ৬টা
গোমো প্যাসেঞ্জার—	রাত্রি ৯-৫৪ মিঃ	ভোর ৫-৪৭ মিঃ
ই, আই, রেল—		
বোম্বাই মেল	সন্ধ্যা ৭-৩৪ মিঃ	বেলা ১২-১৯ মিঃ
কালকা এক্সপ্রেস	রাত্রি ৮-৩০ মিঃ	সকাল ৭-৩০ মিঃ
দিল্লী এক্সপ্রেস	বেলা ২টা	রাত্রি ৮-৩৬ মিঃ
ঐ	বেলা ১১টা	সকাল ৮টা
ডেরাডুন এক্সপ্রেস	রাত্রি ৮টা	সকাল ৭টা
বারাণসী এক্সপ্রেস	রাত্রি ৮-১৫ মিঃ	সকাল ৬-৩৯ মিঃ
আগ্রা এক্সপ্রেস	সন্ধ্যা ৭-৪০ মিঃ	সকাল ৭-২০ মি

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

৮ম বর্ষ } ফাল্গুণ ১৩৩৫ { ১১শ সংখ্যা

সজিনার আত্ম কথা।

মহাতপা বিশ্বামিত্র যে দিন বিধাতার সহিত বিরোধ করিয়া তপবলে আমাকে সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন সেই দিন হইতেই আমি "কায়েন মনসা বাচা" মনুষ্য সমাজের সেবা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় অকৃতজ্ঞ মানুষ তোমরা আজও আমার যথার্থ কদর বুঝিতে পারিলে না। বুঝিবে কোথা হইতে? তোমরা যে রূপের মোহে অন্ধ হইয়া আছ। আমার রূপ নাই। তাই তোমরা আগে ভাগেই আমাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছ।

তোমরা আমার কদর বুঝিলে না, কাজেই বাধ্য হইয়া নিজেকেই নিজ গুণের ব্যাখ্যা করিতে হইল। কিন্তু ভাবিও না আমি নামের কাঙ্গালী। নাম জাহির করিবার জন্ত আমি লেখনী ধারণ করি নাই। তোমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া যে আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। তোমরা হাত পা থাকিতে ও পেটের অন্ন যোটাইতে পারিতেছ না—"হা অন্ন! হা অন্ন!" করিয়া ভারতের আকাশ বাতাস ক্রন্দনের সুরে ভরাইয়া তুলিতেছে—আমি কি আর স্থির থাকিতে পারি? তোমাদের সেবার জন্যই ঋষি-বর আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমি এরূপ নরাধম নহি যে প্রাণ থাকিতে আমার জন্মদাতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে দিব। আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। চিরদিন তোমরা আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছ; আমি বিনা প্রতিবাদে মুখ বুজিয়া সকল নির্য্যাতনই সহ্য করিয়া আসিয়াছি—কোনদিন মুখ ফুটিয়া বলি নাই—"ওগো আমার ও মূল্য আছে"। শুধুই যে সহ্য করিয়া আসিয়াছি তাহা

নহে লোকের ঝাঁটা লাথি খাইয়াও দরিদ্র নারায়ণের সেবা করিতে কখন অবহেলা করি নাই। তোমাদের মধ্যেও কেহ কেহ এ কথা স্বীকার করে। কেননা কোন কোন প্রাচীনাকে বলিতে শুনিয়াছি,

--"সজিনা শাক বলে
আমি সকল শাকের হেলা!
আমার খোঁজ পড়ে কেবল
দুঃসময়ের বেলা।"

সে যাহা হউক, বলিতেছিলাম এতদিন নীরবে সকল অবহেলাই সহ্য করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আর ত সহ্য করিলে চলিবে না। আজ লজ্জার মাথা খাইয়া নিজেকে প্রকাশ করিবার আবশ্যক হইয়াছে। সেবককেও সময় সময় মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে হয়। এমন কি প্রভুর কথা অগ্রাহ্য করাও সব সময় দোষাবহ নহে। হলদিঘাটের যুদ্ধের সময় রাণাপ্রতাপ যখন উন্মত্ত প্রায় হইয়া মোগল সৈন্যের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন,তখন ঝালারপতি মান্না যে প্রতাপের নিষেধ সত্ত্বেও বলপূর্ব্বক তাঁহাকে পিছাইয়া দিয়া নিজের মাথার উপর রাজ ছত্র ও নিশান উড়াইয়াছিলেন, তাহাতে কি দোষ হইয়াছিল? কৈ কেহই ত একথা বলে না?

আমি বুড়া হইয়া পড়িয়াছি। তোমরা ভাবিতেছ, কোন্ দ্বাপর যুগে যাহার জন্ম হইয়াছিল সে আমাদের কি কাজে লাগিবে? চিরদিন আমাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছ বলিয়াই তোমাদের মনে ও ধরণের ভাবনা স্থান পাইতেছে। এই বুড়া হাড়েরই দাম লাখ টাকা। তোমরা আমার মূল্য জান না—তোমরা আমাকে বিধিমত খাটাইয়া লইতে পার নাই, তাই তোমাদেরই উপকারার্থ নিজের উপযোগীতার কথা তোমাদিগকে জানাইবার জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে ও আমাকে আত্মকাহিনী লিখিতে হইতেছে।

তোমরা সকলেই ছেলে বেলা হইতে আমাকে সজিনা বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছে! কেহ কেহ 'সজনে' বলিয়াও ডাকে তোমরা হয়ত ধারণাই করিতে পারিবে না আমার অন্য নাম আছে। তোমাদের ঐ কেমন একটা বদ্ স্বভাব। যাহা তোমাদের জানা নাই, মনে কর, তাহা কখনই ঘটিতে পারে না। সে দিন "পুঁটির মা'কে কয়েকটী ছেলে মেয়ে বড়ই জ্বালাতন করিতেছিল। আহা! পুঁটির মার সহিত আমার বড়ই ভালবাসা। সে আমার গুণের আদর করে; আমার 'ফুল ছেঁচ্‌কী' এবং খাড়া চচ্চড়ী' সে অমৃত জ্ঞানে আহার করিয়া থাকে। তাহাকে গাল দিলে আমার মনে বড়ই কষ্ট হয়। আর গাল দিবারই বা কী—এমন কারণ হইয়াছিল? গ্রামের সকলেই না হয় চিরদিন তাহাকে 'পুঁটির মা' বলিয়া ডাকে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার কি অন্য নাম থাকিতে পারে না? যেই ছেলেরা শুনিল 'পুঁটির মার' আসল নাম গনেশ জননী অমনি তাহারা হাসিয়াই কুটি কুটি। বুড়ীকে অমন করিয়া ক্ষেপাইয়া তাহাদের লাভ?

আমি কিন্তু ক্ষেপিবার পাত্র নহি। আমার পোষাকি নাম "শোভাঞ্জন।" আমার আবার একটী সাহেবী ও একটী ডাক্তারী নাম আছে। ইংরাজী নাম "দি হর্স র‍্যাডিশ ট্রি"; ডাক্তারী নাম—"মোরিঙ্গো টেরিগোস্ পারমা।"

'নাজ্‌নার'সহিত তোমাদের অনেকেরই পরিচয় আছে, সে আমার যমজ ভ্রাতা। ফল পুষ্পে সারা বছর আমি তোমাদের সেবা করিতে পারি না—তাই আমি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে সে আসিয়া তোমাদের সেবা করে। যমজ ভাই দেখিতে ঠিক একরূপ, কেবল সেবার কাল ও ডাক নামের একটু প্রভেদ এই যা।

আমি তিন প্রকার। তোমরা ভাবিতেছ এ আবার কোন্ দেশী কথা ? কিন্তু এ তোমাদেরই দেশী কথা। পরমহংসদেব বলিতেন—"আমি" দুই প্রকার ; কাঁচা আমি ও পাকা আমি"। আমি না হয় বলিতেছি 'আমি তিন প্রকার ; যথা- শ্যাম আমি, শ্বেত আমি ও রক্ত আমি'। এই যে ভেদাভেদ ইহা বর্ণ ভেদ মাত্র।

আমার মোটা মুটি পরিচয় তোমরা সকলেই জান। আমার সাধারণ উপযোগীতার কথা ও তোমাদের অবিদিত নাই। আমার ফল, ফুল ও পত্র সকলই তোমাদের আহারীয় দ্রব্য। বুড়া বুড়ীরা ফুল ও পত্র খাইতে ভালবাসে। আমার ডাঁটা সকলেরই মুখরোচক। আমার ডাঁটা বা ফল যে শুধু রাঁধিয়াই খাওয়া হয় তাহা নহে, পাকা গৃহিনীগণ উহা দ্বারা উৎকৃষ্ট চাটনী প্রস্তুত করে। ঐ চাট্‌নীকে অনেক সময় 'খাড়া চচ্চড়ী' বলে। "খাড়া চচ্চড়ী" যে কিরূপ উপাদেয় চাটনী তাহা পল্লী গ্রামের ছেলে পুলে মাত্রেই বলিতে পারিবে। তাহারা অনেক সময় ঠাট্টা করিয়া উহাকে লাঠি চচ্চড়ী বলে। চুরি করিয়া লাঠি-চচ্চড়ী খাইতে গিয়া অনেক সময় তাহাদিগকে লাঠি পেটা খাইতে হইয়াছে। ঐ চাটনী প্রস্তুত করা আদৌ কঠিন নহে। প্রথমে কয়েকটী পাকা খাড়া বা ডাঁটা সংগ্রহ করিয়া ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া ফালা ফালা করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিতে হইবে। অনেকটা শুকাইয়া আসিলে উহাদের গায়ে যথেষ্ট পরিমাণ তেঁতুলের নোঁদ মাখাইয়া পুনর্ব্বার রৌদ্রে দিতে হয়। এইরূপ কয়েকবার করিতে হইবে। তৎপরে পরিমাণমত গুড় ও লঙ্কা এবং ইচ্ছা করিলে অন্যান্য মশলা মিশাইয়া হাঁড়ীর মধ্যে তুলিয়া রাখিতে হইবে। বলা বাহুল্য, হাঁড়ীটীকে মাঝে মাঝে রৌদ্রে দেওয়া আবশ্যক।

খাড়া চচ্চড়ী যে মুখরোচক চাটনী এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় চালান দিতে পারিলে খুবই বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা। তোমাদের মধ্যে ত বেকার সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে ; কেহই নাকি কাজ খুঁজিয়া পাইতেছ না—এই সামান্য কাজটা কর দেখি। ইহাতে মূলধনের বিশেষ প্রয়োজন নাই ; খুব বেশী পরিশ্রম ও করিতে হইবে না, লোক লস্কর রাখিতে হইবে না, এমন কি পল্লীর বাড়ী ঘর ছাড়িয়া সহরে আসিয়াও পড়িয়া থাকিতে হইবে না। তুমি একটু কষ্ট করিয়া খাড়া, গুড়, তেঁতুল ও লঙ্কা আনিয়া দিলে বাকী কাজ বাড়ীর মেয়েরাই করিয়া ফেলিতে পারিবে। পল্লীগ্রামে খাড়া ও তেঁতুলের দাম নাই বলিলেই চলে। কাজেই খরচের মধ্যে গুড় ও লঙ্কার দাম।

অবশ্য বিক্রয় করা সম্বন্ধে একটু গোলে পড়িতে পার। কিন্তু মাল কাটাইবার একটা খুব সহজ পন্থা তোমাদিগকে বাৎলাইয়া দিতেছি। নিজেরাই যদি বিক্রয় করিতে যাও তাহা হইলে খরচের মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে। কাজেই প্রথম হইতেই ও সব হাঙ্গামায় কাজ নাই। কলিকাতায় চাটনীর দোকানের অভাব নাই। এই সমস্ত দোকানীর সহিত বন্দবস্ত করিতে হইবে। নিজেরা মাল বিক্রয় করিতে পারিলে একটু চড়া দাম পাওয়া যায় বটে কিন্তু এ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে দোকানী দিগকে মাল বেচিয়া দেওয়া এই জন্য লাভ জনক যে ইহাতে ঝড়ি ও ঝুঁকির হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে।

যাহা হউক আমার গুণাগুণের কথা বলি। দোষে গুণে মানুষ। গুণ আছে অথচ দোষ নাই এমন কয়টী জিনিস দেখিতে পাওয়া যায় ? আমার ও দোষ আছে। সে সমস্ত দোষ গুণ পূর্ব্বকালের

ঋষিগণ পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়া গিয়াছেন। নিজের দোষ গুণের কথা নিজের ভাষায় না বলিয়া তাঁহাদের মতামতই যথাযথ উদ্ধার করিতেছি।

"শিগ্রু: কটু: কটুপাকে
তীক্ষ্ণোষ্ণো মধুরো লঘু: ।
দীপনো রেচনো রুক্ষ:
ক্ষারস্তিক্তো বিদাহকৃৎ ॥
সংগ্রাহী শুক্রলোহৃদ্য:
পিত্তরক্ত প্রকোপণ: ।
চক্ষুষ্য কফবাতঘ্নো
বিদ্র বিশ্বযথুক্রিমীন্ ॥"

এ সমস্তই শ্যাম আমি বা সাধারণ সজিনা ডাঁটার দোষ গুণ। রক্ত-সজিনা ও ঐ সকল গুণ বিশিষ্ট, অধিকন্তু উহা সারক ও অগ্নি প্রদীপক। আমার ফুল ও নির্গুণ নহে। ইহা ক্রিমি, কফ, বায়ু, প্লীহা ও গুল্ম নিবারক। রক্ত সজিনার ফুল চক্ষুর হিত কর। শ্বেত সজিনার ও ঐ সকল গুণ আছে, এতদ্ব্যতীত উহা দাহজনক এবং পিত্ত ও রক্ত দোষ নাশক।

তোমরা বল—নারিকেল অতি উপকারী বৃক্ষ; কেননা তাহার সকল অংশই তোমাদের কাজে লাগে। কিন্তু আমি তোমাদের নানারূপ কাজে লাগিলেও কিছুতেই তোমাদের মন পাই না। নারিকেলকে ছোট করিতেছি না। তাহার গুণের কথা আমার জানিতে বাকী নাই; সে ও আমি একই পিতার সন্তান; এমন কি আমরা উভয়ে একই দিনে জন্মলাভ করিয়াছি। কিন্তু একটী কথা তোমাদিগকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা সত্য করিয়া বল দেখি— "নারিকেল গাছকে বিধিমতে যত্ন না করিলে সে উপযুক্ত পরিমাণে ফল দেয় কি!" আমি ত জানি সে বড়ই আদুরে। কিন্তু তথাপি তোমরা তাহার গুণ-গানে পঞ্চমুখ। আর আমি অযত্ন-বন-সম্ভূত বলিয়া সহস্রের মধ্যে একজনও আমার নাম মুখে আনে না। আমাকে লালন পালন করিতে বিন্দু মাত্র কষ্ট নাই। আমার একটী ডাল কাটিয়া পুকুরের পাড়ে বা অন্য কোথাও পুতিয়া দিলেই কয়েকদিনে গাছ গজাইয়া যাইবে। তাহারপর আর কোন ঝঞ্ঝাট নাই। জীবনে আর একটী বারও উহার দিকে ফিরিয়া তাকাইবার আবশ্যক করিবে না। এত অনাদরের মধ্যে বাড়িয়া উঠি বলিয়াই কি বুঝিতে হইবে "আমার কোন মূল্য নাই?" কিম্বা তোমরা কোন কাজে লাগাইতে পার নাই বলিয়াই হয়ত ভাবিতেছে আমার মধ্যে কাজে লাগাইবার যোগ্যতার অভাব রহিয়াছে। ভুল, মহাভুল। তোমাদের দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ, তাই আমার ব্যবসায়গত মূল্য তোমাদের নিকট ধরা পড়ে না। আমি কি উপায়ে তোমাদের অর্থো-পার্জ্জনের পথ সুগম করিয়া দিতে পারি তাহা বলি শুন। :—

মূল :—

আমার মূলেরও মূল্য আছে। যাঁহারা টোট্‌কা ঔষধ পত্রের সন্ধান রাখেন তাঁহারই বলিতে পারিবেন "সজিনার মূলের ছাল বিষাক্ত প্রাণীর দংশন-জনিত জ্বালা ও ফুলা প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।" কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, সজিনার মূলের ছাল বিষাক্ত, উহা বাটিয়া দেহের যত্র তত্র লেপন করিলে পুড়িয়া যাইতে পারে।

ছাল :—

দেহের কোন স্থানে আঘাত লাগিয়া বেদনা হইলে সজিনার ছাল বাটিয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হইয়া যায়।

আঠা বা গঁদ :—

আমার আঠা বা গঁদের কেহ সুখ্যাতি করিবে না, তাহা আমি জানি। কেননা উহাতে চট্‌চটে ভাব নাই বলিলেই চলে। ইহা দেখিতে লাল, কাঁচা মাংসের মত। এই জন্য অনেক সময় ছেলেদের খেলা ঘরে হরিণ মাংস রূপে আমার আঠাকে বিরাজিত দেখিতে পাইবে। কিন্তু শুধু খেলাঘর নহে, ব্যবহারিক জগতেও ইহার স্থান আছে। আরবী গঁদের ভেজাল রূপে ইহা ব্যবহৃত হয়। এবং হিন্দুস্থানী রমণীরা লেপের খোল বা অনুরূপ দ্রব্যাদি রঙ্‌ করিবার সময়, রঙ্‌ যাহাতে স্থায়ী হয় এই জন্য রঙের সহিত সজিনার আঠা মিশাইয়া থাকে। কবিরাজ দিগের নিকট ও ইহার আদর আছে, কেননা তাঁহারা জানেন, সজিনার আঠা—শিরঃপীড়া ও বেদনা নাশক।

পাতা, ফুল, ও ফল :—

পাতা, ফুল, ও ফল আহারীয় রূপে ব্যবহৃত হয়। পাতা ও ফুলের ভেষজ্য গুণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ফল হইতে কিরূপে অতি সহজেই একটী লাভজনক ব্যবসায় গড়িয়া তোলা যায়, তাহাও বলিয়াছি, কাজেই পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আঁশ :—

আমার ছাল হইতে যে মোটা আঁশ পাওয়া যায় তাহা হইতে মোটা দড়ি প্রস্তুত হইতে পারে। এ কথা আজ আমি নূতন শুনাইতেছি না। বহু বৎসর পূর্ব্বে তোমাদেরই একজন, বাবু ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "Hand Book of Indian Products" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি আরও বলেন—এই আঁশ হইতে দড়ির মাদুর প্রস্তুত হইয়া থাকে। এবং ইহা কাগজ প্রস্তুতের উপাদান বলিয়া গণ্য।

বীচি :—

এতক্ষণে আসল কথায় আসিয়াছি। আমার বীচি যে কিরূপ মহামূল্য বস্তু তাহাই তোমাদিগকে বুঝাইতে চাই। আমার বীজের ভাল নাম শ্বেত মরীচ। এই শ্বেত মরীচ পিষিলে যে তৈল নিষ্কাষিত হয় তাহার একটী প্রকাণ্ড ব্যবসায় গড়িয়া তোলা যায়। ঐ তৈল একটু গাঢ় বটে কিন্তু উহা স্বচ্ছ, এবং বর্ণহীণ। নানা কার্য্যে ঐ তৈল ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রথমতঃ উহা নারিকেল তেলের ভেজাল রূপে ব্যবহার করা যায়। বিদেশ হইতে খনিজ তৈল আসিয়া বাজার ছাইয়া ফেলিল। সব তাতেই ভেজাল চলিতেছে। তোমরা যে নারিকেল তৈল ব্যবহার কর উহার মধ্যে নারিকেল তৈল কতটুকু? উহার অধিকাংশই ত White oil। ঐ সমস্ত বিদেশী বিষ কিনিবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় না করিয়া যদি সজিনার বীজোৎপন্ন তৈল ব্যবহার করিতে শিখিতে তাহা হইলে ধনে প্রাণে বাঁচিয়া যাইতে। সজিনার তৈলের আরও একটী কারণে খুবই আদর হইতে পারে। ঐ তৈল নির্গন্ধ বটে কিন্তু উহার প্রধাণ গুণ এই যে উহা সহজেই অপর গন্ধ গ্রহণ করে। কাজেই উহাকে সুগন্ধি তৈলের base রূপে ব্যবহার করা যায়। বাংলা দেশে আজকাল অনেকেই নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। স্বদেশে এই ধরণের যত শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত হয় ততই আনন্দের কথা। কিন্তু উহার সমস্ত উপকরণই যদি স্বদেশে প্রস্তুত করা যায় তাহা হইলে কি আরও ভাল হয় না? বিশেষতঃ প্রচুর পরিমাণে সজিনা তৈল প্রস্তুত করিতে পারিলে ইহা শুধু যে বাংলা দেশেরই অভাব মিটাইবে তাহা নহে, ঐ তেল বিদেশে রপ্তানী

করিয়া দেশের অর্থাগমের একটী প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে।

বাংলায় সজিনা গাছের অভাব নাই। উহার বীজ হইতে তৈল নিষ্কাসিত করা ও খুবই সহজ ব্যাপার। বীজ পাকিয়া গেলে উহাদিগকে ছাড়াইয়া সাধারণ ঘানিতে পিষিয়া লওয়া যায়। এই সহজ কাজটাও যদি তোমরা উদ্যমের অভাবে করিতে না পার, তাহা হইলে আর তোমরা বাঁচিবে কিরূপে?

বলিতে পার "তোমার কথায় বিশ্বাস কি?" আমি কালা আদমী - আমার কথায় তোমাদের বিশ্বাস না জন্মিবারই কথা। কিন্তু আহেল বিলাতী সাহেবের শ্রীমুখ নিসৃত হইলে আর ত তোমরা কথাটাকে হাসিয়া উড়াইতে পারিবে না? সেই "সাহেব লোগের সার্টিফিকেট ও আমি জোগাড় করিয়া রাখিয়াছি। কর্ণেল ওয়াট সাহেব বলিয়াছিলেন—"কেন যে ভারতবর্ষের লোকে সজিনার বীজ হইতে তৈল বাহির করে না তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। ইয়োরোপে ইহার প্রচুর কাটতি হইবার সম্ভাবনা।"

এইবার বিশ্বাস হইল ত? আর কেন, বেকার যুবক! হাত, পা মাথা থাকিতে অকর্ম্মণ্যের মত ঘরে বসিয়া পিতামাতার গলগ্রহ হইয়া থাকিও না। ওঠ! নূতন নূতন শিল্পের সৃষ্টি কর। মাথা খাটাইয়া নিজের এবং দেশের অর্থাগমের পথ পরিষ্কার করিয়া লও। এ পৃথিবীত দান সত্র নয় যে বিনা আয়াসে নিয়মিত সময়ে আহার্য্য পাইবে।

এ বড় কঠিন ঠাঁই,
পিতা পুত্রে ভেদ নাই।

এখানে সকলকেই চেষ্টা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, খুঁজিয়া পাতিয়া খুঁটিয়া খাইতে হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক কাহারও কাছে কোন সাহায্য না পাইয়া অর্থোপার্জ্জনের কত নূতন নূতন ফন্দি বাহির করিতেছে, আর তোমরা একটা ইঙ্গিত পাইয়াও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাক। ইহাতেও যদি তোমাদের অন্নাভাব না ঘটে, তবে কাহার ঘটিবে? কথা সত্য হউক, মিথ্যা হউক পরখ করিয়া দেখিতে দোষ কি? কথা মিথ্যা হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু সত্য হইলে হাজার হাজার টাকা রোজগার করিতে পারিবে। মনে রাখিও তুমি চক্ষু বুজিয়া থাকিলেও আর পাঁচজনে চিরকাল চক্ষু বুজিয়া থাকিবে না। আজ ইংরাজ বা মাড়োয়ারী যদি ঐ ব্যবসায়ে হাত দেয় তাহা হইলে তখন মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও উহাতে আর সুবিধা করিতে পারিবে না। তোমরা আমার হৃদয়ের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছ, তাই চুপি চুপি তোমাদিগকে এ সকল কথা বলিয়া দিলাম। এখন শোনা না শোনা তোমাদের ইচ্ছা।

বাংলার কুটির শিল্প

কুটীর শিল্প ভাল কি কলকারখানা ভাল এই নিয়ে তর্ক বেধেছে। কেউ কেউ বল্‌ছেন, জাতির উন্নতি কর্ত্তে হলেই মস্ত মস্ত কারখানা খুল্‌তে হবে কারখানাকে বাদ দিয়ে উন্নতি, সভ্যতা, এ সব কিছুই আস্‌তে পারে না। এমন কি তাঁদের মতে গৃহে গৃহে শিল্প দ্রব্য তৈরী করা আর জাতীয় শক্তির অপব্যবহার করা একই কথা। তাঁদের বিরুদ্ধবাদীদের মত আবার সম্পূর্ণ বিপরীত। এদের মতে কারখানা সভ্যতাটা সভ্যতাই নয়। চরম অসভ্যতার নিদর্শন মাত্র। কলকারখানা হল শয়তানের আস্তানা, বাহ্যতঃ আমাদিগকে উন্নতির পথে এগিয়ে নেয়ায় বটে কিন্তু সেই চাকচিক্যময় বাহ্যিক উন্নতি অবনতিরই অনুরূপ।

এই দুই দলের কারুর সঙ্গেই আমাদের মতের মিল নেই। আমরা গৃহশিল্পের পক্ষপাতী বটে,—কিন্তু কলকারখানার বিরোধী নহি। কারখানার অসুবিধাগুলা খুব বড় বড় সত্য কিন্তু তার সুবিধা-গুলাও ঠিক সেই অনুপাতেই বেশী। বিশেষতঃ সেই অসুবিধাগুলাও যে দূরপনের এমন কথা এ পর্য্যন্ত অবিসংবাদিত ভাবে প্রমাণিত হয় নি।

কিন্তু সে যাক্। কলকারখানা বা কুটীর শিল্পের বিরোধ ভঞ্জন কর্ত্তে আমরা বসিনি। কল-কারখানা যতদূর সম্ভব স্থাপিত হতে থাক্, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে কুটীর শিল্পের প্রসার করা দরকার এ সম্বন্ধে আর দ্বিমত নেই। কিন্তু—

তখনি একটা "কিন্তু" এসে উপস্থিত হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন আসে—

ছোট কুটীর শিল্প কি বিরাটাকার কারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে পার্ব্বে?

আপাতঃ দৃষ্টিতে তাই-ই মনে হয় বটে। কিন্তু সেদিন সমবায় কনফারেন্সে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একটী সুন্দর উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ঐ ধারণা কতদূর ভ্রান্ত। তিনি বলেন,—"এককালে সৃষ্টির আদিযুগে পৃথিবীতে সব অতিকায় জন্তুর আবির্ভাব হয়েছিল।···সেই সব ভয়ঙ্কর জন্তুর আধিপত্য থেকে, পৃথিবী যে কোন দিন মুক্ত হবে তা সেদিন সম্ভব বলে মনে হয় নি। অথচ এই অসম্ভবই সম্ভব করেছে মানুষ নামক এক ক্ষুদ্র জীব...তাদের সমবেত চেষ্টার বলে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে বিরাটাকার কলকার-খানার আড়ালে গৃহশিল্প লুকিয়ে যায় বটে কিন্তু একটু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ কল্লেই সেই লুকিয়ে থাকা আড়ালের জিনিষ স্বমূর্ত্তিতে চোখের সামনে হাজির হয়।

কলকারখানার লীলা-নিকেতন যে ইউরোপ সেই ইউরোপেও আজ গৃহশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়নি। অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জ্জির Foundations of Indian Economics পাঠে জানা যায় যে ইংলণ্ডে প্রায় দুলাখ সত্তর হাজার মজুর গৃহশিল্পে নিযুক্ত আছে। ফ্রান্সে গৃহশিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা

৫২০,০০০ এবং উহা কলকারখানায় নি-যুক্ত মজুরের সংখ্যার সঙ্গে সমান; জার্ম্মানীতে সর্ব্বসমেত ১৪৩ লা৭ লোক শিল্পজীবি। তার মধ্যে ৫৪ লক্ষ লোক গৃহশিল্পে নিযুক্ত। তাছাড়া ইটালী, সুইজারলণ্ড, বেলজিয়াম কোন দেশেই গৃহশিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।

কাজেই কলকারখানার উদ্ভব দেখে স্বাধীন প্রতিযোগীতায় গৃহশিল্প টিকে থাকতে পার্ব্বে না এই অমূলক সন্দেহের বশবর্ত্তী হয়ে হতাশ হয়ে পড়বার কোনই কারণ নেই।

যাহা হউক এখন আমাদের দেশে কোন্ কোন্ শিল্পের উন্নতি সাধন করা সম্ভব তাই দেখা যাক্। আমাদের দেশ অর্থে আমি শুধু বাংলা দেশের কথাই বল্‌ছি। গত ১৯২১ সালের সেন্সাস দৃষ্টে জানা যায় যে বাংলা দেশে নিম্নলিখিত সংখ্যক লোক বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত ছিল।

১। তাঁত এবং চরকা—৫২০৯০৯।

২। চাউল ও ময়দা প্রস্তুতকারক—২৮৩৯১৩

৩। মাখন, বীজ ও ঘি প্রস্তুতকারক—৫১৩২১

৪। চিনি প্রস্তুতকারক—২২৮৭।

৫। কাঠের মিস্ত্রি—৪২১৬০৪।

৬। পরিচ্ছদ ও জুতা নির্ম্মাতা—৩৬৩০৯৭।

৭। পিত্তল ও কাঁসার বাসন প্রস্তুতকারক—২০০,০০০।

৮। চর্ম্মশিল্প—৪০০০০।

৯। শঙ্খ শিল্প—১০০০০

আরও অসংখ্য রকম ছোট ছোট শিল্প আছে তবে তার মধ্যে ঐ কয়টাই প্রধান।

এখন কোন্ কোন্ শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং আশাপ্রদ? প্রথমেই তাঁতের কথা ধরা যাউক।

তাঁত :—২১ সালের সেন্সাস অনুসারে বাংলা দেশে ঐ বৎসর ২১৩৮৮৬খানা তাঁত চল্‌ছিল। তার মধ্যে শতকরা ২৪টা অর্থাৎ মোট ৫৩১৬৯টা মাত্র ফ্লাইসাটল্ Flyshuttle। এই সমস্ত তাঁতে যে পরিমাণ কাপড় উৎপন্ন হয় তার মূল্য প্রায় ছয়কোটী টাকা। অর্থাৎ ১৯২৬সালে যত টাকার বিদেশী বস্ত্র কলিকাতার বন্দরে আমদানী হয়েছিল তার এক চতুর্থাংশের কিছু কম। (২৭৪০০৩০৫০৲ টাকার শত করা ২৩ ভাগ)।

এইখানে তাঁতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটুখানি ইঙ্গিত ধর্ত্তে পারা চাই। সেন্সাস থেকে দেখা গেল বাংলাদেশে অধিকাংশস্থলেই সেই মান্ধাতার আমলের প্রাচীন পন্থা অনুযায়ীই তাঁত চালান হচ্চে। ফ্লাইসাটল্‌এর প্রচলন খুব কম; অথচ ফ্লাইসাটল্ তাঁতে শুধু যে অল্প সময়ে বেশী কাপড় বুনা যায় তা নয়, ঐ তাঁতে যে কাপড় উৎপন্ন হয়, তা গুণের দিক দিয়ে অপর সকল প্রকার কাপড় অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ।

আরও একটী লক্ষ্য কর্ব্বার বিষয় এই যে সাধারণতঃ খুব দামী কাপড়ই তাঁতে তৈরী হয়। তাঁতের কাপড় বড় লোকেরাই প'রে থাকে! গরীবেরা—এমন কি যারা তাঁতি নিজেরাই কাপড় বুন্‌ছে তারাও পয়সা দিয়ে সস্তাদরের বিদেশী কাপড়কিনে তাই ব্যবহার করে।

এই বস্ত্র শিল্পের নানা দিক দিয়ে উন্নতি করা সম্ভব এবং বর্ত্তমান কালই তার উপযুক্ত সময়। কেন না এখনস্বদেশী আন্দোলন ঐ কার্য্যে সহায়তা কর্ব্বে।

প্রথমতঃ প্রাচীন ধরণের তাঁতের পরিবর্ত্তে উন্নত ধরণের ফ্লাই সাটল্ তাঁতের প্রচলন করা বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয়তঃ আরও অধিক সংখ্যক লোক যাতে তাঁতির কার্য্য অবলম্বন করে সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত।

তৃতীয়তঃ তাঁতীরা যাতে অধিক পরিমাণে মূল্যবান কাপড় তৈরী করার লোভ পরিত্যাগ করে অল্প মূল্যের আট পৌরে কাপড়ই বেশী পরিমাণে তৈরী করে সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

এই উপায়ে হাজার হাজার লোক অন্নের সংস্থান কর্ত্তে পারে। যে কোটী কোটী টাকা বছর বছর আমাদের দেশ থেকে বিদেশী কাপড়ের মূল্য বাবদ বিদেশে চলে যাচ্ছে তাও এই উপায়ে রোধ করা সম্ভব।

তাঁতের প্রচলন হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁতি ছাড়া আরও অনেকের—অন্নের সংস্থান হবে। তাদের মধ্যে ছুতারের নামই উল্লেখ যোগ্য। কেননা তাঁত তৈরী কর্ত্তে বিশেষ কোন কল কারখানার প্রয়োজন হয় না—একজন সাধারণ ছুতার তার কুটীরে বসেই সে কাজ সম্পন্ন কর্ত্তে পারে।

কাংস শিল্প বা কাঁসারীর কাজ

বাংলার আর একটী শিল্প পিতল কাঁসারকাজ। এই শিল্পে ও যে নিতান্ত কম লোক নিযুক্ত নেই তা আমরা সেন্সাসের বিবরণ থেকেই দেখিয়েছি। বছর বছর কয়েক কোটী টাকার পিতল এবং কাঁসার বাসন বাংলার কাঁসারীরা প্রস্তুত করে। অবশ্য বর্ত্তমানে এই ব্যবসাটায় কিছু মন্দা পড়েছে। কেন না এনামেল এবং এলুমিনিয়ামের বাসন ক্রমে ক্রমে বাজার অধিকার কর্চ্ছে। তবে এলুমিনিয়ামের বাসন যতই প্রচলন হোক না কেন এলুমিনিয়াম কোন দিনই কাঁসাকে পরাস্ত কর্ত্তে পার্ব্বে না। কেননা বাঙ্গালী—বিশেষতঃ হিন্দুরা কাঁসাকে একটু বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখে থাকে। তাদের চক্ষে কাঁসার জিনিস অনেকটা পবিত্রতর। বিশেষতঃ বিবাহাদি কয়েকটা শুভ কার্য্যে কাঁসা এবং পিতলের বাসন অপরিহার্য্য অঙ্গ রূপে গণ্য হয়ে থাকে।

এনামেল বা এলুমিনিয়ামের বাসনের বহুল প্রচলনের প্রধান তম কারণ এই যে ঐ গুলার দাম অত্যন্ত সস্তা এবং পিতল কাঁসার ন্যায় ভঙ্গপ্রবণ বা ওজনে ভারী নহে। কিন্তু এর আরও একটা দিক আছে।

এনামেল বা এলুমিনিয়ামের বাসন সস্তা বটে। কিন্তু তেমন শক্ত নয়। বিশেষতঃ এনামেলপ্রভৃতির বাসন ভেঙ্গে গেলে আবর্জ্জনা বলেই গণ্য হয়, কেন না তার কোনই মূল্য নেই।

কিন্তু কাঁসার বাসন প্রথমে একটু বেশী মূল্য দিয়ে কিনতে হয় বটে কিন্তু সেই একখানা বাসনই পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে তিন চার পুরুষ ধরে ব্যবহার করা চলে। কাজেই আপাতঃ দৃষ্টিতে কাঁসার মূল্য এলুমিনিয়মের চেয়ে বেশী ব'লে বোধ হলেও, প্রকৃত পক্ষে দুইটা জিনিসের দামের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নেই ;

দ্বিতীয়তঃ পিত্তল বা কাঁসার বাসন ভেঙ্গে গেলে ও তার একটা মূল্য আছে—বাজারে নতুনের আধা দরেই সে গুলা বিক্রী হয়।

এই সমস্ত কারণে একটু অবস্থাপন্ন গৃহস্থ যারা তারা সকলেই আজ ও কাঁসা বা পিতলের বাসনই ব্যবহার করে থাকে। এমন কি তাদের কাছে এলুমিনিয়ামের বাসন ব্যবহার করাটা অনেকটা "খেলোমীর" লক্ষণ।

কাজেই এনামেল বা এলুমিনিয়ামের উদ্ভব দেখে কাঁসারীদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই।

পিতল বা কাঁসার বাসনের বেশী দাম হওয়ার প্রধান কারণ এই যে ঐ সমস্ত ধাতু থেকে বাসন কোসন তৈরি কর্ত্তে অনেক খরচ পড়ে। সম্প্রতি বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগ (Department of Industries, Bengal) বাংলায় পিত্তল এবং কাংস শিল্পের উন্নতি সাধন কর্ব্বার জন্তে এমন কয়ে

কটা শ্রম লাঘবকারী যন্ত্র (Labour saving machine) প্রচলন কর্ব্বার চেষ্টা কর্চ্চেন যা ব্যবহার কর্লে সহজে এবং সস্তায় বাসন কোসন তৈরী করা যাবে।

গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা কর্ত্তে থাকুন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকেরও এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।

আমাদের দেশে আজকাল 'সভা' 'সমিতি' প্রভৃতি অনেক প্রকারের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠ্ছে। কিন্তু সাধারণতঃ সে গুলি কয়েকটা সাধারণ সভার অধিবেশন করে এবং বছর বছর বার্ষিক বিবরনী প্রকাশ করেই সকল কর্ত্তব্যের সমাধান করে ফেলে।

এই সকল প্রতিষ্ঠান কিছু দিন বাক্ যুদ্ধে বিরত থেকে একটু আসল কাজে মনোনিবেশ কর্লে দেশের অনেক উপকার সাধিত হতে পারে।

আর পাঁচটা সভা সমিতির মত বাংলা দেশে একটা 'কংস বণিক' সভা আছে। কংস বণিক সমাজের জন্য এই সভা অনেক কিছুই করেছে এবং কর্চ্ছে। কিন্তু দেশ আরও অনেক কিছু এই নবীন প্রতিষ্ঠানের কাছে আশা করে। কংসবণিক সভা বা কংস বণিক সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি কাংস শিল্পের উন্নতি সাধনে সমর্থ হন তবেই তাঁদের স্বীয় সম্প্রদায়ের সেবা বা দেশ সেবা সার্থক হবে।

(পরবর্ত্তী মাসে সমাপ্য)

সুতার ছাঁটের ব্যবসায়

গত ফাল্গুণ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" সুতার ছাঁট বা Cotton waste শীর্ষক প্রবন্ধ বাহির হইবার পর ঢাকা হইতে জনৈক ভদ্রলোক প্রচুর পরিমাণে সুতার ছাঁট সরবরাহ করিতে পারেন বলিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি যে দাম চাহিয়াছিলেন আমরা সেই দামেই তাঁহার মাল কাটাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হই এবং ব্যাপারীদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে মাল পাঠাইবার জন্য পত্র লিখি। তিনি উত্তর দিলেন —"সাত দিনের মধ্যে কিছু পাঠাইতেছি।" কিন্তু সাত দিনের পরিবর্ত্তে পুনরায় একটী বৎসর ঘুরিয়া আসিল। সুতার ছাঁট আর কলিকাতায় আসিয়া পৌছিল না।

Cotton waste সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার সময় আমরা এই ধরণের আরও একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলাম এবং বার বার বলিয়া ছিলাম যে ইহাতে পত্র প্রেরকের কিছুই ক্ষতি হয় না বটে কিন্তু প্রকৃত ব্যবসায়েচ্ছু যাঁহারা তাঁহাদের বিশেষ ভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হইতে হয়।

পত্র প্রেরক প্রকৃতই মাল সরবরাহ করিতে সক্ষম কিনা, আমাদের পক্ষে তাহা বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। পত্রপ্রেরকের কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াই আমাদিগকে ব্যবসায়ীর সহিত চুক্তি করিতে হয়! কিন্তু পত্রপ্রেরকের চপলতায় যদি বার বার সেই চুক্তি ভঙ্গ করা যায় তাহা হইলে বাজারে আমাদের Credit নষ্ট হইয়া যায় এবং ভবিষ্যতে আমাদের পক্ষে কাহারও কোন মাল বিক্রয় করিয়া দেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমান যুগে ব্যবসায় করিতে গেলে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। ব্যবসায়কে অর্থোপার্জ্জনের স্বাধীন পথ বলা হয় বটে, কিন্তু এস্থলে স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নহে। "আমি যখন ইচ্ছা যেমন তেমন মাল পাঠাইব আর লোকে আগ্রহ সহকারে বেশী দাম দিয়া কিনিয়া লইবে"

—এমনটী আশা করা অন্যায়। যখন তখন যেমন মাল বিক্রয় হইতে পারে না এমন কথা আমরা বলিতে চাহি না, কেননা সব জিনিসেরই ক্রেতা আছে; কিন্তু ও ভাবে বিক্রয় করিতে গেলে খুব অল্প মূল্যেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এবং ব্যবসায়ে লাভ করা দূরের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকসান হইয়া যায়।

একথা ভুলিলে চলিবে না যে আজ কাল ক্রেতা অপেক্ষা বিক্রেতা দিগের মধ্যেই প্রতিযোগীতা অধিক। কাজেই বিক্রেতাকে ক্রেতার মন যোগাইয়া চলিতে হইবে। ক্রেতার সহিত পূর্ব্বাহ্নেই যে বন্দোবস্ত করা হইবে মাল ডেলিভারীর সময় তাহার কিছুমাত্র রদ বদল করিলে সে মাল গ্রহণ করিতে রাজী হইবে না। এই জন্য ব্যবসায়ীর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কথার ঠিক রাখা কথার ঠিক না থাকিলে বাজারে সুনাম প্রতিষ্ঠা করা যায় না এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সুনামের মূল্য যে মূলধন অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে সে কথা একাধিক বার বলা হইয়াছে।

আমাদের দেশে Cotton waste বস্তুতঃই একটী waste Product. পল্লীগ্রামে ইহার কিছুমাত্র উপযোগীতা নাই এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা আবর্জ্জনা বলিয়া বিবেচিত হয়। টাঙ্গাইল, শান্তিপুর, ঢাকা, ফরাসডাঙ্গা, যশোহর, খুলনা, কুমিল্লা, ফরিদপুর প্রভৃতি বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্র সমূহে রাশি রাশি সুতার ছাঁট প্রতিবৎসর নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অথচ যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া আনিলে কলিকাতায় ঐ গুলি ৫৲।৬৲ টাকা মন দরে বিক্রয় হইতে পারে। এমন কি খুব উৎকৃষ্ট ছাঁট সংগ্রহ করিতে পারিলে ৭৲।৮৲ টাকা মন দরে বিক্রয় করাও কষ্ট কর নহে।

সুতার ছাঁট সংগ্রহ করা খুব কঠিন এবং ব্যয় সাপেক্ষ কাজ বলিয়া মনে হয় না; এখন যাহারা ঐগুলিকে আবর্জ্জনা বলিয়া ফেলিয়া দেয় বা চুলার মুখে পুড়াইয়া ফেলে, কাল যদি কেহ নামমাত্র মূল্যে ও তাহা কিনিয়া লইতে রাজী হয়, তাহা হইলে তাহারা তাহা বিক্রয় করিতে তখনই সম্মত হইবে—ইহাই সম্ভব। একমন ছাঁট সংগ্রহ করিতে যদি দুইটাকা খরচ হয় এবং তাহা কলিকাতায় পাঠাইতে এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য খরচা বাদে যদি আরও এক টাকা খরচা পড়ে তাহা হইলেও কমপক্ষে মন করা দুইটাকা লাভ থাকিয়া যাইবে। একজন লোক মাসিক গড়ে ৫০/০ মন ছাঁট সংগ্রহ করিতে পারিলে সে মাসিক অন্ততঃ ৫০×২=১০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে, এমন কি ৫০/০ মনের পরিবর্ত্তে মাত্র ২৫/০ মন সংগ্রহ করিতে পারিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই; কেননা ২৫/০ মনের লাভ ২৫×২=৫০ টাকা। অবস্থা বিশেষে তাহাপেক্ষাও বেশীলাভ থাকিতে পারে।

এক্ষেত্রে কেবল নিকৃষ্ট ধরণের ছাঁটের কথাই বলা হইয়াছে। উৎকৃষ্ট ছাঁটে লাভ আরও বেশী। কেননা উহা ৬৲ ৭৲ বা ততোধিক দামে ও বিক্রয় হইতে পারে। এক মণ মাল সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতে যদি তিন টাকা (৩৲) খরচ হয় তাহা হইলে প্রতি মণে লাভ থাকিবে ৭৲—৩৲=৪৲ টাকা। অতএব ২৫/০ মনে লাভ ২৫×৪=১০০৲ টাকা এবং ৫০/০ মনে লাভ ৫০×৪=২০০৲ টাকা। খরচের মাত্রা মণকরা আরও এক টাকা বাড়িয়া গেলেও যথাক্রমে ৭৫৲ টাকা এবং ১৫০৲ টাকা লাভ থাকিবে। এই অন্ন সমস্যার দিনে ইহা নিতান্ত কথার কথা নহে।

ঢাকা, শান্তিপুর, পাবনা, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, যশোহর, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্রে

ক্ষেত্রে যদি দুই এক জন করিয়া উৎসাহী ব্যবসায়েচ্ছু বাঙালী যুবক তাঁতীদের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সূতার ছাঁট সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের আর অন্নের জন্য হাহাকার করিয়া আফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। যাঁহারা সরাসরি কলিকাতায় আসিয়া বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে পারেন ভালই, এমন কি যাঁহারা কলিকাতার বাজারের সংবাদ রাখেন না বা যাঁহাদের কলিকাতায় আসিবার সুবিধা নাই তাঁহারা আমাদের নিকট মাল পাঠাইয়া দিলে আমরা তাঁহাদের হইয়া সমস্ত মালই বেচিয়া দিতে রাজী আছি।

সরাসরি কলিকাতায় আসিয়া মাল বিক্রয় করিবার পক্ষে দুই একটু অসুবিধা আছে।

(১) প্রথমতঃ কলিকাতায় সূতার ছাঁটের প্রধান খরিদদার যাঁহারা তাঁহারা ২০।২৫ মণ করিয়া খুচরা মাল ক্রয় করেন না। একেবারে ২০০।৫০০ বা ১০০০ মণ মালের Contract করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামের সাধারণ ব্যবসায়ীর পক্ষে ওরূপ প্রচুর পরিমাণে মাল সংগ্রহ করা অসম্ভব।

(২) দ্বিতীয় সুদূর পল্লীগ্রামের সকলেই কলিকাতার সহিত অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত নহেন।

কলিকাতার কোন্ খানে কোন্ জিনিসটী কখন বিক্রয় হয় তাহা সকলের জানা নাই।

(৩) তৃতীয়তঃ দালালের ফারফতে মাল বিক্রয় করিলে যেরূপ দাম পাওয়া যাইবে, একজন সাধারণ লোক কখনই সেরূপ দামে মাল বিক্রয় করিতে পারিবে না। মাল কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলে গুদাম জাত করিয়া রাখিবার উপায় নাই। কাজেই তখন ক্রেতা যে দাম বলিবে সেই দামেই মাল ছাড়িয়া দিতে হইবে।

(৪) কলিকাতায় সকলের থাকিবার স্থান নাই। কলিকাতায় যাতায়াতে অনাবশ্যক খরচা হইবে।

উল্লিখিত চারিটী বিষয়ে যাঁহাদের অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না কিম্বা যাঁহারা ঐ অসুবিধা অগ্রাহ্য করিতে রাজী আছেন তাঁহাদের পক্ষে সরাসরি কলিকাতায় আসিয়া মাল বিক্রয় করিতে কিছুমাত্র বাধা নাই।

যাঁহারা কলিকাতায় আসিতে অপারগ বা অনিচ্ছুক বলিয়া আমাদের হাত দিয়া মাল বেচাইতে চাহেন তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই দুই-চারিটী কথা বলিয়া রাখিতে চাই।

(১) প্রথম কথা শুধু uncoloured বা সাদা সূতার ছাঁটেরই বাজারে চাহিদা আছে। রঙ্গীন সূতার ছাট সহজে বিক্রয় হয় না। সাদা সূতার সহিত লাল, নীল বা অন্য কোন প্রকার রঙ্গীন ছাট সামান্য পরিমাণেও মিশ্রিত থাকিলে দাম অনেক কম হইয়া যায়। এমন কি কেহ কেহ মাল বাতিল করিয়াও দেয়। অর্থাৎ বাজারে যদি মালের টান না থাকে তবে এই অজুহাতে গ্রাহকেরা দাম অনেক কমাইয়া দিতে চেষ্টা করে এবং বাতিল করারও ভয় দেখায়; এই জন্য মাল পাঠাইবার সময় সাদা সূতার মধ্যে যে অল্প রঙ্গীন সূতায় ভাঁজ থাকে তাহা বাছিয়া কেবল সাদা সূতার ছাট পাঠাইবেন।

(২) প্রথমে দর দস্তুর করিবার জন্য যে নমুনা বা Sample পাঠান হইবে, প্রেরিত মাল ঠিক তাহার অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিছু তফাৎ হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু ১৫।২০ বা সিকি পরিমাণ হইলে

দাম কম দিবে একথা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া মাল পাঠাইবেন।

এখানে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যে আমরা স্বয়ং ক্রেতা নহি এবং মাল আমরা ঘরে রাখিয়া দিব না। অপরে কিনিবে আমরা সেই ক্রেতা সংগ্রহ করিয়া দিব। কাজেই ক্রেতার মর্জ্জির উপর বেশীর ভাগ নির্ভর করিতে হয়। এ ক্ষেত্রে মাল যদি নমুনা মত ঠিক ঠিক পাঠান হয় তাহা হইলে ক্রেতা পূর্ব্বের বন্দোবস্ত মত তাহা কিনিয়া লইতে বাধ্য থাকে। কিন্তু মালের মধ্যে গলদ বাহির হইলে ক্রেতা সেই মাল একেবারে বাতিল করিয়া দিতে পারে অথবা যে দামে মাল কেনায় চুক্তি হইয়াছিল তাহাপেক্ষা দাম আরও কমাইয়া দিলে নিতে পারে। নমুনার মাল একরূপ দেখাইয়া নীরেশ মাল পাঠাইয়া দিলে এইরূপ বিপদ হইতে পারে এবং সে সম্বন্ধে বিক্রেতার সতর্ক থাকার দরকার।

আর এক কথা, যে বা যাহারা এই সব মাল কেনে তাহারা নিজের ঘরে ফেলিয়া রাখার জন্য কেনে না। তাহাকেও আবার অপরের নিকট এই মাল বেচিতে হয় অথবা মিল বা জাহাজাদিতে সরবরাহ করিতে হয়। কিন্তু মিল বা জাহাজের মালিক মালের ইতর বিশেষ হইলে কিছুতেই তাহা লইতে চাহে না, কাজেই এ ক্ষেত্রে কলিকাতার ক্রেতাদেরও কোনও দোষ বা হাত নাই।

এ কথা কেবল যে সুতার ছাঁটের বেলাই প্রযোজ্য তাহা নহে। সমস্ত ব্যবসায়ক্ষেত্রেই এই একই নিয়ম চলিতেছে। ব্যবসায়ীরা বিক্রয় মালের যে নমুনা পাঠান, আমরা তাহা দুই ভাগ করিয়া একভাগ নিজেদের নিকট এবং একভাগ ক্রেতার নিকট রাখিয়া দিয়া থাকি। উভয়পক্ষের সম্মুখেই উহা প্যাক করিয়া তাহার উপর উভয়ের Seal বা নামের মোহর মারিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে Seal Sample করা বলে। মাল ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলে উভয়ের সমক্ষে সেই নমুনার সহিত মাল মিলাইয়া দেখিয়া যদি নমুনার মত মাল হয় তবে তখনই তাহারা পেমেণ্ট করিয়া দেয়,কিন্তু মিল না হইলে তাহারা মাল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারে।

যাহারা সুতার ছাঁট সংগ্রহ করিবেন, তাঁহাদের এই সকল কথা বোঝা এবং স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

৩। তৃতীয়তঃ দুই একমণ মাল সরবরাহ করিয়া কোনই লাভ নাই। উহাতে খরচা বেশী পড়িবে এবং বিক্রয় করিবার অসুবিধা হইবে।

নিতান্ত কমপক্ষে ১০ বা ১৫ মণ মাল পাঠান আবশ্যক, ১০০ বা ২০০ মণ হইলেই ভাল হয়। কম মাল পাঠাইতে নিষেধ করিতেছি, কিন্তু বেশী যত ইচ্ছা পাঠাইতে পারেন। কারণ আমরা তাহা বিক্রয় করিয়া দিতে পারি।

৪। চতুর্থতঃ মাল প্রেরণ করিবার সময় মালের পরিমাণ—ও পাঠাইবার সময় সম্বন্ধে কথার ঠিক রাখিতে হইবে। ৫০/ মণ সরবরাহ করিতে পারি বলিয়া ৫/ মণ পাঠাইলে বা ৭ই তারিখে পাঠাইব বলিয়া ৩০শে তারিখে পাঠাইলে কথার কোন মূল্য থাকে না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি কলিকাতার ব্যবসায়ীরা নিজেরাই সুতার ছাটের ব্যবহারকারী বা consumer নহে। তাহারা দশজনের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া এক জনের নিকট বিক্রয় করে। হয়ত তাহারা খুব বড় একটা contract লইয়াছে কিম্বা অতি শীঘ্র লইবে বলিয়া চারিদিক হইতে মাল সংগ্রহ করিতেছে। তাহাদিগকে দিনের দিন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মাল সরবরাহ করিতেই হইবে, অন্যথায় তাহাদের হাজার হাজার টাকা লোকসান যাইবার

সম্ভাবনা। এ ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মাল সরবরাহ না করিলে তাহাদের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। রেলের গোলমালে না হয় দুই চারিদিন দেরী হইল; বড় জোর ১০।১২ দিন তাহারা অপেক্ষা করিতে পারে; বাজারে বিক্রেতার অভাব নাই। ১০।১২ দিন অপেক্ষা করিয়া তাহারা অপরের নিকট হইতে মাল খরিদ করিয়া লইবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মাল সরবরাহ করিবার দিকে বেশী করিয়া ঝোঁক দিতেছি এই জন্য যে আমাদের নিজেদের কোন গুদাম নাই এবং কলিকাতার মধ্যে সূতার ছাঁটের ন্যায় সহজ দাহ্য পদার্থের গুদাম করাও অসম্ভব। কলিকাতার কর্পোরেশনের অধীনস্থ স্থানে ঐ সমস্ত জিনিসের গুদাম করিতে গেলে special licence লইতে হয়। এই জন্য অনেক সময় contractors দিগেরও গুদাম থাকে না, তাহারা মাল পাঠাইবামাত্র ষ্টেশন হইতেই গন্তব্যস্থানে পাঠাইয়া দেয়।

আমাদের যদি গুদাম থাকিত তাহা হইলে আমরা মাল পরে পৌছিলেও রাখিয়া দিতে পারিতাম এবং সময় মত অপরের নিকট বিক্রয় করিয়া দেওয়া অসম্ভব হইত না। কিন্তু গুদাম নাই বলিয়াই বিশেষ করিয়া বলিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করিতেছি।

আমাদের দেশের লোকে সাধারণতঃ অর্ডার গ্রহণ করিয়া পরে মাল সংগ্রহে মনোনিবেশ করে। ইহা ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। কেননা অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করিয়া অর্ডার গ্রহণ করিলে কখনই অর্ডার মাফিক মাল সরবরাহ করা যায় না। ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্য—অগ্রে মাল সংগ্রহ করিয়া পরে অর্ডার গ্রহণ করা।

বিক্রয় করিয়া দিবার ভার যখন আমরা সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করিতেছি তখন অর্ডার পাইবার পূর্ব্বে মাল সংগ্রহ করিতে কিছুমাত্র ঝুঁকি দেখি না।

পল্লীগ্রামে সূতার ছাঁট রাখিতে হইলে লাইসেন্স লইবার আবশ্যক করে না। কাজেই ২৫ বা ৫০ মণ সূতার ছাঁট সংগৃহীত হইলে আমাদিগকে নমুনা পাঠাইবেন এবং আমরা অর্ডার দিবামাত্র মাল পাঠাইয়া দিবেন। ইহাই প্রকৃত ব্যবসায়।

৫। সাধারণতঃ এক মণ সূতার ছাঁটের F. O. R. কলিকাতার দর ৫৲ টাকা। ভাল ছাঁট হইলে ৬৲ টাকা ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত দাম উঠিতে পারে।

৬। মাল ঠিকমত পাঠান হইলে ডেলিভারী মাত্র সমস্ত দাম চুকাইয়া দেওয়া হইবে। দুই চার চালান উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী কাজ করিতে পারিলে অন্যান্য বিষয়ে বিশেষতঃ পেমেণ্ট সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে পারে যে দস্তুরমত ব্যবসায় সম্বন্ধ জন্মিবার পর মাল রেলে চাপাইয়া রেলওয়ে রসিদখানি আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিলে আমরা শুধু সেই রসিদ দৃষ্টেই শতকরা ৫০৲।৬০৲ টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দিব। পরে মাল পৌছিলে বাকী টাকা দেওয়া হইবে।

৭। আমাদিগকে শতকরা ১৲ টাকা দালালী দিতে হইবে।

যাঁহারা ঐ সমস্ত সর্ত্ত মানিয়া মাল পাঠাইতে পারিবেন তাঁহাদিগের সমস্ত মালই আমরা কাটাইয়া দিতে রাজি আছি।
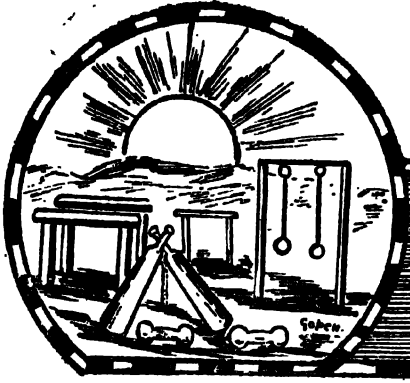
ভারতীয় গাছ গাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুত।

পূর্ব্বে আমাদের দেশের অনেকেই এমন অনেক টোট্‌কা ঔষধ জানিতেন যাহা এক একটী রোগে মন্ত্রশক্তিবৎ কার্য্য করিত। ঐ সকল টোট্‌কা ঔষধ আর কিছুই নহে অতি সাধারণ গাছ গাছড়া মাত্র। আজকাল কিন্তু ঐ ধরণের টোট্‌কা ঔষধ একেবারে লোপ পাইয়াছে বলিলেও চলে। পূর্ব্বে সাধারণতঃ বৃদ্ধাদেরই ঐ জ্ঞান একচেটিয়া ছিল। আজও কোন কোন প্রাচীনা দুই চারিটী অব্যর্থ টোটকা ঔষধের সন্ধান দিতে পারেন।

টোট্‌কা ঔষধ লোপ পাইবার একমাত্র কারণ হইতেছে যাঁহারা ঐ সকল ঔষধের সন্ধান জানিতেন তাঁহারা প্রাণান্তে ও কাহার ও নিকট উহার নাম প্রকাশ করিতেন না। উহা ছিল তাঁহাদের গুপ্ত বিদ্যা। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহারা একজনকে শিখাইয়া যাইতেন বটে, কিন্তু মৃত্যু কবে হইবে তাহা জানা না থাকায়, অনেক সময় উহা শিখাইয়া দিবার আর অবসর মিলিত না। এইরূপে গুপ্ত বিদ্যা প্রকাশ করা হইত না তাহা বলিতে পারি না, তবে সম্ভবতঃ নিজের প্রতিষ্ঠা হারাইবার ভয়ই উহার অন্যতম কারণ। আরও একটী কারণ থাকিতে পারে তাহা এই যে টোট্‌কা ঔষধ প্রায়ই খুব সাধারণ লতা পাতার শিকড় বা ডাঁটা মাত্র। উহা আনাচে কানাচে অজস্র ভাবে জন্মিয়া থাকে। এক্ষেত্রে উহাদের রোগ নিবারণী শক্তি সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ জন্মিতে পারে এবং ঔষধের উপর ততটা শ্রদ্ধা না হইতে পারে।

যাহা হউক অতীত যুগের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগ প্রকাশের যুগ—গোপনের

নহে। বৃদ্ধ বৃদ্ধার ঝুলি ঝাড়িয়া ধনরত্ন যাহা কিছু আছে তাহা আবার বাহির করিয়া মাজিয়া ঘসিয়া উহাদিগকে পুনরায় পরিষ্কার করা হইতেছে।

ভারতীয় গাছ গাছড়া হইতে আজ কাল অনেক ঔষধই প্রস্তুত হয়। অনেকগুলি ভারতীয় কারখানা এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং, ডাঃ বসুর ল্যাবোরেটরী, বেঙ্গল কেমিক্যাল, প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। ইহাদের ঔষধ সর্ব্বত্রই আদৃত হইতেছে। Calcutta School of Tropical midicine এর রসায়ণ বিভাগ এই বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা ও পরীক্ষা কার্য্য চালাইতেছেন। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত অনেক গুলি আয়ুর্ব্বেদীয় গাছ গাছড়া লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন এবং আনন্দের বিষয় কয়েকটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার মধ্যে হাঁপানি, কৃমি, ও আমাশয়ের ঔষধই উল্লেখ যোগ্য।

চিকিৎসা শাস্ত্রের দিক হইতে এই সকল পরীক্ষার মূল্য যতখানি, ব্যবসায়ের দিক হইতে ইহার মূল্য তাহা অপেক্ষা বিন্দুমাত্র কম নহে। একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারিলে তাহা পেটেণ্ট করিয়া একজন লোক লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। ফল কথা কালমেঘ অশ্বগন্ধা প্রভৃতির নির্য্যাস হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া কয়েকটী ভারতীয় কোম্পানী প্রচুর লাভ করিতেছেন। ইহারা School of tropical medicime এর নিকট হইতে ঔষধ প্রস্তুত করা সম্বন্ধে যথেষ্ট উপদেশ ও সাহায্য পাইয়া থাকেন।

উক্ত স্কুল বর্ত্তমানে 'কুর্চী' গাছ লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন; ইতিপূর্ব্বে ইঁহারা 'বাকস' সোমরাজ, 'বেরেলা' প্রভৃতি গাছ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

চিনির গুণ।

চিনির মধ্যে দেহপুষ্টি সাধনের যে কত উপাদান আছে তাহা আমরা অনেকেই জানি না। ডাঃ রাস বলেন যে অল্প পরিমাণ চিনির মধ্যে যতটা পুষ্টিকর পদার্থ পাওয়া যায়, ঐ পরিমাণ পুষ্টিকর পদার্থ অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। St Domingo সহরে যখন শস্যের আমদানী ও চিনির রপ্তানী বন্ধ হইয়াছিল তখন সেখানকার সমস্ত ঘোড়া, গরু, ও অন্যান্য পশুদিগকে কেবল চিনি খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছিল। West Indies এ আকের চাসের সময় সেখানকার লোকেরা মোটা হয় এবং তাহাদের চেহারা কান্তিযুক্ত হয়। যে সকল পশুকে আকের গোড়া খাও-

মান হয় তাহাদের শরীর বেশ পুষ্ট এবং চামড়া চকচকে হয়। সেখানকার নিগ্রোরা প্রচুর পরিমাণে আকের রস খাইয়া সুস্থ ও মোটা হয়।

সারজর্জ্জ ষ্টান্‌টন্ বলেন যে চীনদেশে অনেক কৃতদাস ও অলস প্রকৃতির লোক আকের ক্ষেত্রের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া শুধু আকের রসপান করিয়া অনেক দিন জীবিত থাকে। চীনের সম্রাটের আদেশ এই যে তাহার শরীর রক্ষকগণ প্রতিদিন কিছু চিনি খাইবে। তাহা হইলে তাহারা মোটা ও তাহাদের চেহারা ভারিক্কি গোছের হইবে। চিনি ও চাল সে দেশের লোকের সাধারণ খাদ্য এবং প্রত্যেক গৃহ পালিত পশুকেই চিনি খাওয়াইয়া রাখা হয়। যে সব দেশের লোকেরা প্রচুর পরিমাণে চিনি খায়, তাহাদের মধ্যে প্লেগ, বিষাক্ত জ্বর ও বুকের অসুখ দেখা যায় না।

বিখ্যাত ডাঃ ফ্রাঙ্কলিন পাথুরির যন্ত্রণা কমাইবার জন্য তাঁহার রোগীদিগকে প্রত্যহ রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে চিনির রস খাইতে দিতেন। ডাট্রোন নামক একজন ফরাসী লেখক চিনির উপকারীতার কথা এক উচ্ছাসপূর্ণ কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে এক চিনি খাইলেই আমরা সব দেশের সব ঋতুর ফল পাইবার উপকারিতা ভোগ করিতে পারি। মন্দ জল বায়ু ও মন্দ ঋতুর প্রকোপ হইতে চিনি আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। চিনি যে শুধু শিশুর দেহে শক্তি সঞ্চার করে তাহা নহে, ইহা দ্বারা রোগজীর্ণ দেহ বল পায় এবং জরাগ্রস্ত দেহে নব তেজের সঞ্চার হয়। তিনি ডাক্তারকে ঔষধের মধ্যে চিনি মিশ্রিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং যন্ত্রণাদায়ক পুলটিসের পরিবর্ত্তে চিনির পুলটীস্ ব্যবহার করিতে অস্ত্রচিকিৎসকদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন।

যাঁহারা বলেন যে বেশী চিনি খাইলে দাঁত নষ্ট হয় তাঁহাদিগকে একবার আকের ক্ষেতগুলি দেখিতে বলি। সেখানে যাহারা আকের চাস করে তাহারা সর্ব্বদাই আক চিবায় বলিয়া তাহাদের দাঁত যেমন শুভ্র তেমনি শক্ত। তাহাদের দাঁতগুলির সৌন্দর্য্য দেখিলেই এই ভ্রম দূর হইবে।

ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

এতদিন ম্যালেরিয়ার সহিত যুদ্ধ করিবার একমাত্র হাতীয়ার ছিল "কুইনিন"। কিন্তু সম্প্রতি জার্ম্মানীতে ইহা অপেক্ষাও শাণিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহার নাম "প্লাস্‌মো কুইন"। আশা করা যায়, এই অস্ত্রের সাহায্যে অচিরেই ম্যালেরিয়া রাক্ষসীকে সবংশে ধ্বংস করা যাইবে।

ম্যালেরিয়ার খোরাক বড় অল্প নহে। ঐ রাক্ষসীর ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার নিমিত্ত এক ভারতবর্ষেরই প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর প্রাণ হারাইতেছে। "প্লাস্‌মো কুইন" যদি এই সমস্ত প্রাণ রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে জগতের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে।

কুইনিন এতকাল ম্যালেরিয়ার একমাত্র প্রতিষেধক বলিয়া গণ্য হইয়া আসিলেও ইহা ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ নহে। কেননা তাহা হইলে কুইনিন আবিষ্কৃত হইবার পর তিনশতাব্দী পরে আজ পৃথিবীতে ম্যালেরিয়ার চিহ্ন পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। বড় কম দিন নয় ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পেরুর শাসন কর্ত্তার স্ত্রী প্রথম কুইনিন গাছের ছালে জ্বরনিবারণী শক্তির সন্ধান পান। সেই হইতে কুইনিনের প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু এতদিনেও যখন ম্যালেরিয়া সমূলে ধ্বংস হইল না তখন বুঝিতে হইবে কুইনিন ম্যালেরিয়ার জড় মারিতে অক্ষম।

আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই খুব কঠিন ধরণের ম্যালেরিয়া কুইনিনের দ্বারা সারান যায় না; আবার সাধারণ ম্যালেরিয়া কুইনিন গ্রহণে সারিয়া গেলেও অনেক সময় উহার পুনরাবির্ভাব হয়। ইহার কারণ কি?

চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ম্যালেরিয়ার বীজাণুগুলি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম Sehigonts, ইহারা রক্ত কোষের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে, ফলে সমান সময় অন্তর কম্প দিয়া জ্বর আসে; এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম Gametas বা Creseentas, ইহারাই ম্যালেরিয়ার মূল এবং সহজে ধ্বংস হইতে চায় না।

কুইনিন প্রথমোক্ত বীজাণুগুলিকে ধ্বংস করিতে পারে; কিন্তু শেষোক্ত বীজাণু ধ্বংস করিবার শক্তি তাহার নাই। ফলে কুইনিন খাইবামাত্র উপকার দর্শে বটে কিন্তু মূল ধ্বংস না হওয়ায় কিছুদিন পরে আবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইতে হয়। জার্ম্মানী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত "প্লাস্‌মো কুইন" কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার বীজাণু ধ্বংস করিতে সক্ষম।

প্লাস্‌মোকুইনের আরও একটী গুণ আছে। কুইনিন অতিরিক্ত তিক্ত বলিয়া ইহা গলাধঃকরণ করা রোগীর পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠে। প্লাস্‌মো কুইনের কোনই স্বাদ নাই। কাজেই ইহা খাইতে কাহারও কষ্ট বোধ হয় না।

এই অত্যল্পকাল মধ্যেই পাশ্চাত্য জগতে প্লাস্‌মো কুইনের বহুল প্রচলন হইয়াছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ পঞ্চমুখে ইহার প্রশংসা করিতেছেন। এতদ্দেশীয় চিকিৎসকগণ ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধকরূপে কুইনিনের সহিত প্লাস্‌মোকুইন ব্যবহার করিয়া দেখিলে অধিকতর ফল পাইবেন বলিয়া আশা করা যায়। কুইনিন Schigonts নামক জীবাণু গুলিকে ধ্বংস করিবে এবং প্লাস্‌মোকুইন Creseentas নামক জীবাণু গুলিকে নষ্ট করিয়া রোগের মূল উৎপাটন করিয়া ফেলিবে।

বিনামূল্যে চিকিৎসা

আমাদের দেশে নামমাত্র মূল্যে বা বিনামূল্যে কিরূপ সুন্দর চিকিৎসা হইতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আজকাল লোকের আয় কম, অথচ চিকিৎসা করান বিশেষ ব্যয় সাধ্য। বহুক্ষেত্রে অর্থাভাবেই অকালে অচিকিৎসায় বহু লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে। অথচ আমাদের বাড়ীর আশে পাশে আনাচে কানাচে এমন কত শত গাছ গাছড়া রহিয়াছে যাহার দ্বারা বহু উৎকট উৎকট রোগী বিনামূল্যে আরাম হইতে পারে। এমন এক সময় ছিল যে সময় সকল সংসারের গৃহিনীরা পর্য্যন্ত গাছ গাছড়ার গুণাগুণ অবগত ছিলেন, যাহারা অনেক সময় বড় বড় রোগ ভাল করিতেন। তখন সহজ সাধ্য চিকিৎসায় রোগ আরাম হইত সে জন্য এখনকার মত বিনা চিকিৎসায় মরিতে হইত না বা ঘটা করিয়া চিকিৎসার আড়ম্বর করিতে হইত না। আজ এমন একটী গাছের পরিচয় দিব যাহার দ্বারা—বহুবিধ রোগ আরোগ্য হইতে পারে। সে গাছটির নাম হইতেছে—

অনন্ত মূল

ইহা বাঙলা দেশে এবং পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড়ে জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহাকে সংস্কৃতে সারিয়া, হিন্দীতে কালিসর বা সাল্‌সা বলে। ইহা এক প্রকার লতা। ইহার মূল আয়ুর্ব্বেদের একটি সুন্দর ঔষধ।

আমি অনন্তমূল বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াছি; তাহা ছাড়া বহুদিন দাতব্য চিকিৎসালয়ের রোগী দেখিয়া পাচন, মুষ্টিযোগ এবং বহু গাছ গাছড়া পরীক্ষা করিবার সুযোগও পাইয়াছি। শাস্ত্রীয় ঔষধের সহিত প্রায় প্রতি রোগীকেই সুযোগ পাইলেই আমি পাচন বা কোন একটি গাছের ক্কাথ সেবন করিতে দিয়া থাকি। অনন্ত মূল সেবন করাইয়া যে সকল রোগে আমি বিশেষ ফল পাইতে দেখিয়াছি, তাহাই নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

রক্ত-পরিষ্কারক—সালসা

ইহা একটি সুন্দর রক্তপরিষ্কারক সালসা। সকল প্রকার চর্ম্মরোগে এবং পারা কিম্বা গরমী ঘটিত দূষিত রোগে অনন্তমূল মহৌষধ বলিলেই হয়। রক্ত পরিষ্কার করিতে ইহার ক্ষমতা অসীম। দুইতোলা অনন্ত মূল আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার চর্ম্ম রোগ, পারা, এবং গরমি ঘটিত দূষিত রোগ ভাল হইয়া থাকে। বড় বড় সাল্‌সার কাজ এক অনন্ত মূলের ক্কাথে হইয়া থাকে।

গরমীর ঘায়ে

গরমির ঘা ধৌত করিবার জন্য অনন্ত মূলের ক্কাথ ব্যবহার করিলে সুন্দর ফল পাওয়া যায়। ইহাতে ঘা শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া যায়।

ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যে

যাহাদের ইন্দ্রিয় শক্তি দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে—তাহাদের পক্ষে অনন্ত মূলের কাথ উত্তম ঔষধ; কিছু দিন অনন্তমূলের কাথ সেবন করিলে দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সবল হইয়া থাকে; ইহার ফলও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে।

জিহ্বার ঘায়ে

জিহ্বার ঘায়ের পক্ষে অনন্ত মূল একটি সুন্দর ঔষধ। ভেড়ার দুগ্ধের সহিত অনন্ত মূল ঘসিয়া জিহ্বায় লাগাইলে সত্বর জিহ্বার ঘা আরাম হইয়া থাকে।

পাথুরি রোগে

পাথুরি রোগে অনন্ত মূল ব্যবহার করাইয়া সুন্দর ফল পাওয়া গিয়াছে।

২ তোলা অনন্ত মূল, দেড় পোয়া জল ও আধ পোয়া গো দুগ্ধ এক সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কয়েকদিন সেবন করিলে পাথুরি রোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। মুত্রকৃচ্ছ রোগীদিগকে ইহা সেবন করিতে দিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে।

দুগ্ধ বৃদ্ধিতে

যে সকল প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ কম অর্থাৎ যাহাদের স্তনে উপযুক্তরূপ দুগ্ধ হয় নাই—তাহাদিগকে অনন্তমূলের কাথ সেবন করিতে দিয়া দেখা গিয়াছে যে স্তনে যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ বৃদ্ধি হইয়াছে।

কাথ প্রস্তুত প্রণালী

দুই তোলা অনন্তমূল বেশ করিয়া থেঁত করিয়া একটি মাটির হাঁড়িতে আধসের জলে কাষ্ঠের আগুণে জ্বাল দিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। এই কাথ প্রত্যহ সকালে সেবন করিতে হয়। আমি অনেক সময় এই কাথ সকালে এক ছটাক এবং বাকী এক ছটাক বিকালে সেবন করিতে দিয়া থাকি।

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

পোকা মাকড় ইত্যাদি নিবারণের উপায়।

তেলে পোকা।

(১) ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন ফটকিরীর গুঁড়া ছড়াইয়াদিলে তেলে পোকার উপদ্রব নিবারণ হয়।

(২) কর্পূর, তার্পিণ তেল বা কালজীরার গন্ধেও ইহারা পলাইয়া থাকে।

(৩) নেপথালীনেও কাজ হইয়া থাকে।

পিঁপড়া।

(১) কর্পূরের গন্ধে পিঁপড়ার উপদ্রব কমিয়া যায়।

(২) মিষ্টি জিনিষ যাহাতে থাকে তাহার চারিদিকে জলের আচ্ছাদন থাকিলে তাহাতে পিঁপড়া ঢুকিতে পারে না।

(৩) কৌটার ঢাকনি খুব ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেও ভিতরে পিঁপড়া যাইতে পারে না।

ইন্দুর।

(১) ইহার প্রধান শত্রু বিড়াল। ঘরে বিড়াল থাকিলে ইন্দুর সহজেই তাড়ান যায়।

(২) নানারূপ ফাঁদ বা খাঁচায় ইন্দুর ধরা যায়।

(৩) খাবারের জিনিষে বিষ মাখাইয়া ইন্দুরের খাওয়ার জন্য ফেলিয়া রাখিলে, খাইবামাত্র উহা মরিয়া যাইবে। কিন্তু এরূপ উপায়ে না মারাই ভাল; কারণ উহা কোথায় মরিয়া পচিতে থাকিবে তাহার গন্ধে ঘরও ভরিয়া উঠিবে। সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ অসুখেরও সৃষ্টি হইতে পারে।

উকুন।

পানের রস ও নারিকেল তেলের সহিত কর্পূর মিশাইয়া বা কেরোসিন তৈল মাথায় মাখিলে উকুন মরিয়া যায়। মাথায় ময়লা জমিলে উকুন হইয়া থাকে।

সাপ।

কার্ব্বলিক এসিডের গন্ধ সাপ সহ্য করিতে পারে না। বাড়ীর চারিদিকে গর্ত্তের মধ্যে এই এসিড ছড়াইয়া দিলে সাপের ভয় কমিয়া থাকে।

ছারপোকা।

(১) স্পিরিট তারপিন ও কেরোসিন তৈল একত্রে মিশাইয়া যে যেস্থানে ছারপোকা আছে সেই সেই স্থানে লাগাইলে ছারপোকা মরিয়া যায়।

(২) স্পিরিট আব্ নাপ্থাতেও কাজ হয়।

(৩) পেট্রল বা গরম জলের সহিত ফিনাইল মিশাইয়া ব্যবহার করিলে ছারপোকা নষ্ট হয়।

(৪) খুব গরম জল ঢালিয়া দিলে ছারপোকা একেবারে মরিয়া যায়। চৌকি কিম্বা খাটের ফাঁকে ছারপোকা জন্মিলে গরম জল না দিলে একেবারে ধ্বংস হয় না।

(৫) জামা কাপড় ইত্যাদি রৌদ্রে ফেলিয়া দিলে, ছারপোকা কিছু কমিয়া থাকে। মশারি সোডা দিয়া সিদ্ধ করিয়া লওয়াই ভাল তাহাতে ছারপোকা সমূলে মরিবে এবং জিনিষটী পরিষ্কারও হইয়া যাইবে।

মাছি।

(১) ঘর সর্ব্বদা পরিষ্কার ও ঝরঝরে শুকনা থাকিলে মাছি থাকিতে পারে না।

(২) ফিনাইল জলে গুলিয়া ছড়াইয়া দিলে মাছি পলাইয়া যায়।

উই পোকা।

(১) কেরোসিন ও তারপিন তেল একত্র মিশাইয়া উই দষ্ট স্থানে দিলে উই পোকা মরিয়া যায়।

(২) ফিনাইল কিম্বা আলকাতরা দিলেও উপদ্রব নিবারিত হয়।

(৩) তুঁতের জলে উই পোকা পলাইয়া যায়।

মশা।

ঘরের দরজা ও জানালা বন্ধ করিয়া নারিকেলের ছোপড়া দিয়া খুব ধূপ দিলে মশা বাহির হইয়া যায়। ঘর অপরিষ্কার ও মাকড়সার জাল হইলে মশা বাড়িয়া থাকে।

শ্রীনৃপলাল দত্ত।

———

ঘৃত পরিষ্কার করার উপায়।

বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের প্রেরিত বুলেটিন হইতে সঙ্কলিত।

সাধারণতঃ মাখন হইতে যে ঘৃত উৎপন্ন হয়, উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ময়লা থাকে। এই ময়লা ও দুগ্ধ হইতে গৃহীত জৈব পদার্থ অল্প সময়ের মধ্যেই ঘৃতের বর্ণ ও গন্ধ নষ্ট করিয়া ইহাকে ব্যবহারের অনুপযোগী করিয়া তোলে। অতএব কাঁচা ঘৃত যাহাতে সহজে 'কটু' না হইয়া যায় তজ্জন্য ঘৃত গলাইয়া যে তাপে উহা ফেণা কাটিতে পারে, সেই তাপে উত্তপ্ত করিয়া উহার ময়লা দূর করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ইহাতেও ঘৃত মাত্র আংশিক ভাবে পরিস্কৃত হয়; অধিকন্তু অধিক তাপে উত্তপ্ত করার জন্য ঘৃত অধিকতর পক্ক হয় ও উহার স্বাভাবিক গন্ধ নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং খুব তীব্র উত্তাপে ঘৃত বিশুদ্ধ করা চলে না,কারণ তাহাতে ঘৃতের বর্ণ ও স্বাদ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। আবার খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলিয়া কোনও প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য সংযোগেও ইহা পরিষ্কার করা বিধেয় নহে। কয়েক ঘণ্টা জলের সহিত ঘৃত সিদ্ধ করিলে ঘৃতের গন্ধ চলিয়া যায় আবার জল দূর করিয়া ঘৃত স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিলে যদি বেশী তাপ ব্যবহৃত হয় তো উহা শক্ত হইয়া যায়।

উল্লিখিত সমস্ত অসুবিধা অতিক্রম করার মানসে বঙ্গীয় শিল্প বিভাগ এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া বিশুদ্ধ ও পরিস্কৃত ঘৃত প্রস্তুতের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; এই উপায়ে ঘৃতের বর্ণ ও গন্ধ সুরক্ষিত হইয়াছে। নিম্নে উক্ত উপায় লিখিত হইল।

একটী লোহার কড়াইয়ে প্রায় দ্বিগুণ ওজনের জলসহ ঘৃত মিশাইতে হইবে। পাত্রটি ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে একটি হাতা দিয়া উহা অনবরত নাড়িতে হইবে। এইভাবে দুগ্ধ সঞ্জাত সমস্ত জৈব পদার্থ জলে মিশিয়া যাইবে ও জল ক্রমশঃ ঘোলাটে ভাব ধারণ করিবে। ঘৃত পরিস্কৃত হইয়া উপরে ভাসিতে থাকিবে ও ময়লা ঘৃত স্তরের নীচে পড়িয়া থাকিবে। জল টগ্‌বগ্‌ করিয়া না ফুটা পর্য্যন্ত হাত দিয়া উহা নাড়া প্রয়োজন ও প্রায় ৫ মিনিট পর্য্যন্ত এই মিশ্রিত পদার্থকে ফুটিতে দিতে হইবে। কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হইলেই হাতাদ্বারা উপরের পরিস্কৃত ও স্বচ্ছ ঘৃত অন্য পাত্রে নিয়া রাখিবে। এই সময়ে একটি মোটা নেকড়ায় উহা ছাকিয়া লইলে আরও পরিস্কৃত হইবে। অবশিষ্টাংশ যাহা পাত্রান্তর করা চলেনা তাহা পরের বারে যে ঘৃত পরিষ্কার করা হইবে তাহার সঙ্গে মিশাইয়া নিলেই চলিবে অথবা তিন চারি বারের গাদ একত্র মিশাইয়া আবার জল দিয়া জাল দিয়াও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে পরিষ্কার করা চলে। অতঃপর ঘনীভূত গাদ কাপড়ে ছাকিয়া নিয়া উহা ভাল করিয়া নিঙড়াইয়া যে টুকু ঘৃত অবশিষ্ট থাকে তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতি বিশুদ্ধ বলিয়া এই ঘৃতের দানা বড় হইবে; কিন্তু বাজারে ছোট দানার ঘৃতের কাট্‌তি বেশী বলিয়া ইহাকে ও দানা বাধিবার সময় পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিয়া ছোট দানায় পরিণত করা যায়।

এই পদ্ধতিতে বিশুদ্ধিকৃত ঘৃত টিনে ভরিয়া বাজারে পাঠান যায় কিন্তু যদি অনেক দিন অবিকৃত রাখা প্রয়োজন হয় তবে যে জলটুকু থাকা সম্ভব তাহাও দূর করা প্রয়োজন। জল দূর হইলেই ঘৃত বেশীদিন অবিকৃত থাকিবে। ঘৃত দানা বাঁধিবার পূর্ব্বে ১৫-২০ মিনিট কাল উত্তপ্ত বাতাস দ্বারা ঘৃতের আর্দ্রতা বা জলীয় ভাগ দূরীভূত করা চলে। অধিকক্ষণ এই রূপ উত্তপ্ত বাতাস ব্যবহারে আবার ঘৃতের গন্ধ নষ্ট হইবার ভয় আছে। এইরূপ উত্তপ্ত বাতাসে ঘৃত নাড়িবার সহজ পন্থা হইল এই যে একটি লৌহ নল উত্তপ্ত করিয়া উহার মধ্য দিয়া হাপরের সাহায্যে বাতাস করিলেই বাতাস উত্তপ্ত হইবে ও উক্ত নল ঘৃতে ডুবাইলেই গরম বাতাস উহার মধ্য দিয়া ঘৃতে মিলিয়া উহার আর্দ্রতা দূর করিবে। ঘৃত ১০০ ডিগ্রি তাপে উত্তপ্ত করিলেও উহার আর্দ্রতা দূরীভূত হয়। এই উপায়ে ঘৃত বিশুদ্ধী করণের খরচা মনকরা ॥০ আনা হইতে ১৲ টাকা মাত্র। অবশ্য অধিক পরিমাণে ঘৃত পরিষ্কার করিলে খরচ আরও কম পড়ে।

তামাকের ব্যবসা

পূর্ব্বে এদেশে তামাকের চলন ছিল না। ভাস্কো-ডাগামা প্রভৃতি পোর্টুগীজ নাবিকেরা যখন ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসেন তখন তাঁহাদিগের দ্বারায় এদেশে তামাকের চলন আরম্ভ হয়। আজকাল ভারতের সর্ব্বত্রই বিভিন্ন আকারে ও নামে তামাকের বা দোক্তা পাতার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আজকাল এত চলন হইয়া গিয়াছে যে ধনী হইতে গরীব পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই কোনও না কোন আকারে কিছু না কিছু তামাক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বঙ্গদেশে তামাক ও দোক্তারূপে, উড়িষ্যায় গুণ্ডিরূপে, পশ্চিমাঞ্চলে খৈনি,সুর্ত্তি,জরদা, তামাকরূপে, পণ্ডিতমহলে নস্যরূপে, সৌখিনবাবু মহলে সিগারেটরূপে,অল্পবিত্তশালী বাবুদের মধ্যে বিড়িরূপে সাঁওতাল প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতির মধ্যে চটা বা চুরুটরূপে তামাক দেশের সর্ব্বত্র সর্ব্ব শ্রেণীর মধ্যে ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকগণ দোক্তা ব্যতীত প্রায় তামাক খান না, কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে ভদ্রলোকের স্ত্রীলোকদিগকেও তামাক খাইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

শারিরিক ও মানসিক কার্য্য করিয়া দেহ অবসন্ন হইলে ইহাদ্বারা শরীর ও মন সাময়িক উত্তেজিত হয় এবং পুনরায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মায় বলিয়া, বা মলত্যাগে সহায় হইবে বলিয়া, অনেকে ইহা ব্যবহার করেন। স্বনাম প্রসিদ্ধ বঙ্কিমবাবুও তাঁহার গ্রন্থে তামাকের গুণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে ইহাতে অনিষ্ট ভিন্ন, ইষ্ট খুব কমই হয় বলিয়া বিবেচনা করি। ইহাতে নিকোটিন নামে যে পদার্থ আছে তাহা শরীরে বিষক্রিয়া করে,বিশেষতঃ শ্বাসযন্ত্র সম্বন্ধীয় রোগীরপক্ষে ইহা বিশেষ অনিষ্ট-

কারক। যাহা হউক আমার মত অর্ব্বাচীনের কথা আজকালকার সভ্যতার বাজারে কে শুনে? যাহার এত আদর ও কাট্‌তি, আমার মতে তাহার ব্যবসা করিলে যে—অনেকেই দুপয়সা স্বাধীনভাবে উপায় করিতে পারিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গয়া, বিষ্ণুপুর, আনারপুর ও ফৌজদারী বালাখানার অম্বুরী তামাকের, জাঙ্গপুরের গুড়ির, লক্ষ্ণৌয়ের জর্দ্দা ও কিমামের কাশীর সুর্ত্তি ও জরদার কারবারই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই ব্যবসায়ে যে কতলোক বড় হইতেছেন ও হইয়াছেন তাহার সীমা নাই। এক্ষণে পাঠকবর্গকে কি করিয়া ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয় তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

এই সকল বিভিন্ন জিনিষের আসল উপাদান তামাক বা দোক্তাপাতা। ইহা নানা প্রকারের যথা পোলো, হিংলী, মতিহার, পূমো, হাড়কাট ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে মতিহার ভয়ানক কড়া, হিংলী, পোলো ইত্যাদি তাহার পরে। কিন্তু হিংলী ও মতিহার পাতার সহিত পুমো ও হাড়-কাটের পাতার সহিত অনেকটা সাদৃশ্য থাকায় অনেক বঞ্চক বিক্রেতা খরিদ্দারকে একের পরিবর্ত্তে অন্য দিয়া ঠকাইয়া থাকেন। এদেশে সর্ব্বত্রই অল্পাধিক তামাকের চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ণিয়া ও চম্পারণ জেলার তামাকই প্রসিদ্ধ। এই কার্য্যের ব্যবসা করিতে হইলে উক্তস্থান হইতে অল্পাধিক হিংলী ও মতিহার তামাক আনান কর্ত্তব্য।

দোক্তা বা গুণ্ডি প্রস্তুত প্রণালী :—

প্রথমে তামাকের পাতাকে রৌদ্রে বা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া শিলে বা বেশী হইলে ঢেঁকিতে চূর্ণ করিতে হয় পরে সূক্ষ্ম চালুনি দ্বারা চালিয়া শিঠা বাদ দিয়া ভাজা ধনিয়ার চাল, জুয়ান, কালজীরা, চন্দনি এবং উৎকৃষ্ট চুয়া মিশাইলে শ্রেষ্ঠ দোক্তা বা গুণ্ডি প্রস্তুত হইবে।

নস্য প্রস্তুত প্রণালী :—

ভাল তামাকের পাতা খুব মিহি করিয়া গুড়া করিয়া গোলাপজল এবং ল্যাভেণ্ডারে বা ইচ্ছানুসারে যে কোন প্রকার সুগন্ধি দ্রব্যে সিক্ত করিয়া শুষ্ক করিবে। এইরূপে ৪ ৫ বার করিয়া খুব মিহি চালুনী দ্বারা চালিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট নস্য প্রস্তুত হয়।

অম্বুরী তামাক প্রস্তুত প্রণালী :—

আসল হিংলী ২ ভাগ ও মতিহারী ১ ভাগ লইয়া রৌদ্রে গরম করিয়া ঢেঁকিতে কুটীয়া ফেলিবে। এইরূপে তামাক চূর্ণ হইলে তাহাকে সরু চালুনি দ্বারায় চালিয়া লওয়ার পর সূক্ষ্ম ও মোটা অংশ পৃথক্‌ রাখিবে। পরে ইক্ষুজাত চিটেগুড় লইবে। ইহা দেখিতে গাঢ় রক্তাভ কৃষ্ণবর্ণ হইলে খাটী চিটে জানিবে। ইহার সহিত কখনও জল মিশাইবে না। উক্ত চিটেগুড় লইয়া অগ্নিতে পাক করিবে। গুড় ফুটিতেছে না অথচ উপরে উত্তাপ হইয়াছে এবং চোঁ চোঁ শব্দ করিতেছে দেখিলেই পাক ঠিক হইয়াছে জানিবে। পরে নামাইয়া উহার সহিত মসলা মিশাইবে। মসলাগুলি এই :—

(১) তাম্বুল—এক প্রকার ছোট গোল গোল কাল রং এর ফল, বেনে দোকানে পাওয়া যায়। ইহাকে অর্দ্ধ থেতো করিয়া সামান্য জলের ছিটা দিয়া ভিজাইয়া উক্ত ঈষদুষ্ণ গুড়ে দিবে। মণকরা /২॥• সের হিসাবে ইহা দিতে হয়।

(২) সোঁদালের আটা—সোঁদালের ছাল ও শাঁস লইয়া কিছু গুড়ে ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, মণকরা ॥৵• ইহা হওয়া চাই।

(৩) শিলারস—একপ্রকার চট্‌চটে আঠার

স্তায় পদার্থ, দেখিতে গোলাপী রংএর মত, গন্ধ আছে ; মণকরা ।/০ ছটাক দিতে হইবে।

এই মসলাগুলি টাট্‌কা হওয়া চাই। তামাকের কারখানা বড় হইলে ৩৪ হাত লম্বা, ২৷৷০ হাত চওড়া ও ১৷৷০ হাত গভীর একটি চৌবাচ্চা করিয়া উক্ত পাক করা চিটায় উক্ত মসলা মিশাইবার পরে কোদাল বা অন্য কোনও যন্ত্রদ্বারা তামাক ও চিটা উত্তমরূপে মিশাইয়া প্রস্তুত তামাক একটি বড় জালার মধ্যে রাখিয়া উহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে।

দুই এক দিন পরে তামাক কৃষ্ণবর্ণ হইবে। পরে উহার সহিত খাম্বিরা মিশান হইয়া থাকে, খাম্বিরার গুণেও তামাক কড়া ও নরম এবং ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ বিশিষ্ট হয়, ইহা ২—১০ টাকা মন দরে বাজারে কিনিতে মিলে। যাঁহারা আসল খাম্বিরা বাজারে না পাইবেন তাঁহারা একটু কষ্ট স্বীকার করিলে ঘরেও প্রস্তুত করিতে পারেন। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ :—

প্রথমতঃ অগ্নিতাপে গুড়কে গরম করিবে। যখন উহা ফুটিতে থাকিবে তখন নামাইয়া একটু শীতল হইলে ইহাতে মনকরা দশসের আন্দাজ তামাকের গুঁড়া দিয়া উত্তমরূপে মিশাইবে। গরমের দিনে গুড় অপেক্ষাকৃত শুষ্ক হইয়া যায় তজ্জন্য খাম্বিরার জালা মাটীর নীচে গ্রীষ্মকালে পুতিয়া রাখিবে এবং বর্ষাকালে উক্ত জালা উপরে উঠাইয়া রাখিবে। খাম্বিরাতে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস দিলে ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ হয় যথা কাঁটালের ভূঁতি কাঁটাল ও মাড়ি দিলে কাঁটাল গন্ধ ; কেয়া-ফুলের মাড়ি দিলে কেয়াফুলের গন্ধ ; তালের মাড়ি দিলে তালগন্ধ ; আনারস দিলে আনারস গন্ধ ; পাকা চাঁপা কলা দিলে তদনুরূপ গন্ধ হয়। উক্ত জিনিসগুলি উহাতে ক্রমাগত পচিবে।

খরিদদারকে বিক্রয় করিবার বা অন্য স্থানে চালান দিবার সময় তামাক ব্যবসায়ীরা মোটা তামাকে ইস্তাম্বুল কাহি এবং মিহি তামাক হেনার আতর ইত্যাদি মণকরা ২ ভরি হিসাবে মিশাইয়া থাকেন। আতর তামাকের বাহ্য সৌরভ বাড়াইয়া থাকে কিন্তু তামাক পুড়িলে যে সুগন্ধ বাহির হয় তাহা কেবল মশলা মিশাইবার গুণে হইয়া থাকে।

মশলাগুলি এই :—

চন্দন কাঠের গুড়া ৷৷৵০,

ছোট এলাজ ।/০

দারুচিনি চূর্ণ ।/০

বেনার মূল /১৷০

তাহার পর মৃগনাভি সিকি তোলা চূর্ণ একটি শিশিতে রাখিবে ;

পরে লকী চূর্ণ ।/০ (শামুকের মুখের চাকতীর মত, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত,ইহাকে গরম জলে ফেলিলে মাংসগুলি ফাঁপিয়া উঠিবে। ঐ গুলি চাঁচিয়া ফেলিয়া দিয়া খুলিগুলিকে শুকাইয়া ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিলে সুগন্ধি হইবে)

লবঙ্গচূর্ণ ।/০

অম্বরচূর্ণ /০

কাজুপটী অয়েল, ৷৷৵০

দারুচিনি ৷৷৵০

একত্রে মিশাইয়া রাখিবে।

মিহি তামাকের মসলা মণকরা হিসাবে :—

তাম্বুল /১৷০

বাচকী /১৷০

পচাপাতা /১৷০

দোনা /১৷০

শুষ্ক গোলাপ পাতা /১৷০

আহুবেল /২৷৷০

কেশিয়া /১।০
একাঙ্গী /১।০
যষ্টিমধু /১।০
শৈলজ /১০
জটামাংশী /১।০
কাঁকড়াশৃঙ্গী /১।০

এই সব চূর্ণ করিয়া তামাকের সহিত মিশাইয়া অনেকে সুগন্ধযুক্ত করেন। তামাকের উপাদান যখন এক,তখন দরের তারতম্য হইবার কোন কারণ নাই ; কেবল মশলার গুণে দরের পার্থক্য হয়। যে তামাক ৭।৮ টাকা মন দরে বিক্রয় হয় তাহা মোটা তামাক নামে খ্যাত। তাম্বুল, বাচকী, পচাপাতা, দোনা. একাঙ্গী,মিহি তামাকের মণকরা পরিমাণের দ্বিগুন হিসাবে দেওয়া হইয়া থাকে।

উচ্চ শ্রেণীর মূল্যবান তামাকে মৃগনাভি ও অম্বর চূর্ণ, হেনার আতর, এবং লবঙ্গ ও লকীচূর্ণ দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা একটাকা হইতে দুই টাকা সের দরে বিক্রয় হয়।

কাশ্মিরী কিমাম :—

দোক্তামতিহার /১ সের, ছোট এলাচ ৵০ ছটাক, বড় এলাচ ৵০ ছটাক, যাইত্রি /০ ছটাক, জাফরাণ এক কাঁচ্চা, এই দ্রব্যগুলি নিম্নলিখিত ভাবে মিশাইয়া প্রস্তুত করিলে উৎকৃষ্ট কাশ্মিরী কিমাম প্রস্তুত হইবে।

প্রথমে দোক্তাগুলি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া চূর্ণ করতঃ একটা হাঁড়ীতে গরম জলে সিদ্ধ করুন। যখন দেখিবেন যে জল মরিয়া খুব গাঢ় কাৎ হইবার উপযোগী হইয়াছে তখন নামাইয়া ভালরূপে ছাঁকিয়া লউন ও পরে বাকী মসলাগুলি খুব সূক্ষরূপে গুঁড়াইয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিলেই অতি উৎকৃষ্ট কিমাম প্রস্তুত হইবে। ইহার সহিত যেরূপ জিনিষের সুগন্ধ মিশাইবেন কিমামেও সেইরূপ সুগন্ধ হইবে। এইজন্য ইহার সহিত। গোলাপের নির্য্যাস্ Musk বা মৃগনাভি, অম্বর, কেতকী ইত্যাদি নানারূপ সুগন্ধ দ্রব্যের নির্য্যাস মিশ্রিত করা হইয়া থাকে।

জর্দ্দা বা সুরতী :—

কাশ্মিরী কিমামের মতই ঐরূপ পরিমাণাদি লইয়া প্রস্তুত করিবেন, তবে কাৎটী আরও গাঢ় হইবে যাহাতে চালুনী বা সচ্ছিদ্র কোনও ডালার উপর রাখিয়া ঘসিলে নীচে ছোট ছোট দানা পড়ে। অতঃপর এই কাৎ একটী সচ্ছিদ্র চালুনীতে ঢালিয়া হাত দিয়া ভালরূপে ঘসিলে নীচে যে দানাদার পদার্থ পড়িবে তাহাই জর্দ্দা। উহাতে রূপালী বা সোনালী তবক এবং কিছু শুষ্ক জাফরাণ দিলেই উৎকৃষ্ট দামী জর্দ্দা হইল। ঐ মসলাগুলিকে হাত দিয়া গুলি পাকাইলেই সুরতী হইল।

ভাজা দোক্তা :—

দোক্তা বা মতীহারী তামাকের পাতা ১ সের, ধনের চাউল /l০ সের, মৌরী দেড় পোয়া, বড় এলাচ দুই ছটাক এবং চন্নী এক ছটাক ; ইহাই ভাজা দোক্তার প্রধান উপাদান। প্রথমে তামাকের পাতা রৌদ্রে, বা উনানের পিঠে বা খোলায় খুব মড়মড়ে করিয়া শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া লইবে। পরে অন্যান্য মসলা খোলায় ভাজিয়া লইয়া এই চূর্ণাকৃত তামাকের পাতার সহিত উত্তমরূপে মিলাইয়া লইলেই উৎকৃষ্ট দোক্তা তৈরী হইল। উহা যাহাতে ঠাণ্ডা লাগিয়া মিয়াইয়া না যায় এই জন্য টীনের কৌটায় বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। Airtight কৌটা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

ডাক্তার মাণিকলাল আচার্য্য।
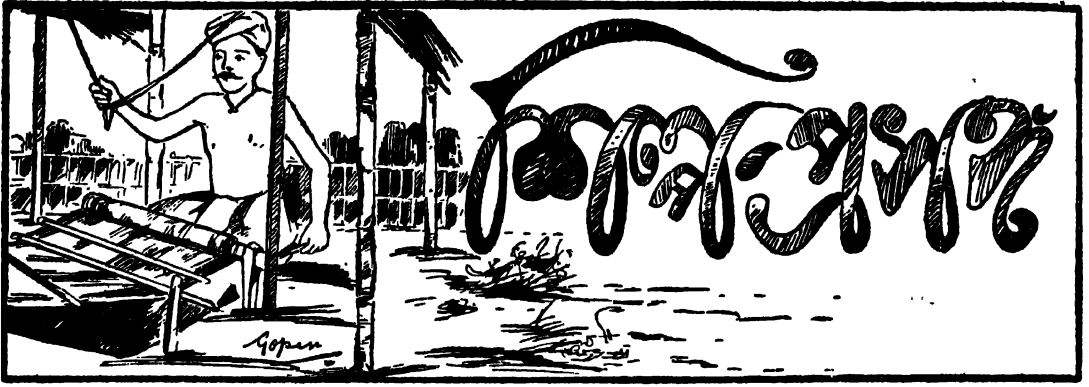
মুর্শিদাবাদের কুটির শিল্প

কাঁসার বাসন

বিগত দুই শত বৎসর হইতে খাগড়ার "বাসন শিল্পে"র একটা সাধারণ ইতিহাস পাওয়া যায়। 'খাগড়াই বাসন' কোনদিন প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয় নাই বা ইহার চাহিদাও যথেষ্ট ছিল না। তাহার প্রধান কারণ কাঁসা, রাং, তামা ও পিতল-জাত খাগড়ার বাসন অন্য দেশ জাত বাসনের তুলনায় মহার্ঘ্য ছিল। অবস্থাপন্ন লোক ছাড়া খাগড়ার বাসন সাধারণের মধ্যে ব্যবহৃত হইত না। এখনও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে বৈবাহিক, জামাই, কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজনকে নানাবিধ খাগড়াই বাসনে অন্ন ব্যঞ্জনাদি দিয়া ভোজন করান এবং বিবাহ বাসরে খাগড়াই বাসন দান করা পরম গৌরবের বিষয়। ২৫।৩০ বৎসর হইতে খাগড়াতে কেবল কাঁসার বাসন ছাড়া অন্য ধাতুর বাসন প্রস্তুত হয় না। এখন খাগড়াই বাসন বলিতে কাঁসার বাসনকেই বুঝায়।

মহাযুদ্ধের সময় "খুঁ," (ভাঙ্গ কাঁসা) না পাওয়ার জন্য কিছুদিন পিতলের বাসন প্রস্তুত হইয়াছিল। এখনও দুই একটি কারখানাতে 'রাংতামার' বাসন প্রস্তুত হইতেছে। খাগড়ার পুরাতন কাংস শিল্প যথা:—জয়পুর, চাকিয়া, জাহানা, চম্বু—এ গুলি "পাউলী" অর্থাৎ জল খাইবার পাত্র। বর্ত্তমানে এগুলি আর প্রস্তুত হয় না, ইহার কারিকর দুই একজন মাত্র জীবিত আছে।

পুরাতন থালের মধ্যে, কাঞ্চন, বগি, গয়েশ্বরী এবং বিখ্যাত খাগড়াই ফড়সী (এক খণ্ডে) এই সকল কাঁসার জিনিষ এখন লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খাগড়াইঘটী, বগুনা, কড়াই প্রভৃতি পিতলের পিটাই বাসনগুলি যথেষ্ট মজবুত হইত; একরূপ অক্ষয় অমর বিশেষ।

খাগড়াতে কস্মিনকালেও ঢালাই বাসন প্রস্তুত হয় নাই। এখানকার পিটাই বাসনগুলি এরূপ কারিকরির সাহিত তৈয়ারী হইত যাহা অন্য দেশে প্রস্তুত হওয়া একেবারে সাধ্যাতীত ছিল। খাগ-ড়াই বাসনের এই গুলিই বিশেষত্ব।

খাগড়ার প্রাচীন বাসন শিল্পের গৌরব লুপ্ত প্রায়; তথাপি আধুনিক "প্যাটবর্ণের" গেলাস, বাটী, বগিথাল, ডিস্ প্রভৃতি প্রস্তুত হওয়াতে

খাগড়ার "বাসন শিল্পের" মর্য্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে, এবং ক্রমশঃ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেছে। ভারতের বাহিরে বিদেশে কোন দিন "খাগড়ার "বাসনশিল্প" প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই।

বর্ত্তমান যুগে নানাপ্রকার অল্প মূল্যের বিদেশী ধাতু জাত এ্যালুমিনিয়ম, জার্ম্মাণ সিলভার এবং এনামেল প্রভৃতির বাসন শিল্পের সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় ও সেই সঙ্গে দেশবাসীর রুচির পরিবর্ত্তন হওয়ায়, চীনা মাটি, পোর্সিলেন প্রভৃতির বাসন ব্যবহার করায় দেশীয় বাসন শিল্পের সমাদর কমি-তেছে।

দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বের বাসন শিল্পী বেচারাম দাস ও বিশম্ভর মিস্ত্রি প্রভৃতির হস্ত নির্ম্মিত বাসন, আমীর, ওমরাহ, রাজা, মহারাজার দরবারে প্রেরিত হইত এবং তদ্বারা তাঁহারা যশঃ অর্জ্জন করিতেন।

ফুলকাঁসা "খুঁট", কলিকাতা ও অন্যান্য মোকাম হইতে খাগড়াবাজারে আমদানী হয়। আজকাল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে "খুঁট" আমদানী হওয়ায় কাঁসা প্রস্তুত হয় না।

পূর্ব্বে খাগড়াতে কাঁসা প্রস্তুত হইত। এক সের তামার সহিত সাত কাচ্চা রাং মিশাইয়া কাঁসা হয়।

রুশ দেশীয় রক্তবর্ণের তামা এবং অষ্ট্রীয়ার রাং দ্বারা খাগড়াই কাঁসা প্রস্তুত হইত। কাঁসা তৈয়ারীর মধ্যেও কারীগরী আছে। খাগড়াই বাসন রৌপ্যের ন্যায় উজ্জল ও দীর্ঘকালস্থায়ী এবং ইহার 'গড়ণ' শোভা অতুলনীয়। গত ১৩০৫—৬ সালে জনৈক ইউরোপীয় বণিক খাগড়ার বাসন শিল্পের কারখানাগুলি দেখিয়া উক্ত শিল্প সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছিলেন।

কাঁসা বড়ই 'ঠুন্‌কা" দ্রব্য; ইহাকে গলাইয়া পাত' করিয়া গড়ণ কার্য্যের উপযোগী করা দুরূহ ব্যাপার। চাঁচা, ঘসা, কোঁদা এসব কার্য্য যন্ত্রের সাহায্যে হয়, কেবল গড়ণ কার্য্য যন্ত্রে হয় না। ৮।১০ জন শ্রমিক হাতুড়ীর ঘা দ্বারা 'পাহানা' করিয়া কাঁসাকে ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া 'পাত' প্রস্তুত করে; সেই 'পাতকে' যত্ন সহকারে 'হাফোরে' পোড়াইয়া লাল করিয়া ধীরে ধীরে গড়ণকার্য্য সমাধা করিতে হয়। 'পাত' কম লাল বা কাল থাকিতে হাতুড়ীর ঘা দিলে কাঁসা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়।

ইউরোপীয় বণিক মনস্থ করিয়াছিলেন যে যন্ত্রের সাহায্যে— বাসন শিল্প প্রস্তুত করিয়া জগতের হাটে সস্তা দরে বিক্রয় করিব। কিন্তু কাংস শিল্পের প্রাথমিক কার্য্য 'পাহানা' অর্থাৎ পিটাইয়া বাড়াইবার সময়—'ধরা' ও গড়ণ' এই দুইটি কারু কার্য্য যন্ত্রের দ্বারা সম্ভবপর হয় না।

আধুনিক শিল্পীরা বাসনের উপর "কারু শিল্প" ও "ফটো" খোদাই করিয়া অনেক শিল্পপ্রদর্শনীতে পাঠাইয়া স্বর্বণপদক এবং উচ্চশ্রেণীর প্রশংসা পত্র লাভ করাতে, "বাসনশিল্প' সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতেছে।

ধর্ম্মদা দাঁইহাট, নবদ্বীপ প্রভৃতি মোকামের বাসনের সহিত প্রতিযোগিতায় খাগড়াই বাসনের মর্য্যাদা নষ্ট না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। খাগড়া, বহরমপুরে ছোট বড় প্রায় দেড়শত বাস-নের কারখানা আছে। ন্যূনপক্ষে প্রায় তিনসহস্র ব্যক্তি শিল্পের দ্বারা অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেছে। বাসনের মূল্য ক্রমশঃই বাড়িতেছে, তবে সুখের বিষয় এই ব্যবসায়টি সম্পূর্ণ রূপে স্থানীয় মহাজন দিগের হস্তে।

মুর্শিদাবাদ জেলার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এডি, খাগড়াবাজার হইতে প্রায় দশ হাজার টাকার পুরা

তন বাসন ও কাঁসা পিতলের নানাজাতীয় আস্‌বাব পত্র খরিদ করিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি এই জেলার বহু প্রাচীন নানা প্রকার শিল্পদ্রব্য উচ্চ মূল্যে খরিদ করিতেন।

কাংস-বণিক সম্প্রদায়ের কোন বিশেষজ্ঞ শিল্পী, যৌথ কারবারের দ্বারা উন্নত প্রণালীতে "খাগড়াই বাসন-শিল্পের" বৈশিষ্টকে বজায় রাখিয়া, ব্যবসায় চালাইলে বাসনের প্রচলন সম্যক বর্দ্ধিত হইবে।

শ্রীসুধীরকুমার ভাদুড়ী।

বল বেয়ারিং Ball-Bearing

বলবেয়ারিং এর আবিষ্কারে শিল্প জগতে যে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে তাহা বোধ হয় কাহাকেও আজ নূতন করিয়া বলিয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। পূর্ব্বে কলকব্জা চালাইতে গেলে উহার বিভিন্ন অংশের ঘর্ষণের ফলে বহুতর শক্তি নষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু আজ কাল বল বেয়ারিং ব্যবহার করায় বলের উপর কল গুলি জলের মত চলিতে থাকে এবং ঘর্ষণ জনিত শক্তি ক্ষয় এতই অল্প হয় যে তাহাকে অপচয় বলা যায় না। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ দুই দিন আগে কলকব্জা দ্বারা যে সমস্ত কাজ করা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইত, আজ তাহা অনায়াসে সদাসর্ব্বদাই অনুষ্ঠিত হইতেছে।

খুব বেশী দিনের কথা নয়, এই সেদিন জাঙ্কার কোং নির্ম্মিত "ব্রেমেন" নামক এরোপ্লেন খানি এক ঝোঁকে বণ্ডোনেল হইতে গ্রীন ল্যাণ্ড দ্বীপে উড়িয়া আসিয়া দুনিয়ার লোককে তাক লাগাইয়া দিয়াছিল। ঐ দুই স্থানের দূরত্ব নিতান্ত অল্প নহে প্রায় ৩২০০ মাইল: এত কাল আদৌ না থামিয়া একযোগে অতখানি পথ অতিক্রম করা অসম্ভব ছিল; কেন না;—

(১) frictional loss বা ঘর্ষন জনিত শক্তি ক্ষয় অত্যন্ত বেশী হইত।

(২) কল কব্জা গুলিকে মসৃন এবং কার্য্য ক্ষম রাখিবার জন্য খুব বেশী পরিমাণ লুব্রিকেটিং অয়েল প্রয়োজন হওয়ায়, উহার স্থান সঙ্কুলান করিতে এরোপ্লেন ভারী হইয়া উঠিত।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বলবেয়ারিং ব্যবহারের ফলে উল্লিখিত অসুবিধা গুলি দূর হওয়ায় কাজটী অনেকটা সোজা হইয়া গিয়াছে। ফল কথা এই অসম্ভব সম্ভব হইবার মূল কারণ জাঙ্কার কোম্পানী ব্রেমেনের নির্ম্মাণ কার্য্যে DWF বল বেয়ারিং ব্যবহার করিয়া ছিলেন।

উড়ো জাহাজ পরিচালনে বল বেয়ারিং এর কৃতিত্বের আরও অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। যে

"Z R ও" উড়োজাহাজ খানি Cologne হইতে Newjersey পর্য্যন্ত এই ৫০০০ মাইল অবলীলা ক্রমে অতিক্রম করিয়া বিশ্ববাসীর বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছিল উহাও "Bremen এর ন্যায়" DWF Ball Bearing নির্ম্মিত। যাহা হউক ঐ জাহাজ খানি তৎপরে আরও একটী উল্লেখ যোগ্য অভিযান সমাপ্ত করিয়াছে। বস্তুতঃ Lake Hirst হইতে আন্তর্জাতিক রেসে N. A. G. মোটর ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে দৌড়িয়া প্রথম স্থান অধিকার করে। ঐ দুই মোটরেই DWF বলবেয়ারিং ব্যবহৃত হইয়াছিল।

অতএব দেখা যাইতেছে একাধিক বার একাধিক স্থানে অসাধ্য সাধনে সহায়তা করিয়া DWF বল বেয়ারিং এর কার্য্যকারিতা নিঃসংশয় রূপে প্রমানিত হইয়াছে। ইহার সহিত সমকক্ষতা করিতে পারে এরূপ বল বেয়ারিং এর সংখ্যা খুব বেশী নহে।

বাজারে আজকাল আরও নানা প্রকার বল-বেয়ারিং দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ DWF এর নাম জগৎ জোড়া।

কাগজের জ্বালানি।

পাশ্চাত্য দেশে কিছুই নষ্ট হইবার যো নাই। ছেঁড়া কাগজের টুকরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে আবর্জ্জনার সৃষ্টি করে। ইহা দেখিয়া একজন আমেরিকান ইহাদিগকে কাজে লাগাইবার এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমে যথেষ্ট পরিমাণ ছেড়া কাগজ সংগ্রহ করিয়া ভিজাইয়া মণ্ডের মত করা হয়! তাহার পর লৌহের কাঠামে পুরিয়া চাপ দিয়া ঐ মণ্ড হইতে সরু সরু কাগজের ইট তৈয়ারী করা হয়। উহা শুকাইয়া গেলে উত্তম জ্বালানির কাজ করে। ইহা হইতে যথেষ্ট উত্তাপ পাওয়া যায় এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আগুনের ঝাঁঝ থাকে। আজ কয়েক বৎসর যাবৎ উক্ত ভদ্রলোক সারা শীতকাল একমাত্র কাগজের ইটকেই জ্বালানি রূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন

নাইট্রেট ষ্টীল।

এম্ লিয়ন গ্যালেট (M. Leon Gallet) নামক একজন ফরাসী রাসায়নিক সম্প্রতি নাইট্রেট ষ্টীল, নামক এক প্রকার অত্যন্ত কঠিন লৌহ আবিস্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা এত শক্ত যে ইহার ক্ষয় নাই বলিলেই চলে। কাজেই মোটর সিলিণ্ডার ও বিমানপোতের এঞ্জিন্ প্রস্তুত করিবার জন্ম ইহার বহুল প্রচলন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ক্রোম্ ষ্টীল্ বা নিকেল ষ্টীল্ ব্যবহার না করিয়া নাইট্রেট ষ্টীল, দিয়া কল কব্জা নির্ম্মাণ করিলে আরও একদিক দিয়া লাভবান্ হইবার সম্ভাবনা আছে। ইহাতে লুব্রিকেটিং অয়েল খুব কম খরচ হইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে যেখানে সাধারণ পেট্রোল মোটরে এক অশ্ব শক্তি ঘণ্টায় ৯ গ্রাম্ (Crammes) তেল খরচ হয় এবং ১০০ ঘণ্টা কাজ করিবার পর উহা বাড়িয়া ১২ হইতে ১৫ গ্রামে পরিণত হয়, নাইট্রেট ষ্টীলের মোটর হইলে সেখানে ৪।৫ গ্রামের অধিক তৈল আবশ্যক হয় না।

এম্ গ্যালেট যে উল্লিখিত লৌহের আবিষ্কারক তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে তিনি আবিষ্কার করেন যে কোন কোন প্রকারের ইস্পাত এমোনিয় সহযোগে ৫০০০ (সেন্টিগ্রেড) ডিগ্রী উত্তাপে গরম করিলে ধাতুটী অসম্ভবরূপে কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। লৌহের এলুমিনিয়াম এমোনিয়ার সহিত মিশ্রিত হইয়া ধাতুর উপর একটী আবরণ ফেলিয়া দেয় এবং ইহাই লৌহের কাঠিন্য প্রাপ্তির একমাত্র কারণ। এই আবিষ্কারের ফলে মোটর শিল্পের যথেষ্ট উপকার হইবে ইহাই বৈজ্ঞানিক দিগের অভিমত।

———

জুতার কালী প্রস্তুত প্রণালী

শিরিষ	—	২ ছটাক
কেরোসীন ল্যাম্পের ভূষা	—	১ "
ভিনিগার	—	১½ "
দেশী চিনি	—	১ "

উক্ত পদার্থ কয়টী একত্রে মিশাইয়া ৬।৭ দিন রাখিয়া দিতে হইবে। তৎপরে উত্তমরূপে মাড়িয়া কৌটায় ভরিয়া রাখিলেই চলিবে।

জুতার কালি—ক্রিম

লাল গালা (চাঁচ নহে)	—	১ আউন্স
মধু মোম	—	৬ "
চিনি	—	৬ "
কোমল সাবান (Soft soap)	—	২ "

প্রথমে গালা আগুণে গলাইয়া ক্রমে অন্যান্য পদার্থ মিশাইয়া সামান্য তার্পিণ তৈল সংযোগ করিতে হয়। পরে শিশিতে ভরিয়া কর্ক আঁটিয়া দিলেই হইল।

আজকাল জুতার ব্যবহার প্রায় সর্ব্বত্রই; সভ্য সমাজে জুতা পায়ে না দিয়া এক পাও চলিবার উপায় নাই। জুতা ব্যবহার করিলেই জুতার কালি ও ব্যবহার করিতে হয়। এই জন্য জুতার কালি বা ব্রক্ষোর চাহিদা অত্যন্ত প্রবল। সেই চাহিদার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিদেশী বণিক বিলাতী জুতার কালিতে বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে; প্রতি বৎসর অজস্র টাকা এইরূপে আমাদের দেশ হইতে বিদেশে বাহির হইয়া যায়।

স্বদেশী জুতার কালি নাই বলিলেই চলে। সম্প্রতি বেঙ্গল মিসালেনী একটী বুটপালিশ বাহির করিয়াছে বটে কিন্তু এদেশের সমগ্র চাহিদা মিটাইতে হইলে আরও প্রচুর পরিমাণে উক্ত পদার্থ প্রস্তুত করা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে উক্ত কোম্পানী এবং আরও দুচারজন জুতার পালিশ তৈয়ারী করিলেও সেরূপ বিস্তৃতভাবে কেহ উহাতে আত্মনিয়োগ করে নাই। বস্তুতঃ এই শিল্পটীর একটী বিরাট ভবিষ্যৎ রহিয়াছে। অধ্যবসায় সহকারে গড়িয়া তুলিতে পারিলে ইহা দ্বারা বহুতর লোকের অন্নের সংস্থান হইতে পারে।

কোন একটী শিল্পের কথা বলিলেই ইহাতে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন ভাবিয়া অনেকে প্রথমেই দমিয়া যান! কিন্তু নিরাশ হইবার কারণ কি! বিরাট কলকারখানা স্থাপন করিতে গেলে কিম্বা প্রকাণ্ড ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিতে গেলে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, কিন্তু গৃহশিল্প হিসাবে Small scale এ কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন নাই।

আমাদের দেশের যুবকেরা চাকুরীতে ৩০।৪০ টাকায় সন্তুষ্ট থাকিলেও ব্যবসায়ের কথা ভাবিতে গেলেই একেবারেই মাসিক হাজার দশ হাজার টাকার স্বপ্ন দেখেন ঐ খানেই ভুল। মূলধন যখন অল্প তখন প্রথম প্রথম অল্প আয়েই সন্তুষ্ট হইতে চেষ্টা করা উচিত। এক্ষেত্রে যাঁহারা প্রথমে অল্প আয়েই সন্তুষ্ট থাকেন কালে তাঁহারাই বেশী আয় করিতে পারেন।

যে কোন ব্যবসায়ের বেলাই এ কথা খাটে। আমরা জুতার কালির কথা বলিতেছিলাম। প্রথমে সামান্য কিছু টাকা ফেলিয়া উক্ত দ্রব্য

তৈয়ারী করিয়া local sale করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহাতে বিজ্ঞাপনের খরচা লাগিবে না, যান বাহনাদির ভাড়া লাগিবে না, দালালের কমিশন দিতে হইবে না, কাজেই অল্প পরিমাণে মাল তৈয়ারী করায় খরচা ঈষৎ বেশী পড়িলেও বড় কোম্পানীর সহিত দামের প্রতিযোগীতায় সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন। জিনিস যদি বেশ ভাল হয়, আজ কালকার দিনে কেহই আপনার জিনিস কিনিতে আপত্তি করিবেন না। পরে যেমন ২ বিক্রয় বেশী হইতে থাকিবে তেমন তেমন বেশী বেশী মাল তৈয়ারী করিলেই চলিবে।

তিন চার জন করিয়া যুবক মিলিয়া এক একটী সঙ্ঘ গঠন করতঃ এইরূপ এক একটী শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারিলে তাঁহারা ত যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবেনই অধিকন্তু দেশেরও পরম লাভ হইবে।

আমরা জুতার কালির উদাহরণ দিলাম কেন না বর্ত্তমানে ঐ ধরণের স্বদেশী জিনিসের বড়ই অভাব। এ সময়ে কেহ ভাল পালিশ বাহির করিতে পারিলে, তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। তবে জুতার পালিশ ব্যতীত আরও অসংখ্য জিনিস রহিয়াছে—চোখ মেলিয়া সেগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

লেমন সিরাপ

পাতি লেবুর রস	—	২০ আউন্স
ঐ খোসা	—	২ ”

উল্লিখিত দ্রব্য দুইটী অল্প তাপে সিদ্ধ করিয়া ৩৬ আউন্স চিনি মিশাইয়া অল্প তাপে পুনর্ব্বার সিদ্ধ কর। তৎপরে উহাতে কয়েক ফোঁটা স্পিরিট দিয়া বোতলে পুরিয়া ছিপিবন্ধ করিয়া দাও। এইরূপে রক্ষা করিলে বহুদিন পর্য্যন্ত সিরাপ নষ্ট হইয়া যাইবে না। যাঁহাদের সরবতের দোকান আছে তাঁহারা বাজার হইতে অধিক মূল্যে সিরাপ না কিনিয়া গৃহে নিজেরাই তৈয়ারি করিয়া লইলে অধিক লাভের সম্ভাবনা।

ল্যাভেণ্ডার।

আটা ডিরোজ	—	২ ড্রাম,
অয়েল অফ্ ল্যাভেণ্ডার	—	৪ আউন্স
রেক্টী ফাইড স্পিরিট	—	১০০ ”

মিল্ক অব রোজ

গ্লিসারিন	—	১২ তোলা
গোলাপজল	—	৫ ছটাক
শোধিত গন্ধকচূর্ণ	—	৫ আনা

একত্রে মিশাইয়া শিশিতে রাখিতে হয়। ব্যবহার কালে ঝাঁকাইয়া লইলেই চলিবে।

অনুসন্ধান অধ্যায়

১। ট্রেড ইউনিয়ন লোন কোম্পানী লিমিটেড্।

সম্প্রতি শ্রীহট্ট হইতে আমরা নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়াছি।

মহাশয়!

১৭২।৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে ট্রেড্ ইউনিয়ন লোন কোম্পানীর হেড্ আপিশ অবস্থিত। অনুগ্রহ করিয়া উক্ত কোম্পানীর অস্তিত্ব এবং কার্য্যাদি অনুসন্ধান করতঃ জানাইলে বাধিত হইব। আপনারা ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত সকল সংবাদ মফঃস্বলের লোকদিগকে জানাইয়া থাকেন। উক্ত কোম্পানী কি উদ্দেশ্যে কোন্ ব্যবসা করিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান অবস্থা কি তাহা জানাইবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতেছি—

নিবেদক
শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র নন্দী
গ্রাম—বরগ
পোঃ—ছাতিয়ান
জেলা—ছিলেট

এই পত্র লইয়া আমাদের জনৈক প্রতিনিধি বহুবাজার ষ্ট্রীটে ট্রেড্ ইউনিয়ন লোন্ কোম্পানীর আপিশে বর্ত্মকর্ত্তাদিগের সহিত যাইয়া দেখা করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের নিকট একখানি Last Balance Sheet, Prospectus, Memorandum and Articles of Association এবং অন্য কোনও printed report থাকিলে তাহা চাহিয়াছিলাম। জনসাধারণের নিকট বিশ্বাস জন্মাইতে হইলে প্রত্যেক লিমিটেড্ কোম্পানীর প্রকাশিত Balance Sheet প্রতিবৎসর নিয়মিত সময়ে সংবাদ পত্রাদির সাহায্যে সাধারণের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচার করা উচিত। অবশ্য প্রচার করার মত কাজ যদি তাঁহারা করিয়া থাকেন; নহিলে ফুটা ঢাক্ পিটাইয়া কোনও লাভ নাই, কারণ আওয়াজত হইবেই না, পরন্তু লোকে জানিবে যে ঢাক ফুটা হইয়া গিয়াছে।

আমরা তাঁহাদের আপিশ হইতে একখানি Prospectus এবং Sun Brand Lubricants মার্কা মোটর গ্রীজ ও তেলের একখানি মুদ্রিত Price list বা মূল্য তালিকা পাইয়াছি। এই তালিকার পাদদেশে এই সকল তেল বিক্রয়ের মালিকদের নাম লেখা আছে—

The Hindusthan Agency
172/3 Bowbazar Street, Cal.

আপিশ এক হইলেও এই তেলের এজেন্সী উক্ত Trade Union Loan Coy Ltd দ্বারা চালিত হইতেছে কিনা তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। Loan কোম্পানীর অনুষ্ঠান পত্রে ম্যানেজিং এজেণ্ট বা ডিরেক্টর বলিয়া কাহারও নামোল্লেখ নাই; শুধু ডিরেক্টর সাত জনের নামোল্লেখ আছে; Ex-officio ডিরেক্টর বলিয়া যাঁহার নামোল্লেখ আছে—তাঁহার নাম

Mr. J. K. Paul B. L.
Pleader Calcutta.

সাতজন ডিরেক্টরের মধ্যে দুইজন মফঃস্বলবাসী; একজন থাকেন পাঞ্জাবে এবং অপরজন থাকেন ত্রিপুরায়। কোম্পানীর হেড্ আপিশ এবং কর্ম্মস্থান যখন কলিকাতায়, তখন মফঃস্বলের এই দুইজন ডিরেক্টর এত দূরদেশ হইতে কেমন করিয়া কোম্পানীর কার্য্যাদির তত্ত্বাবধান করিবেন তাহা বুঝিতে পারি না। লোন কোম্পানীর কার্য্যাদি তাহা হইলে এই ডিরেক্টর-গণ সকলে একযোগে অথবা এই Ex-officio Director Mr, Paul এর দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

কিন্তু তেলের কারবারটি, হিন্দুস্থান এজেন্সীর দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় ইহাতে উক্ত লোন কোম্পানীর কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা বুঝিবার কোনও উপায় নাই। এই হিন্দুস্থান এজেন্সী লিমিটেড কোম্পানী নহে; ইহার মালিক একজন কি ইহা Partnership business তাহাও জানিবার উপায় নাই। আমাদের এত কথা বলিবার কোনও দরকার ছিল না; কিন্তু একই আপিশ হইতে এই দুইটী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চলিতেছে বলিয়া আমরা এই সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জানাইতেছি।

লোন কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগকে কোনও Balance Sheet বা Memorandum বা Progress Report পাঠান নাই। অনুসন্ধান পত্র হইতে জানিলাম উহা ১৯২৭ সালের Prospectus; এখন ১৯২৯ সাল, সুতরাং ২৭ সালের Balance Sheet এতদিনে বাহির হওয়া একান্তই উচিত ছিল। Balance Sheet দেখিলে কোম্পানীর বর্ত্তমান অবস্থা, দেনা পাওনা ইত্যাদি সকল বিষয় অনেকটা বুঝিতে পারা যায় এবং অনুসন্ধিৎসু জনসাধারণেও তাঁহাদিগের কার্য্যে আগ্রহ ও সহানুভূতি দেখাইতে পারে।

ইহঁদের প্রচারিত Prospectus বা অনুষ্ঠানপত্র যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন তাহাতে বীমা কোম্পানী সমূহের—ক্রিয়া কলাপ ও বীমা-পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটী ইঙ্গিত আছে—যাহাতে সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে এবং বীমার "forfeiture" ও "Lapse" সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে লোকের মনে ভুল ধারণা জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইঁহারা লিখিয়াছেন :—

"There are the danger signals of "Forfeiture" and "Lapse" which in a nutshell means that if the circumstances of the subscriber do not permit him to continue his investment **Up-to the last day of the Contracted period**, the money which he earned with the perspiration of his brow and which was practically his life blood and which he so long managed to contribute in the shape of premiums with the severest strain **goes out of his hands never to come again either to himself or to any one he leaves behind**.

ইহার সরল অর্থ এই যে বীমা কোম্পানীতে ইনসিওর করার দুইটী গুরুতর বিপদ আছে। প্রথম Lapse দ্বিতীয় Forfeiture। চুক্তি কালের শেষ দিন পর্য্যন্ত যদি প্রিমিয়ামের টাকা কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া না দেওয়া যায় তাহা হইলে এতদিন ধরিয়া যে প্রিমিয়ামের টাকা গুনিয়া আসিলে তাহার একটা কপর্দ্দকও তুমি

কিম্বা তোমার ওয়ারিশান ফিরিয়া পাইবে না। চুক্তিকালের পূর্ব্বে যেই প্রিমিয়াম দেওয়া বন্ধ করিবে অমনি Policyটী Lapse হইবে এবং তোমার এত বছরের দেয় প্রিমিয়ামের টাকা সব Forfeiture বা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে।

বলা বাহুল্য এই উক্তির মধ্যে যথেষ্ট সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে।

মনে করুন কেহ ১৫ বৎসরের জন্য জীবন বীমা করতঃ প্রতিবৎসর ১০০৲ টাকা হিসাবে ১২ বৎসর যাবৎ ১২০০৲ টাকা প্রিমিয়াম দিয়া আর দিতে পারিলেন না। ইহাদের উক্তি অনুযায়ী বীমা কারীর পলিসি পচিয়া গেল এবং ১২০০৲ টাকা কোম্পানী বাজেয়াপ্ত করিয়া নিলেন; অতঃ-পর বীমাকারী বা তাঁহার ওয়ারীশান এই ১২০০৲ টাকার এক কপর্দ্দকও ফিরিয়া পাইবে না।

বস্তুতঃ ইহা আদৌ সত্য নহে। প্রায় সমুদয় বীমা কোম্পানীই Lapse এবং Forfeiture সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া থাকেন, আমরা নিম্নে তাহা উল্লেখ করিলাম।

মনে করুন উক্ত ভদ্রলোক ১২০০৲ টাকা প্রিমিয়াম দিবার পর বাকী আর ৩ বছরের প্রিমিয়াম ৩০০৲ টাকা দিতে পারিলেন না। তখন বীমা কোম্পানী সাধারণতঃ তাঁহাকে নানারূপ সুবিধা দিয়া থাকে।

১। তাঁহাকে তাঁহার Policy Surrender করিতে বা ফিরাইয়া দিতে বলে এবং তাঁহার প্রদত্ত ১২০০৲ প্রিমিয়ামের সহিত সুদ, বোনাস ইত্যাদি যোগ করতঃ তাঁহার যাহা প্রাপ্য হয় তাহা হইতে কোম্পানীর খরচাদি বাবদ কিছু percentage কাটিয়া নিয়া বাকী সমুদয় টাকা তাঁহাকে ফেরৎ দেয়।

২। উক্ত ১২০০৲ টাকার একটী Paid up Policy তাঁহাকে দিয়া দিতে পারে।

৩। তাঁহার Policy নষ্ট না করিয়া Automatic Nonforfeiture System অনুযায়ী তাঁহার প্রদত্ত ১২০০৲ টাকা হইতে বাকী তিন বছরের দেয় প্রিমিয়াম বছর বছর ১০০৲ টাকা হিসাবে দিয়া Policyটীকে বাঁচাইয়া রাখে এবং এই টাকাকে কর্জ্জদাদন স্বরূপ গণ্য করিয়া শতকরা মাত্র ৬৷° টাকা সুদ দাবী করে। বীমাকারীর অবস্থা আবার স্বচ্ছল হইলে ৬ মাস কি এক বছর কি দুই বছর পরে উক্তহারে সুদসহ প্রিমিয়ামের টাকা দিয়া বীমাকারী আপনার পলিসির সমুদয় সর্ত্ত ও সুবিধা সম্ভোগ করিতে পারেন।

ইহা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানী Lapse ও Forfeiture সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন নূতন সুবিধা দিতেছেন যাহা সবিস্তারে বর্ণনা করার এখন কোনও প্রয়োজন দেখি না। আমরা মোটা মুটি কয়েকটী নিয়ম তুলিয়া দেখাইলাম যে Loan কোম্পানীর অনুষ্টান পত্রে সাধারণের চোখে ধুলা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতি-দ্বন্দীরা পরস্পরের দোষ গুণ দেখাইয়া লোকের চোখে ধূলা দিবার চেষ্টা করে এবং Bluff ও করে সত্য, কিন্তু ইহারা যে ধাপ্পা দিয়াছেন তাহা এমন কাঁচা ব্যবসায়ীর মত হইয়াছে যে লোকে পড়িলেই হাসিবে।

সর্ব্বোপরি ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্সের Fundamental principle বা মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইহারা কিছুই বলেন নাই, অথবা বলিলে তাঁহাদের স্বার্থ-হানি ঘটিবে বলিয়া বোধ হয় চাপিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ দুইয়ের মধ্যে উদ্দেশ্য হিসাবে আকাশ পাতাল পার্থক্য।

ব্যাঙ্কে যে টাকা আপনি জমা রাখিবেন এক সুদ ব্যতীত তাহার উপর আপনাকে ব্যাঙ্কার আর কপর্দ্দকটীও বেশী দিবে না। কিন্তু কোনও বীমা কোম্পানীতে প্রতি বৎসর ৪০০৲ টাকা হিসাবে ২০ বৎসর প্রিমিয়াম দিবার সর্ত্তে ১০ হাজার টাকার বীমা করতঃ যদি আপনি প্রথম বৎসরের দেয় ৪০০৲ টাকা প্রিমিয়াম দিয়াই হঠাৎ মারা যান তাহা হইলে বীমা কোম্পানী এই ৪০০৲ টাকা লইয়া তৎক্ষণাৎ আপনার ওয়ারীশানকে দশ হাজার টাকা দিবে। এক্ষেত্রে মাত্র ৪০০৲ টাকা দিয়া আপনার ওয়ারীশান দশ হাজার টাকা পাইল; কিন্তু উক্ত ব্যক্তি যদি কোনও ব্যাঙ্কে ৪০০৲ টাকা রাখিতেন তবে সেই ৪০০৲ টাকার উপর শত করা ৫ বা ৬ টাকা টাকা সুদ জুড়িয়া আপনার ওয়ারীশানের ভাগ্যে ৪২০ বা ৪২৪৲ টাকার বেশী আর একটী আধলাও মিলিত না। এইখানেই ব্যাঙ্কের সহিত ইনসিওরেন্সের পার্থক্য, তাই জগতে ধনী দরিদ্র সকলের মধ্যেই জীবন-বীমার প্রতি এত প্রবল আকর্ষণ। যাক্ এ সম্বন্ধে আর লিখিবার প্রয়োজন নাই।

অতঃপর এই Loan কোম্পানী তাঁহাদের নিজেদের Scheme সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহার দোষ গুণ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আমাদের প্রধান অভিযোগ এই যে ইঁহারা যখন লিমিটেড কোম্পানী এবং ১৯২৭ সালে অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছেন তখন আমাদিগকে একখানা Balance Sheet অথবা Progress Refort এবং Memorandum দিলেন না কেন? তাহা হইলে আমরা আমাদের গ্রাহক ও পাঠকদিগের কৌতুহল নিবৃত্তি করিবার জন্ত চেষ্টা করিতাম।

২। কীর্ত্তি কোনা টী কোম্পানী।

ঢাকার সুবিখ্যাত সাধনা ঔষধালয়ের সত্বাধিকারী এবং ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস্, (লণ্ডন) গত জুলাই মাসে আমাদিগকে নিম্নলিখিত পত্র খানি লেখেন।

মাননীয় মহাশয়,

কীর্ত্তি কোনা চা কোম্পানী জীবিত আছে কি না, কিম্বা উহা লিকুইডেশনে গিয়াছে কি না এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতঃ জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব। উক্ত কোম্পানীর ঠিকানা কি?—পত্র লিখিলে কোনও উত্তর পাওয়া যায় না কেন?—উহা বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে? এ সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করতঃ সম্যক জানাইবেন।

নিঃ শ্রীযোগেশ চন্দ্র ঘোষ।

এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতঃ আমাদের অনুসন্ধানের ফলাফল নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

গত ১৯১৬ সালে দুই লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া এই কোম্পানী রেজিষ্টী হয় এবং ইহার নাম The Kirticona Tea Coy Ld রাখা হয়; মিত্র এণ্ড সন্‌স্ ইহার ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্র এই Mitra & Sons এবং Kirticona Tea Companyর প্রতিষ্ঠাতা; কোম্পানী গঠন করিয়া Mitra and Sons Managing Agents নাম দিয়া তিনি তাহার পরিচালনাও নিজের হাতে রাখিয়া ছিলেন এবং তাঁহার পুত্রের সাহায্যে কারবার চালাইতে ছিলেন।

যোগেশ বাবু যখন এই কোম্পানী খোলেন তখন বাংলাদেশে লড়াইয়ের জন্য বহু লোকের হাতে হঠাৎ লক্ষ লক্ষ টাকা আসিয়া জমা হওয়ায় কোম্পানী Booming সুরু হয় এবং যোগেশ বাবু সেই Boom এর সুযোগ নিয়া Kirtikona Tea Coy Ld, The Indian Engineering and Motor Co. Ltd., পশ্চিমে একটী তেলের কল এবং আরও কয়েকটি লিমিটেড কোম্পানী স্থাপন করেন।

বলা বাহুল্য এই সকল কোম্পানী বর্ষাকালের ব্যাঙের ছাতার ন্যায় যেমন গজাইয়া উঠিয়াছিল তেমনি শরতের প্রথম খরার টান্ পড়িবামাত্র শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল। লাভের মধ্যে বাংলা দেশের বহু লোকের সেয়ারের টাকাগুলি মারা পড়িল। শুনিলাম যোগেশ বাবু এখন বিদ্যাসাগর কলেজের Commercial Classএ মাষ্টারী করিতেছেন এবং ছাত্রদিগকে ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন।

প্রথমে ২ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়া রেজেষ্ট্রী হইলেও গত ১৯২০ সালের ২৫শে জুন তারিখে অংশীদিগের এক বিশেষ অধিবেশনে মূলধন বাড়াইয়া পাঁচ লাখ টাকা করা হয়। ১৯১৬ সালে কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হবার তারিখ হইতে ১৯২২ সালের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত যোগেশ বাবু তথা মিত্র এণ্ড সন্‌স্ ইহার ম্যানেজিং এজেন্ট ছিলেন। তাঁহাদের আমোলে নিম্নলিখিত কার্য্যাদি হয়:—

১। প্রায় ২, ৩৪,০০০ টাকার সেয়ার বিক্রয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে ২,১৩০০০ টাকার সেয়ারের মূল্য আদায় হইয়াছিল।

২। New Chargola Tea Estate and Kirti Kona Tea Estate নামক পাশাপাশি দুইটী বাগান খরিদ করা হয় এবং অতঃপর আর একটু দূরে Tiprapara Tea Estate নামক আরও একটী ছোট বাগান একুনে ৩টী বাগান খরিদ করা হয়। মোট মাট বাগানের পরিমাণ ২৫০০ একর; তন্মধ্যে ১৫০ একরের উপর চারা বসানো হয়।

৩। এইরূপ প্রকাশ যে মিত্র কোম্পানীর Managementএ আরও কয়েকটী লিমিটেড্ কোম্পানী থাকায় তাঁহারা একের টাকা অন্যের কারবারে ধার দিতে সুরু করিয়া পরস্পরের মূলধন পিতল গোলা করিতে আরম্ভ করেন; প্রকাশ যে এইরূপে Indian Engineering and Motor Co. কে ইঁহারা কীর্ত্তি কোনার তহবিল হইতে প্রায় ৬২০০০৲ টাকা ধার দেন, যে টাকা ফেরৎ পাওয়া কীর্ত্তি কোনার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে; কারণ উক্ত Engineering and Motor কোম্পানী অতঃপর লিকুইডেশনে যায়। বলা বাহুল্য এই মোটর কোম্পানীরও ম্যানেজিং এজেন্ট ছিলেন মিত্র এণ্ড সন্‌স্।

১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে মিত্র এণ্ড সন্‌স্ ম্যানেজিং এজেন্সী ছাড়িয়া দেন বা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হ'ন। তা'র পর—১৯২২ হইতে ১৯২৬

সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন কোম্পানীর নব গঠিত ডিরেক্টর মণ্ডলী স্বয়ং; কিন্তু বারোয়ারী কাজে কাজ কখনও সুসম্পন্ন হয় না। আমাদের দেশে ভাগের মা গঙ্গা পায় না বলিয়া একটী প্রবাদ আছে। তার উপর যে সকল দায় সংযোগ এবং গোলমাল জনক অবস্থায় নূতন ডিরেক্টর মণ্ডলী কার্য্যভার নিলেন তাহা এইরূপ বারোয়ারী ব্যাপার দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়া কঠিন। এই জন্য ইঁহারা কীর্ত্তিকোনার অবস্থার কোনও উন্নতি করিতে পারিলেন না। অতঃপর ১৯২৬ সালের অক্টবর মাসে শ্রীযুক্ত শান্তিনিধান রায় নামক জনৈক উকীল এই কোম্পানী পরিচালনা করার ভার গ্রহণ করেন।

শান্তি বাবু নিবার পর—বাগানের নাম বদলাইয়া Kirti Kona Tea co. Ld. এর জায়গায় Chargola Valley Tea Estate Ld. রাখা হইয়াছে এবং কোম্পানীর মূলধন কমাইয়া ৫৫,৫০০ টাকায় পরিণত করা হইয়াছে। ১৯২৭ সালের মার্চ্চ মাসে অংশীদিগের এক Extraordinary General Meeting ডাকিয়া এই দুই কাজ করা হইয়াছে এবং বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট ও হাইকোর্টের অনুমোদন লওয়া হইয়াছে।

অংশীদিগের মূলধন এইরূপে কমাইয়া দেওয়ায় তাঁহাদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে; কারণ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে অংশীরা ২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা সেয়ারের বাবদ দিয়াছিলেন; পরে আবার মূলধন বাড়াইয়া যখন ৫ লাখ টাকা করা হয় তখন তাহাতেও অনেকে সেয়ার কিনিয়াছিলেন এবং টাকা দিয়াছিলেন। এই সম্মিলিত paidup Capital এর পরিমাণ ২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার চেয়ে যে অনেক বেশী তাহাতে সন্দেহ নাই; অবশ্য আমরা ঠিক অঙ্ক দিতে পারি লাম না।

অংশীদিগের প্রদত্ত এই কয়েক লক্ষ টাকার সেয়ার কমাইয়া একেবারে কিঞ্চিদধিক ৫৫ হাজার টাকায় নাবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এই সকল অংশীদারের প্রদত্ত বাকী সমুদয় টাকা একেবারে জলে গেল এবং অংশীদিগকে হারাহারি ভাবে এই ক্ষতি সহ্য করিতে হইল; নচেৎ কোম্পানীর asset বলিতে ২৫০০ একর মাটী এবং ১৫০ একর চায়ের চারা (যাহা ১০।১২ বছর আগে লাগানো হইয়াছিল) ছাড়া আর কিছুই নাই বলিতে হইবে; সুতরাং এইরূপ কোম্পানীতে পুনরায় কে মূলধন ফেলিয়া ইহাকে বাঁচাইতে অগ্রসর হইবে?

বাগানটীর বিবরণ এই :—

অবস্থান—	চারগোলা ভ্যালী (শ্রীহট্ট)
জমির পরিমাণ—	২৫০০ একর
আবাদের পরিমাণ—	প্রায় ১৫০ একর
লীজ—	৯৯ বছরের লীজ
খাজনা	বাৎসরিক ২০০০৲ টাকা পরে বাড়িয়া ৪০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাঁড়াইবে।
যাতায়াতের ব্যবস্থা—	এ, বি, রেলের চারগোলা ষ্টেশন হইতে নৌকাযোগে ৮ মাইল। করিমগঞ্জ হইতে স্থলপথে ২০ মাইল মোটর যোগে যাওয়া যায়।
ডাকঘর—	৩ মাইল দূরে।
বৃষ্টির পরিমাণ—	১৩০ ইঞ্চি।
জল বায়ু—	ভাল।
শ্রমিক—	স্থানীয় শ্রমিক যথেষ্ট পাওয়া যায়।

দেনার পরিমাণ।

১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে ডিরেক্টরদিগের নিকট এই বাগানের Liabilities এর যে লিষ্ট দেওয়া হইয়াছিল তাহা এই :—

List of debts of the Kirtikona Tea Co. Ltd. Supplied to Mr. S. N. Roy by Mr. J. c. Dutta, represented by the then Board of Directors, on 8. 10. 26.

Bengal National Bank	(including interest).	Rs	11, 564-10-0
Prof. M. M. Bose	(without interest)	Rs	8, 000-0-0
Babu A. D. Anddy		Rs	4, 000 0-0
Garden rents	(Part of 1923, 1924, 1925)	Rs	4, 000-0 0
Office rents	(From Jan. to September)	Rs	387-0-0
Office establishments	(J. c. Dutta and others)	Rs	1, 600-0-0
Sashi Bhusan Bishwas	(Decreed in S. c. oourts) without interest)	Rs	315 0-0
Lasmi Narayan Shadani	(without interest)	Rs	1, 600-0-0
Alpha Trading company		Rs	500-0-0
Mitra & co.		Rs	76-4-0
Auditors		Rs	20-0-0
Mr. H. N. Pal chowdhury		Rs	60-0-0
Principal Maitra		Rs	50-0-0
Miscellaneous		Rs	200-0-0
		Total Rs	33, 122-14 0

বাগানের কাজ চালাইলে মহাজনেরা অধিকাংশই দেনার পরিমাণ কতক ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে টাকা নিতে রাজী আছেন বলিয়া প্রকাশ।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিলাম যে শান্তিবাবুও এখনও কোনও ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই; সুতরাং বাগানের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক এই দুই বছর বাগান পড়িয়া থাকায় তাহার আরও অবনতি হওয়া অনিবার্য্য এবং দেনার সুদও বাড়িতেছে। এই সকল দেনার উপর শান্তি বাবুর পারিশ্রমিক বাবদ যে টাকা প্রাপ্য হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে তাহাও বোঝার উপর শাকের আটীর মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শান্তিবাবু আজ প্রায় ২॥০ বৎসর যাবত এই কোম্পানীটির কর্ণধার হইয়াছেন কিন্তু এক নাম বদলানো ও মূলধন কমানো ছাড়া আর কোনও উল্লেখযোগ্য কাজ তিনি দেখাইতে পারেন নাই। তিনি জলপাইগুড়ীর লোক; সেখানকার ব্যাঙ্ক ও লোন কোম্পানীগুলি এইরূপ চা বাগানগুলিকে রক্ষা করিয়া শেষে সাধারণের মধ্যে সেয়ার বেচিয়া টাকা তুলিয়া লয়। এ যাবত জলপাইগুড়ি হইতে ইহার টাকার ব্যবস্থা করিতে না পারায় আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে শান্তিবাবুর সেখানে তেমন প্রভুত্ব বা প্রতিষ্ঠা নাই। যোগেশবাবু বা তারিণীবাবু হাত দিলে এতদিনে বাগান হইতে ডিভিডেণ্ড দেওয়া সুরু হইত।

এরূপ অবস্থায় যদি কয়েকজন লোক একটি Syndicate গঠন করিয়া কিছু টাকা এই বাগানের পশ্চাতে ফেলিতে পারেন এবং সকল রকম জাল জঞ্জাল মুক্ত করিয়া দিতে পারেন তবে এই বাগান কালে একটী মহামূল্যবান সম্পত্তিতে পরিণত হইতে পারে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে ভাল বাগান পাওয়া দুরূহ ব্যাপার; এরূপ অবস্থায় ২৫০০ একর জমি (তন্মধ্যে ১৫০ একর চার আবাদ সহ) এরূপ স্থানে পাওয়া সহজ কথা নহে। অবশ্য এই জমিতে বর্ত্তমানে ৫৫ ৫০০ টাকার মূলধন বসিয়া গিয়াছে এবং সম্পত্তির উপর দায় সংযোগও রহিয়াছে। যদি কয়েকজন মিলিয়া কিছু মূলধন ইহার পশ্চাতে লাগাইতে পারেন তবে আমরা এই নষ্ট সম্পত্তিটী পুনরুদ্ধার করার ব্যবস্থা দেখিতে পারি।

নিত্য ব্যবহার্য্য ধোবী ও বার সাবান প্রস্তুত প্রণালী।

বিভিন্ন জাতীয় সাবান।—

বাজারে বহু প্রকারের সাবান দেখিতে পাওয়া যায়। গায়ে মাখিবার জন্য এক জাতীয় সাবানের ব্যবহার হয়; কাপড় জামা পরিষ্কার করিবার জন্য অপর এক জাতীয় সাবানের চলন আছে; চর্ম্মরোগ প্রভৃতি নিবারণের জন্য এক শ্রেণীর সাবান প্রচলিত দেখা যায়। এই সকল সাবান সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য। এইগুলি ব্যতীত বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রকার সাবান ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা, হাসপাতালে ও রোগীর ঘরে, বয়ন শিল্পের কল কারখানায়, চর্ম্মশিল্পে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কাপড় কাচা সাবান।—

উপরোক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সাবানের মধ্যে কাপড় কাচা সাবানের ব্যবহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বঙ্গদেশে বোধ হয় ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে এমন কোন গৃহস্থই নাই যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কাপড় কাচা সাবান ব্যবহার না করেন। যিনি ধনী তিনি স্বহস্তে ঐ সাবান ব্যবহার করেন না বটে, কিন্তু তাঁহারই বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার জন্য তাঁহার রজক বা চাকর কাপড়-কাচা সাবান ব্যবহার করিতেছে। আর স্বল্পবিত্ত গৃহস্থ তো বহুক্ষেত্রে স্বহস্তেই আপন কাপড় ও জামায় সাবান লাগাইয়া থাকেন।

প্রকৃত পক্ষে কাপড় কাচা সাবানের ব্যবহার এ দেশে অতীব বিস্তৃত; এবং উহার প্রস্তুত ও ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে বহু ব্যক্তির অন্নসংস্থান হইবার কথা। অধিকন্তু, পূর্ব্বে অশুচি বোধে যাঁহারা সাবান ব্যবহার করিতেন না অধুনা তাঁহাদের সে মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; এবং পূর্ব্বে যে সকল দরিদ্র লোকের পক্ষে বস্ত্র ধৌত করার জন্য সাবান ব্যবহার ব্যয়সাধ্য বিলাসিতা বলিয়া বিবেচিত হইত এক্ষণে সাবান সুলভ ও সহজপ্রাপ্য হওয়ায় সে সকল লোকের পক্ষেও উহার নিয়মিত ব্যবহার সম্ভবপর হইয়াছে। সুতরাং কাপড় কাচা সাবানের ব্যবহার বঙ্গদেশে দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, ও ফলে এই শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্রমশঃ প্রসার হইতেছে, এবং উত্তরোত্তর বহুতর ব্যক্তির জীবিকার্জ্জনের উপায় হইতেছে। এ কারণ অল্প মূলধনে যাহাতে কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায় তদুদ্দেশ্যে সাবান প্রস্তুত করিবার উন্নত অথচ সহজসাধ্য প্রণালী বর্ত্তমান পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করা হইল। বলা বাহুল্য পুস্তিকাখানি কেবল সঙ্কলন বা অপর ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদমাত্র নয়। ইহাতে গ্রন্থকারদ্বয়ের স্বহস্তকৃত পরীক্ষাদির ফলও প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই সাবান প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা এই পুস্তিকা-পাঠে কথঞ্চিৎ উপকৃত হইবেন এরূপ ভরসা করা অসঙ্গত হইবে না; আর যাঁহারা ঐ কার্য্যে নূতন ব্রতী হইতে চাহেন তাঁহারাও উক্ত শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তিকাপাঠে জানিতে পারিবেন।

প্রচুর মূলধনে বৃহদায়তনে, যাঁহারা সাবান প্রস্তুতের কারখানা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অর্থ ব্যয় করিয়া সাবান শিল্পের বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ লইতে সক্ষম। সে কারণ বর্ত্তমান পুস্তিকা তাঁহাদের উদ্দেশে লিখিত হয় নাই। পরন্তু যাঁহারা অল্প মূলধনে, ক্ষুদ্র আয়তনে, কারবার করিতে চাহেন, এবং সেই হেতু বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ গ্রহণের ক্ষমতা

যাঁহাদের নাই তাঁহাদেরই উদ্দেশে এই পুস্তিকা প্রচারিত হইল। যে কেহ এই পুস্তিকায় বর্ণিত উপায়গুলি অভ্যাসদ্বারা পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইবেন তিনিই সাধারণ ব্যবহারোপযোগী কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর, অথবা কোন বিশেষ গুণবিশিষ্ট, সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে প্রস্তুতকারীর পক্ষে বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করা একান্ত আবশ্যক।

কাপড় কাচা সাবান দুই জাতীয়।

—প্রস্তুত প্রণালী ভেদে এদেশে প্রচলিত কাপড় কাচা সাবান প্রধানতঃ দুই জাতীয়। প্রথম জাতীয়ের নাম "গোলা সাবান", "ডেলা সাবান", "ডিবা সাবাম", "ঢিলে সাবান" "চেপ্টা সাবান" প্রভৃতি ইহার বিভিন্ন নাম আছে। ইহা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সাবান। ইহার কোন বিশিষ্ট আকার নাই, সাধারণতঃ তাল বা পিণ্ডাকারে বিক্রীত হয়। অপর জাতীয় সাবানের নাম "বাক্স সাবান"। নানা প্রকার আকার ও মার্কাবিশিষ্ট, চতুষ্কোণ, গোলক, প্রভৃতি, এবং "বার সোপ", এই শেষোক্ত জাতীয় সাবান। এই সাবান উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয়বিধই হইয়া থাকে।

তাপযোগে সাবান প্রস্তুত।—

সাবানের প্রস্তুত প্রণালীও একাধিক প্রকার। তাপ দ্বারা ফুটাইয়া, এবং বিনা তাপেও সাবান প্রস্তুত হয়। সাবান প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গে "গ্লিসারীণ" নামক একটী রাসায়নিক পদার্থও উৎপন্ন হয়। কোন কোন প্রণালীতে ঐ উৎপন্ন গ্লিসারীণ সাবানের মধ্যে থাকিয়া যায়। উন্নত প্রণালী-মতে তাপ দ্বারাই সাবান প্রস্তুত হয়, এবং ঐ মতে উৎপন্ন গ্লিসারীণ হইতে সাবান পৃথক করা হয়। এই শেষোক্ত প্রণালীই বর্ত্তমান পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করা হইল।

সাবান প্রস্তুতের গুপ্ত প্রণালী।

—সাবান প্রস্তুতের কয়েকটী তথাকথিত গুপ্ত প্রণালী আছে। বর্ত্তমান গ্রন্থকারদ্বয় ঐ গুপ্ত প্রণালী-গুলিও বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন, এবং স্থল বিশেষে উহার উন্নতিসাধন করিয়াছেন। অল্প পরিমাণে সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে যে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা সাবান প্রস্তুতকারী মাত্রেই অবগত আছেন। গ্রন্থকারদ্বয় যে অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন তদ্বারা বিনা অসুবিধায় অতি অল্প, এমন কি দুই চারি সের পর্য্যন্ত, গোলা সাবান সহজে প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

যন্ত্রাদির ব্যবহার।

স্বল্প মূলধনের উপযোগী করিয়া লিখিত হওয়ায় এই প্রবন্ধে বর্ণিত সাবান প্রস্তুত ব্যাপারে যন্ত্রাদির ব্যবহার অতি অল্প মাত্রই নির্দ্দেশিত হইয়াছে, এবং যাহা হইয়াছে তাহাও প্রস্তুতকারীর ইচ্ছাসাপেক্ষ। যে যে স্থলে যন্ত্রাদির ব্যবহার অপরিহার্য্য কেবল সেই সকল স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রের ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে। সাধ্য হইলে যন্ত্র ব্যবহার করা ভাল, কারণ শ্রমলাঘবকারীতা, ক্ষিপ্রতা প্রভৃতি গুণের জন্য যন্ত্র ব্যবহারের যে উপকারিতা আছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

সাবানের উপাদান ও উৎপাদনের রাসায়নিক ক্রিয়া।

রসায়ন শাস্ত্রানুসারে কোন দ্রাবক জাতীয় পদার্থের ("এসিড") সহিত কোন ক্ষার জাতীয়

পদার্থের ("এল্‌কেলী") রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিলে তৎফলে লবণ জাতীয় পদার্থের ("সল্ট") উৎপত্তি হয়। সাবান এই প্রকারের লবণ জাতীয় পদার্থ। কতিপয় দ্রাবক বা এসিড নানা উদ্ভিজ্জাত তৈলের উপাদানভূত হইয়া থাকে। বিভিন্ন পশুর মেদ বা চর্ব্বিতে এবং কোন কোন মৎস্যের তৈলেও একাধিক দ্রাবক ঐ ভাবে থাকে। ঐ সকল তৈল ও চর্ব্বি প্রভৃতির সহিত "তীক্ষ্ণক্ষার" বা কষ্টিক সোডার সংযোগ ঘটাইলে যুগপৎ সাবান ও গ্লিসারীণ উৎপাদিত হয়। অতঃপর ঐ সাবান হইতে গ্লিসারীণ পৃথক করিয়া লইতে হয়।

গ্লিসারীণ মানবদেহের পক্ষে হানিকর নহে বটে, কিন্তু উহা দ্বারা সাবান ব্যবহারের ন্যায় ফল পাওয়া যায় না। সুতরাং গ্লিসারীণ যদি সাবান মধ্যে থাকিয়া যায় তাহা হইলে উহার প্রকৃত ব্যবহার হইল না—উহা নষ্ট হইল—এইরূপ বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ এই ভাবে গ্লিসারীণ নষ্ট হইতে দেওয়া অযুক্তিকর ; কারণ গ্লিসারীণ বিশেষ মূল্যবান পদার্থ। কিন্তু সাবান হইতে পৃথক করিয়া ঐ গ্লিসারীণ ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে বহুবিধ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। যথেষ্ট বৃহদায়তনে কারবার না করিলে ঐ গ্লিসারীণের উদ্ধার সাধন করিতে পারা যায় না। স্বল্প মূলধনে উহা সম্ভবপর নহে। সাবান হইতে গ্লিসারীণ পৃথক করিলে সাবান উৎকৃষ্ট ব্যতীত অপকৃষ্ট হয় না। এ কারণ গ্লিসারীণ পৃথক করা হইয়া থাকে।

গ্লিসারীণ হইতে সাবান পৃথক করা।

আমাদের নিত্য আহার্য্য লবণ দ্বারা সাবান হইতে গ্লিসারীণ পৃথক করা হয়। পৃথক করিবার অপর উপায়ও আছে, তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। এই লবণ দ্বারা পৃথকীকৃত সাবান তপ্ত ও নরম অবস্থায় মাটীর ছাঁচে ফেলিলেই গোলা সাবান প্রস্তুত হইল। বার সোপ প্রস্তুত করিতে হইলে ঐ পৃথকীকৃত সাবান পুনরায় কিঞ্চিৎ জলের সহিত ফুটাইয়া তরল করিয়া লইতে হয়, এবং কিছুক্ষণ ফুটাইবার পর যথেষ্ট গাঢ় হইয়াছে বুঝিলে তপ্ত অবস্থায়ই কাঠের বা লোহার চতুস্কোণ বাক্স মধ্যে উহা ঢালিয়া দিতে হয়। পরে শীতল হইয়া কঠিন হইলে ঐ সাবান খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া "বার" প্রস্তুত করিতে হয়।

উপাদান ভেদে সাবানের গুণাগুণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে উদ্ভিজ্জাত তৈল, জান্তব চর্ব্বি, প্রভৃতি হইতে সাবান প্রস্তুত হয়। কিন্তু সকল তৈল বা চর্ব্বি হইতে যে একই প্রকারের সাবান পাওয়া যায় তাহা নহে। কোন তৈল বা চর্ব্বির সাবান অতিশয় কঠিন হয়, আবার কোন তৈলের সাবান অত্যন্ত নরম হইয়া থাকে। সাবান অতিশয় কঠিন হইলে তাহা কাপড়ে মাখাইবার পক্ষে অনুপযুক্ত হয়; আবার অত্যন্ত নরম সাবান ছাঁচ বা বাক্স মধ্যে জমিয়া কঠিন হইতে পারে না। সুতরাং সাধারণের ব্যবহারোপযোগী সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে বিশেষ বিবেচনা সহকারে বিভিন্ন পরিমাণে একাধিক প্রকার তৈল বা চর্ব্বির সংযোগে সাবান প্রস্তুত করিতে হয়।

প্রায় সকল জান্তব চর্ব্বি হইতে কঠিন সাবান উৎপন্ন হয়। যে সকল উদ্ভিজ্জাত তৈল সাধারণতঃ কঠিন অবস্থায় থাকে তদুৎপন্ন সাবানও কঠিন হইয়া থাকে। তিসির তৈল, রেড়ীর তৈল, প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত সাবান অতিশয় নরম হইয়া থাকে। মহুয়া তৈল ও বাদাম তৈল হইতে নাতি কঠিন সাবান পাওয়া যায়। বিভিন্ন তৈল ও চর্ব্বির সংমিশ্রণে প্রস্তুত সাবান যদি অত্যন্ত কঠিন হয় তাহা হইলে ব্যবহারকালে উহা অতি অল্পে অল্পে ক্ষয়িত হয়, ও ফলে বস্ত্রাদি ভালরূপে পরিষ্কৃত হয় না। উপযুক্ত

মাত্রায় কঠিন সাবান উৎপাদক ও নরম সাবান উৎপাদক চর্ব্বি ও তৈলের ব্যবহার করিলে তবেই সাধারণ ব্যবহারোপযোগী উত্তম সাবান প্রস্তুত হয়।

তৈল ও চর্ব্বির বিশুদ্ধতা।—

সাবান প্রস্তুত কার্য্যে যে সকল তৈল ও চর্ব্বি ব্যবহৃত হইবে সেগুলি যথাসম্ভব বিশুদ্ধ, অর্থাৎ ভেজাল-বিবর্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। ধূলা, মাটি, কুটী, প্রভৃতি তাদৃশ অপকারী নয়; কারণ লবণযোগে গ্লিসারীণ পৃথক করার সময় ঐ সকল ধূলা, মাটি, ইত্যাদি সাবান হইতে দূরীভূত হয়। অনেক সময় বাজার চলন উদ্ভিজ্জ তৈলের সহিত বর্ণগন্ধহীন এক প্রকার খনিজ তৈল ভেজাল থাকে। খনিজ তৈল মধ্যে সাবানের উপাদান নাই, সুতরাং উহা হইতে সাবান প্রস্তুত হইতে পারে না। পরন্তু উহা সাবান প্রস্তুতের ঘোর অন্তরায় স্বরূপ। সুতরাং খনিজ তৈল মিশ্রিত উদ্ভিজ্জ তৈল ব্যবহার করা অবিধেয়।

উপাদানের উপযোগীতা।—

বার সোপ প্রস্তুতের জন্য প্রায় সকল প্রকার উদ্ভিজ্জাত তৈল ও জান্তব চর্ব্বি ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু গোলা সাবান প্রস্তুতের পক্ষে ঐ সকল তৈল ও চর্ব্বি যে তদ্রূপ উপযুক্ত তাহা নহে। সাধারণতঃ গোচর্ব্বি, বাদাম, ও মহুয়া তৈলের মধ্যে যে কোনটী হইতেই গোলা সাবান প্রস্তুত হইতে পারে। পরন্তু শতকরা ৫০ ভাগ গোচর্ব্বি ব্যবহার করিলে যে সাবান প্রস্তুত হয় তাহা উপযুক্তরূপ কঠিন হইবে, এবং বাদাম ও মহুয়া তৈলের দ্বারা উহার অবশিষ্ট ৫০ ভাগ পূরণ করা চলিবে। উপরোক্ত তিনটী উপাদানের মধ্যে যে কোন দুইটী, অথবা ঐ তিনটীই, যে কোন মাত্রায় ব্যবহার করিলেও গোলা সাবান প্রস্তুত হইতে পারে।

কষ্টিক সোডা।—

সাবানের অপর উপাদান "তীক্ষ্ণক্ষার" বা কষ্টিক সোডা বর্ত্তমানে বাজারে ক্রয় করিতে পারা যায়; কিন্তু পূর্ব্বে ঐরূপ পাওয়া যাইত না। তৎকালে প্রত্যেক সাবানের কারখানায় কাপড় কাচা সোডা ও চুণের সাহায্যে কষ্টিক সোডা প্রস্তুত করিয়া লইতে হইত। উপরোক্ত উদ্দেশ্যে কারখানায় চুণের প্রয়োজন হইত বলিয়া সাধারণের ধারণা ছিল যে সাবানের সহিত চুণ মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। এখনও বহুলোকের সাবান সম্বন্ধে, অন্ততঃ অল্প মূল্যের সাবান সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা আছে। বলা বাহুল্য এই ধারণা বর্ত্তমানে অমূলক, সাবান প্রস্তুত করিতে আর চুণের প্রয়োজন হয় না।

কষ্টিক সোডার বিভিন্ন আকার ও বিশুদ্ধতার ক্রম।—

কষ্টিক সোডা চারি আকারের হইয়া থাকে, যথা—

(১) "ষ্টিক," অর্থাৎ সরু ছড়ির আকার
(২) "ফ্লেক," অর্থাৎ মাছের আঁশের আকার
(৩) "ব্লক," অর্থাৎ জমাট বাঁধা বৃহৎ খণ্ড এবং
(৪) "সলিউশন," অর্থাৎ জল মিশ্রিত তরল আকার। উক্ত চারি জাতির মধ্যে প্রথমোক্ত প্রকারের কষ্টিক সোডা মূল্যাধিক্যবশতঃ সাবান প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না; এবং অবিশুদ্ধতা হেতু চতুর্থ প্রকারের কষ্টিক সোডাও কচিৎ সাবান প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের, অর্থাৎ ফ্লেক ও ব্লক আকারের কষ্টিক সোডাই সাধারণতঃ সাবানের কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদুভয়ের মধ্যে ফ্লেকের বিশুদ্ধতা ব্লক অপেক্ষা অধিক। বিশুদ্ধতার মাত্রাভেদে কষ্টিক

সোডার মূল্য নিরূপিত হইয়া থাকে। সচরাচর নিম্নলিখিত মাত্রার কষ্টিক সোডা বাজারে বিক্রীত হয়, যথা,—

সাবান প্রস্তুতে কষ্টিক সোডার পরিমাণ নির্দ্দেশ।

৬০°	গ্রেড, অর্থাৎ ১০০ ভাগ	বাজার চলন	কষ্টিক সোডায়	বিশুদ্ধ কষ্টিক	সোডার পরিমাণ	৭৭ ভাগ	মাত্র
৭০°	”	”	”	”	”	৯০	”
৭২°	”	”	”	”	”	৯৩	”
৭৪°	”	”	”	”	”	৯৫.৫	”
৭৬°	”	”	”	”	”	৯৮	”
৭৭°	”	”	”	”	”	৯৯	”
৭৭.৫°	”	”	”	”	”	১০০	”

বিভিন্ন জাতীয় তৈল ও চর্ব্বির জন্য বিভিন্ন পরিমাণে কষ্টিক সোডার প্রয়োজন হয়। এই পুস্তিকায় যে সকল তৈল ও চর্ব্বির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলির ১০০ ভাগ পরিমাণের সহিত ১৩ হইতে ১৭ ভাগ কষ্টিক সোডা ব্যবহার করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, কষ্টিক সোডা যদি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয়, অর্থাৎ ৭৭.৫° গ্রেডের হয়, তবেই ঐ পরিমাণ লাগিবে; অবিশুদ্ধ হইলে উহাপেক্ষা অধিক লাগিবে। নবীন শিল্পীর পক্ষে এইরূপে পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া সোডা ব্যবহার করা উচিত। পরে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হইলে আর পূর্ব্ব হইতে পরিমাণ নির্দ্ধারণের প্রয়োজন হইবে না; সাবান প্রস্তুত কালে পুনঃপুনঃ পরীক্ষার দ্বারা কষ্টিক সোডার হ্রাসাধিক্য, প্রয়োজনীয়তা বা নিষ্প্রয়োজনীয়তা, বুঝিতে পারা যাইবে। ঐ সকল পরীক্ষা কিরূপে করিতে হয় তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

তাপদান প্রণালী।—

তাপদ্বারা সাবান প্রস্তুত কার্য্যে বিভিন্ন উপায়ে তাপ দান করা হইয়া থাকে। অতি উন্নত প্রণালীর সুবৃহৎ কারখানা গুলিতে তপ্ত বাষ্প দ্বারা তাপ দান করা হয়। ক্ষুদ্র কারখানার পক্ষে ঐ উপায় অবলম্বন করা অসম্ভব, এবং নিষ্প্রোয়জন। ছোট ছোট কারখানায় কয়লা বা কাঠের আগুনে তৈলাদি ফুটাইয়া সাবান তৈয়ারী করা হয়। সাবানের উপাদান তৈলাদি একখানি প্রয়োজনানুরূপ মাপের কড়ারমধ্যে রাখিয়া তন্নিম্নস্থ উনানে ("চুলা" বা "চৌকা) কয়লা বা কাঠের জ্বাল দিতে হয়; কড়াগুলি সাধারণতঃ লোহার চাদর পেটাই করিয়া নির্ম্মাণ করা হয়। একাধিক খণ্ড চাদর "রিভেট" বা "ওয়েল্‌ডিং" দ্বারা দৃঢ়ভাবে জুড়িয়া বড় বড় কড়া প্রস্তুত করা হয়। কড়ারমধ্যে যে পরিমাণ তৈলাদি উপাদান দেওয়া হইবে তাহার পাঁচগুণ দ্রব্য ধরিতে পারে কড়াখানি এরূপ বৃহৎ হওয়া চাই; অর্থাৎ এক মণ তৈলাদির সাবান করিতে হইলে পাচ মণ মাপের কড়া প্রয়োজন।

দুইটী কারণে এইরূপ করার প্রয়োজন হয়। প্রথমতঃ সাবান প্রস্তুত কার্য্য একেবারে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উৎপাদিত সাবানকে তরল অবস্থায় রাখিতে হয়, এবং সেই জন্য অধিক স্থানের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রস্তুত কালে ফেনা হওয়ায় কড়ারমধ্যস্থ সাবান কখন কখন অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে; ঐ সময়ে যাহাতে সাবান কড়া হইতে পড়িয়া নষ্ট না হয় তজ্জন্যও কড়ায় অধিক স্থান থাকা প্রয়োজন। গ্লিসারীণ পৃথক করিবার

কালে লবণ সংযোগের পর সাবান এইভাবে অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে।

ইচ্ছামত তাপের হ্রাসবৃদ্ধি

সাবান প্রস্তুত কালে সময়ে সময়ে তাপের হ্রাস বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। তাপ অধিক করিবার প্রয়োজন হইলে উনানের মধ্যে কয়লা বা কাঠের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিতে হয়। তাপ অল্প করিবার আবশ্যকতা হইলে উনান মধ্যে বায়ু প্রবেশের পথ বন্ধ করিতে হয়। কাঠের আগুন হইলে উনানের মধ্য হইতে জ্বলন্ত কাঠ টানিয়া বাহির করিয়া দিলে অতি সত্বর তাপের হ্রাস হয়; কয়লার আগুনে ছাই ঢাকা দিলে অগ্নির তেজ মন্দীভূত হয়। উনান মধ্যে বায়ু প্রবেশের একটী মাত্র সুপ্রশস্ত পথ রাখিয়া সেই পথ ইচ্ছানুসারে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলে সহজেই উত্তমরূপে তাপের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইতে পারা যায়।

ধুম নির্গমনের ব্যবস্থা—

উনানের ধুম নির্গমনের জন্য "চিম্‌নী" থাকা একান্ত আবশ্যক। বহু কারখানার কর্তৃপক্ষের এই বিষয়ে অত্যন্ত ঔদাসীন্য দৃষ্ট হয়; চিম্‌নী রাখাটা তাঁহারা নিষ্প্রয়োজনীয় ব্যয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের অবহেলার ফলে ঐ সকল কারখানায় প্রচুর ধুমের জন্য কার্য্যের বহু বিঘ্ন হয় এবং প্রকারান্তরে তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতিই হইয়া থাকে। কার্য্যের সুবিধা ব্যতীত শ্রমিকগনের স্বাস্থ্যের অনুরোধেও চিম্‌নী থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। কারখানায় শ্রমিকগণ যাহাতে স্বাস্থ্যহানিকর ধুমপূর্ণ স্থানে কার্য্য করিতে বাধ্য না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক কারখানার কর্তৃপক্ষের একান্ত উচিত। আর চিম্‌নী থাকিলে ইচ্ছামত তাপের হ্রাসবৃদ্ধি করাও সহজসাধ্য হইয়া পড়ে।

সাবান প্রস্তুতের রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

পাকের প্রারম্ভ।—যে সকল চর্ব্বি বা তৈল হইতে সাবান প্রস্তুত করিতে হইবে সেগুলি বা তাহাদের মধ্যে কোনটী কঠিনাবস্থায় থাকিলে অগ্রে তাহা তাপদ্বারা দ্রবীভূত করিয়া তরল করিতে হইবে। তরল হইলে শীতল হইবার পূর্ব্বেই যে যে চর্ব্বি বা তৈল যে যে পরিমাণে ব্যবহৃত হইবে তাহা মাপিয়া কড়ায় ঢালিতে হইবে। অতঃপর ঐ তৈলাদির সহিত কষ্টিক সোডার জল মিশাইতে হইবে। ঐ জলকে "কষ্টিক লাই" বা শুধু "লাই" বলা হয়। কষ্টিক সোডার সহিত জল মিশ্রিত করিলেই প্রচুর তাপ উৎপাদিত হয়, ও কষ্টিক সোডা জলে সম্পূর্ণরূপে গুলিয়া যায়, এবং ফলে ঐ জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়ে, অর্থাৎ উহা নির্ম্মল জল অপেক্ষা অধিক ভারবিশিষ্ট হয়। এইরূপে কষ্টিক লাই প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

লাইয়ের মাত্রা নিরূপণ।—

তৈলাদির সহিত সর্ব্বপ্রথম যে লাই মিশাইতে হইবে উহাতে কষ্টিক সোডার ভাগ অল্প এবং জলের ভাগ অধিক হওয়া চাই। ঐ লাইয়ে শতকরা মাত্র সাড়ে ছয় ভাগ কষ্টিক সোডা ও অবশিষ্ট সাড়ে তিরানব্বই ভাগ জল থাকিবে। এইরূপে যে লাই প্রস্তুত হয় তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·০৭৫ হয়, অর্থাৎ ঐ লাই নির্ম্মল জল অপেক্ষা ১·০৭৫ গুণ ভারী হয়। অনেক সময় এই আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়, এবং ইহা পরিমাপ করিবার জন্য বিভিন্ন রকমের

যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ জাতীয় যন্ত্রের নাম "হাইড্রমিটার"। এই যন্ত্র সাহায্যে যে কোন তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করিতে পারা যায়। উহা থার্ম্মমিটার জাতীয় যন্ত্র এবং অনেকটা ঐরূপ আকারের হইয়া থাকে। থার্ম্মমিটারের অঙ্গে যেরূপ দাগ কাটা আছে উহার অঙ্গেও তদ্রূপ আছে। কোন তরল পদার্থের মধ্যে যন্ত্রটা নিমজ্জিত করিলে উহার যতটা অংশ ঐ তরল পদার্থের মধ্যে ডুবিয়া থাকে তাহাই ঐ পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিচায়ক। বিভিন্ন জাতীয় হাইড্রমিটারে পাত্রস্থ দাগগুলির দূরত্ব ভিন্নরূপ। এক প্রকার দূরত্ববিশিষ্ট দাগের নাম "ব্যোম" দাগ, অপর এক প্রকারের দাগের নাম "টোয়াডল্ দাগ, ইত্যাদি। উপরোক্ত ১'০৭৫ গুরুত্বের লাই "ব্যোম" দাগে হইবে ১০ ডিগ্রী, এবং "টোয়াডল্" দাগে হইবে ১৫ ডিগ্রী।

পাকের প্রথম ভাগ।—

তৈলাদির সহিত লাই সংযোগ করিয়া কড়ামধ্যস্থ মিশ্র পদার্থ উত্তপ্ত করিতে হয় ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তমরূপে আলোড়িত করিতে হয়। আলোড়নের জন্য বড় খুন্তী বা ক্রাচ্ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তাপ দানের ফলে কড়ামধ্যস্থ পদার্থ ফুটিতে থাকে, এবং ধীরে ধীরে তৈলাদি মধ্যস্থ এসিড ভাগের সহিত কষ্টিক সোডার সংযোগ ঘটে ও তৎফলে সাবান উৎপন্ন হইতে থাকে। তৈলাদি সর্ব্বদা আলোড়িত অবস্থায় রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কিছুক্ষণ এইরূপ ক্রিয়ার ফলে কড়ামধ্যস্থ কষ্টিক সোডাটুকু নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন পুনরায় লাই যোগ করিতে হয়, এবং কিয়ৎকাল পরে উহাও নিঃশেষ হইলে আবার লাই যোগ করিতে হয়। এই ভাবে বারে বারে লাই যোগ করিতে হইবে।

প্রত্যেক বার লাই যোগ করিবার পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে কড়ামধ্যস্থ পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া উচিতমত হইতেছে কি না। পরীক্ষাদ্বারা যখন বুঝিতে পারা যাইবে যে যথাযথ ক্রিয়া হইতেছে, ও তৎফলে কষ্টিক সোডা নিঃশেষিত হইতেছে তখনই আবার লাই যোগ করিতে পারা যাইবে, নচেৎ নহে। তবে পাকের প্রথমভাগে কষ্টিক সোডাসম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত না হইলেও, আংশিক নিঃশেষিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলেই, পুনরায় লাই যোগ করা চলিতে পারে। পাকের শেষভাগে কিন্তু এরূপ করা চলে না। তখন যে কষ্টিক সোডা পূর্ব্বে যোগ করা হইয়াছে তাহা একেবারে নিঃশেষিত না হইলে পুনরায় লাই যোগ করা অবিধেয়।

কষ্টিক সোডার মাত্রাধিক্যের ফল।—

পূর্ব্বে যে লাই যোগ করা হইয়াছে তন্মধ্যস্থ কষ্টিক সোডা সাবান উৎপাদনকল্পে ক্ষয়িত হইবার পূর্ব্বেই যদি আবার লাই যোগ করা হয়, তাহা হইলে কড়াস্থিত পদার্থ মধ্যে কষ্টিক সোডার মাত্রাধিক্য হইয়া পড়ে। কষ্টিক সোডার এবম্বিধ মাত্রাধিক্য হইলে তাহা সাবান উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফলে কড়ামধ্যে তৈলাদি ও কষ্টিক সোডা পরস্পরের অতি নিকটে অবস্থান করিলেও সাবান-উৎপাদক রাসায়নিক ক্রিয়া স্থগিত থাকে, এবং যে অল্প পরিমাণ সাবান ইতিপূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা কখন কখনও দানা বাঁধিয়া যায়। এ কারণ, পাকের প্রারম্ভে বা মধ্যভাগে কষ্টিক সোডার মাত্রাধিক্য যাহাতে না ঘটে তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

লাইয়ের গাঢ়তা।—

কোন কোন তৈল বা চর্ব্বি অপেক্ষাকৃত গাঢ় লাই দ্বারা সহজেই সাবানে পরিণত হয়। নারিকেল তৈল হইতে সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে পাকের প্রারম্ভ হইতেই গাঢ় লাই ব্যবহার করা চলে। অপর কোন

তৈল বা চর্ব্বি হইতে সাবান প্রস্তুত কার্য্যে ঐরূপ গাঢ় লাই ব্যবহার করিলে বিপরীত ফল লাভ হয়। কিন্তু নারিকেল তৈলের সহিত অন্যান্য তৈল বা চর্ব্বি মিশ্রিত করিলে গাঢ় লাই ব্যবহারে বিশেষ ক্ষতি হয় না। যে সকল ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে তৈলাদি লইয়া সাবান প্রস্তুতে প্রবৃত্ত হওয়া যায় কেবল সেই সকল ক্ষেত্রেই লাইয়ের গাঢ়তা, অর্থাৎ উহার মধ্যে কষ্টিক সোডার পরিমাণ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন; কারণ ঐ সকল ক্ষেত্রে কার্য্যের কোন ত্রুটী ঘটিলে তাহা সংশোধন করা প্রভুত সময়, শ্রম, ও ব্যয় সাপেক্ষ। অল্প পরিমাণে তৈলাদি লইয়া সাবান করিতে হইলে ঐ বিষয়ে তাদৃশ অবহিত না হইলেও বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নাই। বলা বাহুল্য, এ কথা শিক্ষার্থীর সম্বন্ধে প্রযুজ্য নয়; সাবান প্রস্তুত কার্য্যে যাঁহারা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহারই ঐ ভাবে কার্য্য করিয়াও সুফল পাইতে পারেন, অন্যে নহে।

ক্রিয়ারম্ভের আনুকুল্য।—

কোন কোন সময়ে যথা নিয়মে তৈল, তাপ ও লাই দিলেও সাবান-উৎপাদক ক্রিয়া আরম্ভ হইতে বিশেষ বিলম্ব ঘটে; তৈল ও কষ্টিক সোডা পরস্পরের অতি সান্নিধ্যে থাকিয়াও ক্রিয়াহীন হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থা ঘটিলে কড়ামধ্যস্থ পদার্থের সহিত কিঞ্চিৎ সাবান মিশ্রিত করিয়া দিলে ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এতদর্থে উত্তম সাবান ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই; কারখানায় যে সকল অব্যবহার্য্য সাবানের টুক্‌রা প্রভৃতি থাকে তাহাই উক্ত প্রকারে ব্যবহার করা চলে, এবং উহাই উত্তম সাবানে পরিণত হয়। প্রতিবার সাবান প্রস্তুত কালে ঐরূপে টুকরা মিশ্রিত করা অতি সদ্যুক্তি; কারণ উহাতে কোনই ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই, বরং প্রতিবারেই অযথা বিলম্ব না ঘটিয়া সাবান উৎপাদন ক্রিয়া সহজেই আরব্ধ হয়।

পাকের মধ্য ভাগ।—

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পাকের প্রথম ভাগে যে লাই যোগ করিতে হইবে তাহা অতি তরল হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ উহাতে কষ্টিক সোডার ভাগ অল্প এবং জলের ভাগ অধিক থাকিবে। সাবান উৎপাদন কার্য্য যত অগ্রসর হইতে থাকিবে ততই জলের হ্রাস করিয়া এবং কষ্টিক সোডার ভাগ বর্দ্ধিত করিয়া লাই যোগ করিতে হইবে। এইরূপ করিবার দ্বিবিধ কারণ আছে। প্রথমতঃ পাক কার্য্য যত অগ্রসর হইতে থাকিবে, অর্থাৎ কড়ামধ্যে নবোৎপন্ন সাবানের পরিমাণ যতই অধিক হইতে থাকিবে, ততই গাঢ়তর, অর্থাৎ অধিক মাত্রায় কষ্টিক সোডাবিশিষ্ট, লাই দ্বারা সাবান-উৎপাদক রাসায়নিক ক্রিয়া সম্ভবপর হইবে। দ্বিতীয়তঃ পাকের শেষ ভাগে কড়াস্থিত দ্রব্য, অর্থাৎ সাবান, বিশেষ গাঢ় করিবার প্রয়োজন হয়। সুতরাং শেষ ভাগে যদি অধিক জল মিশ্রিত লাই যোগ করা হয় তাহা হইলে কড়ামধ্যস্থ সাবান যথোপযুক্তরূপ গাঢ় করিবার জন্য বহুক্ষণ জাল দিতে হইবে, পক্ষান্তরে গাঢ় লাই যোগ করিলে অল্প সময় মধ্যে যথেষ্ট গাঢ় রূপে সাবান পাওয়া যাইবে। সাধারণতঃ পাকের শেষ ভাগে যে লাই যোগ করা হইয়া থাকে উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১'১১ (কিঞ্চিন্ন্যূন ১৫° ব্যোম বা ২২° টোয়াডেল)।

উৎপন্ন সাবানের বর্ণ।—

তপ্ত তৈলাদিতে লাই যোগ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিলে উহা প্রায়ই ঈষৎ হরিদ্রাভ হয়, এবং লাই তৈলাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, পৃথক স্তর হইয়া থাকে না। অতঃপর সাবান উৎপাদন কার্য্য যেমন অগ্রসর হইতে থাকে কড়ামধ্যস্থ ঐ মিশ্র পদার্থও তেমনই ধীরে ধীরে তাম্রবর্ণ ধারণ করিতে থাকে। সকল প্রকার উপাদান হইতে সাবান প্রস্তুত কালে এইরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তন হয়।

(বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগ হইতে প্রাপ্ত।
পরবর্ত্তী সংখ্যায় সমাপ্ত।)

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর, নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা ১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায় খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ,

মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্ত বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন; তাহা হইলে রেজেষ্টারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭ পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে I. T. J. বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
1 Council House Street,
Calcutta.

১১। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন। পত্র ইংরাজীতে লিখিতে হয়।

PHULWAR SEEDS.

(R—145) কানপুরের জনৈক ব্যবসায়ী— Phudwara Seeds (Bassia Butyracea) কিনিতে চাহেন।

(I. T. J. ১৮ই অক্টো)

সরিষা

(R—146) জার্ম্মানীর অন্তর্গত Manheim নামক স্থানের জনৈক পত্রপ্রেরক দক্ষিণ জার্ম্মানীতে ভারতীয় সরিষা রপ্তানী কারকদিগের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতে ইচ্ছা করেন।

(I. T. J. ঐ)

রেড়ীর খইল।

(R—147) আমাদের জনৈক ব্যবসায়ী রেড়ীর খইলের খরিদদারদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T, J.২৫শে অক্টো ১৯২৮)

চীনামাটি।

(R—148) লক্ষ্ণৌএর একটী কোম্পানী চীনামাটির খরিদদার খুঁজিতেছে।

(I. T. J. ঐ]

এবনি কাষ্ঠ।

(R—149) লক্ষ্ণৌএর জনৈক ব্যবসায়ী—এবনি কাষ্ঠ বিক্রয় করিতে চাহেন।

(I. T J. ঐ)

Apricot বা খোবানীর শাঁস।

(R—150) রাওল পিণ্ডির জনৈক মহাজন খোবানীর শাঁস বিক্রয় করিতে চাহেন—খরিদ্দার খুঁজিতেছেন।

(I. T. J. ঐ)

বাবুল গাছের ছাল।

(R—151) হায়দ্রাবাদের জনৈক পত্র প্রেরক যাঁহারা খণ্ডীকৃত বা গুঁড়া বাবুলের ছাল (Acacia arabica bark) কিনিতে চাহেন তাঁহাদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ১লা নভেম্বর ১৯২৮)

কাপড়ের ছাঁট কাট ও ছেঁড়া নেকড়া।

(R—152) বোম্বাই প্রেসীডেন্সীর অন্তর্গত আমেদাবাদের একটী কোম্পানী সর্ব্বপ্রকার কাপড়ের ছাঁট কাট ও ছেঁড়া নেকড়া সরবরাহ কারিদিগের সংস্পর্শে আসিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

হেনা পাতা।

(R—153) পাঞ্জাবের অন্তর্গত রাউল পিণ্ডির জনৈক ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয়ের জন্য অজস্র হেনাপাতা মজুত আছে।

(.I T. Jঐ)

কলম্বার শিকড়।

(R—154) কলিকাতার জনৈক ব্যবসায়ী কলম্বার শিকড় সরবরাহ করিতে চাহেন।

(I. T. J. 8th Novr 1928)

কথ বা খয়েরের শিকড়।

(R—155) লাহোরের জনৈক মহাজন কথএর শিকড় সরবরাহ করিতে চাহেন; ইহার Latin নাম Sanssurea Lappa.

(I. T. J. ঐ)

Crude বা ময়লা গ্লিসারিণ।

(R—156) সাবান তৈরী করার সময় Soap Lye বা সাবানের লাই হইতে যে Crude গ্লিসারীন বাহির হয় এইরূপ Glycerine ঢাকার জনৈক কারখানার মালিক বিক্রয় করিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

জীরা (Cummin Seed)

(R—157) শ্রীনগরের (কাশ্মীর) জনৈক ব্যবসায়ী জীরার খরিদ্দার খুঁজিতেছেন।

[I. T. J. ঐ]

আঁৎ (Guts)

(R—158) সেকান্দ্রাবাদের (Deccan) জনৈক ব্যবসায়ী গরু ও ছাগলের শুষ্ক অন্ত্র বা Guts কিনিতে চাহেন।

[I, T, J. ঐ]

বনৌষধি

(R—159) শ্রীনগরের (কাশ্মীর) জনৈক ব্যবসায়ী নানারকম বনৌষধি লতা, পাতা সরবরাহ করিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

জাফ্‌রাণ

(R—160) শ্রীনগরের (কাশ্মীর) জনৈক ব্যবসায়ী জাফ্‌রাণের খরিদ্দার খুঁজিতেছেন।

(I. T. J. ঐ)

ঝিনুক

(R—161) লণ্ডনের জনৈক বিখ্যাত ব্যবসায়ী ভারতবর্ষজাত ঝিনুক খরিদ করিতে চাহেন।

(I. T. J. ঐ)

পোস্তদানা

(R—162) Triesto (Itaty) এর জনৈক ব্যবসায়ী ভারতবর্ষজাত পোস্তদানা প্রচুর পরিমাণে খরিদ করিতে চাহেন।

লোহার পাত।

কাপড়ের গাঁইট বাঁধিবার জন্য যে সকল লোহার পাত ব্যবহৃত হয়—পূর্ণিয়া জেলার জনৈক লোক তাহা সরবরাহ করিতে পারেন। এই সকল লোহার পাত হইতে নানারকম দেশী ছুরী, কাঁচী ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখিলে দরাদি জানিতে পারিবেন।

Messrs K. C. Sinha & Bros
P.o. Amaria
(Purnea)

ঔষধের শিশি

১২ আউন্স জলধরে এইরূপ শিশি বেশী পরিমাণে—কিনিতে চাহি। নিম্নের ঠিকানায় দরাদি সহ পত্র লিখুন।

Dr. K. D. Paul
Brindabanpur
P-o. Arambag
(Hooghly)

আম্‌সী ও আমসত্ব।

আমি প্রচুর পরিমাণে আম্‌সী ও আমসত্বের সরবরাহ করিতে পারি। নিম্নে দর পাঠাইলাম। বাজার যাচাই করিয়া কোন্‌টীর কি দর দিতে পারেন তাহা জানাইবে আমাদের যদি তাহাতে পোষায় তবে মাল ভি, পি যোগে পাঠাইতে পারি। আমরা বরাবর মাল Supply করিতে পারি।

দর
আমশী—
১নং ৮৷৹ টাকা মণ
২নং ৭৷৹ ,, ,,
৩নং ৬৷৹ ,, ,,

দর
আমসত্ব—
১নং ৫৷৹ টাকা সের
২নং ৪৲ ,, ,,
৩নং ৩৷৹ ,, ,,
৪নং ৩৲ ,, ,,
৫নং ২৷৹ ,, ,,

নিঃ— শ্রীবলেশ্বর সাহা
Prizpur
Po. Nimasarai
Old Malda.

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম, বাক্চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত, নানা সংবাদে ভরা। অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানি করিয়াছেন। আপনি যদি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায়কেন্দ্রের সাইকেল ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, তবে, সেই সকল dealerএর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারি, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exportersদিগের নামধামাদি জানিতে পারেন,—যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন, তাহা হইলে অতি সহজে তিনি নানা স্থানে মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী দেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে circular জারী করিয়া, এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই ; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industr Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। যাঁহারা দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভ-সঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

তেজপুর

ইহা একটী জিলা যায়গা ; বহু দোকানদার, গোলাদায় আছে ; পাট, শরিষা, ধান্য, চাউল, সব সময়েই আমদানী রপ্তানী হয়। প্রতিদিন বাজার আছে ; নিকটেই আর, এস, এন, কোম্পানীর ষ্টীমার ষ্টেশন ও জয়েণ্ট অফিশ। এখানকার ওজন ৮০ ও ৮৪ শিক্কা ; আদালত, স্কুল, পুলিশ থানা, মেডিকেল হাউস, জেলখানা, তার ও পোষ্ট অফিশ নিকটেই ; তেজ পুর, বালা পাড়া রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। সর্ব্ব প্রকার বাণিজ্যের স্থান।

জামু গুড়ি

বিশ্বনাথ ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে ১৮ মাইল দূর এবং তেজপুর ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে ১৪ মাইল দূর সপ্তাহে ২ দিন হাট হয়। ধান্য ও চাউলের জন্য বিখ্যাত ; তা ছাড়া গুড়েরও যথেষ্ট আমদানী হয় ওজন ৮০ শিক্কা।

তেজপুরের ব্যবসায়ীগণের তালিকা।

জেলা (দরংআসাম)

ষ্টেশনারী, অয়েল ষ্টোর, ওয়াইন।

১। আসাম ভেলি ট্রেডিং কোং লিঃ
২। জগবন্ধু ফার্ম্মেসি এণ্ড ষ্টোর
৩। আর, এম, দে এণ্ড নেফিউ
৪। আব্দুল রহমান এণ্ড কোং
৫। আব্দুল আহাদ এণ্ড কোং
৬। উষা ষ্টোর

চাউল, ঘৃত, ময়দা, চিনি।

১। রজনী কান্ত পাল
২। কিশন চাঁদ মাল চাঁদ
৩। মাই সিং রায় মেগ রাজ বাহাদুর

চাউল ও তেলের কল।

১। গণেশ অয়েল এণ্ড রাইস মিল্স

কাচা কাপড় ও কাপড়।

১। অসপেইন ঘোষ এণ্ড কোং
২। আর, এম, দে এণ্ড নেফিউ
৩। আসাম ভেলি ট্রেডিং কোং লিঃ
৪। জগবন্ধু ফার্ম্মেসি এণ্ড ষ্টোর
৫। এণ্ডিম এণ্ড সন্স
৬। ভার মল সুরজ মল

কেরোসিন এজেন্ট।

১। আর, সি, ডিটী ভলী স্কোয়ার

সাইকেল মেরামত ও বিক্রেতা।

১। মহাবীর তেওয়ারী
২। ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ষ্টোর

ঔষধ বিক্রেতা।

১। জগবন্ধু ফার্ম্মেসি এণ্ড ষ্টোর
২। আসাম ফার্ম্মেসি এণ্ড ষ্টোর
৩। সুরেন্দ্র নাথ দাস এম, বি,

টেইলারীং ফারম্।

১। এস, আর, দাস, এণ্ড কোং
২। ভট্টাচার্য্য ব্রাদার্স

কনট্রাক্টর।

১। অনুকুল চন্দ্র মুখার্জ্জি
২। বসন্ত কুমার দাস

পাট ও শরিষা ব্যবসায়ী।

১। ভার মল সুরজ মল
২। মাইসিং রায় মেগরাজ বাহাদুর
৩। কিশন চাঁদ মাল চাঁদ

এলুমিনিয়ম বাসান বিক্রেতা।

১। রজনী কান্ত পাল
২। আব্দুল রহমান এণ্ড কোং

ফটো গ্রাফার।

১। হারাণ চন্দ্র ব্যানার্জ্জি

মোটর পার্টস বিক্রেতা।

১। তেজপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং
২। রয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস
৩। তেজপুর সাইকেল ও মটর ষ্টোরস
৪। লক্ষ্মী ভলকানাইজিং কোং
৫। আর, সি, ডিটীভলি স্কোয়ার

টী মার্চ্চেণ্ট।

১। কে, সি, ঘোষ এণ্ড ব্রাদার্স
২। টী, সেন গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স

ব্যাঙ্কার্স

১। তেজপুর ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

কনক্রীট Concrete—মার্চ্চেণ্ট।

১। Assam Reinforced Concerete coy

জুতার দোকান।

১। আব্দুল কাহাদ বেপারী
২। এণ্ডিম এণ্ড সন্স
৩। আব্দুল রহমান এণ্ড কোং
৪। আসাম ভ্যালি ট্রেডিং কোং লিঃ

মটর রিপেয়ারিং

১। তেজপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং

জামু গুড়ি ব্যবসায়িগণের তালিকা

পোঃ জামু গুড়ি হাট, জিং দরং (আসাম)

ষ্টেশনারি দোকান

১। মধুসুদন অনন্ত লাল পাল

চাউল, চিনি, ঘৃত, ময়দা প্রভৃতি

১। মুরলী ধর সিতারাম
২। কুন্দনমল মতিলাল
৩। ভুরামল রাম চন্দ্র
৪। গণেশ দাস বিলাসিরাম

কাপড় বিক্রেতা

১। মুরলী ধর সিতারাম
২। কুন্দনমল মতিলাল
৩। ভুরামল রাম চন্দ্র

শরিষা ও পাট ব্যবসায়ী

১। মুরলীধর সীতারাম
২। কুন্দন মল মতিলাল
৩। বিনোদ বিহারী শরৎ চন্দ্র তালুকদার
৪। বিনোদ বিহারি মণ্ডল

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লেখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

১নং পত্র

মহাশয়, আমি আপনার কাগজের ৫০৩৫নং গ্রাহক। নিম্নের প্রশ্ন গুলির যথাযথ উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন। আমি প্রায় ২৫.২৬ বৎসর যাবত এখানে কৃষি এবং ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি—কাজেই মহাশয় মনে করিবেন না যে মিছামিছি অন্যান্য লোকের ন্যায় আপনাকে বিরক্ত করিব।

১। কাঠ কয়লা কলিকাতায় বিক্রি হয় কি? ইহার খরিদ্দার কাহারা এবং ইহার দর কি? কলিকাতায় পাঠাইলে বিক্রয় হইবে কি না?

২। নাগেশ্বর (আসামে যাহাকে নাহর বলে) ফুল, কিম্বা ফল বা বীজ বিক্রয়ের উপযোগী কি না এবং ইহার দর কি? কাটা নাগেশ্বর নয়।

৩। বৃহতি এবং ভাইট কোন ঔষধে লাগে কিনা? ইহাদের ফল, ফুল, গাছ বা পাতা কোন্‌টী ব্যবহার্য্য এবং ইহারই বা দর কি?

৪। সুপারি কাটা কল আপনারা দেখিয়াছেন কিনা? ইহা কি বড় জাতি বা অন্যরূপ কল তাহা জানাইবেন। (MedLand Bose & coতে পাওয়া যায় বলিয়া শুনিয়া ছিলাম। তাহাদের ঠিকানা জানিলে জানাইবেন।

৫। গুড়া মশলা (Curry powder) ব্যবসায় হিসাবে চলে কিনা? এবং ইহার কোন Hand machine আছে কি যাহাতে ধনিয়া, জিরা, মরিচ, লঙ্কা গুড়াইতে পারা যায়?

৬। বিভিন্ন রকম কালি বা রং প্রস্তুতের কোন পুস্তক আছে কিনা এবং কোথায় পাওয়া যায় ?

Yours Faithfully
Rajendra chandra Banerjee
P. Namrup
Vil Bahimara
Dibrugarh.
Subscriber's No 5035

১নং পত্রের উত্তর

১। কাঠ কয়লা প্রধানতঃ স্যাক্‌রার দোকানে এবং টাকা ও গুল প্রস্তুত কারীদের নিকট বিক্রয় হয়। এই সকল কয়লা সাধারণতঃ মেদিনীপুর মধ্য ভারত ও সাঁওতাল পরগণার জঙ্গল হইতে কলিকাতায় আমদানী হয়। কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ স্থান সমুহে এই সকল কয়লার আড়তদার দিগের গুদাম আছে; সেই খান হইতেই এই সকল ক্রেতারা কয়লা লইয়া থাকে। আপনার ওখানকার রেলের আপিশে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে কলিকাতা পর্য্যন্ত কয়লা পাঠাইতে কত মাশুল লাগে; তাহা জানিলে আপনি কত টাকা মনে কলিকাতায় কয়লা সরবরাহ করিতে পারিবেন তাহা নিজেই হিসাব করিয়া দেখিবেন। আমাদিগকে যদি কলিকাতার কয়লার আড়তদার দিগের নাম ও ঠিকানাদি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে বলেন তবে তাহার খরচ বাবদ পাঁচ টাকা পাঠাইয়া দিলে আমরা অনুসন্ধান করতঃ সকলের নাম ঠিকানাদি পাঠাইতে পারি। এই সকল স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে আমাদের খরচ হয় ইহা মনে রাখিবেন।

২। নাগেশ্বরের ফল একবস্তা নমুনা স্বরূপ আপনাকে পাঠাইতে লিখিয়াছিলাম; কিন্তু এ যাবৎ তাহা আপনি পাঠাইলেন না, সুতরাং দর কি করিয়া দিব ?—নাগেশ্বরের বীজ হইতে এক প্রকার তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট গাড় তেল বাহির হয়; রেড়ীর তেলের বদলে উহা প্রদীপে ব্যবহার করা চলে কিনা তাহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলাম; কিন্তু উহার আলোতে অধিকক্ষণ কাজ করিলে মাথাব্যথা করে এইরূপ কয়েকজন বলিয়াছেন। অতঃপর একটা বড় ইউরোপীয় আপিশে ইহার কিছু তেল দিয়াছিলাম; তাঁহারা কয়েক রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া অবলম্বনের পর ভাল ফল পাইয়াছেন এই কথা কয়েক বৎসর আগে আমাদের বলিয়াছিলেন এবং ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য অন্ততঃ ৫৲০ মন বীজ চাহিয়াছিলেন। আসামের বড় পাথার নামক স্থান হইতে শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ দাস নামক জনৈক ভদ্রলোক আমাদিগকে এই বীজ পাঠাইয়াছিলেন; আমরা নানারূপ চেষ্টা, পরিশ্রম এবং অর্থব্যয়ের পর যখন একটী বড় ইউরোপীয় কোম্পানীকে এই বিষয়ে হাত দিবার জন্য প্রবোচিত করিলাম তখন প্রাণনাথ বাবু গা ঢাকা দিলেন। বোধ হয় তাঁহার Curiosity সেইখানেই শেষ হইয়া গেল। অতঃপর আজ প্রায় ১০ বৎসর পরে আপনারা পুনরায় এই নাগেশ্বর বীজ বা নাহোর গুটীর বিষয় অবতারণা করিয়াছেন। যদি আমাদের নিকট অন্ততঃ ৫৲০ পাচমণ গুঁটা পরীক্ষার জন্য পাঠাইতে পারেন এবং কি পরিমাণ বীজ পাওয়া যাইতে পারে তাহারও একটা এগ্রীমেণ্ট করিতে পারেন তবে এই কাজে পুনরায় আমরা হাত দিতে পারি। কিন্তু আগে নমুনা স্বরূপ ৫৲০ মণ বীজ পাঠান।

৩। বৃহতী এবং ভাইট সম্বন্ধে নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখুন :—

(ক) Messrs C. K. Sen & CO Ld.
29 Kolutola Street

(খ) ঢাকা শক্তি ঔষধালয়
ঢাকা

(গ) সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

(গ) কল্পতরু আয়ুর্বেদ ভবন
Central Avenue. Calcutta

(ঙ) Dr. S. K. Barman
Tarachand Dutt Street
Calcutta.

৪। হাঁ দেখিয়াছি; কল বেশ ভাল। যাঁহারা আগে বেচিতেন তাঁহাদের দোকান আর দেখি না, অনুসন্ধানে জানিলাম উঠিয়া গিয়াছে। আপনার দরকার থাকিলে কল আনাইয়া দিতে পারি।

৫। আমাদের আটা ভাঙ্গা হাতকলে সকল রকম মসলাই গুঁড়া করা যায়। এই কল আমরা বহু সংখক বিক্রয় করিয়াছি। ইহাদ্বারা অতি সহজে খুব সূক্ষ্ম Curry Powder তৈরী করা যায়; পৃথিবীর সর্বত্রই Curry Powder ব্যবহৃত হয়। এখানকার সমুদয় Oilman Stores এই Curry Powder বিক্রী করে এবং এই কলিকাতাতেই অনেকগুলি কারখানা আছে।

৬। বাংলায় এরূপ কোন ও পুস্তক নাই। আমাদের ৩৩ ও ৩৪ সালের ব্যবসা ও বাণিজ্যে নানারূপ কালী প্রস্তুতের upto date এবং সর্বোত্তম ফরমুলা সকল বাহির হইয়াছে। উভয় সালের পুস্তক একত্রে লইলে ৬।৵০ লাগিবে।

২নং পত্র

মহাশয়,

১। আমি ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকায় পৌষ সংখ্যায় দেখিলাম যে কলিকাতার সন্নিকটে ২৮ বিঘা বাগান বাড়ী মায় ২টি পুকুর সমেত দীর্ঘকালের জন্য লিজ দেওয়া হইবে এবং ঐ যায়গা হাঁস, ছাগল এবং মৎস্য ব্যবসায়ের উপযোগী; সবিশেষ সংবাদ পাইলে আমি একবার যায়গাটি দেখিতে যাইব।

২। কলিকাতায় পাঁউরুটি বিস্কুট ইত্যাদি এবং তামাকের দোকান এই ২টির মধ্যে কোনটীর দোকান করা সুবিধাজনক তাহা আমাকে উপদেশ দানে বাধিত করিবেন, আর কত রকম তামাক লইয়া দোকান চলে এবং কোন তামাক কোথা হইতে আমদানি করিতে হয় দয়া করিয়া তাহা আমাকে জানাইলে বাধিত হইব।

৩। আমি হাঁস, ছাগল ইত্যাদির ব্যবসা করিতে চাই; উক্ত ব্যবসা কিরূপে করিতে হয় এবং কি রূপে লালন পালন করিতে হয় ইত্যাদি বিষয়ে মহাশয়ের পত্রিকাতে একটি প্রবন্ধ লিখিবেন

Harish Chandra Parial
Po. Saha Pur
24 Pargas

২নং পত্রের উত্তর

১। উক্ত বাগানের লীজ সম্বন্ধে স্থানীয় কয়েক জনের সহিত কথাবার্ত্তা চলিতেছে; না হইলে আপনাকে জানাইব।

২। পাঁউরুটী ও তামাক উভয় জিনিষেরই দোকান লাভজনক। কিন্তু এই দুই জিনিষের কলিকাতায় এত অসংখ্য দোকান আছে যে পর-

স্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া কলিকাতার মত স্থানে ঘর ভাড়া, আলো, আহারাদির উচ্চ হারে ব্যয় সঙ্কুলান করতঃ লাভ করা দুরূহ ব্যাপার অথচ মফঃস্বলের সহরে যেখানে পাঁউরুটী কিম্বা অম্বরী তামাকের দোকান নাই এইরূপ সহর বাজার দেখিয়া বসিলে সহজেই প্রভূত লাভবান হইতে পারিবেন। ৩৩ ও ৩৪ সালের ব্যবসাও বাণিজ্যে প্রকাশিত ডাইরেক্টরী হইতে তামাকের ব্যবসায়ীদিগের নাম ও ঠিকানা পাইবেন।

৩। আপনার এই মন্তব্য পড়িয়া অবাক হইলাম। ৩৩ এবং ৩৪ সালের ব্যবসা ও বাণিজ্যে মুরগী পালন সম্বন্ধে এত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে যে সে গুলি একত্রে প্রকাশিত হইলে বৃহৎ একখানা বই হয়। মুরগী, হাঁস ও কবুতরাদি গৃহপালিত পক্ষীর রক্ষণাবেক্ষণ ও পালন অনেকটা একই প্রকারের। ছাগলের সম্বন্ধে এই বছরেই কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

৩নং পত্র

মহাশয়।

কলিকাতার পাটের আমদানী, রপ্তানী ও বাজার দর সম্বন্ধে প্রতিদিন যে একটী রিপোর্ট বাহির হয় উহা আমাদের লওয়া দরকার। দয়া করিয়া তাহার ঠিকানাদি জনাইলে পরম উপকৃত হইব।

ম্যানেজার—
কৃষক সমবায় কোং লিঃ—
গ্রাহক নং ৫০৯৩

৩নং পত্রের উত্তর।

পাটের দৈনন্দিন বাজার দর এবং মজুত মাল আমদানী রপ্তানীর বিবরণাদি কলিকাতার যে দুই স্থান হইতে বাহির হয় তাহার ঠিকানাদি দিলাম।

১। Mr. J. K. Sarkar
71 Ahiritola Street
Calcutta.

বাৎসরিক মূল্য পাঠাইলেই গ্রাহক হওয়া যায়

২। East India Jute Association Ld.
102-1 Clive Street.
calcutta.

ইহাদের Association এর মেম্বর হইলে প্রতিদিন রিপোর্ট পাইবেন। Member ship এর চাঁদা ও নিয়মাবলীর জন্য সেক্রেটারীর নিকট জানুন।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের ব্ল্যাক্ লিষ্ট

১৩৩৫ সাল শেষ হইতে চলিল। এবৎসর যে সকল সাধু সজ্জন ভিঃ পিঃ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া প্যাকেটটা তাঁহাদিগের নিকট পৌছিবামাত্র অম্লান বদনে তাহা ফেরত দিয়া অকারণে আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন এবং তাহারপর অন্ততঃ পোষ্টেজটি পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বার বার চিঠি লেখা সত্ত্বেও যাঁহারা তাহার উত্তর দেওয়াও সঙ্গত মনে করেন নাই তাঁহাদের নাম ধাম বর্ষশেষে আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে এ লজ্জার কাহিনী প্রকাশ করায় লাভ কি? যাহাদিগকে লজ্জা দিতে চান তাঁহাদের কি ন্যায় অন্যায় বা লজ্জা সরমের জ্ঞান আছে? আমরা মনে করি যে এইরূপ লজ্জা দিয়া দিয়াই যদি তাহাদিগের বিবেক বুদ্ধি একদিন জাগ্রত হয়! তাহা ছাড়া এই সকল লোকদিগের আচরণ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিলে এবং তাহাদিগকে সকলের নিকট ezpose করিলে ভবিষ্যতে তাহারা এরূপ গর্হিত কাজ করিতে ইতস্ততঃ করিবে এবং এইরূপে জাতীয় চরিত্র ও গড়িয়া উঠিবে; বিলাতের প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক গুরু Gladstone বলিতেন—

The World today is governed more by Pnblic opinion than by Laws.

আমরাও মনে করি দেশে সমাজে এবং জাতীয় চরিত্রে যে সকল দোষ ত্রুটী ও গলদ আছে তাহা জন সাধারণের নিকট প্রকাশ করতঃ সকল অন্যায় অধর্ম্ম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমতকে জাগাইয়া তোলাই জাতীয় চরিত্র গঠনের এক প্রধান উপায়। তাই প্রতিবৎসর আমরা এই ব্ল্যাকলিষ্ট প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং আমাদিগের সমব্যবসায়ীদিগকেও এইরূপ করিতে অনুরোধ করি।

সংবাদপত্র, পুস্তকের দোকান এবং Publication বা পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায়ে বহু লোক লিপ্ত আছেন। প্রত্যক্ষভাবে ইহা তাঁহাদের উপজীবিকা হইলেও পরোক্ষভাবে দেশের জনসাধারণের মধ্যে ইঁহারা নানারূপ জ্ঞান বিস্তারের সহায়তা করিয়া থাকেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এক শ্রেণীর নীতি এবং ধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিত লোকের অত্যাচারে এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীদিগকে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। প্রত্যেক সংবাদপত্র, মাসিকপত্র, পুস্তকের দোকান এবং Publication বা পুস্তক প্রচার ব্যবসায়ীর আপিসে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারা যায় যে, এক শ্রেণীর লোক ভিঃ পিঃ ডাকে পুস্তক বা সংবাদপত্রাদি পাঠাইবার অর্ডার দিয়া, প্যাকেট তাঁহাদের কাছে যাইবামাত্র তাহা ফেরৎ পাঠাইয়া দেন।

সাধারণতঃ ভিঃ পিঃ মোড়কের উপর পিওনের হাতে লেখা থাকে "মালেক লইতে অস্বীকার" অথবা ইংরাজীতে পোষ্টমাষ্টার লিখিয়া দেন "Unclaimed" বা Refused to accept"

বা এই জাতীয় কোনও কিছু কথা। প্যাকেটটী যখন এইরূপে নানা স্থান, নানা হাত ঘুরিয়া প্রেরকের নিকট ফিরিয়া আসে, তখন তাহার মধ্যস্থ দ্রব্যটী নানারূপে damaged বা নষ্ট হইয়া যায় এবং প্রেরককে Postage এবং ভিঃ পিঃ খরচের জন্য সমস্ত ক্ষতিই নীরবে সহ্য করিতে হয়। যিনি অর্ডার দেন, তিনি মনে মনে কোনও গ্লানি বা অনুতাপ বোধ করেন কি না জানি না, কিন্তু বাহ্যতঃ তাঁহাকে কোনও রূপে অপ্রস্তুত হইতে দেখা যায় না।

অবশ্য এরূপ ঘটনা বিরল নহে যেখানে পিওন গ্রাহকের বাড়ী একবার গিয়া তাঁহার দেখা না পাইয়া ঐরূপ একটা কৈফিয়ৎ দিয়া পুনরায় তাঁহার বাড়ী যাইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। আবার কোনও কোনও পিওন হয়ত আদৌ না গিয়া ঐরূপ কৈফিয়ৎ দিতে পারে। তর্কের খাতিরে এরূপ জবাব মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভিঃ পিঃ প্রেরকেরাও এইরূপ সম্ভাবনার হাত এড়াইবার জন্য নানা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমরা কোনও ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিলেই তৎক্ষণাৎ অর্ডার দাতাকে পত্র লিখিয়া জানাই যে, ভিঃ পিঃ টী ফেরৎ দিয়া কেন তিনি আমাদিগকে অকারণে ক্ষতিগ্রস্ত করিলেন। আর পিওন যদি গাফিলি করিয়া তাঁহাকে না জানাইয়া ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া থাকে, তবে আমাদিগকে জানাইলে আমরা পুণরায় ভিঃ পিঃ করিব, অথবা তিনি যেন এবার অগ্রিম দাম ডাকে পাঠাইয়া দেন। আর যদি তিনি সত্য সত্যই ভিঃ পিঃ টী অকারণে ফেরৎ দিয়া থাকেন, তবে ন্যায় ও ধর্ম্মের খাতিরে আমাদিগের যে পোষ্টেজটী দণ্ড করাইয়াছেন, তাহা যেন অবশ্য পাঠাইয়া দেন।

আমাদের ব্ল্যাক্ লিষ্টে যে সকল লোকের নাম প্রকাশ করিলাম, ইহাদের প্রত্যেকের নিকট আমরা এইরূপ পত্র পাঠাইয়াও যখন কোনও উত্তর বা পোষ্টেজ পাই নাই, তখন বুঝিতে বাধ্য হইয়াছি যে, পরের ক্ষতি করিবার জন্য মানুষের মনে যে দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে সেই প্রবৃত্তির তাড়নাতেই এই সকল লোক অপরকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

ব্যবসায়ীদের এইরূপ ক্ষতি সাধন করিয়া এই সকল লোকের যে কোন লাভ হয়, তাহা নহে। এই জাতীয় লোকের প্রধান কাজ এই যে, ইহারা নূতন কোন কাগজ বাহির হইলেই ভিঃ পিঃ যোগে তাহা প্রেরণ করিবার জন্য অর্ডার দিয়া থাকে, এবং যখন তাহা প্রেরিত হয়, তখন তাহারা পত্র পাঠ ভিঃ পিঃ প্রত্যাখ্যান করিয়া ফেরৎ দেয়। এমনি করিয়া এমনি করিয়া এই সকল প্রতারকের উৎপাতে প্রত্যেক পুস্তক এবং সাময়িক পত্র ব্যবসায়ীকে সারাবৎসরে যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করিতে হয়।

সকলেই যে দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া এইরূপ করিয়া থাকেন, তাহা হয়ত সত্য নহে; কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে একথা সত্য। দ্বিতীয় কথা এই যে, অনেকের হাতে হয়ত একটি পয়সা নাই, অথচ ভিঃ পিঃতে কাগজ পাঠাইবার জন্য অম্লান বদনে অর্ডার দেওয়া হইল। অর্ডার দিলে মাল লইবার জন্য যদি বাধ্য থাকিতে হইত, তাহা হইলে সাবধান হইয়া ইহারা অর্ডার দিত। কিন্তু ভিঃ পিঃ ফেরত দিলে যখন কোন penalty বা সাজা নাই, তখন কে আবার ট্যাঁকের খবর রাখিতে যায়? ইহার ফলে ভিঃ পিঃ করিতে যে ব্যয় হয়, তাহা ব্যবসায়ীকেই সহ্য করিতে হয়। সুতরাং যাহারা দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া অর্ডার দেয় নাই,, অথচ ভিঃ পিঃ ফেরত দিতে বাধ্য হইয়াছে,

তাহাদিগকেও আমরা দুষ্টদের পর্য্যায়ভুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী তাহারা নিজে। এমনি করিয়া রাশি রাশি ভিঃ পিঃ যদি ফেরৎ আসে, তাহা হইলে কি ক্ষতিটা সহ্য করিতে হয়, তাহা কি এই সকল দায়ীত্বজ্ঞানহীন লোক একবারও চিন্তা করিয়া দেখে, কিম্বা অপর কেহ যদি অকারণে তাহাদিগের এইরূপ ক্ষতি করিত তবে তাহাদের প্রাণে কিরূপ লাগিত?

পল্লীগ্রামে এরূপ বহু অসৎ লোক আছে, যাহারা পুস্তক বিক্রেতাদের ক্ষতি করিবার জন্য একটা বড় অর্ডার পাঠাইয়া ভিঃ পিঃ আসিলে তাহা প্রত্যাখ্যান করে। আজ পর্য্যন্ত কোনও ব্যবসায়ী তাহাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ আনায়ন করেন নাই বলিয়া তাহাদের দুর্নীতি উত্তোরত্তর বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু উহা যে আইনানুসারে অপরাধ বলিয়া গণ্য তাহা তাহারা জানে না; আইন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহাদের জেল পর্য্যন্ত হইয়া যাইতে পারে। ব্যবসায়ীরা আজ পর্য্যন্ত সে পথ অবলম্বন করেন নাই; কিন্তু পুস্তক ব্যবসায়ীদিগের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এসম্বন্ধে প্রতীকারের পথ বাহির করা একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক উহাদের শাস্তির প্রয়োজন। আইনের আশ্রয় না লইয়া অন্যরূপে এই শাস্তির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, যাহারা ভিঃ পিঃ করিবার অর্ডার দিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করে, প্রত্যেক সাময়িক পত্রে তাহাদের নামধাম প্রকাশ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবে নাম প্রকাশ হইতে দেখিলে অনেকে লজ্জায় সতর্ক হইতে পারে।

১৩৩৫ সাল শেষ হইতে চলিল। নববর্ষের বৈশাখ সংখ্যা আমরা আমাদের গ্রাহকদিগের নিকট ভি, পি, যোগে পাঠাইয়া বৎসরের মূল্য আদায় করিব। যাঁহারা আগামী বৎসর গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক নহেন আশাকরি তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই আমাদিগকে সে বিষয় জানাইয়া বাধিত করিবেন; আমাদিগকে না জানাইলে আমরা বুঝিব যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও গ্রাহক থাকিয়া তাঁহারা আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন সুতরাং বৈশাখ সংখ্যা তাঁহাদিগের নিকট ভি, পি, যোগে পাঠাইয়া দিব। আশা করি সকলেই গ্রাহক থাকিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং বাঙ্গালী যুবকদিগের মধ্যে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্বন্ধে আমরা যে প্রচারকার্য্য চালাইতেছি তাহাতে উৎসাহিত করিবেন। যদি কোনও কারণে গ্রাহক থাকিতে না পারেন তবে চৈত্রমাসের মধ্যেই অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাদিগকে জানাইতে ভুলিবেন না নচেৎ ভি, পি, ফেরৎ আসিলে প্রত্যেক প্যাকেটের জন্য আমাদিগের প্রায় চারি আনা ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হয় এবং প্যাকেটটীও এরূপ damaged অবস্থায় আমাদের হাতে ফেরৎ আসে যে তম্মধ্যস্থ পুস্তকখানিও অব্যবহার্য্য হইয়া যায়।

১৯২৮ সালের—ভিঃ পিঃ ফেরৎ-কারীদিগের তালিকা।

নাম ও ঠিকানা —	ভিঃ পিঃ পাঠাইবার তারিখ—	ভিঃ পিঃর টাকার পরিমাণ—
Sj. Tarak Ch. Ghose	7.-5.-28	Rs. 5-10-0
Po. Konnagar		
Village. Banshni		
Hooghly.		
Priya Nath Datta.	Do	Rs. 5-10-0
Thana Road		
Bogra.		
K. L. Ghose,.	Do	Rs. 5-10-0
Manager, Bengal		
Industrial Bank		
Po. Alambazar		
Si. Ajit Kumar Banerjee.	Do	Rs. 5-10-0
Kamala Bhandar		
Bahadur Bazar		
Dinajpur		
K. L. Robbani,.	Do	Rs. 5-10 0
Secy. Inter Hostel		
Common Room,		
Ramna, Dacca		
The Manager.	Do	
A. C. Ghose Works		Rs. 5-10-0
114., Makardah		
Howrah,		
The Secy.		
Dashani Students	Do	Rs. 5-10-0
Uinion Library		
Po. Dashani		
Khulna		

নাম ও ঠিকানা——	ভি: পি: পাঠাইবার—— তারিখ—	ভি: পি:র টাকার-- পরিমাণ
Sj. Suresh Ch. Singh Bikrampore Jatiya Silpa Protishthan. Jainshar Pur Dacca.	7-5 48	Rs. 5-10-0
Prosanna Kumar Sen Merchant Sadarghat Chittagng	Do.	Rs, 5-10-0
B. R. Chowdhwry 11 Latu Bazar Lane Local.		Rs. 5-10-0
Sj. Nira Pada Roy Po. Surul (Birbhum)		Rs. 5 10-0
Hem Chandra Roy C/o. Jamini Kanta Roy Jorhat. Assam		Rs. 5-20-0
A. Dutta, Esqe 57, Clive St. Local.	Do	Rs. 5-10-0 Rs. 5-10-0
S. M. Abdulla Chowdhwry Post Master Nathpur Nemtola Kachery Dinajpur	Db	Rs. 5-10-0
Sj. Jitendra Nath Sarkar P. o. Chaumuhani (Noakhali)		

* অবশিষ্ট ভি: পি: ফেরৎ কারীদিগের নাম ও ঠিকানা চৈত্র মাসের কাগজে যাইবে। আশা করি স্থানীয় ভদ্রলোকেরা বিশেষতঃ যুবকগণ এই সকল লোকদিগকে ভবিষ্যতে অপরের সহিত honest dealings বা সৎ ব্যবহার করিতে উপদেশ দিবেন।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

৮ম বর্ষ] চৈত্র ১৩৩৫ [দ্বাদশ সংখ্যা

তুলার কথা।

তুলা না হইলে সভ্য জগতের একদণ্ডও চলিতে পারে না—তাই জগৎ জুড়িয়া তুলার এত আদর। এক গম ব্যতীত তুলার মত এত বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া আর কোনও জিনিসেরই চাষ হয় না। ১৯২৫ সালে সমগ্র জগতে ১৭৬৪৭০০০ গাঁট তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল—উহার মূল্য নিতান্ত অল্প নহে।

তুলার তন্তু বা আঁইশের জন্যই ইহার প্রধান আদর হইলেও তুলাগাছ হইতে আমরা আরও অনেক জিনিস পাইয়া থাকি। তাহার মধ্যে ইহার বীজের নামই উল্লেখযোগ্য। তুলার বীজ হইতে তৈল এবং খৈল উৎপন্ন হয়। তৈল জ্বালানি এবং মনুষ্যের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়—খৈল গৃহপালিত পশুর খাদ্য এবং একটী উৎকৃষ্ট সারের মধ্যে গণ্য।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ব্যতীত অন্য কোথাও তুলার চাষ হয় না এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। তুলা চাষের প্রথম কথা হইল গরম আবহাওয়া এবং যথেষ্ট জল। আকাশের বৃষ্টির উপর সর্ব্বদা নির্ভর করা যায় না এই জন্য চাষের জমিতে কৃত্রিম উপায়ে জল-সরবরাহের রীতিমত ব্যবস্থা থাকা উচিত।

ছয় সাত মাসের মধ্যেই গাছ জন্মিয়া ফল পাকিয়া উঠে এইজন্য ঋতু পরিবর্ত্তনে চাষের বিশেষ ক্ষতি হয় না। তুলা ক্ষেতে কদাচিত অজন্মা হইয়া থাকে। সময় সময় একটু আধটু ক্ষতি হয় বটে কিন্তু তাহাও নিতান্তই সাময়িক।

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যই তুলা চাষের প্রধান

কেন্দ্র। সমগ্র পৃথিবীতে যে পরিমাণ তূলা উৎপন্ন হয় তার অর্দ্ধেকেরও অধিক উৎপন্ন হয় একমাত্র ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ অব্ আমেরিকায়; তূলা চাষে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে ভারতবর্ষ—তৃতীয় স্থান চীন এবং তারপর যথাক্রমে ইজীপ্ট, ব্রেজিল, সাল্‌ভেডর, ইকিউএডর, কলম্বিয়া, মেক্সিকো, পেরু এবং রুশিয়ার স্থান। উপরোক্ত কয়টী দেশ ছাড়া আর কোথাও যে তূলার চাষ হয় না তাহা নহে। অষ্ট্রেলিয়া, ডাচ্ ইষ্টইণ্ডিশ, ব্রিটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্, জাপান, কোরিয়া, স্পেন, মাণ্টা, সাইপ্রাস্, তুরস্ক, পারস্য, সুদান, পশ্চিম আফ্রিকা, ইংরাজাধিকৃত মধ্য ও পূর্ব্ব আফ্রিকা এবং উগাণ্ডা প্রভৃতি স্থানেও কার্পাস চাষ এবং কার্পাস শিল্প ধীরে ধীরে বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

ঈজিপ্ট এবং যুক্ত রাজ্যের তুলনায় ভারতবর্ষের তূলা সর্ব্বাংশেই নিকৃষ্ট। বিঘাপ্রতি ভারতে ফসলের পরিমাণও অল্প। এদেশের তূলা হইতে খুব সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করা যায় না, অথচ যতই দিন যাইতেছে সূক্ষ্ম সূতার চাহিদাও জগতে ততই বাড়িয়া যাইতেছে।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সাধারণতঃ চারু শিল্প এবং ললিত কলার ভক্ত হইয়া পড়ে। আদিম যুগে মানুষ উল্কি পরিয়া একরূপ নগ্ন হইয়া থাকিত; তারপরের ধাপে মানবজাতিকে বন্ধল এবং লতা পাতার দ্বারা লজ্জানিবারণ করিতে দেখা যায়; তাহার পরের অবস্থায় মোটা সূতার দ্বারা বস্ত্র বুনিয়া মানবজাতিকে দেহাবরণ করিতে দেখা যায়। এখনও সাঁওতাল, কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি অরণ্যবাসীগণ মোটা সূতার গাড়া কাপড় বুনিয়া গাত্রাবরণ করিয়া থাকে। উচ্চ শিক্ষা ও সভ্যতাপ্রাপ্ত নরনারী সে সকল কাপড় পরা দূরের কথা ঝাড়নের জন্তেও ব্যবহার করেন না। তাঁহারা সূক্ষ্ম সূতার ধুতি ও শাড়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সুকুমার শিল্পের উন্নতি সভ্যতার পরিমাপক। যতই সভ্যতা বাড়িতেছে জগতব্যাপী ততই সূক্ষ্ম বস্ত্রের চাহিদা বাড়িতেছে। তাই লম্বাতন্তুওয়ালা তূলারও জগদ্ব্যাপী এত টান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ভারতে যথেষ্ট তূলা জন্মাইলেও সে সকল তূলার দ্বারা অতি নিকৃষ্ট মোটা সূতা তৈরী হয়। কাজেই ভারতের তূলা জগতের বাজারে বিকাইতে হইলে তূলা চাষের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট হইতে ভাল বীজ সরবরাহ করিবার বন্দবস্ত করা হইয়াছে। আশা করা যায় ক্রমে ক্রমে ভারতের তূলাও ঈজিপ্ট বা যুক্ত রাজ্যের তূলার সঙ্গে আনায়াসে প্রতিযোগীতা করিতে পারিবে। এখনই ধারওয়ারের তূলা বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ভারতবর্ষকে একটী মহাদেশ বলিলেও চলে। ইহার বিভিন্ন প্রদেশের মাটি বিভিন্ন ধাতু দিয়া গঠিত এবং একই সময় ইহার বিভিন্ন প্রদেশের ঋতু ও আবহাওয়া বিভিন্ন প্রকার। এইজন্য ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তূলার চাষ করা হয় এবং বৎসরের যে কোন সময় ইহার কোন না কোন অংশে তূলার শুঁটি তোলা হইয়া থাকে।

চীন দেশেও যথেষ্ট পরিমাণে তূলার চাষ হইয়া থাকে কিন্তু তাহার অধিকাংশই দেশের অভাব মিটাইতে ব্যয়িত হয়।

গুণের দিকদিয়া ঈজিপ্টের তূলাই জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। এমন কি যুক্ত রাজ্যের তূলাও ইহার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। ঈজিপ্টের জমি এবং আবহাওয়া কার্পাস চাষের পক্ষে আদর্শ বলিলেও চলে। ইহার বক্ষ ভেদিয়া নীল নদ প্রবাহিত হওয়ায় ইহার জমি খুবই শস্যশ্যামল এবং ইহার উৎপাদিকা শক্তিও অসাধারণ। বিশেষতঃ এখানে ঝড় ঝটিকার দৌরাত্ম খুবই অল্প—অন্ততঃ

কার্পাস চয়ন করিবার সময়। ইহাতে অক্ষত অবস্থায় কার্পাস চয়ন করিবার পক্ষে বড়ই সুবিধা হয়। ঈজিপ্টের কার্পাসের আঁশগুলি পৃথিবীর যে কোন দেশের তুলা অপেক্ষা বেশী লম্বা, বেশী শক্ত এবং বেশী উজ্জ্বল। ইহার এত গুণ আছে বলিয়াই ঈজিপ্টের তুলার মূল্য সকলের চেয়ে বেশী।

ব্রেজিলেও কার্পাস ক্ষেত্রের পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে। এক সময় ব্রেজিলে উৎপন্ন যথেষ্ট কার্পাস তুলা বিদেশে রপ্তানী হইত। কিন্তু এক্ষণে সেই খানেই অনেকগুলি সুতার কল স্থাপিত হওয়ায় দেশ জাত কার্পাস দেশেই ব্যবহৃত হইতেছে।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই মেক্সিকোয় কার্পাস চাষ হইয়া আসিতেছিল কিন্তু মাঝে পোকার অত্যাচার এরূপ অসম্ভব রকম বাড়িয়া উঠে—যে রিপাব্লিকের অধিকাংশ অংশেরই লোকেরা ঐ চাষ বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হয়। এক্ষণে ঐখানে কার্পাসের চাষ এত কমিয়া গিয়াছে যে দেশের ক্ষেত্রগুলি দেশের চাহিদা মিটাইতেও অক্ষম। যুক্তরাজ্যের তুলা মেক্সিকোয় রপ্তানী করা হয়।

রুশিয়াতেও তুলার চাষ হয় আমরা বলিয়াছি। কিন্তু উহা টাকিস্থান, ট্রান্সককেশিয়া প্রমুখ রুশিয়া অধিকৃত এশিয়ার মধ্যেই নিবদ্ধ। কৃষ্ণ-সমুদ্রের উপকূলে রুশিয়া অধিকৃত ইউরোপ প্রদেশে তুলা জন্মাইবার জন্য বহুবার বহুবিধ চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু সে সমস্ত চেষ্টাই সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। টাকিস্থানের মাটি এবং আবহাওয়া কার্পাস চাষের বড়ই অনুকূল। কিন্তু ঐখানে যথা সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় ক্ষেত্রে জল সেচনের জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

ঈজিপ্টের কার্পাসের ন্যায় পেরুর কার্পাসও জগৎ বিখ্যাত। কেননা গুণে ইহা ঈজিপ্টের কার্পাস অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। কিন্তু পেরুর উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ নিতান্তই অল্প।

পৃথিবীর অ ান্য যে সমস্ত দেশে কার্পাস উৎপন্ন হয় বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছি—সে সকল স্থানে খুব বেশী পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হয় না সত্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন কোন দেশের জমি এবং জল বায়ু তুলা চাষের এতই উপযোগী যে অদূর ভবিষ্যতে জলসেচের উত্তম বন্দোবস্ত এবং মজুর সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে তাহাদের জগতের মধ্যে তুলার ব্যবসায়ে উল্লেখ যোগ্য স্থান অধিকার করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং সুযোগ ও সুবিধা হইলে জগদ্ব্যাপী তুলার বাজারে একদিন এই সকল দেশের তুলা ঈজিপ্ট, আমেরিকা প্রভৃতির সহিত প্রবল প্রতিদ্বন্দীতা করিতে অগ্রসর হইবে, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

(২)

যে কোন একটী শস্য বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া একই জমিতে চাষ করিতে থাকিলে কিছুদিনের মধ্যেই জমির উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া যায়। ইহার কারণ এত সহজ এবং স্বাভাবিক যে তাহার বিশেষ ব্যাখ্যা করার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। একই জমিতে একই প্রকারের শস্য বহু বৎসর ধরিয়া বুনিতে থাকিলে সেই জমিতে উক্ত শস্যের যে খাদ্য থাকে তাহা ফুরাইয়া যায়; অর্থাৎ জমির মধ্য হইতে যে খাদ্য আহরণ করিয়া শস্য ফলিয়া থাকে তাহার অভাব উপস্থিত হয়। এইজন্য একই জমিতে বার বার একই শস্যের চাষ না করিয়া পর পর বিভিন্ন জাতীয় শস্যের চাষ দেওয়া হয়। ইহাতে জমির উৎপাদিকা শক্তি অব্যাহত থাকে।

তুলার চাষেও এই পন্থা অনুসরণ করিয়া যথেষ্ট সুফল পাওয়া গিয়াছে। আরিজনা কৃষি কলেজের ৪৮ নম্বর বুলেটিনে প্রকাশ যে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিয়া টাকিস্থানে বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছিল :—

কার্পাস দুইবৎসর,—

কলাই জাতীয় শস্য একবৎসর,—

বার্লি এবং সব্জী-সার একবৎসর,

কার্পাস একবৎসর

আল্‌ফাল্‌ফা (Alfalfa) তিন বৎসর—

তাহার পর আবার কার্পাস ইত্যাদি।

এইরূপে জমির উৎপাদিকা শক্তি অব্যাহত রাখিতে হইলে যত বৎসর কার্পাস চাষ করা হইবে গড়ে তত বৎসর অন্যান্য সব্জীর চাষ করা উচিত। কিন্তু কোন কোন দেশে আবার একবার কার্পাস চাষ করিয়াই বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে তাহা হইতে চারিবার ফসল সংগ্রহ করা হয়। প্রতিবার ফসল সংগৃহীত হইবার পর গাছের ডাঁটাগুলি ছাঁটিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারপর আবার কচি ডাঁটা বহির্গত হইয়া তাহাতে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। অবশ্য দ্বিতীয়বারের ফসল পরিমাণে প্রথম বারের অপেক্ষা কথঞ্চিৎ কম হয়, কিন্তু তাহা এত কম নয় যে আবার নূতন করিয়া চাষ করা তাহা অপেক্ষা অধিক লাভজনক হইবে।

কার্পাস বীজ বপন করিবার পর যখন ছোট ছোট চারাগুলি মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে তখন একবার সাবধানতার সহিত বাগানের মাটি খুঁড়িয়া ফেলা উচিত। ইহাতে ভূমধ্যস্থ সহস্র সহস্র আগাছার শিকড় উপরে উঠিয়া পড়ে এবং রৌদ্রতাপে ঝলসিয়া মরিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ বাগানের জমিও ইহাতে বেশ সরস ও নরম থাকে।

সারিবন্দী করিয়া তুলার বীজ বপন করিতে হয়। আজকাল অনেকেই বীজগুলিকে খুব কাছাকাছি বপন করিবার পক্ষপাতী; তাঁহাদের মতে দুইটী চারার দূরত্ব বার ইঞ্চির অধিক কোনও মতে বাঞ্ছনীয় নহে। তথাপি খুব উর্ব্বরা জমিতে একটু ফাঁক ফাঁক করিয়া চারা বসানই ভাল বলিয়া আমাদের মনে হয়, কেননা তাহা না হইলে একটীর ডালপালা আর একটীর ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ায় উভয়েরই বৃদ্ধি কমিয়া যাইবে। তবে জমি সমধিক উর্ব্বরা না হইলে অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি চারা বসানই যুক্তি সঙ্গত কেননা এ ক্ষেত্রে গাছগুলির জড়াজড়ি করিয়া পরস্পরের অনিষ্ট-সাধন করিবার সম্ভাবনা নাই।

যাহা হউক মোটের উপর এই বলা যায় যে যতদিন পর্য্যন্ত না গাছগুলি অল্প বাড়িয়া উঠে ততদিন বুঝিয়া উঠা যায় না ঠিক কতখানি অন্তর চারাগুলি বসান উচিত ছিল। এক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে তাহাদের বৃদ্ধি ভবিষ্যতে তাহাদের সমূহ অনিষ্ট-সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে খুব সাবধানতার সহিত প্রত্যেক গাছেরই ফড়কি ডালগুলি ছাঁটিয়া দেওয়া উচিত। প্রথম পাতা বাহির হইবার পর যখন দ্বিতীয় দফায় নূতন পাতা গজাইতে থাকে তখন উচ্চতায় কার্পাসচারাগুলি তিন চার ইঞ্চির অধিক হইবে না। গাছ ছাঁটিবার পক্ষে ইহাই ঠিক প্রশস্ত সময় বলিয়া বিবেচিত হয়।

কাপাসের চারার সারিগুলি বেশ অন্তর অন্তর হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাতে উভয় সারির মধ্যস্থিত ভূমি কর্ষণ করিবার পক্ষে সুবিধা হয়। কর্ষণ করিবার প্রথম উদ্দেশ্য ঘাস এবং আগাছা উৎপাটিত করিয়া ফেলা এবং ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মাটিকে নরম এবং সরস রাখা যাহাতে চারাগুলি সহজেই তাহাদের কচি কচি শিকড় সমূহকে মাটির মধ্যে চালাইয়া দিয়া তাহাদের জীবন ধারণোপযোগী খাদ্য টানিয়া লইতে পারে।

যতদিন গাছগুলি ছোট থাকিবে ততদিন প্রত্যেক সপ্তাহেই একবার করিয়া জমি খুঁড়িয়া দেওয়া উচিত। গাছগুলির চারা অবস্থায় খুব গভীর করিয়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমাদের দেশে সাধারণতঃ কোদাল দিয়া মাটী কোপাইয়া দিতে দেখা যায়। কিন্তু চারাগুলি বড় হইয়া গেলে আর অধিক গভীর করিয়া জমি কর্ষণ করিতে নাই। ইহাতে কাপাসের সুদূর প্রসারী শিকড় সমূহ কাটিয়া যাইতে পারে।

(৬)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কোন কোন দেশে একবার গাছ-পুতিয়া তাহা হইতে তিন চার বার ফসল সংগ্রহ করা হয়। এই সমস্ত স্থানের কৃষক দিগের প্রধান সমস্যা হইতেছে কেমন করিয়া গাছের কোন অনিষ্ট সাধন না করিয়াও নিখুঁত ভাবে পুরাতন ডাঁটা গুলিকে ছাঁটিয়া ফেলা যাইবে। বর্ত্তমানে গাছ ছাঁটা কাঁচির (Stock cutter) দ্বারাই কাজ চালান হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহা অপেক্ষাও কার্য্যকর কোন যন্ত্র আবিষ্কার করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

কাপাস চাষ করিবার পূর্ব্বে যদি সেই জমিতে কাপাস বা অন্য কোন শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার ডাঁটাগুলি সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু এইরূপে যে আবর্জ্জনা স্তূপ জমিবে তাহা ফেলিয়া দেওয়া বা পুড়াইয়া নষ্ট করা উচিত নহে। কেন না ইহাতে প্রচুর পরিমাণে সার বর্ত্তমান রহিয়াছে; ইহাদিগকে পচাইয়া সেই সার জমিতে ব্যবহার করিতে পারিলে জমির উৎপাদিকা শক্তি প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাপাস গাছের মূল সমেত গোড়াগুলিকে উপড়াইয়া তুলিয়া ফেলিয়া একজায়গায় জড় করিতে হয় এবং জমির এক কোনে গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে এইগুলি ফেলিয়া জল ঢালিয়া গর্ত্তটী ভরিয়া দিয়া তাহার উপর মাটী চাপা দিতে হয়। গর্ত্ত খুঁড়িবার সময় যে মাটী বাহির হয় তাহা দ্বারাই চাপাদিলে যথেষ্ট। কিছু দিন এইরূপভাবে জলের মধ্যে মাটী চাপা থাকিলে কাপাসের গোড়াগুলি পচিয়া উৎকৃষ্ট সাররূপে পরিণত হয়।

বীজ বপন করিবার যত পূর্ব্বে সম্ভব, ভূমি কর্ষণ করা উচিত। কিন্তু যে সমস্ত দেশে প্রচুর বারি বর্ষণ হয় এবং ভূমি কর্ষণ করিয়া বহুদিন ফেলিয়া রাখিলে সমস্ত মাটি ধুইয়া যাইবার সম্ভাবনা সে স্থানে বীজ বপন করিবার বহুদিন পূর্ব্বে বাগানে চাষ লাগাইলে চলিবে না। খুব শক্ত মাটি হইলে অন্ততঃ ৭।৮ ইঞ্চি গভীর করিয়া মৃত্তিকা খনন করিতে হয়; কিন্তু অপেক্ষাকৃত আলগা মাটিতে গভীরতার পরিমাণ পাঁচ ছয় ইঞ্চি হইলেই চলিবে। তুলার জমিতে আটবার চাষ দিয়া মাটী যত গুঁড়াকরিবে ফসল ততই উৎকৃষ্ট হইবে।

শতেক চাষে মূলা
তা'র অর্দ্ধেক তূলা

এই প্রবচন আমাদের দেশে বহু শতাব্দী হইতে প্রচলিত আছে। এই প্রবচন অনুসারে কাপাসের জমিতে ৫০টী চাষ দেওয়া উচিত; অর্থাৎ যতক্ষণ মাটী গুঁড়া হইয়া ধুলার মত না হয়, ততক্ষণ জমিতে চাষ দিয়া কাপাস লাগাইলে সে জমিতে উৎকৃষ্ট তূলা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বীজ বপনের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে কর্ষিত মাটিতে মই দিয়া উহার বন্ধুরতা নষ্ট করিয়া সমভূমি করিয়া ফেলিতে হয়। ভিজা মাটি কর্ষণ করা উচিত নহে, এমনকি ইহাতে মইও লাগাইতে নাই—কেননা তাহাতে ঠিকমত বীজ পুতিবার সার বা বেদী প্রস্তুত করা যাইবে না এবং মাটি কাদা কাদা হইয়া যাইবে।

যে সমস্ত স্থানে বৃষ্টির অভাবে কৃত্রিম উপায়ে জল সেচন করিতে হয় সে সকল স্থানে বীজ বপন করিবার অন্ততঃ দশবার দিন পূর্ব্বে বাগানের জমি সম্পূর্ণরূপে ভিজাইয়া দেওয়া উচিত। এমন ভাবে জলসেচ করিতে হইবে যেন চার পাঁচ ফুট নীচের ভূমিও উত্তমরূপে সিক্ত হইয়া যায়। তাহার পর উপরের মাটি শুকাইয়া গেলে আর এক দফা চাষ লাগাইতে হইবে। উপরের মাটি যেন উত্তমরূপে চূর্ণ হইয়া যায়। বীজ বপনের পূর্ব্বে উপরের চূর্ণকৃত মাটি শুকাইয়া যাওয়া আবশ্যক, তিন চার ইঞ্চি মাটি শুকাইলেই চলিবে। কিন্তু ভিতরের মাটি বেশ সরস থাকা চাই।

উপরোক্ত ভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া বীজ বপন করিলে তাহা হইতে খুব সতেজ চারা বাহির হইবে এবং সতেজ চারা হইতেই উৎকৃষ্ট তুলা পাইবার সম্ভাবনা। কাজেই চাষ করিয়া লাভবান হইতে হইলে জমি ঠিকমত তৈয়ারি হইয়াছে কিনা—সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ইংরাজীতে একটী কথা আছে penny wise pound foolish অর্থাৎ এমন অনেক লোক আছে যাহারা কৃপণতা বশতঃ দু'চার পয়সা খরচ বাঁচাইতে গিয়া পরিশেষে দু'দশটাকা লোকসান দিয়া থাকে। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের দেশে এরূপ লোকের অভাব নাই। জমিতে চাষ লাগাইবার সময় দুই এক চাষ কম করিয়া দিলে প্রাথমিক খরচ কিছু কমিয়া যায় বটে কিন্তু মোটের উপর তাহাতে লোকসান হইয়া থাকে। কেন না—জমি ঠিকমত প্রস্তুত না হওয়ায় গাছগুলি খুব সতেজ হইতে পারে না এবং ফলে ফসলও কমিয়া যায়। আমরা আমাদের চাষী ভ্রাতৃবৃন্দকে এই দুর্ব্বুদ্ধিতা পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছি। তাঁহারা যেন দুই এক পয়সা বাঁচাইতে না গিয়া ক্ষেত্রটীকে উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই দুই এক পয়সা ত উশুল হইয়া যায়ই তাহা ছাড়া আরও যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

(পরবর্ত্তী সংখ্যায় সমাপ্ত)

ফরিদপুরে বেকারসমস্যা সমাধানের চেষ্টা

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থের মধ্যেই বেকার সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। ফরিদপুরের কালেক্টর সাহেব সম্প্রতি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একটী Scheme অনুমোদন করাইয়া লইয়াছেন; Scheme অনুযায়ী কাজ করিতে পারিলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান হইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। সাধারণের অবগতির জন্য Schemeটী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ফরিদপুরে গভর্ণমেণ্টের একটী কৃষিক্ষেত্র (Agri cultural Firm) আছে। এই কৃষিক্ষেত্রে

ছেলেদের কৃষি-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষার্থী দিগকে নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইবে যথা—

(১) কৃষি সহায়ক ছুতারের কাজ।

(২) প্রাথমিক পশু চিকিৎসা।

(৩) এবং কো-অপারেটিভ ক্রেডিটের নিয়ম কানুন।

শিক্ষার কাল একবৎসর মাত্র। এই একবৎসর কাল গভর্ণমেণ্টের কৃষিক্ষেত্রে মজুর হিসাবে খাটিতে হইবে এবং তাহার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রত্যেক ছাত্রকে মাসিক ১২৲ টাকা মাহিনা দেওয়া হইবে। প্রত্যেক ছাত্রকে নিজ নিজ আহার এবং বিছানা আলো প্রভৃতি যাবতীয় আসবাব পত্রের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। কেবল ঘর ভাড়ার জন্য কাহাকেও কিছুই দিতে হইবে না।

এক বৎসর পরে প্রত্যেক ছাত্রকে খাসমহলে ১৫ বিঘা করিয়া জমী দেওয়া হইবে। প্রথম ৩ বৎসর ঐ জমী হইতে কিছুই খাজনা লওয়া হইবে না; বরং প্রাথমিক ব্যয় সঙ্কুলানের নিমিত্ত Land Improvement Agricultural Loans Act অনুসারে প্রত্যেককে ২০০৲ দুইশত টাকা করিয়া অগ্রিম ঋণ দেওয়া হইবে। অবশ্য বিনা সর্ত্তে যে ঐ টাকা অগ্রিম দেওয়া হইবে তাহা নহে। ঐ টাকার জন্য কলেক্টর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন এমন দুইজন ভদ্রলোক ও গ্রাহককে জামীন থাকিতে হইবে। সুদসমেত ঐ দুইশত টাকা গ্রহণের পর দ্বিতীয় বর্ষ—হইতে আরম্ভ করিয়া চারি দফায় চার বৎসরে শোধ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু যদি কোন কারণে কালেক্টর সাহেব কাহারও পত্তনী ব্যবস্থা নাকচ করিয়া দেন তাহা হইলে গ্রাহক তৎক্ষণাৎ গভর্ণমেণ্টের সমস্ত টাকা ফেলিয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন। গ্রাহক টাকা দিতে অসম্মত বা অক্ষম হইলে যাহারা জামীন হইয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট হইতে পাওনা টাকা আদায় করিয়া লওয়া হইবে।

আরও কয়েকটী সর্ত্ত আছে। জমী ও টাকা দেওয়া হইবে বটে কিন্তু কেহই ঐ জমী অপরের সহিত ভাগ বা জমার বন্দবস্ত করিতে পারিবেন না। পরন্তু প্রত্যেককেই নিজ হাতে জমী চাষ করিতে হইবে। জমীতে কি ভাবে চাষ করা হইতেছে এবং কেমন চাষ হইতেছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য District Agricultural officer এবং খাসমহলের কর্ম্মচারী ছয়মাস অন্তর অর্থাৎ বৎসরে দুইবার করিয়া জমী পরিদর্শন করিবেন এবং তাঁহাদের রিপোর্ট অনুযায়ী কালেক্টর স্থির করিবেন যে ঐ জমীর বন্দবস্ত বদলাইতে হইবে কি না।

বলাবাহুল্য যদি কাজ ভাল চলিতে থাকে তাহা হইলে জমী কাড়িয়া লওয়া ত দূরের কথা বরং ঐ মালিকের অধীনে যাহাতে আরও অধিক দিন জমী থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে যাহাকে জমী দেওয়া হইয়াছিল সে ব্যক্তি উহা পাইবার অনুপযুক্ত বা সে নিজে চাষ না করিয়া অন্য লোককে ভাগে দিয়াছে বা জমীর একাংশ নিজের জন্য রাখিয়া অপরাংশ হস্তান্তরিত করিয়াছে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট হইতে জমী কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং টাকাও আদায় করিয়া লওয়া হইবে।

উল্লিখিত স্কীম অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হইলে দেশের কল্যান সাধিত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই স্কীমে প্রত্যেক ছাত্রকে হাতে কলমে কাজ শিখিতে বাধ্য করিয়া খুবই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। হাতে কলমে কাজ না শিখিলে কোন কাজই ভাল করিয়া শিখা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশে যাহারা সামান্য কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছেন তাঁহারা কায়িক পরিশ্রম করাটাকে বড়ই অপমান জনক বলিয়া মনে

করেন। এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে।

বাঙালীরা বাবুয়ানির দিক দিয়া সাহেবদিগের অনুকরণ করে। তাহাদিগের মত ধড়াচূড়া আঁটিয়া তাহাদের মত চাচুরুট পানে আমরা ওস্তাদ বনিয়া গিয়াছি। অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় বলিতে গেলে—

"আমরা বিলাতীধরণে হাসি
ফরাসী ধরণে কাসি
আমরা পা ফাঁক ক'রে সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি"

কিন্তু সাহেবদিগের গুণ যাহা তাহা আমরা আয়ত্ব করিতে পারিলাম কৈ ? অপরের দোষের অনুকরণ যেরূপ দূষনিয়, অপরের গুণের অনুকরণ সেইরূপ প্রশংসার্হ। পাশ্চাত্য জাতিসমূহ যে আজ জগজ্জয়ী, তাহারা যে অঙ্গুলি সঙ্কেতে সমস্ত দুনিয়া শাসন করিতেছে তাহার কারণ—তাহাদিগের চরিত্রে এমন কয়েকটী গুণ আছে যাহা আমাদের মধ্যে নাই। কায়িক পরিশ্রমকে সম্মানের চক্ষে দেখা সেই গুণাবলীর মধ্যে একটী। আমরা যদি সাহেবদিগের সহিত সমান হইতে চাই তাহা হইলে আমাদিগকে তাহাদের এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট গুলিকে আয়ত্ব করিতে হইবে।

যাহারা অন্ন উৎপাদন করিয়া জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিবে তাহাদিগকে আমরা 'চাষা' বলিয়া অবজ্ঞা করি। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে ? বস্তুতঃ এই পাপেই আজ সমস্ত জাতি অন্নাভাবে শুকাইয়া মরিতে বসিয়াছে। কৃষিই ভারতের প্রধান অবলম্বন। কৃষির উন্নতির উপর ভারতের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। কিন্তু সেই কৃষি কার্য্যেরই ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে জ্ঞান বা বিজ্ঞানের সহিত তাহাদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই। ফলে আধুনিক বিজ্ঞান সহায়ে দুনিয়ার সকল জাতিই একগুণের স্থানে বিশগুণ—ফসল ফলাইতেছে, আর গতানুগতিকপন্থী ভারতীয় কৃষকের জমিতে ফসলের মাত্রা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। যতদিন না শিক্ষিত সমাজ কায়িক পরিশ্রমকে সম্মানের চক্ষে দেখিতে শিখিবেন, যতদিন না পাশ্চাত্যবিদ্যায় পারদর্শী শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় আত্মাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক জল কাদা ঘাটিয়া অজ্ঞ কৃষকের সহিত একত্রে কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন বা আগুনের হাপরের নিকট দাঁড়াইয়া সাধারণ কুলির ন্যায় হাতুড়ি পিটিতে চাহিবেন, ততদিন কৃষি বা শিল্প কোন ক্ষেত্রেই ভারতের উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে।

কালেক্টর সাহেবের Scheme-এর মধ্যে দ্বিতীয় কথা হইতেছে অগ্রিম প্রদত্ত টাকার জন্য ভালরূপ জামীনের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাও যে খুবই সমীচিন হইয়াছে, আশাকরি, সকলেই তাহা স্বীকার করিবেন। জামীন লওয়ার উদ্দেশ্য এই যে যে উদ্দেশ্যে টাকা দেওয়া হইল ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই যে টাকাটা ব্যবহৃত হইতেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া।

ব্যবস্থা এই যে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য স্থানীয় বিশ্বাসযোগ্য দুইজন ভদ্রলোককে জামীন থাকিতে হইবে। ছাত্রের স্বভাব চরিত্র ভাল না হইলে এবং সে খুব বিশ্বাস যোগ্য ব্যক্তি না হইলে কেহই তাহার জন্য জামীন থাকিতে স্বীকার করিবেন না। বিশেষতঃ টাকা অনাদায়ে তাঁহাদিগের নিকট হইতে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা থাকায় গ্রাহক যাহাতে ঐ টাকার অপব্যবহার করিতে না পারে সে বিষয়ে সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের সজাগ দৃষ্টি থাকিবে।

জমিতে চাষের বিশেষ উন্নতি দেখাইতে না পারিলে বা জমিতে নিজে চাষ না করিয়া অন্য লোকের সহিত বিলি বন্দবস্ত করিলে তাহার নিকট হইতে যে জমি ও টাকা ফিরাইয়া লইবার ব্যবস্থা আছে, তাহাও খুব সঙ্গত বলিয়া আমাদের মনে হয়।

খয়রাত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া কাহাকেও জমি বা টাকা দেওয়া হয় নাই। প্রত্যেককে স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের একটা সুবিধা করিয়া দেওয়াই এই Scheme-এর একমাত্র উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি সেই সুবিধার অপব্যবহার করিয়া এই উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিতে চাহিবে কিম্বা যে ব্যক্তি অসমর্থতা প্রযুক্ত এই উদ্দেশ্য সাধনের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহার নিকট হইতে জমি ও টাকা ফিরাইয়া লইয়া সৎস্বভাব সম্পন্ন যোগ্যতর লোকের হস্তে অর্পণ করাই সর্ব্বতোভাবে যুক্তি সঙ্গত।

তবে এইখানে একটা কথা আমাদের বলিবার আছে; যে ব্যক্তি নিজহাতে চাষ করিব বলিয়া গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে জমি ও টাকা ধার লইয়া পরে সেই জমি অপরকে খাজনায় বা ভাগে দেয়, এবং যে ব্যক্তি নিজহাতে চাষ করিয়াও জমির বিশেষ উন্নতি দেখাইতে না পারে—এই দুই জনের অপরাধ একরূপ নহে। কাজেই এই দুইজনকে একই শাস্তি দেওয়া অন্যায়। যে ব্যক্তি বিশ্বস্তভাবে কাজ করিয়াও স্বভাবগত অক্ষমতা বশতঃ কৃষির উন্নতিসাধনে অপারগ তাহার নিকট হইতে জমি ও টাকা ফিরাইয়া লওয়া বাঞ্ছনীয় বটে কিন্তু তৎক্ষণাৎ সুদ সমেত সমস্ত টাকা আদায় করিতে গেলে তাহার উপর অবিচার করা হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। কৃষিক্ষেত্রে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যাহারা গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে টাকা ও জমী লইয়া কাজ আরম্ভ করিবে তাহাদের অবস্থা খুব সচ্ছল নহে; কেননা অবস্থা সচ্ছল থাকিলে তাহারা নিজেদের জমী ও মূলধন লইয়াই কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিত। এ ক্ষেত্রে যদি কোন শিক্ষার্থী গভর্ণমেন্ট প্রদত্ত টাকা খরচ করিয়া জমীতে চাষ দিতে আরম্ভ করে এবং কৃষির উন্নতি সাধনে প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্বেও কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ জমী ফিরাইয়া দিতে পারে কেননা জমী সর্ব্বদাই বর্ত্তমান; কিন্তু যে টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে সে টাকা ফিরাইয়া দিবে কোথা হইতে? তাহার ঘরে টাকা মজুত নাই, কাজেই শেষ পর্য্যন্ত হয়ত তাহার বাস্তু ভিটাতেই টান পড়িবে এবং এইরূপে বেচারী গভর্ণমেন্ট সহায়তায় জীবিকা অর্জ্জনের পথ পরিষ্কার করিতে গিয়া গভর্ণমেন্টেরই কল্যানে মাতাপিতার হাত ধরিয়া পথে দাঁড়াইতে বাধ্য হইবে!

দ্বিতীয়তঃ এই ব্যবস্থা থাকার দরুণ কোন ভদ্রলোকের পক্ষে জমী গৃহীতার জামীন থাকিতে স্বীকার করাও কঠিন হইয়া পড়িবে। একজন ভদ্রলোক হয়ত তাঁহার গ্রামের একটী ছেলের সততার জন্য জামীন থাকিতে পারেন কেননা তিনি তাঁহার স্বভাব চরিত্র কিরূপ তাহা জানেন; কিন্তু তিনি তাহার পারদর্শিতার জন্যও ঐরূপ সর্ত্তে (স্কীমে যেরূপ সর্ত্ত আছে) জামীন থাকিবেন কিরূপে? ছেলেটী কিরূপ কাজের লোক তাহা কৃষিক্ষেত্রের শিক্ষক মণ্ডলীরই বেশী জানিবার কথা। কাজেই তাহার পারদর্শিতা সম্বন্ধে যদি কেহ গ্যারান্টী দিতে পারেন, ত শিক্ষকেরাই তাহার উপযুক্ত পাত্র।

বর্ত্তমান ব্যবস্থা মতে যে কোন কারণেই কালেক্টর সাহেব কোন ছাত্রের সহিত চুক্তিপত্র নাকচ করিয়া দিন না কেন তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট হইতে সমস্ত পাওনা টাকা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করা হইবে এবং সে যদি সমস্ত টাকা দিতে অপারগ হয় তাহা হইলে জামীন দার ভদ্রলোকদ্বয়ের নিকট হইতে বাকী টাকা আদায় করা হইবে। আমাদের মনে হয় উল্লিখিতক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া দফায় দফায় ঐ টাকা আদায় করিয়া লওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং যদি গৃহীতা

দফায় দফায় (By instalments) টাকা পরিশোধ করিতে অস্বীকৃত হয় তবেই যাহারা জামীন হইয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করা উচিত।

যাহা হউক, মোটের উপর স্কীমটী মন্দ হয় নাই। ইহা বিশেষ কার্য্যকর হইবে বলিয়াই আশা করা যায়। যদি ইহার দ্বারা ইহার রচয়িতার উদ্দেশ্য আংশিক ভাবেও সফল হয় তাহা হইলেও দেশের যথেষ্ট উপকার হইবে এবং দেশের লোক রচয়িতার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিবে। আমরা এই স্কীমের সাফল্য কামনা করিতেছি।

কয়েকটী ব্যবসায়

বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন জেলায় তেঁতুল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন জেলার কোন কোন অঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। অনেক স্থানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত তেঁতুল থাকায় অনেক তেঁতুল গাছে পাকিয়া গাছেই শুকাইয়া যায়। তাহাতে পরবর্ত্তী বৎসরে তেঁতুল খুব কম ফলে। তেঁতুল স্থানে স্থানে সুলভ মূল্যে হাট-বাজারে বিক্রয় হয়। বিদেশে রপ্তানীর কোনও সুবন্দোবস্ত নাই। কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে তেঁতুলের কাটতি হয়; অবশ্য মফঃস্বলের অনেক জেলা হইতে তেঁতুল কলিকাতায় আমদানী হইয়া বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে ইটালীতে প্রভূত পরিমাণে তেঁতুল রপ্তানী হইত; যে যে জেলায় বেশী পরিমাণে তেঁতুল আছে, এবং যেখানে উহা অযত্নে নষ্ট হয়, সেই সকল স্থান হইতে তেঁতুল সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় চালান দিলে বেশ লাভবান হওয়া যায়। মণ প্রতি কম পক্ষে ১টি টাকা লাভ হইলেও কম কথা নহে; ১০০/ মণ তেঁতুল চালান দিয়া খরচ-খরচা বাদে ১০০৲ টাকা লাভ পাইলে কম সুবিধা কি? যে যে জেলায় প্রচুর তেঁতুল গাছ আছে, সেই সেই জেলায় গিয়া গাছগুলি ঠিকা চুক্তিতে ক্রয় করিলে বোধ হয় ২।৩ টাকাতেই এক একটি গাছ পাওয়া যাইবে। নিজের লোকের দ্বারা পাড়াইয়া খোসা ও বীচি ছাড়াইয়া একটু শুকাইয়া চালান দিলেই হইল। সে অবস্থায় গড়ে প্রত্যেক মণের মূল্য ১৲-১৷৹ বা ২৲ টাকার বেশী পড়িবার সম্ভাবনা নাই। এ সুযোগ ছাড়া উচিত নহে।

শিমুল

বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্রই শিমুল তুলার ব্যবহার হয়; কিন্তু ইহার ব্যবসা কিরূপ লাভজনক তাহা অনেকেই

অবগত নহে। শিমুল গাছ যেখানে সেখানে পতিত অনুর্ব্বর জমিতে বিনা চেষ্টায় জন্মে। কাঁটা থাকায় গরু-ছাগলে গাছ নষ্ট করিতে পারে না। শিমুল দুই রকমের দেখিতে পাওয়া যায়—লাল ও শাদা। জাভার শিমুল ভারতীয় শিমুল হইতে অধিক শাদা হইলেও ভারতীয় শিমুলের গুণ বেশী। কিন্তু এখানকার ব্যবসায়ীগণের অসাধুতার জন্য বিদেশীয়েরা ভারতীয় শিমুল বেশী দামে কিনিতে চাহে না।

শিমুলের অনেক গুণ। গাছের ছাল হইতে এক প্রকার আঠা পাওয়া যায়, তাহা ঔষধে এবং কাঠ ও চামড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। শিমুলের বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায়, তাহা কাপাস তৈল অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। সাবান প্রস্তুত করিতে এই তৈল ব্যবহৃত হয়। ইহার খইল কাপাস খইল অপেক্ষা বেশী পুষ্টিকর এবং গরু ইত্যাদিকে খাওয়াইতে পারা যায়। শিমুল তুলা যে কেবল বালিশ-তোষকেই ব্যবহৃত হয় তাহা নহে; ইহা হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া কাপড় তৈয়ারী হইতেছে। পশম ও রেশমে মিশাল দিবার জন্যও ইহার ব্যবহার আছে। ত্রিপুরাতে এই তুলা হইতে তোয়ালে, গলাবন্ধ ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। ফ্রান্সে ইহার দ্বারা একরূপ ফেল্‌ট প্রস্তুত হইতেছে। রবার এবং অ্যাজবেষ্টোজের সহিত বয়লার প্যাকিং ও ইলেকট্রিক তারের খোলও তৈয়ারী হয়। শোলা হইতে হালকা, নরম ও সস্তা বলিয়া ইহার দ্বারা লাইফ বেল্ট ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা সহজে জলে ভিজে না, ইহার উপর জল গড়াইয়া যায়। ইহা সহজে পোকার দ্বারা নষ্ট হয় না এবং বাষ্পে দুই তিনবার ষ্টেরিলাইজ (বিশুদ্ধ) করিলেও নষ্ট হয় না। রোগীর বিছানায় ব্যবহারের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ উপযোগী।

ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক হাসপাতালের বিছানায় সিমুল তুলা দেখিতে পাওয়া যায়। সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূম জেলায়, মোকামা দ্বারভাঙ্গা, ভাগলপুর ও গোরক্ষপুর ইত্যাদি স্থান হইতে এই তুলার আমদানী হয়। চারি আনা আট আনায় খুচরা গাছ বন্দোবস্ত পাওয়া যায়। ২০০৲-৩০০৲ টাকা খরচ করিলে ছোট জঙ্গল ঠিকা পাওয়া যায়। প্রত্যেক গাছে দশ হইতে কুড়ি সের পর্য্যন্ত বীজ সমেত তুলা পাওয়া যায়। বাজারে ৬৲ হইতে ৯৲ পর্য্যন্ত, মোকামে ৯৲ হইতে ১২৲ পর্য্যন্ত এবং কলিকাতায় ১৮৷২০ টাকা দরে মণ বিক্রয় হইয়া থাকে।

চালানী কারবার করিতে গেলে তুলা পরিষ্কার করিবার এবং বীজ ছাড়াইবার জন্য শালিখার কলে পাঠাইতে হয়। সওয়া দুই মণ সবীজ তুলায় ১ মণ পরিষ্কার তুলা, ১ মণ বীজ, ও দশ সের ময়লা থাকে। সাফাই কার্য্যের জন্য প্রতি সওয়া দুই মণ তুলায় ৫৲ টাকা খরচ পড়ে। গাঁট বাঁধিতে দুই মণে ২৲ খরচা। এখনকার গাঁটের দর ৫০৲ টাকা মণ। বিলাতে পাঠাইবার জন্য জাহাজ-মাশুল, দালালী, বীমা, এজেন্টের কমিশন ইত্যাদিতে মোট ৫৲ টাকা আন্দাজ পড়ে। বিলাতে দর এখন প্রতি পাউণ্ড ১১ পেনি হইতে ১ শিলিং।

যদি শিমুলের চাষ করা যায় তবে আরও অধিক লাভ হইবে। গাছ পুতিবার ৩ বৎসরের মধ্যেই ফল ধরে। গাছের পরমায়ু ৫০ বৎসরের কম নয়। ১ বিঘা জমীতে ৪০টী গাছ অতি সুন্দররূপে পুতিতে পারা যায়। ফসলের প্রথম বৎসর গাছ প্রতি ২ সের তুলা, আধসের তেল ও দেড় সের খইল পাওয়া যায়। শিমুল বীজ ২৷৷০ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়।

গাছ হইতে তুলা পাড়িবার পর যত শীঘ্র সম্ভব

তাহা শুকাইয়া পাতা আলাদা করিয়া ও বীজ ছাড়াইয়া লওয়া উচিত, কেননা দেরী করিলে তুলায় এক রকম গন্ধ হয় এবং সে জন্য দর কম হইয়া যায়।

কাঠ

ত্রিপুরা রাজ্যের বন হইতে আজকাল জ্বালানী কাঠের চালান খুব বাড়িয়া যাইতেছে; কিন্তু উহা অশিক্ষিত লোকের হাতে পড়ায় সেরূপ উন্নত প্রণালীতে হইতেছে না এবং বিশেষ লাভজনকও হইতেছে না। এই ব্যবসায়ে বিশেষ কষ্ট করিতে হয় না। কারণ এখানকার কোন সহরে থাকিয়া পাহাড়িয়া প্রজাদের কিছু কিছু অগ্রিম মূল্য দিয়া চুক্তি করিলে তাহারা নির্দ্ধারিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে কাঠগুলি পৌঁছাইয়া দেয়। তথা হইতে কলিকাতা, ঢাকা ইত্যাদি স্থানে চালান করিয়া দিলে বেশ লাভ পাওয়া যায়। আজকাল ঐ প্রকার কাঠ জাহাজে চালান হইয়া বহু দূর-দেশেও যাইতেছে।

এখানে সহরে যে পরিমান কাঠ ১৸৹ কিংবা ২৲টাকায় পাওয়া যায় তাহা কলিকাতায় ১০৲ টাকার নীচে কিছুতেই পাওয়া যায় না। এখান হইতে নৌকা ও রেলে মাল চালান দিবার বেশ সুবিধা আছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রকার ভাল কাঠও খুব সস্তায় প্রচুর পরিমানে এখানকার পাহাড়ে পাওয়া যায়। তবে এ সকল কাঠের কারবারে মূলধন কিছু বেশী আবশ্যক। এ রাজ্যের বনকর-বিভাগের সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করিলে এই সম্বন্ধে সকল প্রকার সংবাদ পাওয়া যাইবে।

জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর বিবরণ।

গত ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষে যে সকল কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হইয়াছে তাহার বিবরণ

No.	Class and Name.	Names of agents, secretaries, etc., and situation of registered office.	Object.	Authorised capital
	1—Banking Loan and Insurance.			Rs.
1	Jamurki Bank	Dir., Birendra M. Sirkar P. O. and village Jamurki, Dist. Mymensingh, Bengal.	Banking business	20,000
2	Chandan baisa United Bank	Secy., Kshudiram Sircar Chandanbaisa, Dist. Bogra, Bengal.	" "	20,000
3	Nator Loan Office	Dir., H. G. Chakraburty, Nator, Rajshahi Bengal.	" "	1,50,000
4	Nowgong Bank	Nowgong, Assam.	Banking and loan business	1,00,000
5	Ayroor Standard Bank	Ayoor, Travancore.	Banking business	2,00,000
6	Chiravom Muttam Bank	Ithithanam, Changanacherry, Travancore.	" "	1,00,000
7	Adoor Bank	Adoor, Travancore.	" "	1,00,000
8	Mallappally Union Bank	Mallappally, Travancore.	" "	2,00,000
9	Changanacherry Central Bank	Changanachery, Travancore.	" "	2,00,000
10	Ambika Bank	Ambalapuzha, Travancore.	" "	50,000
11	Pandalam Central Bank	Pandalam, Travancore.	" "	1,00,000
12	Bhuapur Loan office	Dir., D. N. Basu, Bhuapur, Mymensingh Beng.	Money lending business	20,000
13	Singrail Union Bank	Mg. Dir., Madan M. Datta, Singrail, Mymensingh, Bengal.	" "	50,000

No,	Class and name	Names of agents, secretaries, etc,, and situation of registered office.	Object	Authorised capital
				Rs
14	Bogra Town Bank	Dir., Baidya Nath Chatterjee, Bogra town, Bogra Bengal	Money lending business	1,00,000
15	Jamalpur Urban Bank	Dir., Madhusudan Dutt, Jamalpur, Mymensingh Bengal	" "	50,000
16	Sonatola Bank	Dir,, Ananta K. Dasgupta, Sonatola, Bogra, Bengal	" "	1,00,000
17	Shazadpur Loan Office	Dir,, Tincowri Chakraborty, Shahazadpur, Pabna, Bengal	Loan business.	50,000
18	Gopalganj Local Bank	Dir., S, N, Bhattacharjee, Gopalgunj, P, O, and village, Faridpur	Money-lending business.	25,000
19	Astadhar Loan Office	Dir,, Mahendra Ch, Dey Astadhar, P, O, Piorpur Dist, Mymensingh, B,	" "	50,000
20	Puthia Loan Office	Mg, Dir,, N, Chanda, Putia, P, O, Porjana, Dist, Pabna, Bengal	Loan business.	25,000
21	Deurparchandra Rashidpur Loan Office	Mg, Dir., D, N, Ray, Deurparchandra, P, O, Jamalpur, Dist, Mymensingh, Bengal,	" "	25,000
22	Tajmahal Loan Co	Mg, Dir,, S, Talukdar, Jhupua, P, O, Chaparkona, Dist, Mymensingh Bengal	" "	50,000
23	Sirajgunj Commercial Bank	Dir, D, M, Lahiri, Serajgunj Bazar, Pabna,	Money-lending business.	1,00,000
24	Chanchitora Loan office	Mg. Dir,, Sasbadhar Chakrabarty, Chanchitora, P, O, Madla, Dist. Bogra, Bengal	" "	1,00,000
	Loan, Banking, Loan and Insurance			19,80000

No	Class and Name	Name of agents, secretaries etc, and situation of registered office	Objects	Authorised capital.
	II—Transit and Transport,			Rs.
25	Motor Transport Union	Cuttack Bihar and orissa	Conveyance of passenger and goods by motor vehicles, etc.	150,0[illegible]
26	Indian Air Survey and Transport	12, Hungerford Street Calcutta	To carry on business of surveyors, explorers prospectors, photographers, etc.	20,00,000
27	Trivandrum Co,	Trivandrum, Travancore	To conduct business of electricians.	20,000
	Total Transit and Transport	...	...	20,70,000
	III—Trading and Manufacturing,			
28	Vichitra Publishing Co,	48, Pataldanga Street Calcutta	To carry on business of publisher, newspaper printers, etc.	1,00,000
29	Hooghly Ink Co •	Grand Trunk road, Howrah Bengal	To manufacture and deal in inks, etc., and printers.	3,00,000
30	Maharashtra Kosha Mandal	Manager, Y, R, Date 841, Sadashiv Peth Poona City, Bombay	Printers and publishers.	25,000
31	Advertisers' Service Bureau •	Mg, Dir, M, A, Carasey Patell Building Bombay	" "	50,000
32	Patna Printing Press	Patna, Bihar and Orissa	To carry on business of printers, etc.	1,00,000
33	Fine Arts and Crafts Syndicate	Mg, Dir, Baroda Ukil 287 Esplanade Road Delhi	To publish journals of fine arts and crafts.	30,000
34	May and Baker (India)•	Bengal	To carry on business of chemists, etc.	60,00,000
35	Oil Products and Butterin & Co. (c)	Dir, Jatindra Nath Huin, 28 Pollock Street, Calcutta	To carry on business in hydrogenated and other oil products.	5,00,00[illegible]

• private.

No.	Class and Name	Name of agents, secretaries etc, and situatiou of registered office.	Objects.	Authorised capital
				Rs.
36	Centaur Engineering Co. (India) *	67/4, Strand Road, Calcutta.	To carry on business of steel and iron dealers, etc.	5,00,000
37	Maxwell and Dean*	100, Clive Street, Calcutta.	To carry on business of merchants and dealers in iron, etc.	3,00,000
38	Texas Tube well Co.*	4, Dalhousie Square, Calcutta.	To carry on business of tube well engineers, sinkers, etc.	1,00,000
39	Delhi Trading Corporation	Mg. Dir., A. M. Shaw, Parliament Street, New, Delhi.	General merchants.	20,000
40	Baldwin & Co.*	16, Canning Street, Calcutta.	To carry on business of general merchants, agents, importers, ex porters, etc.	1,00,000
41	Nalinakshya Tah & Co.	20, Darmahatta Street, Calcutta.	To carry on business of dealers in corrugated irons, galvanized screws, bolts, etc.	1,00.000
42	Darooka*	133, Canning Street, Calcutta.	To carry on business as general merchants, factors, brokers, etc.	2,50,000
43	O. K. Remedies	206, Cornwallis Street, Calcutta.	To sell canvas and advertise reliable drugs etc .	120,000
44	Indo-Swiss Trading Co.*	28, Pollock Street, Calcutta.	To carry on business in export of India manufactured goods. etc.	1,00,000
45	Indo-Europaische Handelsgesellschaft (Indo-Europa Trading Co.)*	28, Pollock Street, Calcutta.	Importing all kinds of machines, parts and accessories.	1,00,000

* Private

ব্যবসায়ে আত্মরক্ষা।

"আত্ম রেখে ধর্ম্ম" এই কথাটী যিনি আবিষ্কার করেছিলেন তিনি একজন ধর্ম্মবীর ছিলেন কিনা জানি না, তবে রাজনীতি ও অর্থনীতির মূল সূত্রটীকে তিনি যে ঠিকমত ধর্ত্তে পেরেছিলেন একথা নিঃসংশয়ে বল্‌তে পারি। দুনিয়ার যেদিকে চেয়ে দেখ, গাছপালা কীটপতঙ্গ থেকে আরম্ভ করে মানুষ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীই আপনাপন প্রাণ বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কচ্ছে। মারামারি কাটাকাটির অন্ত নাই। খাদ্যের জন্য, ভোগ্য বস্তু আহরণের জন্য, নিজের দেহটাকে সবল ও পুষ্ট করার জন্য, দুনিয়ার প্রত্যেক জীব দুনিয়ার আর সব জীবের সঙ্গে যুদ্ধ কচ্ছে। এক জনকে খেয়ে আর একজন বেঁচে থাকে, একজনকে ধ্বংস করে আর একজন বড় হয়। এক জনের মৃত্যু সমাধির উপর আর এক জনের জীবন সৌধ গোড়ে ওঠে। সংসারের সত্যকারের চিত্র এই; নিত্যকাল ধরে সংসারে এই চলে এসেছে। যেমন করেই হোক এইখানে জন্মেছি যখন,তখন ওম্নি করেই যুঝ্‌তে হবে বাড়্‌তে হবে বাঁচ্‌তে হবে।

আত্মহত্যা যেখানে পাপ—আত্মরক্ষাই সেখানে ধর্ম্ম। আত্মরক্ষা কর্ব্বার জন্য যেটুকু সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতার প্রয়োজন সেটুকু সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা অবলম্বন না কল্লে আত্মহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা। রাজনীতিতে তাই সকল সময় মিথ্যাভাষণ পাপ বলে গণ্য হয় না। অর্থনীতিবিদও সময়বিশেষে মিথ্যাভাষণকে অন্যায় বলে মনে করেন কিনা সন্দেহ।

জাতিকে বাঁচাতে হ'লে এইটাই চরম সত্য। এই চরম সত্য অবলম্বন করেই যুগে যুগে জাতির নিয়ন্ত্রিগণ প্রচলিত ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পাপপুণ্যের নির্দ্দেশের বাইরে যেতে দ্বিধাবোধ করেন নি। সাধারণ লোক যেখানে সত্য বলিত, জাতির কল্যাণ স্মরণ করে তাঁরা হয়ত সেখানে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন—সাধারণ লোক যেখানে বীরত্ব দেখাত সহজে কার্য্যোদ্ধারের জন্য তাঁরা হয়ত সেখানে কৌশলের সাহায্য নিয়েছেন, এতে তাঁদের যশোভাতি মলিন হ'য়ে যায় নি—উত্তরোত্তর উজ্জ্বল ও বিকশিত হয়ে উঠেছে।

বিশ্বপ্রেমিকতা খুব ভাল জিনিস। সমস্ত জাতির সহিত আত্ম-পরভেদ-জ্ঞান-হীনতা হৃদয়ের খুব উচ্চতম বৃত্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সব বৃত্তির অনুশীলন কর্ত্তে গিয়ে, দাঁড়িয়ে আছি যে ভিত্তির উপর সেই ভিত্তিই যখন টলমল ক'রে ওঠে, তখুনই অবস্থা সঙ্গীন ও সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়।

দুনিয়ায় দেশও একটা নয়—জাতিও একটা নয়। কিন্তু দুনিয়ার প্রায় সকল দেশ বা জাতিই আগে নিজের দেশ বা জাতির রক্ষার ব্যবস্থা করে, পরে অবসর মত অপর দেশের সাহায্যার্থ অগ্রসর হয়। অর্থাৎ আত্মরক্ষা আগে—আর্ত্তরক্ষা পরে।

কেবল আমাদের দেশেই তার উল্টা ব্যবস্থা দেখতে পাই। কিন্তু ওটা বাঁচবার লক্ষণ নয়—মরণের পূর্ব্ব সঙ্কেত।

যে দেশটা যাদের জন্মভূমি সেই দেশে তাদেরই অধিকার সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ থাকা উচিত এই কথাই চিরকাল শুনে আসছি। মাঝে মাঝে এই নীতির যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠে। পরদেশী বন্ধুরা বলেন—

"না গো না, দেশটা তোমাদের হলেও দ্বাররুদ্ধ কর্ব্বার অধিকার তোমাদের নেই। আল্লার দেওয়া এই দুনিয়ার সকলেই যথেচ্ছভাবে অবস্থান কর্ত্তে পার্ব্বে—এইটাই হচ্ছে স্বভাবের নিয়ম।"

কিন্তু স্বভাবের নিয়ম যাই হোক না কেন, কোন স্বাধীন দেশই এপর্য্যন্ত পরদেশীর প্রেমালাপে মুগ্ধ হয়নি। যখনই এতটুকু অধিকার তার ক্ষুন্ন হয়েছে তখনই সে সিংহীর মত গর্জ্জে উঠে বলেছে—খবর্দ্দার!—

তাই স্বাধীন দেশে ভিন্নদেশীয় লোকের অধিকার বিস্তারের এতটুকু প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও কত বিবিধ প্রকারের আইন কানুন, অর্দ্ধচন্দ্রের কি চমৎকার ব্যবস্থাই না প্রতিনিয়ত তৈরী হচ্ছে আমরা দেখতে পাই!

আমেরিকা আইন করে এসিয়াবাসীকে আমেরিকা হতে দূর করে দিলে। বিতাড়িত এসিয়াবাসী বল্‌তে পারে—"এর নাম সঙ্কীর্ণতা।" কিন্তু আমেরিকাবাসী বল্‌বে "এর নাম আত্মরক্ষা।" পাছে জাপানের ব্যবসায়ীরা আমেরিকা ছেয়ে ফেলে—এই ভয়ে শুধু জান্ বাঁচাবার জন্যেই আমেরিকাকে ওরকম কঠোর আইনের আশ্রয় নিতে হয়েছে। শুধু আমেরিকা কেন দুনিয়ার প্রায় সব দেশ থেকেই ঐ ধরণের আইন কানুনের কথা মাঝে মাঝে আমাদের কাণে ওঠে। আমরা শুনি কোন ভারতীয় ফেরীওয়ালা লণ্ডন সহরে মালপত্র ফেরী করে ব্যাঙ্কে অনেক টাকা জমিয়েছে; শুধু এই অপরাধে তাকে সহর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, যেমন গুণ্ডাদের সহর থেকে বিতাড়িত করা হয়।

এ সকল ব্যবস্থা অবশ্যই অত্যন্ত কঠোর! সম্ভব হলে এ সমস্ত আইন বর্জ্জন করাই উচিত। কিন্তু যদি একান্তই প্রয়োজন হয় তা হ'লে আত্মরক্ষার জন্য এইরূপ কঠোর আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা কিছুমাত্র অন্যায় নয় এই আমার অভিমত। বিতাড়িতের পক্ষ নিয়ে বিশ্বপ্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করা খুবই সহজ ব্যাপার। কিন্তু যে ক্ষতিটাকে সহ্য কর্ত্তে না পেরে বাধ্য হয়ে বিদেশীকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হয় সেই ক্ষতিটা সহ্য করা নিতান্ত সহজ কথা নয়।

আসল কথা বিচারকের আসনে বসে অনেক সময় আমরা প্রতিবাদী পক্ষের যে কিছু বক্তব্য থাক্‌তে পারে সে কথা ভুলে যাই। কিন্তু ওরকম একতরফা বিচার অবিচারেরই নামান্তর মাত্র। ভেবে দেখা উচিত যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে সত্য সত্যই তার কিছু অন্যায় আছে কিনা, কিম্বা কি কারণে সে অন্যায় কাণ্ড কর্ত্তে প্ররোচিত হয়েছে।

আত্মহত্যা কর্ব্বার অধিকার সকলেরই আছে। আত্মরক্ষা কর্ত্তে যদি কঠোরতা অবলম্বন করা অনিবার্য্য হয়ে ওঠে তা হলে নাচার। কিন্তু তাই বলে আত্মরক্ষা নীতির উপর দোষ দেওয়া চলে না।

এক সময় অবাধ বাণিজ্যাধিকারের সপক্ষে এবং রক্ষানীতির বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলা হ'ত। নানাবিধ যুক্তির অবতারণাও যে হ'ত না

তা নয়। কিন্তু সে সমস্ত যুক্তির কাঁস আজ ফেঁসে গেছে। কোন স্বাধীন দেশই আজ তরুণ দেশীয় শিল্পকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য বিদেশী পণ্যের উপর উচ্চহারে রক্ষা শুল্ক বসাতে দ্বিধা বোধ করে না। এখানেও দেখ্‌তে পাই যে যে চরম যুক্তির বলে রক্ষাশুল্ক আদায় করা হচ্ছে সেটা হ'ল আত্মরক্ষার যুক্তি।

আমি বলতে চাই যে প্রাণের দায় বড় দায়। প্রাণের দায়ে দরকার হ'লে বিদেশীকে দেশ থেকে তাড়াতে হ'বে; বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন কর্ত্তে হবে আইনের জোরে এবং তা যদি একান্তই অসম্ভব হয় তবে আন্দোলনের বলে। মোট কথা এ সবের ভিতর আদৌ অন্যায় নেই এবং যদি কিছু সংকীর্ণতা থাকে তবে দেশের উন্নতির জন্য সে সংকীর্ণতা সর্ব্বথা বরণীয়।

কারো অধিকার সংকোচের প্রস্তাব মাত্রেই একটা কথা কিন্তু খুব বেশী ক'রে ভেবে দেখবার আছে। সেটা হচ্ছে এই যে প্রবল পক্ষের অপরের অধিকার সংকোচ কর্ব্বার সত্যিকার অধিকার কিছু আছে কিনা? আর সেই অধিকারের নিরিখ পাওয়া যাবে, আমার মনে হয়, দেশের প্রকৃত অধিবাসী কারা তাই দেখে।

অর্থাৎ ইংলণ্ড যদি দেখে ফ্রান্সের লোককে ইংলণ্ড অবাধ ব্যবসা চালাবার অধিকার দেওয়ার ফলে ইংলণ্ডের রুটি মারা যাবার যোগাড় হয়েছে, কিম্বা ফ্রান্সের লোককে ইংলণ্ডে জমী কিনতে দেওয়ায় ইংলণ্ডের অধিকাংশ জমীই তারা অধিকার ক'রে বসছে, তা হলে ইংলণ্ড আত্মরক্ষার্থে যদি আইন ক'রে ফ্রান্সের লোকের অবাধ বাণিজ্য বা জমী কেনার অধিকার খর্ব্ব—করে, তবে তাকে দোষ দেওয়া চলে না, কেন না ইংলণ্ডের স্থায়ী অধিবাসী হ'ল ইংরেজ। তাদের স্বার্থটাই সেখানে হ'ল প্রবল তম।

প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে বৃটিশ উপনিবেশ সমূহে ইংরাজেরা ভারতীয় দিগকে দাবিয়ে রাখবার জন্য সদাসৎ নানাবিধ উপায় অবলম্বন ক'রে থাকে। এ ক্ষেত্রে ভারতীয়দিগের অধিকার খর্ব্ব কর্ব্বার কোন যুক্তি সঙ্গত অধিকার ইংরাজদের না থাকায় এবং আমাদের নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগায় আমরা তাদের কার্য্যাবলীর তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ কর্ত্তে বাধ্য হই বটে; কিন্তু একটু ভেবে দেখ্‌লেই স্পষ্টই বুঝা যায় যে যা কিছু অন্যায় অত্যাচার তাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় তার অধিকাংশই তারা ক'রে থাকে প্রাণের ভয়ে এবং প্রাণের দায়ে।

আমি এমন কথা বলতে চাই নে যে আত্ম রক্ষার্থে যা কিছু করা যাবে তাই ধর্ম্ম হয়ে উঠবে; বিশেষতঃ ব্যক্তিগত জীবনে এ কথা আদৌ সত্য নয়। জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে যদি কোন তথাকথিত প্রচলিত ধর্ম্মনীতি লঙ্ঘন করা অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে তবে তা লঙ্ঘন করা খুব বেশী দোষ বহ নয়—এই হ'ল আমার অভিমত।

এই অভিমতের পরিপোষক অনেক মতবাদই আজ কাল গড়ে উঠছে। Nationalism বল, Provincialism বল, Communalism বল—এ সকলেরই মূলভিত্তি ঐ আত্মরক্ষা নীতির উপর। জাপান যেমন জাপানীদিগের জন্য, আমেরিকা যেমন আমেরিকানদিগের জন্য, চীন যেমন চীনবাসীদিগের জন্য—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশও তেমনি আজ বলতে সুরু করেছে বেহার বেহারীদের জন্য, উড়িষ্যা উড়িয়াদিগের জন্য, ব্রহ্মদেশ বার্ম্মিজদিগের জন্য ইত্যাদি।

কোনও প্রদেশবাসীর স্বার্থ পদদলিত করে ভিন্ন প্রদেশের লোককে কোন রূপ সুখ সুবিধা ভোগ কর্ত্তে দেওয়া হবে না—এই টাই হল

প্রাদেশিকতার মোটা কথা। কেউ কেউ বলেন "প্রাদেশিকতা জাতীয়তার বিরোধী"। প্রাদেশিকতা যদি উগ্ররূপ ধারণ করে তা হলে তা জাতীয়তার বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় বটে, কিন্তু সকল সময় প্রাদেশিকতায় দোষ নেই।

সার্ব্বজনীনতা বা বিশ্ব প্রেম কখন কখন মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। এই বাংলা দেশের কথাই ধরা যাক্। বাঙ্গালী জাতীয়তার অগ্রদূত—উদার বিশ্বপ্রেমে তার বুক ভরপুর। কিন্তু তার হালটা হয়েছে কি দেখ দেখি? সে তার নিজের দেশে ঠাঁই পায় না। ভারতের সমস্ত প্রদেশ থেকে দলে দলে লোক এসে বাংলার সহরপল্লী ছেয়ে ফেল্‌ছে; মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পাঞ্জাবী, দিল্লীওয়ালা, এই শীতের মরসুমে কাবুলীওয়ালা, গুজরাটি, মাদ্রাজি, বেহারী, উড়িয়া—এদের কেউ ব্যবসার ক্ষেত্র, কেউ চাকুরীর ক্ষেত্র অধিকার করায় বাঙ্গালীর অবস্থা আজ বড়ই শোচনীয়। একমাত্র প্রাদেশিকতাই—তাকে এই সঙ্কট কালে উদ্ধার কর্ত্তে পারে।

বাঙ্গালী এক সময়ে সবই ছিল। তার দোকান পসার ছিল, ব্যবসা বাণিজ্য ছিল, এক মুষ্টি অন্নের জন্য তাকে এমন করে হাহাকার কর্ত্তে হ'ত না। এ সবই বাঙ্গালী হারিয়েছে একে একে—প্রতিযোগীতায় সাফল্য লাভে অসমর্থ হয়ে। আমরা আজ বাঙ্গালীকে দোষ দেই, তাদের অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য বলি—(অবশ্য তাদের দোষ আছেও অনেক) কিন্তু এ কথা ঠিক যে নিজেদের জীবিকা অর্জ্জনের পথ গুলি সখ করে তারা অপরের হাতে তুলে দেয় নি। দস্তুর মত যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে ক্ষত বিক্ষত দেহে তাদের পিছু হট্‌তে হয়েছে।

হেরে যাবার প্রধান কারণ আমি মনে করি অসম প্রতিযোগীতা। বাঙ্গালীর দেহ অবাঙ্গালীর দেহের মত শক্ত নয়; বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা প্রণালী অবাঙ্গালীর জীবন যাত্রা প্রণালী হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের ও অপেক্ষাকৃত খরচ সাপেক্ষ হও যায় অবাঙ্গালীরা বাঙ্গালীর চেয়ে, ব্যবসা ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা পায়। এই অসম প্রতিযোগীতা থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় হ'ল - রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রতিযোগীদিগকে একে একে অপসারিত করা। যখন দেখছি এ ভিন্ন বাঁচবার আমাদের আর কোন উপায় নেই তখন আত্মরক্ষার্থে আপাততঃ কিছু দিনের জন্য আমাদিগকে বাধ্য হ'য়ে প্রাদেশিকতার উপাসনা কর্ত্তে হবে।

"বাংলা বাঙ্গালীদের জন্য"—এই কথাটাই হওয়া উচিত এখন আমাদের মূলমন্ত্র। যদি সম্ভব হয় তবে আইনের বলে বাংলায় অবাঙ্গালী ব্যবসাদারের পথ কিছুদিনের জন্য রুদ্ধ কর, আর আইন যদি এ বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য কর্ত্তে পরাঙ্মুখ হয় তবে আন্দোলনকে আইনের স্থান অধিকার কর্ত্তে হবে।

বাংলায় বাঙ্গালীর বাঁচা চাই—তার আত্মরক্ষা করা চাই, আগে। বাঁচতে হলেই ব্যবসাকে বাঁচাতে হয় এবং তার একমাত্র উপায় হল খাঁটী স্বদেশী হওয়া অর্থাৎ খাঁটি বাঙ্গালী হওয়া। এই ভাবের একটা হাওয়া বইয়ে দিতে হবে,—একটা আন্দোলনের বন্যা বইয়ে দিতে হবে আমাদের দেশে যদি আমরা বাঁচতে চাই। বাঙ্গালীকে প্রতিজ্ঞা কর্ত্তে হবে যে বাঙ্গালীর দোকান ছাড়া পারত পক্ষে অন্য কোথাও থেকে সে জিনিস কিন্‌বে না। বাঙ্গালীর ব্যাঙ্কে টাকা রাখ্‌বে, বাঙ্গালীর বীমা কোম্পানীতে বীমা কর্ব্বে, বাঙ্গালী কোম্পানীর এজেন্সী নেবে অর্থাৎ সর্ব্বরকমে বাঙ্গালী ব্যবসাদারকে সাহায্য কর্ব্বে এবং সহজে অবাঙ্গালী ব্যবসাদারের সংস্পর্শে আসবে না। বর্ত্তমান অবস্থায়, বাঙ্গালীর আত্মরক্ষার, আমার মনে হয় এই হ'ল একমাত্র পথ।

প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবসায়

দেশে কোন্ কোন্ জিনিসের ব্যবসায় গড়িয়া তোলা যাইতে পারে বা কোন্ কোন্ জিনিস তৈয়ারী করিলে, বাজারে তাহার খুব কাট্‌তি হইবার সম্ভাবনা। তাহা জানিতে হইলে প্রতি-বৎসর বিদেশ হইতে যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভারতবর্ষে আমদানী হইয়া থাকে তাহার তালিকার দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

আমরা শুধু কাপড়ের কথাটাই বড় করিয়া দেখি, অবশ্যকাপড় চোপড়ের জন্তই মোটা টাকা বিদেশে বাহির হইয়া যায় সন্দেহ নাই; কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে আরও ছোট খাট এমন অজস্র দ্রব্য বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী হইতেছে যাহাদের সম্মিলিত মূল্য বস্ত্রাদির মূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক। উহাদিগকে সামান্ত বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কিম্বা উহাদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় বা অল্পপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলিকে বয়কট করিবার চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা মাত্র। উল্টাপথে চলিয়া মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। ধরাপৃষ্ঠে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পিছনে না হটিয়া সম্মুখের দিকেই অগ্রসর হইতে হইবে। বিশেষতঃ ঐ সমস্ত জিনিস দেশে তৈয়ারী করিতে পারিলে শুধু যে দেশের টাকাই দেশে থাকিয়া যাইবে তাহা নহে, আজ যে চারিদিকেই ক্ষুধার্ত্তের হাহাকার ধ্বনি শোনা যাইতেছে তাহাও কিয়দংশে প্রশমিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

১৯২৭-২৮ সালে কেবলমাত্র কয়টী বন্দর দিয়া যে সমস্ত বিদেশী মাল ভারতে আমদানী হইয়াছে তাহার তালিকা দেখিলে মনে হয় তামাক, কাগজ, পেষ্টবোর্ড, সাবান, পেণ্ট, জুতা, দিয়াশালাই, চীনামাটীর বাসন, প্রসাধন সামগ্রী ও চামড়ার ব্যবসায় সম্বন্ধে আমাদের অনেক কিছুই করিবার আছে ঐ কয়টীর নাম করিয়াছি বলিয়া কেহ যেন না মনে করিয়া বসেন যে ঐ কয়টী ব্যতীত দেশের মধ্যে ব্যবসায়ের সামগ্রী আর কিছুই নাই।

বস্তুতঃ অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ শিল্পবাণিজ্যে শিশুমাত্র। এদেশের আনাচে কানাচে এমন লক্ষ লক্ষ জিনিস পড়িয়া রহিয়াছে যাহাকে অবলম্বন করিয়া জগৎজোড়া বিরাটকায় ব্যবসায় গড়িয়া তোলা যায়। কিন্তু তাহাতে প্রচুর অর্থ ও বিপুল অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। কালে হয়ত এমন দিন আসিবে যখন শিল্পে বাণিজ্যে ভারতবর্ষই পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিবে। কিন্তু সে দিন এখনও বহুদূরে। আমি তাই শুধু এমন কতকগুলি জিনিসের নামোল্লেখ করিতেছি যাহার চাহিদা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে অথচ যেগুলি অল্পায়াসেই এদেশে প্রস্তুত করা সম্ভব। এখানে অবশ্য সমস্ত ব্যবসা সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে না। তাই আজ কেবল-মাত্র প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবসায়ের কথাই বলিব।

প্রসাধন সামগ্রী।

কালের গতিকে প্রসাধন সামগ্রীর চাহিদা দিন দিন হুহু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। দেশের মঙ্গলকামী যাঁহারা তাঁহারা ইহাতে চকিত হইয়া উঠিয়াছেন হায়! দেশ বুঝি রসাতলে যাইতে বসিল। কিন্তু ইহা তাঁহাদের অরণ্যে রোদন মাত্র। যুগধর্ম্মকে উপেক্ষা করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। আজকাল একবেলা অনাহারে থাকিলে বরং দিন চলিয়া যায়, কিন্তু সাবান, এসেন্স, গন্ধতেল, পাউডার টুথপেষ্ট, টুথ ব্রাস প্রভৃতির অভাব হইলে এক মুহূর্ত্তও চলিতে পারে না। ফলে বিদেশী প্রসাধন সামগ্রীতে বাজার ছাইয়া যাইতেছে।

বিলাসিতার বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতেছে অনেক দিন হইতে। ১৯২১ সালে অ-সহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাতে উক্ত আন্দোলন খুবই প্রবলভাব ধারণ ক'রে কিন্তু তাহ তে উহার ব্যবহার আদৌ কমিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯১৩-১৪ সালে করাচী বন্দর দিয়া ১২৬০২৩৲ টাকা মূল্যের বিদেশী প্রসাধন সামগ্রী ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছিল। ১৯২৪—২৫ সালে ৪৩৭৬১৬৲ টাকার সামগ্রী আমদানী হয়' তাহার পর প্রতিবৎসরই উহার মাত্রা উত্তোরত্তর বাড়িয়া যাইতেছে।

১৯২৫-২৬ এবং ১৯২৬ ২৭ সালে আমদানীর পরিমাণ যথাক্রমে ৪৫৩১০২৲ এবং ৪৯৮৬৮৮৲ হয়; কিন্তু ১৯২৭-২৮ সালে ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৩২৲ টাকার বিদেশী প্রসাধন সামগ্রী এদেশে আমদানী হইয়াছে।

ইহা শুধু করাচী বন্দরের কথা। অন্যান্য বন্দর অর্থাৎ মান্দ্রাজ কলিকাতা প্রভৃতি বন্দরেও ঐ পরিমাণ বা উহা অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে মাল আমদানী হয় সন্দেহ নাই। কাজেই দেখা যাইতেছে, কেবল মাত্র প্রসাধন সামগ্রী বাবদ ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর অন্ততঃ ১৬'১৭ লক্ষ টাকা বিদেশে বাহির হইয়া যায়।

দেশের লোককে সকল প্রকার বিলাসিতা পরিত্যাগ করতঃ ত্যাগী বা সন্ন্যাসী হইতে বলিয়া লাভ নাই। কোন দেশে কোন কালেই অধিকাংশ লোক সর্ব্বপ্রকার বিলাস ব্যসন বর্জ্জন করতঃ মহাত্মার ন্যায় সাধু জীবন যাপন করিতে পারে না। সৌন্দর্য্য-স্পৃহা চিরকাল ধরিয়াই মানুষের মনে বাসা বাঁধিয়া আছে। সকলেই চাহে—আমি সুন্দর দেখাইব, সকলেই আমার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া যাইবে। যাহারা সভ্য হইয়াছে তাহাদের ত এই স্পৃহা আছেই—যাহারা অসভ্য বা বন্যজাতি তাহাদের মধ্যেও এই সৌন্দর্য্য স্পৃহার অভাব দেখিতে পাই না।

আজ আমরা হেজলিন বা পাউডারের প্রচলন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছি; রুজের ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি,—কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার যে কি থাকিতে পারে তাহা ত আমি ভাবিয়া পাই না।

প্রসাধন সামগ্রীর প্রয়োজন আজ নূতন নহে; এই সন্ন্যাসের দেশ ভারতবর্ষেও চিরকালই উহার বহুল প্রচলন আছে ও ছিল। আমাদের ঠাকুমা, দিদিমা সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য কাঁচা হলুদ, দুধের সর কিম্বা কমলালেবুর খোসা বাটিয়া মুখে ঘসিতেন চন্দনের ফোঁটা কাটিতেন, গালে, ঠোঁটে, পায়ে আলতার রঙ, লাগাইতেন; আজ না হয় আমাদের ভগিনী বা কন্যা উহার পরিবর্ত্তে পাউডার মাখিতে

ছেন, রুজ লাগাইতেছেন কিম্বা হেজলিন,স্নো প্রভৃতি মাখিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। সে কাল এবং একালে প্রভেদ যেটুকু সেটুকু অন্তরে নয় বাহিরে। জগতের সহিত সমান তালে চলিতে গেলে বাহিরের এ পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যকীয় অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে শঙ্কিত হইবার কোনই কারণ নাই।

বস্তুত: প্রসাধন সামগ্রীর যে চাহিদা বাড়িতেছে তাহাতে লজ্জা নাই, কিন্তু লজ্জার কথা এই যে ঐ সমস্ত সামান্য জিনিষও আমরা নিজেরা তৈয়ারি করিতে পারি না। প্রসাধন সামগ্রী কি?

ইহা - রুজ, পাউডার, স্নো, পমেটম প্রভৃতি গালে ও ঠোঁটে লাগাইবার নানাবিধ রঙ্ মাত্র। এই সমস্ত তৈয়ারী করা খুব কঠিন ব্যাপার নহে। এদেশের ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়ণ শাস্ত্রে এম, এ পাশ করিয়া শেষে হয়ত ওকালতি বা ব্যারিষ্টারীতে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। স্বীকার করি কোন কোন সময় অবস্থা বিপর্য্যয়ে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধীত বিদ্যা কাজে লাগাইবার ইচ্ছার অভাবেই অনর্থক বা ব্যর্থ হইয়া যায়।

যাঁহাদের ব্যবহারিক রসায়ণে বুৎপত্তি আছে তাঁহারা চেষ্টা করিলে যে কেন টুথ পেষ্ট, পাউডার, ক্রীম বা ঐ ধরণের ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিবেন না তাহা আমি বুঝিতে পারি না। বাজার ত বিদেশী দ্রব্যে ছাইয়া ফেলিয়াছে; সেইগুলি লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও কি বুঝিতে পারা যায় না কোন্ কোন্ সামগ্রীর সংমিশ্রণে উহারা প্রস্তুত হয়?

দ্বিতীয়—আর এক উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। সচরাচর যে সব ফরমূলা পুস্তকাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় সেইগুলি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলে কোনটা না কোনটাতে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাইবে। অনেকের ধারণা এই সমস্ত ফরমূলা নিতান্তই বাজে এবং অকেজো। কিন্তু ঐ ধরণের ধারণা পোষণ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাই না। কোন কোনটা ভ্রম প্রমাদপূর্ণ—হয়ত কোন কোনটা ল্যাবরেটারীতে প্রস্তুত করা গেলেও commercial basisএ তৈয়ারী করা চলে না,কেননা তাহাতে একে আর খরচা পড়িয়া যায়; কিন্তু তাই বলিয়া সব কয়টাকেই ভ্রান্ত বলিব কেন? প্রচলিত ফরমূলা হইতে উপাদান গুলির যে সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নিজে গবেষণা ও পরীক্ষার দ্বারা তাহাদের অনুপাত ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

যাহাহউক সুখের বিষয় এই যে দেশে আজকাল নানাবিধ প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে। ফুলেল তৈল, তরল আলতা, স্নো, ক্রীম প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য একাধিক কোম্পানী গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আরও অনেক কোম্পানী গড়িয়া তুলিতে হইবে। যতদিন না বিদেশী প্রসাধন সামগ্রীর আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায় ততদিন পর্য্যন্ত দ্রব্যের কাটতির জন্য ভাবিতে হইবে না।

কাহারো কাহারো ধারণা এই যে বিদেশ হইতে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানী হয় সে সমস্তই এদেশজাত দ্রব্য অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। এ ধারণা যেমন ভ্রমপূর্ণ তেমনই মারাত্মক। বিদেশী দ্রব্য মাত্রেই স্বদেশী দ্রব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নহে। তবে তাহাদের বাহিরের চাকচিক্য খুবই চিত্তাকর্ষক বটে।

শিশি, কৌটা, লেবেল প্রভৃতির দিকে বৈদেশিকেরা খুব বেশী দৃষ্টি রাখে। আমাদিগকে এ বিষয়ে তাহাদিগের অনুকরণ করিতে হইবে। অন্যান্য জিনিসের বেলা যাহাই হউক না কেন অন্ততঃ প্রসাধন সামগ্রীর আধারগুলি সুশ্রী ও চিত্তাকর্ষক হওয়া আবশ্যক। এদেশে যদি প্রয়োজনানুরূপ কৌটা, শিশি, বোতল প্রভৃতি পাওয়া যায় ভালই, নইলে জার্ম্মানী, আমেরিকা বা জাপান হইতে ঐ সমস্ত দ্রব্য আনাইতে হইবে। খাঁটি স্বদেশীয়ানা করিতে গেলে লোকসান বৈ লাভের সম্ভাবনা অল্প।

যাহা হউক এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা না করিয়া আমরা নিম্নে কয়েকটী ফরমুলা প্রদান করিব। ঐ সমস্ত ফরমুলা সাহায্যে যদি কোন ব্যক্তি একটী জিনিষও তৈয়ারী করিতে পারেন তাহা হইলে শুধু সেই ব্যবসা করিয়াই প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন।

Beauty Cream (বিউটি ক্রীম)

গরম নরম জল (soft water)	২ কোয়ার্টার
ট্রাগাসন্থ গঁদ চূর্ণ	½ আউন্স
টিঞ্চার বেঞ্জাইন	১ "

গঁদচূর্ণ জলে গুলিয়া দুই তিন ঘণ্টা রাখিয়া দাও। উত্তমরূপে মিশাইবার জন্য মাঝে মাঝে নাড়িয়া দিতে হইবে। পরে টিঞ্চার বেঞ্জইন ঢালিয়া দাও এবং ঐ মিশ্রিত পদার্থ একটী বোতলে পুরিয়া কর্ক আঁটিয়া দিয়া বারংবার ঝাকানি দাও। কিছুক্ষণের মধ্যে বোতলের জল দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত বর্ণ ধারণ করিবে। উহাই বিউটী ক্রীম্।

প্রস্তুত প্রণালী খুব সহজ এবং উপাদান গুলি খুব সহজ লভ্য বলিয়া কেহ যেন উহাকে উপেক্ষা না করেন। উক্ত ক্রীম তৈয়ারী করিতে খরচ খুব অল্প হইলেও বাজার প্রচলিত বহুতর নামজাদা ক্রীম অপেক্ষা উহা সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ হইবে। বলা বাহুল্য উহা একটী তরল পদার্থ। দিনে দুই তিনবার হাতে বা মুখে পেণ্ট করিতে হয়। ইহার ব্যবহারে চামড়া খুব নরম থাকে এবং উজ্জ্বল ও শুভ্রবর্ণ ধারণ করে।

আমরা যে বিউটী ক্রীমের উল্লেখ করিলাম উহা ঐ ধরণের প্রায় যাবতীয় আমেরিকান ক্রীমের base বা উপাদান রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ ক্রীমের সহিত একটু গোলাপী রঙ্ মিশাইয়া দুই চারি ফোঁটা গোলাপের এসেন্স ফেলিয়া দিলে উহা গোলাপী ক্রীম্ হইয়া গেল।

এইখানে একটী কথা বলিয়া রাখিতে চাই; রঙ্ মিশাইবার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। থিয়েটার প্রভৃতিতে প্রায়ই খনিজ রঙ্ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উহা শরীরের পক্ষে অনিষ্টজনক; vegetable colours ব্যবহার করিলে ভাল হয়; গোলাপী রঙের জন্য আমরা carthamite ব্যবহার করিতে বলি। এইরূপ উপায়ে ল্যাভেণ্ডার বা অন্য কোন ক্রীম্ তৈয়ারি করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। নাম নির্ব্বাচন সম্পূর্ণরূপেই নিজের আয়ত্বের মধ্যে। তবে যা তা নাম না দিয়া বেশ একটু কবিত্বসূচক নাম দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কেননা—সৌখীন লোকেই ঐ সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করে নিতান্ত খটমট নাম হইলে তাহাদের পছন্দ হইবে না!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিশির আকৃতি ও লেবেলের সৌকুমার্য্যের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদি গোলাপী ক্রীম তৈয়ারী করিতে হয় তাহা হইলে লেবেলের উপর সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপগুচ্ছ কিম্বা কোন সুন্দরী বাগান হইতে

গোলাপফুল চয়ন করিতেছে ইত্যাকার ছবি আঁকিয়া দিলে মন্দ হয় না।

পমেড (Pomade)

½ পাউণ্ড চর্ব্বি (unsalted lard) উত্তমরূপে মর্দ্দিত করিয়া উহার সহিত অল্প ক্যাষ্টর অয়েল মিশাও। ছুরি দিয়া ভাল করিয়া মিশ্রিত কর; উহাতে কয়েক ফোঁটা যে কোন প্রকারের সুগন্ধি তৈল নিক্ষেপ করিলেই পমেড তৈয়ারী হইয়া গেল। উহা সুন্দর সুদৃশ্য কৌটা বা শিশিতে ছিপি আটিয়া দাও।

Prepared lard	...	২ আউন্স
White wax	...	২ ড্রাম
Balsam of tolu	...	৪ „
Oil of rosemary	...	২০ ফোঁটা
Tincture of Cantharides		২ ড্রাম

চর্ব্বি ও মোম ধীরে ধীরে গলাইয়া তাহার সহিত বাকী উপাদানগুলি মিশাইতে হইবে। মিশ্রণের পূর্ব্বে Balsam of Tolu ½ আউন্স Rectified Spiritএ অন্ততঃ ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে গলাইয়া লওয়া উচিত।

পমেটম (Pomatum)

Oilive oil	...	৮ আউন্স
Sparmaceti	...	১ আউন্স

উক্ত দুই পদার্থ একত্রে মিশাইয়া তাহাতে কয়েক ফোঁটা Essence of almonds এবং Essence of Lemon নিক্ষেপ কর।

ভায়লেট পাউডার (Violet Powder)

উৎকৃষ্ট—ষ্টার্চ্চ চূর্ণ (white Starch)	—	৬ ভাগ
Orris root চূর্ণ	—	১ ভাগ

উক্ত দুই পদার্থ মিশাইয়া তাহাতে কয়েক ফোঁটা Essence of violet নিক্ষেপ করিতে হইবে।

নিত্য ব্যবহার্য্য ধোবী ও বার সাবান প্রস্তুত প্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তাপ দান হেতু বাষ্পাকারে জলনাশ।

তাপ দেওয়ার জন্য কড়ামধ্যস্থ পদার্থের জলীয় অংশ বাষ্পাকারে দূরীভূত হয়। অল্প পরিমাণ দ্রব্যাদি লইয়া সাবান প্রস্তুতে প্রবৃত্ত হইলে সাধারণতঃ বাষ্পাকারে অত্যধিক জলনাশ হইয়া থাকে; এবং ফলে কড়া মধ্যস্থ পদার্থ অসময়ে অতিশয় গাঢ় হইয়া উঠে।

এইরূপ ঘটনার সম্ভাবনা বুঝিলে মধ্যে মধ্যে জল সংযোগ করিয়া কড়ামধ্যস্থ পদার্থ যথেষ্ট তরল অবস্থায় রাখিতে হয়। অধিক পরিমাণে তৈলাদি লইয়া কার্য্য করিলে এইরূপ প্রায়ই ঘটে না; ঘটিলে জলের সহিত অতি অল্প মাত্রায় কষ্টিক সোডা

মিশাইয়া ঐ জল কড়ায় যোগ করিতে হয়। যথোপোযুক্ত ভাবে কার্য্য হইলে কড়ামধ্যস্থ পদার্থ ক্রমে স্বচ্ছ ও গাঢ় হইতে থাকে।

কখন কখনও অত্যধিক জলনাশের ফলে কড়ামধ্যে কষ্টিক সোডার ভাগ বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে, ও ফলে উৎপন্ন সাবান দানা বাঁধিয়া যায়। কড়ায় যথেষ্ট পরিমাণে জল থাকিলে এইরূপ ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না। সাবান দানা বাঁধিতেছে দেখিলেই জলসংযোগে উহাকে তরল করিতে হইবে। জলের অল্পতা, তাপাধিক্য, প্রভৃতি কারণে কড়ামধ্যে প্রভূত ফেনা জন্মিয়া কার্য্যের বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করে। এই সকল স্থলেও জলসংযোগ করিলে সুফল পাওয়া যায়, এবং তাপের হ্রাস ঘটাইলেও ফেনা অদৃশ্য হয়। সাবান প্রস্তুত কার্য্যে পাক সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে কয়েকটী পরীক্ষা করিতে হয়। নিম্নে পরীক্ষা প্রণালীগুলি বর্ণিত হইল।

সাবান প্রস্তুত কালে বিভিন্ন পরীক্ষা।

নির্ণেয় বিষয়।

সাবান প্রস্তুত ব্যাপারে সাধারণতঃ তিনটি বিষয় পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করিতে হয়, যথাঃ—

(ক) পাকের প্রারম্ভে।

কড়ামধ্যস্থ তৈলাদির সহিত কষ্টিক সোডার রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিতেছে কি না, ও তৎফলে সাবান উৎপাদন কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে কি না।

(খ) পাকের প্রারম্ভে ও মধ্য ভাগে।

কড়ামধ্যে কষ্টিক সোডার আধিক্য ঘটিয়াছে কি না।

(গ) পাকের শেষ ভাগে।

কড়ামধ্যস্থ তৈলাদি নিঃশেষে সাবানে রূপান্তরিত হইয়াছে কি না।

পাকের প্রথম ভাগে পরীক্ষা।

তিন প্রকার পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ কড়ামধ্যস্থ দ্রব্যের বর্ণ পর্য্যবেক্ষণ করা। তৈল ও লাইয়ের মিশ্রণে যে ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণের সৃষ্টি হয়, সাবানের উৎপত্তি আরম্ভ হইলে ঐ বর্ণ গাঢ় হইতে থাকে, ও ক্রমে উহা তাম্রবর্ণে পরিণত হয় এইরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তন দ্বারা সাবানের উৎপত্তি নিঃসংশয়ে নির্ণয় করিতে না পারিলে কড়ামধ্যস্থ দ্রব্যের গাঢ়তা পরীক্ষা করিতে হয়।

একখানি কর্ণিক কড়া মধ্যস্থ তরল দ্রব্য মধ্যে ডুবাইয়া পুনরায় উঠাইয়া লইলে উহা হইতে যে তরল পদার্থ গড়াইয়া পড়ে তাহার গাঢ়তা লক্ষ্য করিতে হয় সাবানের উৎপত্তি আরম্ভ হইলে কড়ামধ্যস্থ পদার্থ অধিকতর গাঢ় হয়। ক্রমাগত তাপ দেওয়া হেতু কড়া হইতে বাষ্পাকারে যে জলক্ষয় হইতে থাকে তজ্জন্যও কড়ামধ্যস্থ পদার্থ গাঢ় হইয়া উঠে। কিন্তু এই প্রকার জলক্ষয়ে যতটা গাঢ় হওয়া সম্ভব ও উচিত তদপেক্ষা অধিক গাঢ় হইয়াছে দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে সাবানের উৎপত্তির জন্যই ঐরূপ হইয়াছে।

বাষ্পাকারে যে জলক্ষয় হয় বৃহদায়তনে সাবান প্রস্তুত কালে তাহা প্রায় লক্ষ্যই হয় না। ক্ষুদ্র কড়ায় কাজ করিলেই প্রভূত জলক্ষয় হয়, ও তজ্জন্য কড়ামধ্যস্থ পদার্থ কিছু গাঢ় উঠে।

পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ পরীক্ষা দ্বারাও সাবানের উৎপত্তি অভ্রান্তরূপে না জানিতে পারিলে জিহ্বা দ্বারা কড়ামধ্যস্থ পদার্থের আস্বাদ লইতে হয়। কষ্টিক সোডা আমাদের দেহেচর্ম্মে লাগিলে জ্বালা করে। কিন্তু যদি প্রভূত পরিমাণ জলের সহিত অল্প মাত্র কষ্টিক সোডা মিশ্রিত থাকে তাহাহইলে

উহার তীক্ষ্ণতা থাকে না এবং উহাতে দেহ জ্বালা করে না। কিন্তু দেহের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা জিহ্বার আবরণ চর্ম্ম অধিকতর কোমল। সে কারণ অতিমাত্র তরল কষ্টিক লাই স্পর্শ মাত্র জিহ্বা জ্বালা করিতে থাকে। আবার মুখনিঃসৃত লালার এমন গুণ যে উহা দ্বারা জিহ্বার প্রদাহ অচিরেই আরাম হইয়া যায়। কর্ণিক দ্বারা কড়ামধ্যস্থ পদার্থ অল্প পরিমানে উঠাইয়া শীতল হইতে দিতে হয়, ও পরে অঙ্গুলি দ্বারা ঐ শীতল পদার্থ ভালরূপে জিহ্বায় স্পর্শ করিয়া দেখিতে হয় জ্বালা করে কি না।

অত্যন্ত জ্বালা করিলে বুঝিতে হইবে যে কড়ামধ্যস্থ পদার্থে প্রভূত পরিমাণে কষ্টিক সোডা আছে; অল্প জ্বালা করিলে বুঝা যাইবে যে কড়ামধ্যে কষ্টিক সোডা অল্প মাত্রায় আছে; এবং যদি একেবারেই জ্বালা না করে তাহা হইলে জানা যাইবে যে কড়ামধ্যস্থ পদার্থে আর অব্যবহৃত কষ্টিক সোডা নাই। পাককার্য্য আরম্ভ করিবার সময় কড়ামধ্যস্থ পদার্থ জিহ্বায় দিলে যত জ্বালা করে, কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় কড়া হইতে তরল পদার্থ উঠাইয়া, শীতল করিয়া, জিহ্বায় দিলে যদি পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প জ্বালা করে, অথবা একেবারেই জ্বালা না করে, তবেই বুঝিতে হইবে যে কড়া মধ্যস্থপদার্থে যে কষ্টিক সোডা যোগ করা হইয়াছিল তাহা যথাক্রমে কিয়ৎ পরিমাণে, বা সম্পূর্ণরূপে, ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, এবং ফলে সাবান উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব সাবান উৎপাদক ক্রিয়া যে আরম্ভ হইয়াছে তাহা বুঝা গেল।

পাকের মধ্য ভাগে পরীক্ষা।

ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পাকের মধ্য ভাগে কড়ামধ্যস্থ পদার্থে লাই যোগ করিবার কালে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় যে পূর্ব্বে যে লাই যোগ করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে ক্ষয়িত হইয়াছে কি না। এই পরীক্ষা কেবল মাত্র পূর্ব্বোক্তরূপে জিহ্বা দ্বারা হইতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। লাই যোগ করিবার কিছু পরেই, অর্থাৎ ঐ লাই কড়ামধ্যস্থ সমুদয় পদার্থের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইতে যে সময়টুকু লাগে অনুমানমত সেই সময়ের পরেই, জিহ্বা দ্বারা কড়ামধ্যস্থ পদার্থ পরীক্ষা করিতে হয় ও উহাতে কষ্টিক সোডার তীব্রতা লক্ষ্য করিতে হয়।

অতঃপর কড়ামধ্যে তৈলাদির সহিত কষ্টিক সোডার রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হইবার মত অবসর দিয়া পুনরায় জিহ্বা দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। এই শেষোক্ত পরীক্ষায় যদি জানিতে পারা যায় যে কড়ামধ্যে কষ্টিক সোডার তীব্রতার যথেষ্ট হ্রাস হইয়াছে তবেই পুনরায় লাই যোগ করিতে পারা যাইবে। যদি তীব্রতার হ্রাস মোটেই বুঝিতে না পারা যায়, অথবা অতি অল্প মাত্রায় হ্রাস লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তখন লাই যোগ করা চলিবে না। রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্য আরও কিছুকাল অবসর দিয়া পুনরায় পরীক্ষা করিতে হইবে, এবং লাইয়ের তীব্রতা যথেষ্ট মন্দীভূত হইয়াছে বুঝিলে তবে লাই যোগ করিতে হইবে।

এইরূপে প্রতিবার লাই যোগ করিবার পূর্ব্বে এবং পরে জিহ্বা দ্বারা কড়া মধ্যস্থ পদার্থ পরীক্ষা করিতে হইবে। পূর্ব্ব প্রদত্ত লাই যথেষ্ট ক্ষয়িত হইবার পূর্ব্বে পুনরায় লাই যোগ করিলে কড়ামধ্যে কষ্টিক সোডার আধিক্য ঘটিয়া যায়, এবং তজ্জন্য কার্য্যের বিষম বিঘ্ন হয়। শিক্ষার্থীর পক্ষে বহুবার এইরূপ পরীক্ষা করা আবশ্যক। পরে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মিলে উহাপেক্ষা

অন্নবার পরীক্ষা দ্বারা সাবানের অবস্থা সম্যক পরিজ্ঞাত হইতে পারা যাইবে।

পাকের শেষ ভাগে পরীক্ষা।

পাকের শেষ ভাগে দেখিতে হইবে যে সমস্তটুকু তৈল বা চর্ব্বি নিঃশেষে সাবানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কি না; এবং সেই সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে যে সাবান মধ্যে কষ্টিক সোডার বিশেষ আধিক্য থাকিয়া যায় নাই। উত্তমভাবে পাক কার্য্য সম্পন্ন হইলে তৈলাদি বা কষ্টিক সোডা এতদুভয়ের কোনটাই অবশিষ্ট থাকিবে না। কিন্তু শেষে যতক্ষণ না কষ্টিক সোডার ঈষৎ আধিক্য লক্ষিত হয় ততক্ষণ নিঃসংশয়ে জানা যায় না যে সমস্ত তৈলটুকুই সাবান হইয়াছে। পাক শেষে বরং কষ্টিক সোডার ঈষৎ আধিক্য থাকা ভাল, কিন্তু অরূপান্তরিত তৈলাদি থাকা ভাল নহে। কষ্টিক সোডার ঈষৎ আধিক্য সংশোধন করিবার উপায় আছে ও তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

পাকের পরিসমাপ্তি নির্ণয় করিবার জন্ত পূর্ব্বোক্ত রূপ জিহ্বা দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরও দুই প্রকার পরীক্ষা আছে, সেগুলিও যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে। পাক সমাপ্তির পূর্ব্বে কিছু তরল সাবান কর্ণিক দ্বারা উঠাইয়া পুনরায় উহা হইতে গড়াইয়া পড়িতে দিতে হয়। এই ভাবে পড়িবার সময় সাবান তিন প্রকারে পড়িতে পারে।

প্রথমতঃ অস্বচ্ছ সুতার স্তায় পড়িতে পারে,—ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে সাবান মধ্যে এখনও অপরিবর্ত্তিত তৈল আছে।

দ্বিতীয়তঃ স্বচ্ছ রজ্জুর স্থায় পড়িতে পারে,—ইহা দ্বারা জানা যায় যে সাবান সঠিক ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ স্বচ্ছ রজ্জুর স্তায় পড়ে, কিন্তু ঐ রজ্জু, এবং কর্ণিকের উপরিভাগে সাবানের যে আবরণ পড়ে, তাহাও অবিলম্বে ছিন্ন হইয়া যায় এবং অচিরেই শ্বেতবর্ণযুক্ত হইয়া পড়ে;—ইহা দ্বারা কষ্টিক সোডার আধিক্য সূচিত হয়।

অপর পরীক্ষায় কর্ণিক দ্বারা কড়ামধ্যস্থ পদার্থ উঠাইয়া একখণ্ড কাচ বা ভালভাবে সিমেন্ট মেঝিয়া বা অপর কোন মসৃণ শীতল স্থানে উহার একটী ফোঁটা ফেলিতে হয়, এবং শীতল হইবার কালে ঐ ফোঁটাটীর কি প্রকার রূপান্তর ঘটে তাহা লক্ষ্য করিতে হয়। যদি দেখা যায় যে ধীরে ধীরে ফোঁটাটীর সমগ্রভাগ একইরূপে জমিয়া অস্বচ্ছ হইয়া গেল. কোন অংশ কোন ভিন্ন আকারে বা বর্ণে জমিল না, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে উৎপন্ন সাবান মধ্যে অপরিবর্ত্তিত তৈল বা চর্ব্বি রহিয়াছে। আর যদি এমন দেখা যায় যে শীতল হইবার কালে ঐ ফোঁটাটীর সর্ব্ব বাহিরের অংশ জমিয়া প্রথম একটী শ্বেতবর্ণের চক্র রচিত হয়, কিন্তু ফোঁটার অভ্যন্তর ভাগ তখনও তরল ও স্বচ্ছ থাকে, এবং ঐ চক্র ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ফোঁটাটীর কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রসর হয়, এবং ঐ কেন্দ্রাংশ সর্ব্বশেষে জমিয়া শ্বেত বর্ণ হয়, কিন্তু জমিবার অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ অংশ স্বচ্ছ থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সাবান সঠিক ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে, তৈলাদি বা কষ্টিক সোডা কোনটীরই আধিক্য নাই।

তৃতীয়তঃ ফোঁটা ফেলিবামাত্র যদি চক্র রচিত হয় কিন্তু ফোঁটাটী অনিয়মিত ভাবে সত্বর জমিয়া যায়, এবং কোন কোন সময়ে উহা হইতে জলবৎ পদার্থ নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে কড়ামধ্যে কষ্টিক সোডার আধিক্য ঘটিয়াছে। কিন্তু কষ্টিক সোডার ঈষৎ ন্যূনাধিক্য উপরোক্ত "রজ্জু" বা "চক্র" পরীক্ষা দ্বারা সঠিক ভাবে বুঝিতে পারা

যায় না, এবং সে কারণ জিহ্বা দ্বারা পরীক্ষাই প্রশস্ত।

রস হইতে সাবান পৃথক্ করা ও সাবান জমান।

পৃথক্ করার মূল নীতি।

যথোচিতভাবে পাক কার্য্য সমাপ্ত হইলে কড়ামধ্যে তরল সাবান ও গ্লিসারীণ এবং সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ অব্যবহৃত কষ্টিক সোডা থাকে। এক্ষণে ঐ গ্লিসারীণ ও কষ্টিক সোডা হইতে সাবান পৃথক করিয়া লইতে হইবে। এতদর্থে কড়ামধ্যস্থ তরল পদার্থে এমন কোন দ্রব্য যোগ করিতে হইবে যাহার ফলে সাবান আর তরল অবস্থায় কড়াস্থিত অপর সকল দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত থাকিতে পারিবে না, পরন্তু পৃথক হইয়া লঘুতাপ্রযুক্ত উপরি ভাগে ভাসিয়া উঠিবে।

লবণ জলের সহিত সাবান মিশ্রিত থাকিতে পারে না। অতএব কড়ামধ্যে লবণ বা লবণ জল যোগ করিলে সাবান পৃথক হইয়া যায়। এই লবণ বা লবণ জল যথেষ্ট পরিমাণে যোগ করা চাই; কিন্তু সকল প্রকার সাবানের জন্ত যে একই মাত্রায় লবণ ব্যবহার করা চলে তাহা নহে। কোন কোন তৈল বা চর্ব্বির সাবান পৃথক করিতে হইলে অধিক মাত্রায় লবণের প্রয়োজন হয়, আবার অপর কোন তৈল বা চর্ব্বির সাবান অল্প লবণ যোগেই পৃথক হইয়া পড়ে। লবণের পরিবর্ত্তে গাঢ় কষ্টিক লাই দ্বারাও সাবান পৃথক করা হইয়া থাকে, কারণ গাঢ় লাই-য়ের সহিত সাবান মিশ্রিত থাকিতে পারে না।

বারসোপ জাতীয় সাবান পৃথক করা।

বারসোপ জাতীয় সাবান প্রস্তুত করা উদ্দেশ্য হইলে লবণ দ্বারা সাবান পৃথক করার কার্য্য যেভাবে সম্পন্ন হয়, গোলা সাবান প্রস্তুত কালে সে ভাবে কার্য্য হয় না। প্রথমোক্ত প্রকরণে কড়ামধ্যস্থ পদার্থে লবণ বা লবণজল যোগ করিয়া অল্পকাল জাল দিলেই ফেণাকারে সাবান উপরে ভাসিয়া উঠে। আরও কিছুকাল জাল দিলে ভাসমান সাবান ছিন্নবিছিন্ন হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। এই অবস্থায় জাল শেষ করিতে হয়।

কয়েক ঘণ্টা এইভাবে রাখিলে সাবান উপরেই থাকিয়া যায় এবং গ্লিসারীণ ও অন্যান্য তরল পদার্থ ও ময়লা, মাটী ইত্যাদি নিম্নে থাকে। তখন কড়ার নিম্নদেশে জল নির্গমনের জন্ত যে নল রাখা হয় উহার মুখ খুলিয়া দিলে সাবানের নিম্নস্থিত তরল পদার্থ, অর্থাৎ "রস" বাহির হইয়া যায় এবং কড়ামধ্যে সাবান ব্যতীত অপর কিছু থাকে না।

কড়ার তলভাগে জল নির্গমের নিমিত্ত নল না থাকিলে একটী দীর্ঘ রবরের নলের সাহায্যে "সাইফন" প্রথায় ঐ নিম্নস্থ রস বাহির করিয়া দেওয়া হয়। সাইফন করিতে হইলে রবারের নলটী প্রথমে জলদ্বারা পূর্ণ করিতে হয়। পরে উহার একটী মুখ বন্ধ করিয়া অপর মুখটী কড়ামধ্যে ডুবাইয়া দিতে হয় যাহাতে উহা কড়ার সর্ব্বনিম্নদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছে। হস্তধৃত প্রান্তটী এক্ষণে কড়ার কিনারার উপর দিয়া বাহিরে নামাইয়া কড়ার নিম্নতম প্রদেশ অপেক্ষা নিম্নতর স্থান পর্য্যন্ত লম্বমান রাখিতে হইবে। এইস্থানে গৃহতলে একটী নালী বা নর্দ্দমা থাকিলে সুবিধা হয়। এখন বদ্ধ নলের মুখটী খুলিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে কড়াতলস্থ সমুদয় তরল পদার্থ নলপথে বাহিরে আসিয়া ঐ নালী বা নর্দ্দমায় পড়িবে। কারখানায় যদি রবারের নল রাখা সম্ভব না হ

তাহা হইলে কড়ায় উপরিভাগে ভাসমান সাবান লোহার ঝাঁঝরা বা সাঙ্গা দ্বারা ভিন্ন কড়ায় স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে।

সাবান জমান।

পূর্ব্ববর্ণিত তিনটী উপায়ের মধ্যে যে কোনটির দ্বারা রস হইতে সাবান পৃথক্ করা হইলে উহাতে পুনরায় অল্প পরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া ফুটাইতে হয়। সাবান পরিষ্কার, তাম্রবর্ণ, তরল আকার ধারণ করিলে মন্দ মন্দ জ্বাল দিয়া ঐ সাবান ধীরে ধীরে গাঢ় করিতে হয়। কোন বিশেষ বর্ণের সাবান করিতে হইলে এই সময়ে সাবানে ঐ বর্ণ মিশ্রিত করিতে হয়। যথেষ্ট গাঢ় হইয়াছে বুঝিলে জ্বাল দেওয়া বন্ধ করা হয় এবং কিছু পরে ঐ সাবান জমাট বাধাইবার জন্য কাঠের বা লোহার বাক্সে ঢালিতে হয়, এবং জমিয়া কঠিন হইবার জন্য যথেষ্ট অবসর দিতে হয়। কোন কোন স্থলে রাত্রি মধ্যেই সাবান জমিয়া কঠিন হয়, কখনও কখনও জমিতে আট দশ দিন সময়ও লাগিতে পারে। ঋতুভেদেও জমিবার সময়ের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যে বাক্স মধ্যে সাবান জমিতে দেওয়া হয় ঐ বাক্সকে "ফ্রেম" বলা হয়। ঐ বাক্স এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে ইচ্ছামাত্রই উহার চারিপার্শ্বের কাঠ, অথবা লোহার বাক্স হইলে চারিপার্শ্বের লোহার পাত অনায়াসে খুলিয়া লইতে পারা যায়। সাবান জমিয়া কঠিন হইয়াছে বুঝিলে বাক্সের চারিপার্শ্ব খুলিয়া ফেলিতে হয়। এইরূপে একখণ্ড বৃহৎ জমাট সাবান পাওয়া যায়। অতঃপর সূক্ষ্ম তারের দ্বারা এই বৃহৎ খণ্ডটীকে কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীর্ঘাকার টুকরা করা হয়। এই দীর্ঘাকার টুকরাকে "বার" বলে।

এই বারগুলি শুষ্ক করিবার জন্য কিছুকাল এমন স্থানে রাখা হয় যেখানে প্রচুর বায়ু চলাচল হইয়া থাকে। অতঃপর বারগুলি মার্কা করিয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে প্রেরণ করা হয়। "কেক" বা সাবানের ছোট খণ্ড প্রস্তুত করিতে হইলে ঐ বারগুলিকে কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত করিতে হয় এবং ঐ টুকরাগুলি বাতাসে কিছু শুষ্ক হইবার পর ছাপা কলে বা "ষ্ট্যাম্পিং মেশিনে" নানা আকার বা ছাপ দিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ পাঠান হয়। ফ্রেম হইতে সাবানের যে সর্ব্ব বৃহৎ খণ্ডটী পাওয়া যায় তাহা হইতে ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর খণ্ড কাটিবার জন্য দুই তিন প্রকার যন্ত্রের প্রচলন আছে। ষ্ট্যাম্পিং মেশিন ও ঐ সকল যন্ত্র কলিকাতার বিখ্যাত যন্ত্রব্যবসায়ী ও নির্ম্মাতৃগণ বিক্রয়ার্থ মজুত রাখেন বা বিদেশ হইতে আনাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।*

রস হইতে গোলা সাবান পৃথক্ করা।

গোলা সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে রস হইতে সাবান পৃথক করা কিছু অধিক সময় সাপেক্ষ; কড়াস্থ সাবান প্রভৃতি অতিশয় তরল অবস্থায় থাকিলে পৃথক্ করার জন্য অধিক পরিমাণে লবণের প্রয়োজন হয়। অপেক্ষাকৃত গাঢ় অবস্থায় থাকিলে অল্প পরিমাণ লবণ দ্বারাই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। লবণ বা লবণজল যোগ করিবার সময় একবারেই সকলটুকু যোগ করা উচিত নহে। অল্প অল্প পরিমাণে লবণ যোগ করিতে হইবে এবং প্রত্যেকবার যোগ করিবার পর উহার ক্রিয়া লক্ষ্য করিবার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তবে প্রয়োজন বোধ করিলে পুনরায় লবণ যোগ করা উচিত।

* ব্যবসা ও বাণিজ্য আপিসে লিখিলে সাবান প্রস্তুতের সকল যন্ত্র এবং মাল মসলা কিনিতে পাওয়া যায়।

লবণ যোগ করিবামাত্র কড়ামধ্যস্থ পদার্থ প্রভূত তরল হইয়া পড়িবে ; এবং আরও কিছু পরিমাণ লবণ যোগ করিলেই প্রচুর পরিমাণে ফেনা দৃষ্ট হইবে ও সেই সময়ে সাবান ভাসিয়া উপরে উঠিতে থাকিবে। যখন দেখা যাইবে যে উপরিভাগে ভাসমান সাবান দুগ্ধ হইতে ছানার ন্যায় পৃথক্ হইয়া যাইতেছে, তখন আর লবণ যোগ করা উচিত নয় ; বরং আন্দাজ মত এই অবস্থা সমাগত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই লবণ যোগ করা সমাপ্ত করিতে হইবে। কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত না হইলে ঐরূপে লবণ যোগ করা সম্ভব-পর হইবে না।

অতঃপর মন্দ মন্দ জ্বালে সাবান ফুটাইতে হইবে। জ্বাল অধিক হইলে অত্যধিক ফেনা হইয়া কড়াস্থ সাবান বাহিরে পড়িয়া যাইবে। এইরূপে মৃদু জ্বালে ধীরে ধীরে ফুটিতে ফুটিতে ঐ ভাসমান সাবান দানা বাঁধিতে থাকিবে। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ দানা প্রথমে অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকারের, অর্থাৎ প্রায় সুজীর মত ছোট ছোট হয়, পরে ফুটিতে ফুটিতে ঐ দানাগুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া ক্রমে মটরের ন্যায় বৃহৎ হইতে থাকে। অবশেষে যখন দেখা যাইবে যে দানাগুলি সম্পূর্ণরূপে ফেনাশূন্য হইয়াছে তখন সেগুলি অঙ্গুলি মধ্যে টিপিয়া দেখিতে হইবে,—নাতি কঠিন হইয়াছে দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে গোলা সাবান প্রস্তুত করিবার সময় সমাগত হইয়াছে। তখন উপরিস্থ দানাময় সাবান অপর একটী ঈষৎ উত্তপ্ত কড়ায় স্থানান্তরিত করিয়া কর্ণিকের আকারের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ যন্ত্র দ্বারা ঐ সাবানের দানাগুলি ভাজিয়া কাদার মত করিতে হয় ; ঐ উত্তপ্ত কাদার মত, সাবান ছোট কর্ণিকের সাহায্যে ছাঁচে ফেলিতে হয়। অতঃপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ছাঁচে সাবান জমিয়া কঠিন হয়, এবং তখন সহজেই ছাঁচ হইতে খুলিয়া লইতে পারা যায়। কখনও কখনও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ছাঁচ মধ্যস্থ সাবান জমিয়া কঠিন হয়।

গোলা সাবান প্রস্তুতের নবোদ্ভাবিত প্রণালী।

এখানে গোলা সাবান প্রস্তুতের যে উপায় বর্ণিত হইল অধিক পরিমাণে সাবান প্রস্তুত কার্য্যেই ঐ উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। অল্প পরিমাণ সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে কিন্তু ঐ উপায়ে কার্য্য করিয়া সুফল পাওয়া যায় না, কারণ ঐ কাদার মত সাবান অতি শীঘ্র কঠিন এবং ছাঁচে ফেলার অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ বর্ত্তমান লেখকদ্বয় বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা যে উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন তদনুসারে কার্য্য করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে।

শেষোক্ত উপায়ানুসারে সাবান প্রস্তুতের কড়া হইতে সাবানের দানাগুলি ঝাঁঝরা বা সাঁকার সাহায্যে ছাঁকিয়া তুলিতে হইবে ও অপর একটী পাত্রে রাখিতে হইবে। এই শেষোক্ত পাত্রটী বালতির আকারের। ইহার বাহিরের দিকে একটী দ্বিতীয় আবরণ থাকিবে, এবং এই আবরণ দুইটীর মধ্যস্থিত শূন্য স্থান উষ্ণ জলে পূর্ণ রাখিয়া সমগ্র পাত্রটীকে উত্তপ্ত রাখিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে উনানের উপর বসাইয়া আবরণদ্বয়ের মধ্যস্থিত জল ফুটাইয়া পাত্রটীকে সুদীর্ঘকাল যথেষ্ট তপ্ত অবস্থায় রাখিতে পারা যায়।

লোহার চাদর জুড়িয়া এই পাত্র প্রস্তুত করা হয়, এবং ইহাকে "ষ্টিম জ্যাকেটেড" পাত্র বলে। কড়া হইতে এই জ্যাকেটেড পাত্রে সাবানের দানা স্থানান্তরিত করিবার সময় কড়ামধ্যস্থ রসও কিয়ৎ পরিমাণে ঐ দানার সঙ্গে আসিয়া পড়ে। দানাগুলি ভাজিয়া দিবার সময় ঐ রস পাত্রের

নিম্নতম দেশে চলিয়া যায়। রসের পরিমাণ অধিক দেখিলে চামচ বা ছোট হাতার সাহায্যে ঐ রস উঠাইয়া ফেলিয়া দিতে হয়। অতঃপর যথা নিয়মে সাবান ছাঁচে ফেলিতে হইবে। যতক্ষণ না সমস্ত সাবানটুকু ছাঁচে ফেলা হয় ততক্ষণ কর্ণিক দ্বারা ক্রমাগত সাবান আলোড়িত করিয়া কাদার মত অবস্থায় রাখিতে হইবে।

নষ্ট সাবান পুনরুদ্ধার করিবার উপায়।

অনেক ক্ষেত্রে ভ্রমবশতঃ বা কার্য্যের ত্রুটীর জন্য সাবান খারাপ হইয়া যায়। এই ভাবে সাবান খারাপ হইয়া গেলে তাহার পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা হইতে পারে। যে সাবান খারাপ হইয়াছে তাহা কড়ামধ্যে লইয়া প্রয়োজনমত জলের সহিত অগ্নিতাপে তরল করিতে হইবে। যদি সাবানে কষ্টিক সোডার মাত্রা অল্প থাকে তাহা হইলে অতঃপর উহাতে যথারীতি লাই যোগ করিয়া ফুটাইতে হইবে। তৎপরে ঐ তরল সাবানে লবণ যোগ করিলে সমুদয় সাবান উপরে ভাসিয়া উঠিবে, এবং পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ঐ সাবান হইতে উত্তম বার সোপ বা গোলা সাবান প্রস্তুত করিয়া লইতে পারা যাইবে। কারখানায় যে সমস্ত সাবান কুচী, মাটি, ধুলা প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত হওয়ায় বিক্রয়ের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে, সেই সমস্ত সাবানেরও লবণ যোগে উপরোক্ত উপায়ে উদ্ধার সাধন হইতে পারে।

লবণ জলের পুনর্ব্যবহার।

যে লবণ বা লবণ জল সাবান পৃথক করার জন্য ব্যবহৃত হয় ঐ লবণ প্রায় সমস্ত টুকুই সাবান-নিম্নস্থ, পরিত্যক্ত, রস মধ্যে থাকিয়া যায়। ঐ রসে যদি প্রভূত পরিমাণ ময়লা, মাটি, বা রং না থাকে তাহা হইলে ঐ লবণাক্ত রসই পুনরায় লবণ বা লবণজলের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় দফা সাবান পৃথক করার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। সুতরাং সাবান পৃথক করার জন্য বারংবার লবণ যোগ করার প্রয়োজন হয় না, এবং একবার লবণ যোগ করিলে সেই লবণে একাধিকবার সাবান পৃথক করা চলে।

প্রস্তুত ব্যয় ও লাভ।

উৎপন্ন সাবানের পরিমাণ ও প্রস্তুত ব্যয়।

কি পরিমাণ তৈলাদি হইতে কি পরিমাণ সাবান প্রস্তুত হইতে পারে, এবং প্রস্তুত ব্যয় কত পড়ে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। বার সোপ অপেক্ষা গোলা সাবানের মূল্য অধিক হইয়া থাকে, কারণ বার সোপ মধ্যে জলের মাত্রা যত অধিক থাকে, গোলা সাবানে তত থাকে না।

(ক) গোলা সাবান।

২০ সের গোচর্ব্বি, ১০ সের মহুয়া তৈল ও ১০ সের বাদাম তৈল হইতে ১ মণ ২০ সের সাবান পাওয়া যায়, ও ঐ পরিমাণ সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে প্রায় ৮ ½ সের বিশুদ্ধ কষ্টিক সোডা ও প্রায় ৫ সের লবণের প্রয়োজন হয়। প্রস্তুত ব্যয় নিম্নলিখিতরূপ পড়ে :—

২০ সের	গোচর্ব্বির	মূল্য	২২৷৷০ টাকা মণ হিসাবে			...	১১৷০
১০	” মহুয়া তৈলের	”	২০৲	”	” ”	...	৫৲
১০	” বাদাম ”	”	২৪৲	”	” ”	...	৬৲
৫	” লবণের	”	৩৲	”	” ”	...	।৵০

৮ ১/২ " কষ্টিক সোডার " ১৭৫০ " হন্দর " ... ২৫০
কয়লা বা কাঠ ও মজুরী ... ... ৩।০
অন্যান্য ব্যয়, মায় যন্ত্রাদির মূল্য হ্রাস, ইত্যাদি ... ॥০

মোট ব্যয় ... ২৯৵০

ভেজালহীন উত্তম শ্রেণীর গোলা সাবানের মূল্য যদি ধরা যায় ২৩।০ টাকা মণ, তাহা হইলে ১ মণ ২০ সের সাবানের মূল্য হয় ৩৫।০ আনা। প্রস্তুত ব্যয় ২৯৵০ আনা বাদ দিলে লাভ থাকে ৫৮৵০ আনা। অর্থাৎ ঐ সাবান প্রস্তুত করিতে যত টাকা ব্যয় হয় তাহার উপর শতকরা ২০৲ টাকা হিসাবে লাভ হইতে পারে।

(খ) বার সোপ।

উপরে যে যে পরিমাণ উপাদানের কথা বলা হইয়াছে উহা হইতে বার সোপ প্রস্তুত করিতে হইলে ৩ মণ ৫ সের সাবান পাওয়া যাইবে। কয়লা বা কাঠ, এবং মজুরী বাবদে আরও ১৵০ আনা অধিক ব্যয় পড়িবে। সুতরাং মোট প্রস্তুত ব্যয় হইবে ৩০।০ আনা। ভেজালহীন উত্তম বার সোপের মূল্য যদি ১২৲ টাকা মণ হিসাবে ধরা যায়, তাহা হইলে ৩ মণ ৫ সের সাবানের মূল্য হয় ৩৭।০ আনা। সুতরাং লাভের পরিমাণ হইল ৭৲ টাকা, অর্থাৎ প্রস্তুত ব্যয়ের উপর শতকরা ২৩৲ টাকা।

যাঁহারা যথার্থই সাবান প্রস্তুতের কারবার করিতে চাহেন তাঁহারা "ডাইরেক্টর অভ ইণ্ডাষ্ট্রীজ, বেঙ্গল" মহাশয়ের নিকট আবেদন করিলে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীর দ্বারা আবেদনকারীর সমক্ষে এই প্রবন্ধবর্ণিত উপায়ে সাবান প্রস্তুত করিয়া দেখান যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত সাবানের কারখানা স্থাপন, যন্ত্রাদি নির্ব্বাচন, প্রভৃতি বিষয়েও উপদেশ দেওয়া হয়।

(বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ হইতে প্রাপ্ত)
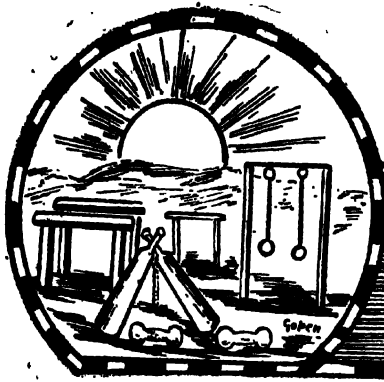
শিশু পালন ও প্রসূতি পরিচর্য্যা।

কুসংস্কার ও কুশিক্ষা আমাদিগকে এত পাইয়া বসিয়াছে যে, এদেশে শিশুমৃত্যু এবং শিশুদিগের স্বাস্থ্যহীনতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিগত কয়েক বৎসর হইল, ইহার প্রতীকারকল্পে "শিশু-মঙ্গল" আন্দোলন চলিতেছে ও শিশুপালন সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিতেছেন। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের এ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে চলিবে না। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ইহার এখনো বহুল আলোচনার প্রয়োজন।

প্রসবের পূর্ব্বে

সন্তান গর্ভস্থ হওয়ার পর হইতেই প্রসূতিকে নানা সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। এই সময়ে সামান্য সামান্য কতকগুলি নিয়ম পালন করিলে অনায়াসে প্রসূতির স্বাস্থ্যরক্ষা ও সন্তানের দেহ পুষ্ট হয়; এমন কি, প্রসব কালীন কষ্টেরও অনেক লাঘব হয়।

প্রসবের পরে

প্রসব বেদনা আরম্ভের পূর্ব্বেই বা সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার নেকড়া সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। ছুরি, কাঁচি অথবা "বাঁশের নিজ" যদ্দ্বারা সন্তানের নাড়ী কাটা হয়, তাহা উত্তমরূপে গরম জলে ফুটাইয়া লইতে হয়। কারণ ঐগুলির সঙ্গেই "পেঁচো" থাকে। আঁতুর ঘরে যত শিশুর মৃত্যু হয় তাহার শতকরা ৯০ জনই তথাকথিত পেঁচোর পাওয়ার দরুণ। যে সমস্ত স্ত্রীলোক প্রসবকালে প্রসূতির সাহায্য এবং শুশ্রূষা করিতে আসে, তাহাদের হাতের নখ ফেলিয়া এবং ভালরূপে গরম জলে হাত ধুইয়া আসা উচিত।

গর্ভিণীর কর্ত্তব্য

দিবানিদ্রা গর্ভিণীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। একদম শুইয়া বা বসিয়া না থাকিয়া সংসারের কোন না কোন কাজে লিপ্ত থাকা উচিত। শিল্পকার্য্য জানিলে অবসর সময়

অলসভাবে না কাটাইয়া ভাবী-সন্তানের টুপি, মোজা, জামা ইত্যাদি তৈয়ার করিতে পারেন। আমাদের দেশের স্ত্রীরা গর্ভধারণ করিলে (বিশেষতঃ প্রথমবার) যারপর নাই লজ্জাবোধ করিয়া থাকেন। সন্তান প্রসবের পূর্ব্বেই জননীকে লজ্জা ত্যাগ করিয়া আনন্দের সহিত তাহার জন্য খেলনা ও পোষাক সংগ্রহ করা উচিত। ইহাতে তাঁহার গর্ভজনিত ক্লেশের লাঘব হয় এবং সন্তান সুশ্রী ও সুঠাম হয়।

গর্ভিণীর আহার

তারপর গর্ভিনীকে লঘু পথ্য এবং পরিমিত আহার করিতে হয়। ফল মূল এবং কাগজি লেবু গর্ভিনীর প্রচুর পরিমাণে খাওয়া উচিত। ডাবের জল অথবা বিশুদ্ধ জল যত অধিক পান করা যায় ততই ভাল। সৎগ্রন্থ পাঠ এবং ভাল চিত্র দর্শন সন্তানের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অনেক সহায়তা করে। এই সময়ে স্বামী স্ত্রীতে বিশেষ সৎভাব থাকা একান্ত দরকার। সব সময় গর্ভিনীকে প্রফুল্ল রাখিতে স্বামীর চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পরিষ্কার ও ভাল কাপড় গর্ভিনীর পরিধান করা উচিত। গর্ভাবস্থায় নোংরা থাকা কোন ক্রমেই উচিত নহে।

প্রসব-গৃহ

যে গৃহে বেশ হাওয়া খেলে সেই গৃহই সন্তান প্রসবের উপযুক্ত। ভিজা জায়গায় আলোবাতাস বিহীন ছোট ঘর প্রসূতির জন্য ঠিক করা কোন মতেই উচিত নহে। গ্রামের আঁতুড় ঘরে আগুন জ্বালান হয় এবং সমস্ত রাত্রি কেরোসিনের বাতি জ্বালাইয়া রাখা হয়। ইহা প্রসূতির এবং সন্তানের স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতিকারক। কোন কোন শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর পৃথক আঁতুড় ঘরের ব্যবস্থা উঠিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু সাধারণ হিন্দুর ভিতর এখনও ঐ প্রকার আঁতুড় ঘরের নিয়ম পুরামাত্রায় বিদ্যমান আছে।

আঁতুড়ের সংস্কার

বাঙ্গলার শিশুমৃত্যু কমাইতে হইলে আঁতুড় ঘরের সংস্কার আশু কর্ত্তব্য, ইহা আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু দেশের ভিতর এখনও শতকরা ৯৯টি বাড়ীতে অতীব জঘন্য ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে প্রসূতিকে ৪০দিন পর্য্যন্ত রাখা হয়। আসল মুস্কিল হইয়াছে, অশিক্ষিত ব্যক্তি, স্ত্রী হউক আর পুরুষই হউক, তাহাদিগকে এমনি ভূতে পাইয়াছে যে, তাহারা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান মানিতে চাহে না। তাহারা বলে "আগে ত বাবা এসব ছিল না, তবুও কি আর আমরা মানুষ হই নাই?" ইহার ঠিক মত উত্তর পাইলেও তাহারা বুঝিতে ও মানিতে চায় না। আবার অনেকের ঐরূপ বিশ্বাসও আছে যে, সূতিকাগৃহে ভূতের প্রাদুর্ভাব হয় এবং এই জন্য তাহারা সমস্ত রাত্রি আলো জ্বালাইয়া ও দরজা জানালা বন্ধ করিয়া রাখে। মুসলমানেরা ভূত মানে না বটে, কিন্তু এর বেলায় পল্লীর মুসলমান তাহার প্রতিবাসী হিন্দুকে অতিক্রম করিয়া যায়। এই সমুদয় কুসংস্কার অগ্রে দূরীভূত না হইলে "মাতৃমঙ্গল" ও "শিশুমঙ্গল" আন্দোলনের কৃতকার্য্যতা সহজসাধ্য হইবে না।

শিশুর খাদ্য।

শিশু-পালন সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গেলে আমাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে শিশুর খাদ্য ও তাহাকে তাহা খাইয়াইবার নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।

মায়ের স্তনের দুগ্ধই শিশুর পক্ষে শ্রেষ্ঠ খাদ্য। মায়ের স্তনে দুগ্ধ থাকিতে শিশুদিগকে অন্য কিছু খাওইবাতে নাই। মায়ের দুধের পরই গাধার দুধ, কিন্তু তাহা আমাদের দেশে এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য।

মায়ের দুধ না থাকিলে প্রথম প্রথম গরুর দুধ খাওয়ান ঠিক নহে। অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে, যে সব শিশুকে প্রথমে গোদুগ্ধ পান করান হয়, তাহাদের হজম ক্রিয়া প্রায়ই খারাপ হয়। সেইজন্ত বর্ত্তমানে অনেক ডাক্তারের মত যে প্রথম দুই বৎসর শিশুকে গোদুগ্ধ দেওয়া উচিত নহে। গোদুগ্ধের পরিবর্ত্তে বার্লি, শটি ফুড এবং (হজম করিতে পারিলে) ভাতের ফেন শিশুর খুব পুষ্টিকর খাদ্য। নেহায়েত যেখানে গোদুগ্ধ খাওয়াইতেই হয়, সেখানে দুধের সহিত কিঞ্চিত চুণের জল মিশাইলে তাহা অনেকটা মায়ের দুধের নিকট-বর্ত্তী হয়। দুধ অনেকক্ষণ জ্বাল দিতে নাই। যত অধিক জ্বাল দেওয়া যায় ততই দুধের পুষ্টিকর পদার্থ কমিয়া যায়। জ্বাল দিবার সময় অনবরত দুধ ঘুঁটিতে হয়, যাহাতে উপরে সর জমিতে না পারে, কারণ শিশুর পক্ষে সর হজম করা অসম্ভব।

শিশুকে খাদ্য দানের নিয়ম

যখন তখন শিশুকে খাওয়াইতে নাই। খাওয়া-নোর সময় ঠিক থাকা উচিত। শিশু কাঁদিলেই খাওয়াইতে নাই, কারণ ক্ষুধা ছাড়া অন্য কারণেও শিশু কাঁদিতে পারে। ঘুমের সময়েও শিশুকে কিছু খাওয়াইতে নাই।

মায়ের স্তনে দুধ না থাকিলে শিশুকে ফিডিং বোতলে খাওয়ানই ঠিক, কারণ চামচ বা ঝিনুকে খাওয়াইলে শিশুর দাঁত উঠিতে এবং কথা বলিতে বিলম্ব হয় মায়ের দুধ থাকিলে আবার তাহাও বেশী দিন খাওয়ান উচিত নহে। ৯মাস পর্য্যন্ত শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ান যাইতে পারে। ইহার পর মায়ের দুধের পুষ্টিকর পদার্থ ক্রমেই কম হইয়া আসে। যে শিশু উপযুক্ত পরিমাণে মায়ের দুধ পায় না তাহার হাড় অপুষ্ট থাকে এবং প্রায়ই Rickets নামক অস্থি ব্যাধি-গ্রস্ত হয়। বর্ত্তমানে অনেক ডাক্তারের মত যে, শিশুকে অনেক দিন ধরিয়া মায়ের দুধ খাওয়াইলেও Rickets হইতে পারে।

কমলানেবু ও বেদানা

যে সমস্ত শিশু প্রথম ৯ মাস মায়ের দুধ পায় না, তাহাদিগকে কমলানেবু এবং বেদনার রস খাওয়াইতে পারিলে Ricketsহইতে মুক্তি পাইতে পারে। শিশুকে কৃত্রিম দুধ, বিলাতি খাদ্য এবং কোন প্রকার ঔষধ সেবন না করানই ঠিক। যদি কোন কৃত্রিম খাদ্য খাওয়াইতেই হয় তাহা হইলে Virol (ভাইরল) নামক বিলাতী খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। অন্যান্য খাদ্য অপেক্ষা ইহার মধ্যে হাড় পুষ্টিকর জিনিষ অধিক পরিমাণে আছে।

তৈল মর্দ্দন

পরিষ্কার তৈল শিশুর পক্ষে বিশেষ উপকারী। তাহার সর্ব্ব শরীরে প্রত্যহ অন্ততঃ একবার ইহা মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ ঠিক এক সময়ে তাহাকে স্নান করান উচিত। স্নান হইয়া গেলেই তাহার গায়ে জামা দেওয়া ঠিক। তিন বৎসর পর্য্যন্ত গরম জলে স্নান করাইতে পারিলে ভাল হয়। স্নান করানর পরই তাহাকে একবার খাওনা-নোর নিয়ম করা উচিত।

পৃথক বিছানা।

শিশুর জন্য পৃথক্ বিছানা করিতে পারিলে খুবই ভাল। শিশুকে কোলের ভিতর করিয়া অথবা তাহার মুখের মধ্যে স্তন দিয়া ঘুম পাড়ান কোনক্রমেই উচিত নহে। দিনের বেলায় যেখানে আলো হাওয়া আসে সেইস্থানে শিশুর বিছানা করিয়া দিলে ভাল হয়। সূর্য্যের আলোক এবং হাওয়াতে শিশুর শরীর দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ঘরের অন্ধকারে কোন শিশুকে শোয়াইলে তাহার

দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন হয় না। প্রত্যহ কিছু-ক্ষণ বিশেষতঃ শীতের দিনে রৌদ্রে শিশুর বিছানা করিয়া দেওয়া উচিত। শিশু যখন ঘুমায় তখন তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। মুখ দিয়া নিশ্বাস ফেলিলে সন্তান বোকা, বোবা ও স্বাস্থ্য-হীন হইতে পারে। শিশুকাল হইতে যাহাতে এই অভ্যাস না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

সন্ধ্যায় নিদ্রা।

শিশুকে সকাল সকাল খাওয়াইয়া সন্ধ্যার পরই ঘুম পাড়াবার ব্যবস্থা করা উচিত। অধিক রাত্রে ঘুম আসার অভ্যাস খারাপ। শৈশব হইতে যাহাতে এই অভ্যাস না হয়, সেই জন্য জননীর যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। ঘুম হইতে উঠাইয়া শিশুকে কখনও খাওয়াইতে নাই। ঘুমন্ত অবস্থায় শিশুকে কোলে রাখিতে নাই। ঘুম আসা মাত্র তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিতে হয়।

বালিস।

শিশুকে কোল-বালিশ দিতে অথবা পাশ ফিরাইয়া শোয়াইতে নাই। খুব উচ্চ বালিশও শিশুর মাথায় দেওয়া ঠিক নহে। চীৎ করিয়া হাত পা টানা এবং পৃথক পৃথক (x এর মত) করিয়া শোয়ান অভ্যাস করাইতে পারিলে খুবই ভাল।

বিছানা ও জামা

শিশুর বিছানা ও জামা প্রত্যহ রৌদ্রে দেওয়া উচিত। তাহার জামা খুব ঢিলা হওয়া চাই। আঁটসাট জামা তাহার শরীর বৃদ্ধির অন্তরায়। গ্রীষ্মকালে শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে শাদা কাপড়ের জামাই শ্রেয়।

কোলে রাখা নিষিদ্ধ

সব সময় সন্তানকে কোলে কোলে রাখিতে নাই। মানুষের শরীরের উত্তাপ এবং প্রশ্বাস তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট করে। তাহাকে মুক্তভাবে নাড়াচাড়া করিতে এবং খেলিতে না দিলে তাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধা পায়। শিশুকে চুমো দেওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ মুখে ও ঠোঁটে চুমো দেওয়া একদম নিষেধ; চুমো দেওয়ার সঙ্গে একজনের ব্যাধি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। সুস্থ শিশুর শরীরের ক্রমঃবৃদ্ধি স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। এইজন্য মাসে একবার ওজন লওয়া কর্ত্তব্য। শিশুকে উচ্চে উঠাইয়া ঝাঁকান এবং কুতুকুতি দেওয়া উচিত নহে। এই সব কারণে "হাড় উঠা" "দুধ তোলা" ও বদহজমী হইতে পারে।

সোহাগ প্রদর্শন

ছেলে হঠাৎ আছাড় খাইলে অথবা হাঁটিবার সময় পড়িয়া গেলে, "আহা উহু, বাবা, সোনা" বলিয়া তাহাকে সোহাগ ও সহানুভূতি দেখাইতে নাই। সেইসময় যিনি নিকটে থাকিবেন, তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইবেন ও অন্য মনস্কভাব দেখাইবেন। তাহা হইলে সোণা কাঁদিয়া নিজেই উঠিতে উদ্যম ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিবে। একটু আঘাত পাইতে না পাইতেই তাহাকে আদর যত্ন করিলে সে অতিশয় আব্দারে হইতে পারে এবং সেই সমুদয় সন্তানের পক্ষে সাহসিক ও কষ্ট সহিষ্ণু হওয়া সম্ভবপর নহে।

প্রলোভন

সন্তানকে কোন জিনিষ দেখাইয়া বা দেওয়ার ভাণ করিয়া তাড়াতাড়ি লুকাইতে নাই। কিছু বার বার দেওয়ার প্রলোভন দিয়া পুনরায় সরাইয়া লওয়া ঠিক নহে। এরূপ করিলে তাহারা মিথ্যা কথা বলিতে শিখে ও কাহাকেও বিশ্বাস করিতে চাহে না। এই প্রকার এমন অনেক সামান্য

সামান্য বিষয় আছে, যাহার উপর তাহাদের ভবিষ্যৎ নৈতিক গঠন নির্ভর করে।

ভয় প্রদর্শন

তাহারা যদি কিছু ভাঙ্গিয়া ফেলে কিম্বা অন্যায় করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভয় দেখাইতে নাই এবং তাই বলিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে কে এই কাজ করিয়াছে। প্রথম প্রথম সে নিশ্চয়ই স্বীকার করিবে। স্বীকার করিলে তাহাকে শাসন করিতে নাই। তবে তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে হইবে যে, ইহাকরা দোষ। কিন্তু সেইজন্য তাহাকে প্রহার করিলে, সে মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য হইবে। পুনরায় কোন অন্যায় করিলে শাস্তির ভয়ে সে অস্বীকার করিবেই।

আজগুবি কথা বলিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইতে নাই। "শিয়াল আসিয়াছে" "বাঘ আসিয়াছে," "ছেলে ধরা এল," "চোর এল,"এসব কথা বলিয়া অনেক সময় তাহাদিগকে শাসন করা হয় বটে, কিন্তু ইহার ভবিষ্যৎ ফল বড়ই খারাপ। ঐ সব ছেলেই বড় হইলে ভীরু হয়। "বাঘ মারিতে যাবে, ?" চল ডাকাত ধরিব "ইত্যাদি কথা তাহাদিগকে ছোট বেলা হইতে শুধাইতে হয় শৈশব অবস্থায় যে ভাবে তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করা যায়, তাহা তাহাদের সারা জীবনের উপর একটা দাগ রাখিয়া যায়। পিতামাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী সকলের কথা বার্ত্তা, হাবভাব ও চলা-ফেরা হইতে তাহারা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের উপকরণ প্রাপ্ত হয়। এইজন্যই প্রত্যেক বুদ্ধিমান পিতা-মাতার সন্তান পালনের গুরুত্ব উপলব্ধি করা কর্ত্তব্য।

[সঞ্জীবনী]

বাঙ্গালায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর হিসাব

১৯২৭ সনের রিপোর্ট

নিম্নের তালিকায় বঙ্গদেশে বিভিন্ন কারণে অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর হিসাব পাওয়া যাইবে। মৃত্যুর সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কম। জলে ডোবা ও সাপের কামড়ে মৃত্যুসংখ্যা অনেক কমিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কতকগুলি জেলায় প্রবল বন্যানা হওয়াই সংখ্যাহ্রাসের কারণ বলিয়া মনে করা হইয়াছে।

আত্মহত্যা	১৯২৬	১৯২৭
পুরুষ	১,২৪১	১,২৯০
স্ত্রীলোক	১,৯২৬	১,৯৩৩
শিশু	৫৫	৩৪
	৩,২২২	৩,২৫৭

জলে ডুবিয়া	১৯২৬	১৯২৭

পুরুষ	১,১৫৮	৯৬৭
স্ত্রীলোক	১,০৩৯	৮৭২
শিশু	৬,৮৩৫	৬,৪৩৭
	———	———
	৯,০৩২	৮,২৭৬
সর্পাঘাতে	১৯২৬	১৯২৭
পুরুষ	১,৫১৭	১.৩৬৪
নারী	১,৮৭১	১,৫৩১
শিশু	১,০১১	৮১৪
	———	———
	৪,৩৯৯	৩,৭০৯
বন্য বা মত্ত পশু-দ্বারা নিহত	১৯২৬	১৯২৭
পুরুষ	৮২	৪৮
নারী	৪৫	১৩
শিশু	১১১	৮৬
	———	———
	২৩৮	১৪৭
অট্টালিকা হইতে পতনে	১৯২৬	১৯২৭
পুরুষ	১৩৫	১৩৩
নারী	৩৭	৫৬
শিশু	৫৩	৫১
	— —	———
	২২৫	২৪০
অন্যান্য কারণে	১৯২৬	১৯২৭
পুরুষ	১,১৪৮	১,০৮১
নারী	৫১১	৫০৯
শিশু	৫৮৯	৫৩৩
	———	———
	২,২৪৮	২১১২৩
মোট সংখ্যা	১৯২৬	১৯২৭
পুরুষ	৫,২৮১	৪৮৮৩
নারী	৫,৪২৯	৪,৯১৪
শিশু	৮,৬৫৪	৭,৯৫৫
	———	———
	১৯,৩৬৪	২৭,৭৫২

এই তালিকা পাঠে আমাদের কয়েকটী কথা মনে হয়, এইখানে তাহা বিবৃতি করিতেছি :—

২৬ সালে এক জলে ডুবিয়া পুরুষ, স্ত্রীও শিশুর মৃত্যুসংখ্যা ৯০৩২ এবং ২৭ সালে ৮২৭৬। সাঁতার দিতে শিখিলে এবং জলে ডোবা মানুষকে বাঁচাইবার জন্য যে সকল কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হয় তাহা জন সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইলে আমাদের মনে হয় এই ৮।৯ হাজার লোকের মধ্যে অনেকের প্রাণ রক্ষা হইত। প্রত্যেক স্কুল এবং পাঠশালার ছাত্র ছাত্রীদিগকে নদী অথবা পুকুরে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন সাতার শিখিতে বাধ্য করা উচিত। Bengal Social Service League. পল্লীসংস্কার সাধন সমিতি এবং বঙ্গীয় স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে কেমন করিয়া জলে ডোবা মানুষকে বাঁচাইতে হয় তাহার সমুদয় প্রণালী ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে দেখাইয়া প্রচারকার্য্য চালাইতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। পাঁচ ছয় বৎসর এইরূপ প্রচার কার্য্য চালাইলে আমাদের মনে হয় জলে ডুবিয়া আকস্মিক মৃত্যুর সংখ্যা বাংলা দেশে বহুপরিমাণে আমরা কমাইয়া ফেলিতে পারিব ; সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্ব্বত্র সাঁতার শেখা ও সন্তরণ প্রতিযোগিতা প্রভৃতির জন্য আন্দোলন হওয়াও দরকার।

সর্পাঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা ২৬ সালে ৪৩৯৯ এবং ২৭ সালে ৩৭০৯ ; এ বিষয়েও যে সকল সতর্কতা অবলম্বন করিলে অপঘাতের সংখ্যা কমিতে পারে তাহা আমাদের মতে এই :—

১। রাত্রিতে লণ্ঠন না নিয়া কদাচ চলাফেরা করিবে না।

২। যদি কোনও কারণে লণ্ঠন না নিয়াই চলাফেরা করিতে হয় তবে প্রত্যেক পদক্ষেপে হাত-তালী দিয়া যাইবে; দূর হইতে শব্দ শুনিলে সাপ পলাইয়া যায়, কারণ স্বভাবতঃ তাহারা আক্রান্ত না হইলে কিম্বা আঘাত না পাইলে দংশন করে না।

৩। রাস্তা দিয়া চলিবার সময় সর্ব্বদা লাঠি হাতে করিয়া চলিবে এবং যাইবার সময় ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করিবে।

৪। খাট, তক্তোপোষ, চার পাইয়া নেওয়ারের খাট, এবং নিতান্ত দুঃখী হইলে অন্ততঃ বাঁশের মাচান্ বাঁধিয়া তাহার উপর নিদ্রা যাইবে, কদাচ মাটীতে অথবা ঘরের মেজেয় নিদ্রা যাইবে না।

৫। যে সকল স্থানে সাপের ভয় খুব বেশী —সেখানে এইসকল খাটীয়া বা মাচানের পায়ায় ন্যাকড়া জড়াইয়া রাখিবে—এবং সেই ন্যাকড়া মধ্যে মধ্যে কার্ব্বলিক লোশন দিয়া ভিজাইয়া রাখিবে। কার্ব্বলিক না থাকিলে ন্যাপথালীন অভাবে গন্ধকের গুঁড়া অভাবে ধুনার গুঁড়া এবং তাহাও অভাবে হিং বাঁধিয়া রাখিবে। কোনও তীব্র দুর্গন্ধ নাকে গেলে সাপ সহজে সে রাস্তায় চলে না, তাহারা কোনওরূপ দুর্গন্ধ পছন্দ করে না।

৬। ঘরের মেজে দেওয়াল কিম্বা বাড়ীর Compound এ কোথাও কোনও গর্ত্ত বা চালা থাকিলে তাহা তখনই বন্ধ করিয়া দিবে; এই সকল গর্ত্তে সাধারণতঃ ব্যাঙ বা ইঁদুর থাকে এবং তাহারা সাপের অতি প্রিয় ভক্ষ্যবস্তু। এই সকল খাদ্যের সন্ধানে তাহারা গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করে এবং রাত্রে আহারের সন্ধানে বাহির হইয়া সুবিধা পাইলে মানুষকে দংশন করে; সুতরাং যেখানেই গর্ত্ত দেখিবে তখনই তাহা বুঁজাইয়া ফেলিবে।

৭। সর্ব্বোপরি, মিহিজাম হইতে সর্প দংশনের যে ঔষধ—বাহির হইয়াছে ঘরে ঘরে তাহার এক শিশি রাখিয়া দিবে। এই ঔষধের দ্বারা বহু সর্প দষ্ট রোগীর জীবন রক্ষা হইয়াছে। কিন্তু দংশন মাত্র ঔষধ প্রয়োগ করা চাই, এইজন্য ঘরে ঘরে এই ঔষধ একশিশি রাখিবার পরামর্শ দিতেছি।

এই সকল সতর্কতা অবলম্বন করিলে আমাদের মনে হয় সর্পাঘাতজনিত অপমৃত্যুর সংখ্যাও কতক পরিমানে কমিতে পারে।

অতঃপর বন্যপশুর দ্বারা নিহত নরনারীর সংখ্যা কমাইতে হইলে অস্ত্র আইনের কঠোরতা আরও শিথিল করার প্রয়োজন; এ সম্বন্ধে রাজনৈতিক নেতাদিগকে বিশেষতঃ যাহারা কাউন্সিলে জন সাধারণের মঙ্গল করিতে গিয়াছেন তাঁহাদিগকে যথারীতি আন্দোলন করিতে আমরা অনুরোধ করিতেছি।

য্যালুমিনিয়মের বাসন

কয়েক বৎসর হইল য্যালুমিনিয়ম বাসন আমাদের গৃহে আংশিক প্রবেশ করিয়াছিল। আজকাল তাহার অধিকার কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি লাভ করিয়া এবং ঐ বিস্তৃতি উত্তরোত্তর এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে যে আমাদের দেশের কাঁসা পিতল ব্যবসায়ীরা বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। কলিকাতার কোন কোন কাঁসা পিতল পাত্র ব্যবসায়ী তাঁহাদের ক্রেতাগণের মনস্তুষ্টির জন্য য্যালুমিনিয়ম বাসন রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

কাঁসা ও পিতলের ব্যবসা

কিছুদিন পূর্ব্বে এনামেল পাত্র আমাদের গৃহে কিঞ্চিত পরিমাণে কাঁসা ও পিতলের স্থান অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু আজ য্যালুমিনিয়ম পিতল ও কাঁসাকে সরাইয়া যে পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে, এনামেল পাত্র সে পরিমানে পারে নাই। কলিকাতা এবং নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের কারখানায় আজকাল প্রতিদিন প্রায় ৫২০০ সের য্যালুমিনিয়ম বাসন পত্রাদি প্রস্তুত হইতেছে এবং ঐ মাল কেবল মুরগীহাটার কয়েকটা দোকান হইতে খুচরা দোকানদারের নিকট অথবা মফঃস্বলে প্রেরিত হইতেছে। ইহা ছাড়া জারমানি ও জাপান প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত হালকা ও কম দামের বিদেশ ধাতু নির্ম্মিত বাসন প্রতিমাসে কলিকাতায় কিয়ৎ পরিমাণে আমদানি হয়। কিন্তু এই আমদানির পরিমাণ কলিকাতায় প্রস্তুত মালের তুলনায় অতি অল্প।

প্রসারের কারণ

য্যালুমিনিয়ম পাত্রের এই প্রসার বৃদ্ধির ২টি কারণ আপাততঃ লক্ষিত হইতেছে।

প্রথম। ইহার নয়নরঞ্জন রং গ্রাহককে আকর্ষণ করে।

দ্বিতীয়। আপাতঃ সুলভ মূল্য গ্রাহককে ক্রয় করিতে বাধ্য করে।

ঐ গুলি ছাড়াও এই ধাতুর ব্যবহার বিস্তৃতির আরও অনেক কারণ আছে এবং সেগুলি যথা সময়ে আলোচিত হইবে।

য্যালুমিনিয়ম বাসন সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে য্যালুমিনিয়ম ধাতু সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

ধাতু আবিষ্কার

পাশ্চাত্য রসায়নবিদ্‌গণ মৃত্তিকা মিশ্রিত য্যালুমিনিয়মকে ধাতুরূপে পরিণত করিবার জন্য ১৭০২ খ্রীঃ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া এক শতাব্দি ধরিয়া গবেষণা করিয়াও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহা কিছু প্রস্তুত হইত তাহা ১০০৲ টাকা সের দরে বিক্রীত হইত। প্যারী নগরীর ইকোল নরমেল বিদ্যালয়ের রসায়না-

চার্য্য এইচ. সেন্ট, ক্লেয়ার ডেভিড ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে রাজ সাহায্যে বহু পরীক্ষার পর সের প্রতি ৪২৲ টাকা খরচে প্রস্তুত করিতে সমর্থন হন, এবং ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে ৩০৲ টাকা সেরে আনয়ন করেন। এই সময় হইতে য়্যালুমিনিয়ম ধাতুর উত্তরোত্তর উন্নতি আরম্ভ হয়। ১৯২৮ খ্রীঃ অব্দে ১০।০ সের পড়তা পড়ে। গ্রেট ব্রিটেনে "ব্রিটিশ য়্যালুমিনিয়ম কোংর এক রসায়নবিৎ নিজের অধ্যবসায় ও অনুশীলন দ্বারা ঐ ধাতুর বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দে আয়ারল্যাণ্ড প্রদেশে য়্যালুমিনিয়ম ধাতু প্রস্তুত কল্পে উক্ত কোম্পানীর সৃষ্টি হয় এবং ১৯০৫ খৃঃ অব্দে লকলেভেন প্রভৃতি জলপ্রপাতের স্রোত দ্বারা বৈদ্যুতিক ক্ষমতার সৃষ্টি করিয়া তৎ-সাহায্যে ধাতু প্রস্তুত করিয়া ব্যয় হ্রাস করিতে সমর্থ হয়। এক্ষণে সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি বৎসর কিঞ্চিৎ অধিক দুই লক্ষ টন য়্যালুমিনিয়ম ধাতু প্রস্তুত হইতেছে।

অন্যান্য গুণ

য়্যালুমিনিয়ম প্রায় রৌপ্যের ন্যায় পরিষ্কার সাদা ধাতু। নমনীয়তায় স্বর্ণ অপেক্ষা ইহা কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট। গুরুত্বে জলের ওজন অপেক্ষা ২৬৫ ভারি এবং এযাবৎ আবিষ্কৃত সমস্ত ধাতু অপেক্ষা লঘু; ইহার ওজন তাম্রের ৩ অংশের এক অংশ এবং লৌহের আধ অংশ। ইহাকে ছাঁচে ঢালা চলে, গোল করা চলে, প্রেসে চাপিয়া যে কোন আকারে আনয়ন করা যায়। ইহাকে পালিস করা হইলে রৌপ্যের ন্যায় পালিস ধরে। অন্যান্য শুভ্র রংয়ের ধাতুর ন্যায় ইহাকেও পরিষ্কার কাপড়ে বা কাগজে ঘসিলে কাল দাগ পড়ে এবং তৈল বা চর্ব্বি মাখা-ইয়া ঐরূপ ঘসিলে আরও বেশী দাগ পড়ে। আমা দের দেশের বহুলোকের ধারণা আছে যে, যে য়্যালুমিনিয়ম ধাতু কাপড়ে বা কাগজে ঘসিলে কাল দাগ পড়ে তাহা বিশুদ্ধ য়্যালুমিনিয়ম ধাতু নহে, এবং ঐরূপ ধাতুর সহিত সীসা মিশ্রিত আছে এবং সেই জন্য কাপড়ে বা কাগজে কাল দাগ পড়ে, এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। য়্যালুমিনিয়ম ধাতু সমস্ত ধাতুর সহিত মিশ্রিত করা চলে কেবল সীসা ও য়্যাণ্টিমনি নামক ধাতুর সহিত মিশ্রিত করা যায় না।

ইউরোপ হইতে য়্যালুমিনিয়ম তিন প্রকার আকারে আইসে :—

১। চতুষ্কোন চাদর।

২। চক্রাকার চাদর।

৩। সীট।

য়্যালুমিনিয়ম অন্য আকারেও আইসে—কিন্তু তাহাতে বাসন প্রস্তুত হয় না সুতরাং আমাদের আলোচনার বিষয়ীভুত নহে।

কলিকাতার বাজারে য়্যালুমিনিয়ম্ পাত্র প্রায় ২ পয়সা হইতে ৩ পয়সা ভরি দরে খুচরা বিক্রয় হয়। সকল বাসনেই একদামের ধাতু ব্যবহার হইলেও প্রস্তুত করিবার খরচের কমবেশীর উপর বিক্রয়ের দাম নির্ভর করে। বাটি, ডেক্চি (টোপ) প্রভৃতি যে দ্রব্যগুলি শুদ্ধ প্রেস করিয়া ও আসমান মূর্ত্তিগুলি কাটিয়া প্রস্তুত হয় তাহাদের দর সর্ব্বাপেক্ষা কম। যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে স্পিনিং মেসিন কিম্বা প্রেস ও স্পিনিং মেসিন দুইয়ের সাহায্য আবশ্যক হয়, তাহাদের দর অপেক্ষাকৃত অধিক, যথা গেলাস, হাঁড়ি, ঘটি প্রভৃতি।

কেটলি, টিফিন ক্যারিয়ার, বদনা প্রভৃতির দর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কারণ এ সমস্ত গুলিতে কলের সাহায্য ছাড়া হাতের কাজও বিস্তর আবশ্যক হয়। বাজারে যে বাসন বিক্রয় হয় তাহার কতকগুলি সাদা ধোয়া এবং কতকগুলি

পালিস করা। যেগুলি সাদা ধোয়া, সেগুলি যন্ত্র সাহায্যে প্রস্তুত হইবার পর গরম কস্টিক সোডার জলে ধুইয়া পরিষ্কার করা হয়। এ রূপ পরিষ্কার করিতে খরচ পালিস করা অপেক্ষা সামান্য পড়ে, সেই জন্য সাদা বাসন পালিস্ করা অপেক্ষা সস্তা।

পালিস করা সাধারণতঃ দুই রকম হয়! ঘূর্ণায়মান কুঁদ যন্ত্রে বাঁধিয়া ছুরির দ্বারা চাঁচিয়া পালিস করা হয় এবং স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কারের ন্যায় বাফ করিয়া পালিস করা হয়। পালিস করিবার সময় তৈল বা চর্ব্বি মাখান আবশ্যক হয় এবং ঐরূপ ব্যবহৃত চর্ব্বী পালিস হইয়া যাইবার পরও পাত্রের গায়ে অদৃশ্য ভাবে লাগিয়া থাকে। এইরূপ পালিশ করা বাসনগুলি পরিষ্কার কাপড়ে বা কাগজে ঘসিলে কাল দাগ পড়ে। কাহারও এরূপ ধারণা আছে যে কেবল 'হাতি' মার্কা বাসন খাঁটি ধাতুর প্রস্তুত, অথবা কেবল "ক্রাউন মার্কা" খাঁটি ধাতুর প্রস্তুত এবং অন্য সমস্ত মার্কা ওয়ালা বাসন সীসা মিশ্রিত ধাতুর প্রস্তুত। এ ধারণাটি ভ্রমাত্মক। কলিকাতায় "ক্রাউন মার্কা" "গোল্ড মোহার" মার্কা, "চাঁদ তারা" মার্কা "ঈগল" মার্কা প্রভৃতি যে কয় রকম মার্কাওয়ালা বাসন প্রস্তুত হয় তাহার কারখানার অধিকারীগণ সকলেই অধিকাংশ সময় একই স্থান হইতে কাঁচা মাল ক্রয় করেন। সুতরাং "ক্রাউন" মার্কা, "মোহর" মার্কা, "চাঁদ তারা" প্রভৃতি সকলগুলই খাটি য়্যালুমিনিয়মে প্রস্তুত হয়।

আমাদের সংসারে ব্যবহার উপযোগী পাত্র হিসাবে য়্যালুমিনিয়ম মন্দ নহে। গেলাসে রক্ষিত জল, জার্ম্মাণ সিলভার গেলাসে রক্ষিত জলের ন্যায় বিস্বাদ বোধ হয় না। পিত্তল বা কাঁসার পাত্রে অম্ল ভক্ষণ করা চলে না, য়্যালুমিনিয়ম পাত্রে চলে; কিন্তু অম্ল বেশী দিন থাকিলে য়্যালুমিনিয়মের পাত্র ও অম্ল দুইই খারাপ হইয়া যায়। পিত্তল বা কাংস পাত্রে ঘৃত বা তৈল কলঙ্কিত হয় কিন্তু য়্যালুমিনিয়ম পাত্রে সে ভয় নাই। কাঁসার পাত্র বা পিত্তলের পাত্র য়্যালুমিনিয়ম পাত্র অপেক্ষা অধিক মূল্যবান ও পড়িয়া যাইলে ভাঙ্গিয়া ক্ষতি গ্রস্ত হইবার বিশেষ ভয় আছে, কিন্তু য়্যালুমিনিয়ম পাত্রে সে সমস্ত ভয় নাই। পরিষ্কার করিতেও অল্প পরিশ্রম আবশ্যক হয়। একটু সাবান বা সোডা দিয়া খুব শীঘ্র পরিষ্কার করা চলে। বা গরম কস্টিক সোডার জলে ধুইয়া লইলে খুব ভাল পরিষ্কার হয়। প্রায় ৫ সের পরিমাণ জলে ২ পাউণ্ড কস্টিক সোডা মিশ্রিতকরতঃ ফুটন্তজলে য়্যালুমিনিয়ম পাত্র ডুবাইয়া লইলে বেশ পরিষ্কার হয়।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র প্রধান

গ্রাহকদিগের প্রতি নিবেদন।

আগামী বৎসর যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক নহেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া অবিলম্বে আমাদিগকে জানাইবেন নচেৎ বৈশাখ সংখ্যা তাঁহাদের নিকট ভিঃ পিতে প্রেরিত হইবে।—ম্যানেজার।

রঙ করার সহজ উপকরণ

আমাদের এই সোনার ভারতে এত অসংখ্য লতা, পাতা ফুল প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে যাহার সাহায্যে বস্ত্রাদিতে যে কোন সময়ে ইচ্ছামত যে কোন রং করা যাইতে পারে। এখানে আমাদের দেশীয় কয়েক প্রকার গাছ গাছড়ার নাম করা যাইতেছে। তাহা হইতে কি কি রং পাওয়া যায়, পাঠক তাহাই লক্ষ্য করুন।

(১) দারুহরিদ্রা, কাঁঠালকাঠ, শিউলীফুল, পলাশফুল প্রভৃতি গাছগাছড়া হইতে "হলদে রং" পাওয়া যায়। পলাশফুল ভিজান জলের সহিত ক্ষার মিশাইলে অতি সুন্দর লাল রং এবং উক্ত ক্ষার যোগে শিউলীফুল হইতে বাদামী এবং কমলার মত রংও পাওয়া যায়।

(২) বকম কাঠ হইতে সুন্দর বেগুনি ও লাল রং পাওয়া যায়। এই রং সুতী কাপড়ে স্থায়ী হয় না; কিন্তু রেশমী কাপড়ে বেশ পাকা হয়। অম্লরস লাগিলে বেগুনী রং লাল হইয়া যায়, কিন্তু ক্ষারযোগে আবার বেগুনী রংয়ে পরিণত হয়। ১ তোলা কাঠে ১ খানি কাপড় রঙান যাইতে পারে। কাঠ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া জলের সহিত জ্বাল দিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া কাপড় রং করিতে হয়।

(৩) মঞ্জিষ্ঠা হইতে (ইহা একরূপ লতা, শুকান অবস্থায় বেনে দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়) পাকা লাল রং পাওয়া যায়। পাতা গুড়া করিয়া কাপড়সহ মাটীর পাত্রে সিদ্ধ করিলে কাপড়ে লাল রং ধরিয়া যাইবে।

(৪) কুসুমফুল হইতে সুতী কাপড়ে উজ্জ্বল গোলাপী রং হয়। এই রং পাকা নহে। প্রথমে এই ফুল জলে ভিজাইয়া এবং বারবার ধুইয়া হরিদ্রা অংশ টুকু বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। পরে ফুলগুলি ক্ষারযোগে ভিজাইলে লালরং পাওয়া যায়। উহাতে কাপড় ভিজাইয়া পরে তেঁতুল বা লেবুর রস দিলে রং পাকা হয়।

(৫) ডালিমের খোসা হইতে পাকা হরিদ্রা রং ইহা (দেখিতে পাকা ধানের মত) পাওয়া যায়।

(৬) শুকনা পিয়াজের খোসা হইতে খুব পাকা হরিদ্রা রঙ পাওয়া যায়। খুব গরম জলে পিয়াজের খোসা ভিজাইলে গাঢ় ও উজ্জ্বল হরিদ্রা রং বাহির হয়। উহাতে পরিষ্কার কাপড় ভিজাইয়া পরে ফিটকারীর জলে কিছু সময় রাখিয়া ছায়ায় শুকাইলে, গাঢ় পাকা হরিদ্রা রং পাওয়া যাইবে।

(৭) গরাণছাল হইতে উত্তম গেরুয়া রং হয় এবং উহা খুব পাকা। ছাল শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

(৮) হরিদ্রা হইতে উজ্জ্বল বাসন্তী রং পাওয়া যায়। হরিদ্রার জলে চুণ মিশাইলে লাল হয়। পরে তেঁতুল সিদ্ধ জল বা ফিটকারীর জল মিশা-

ইলে সুন্দর বাসন্তী রং হয়। ইহার সহিত বিভিন্ন বিভিন্ন দ্রব্যের মিশ্রণে গোলাপী, সবুজ ও কাল রং পাওয়া যায়।

৯। হীরাকষের জলে চুণ মিশাইলে চাঁপা-ফুলের মত রং হয়। কাপড় ডোবাইয়া ছায়ায় শুকাইলে এই রং হয় এবং উহা পাকা।

১০। কাল খয়ের ২ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জলে ধোপ দেওয়া কাপড় ভিজাইয়া ছায়ায় শুকাইয়া পুনরায় সোডার জলে ভিজাইলে 'ফিকে-বাদামী রং,' তুঁতের জলে ভিজাইলে 'ইটের মত রং', এবং হীরাকষের জলে ভিজাইলে 'গোলাপীর মত রং' হইবে। এই সকল রং পাকা।

দ্রষ্টব্য :—বস্ত্রাদি রং করিবার পূর্ব্বে এই কয় বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। যথা—

(১) পরিষ্কার জল।

(২) পাত্র—মাটীর পাত্র, পাথরের পাত্র বা কলাই-করা বাসন হওয়া চাই।

(৩) খুব পরিষ্কার কাপড়।

পশমী কাপড় পরিষ্কার করিবার উপায়।

১। প্রথমতঃ কাপড় রৌদ্রে দিয়া বুরুষের সাহায্যে ধুলা ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। পরে পরিষ্কার জলে ভাল সাবান গুলিয়া উহার সহিত হাত সয় এরূপ গরম জল মিশাইয়া সেই জলে বার বার চুবাইতে হইবে। এইরূপ কয়েক মিনিট-কাল করিলেই সমস্ত ময়লা উঠিয়া যাইবে। সাবা-নের জল বেশী ময়লা হইলে পুনরায় পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে।

২। রিটা ভিজান জলে কাপড় ভিজাইয়া রাখিলে পরে উহাতে বারবার কাপড় চটকাইয়া শেষে পরিষ্কার জলে ধুইয়া লইলেও কাপড় বেশ ছাপ হয়।

এই সকল কাপড়ে হাতের চাপ দিয়া জল বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। নিঙড়াইলে কাপড় খারাপ হইয়া যায়।

রেশমী কাপড় পরিষ্কার করার প্রণালী।

১। আধপোয়া মধু, আধপোয়া নরম সাবান ও আধপোয়া জিন মদ, আধ সের গরম জলে মিশাইয়া ঠাণ্ডা করিতে হইবে। পরে একখানি সূতার কাপড়ের উপরে রেশমী কাপড় বিছাইয়া মিশ্রিত দ্রব্যটা ধীরে ধীরে কাপড়ে ঘসিয়া দিয়া ১০।১২ মিনিট রাখিয়া অবশেষে ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া লইলেই কাপড় বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

২। রঙ্গিন রেশমী কাপড় পরিষ্কার করিতে হইলে, ৵১ সের গরম জলে আধ পোয়া ভাল সাবান গুলিয়া একটু গরম থাকিতে থাকিতে ইহাতে কাপড় বারবার চুবাইয়া লউন। পরে ঈষৎ গরম জলে ধুইলেই কাপড় বেশ সাফ হইবে। সামান্য লাল বা ফিরোজা প্রভৃতি রঙ্গের কাপড় নেবু মিশান জলে ধুইয়া লইবেন। ফটকিরীর জলে ধুইলেও রেশমের বর্ণ খারাপ হয় না।

দ্রষ্টব্য :—সাবানের সঙ্গে একটু কাশীর চিনি মিশাইয়া নিতে পারিলে আরও ভাল হয়। ইহাতে গরদের চাদর খুবই পরিষ্কার হয়।

সহজে সূতার কাপড় কাচা।

একপোয়া সাবান ও এক কাঁচ্চা সোহাগা একত্র মিশ্রিত করতঃ তদ্দ্বারা কাচিলে অতি সহজে কাপড় খুব পরিষ্কার হয়; ইহাতে অর্দ্ধেক সাবান খরচ হয়।

কাপড় রং করিবার প্রণালী সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কয়েকখানি পুস্তক আছে। তন্মধ্যে ডাঃ, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রণীত (স্যার পি, সি, রায়) "দেশীয় রং"নামক পুস্তকখানি অতি উৎকৃষ্ট। ইহার দাম ২৷৷০ টাকা হইবে। প্রাপ্তিস্থান :- চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় এবং সমগ্র বড়বাজার অঞ্চলে বিস্তর শাল এবং আলোয়ান কাচার দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের দোকানে সাইনবোর্ড থাকে "রং, রিপু ও ধোলাই" অর্থাৎ এই সকল দোকানে সকল রকম রেশমী ও পশমী কাপড় রিপু, ধোলাই ও রং করা হয়। আগে কেবল শীত-কালের পরই এই সকল দোকানদার ৬ মাস কলিকাতায় থাকিয়া যথেষ্ট টাকা রোজগার করতঃ বাড়ী চলিয়া যাইত; কিন্তু এখন লোকে প্রচুর পরিমাণে রেশমী ও গরদের বস্ত্রাদি ব্যবহার করে বলিয়া এই সকল দোকানদার বছরের বার মাসই কাজ পায়; এইজন্য ইহারা সহরে স্থায়ী দোকান দিয়া বসিয়াছে। এই সকল দোকানদার প্রায় সকলেই মুসলমান, কেবল বড়বাজার অঞ্চলে কয়েকটী পশ্চিমা হিন্দুর দোকান আছে। এই ব্যবসায়ে কয়েকটী মাটীর নাদা, কয়েকটী কাঠের রোলার এবং ২।১টী ইস্ত্রী কল মাত্র দরকার, অথচ উপার্জ্জন প্রচুর। একখানি শাল ধুইবার মজুরী ৷৷০ আনার নীচে নাই, উপরে তিনটাকা চারি টাকাও লইয়া থাকে। বেকার যুবকেরা এই ব্যবসায় অবলম্বন করিলে অতি সামান্য মূলধনে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে পারেন। বারান্তরে এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

ফল সংরক্ষণ*

কতকগুলি এমন ফল আছে—যথা আম, আনারস, লিচু, কলা প্রভৃতি যাহার নাম পর্য্যন্তও কিছুতেই ভোলা যায় না। এক একটি ঋতুতে এক একটির আবির্ভাব হয়; তখন যেন চতুর্দ্দিকে এক অভিনব সাড়া পড়িয়া যায়—তারপর ক্রমে ক্রমে ইহারা হ্রাস হইয়া, একেবারে বিলীন হইয়া যায়। ইহারা যখন হয় তখন এত অধিক পরিমাণে হয়, যে অর্থ দ্বারা তাহার গুণের আদৌ মূল্য নিরূপণ করা হয় না। এই সকল ফল যদি কোন প্রকারে সংরক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে এ দেশে অসময়ে তাহা বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করা যাইত; পরন্তু যদি বিদেশে পাঠাইতে পারা যায়, তাহা হইলে বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারা যায়।

যদিও এই ফল সংরক্ষণ—ব্যবসা চালাইতে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন, তথাপ আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে ইহা অল্প মূলধনেও বেশ চলিতে পারে। অল্প মূলধনে যে ব্যবসা চালাইয়া দাঁড় করাইতে পারা যায়, তাহার পরীক্ষার ব্যয় কম কিন্তু, তাহার উন্নতির আশা অপরিসীম।

আমাদের দেশের আম, আনারস যদি বিলাতে বা আমেরিকায় পাঠান যায়, তাহা হইলে টাকায় প্রায় দুই তিন টাকা লাভ পাওয়া যায়।

অল্প মূলধনে অন্যের বিনা সাহায্যে শিক্ষার্থীর জন্য নিম্নে সহজ উপায়ে ফল রক্ষণের প্রণালী লিখিলাম; যদি কেহ আমার এই প্রণালী অনুযায়ী ফল সংরক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক বোধ করিব।

এই ফল-সংরক্ষণ প্রণালীকে ইংরাজীতে ক্যানিং বলে। ক্যানিং করিতে হইলে খুব উত্তম টিনের গোল কৌটা প্রস্তুত করাইতে হইবে যেন তাহাতে কোন প্রকার ছিদ্র না থাকে। কৌটাগুলি যাহাতে মনোরঞ্জন হয়, সে বিষয়ে যত্ন লওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। কারণ বিনা ভেকে ভিক্ষাও মেলে না।

প্রণালী :—

১। টিনগুলিকে অর্থাৎ টিনের কৌটাগুলিকে বেশ ভাল করিয়া ফুটন্ত গরম জলে ধৌত করিতে হইবে।

২। সুপক (অর্থাৎ অধিক পক বা অপক ফল না হয়) ফল বাছিয়া লইয়া খোসা ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ঐ কৌটায় ভরিতে হইবে। কাটিবার সময় কণা মাত্র ফলের খোসা বা একটী মাত্র ও বিচি যাহাতে না যায় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে নচেৎ সমুদয় পরিশ্রম বিফল হইবে।

৩। একটী কড়াতে (১ সের জলে তিন পোয়া চিনি হিসাবে) জাল দিয়া রসা তৈয়ারী কর; রসকে বেশ গাঢ় করিতে হইবে। বিশেষ ফলের জন্য বিশেষ রকমের রসের প্রয়োজন। আমের জন্য গাঢ় রসের এবং আনারসের জন্য অপেক্ষাকৃত পাতলা রসের প্রয়োজন।

৪। তৎপরে ফলপূর্ণ কৌটাগুলি চিনির রসে পরিপূর্ণ করিয়া, টিনের ঢাকনি দিয়া চতুষ্পার্শে রাংঝাল দিয়া বেশ ভাল করিয়া বন্ধ করিতে হইবে। শেষে ঢাকনীর মাথার উপর একটু পেরেক দিয়া খুব ছোট করিয়া ছিদ্র করিতে হইবে।

৫। এখন এই ফল ও রসে পরিপূর্ণ আবদ্ধ কৌটাগুলিকে সারি সারি একটি পাত্রে বসাইয়া সেই পাত্রে জল ঢালিতে থাক। কৌটাগুলির মাথা গুলি যেন (যেখানে পেরেকের ছিদ্র আছে, তাহা) জলের উপরে থাকে। কারণ ঐ ছিদ্র দিয়া যদি কোন প্রকারে জল ভিতরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে ফল পচিয়া যাইবে।

৬। এখন ঐ পাত্রটী লইয়া উনানের উপর রাখিয়া জাল দিতে হইবে। খুব বেশী করিয়া জাল দিতে হইবে—যেন জলের উত্তাপ ১৮০ ডিগ্রির উপরে যায়—কিন্তু ২১০ ডিগ্রির উপরে না যায়। কৌটাগুলির ঢাকনীর মাথার উপর পেরেকের ছিদ্র দিয়া ফলের ভিতরের বাতাস যদি কিছু থাকে তাহা হইলে বাহির হইয়া যাইবে।

৭। তারপর এক একটী কৌটা তুলিয়া রাংঝাল দিয়া ঐ ছিদ্র বন্ধ করিলেই উত্তমরূপে বায়ুহীন করিয়া আবদ্ধ করা হইল।

গরম জল ফুটাইলে ফলের ভিতর চিনির রসে যে উদ্ভিদাণু সকল থাকে তাহা সমস্তই মরিয়া যায়। এবং উদ্ভিদাণু ও বায়ুর অবর্ত্তমানে কোন জিনিষ পচে না। আমি সামান্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে ১০০৲ এই কারবারে ফেলিলে মাসে ৪৫৲ অনায়াসে লাভ পাওয়া যায়।

যদি কেহ এই ব্যবসা করেন তাহা হইলে তিনি নিজে লাভবান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও উপকার করিবেন।

কাজের কথা

---

* এই প্রবন্ধে আম ও আনারস Preserve করিয়া বিদেশে পাঠান সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা ভ্রমাত্মক। এদেশের বিখ্যাত Bengal Canning and Condiment কোম্পানী বিদেশে আম ও আনারসের টীন বেচিতে পারিতেছেন না। তাহার কারণাদি সম্বন্ধে বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। সম্পাদক।

মুক্তার চাষ

যতপ্রকার সুন্দর ও মূল্যবান জিনিষ অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যে মুক্তা অন্যতম। খৃষ্টের জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিছরের কোন কোন সমাধিতে মুক্তা দেখা গিয়াছে বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়। ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে পারস্যে ইহা অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হইত। পুরাতন ঐতিহাসিক মুক্তার মধ্যে "দি হোপ" (The Hope), "সায়েস্তা খাঁ" "শাহ্ সুফী" ও "শাহজাহান" নামক মুক্তাই প্রসিদ্ধ।

ঝিনুকের মধ্যেই মুক্তা হয়ে। কিন্তু সব ঝিনুকের মধ্যেই যে মুক্তা জন্মে তাহা বলা যায় না। এ পর্য্যন্ত যতপ্রকার (বা জাতীয়) ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা দেখা গিয়াছে, তাহার মধ্যে নাইয়েডিস্ (Naiades), এভিকুলিডেই (Avicuiidae) ও মাইটিলিডেই (Mytilidae) প্রভৃতিই উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে নাইয়েডিস্ জাতীয় ঝিনুক নদী, হ্রদ, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদিতে দেখা যায় এবং অবশিষ্ট দুইপ্রকার ঝিনুক সামুদ্রিক লোনা জলেই থাকে।

নদী ও পুকুরের যে সব ঝিনুকে মুক্তা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহা স্থলভেদে নানা জাতিতে বিভক্ত। চীন, জাপান, আমেরিকা ও ইউরোপের মিষ্টিজলে যে যে জাতীয় ঝিনুক থা'কতে পারে, ঠিক তেমনি ঝিনুক যে আমাদের দেশে থা'কবে তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। চীনে যে জাতীয় ঝিনুকে মুক্তা দেখা যায়, আমেরিকার নদনদীতে সেই জাতীয় ঝিনুক দে'খতে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, আমাদের দেশে হয়ত বিভিন্ন প্রকারের ঝিনুকেও মুক্তা থাকিতে পারে। আবার একই জাতীয় সব ঝিনুকের মধ্যেই যে মুক্তা থা'কবে তাহাও বলা চলে না। কেন একই জাতীয় ঝিনুকের মধ্যে সর্ব্বদা মুক্তা জন্মাবে

না, তার উত্তর দিতে হ'লে মুক্তার জন্ম বৃত্তান্তের সমালোচনা দরকার।

মুক্তার উৎপত্তি সম্বন্ধে সব বৈজ্ঞানিক একমত নন। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে প্লীনি (Pliny) বলেছিলেন যে, ঝিনুক যখন জলের উপর ভেসে উঠে মুখ খোলে, তখন তাহার ভিতর শিশিরবিন্দু প্রবেশ করে। ঐ শিশির বিন্দুই ঝিনুকের আভ্যন্তরিক কোন প্রক্রিয়া বশতঃ মুক্তায় পরিণত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে প্লীনির বিবরণ ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয়। জেমসন (Jameson) ও ডুবিসের (Dubois) মত এই যে—ঝিনুকের ভিতর কোন পোকা (Trematope, Cercaria) প্রবেশ করিলে তাহাতে ঝিনুক অসোয়াস্তি অনুভব করে এবং তাহা নিবারণের জন্য একপ্রকার তরল পদার্থ নির্গত করে; উহাতে ঐ পোকাটী বা পোকা গুলি ঢেকে যায় এবং পরে উহা শক্ত হয়। তখন উহা মাংসের পর্দ্দা (Mantle) ও খোলা (Shell) এর মধ্যে কিম্বা মাংসের মধ্যেই অবস্থান করে। স্বভাবতঃ খোলা (Shell) তৈরীর জন্যই উপোরক্ত তরল পদার্থ নির্গত হয়। তাই খোলা (Shell) বা যাহাকে সাধারণতঃ ঝিনুকই বলা হয়, তাহাও রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে একই জিনিষের বা পদার্থের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়ের মধ্যে শতকরা ৯১. ৭২ (Carbonate of lime) ৫. ৯৪ ভাগ জৈব পদার্থ বা (organic matter) এবং ২. ৩৪ ভাগ জল দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহাতে বুঝা যায় যে উভয়ের মধ্যে একমাত্র আকারে ছাড়া, পদার্থে কোন প্রভেদ নাই। আধুনিক জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক রুবেস বলেন, উপরোক্ত প্রকারের পোকা ছাড়া ঝিনুকের মধ্যে যে কোন প্রকার পদার্থ যেমন পাথর কুঁচো, বালি, বা ঝিনুকের টুকরা ইত্যাদি প্রবেশ করিলেও তাহাতে প্রকৃত মুক্তা হইতে পারে। ইহাও পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। তাহা হইলে ইহা ধরা যেতে পারে যে, ঝিনুকের ভিতর যে কোন প্রকার (অপেক্ষাকৃত) শক্ত পদার্থ প্রবেশ করিলে তাহাতেই মুক্তা হয়, যদিচ ইহা সময় সাপেক্ষ। ইহাতে ইহাও অনুমান করা যায় যে, ঝিনুকের ভিতর কোন প্রকারে কোন শক্ত পদার্থ প্রবেশ করাইতে না পারিলে মুক্তা জন্মাইবার সম্ভাবনা নাই।

পারস্য উপসাগরে, লোহিত সাগরে, সিংহলে পানামায়, ভেনিজোয়েলার ও মাদ্রাজের দক্ষিণাঞ্চলে পকপ্রণালীতে যে মুক্তা পাওয়া যায়, তাহা স্বাভাবিক ভাবেই ঐ সব স্থানে জন্মায়। পারস্য উপসাগরে অতি প্রাচীন কাল হইতেই মুক্তা তোলা হইতেছে। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে পারস্য উপসাগরের বাহারনদ্বীপে বার্ষিক ১২০,০০,০০০৲ টাকার মুক্তা তোলা হইত। এখন ৬০,০০,০০০৲ টাকার মুক্তা তোলা হয় কিনা সন্দেহ। এইরূপে অন্যান্য স্থানেও ক্রমশঃ মুক্তা তোলার ব্যবসা কমিয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমানে একমাত্র পারস্য উপসাগর ছাড়া অন্যান্য স্থানে মুক্তা তেমন পাওয়া যায় না বলিলেও হয়। ইহার কারণ অতি মাত্রায় তোলা ছোট ও ডিমধারী (Breeding) ঝিনুকের রক্ষণোপযোগী ব্যবস্থার অভাব। এখন কোন কোন স্থানে ঝিনুক রক্ষার্থে আইনের প্রচলন হইলেও তাহাতে বিশেষ ফল দেখা যাইতেছে না। দিন দিন মুক্তার অভাব হইতেছে, অথচ সে অনুপাতে মুক্তারপ্রতি লোকের আগ্রহ দিন দিন কমার পরিবর্ত্তে বাড়িতেছে। ক্রমশঃ মুক্তার দাম

যেমন বাড়িতেছে তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মুক্তা বা মুক্তার অনুকরণে কৃত্রিম মুক্তা তৈয়ারী চেষ্টা হইতেছে।

কৃত্রিম মুক্তা প্রধানতঃ দুই উপায়ে প্রস্তুত হয়; প্রথম মুক্তার স্বাভাবিক চাষ,—দ্বিতীয়,—রাসায়নিক পদার্থের সংযোগ।

রাসায়নিক দ্রব্য সংযোগে যে কৃত্রিম মুক্তা তৈরী হয় তাহা এখানে আমাদের আলোচ্য নহে। মুক্তার চাষের দ্বারা যে মুক্তা তৈরী করা যায় তাহা প্রকৃত মুক্তারই অনুরূপ। উভয়ের মধ্যে মোটামুটী প্রভেদ এই যে প্রাকৃতিক ভাবে ঝিনুকের ভিতর যে মুক্তা জন্মে তাহাতে মানুষের সহায়তার দরকার হয় না, কিন্তু চাষের দ্বারা যে মুক্তা তৈরী হয় তাহাতে আংশিকভাবে আমাদের সহায়তার প্রয়োজন। মুক্তার চাষ করিতে হইলে প্রথমে ঝিনুকের চাষ করিতে হয়।

পূর্ব্বেই বলা হ'য়েছে ঝিনুক লোনা ও মিষ্টি জলে থা'কলেও তাহারা বিভিন্নজাতীয় সুতরাং তাহাদের চাষের প্রণালীও পৃথক। লোনা-জলে যে ঝিনুকের চাষ হয় তাহার মধ্যে ওয়েস্টারই (oyster) প্রধান। মুক্তার চাষ ছাড়াও খাদ্যের জন্য ফ্রান্স, আমেরিকা ও জাপানে উহার যথেষ্ট চাষ হয়। মুক্তার জন্য উহার চাষ একমাত্র জাপানে ছাড়া অন্য কোথাও তেমন বেশী হয় ব'লে মনে হয় না। বোধ হয় সকলেই ইহা স্বীকার ক'রবেন যে জাপান এক্ষেত্রে অগ্রণী। জাপানে যাহারা মুক্তার চাষ করে তাহাদের নিজের নিজের চাষের প্রণালীর প্যাটেণ্ট আছে। সুতরাং একে অন্যের অনুকরণ করিতে পারে না। ঐ প্যাটেণ্টের দরুণ অন্য দেশেও কেহ জাপানের অনুকরণ করিতে পারে না। জাপানী চাষীরা কখনও তাহাদের মুক্তার চাষের প্রণালী বিদেশী কাহাকেও দেখাইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। জাপানের মুক্তা চাষের নিয়ম প্রণালী সম্বন্ধে যতটা জানা যায় তাহা একমাত্র মুক্তার চাষের রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা যাহা জানা যায় সেই জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে।

আহমদর রহমান নেজাম (মোহাম্মদী)

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

মাধুকরী।

মুখ দেখিয়া চরিত্র নির্ণয়।

মুখ দেখিয়া চরিত্র নির্ণয় করা একটি গুণপণা। অনেক পরীক্ষার পর বিশেষজ্ঞরা স্থির করিয়াছেন যে চতুর লোকের মুখ মণ্ডলের উপরিভাগের গঠন অল্প বুদ্ধিমানের চেয়ে ঢের উন্নত; চতুরদের কপাল যেমন উচু তেমনই প্রশস্ত এবং নাক বেশ সুস্পষ্ট ও লম্বা হয়।

সঙ্কীর্ণমনাদের মুখ সাধারণতঃ লম্বা ও সরু হয়। যাহারা দুর্ব্বলচিত্ত, দোষ ও গুণ বিচারে অক্ষম

এবং পরছিদ্রান্বেষী তাহাদের দাড়ী প্রায়ই সরু ও অপ্রশস্ত হয়।

গোলমুখেরা সর্ব্বদা হাসি ঠাট্টা ভালবাসে। তাহারা অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত ও স্পষ্টবাদী হয়। চৌকা দাড়ীওয়ালারা খুব একগুঁয়ে, কষ্ট সহিষ্ণু ও কর্ম্মঠ হইয়া থাকে। যাহাদের থুত্‌নি খুব উঁচু তাহাদের যথেষ্ট উপস্থিত বুদ্ধি যোগায় এবং তাহারা খুব কঠিন কার্য্যেও পশ্চাৎপদ হয় না।

যাহাদের ভ্রূ খুব ঘন, তাহারা সাধারণতঃ দৃঢ়-চিত্ত ও দীর্ঘজীবী হয়। পাতলা ভ্রূওয়ালা লোকেরা সাধারণতঃ দুর্ব্বলচিত্ত হইয়া থাকে।

যাহাদের ভ্রূর মধ্যস্থল উঁচু তাহারা খুব রসিক হয়। অল্প উঁচু ভ্রূওয়ালাদের সাধারণ বুদ্ধি খুব কার্য্যকারী হইয়া থাকে। জোড়া ভ্রূর লোকেরা খুব কপালে হয় বলিয়া এ দেশের বিশ্বাস আছে।

ঠোঁট পাতলা ও গোল হইলে তাহারা কলা-বিদ্যায় পারদর্শী, মিষ্টভাষী এবং সরল চিত্ত হয়।

মোটা ঠোঁটওয়ালারা প্রায়ই বদমেজাজী ও স্বার্থপর হইয়া থাকে। গঠনহীন ঠোঁট যাহাদের তাহারা কোন মতামত প্রকাশে অক্ষম ও দুর্ব্বল-চিত্ত হয়।

ইহুদিদের নাকের মত খগনাসাবিশিষ্ট লোকেরা সাধারণতঃ বন্ধুবৎসল, শান্তিপ্রিয় ও শান্ত প্রকৃতির হইয়া থাকে। ইহারা বিলাসী হয়। ব্যবসা বাণিজ্যে ইহাদের যথেষ্ট দক্ষতা লক্ষিত হইয়া থাকে।

পাতলা নাকওয়ালা সাধু, সাহসী, ঠাণ্ডা মেজাজী এবং দৃঢ়চিত্ত হইয়া থাকে। ছোট নাক যাহাদের তাহারা প্রায়ই অহঙ্কারী হয়।

লম্বা, পাতলা ও খুব সরু নাক যাহাদের তাহারা প্রায়ই মন্দভাগ্য হয়। এই সব লোকেরা অহঙ্কারী, একগুঁয়ে ও তার্কিক হইয়া থাকে।

(বরিশাল)

কবির গান।

আটচালাতে কবির গান সুরু হ'য়েছে।
কোনটা লব বলে এরা চিত্তেন ধরেছে॥
সরাসরি লব খাটি,
কিম্বা লব ভেজাল যেটি—
এই না ব'লে দলে দলে
এরা মেতে গিয়েছে॥

দাতা কেবা নাই ঠিকানা,
কে বল্‌ছে এদের "এসো লও না!"
জোনাকি পোকার আলো কে
এরা চাঁদের আলো ঠাউরেছে॥
বাতিকের ঘোর পিপাসা'
পাবে না যে - পাবার আশা,

মায়া নদী দেখে এরা
জলের আশে ছুটেছে ॥
(এদিকে) মা যে প'ড়ে ভাঙ্গা ঘরে,
দিবানিশি আঁখি ঝরে,
কে বলে তার তত্ত্ব করে,
এদের মত্ত নেশা চেপেছে ॥
ভাঙ্গা হাটে ঘাটে বাটে,
অন্নের তরে কান্না উঠে,—
এরা বে-পরোয়া খরচ ক'রে
কবির আসর সাজিয়েছে ॥
হাজার হাজার ভক্টিয়ার,
তুরুখ-সওয়ার—কিবা বাহার
ঝুমঝুমির তামাসা দেখে,—
ওই যে ওরা হাস্তেছে ॥

মাকালের রঙটা দেখে,
রসাল ব'লে ভেবে তাকে,
সেটা, পাবার তরে ধাঁধার ঘোরে,
এরা আঁধার পথে দৌড়েছে ॥
বাজে গোলে দিন ফুরালো,
আসল কাজ কে করে বলো,
এরা গোড়া ছেড়ে ডগা নিয়ে,
মাতামাতি লাগিয়েছে ॥
(এদের) সুবুদ্ধি হবে কত দিনে,
মোড় ফিরাবে ঘর চিনে,
পঙ্কু এখন মনে মনে,
সেইটি কেবল ভাবতেছে ।
(বঙ্গবাসী)*

* বঙ্গবাসীতে কংগ্রেস উপলক্ষে লিখিত।

বিহারের কৃষক

বিহারের চাষীর অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া আসিতেছে। দেশকে রক্ষা করিতে হইলে অবিলম্বে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে এই নাশের পথ হইতে উদ্ধার করা দেশ নেতাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

এখানকার চাষীরা বলিষ্ঠ; চালাইয়া লইলে কঠোর পরিশ্রম করিতে পারে। চাষ আবাদের জমিরও বিশেষ অভাব নাই; তথাপি বৎসরের পর বৎসর তাহারা দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। বৎসরের মধ্যে অনেক দিন তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না; এবং ক্ষুধার তাড়নায় বাঙ্গালা দেশে গিয়া ম্যালেরিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বিনা চিকিৎসায় মরিয়া যায়—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, এবং একথা চিন্তা করিয়া ইহার প্রতিবিধানের জন্য তৎপর হইবার মত লোক বিহারে নাই বলিলেই হয়।

বিহারী যুবকেরা বলেন, বিহার বিহারীদিগের জন্য; কিন্তু সে কথা চাকুরি লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়। বিহার হইতে বহু লোক যে কুলি এবং চাকরের কাজে চলিয়া গিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে, সে চিন্তা এই শ্রেণীর লোকেরা করেন না।

সহরের সরকারী দপ্তরে এখন বহু বিহারী চাকুরী করিতেছেন; কিন্তু লোক সংখ্যার হিসাবে সে অতি কম এবং তাহাতে এই কঠিন সমস্যার এক বিন্দুও সমাধান হয় না।

বিহারী যুবকগণের দেশ-প্রীতির অস্বাভাবিক ভার কথা বিহার প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেই জানেন; বিহারের অ-বেহারী অর্থে বাঙ্গালী; মাড়ওয়ার হইতে যাহারা বিহারে আসিয়াছেন, তাঁহারা অ-বেহারী নন।

বিহারে চাকরীর বাজারে বাঙ্গালীর দিন আর নাই; বোধ হয় তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে প্রকৃত কল্যাণের কথা। একদিন বিহারে বড় চাকুরে ছিলেন বাঙ্গালী, বড় উকিল ছিলেন বাঙ্গালী, বড় ডাক্তার ছিলেন বাঙ্গালী। স্কুলের শিক্ষকেরাও

বাঙ্গালী ছিলেন ; আজিও কলেজ গুলির অধিকাংশ অধ্যাপক বাঙ্গালী। কিন্তু বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা এখানে আর অপ্রতিহত নাই। প্রবাসী বাঙ্গালীর অধঃপতনই তার একমাত্র কারণ নয় ; আরো কারণ যাহা তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলে বুদ্ধি-হীন তার পরিচয় দেওয়া হয়।

শিক্ষিত বিহারী এখন চাকুরি ও ওকালতীতে ঝুঁকিয়াছেন। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালীর ওপথ রুদ্ধ হইলেও অন্য পথ ভাল করিয়াই উন্মুক্ত রহিয়াছে। বুদ্ধি এবং অর্থের অভাবে বিহারের কৃষির অবস্থা মোটেই ভাল নয় ; শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক এদিকে মন দিলে বিহারের আর্থিক অবস্থা উন্নত করিতে পারেন এবং সেই সঙ্গে নিজের দিনও সুখে চলিয়া যাইতে পারে। বাঙ্গলার যুবক শ্রেণীর দৃষ্টি এদিকে ফিরিলে বাঙ্গলা এবং বিহার উভয়েরই কল্যাণের কথা।

চাষার অবস্থা যে কত মন্দ হইয়াছে, তাহা গ্রামে আসিয়া গরু বাছুরগুলি দেখিলে আর কোন সন্দেহ থাকে না। বিহারের (আমার অভিজ্ঞতা ভাগলপুর জেলার) একটী দুগ্ধবতী গাভী গড়ে এক বেলায় এক পোয়া দুধ দেয়। তাহাদের উপযুক্ত পালনের ব্যবস্থা ইহারা ভুলিয়া গিয়াছে। চৈত্র বৈশাখে উপযুক্ত পানীয় জলের অভাবে বহু গরু মরিয়া যায়। গৃহস্থ কপালে হাত দিয়া বলে —অদৃষ্ট, নসিব, প্রাক্তন।

বিহারে প্রচুর তাল এবং খেজুর গাছ আছে। তাড়ি ভিন্ন আর কোন কাজে তাহা আসে না। গুড়ের কথা বলিলে লোকে হাসে।

হাওড়া জেলায় শুনিয়াছি তালের গুড় হয়। বিহারে হাজার হাজার তাল গাছ অমনই দাঁড়াইয়া আছে। হাওড়া জিলার লোক আসিয়া তালের গুড় এবং মিছরী করিতে পারিলে বোধ হয় দেশের অনেক আর্থিক সাহায্য হয়। এই কাজ চাষ আবাদের উপর অধিকন্তুরূপে করা চলিতে পারে।

জমির দাম মোটামুটি এক শত টাকা বিঘা। বেশী জমি খরিদ করিলে আরো সস্তা হয়। খাজনা ৩৪ টাকা।

মাঠের গোবর তুলিয়া পোড়ান হয়। হাড় চালান যায়। সুতরাং মাটির উৎপাদিকা শক্তি দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

ধান চাষের জন্য জলের কোন ব্যবস্থা নাই, এবং দরিদ্র চাষারা করিতেও পারে না। বৃষ্টি হইলে ধান হয়, নহিলে কপালে করাঘাত।

জলের ব্যবস্থা করা ব্যয়সাধ্য নহে, কেননা দিন মজুরী ৩।৪ আনা মাত্র।

বিহারের স্বাস্থ্য ভাল। প্রচুর আখ এবং তরি তরকারি ও ফল ইহার মাটিতে জন্মায়।

ঘরের কাছে বাঙ্গলার যুবকদিগের বিহার একটি লোভনীয় কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পারে না কি ?

(শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়)

---

* বিহারের সাঁওতাল পরগণায় বাকা, সিমুলতলা, দেওঘর, দুমকা, মিহিজাম, জামতাড়া প্রভৃতি স্থানে এবং রাঁচী, চক্রধরপুর, পালুটি, ময়ুরগঞ্জ প্রভৃতি দেশে আমাদের সন্ধানে অনেক জমি আছে। ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে সবিশেষ বিবরণ পাঠানো হয়।

কৃষকের ছড়া।

"আছে গরু না বয় হাল তার দুঃখ চিরকাল"
মোরা ভাই চাষীর ছেলে, দিওনা মিছি গাল্,
শুক্‌নো পেটে লাঙল টানা, চলে কত কাল ?

বলদের খাদ্য।

এক মুঠো নুন দেয়ে ভাই, তিরিশ মুঠো ছোলা,
তার অর্দ্ধেক খোল্ আর খড়, ঘাস তোলা।
ছানি দিবি দুবার রেতে, দিনে লবণ দানা,
চার বার ক'রেদিবি জল, চাসে ফল্‌বে সোণা।

গাইয়ের খাদ্য।

কাঁচা ঘাস দেদার চাই, খড় দিবি আঠার পাই॥
খোল্ সের, ছটাক নুন, ফেন দিবি শতেক গুণ।
কাস জিরা মসিনা মুঠো, মাস মুসুরি, সেরেক কুটো॥
গাইয়ের দুধ মুখে, সাধু জন থাকে সুখে॥

ভাল গাইয়ের লক্ষণ।

রেশমি লোম, পাতলা চাম, হরিণ মুখো,
পাছায় ঠাম॥
গালায় বড়, আঙুলে বাট, দুধের রগ,
গলার বাঁধ
এরূপ দেখে কিনগে গাই, ইহার চেয়ে বিশেষ নাই॥

ভাল বলদের লক্ষণ।

যোয়াল ঘাড়ে কিনবি হেলে, ছয় দাতের ডাগড়া
পেলে,
মোটা মোটা হাড়, ঘাড় কাঁধ সার,
চওড়া পিঠ চওড়া বুক। হিস্ কর্‌তে দেয়রে ছুট॥
পাছের হাঁটু সামনের পা। বিশেষ করে দেখবি যা
যদি চলে কষে, ছেড়ে দিবি রোষে,
ঠক্‌বি কেন চাষীর ছেলে কষ্টের কড়ি সাগরে
ফেলে॥

শ্রীমহেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

মাড়োয়ারীর দোকানদারী

আজ প্রায় মাস কয়েক আগে যখন আমি এক দিন পোষ্ট আফিসে দাঁড়াইয়া আছি, সেই সময়ে দেখিলাম যে একটা মোটরবাস্ এসে ঠিক সেই-খানেই থা-ল। বাস্‌থেকে ২।১ জন আমার চেনা লোক নাব্‌ল। তার সঙ্গে দেখ্‌লাম যে দুইজন অতি শীর্ণকায় মাড়োয়ারী তাহাদের যথাসম্ভব আসবাবপত্র—১টা করিয়া লোটা ১টা করিয়া পুটলী ও একটী বড় লাঠি নিয়ে নাব্‌ল। তাদের চেহারা দে.খ মনে হোল যে তারা যেন কোন এক দূরদেশ থেকে কোনবিশেষ কাজের ফিকিরে এখানে এসেছে; আমিও একটু উৎসুক হয়ে তাদের জিগ্যেস কর্‌লাম যে তারা কোত্থেকে ও কিসের সন্ধানে এখানে আস্‌চে ?—তাদের মধ্যে একজন একটু ব্যস্ত ভাবে বল্লে যে তারা মুল্লুক থেকে 'এখানে কোন

রোজগারের চেষ্টায় এসেছে। আমাকে আর কোন প্রশ্নের অবসর না দিয়ে তারা এই বলেই সেখান থেকে রওনা হয়ে পড়ল।

এর কিছুদিন পরে যখন একদিন শনিবারে দোকানে বসে বেচাকেনা করছি, সেই সময়ে আমি দেখলাম যে একজন অচেনা মাড়োয়ারী এসে আমার সামনে একটা লোটা এনে 'জয় শনি মহারাজের জয়' এই বলে দাঁড়াল।

আমি প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারি নাই যে লোকটার এইরূপ করবার মতলবটা কি ! লোকটাকে যে আমি একবার কোথায় দেখেছি ঠিক তাহা মনে করে উঠতে পারলাম না। আমি তার আগমনের কারণ জিজ্ঞাস করায় সে সেই লোটাটার উপর একটা টিনে আঁকা চেহারা দেখিয়ে বল্লে

"আমি এই শনিমহারাজার পূজা করি ও প্রত্যেক শনিবার প্রাতে এই মূর্ত্তিটা নিয়ে তাঁর সেবা ও পূজার খরচ যোগাড় করিবার জন্য বাহির হই।"

আমি তার এইরূপ কথা শুনে সেই লোটাটার মধ্যে একটা পয়সা ফেলে দিলাম ও মনে মনে শনিমহারাজকে স্মরণ করিলাম। এর পর দেখতাম যে প্রত্যেক শনিবার সে সেই লোটাটা নিয়ে আমাদের দোকানে আসত; আমরাও নিয়ম মত ১টা করে পয়সা দিতাম। এইরূপ কিছুদিন যাবার পর সে শনিবার দিন ছাড়া অন্য ২.৪ দিনও এমনি আমাদের দোকানে আসত ও আমাদের সহিত আলাপ কোরত ও আমাদের বেচাকেনার উপর বেশ দৃষ্টি রাখত।

আমাদের দোকানে ছোট ছোট ছেলেরা সব সময়ে লেবেনচুস ও ছোট বিস্কুট কিনতে আসে। এইরূপ বিস্কুট ও লেবেনচুষের ১ পয়সার খদ্দের আমাদের দোকানে খুব বেশী আছে। ছোট ছেলেদের কাছে এইরূপ বেশ বিক্রি দেখে সেই মাড়োয়ারী কি ভেবে আমাদের একদিন বল্লে,

"বাবুজি ! আপনি আমাকে রোজ এইরূপ কিছু কিছু বিস্কুট ও লেবেনচুষ দিন, আমি স্কুলের দ্বারে ছোট ছোট ছেলেদের বেচে রোজ আপনার দাম চুকিয়ে দিয়ে যাবো, কোন রকম বাকী রেখে পালাবো না।"

সেই মাড়োয়ারীর সঙ্গে এই কয়দিনে আমাদের একরকম আলাপ হয়ে গেছেল ব'লে আমি আর এ অনুরোধ এড়াতে না পেরে সেই দিন থেকেই তাকে রোজ আধ সের লেবেনচুষ ও আধ সের ছোট বিস্কুট ধারে দিতে লাগলাম।

লোকটা ঠিক মত সেই মাল বেচে সন্ধ্যার সময়ে আমায় দাম দিয়ে যেতো। এই বিস্কুট লেবেনচুষ সে ছেলেদের এক পয়সা, দুইপয়সা করে বেচত না। —লটারি কোরত, কারও ভাগ্যে এক পয়সায় ৪টাও আসত, আবার কেউ এক পয়সায় পনেরটাও পেত। এইরূপ লটারী করে সে একরকম ছেলেদের হাত করে ফেলেছিল ও রোজই মাল বেচে ৷৹ আনা ৷৵৹ আনা লাভ করতে লাগল। এখানে বলে রাখি যে, সে রোজই এইরূপ বেচত, কিন্তু শনিবার দিনটা কেবল তার পুরাতন ব্যবসা সেই শনি মূর্ত্তিটা নিয়ে বাহির হোত।

এইরূপ ভাবে দুটী ব্যবসা করে, যখন সে হাতে প্রায় বিশ পঁচিশ টাকা জমিয়ে ফেল্লে, তখন প্রত্যেক হাটে হাটে দুই বস্তা করে নুন বেচতে লাগল। সে এইরূপ ভাবে নুন বেচেও তার মহাজনকে সন্ধ্যার সময়ে ঠিক দাম দিয়ে আসত। শনিমহারাজের দয়ায় তার এই ভাবে ৩টী ব্যবসা বেশ চলতে লাগল। তার এইরূপ ব্যবসা করবার বুদ্ধি দেখে আমি খুব আমোদ পাইতাম ও সময় পাইলে তার বাসায় গিয়া মধ্যে মধ্যে গল্প গুজব করতাম।

এর পরথেকে সে আর ঠিক সময় মত আমাদের দোকানে লেবেনচুষ ও বিস্কুট নিতে আসত না। কিন্তু শনিবার দিন সে ঠিক সেই মূর্ত্তিটী নিয়ে হাজির হোত। তাকে শনিবার ছাড়া অন্য দিন আর না দেখতে পেয়ে আমি ভাব্তাম যে, সে আবার কিছু নূতন ফিকিরে ঘুরচে।

এইরূপ ভাবে কয়েকমাস যাবার পর, যখন একদিন আমি বাজারে মাল কিন্‌তে গেছি তখন দেখি যে মহাজন পটির মধ্যে একটী নূতন দোকান হয়েছে। এই দোকান যে কার তা আমি তখন ঠিক করতে পারি নাই। দোকানে সেইদিন মহাজনকে না দেখে, আমি তার দোকানের একটী ছোকরাকে জিগ্যেস কর্‌লাম যে এটা আবার কার দোকান খুল্লে, আর তার মহাজনই বা কোথায়? সে বল্লে "এটা রামগোপাল শিউকিশনের গদি—ইনি হালে মুলুক থেকে এখানে মহাজনি করতে এসেছেন।"

এর কিছু দিন পরে যখন আমি একদিন বাজারে গস্ত কর্‌তে বাহির হয়েছিলাম সেই দিন আমি বাজারে প্রথমেই সেই নূতন গদীতে যাব ঠিক করেছিলাম। দোকানে ঢুকেই দেখি যে আমার সেই লেবেনচুষ ও বিস্কুটএর পুরাতন খদ্দেরই আজ শেঠ হয়ে বসে খতেন লিখচে। সে আমাকে দোকানে দেখে খুব আনন্দিত হয়ে "আইয়ে বাবু, বইঠিয়ে বাবু, বলে খুব আপ্যায়িত করে বসালে ও অনেকক্ষণ ধরে তার এই নূতন ব্যবসার কথাবার্ত্তা ব'লে অনেকক্ষণ আলাপের পর আমি সেইদিন তার কাছ থেকেবিদায় নিয়ে নিজের কাজে বাহির হয়ে পড়লাম।

তার পর থেকে যখনই আমি বাজারে যাই তখনই সে আমাকে খুব সম্মানের সহিত রাম রাম বাবু বোলে তার কৃতজ্ঞতা দেখায় ও আমিও "জয় রামজি বলে" তার প্রত্যুত্তর দি ও মনে মনে শনি-মহারাজা আমাদের দলের উন্নতি করুণ এই প্রার্থনা করি।

শ্রীযতীশচন্দ্র চৌধুরী।

গ্রাহকদিগের প্রতি নিবেদন

১। আমরা বৈশাখ সংখ্যা ভিঃ পিঃ করতঃ ৩৬ সালের বার্ষিক মুল্য আদায় করিতে চাহি।

২। এ বৎসর যাঁহাদের গ্রাহক থাকার ইচ্ছা নাই তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তাহা জানাইবেন।

৩। যাঁহাদের গ্রাহক থাকার ইচ্ছা আছে অথচ বৈশাখ মাসে টাকা দেবার সুবিধা নাই তাঁহারা আশ্বিন মাসের পূর্ব্বে যে কোনও সময় টাকা দিতে পারেন। কোন্ মাসের কাগজ ভিঃ পিঃ করিলে তাঁহাদের সুবিধা হয় তাহা জানাইলে বৈশাখে ভিঃ পিঃ না করিয়া সেই মাসে ভিঃ পিঃ করিতে পারি।

৪। যাঁহারা কোনও সংবাদ না দিবেন তাঁহারা ৩৬ সালেও গ্রাহক থাকিবেন বলিয়া আমরা বুঝিব এবং তদনুযায়ী বৈশাখ সংখ্যা তাঁহাদের নিকট ভিঃ পিঃ করিব।

সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, অকারণ—কেহ আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ করিবেন না

ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী।

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থাকার্স, পি, এম, বাক্‌চী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা। অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন। আপনি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায়কেন্দ্রের সাইকেল-ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি যদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealerএর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ্, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা. তেঁতুল, সুপারি, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন, —যাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন— তাহা হইলে অতি সহজেই তিনি নানা স্থানের মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী দেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে circular জারী করিয়া, এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। যাঁহারা দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভ-সঙ্কল্প-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

চারি আলী

বিশ্বনাথ ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল দূর; প্রতি সপ্তাহে হাট হইয়া থাকে; হাটে সমস্ত জিনিষের আমদানি হয়। তাহা ছাড়া ধান্য, চাউল, ও পাট পাওয়া যায়। ওজন ৮০ ও ৮৪

চারালী ব্যবসায়ীগণের তালিকা; পোঃ চারালী জিঃ দরং (আসাম)

ষ্টেশনারি দোকান

১। সোস্তারাম মহা দেও
২। ত্রিলোচন ভুধর শর্ম্মা

চাউল, ঘৃত, ময়দা, চিনি প্রভৃতি

১। সোস্তারাম মহা দেও
২। সেখ বকাওন মিঞা
৩। ত্রিলোচন ভুধর শর্ম্মা

কাটা কাপড় ও কাপড় বিক্রেতা

১। সোস্তারাম মহা দেও
২। সেখ বকাওন মিঞা

সাইকেল ও সরঞ্জাম বিক্রেতা

১। বিশ্বনাথ চৌধুরী

কাঁসা পিতল বিক্রেতা

১। সোণারাম মহা দেও
২। ত্রিলোচন ভূধর শর্ম্মা

ঔষধ বিক্রেতা

১। বিশ্বনাথ ষ্টোরস

শরিষা ও পাট ব্যবসায়ি

১। সোণারাম মহা দেও
২। বানী রাম দাস
৩। কমলা কান্ত দাস

সুটীয়া

এটা দরং জিলার একটী থানা; প্রতি সপ্তাহে এখানে হাট হয়; হাটে চাউল, ধান্য, গরু, মহিষ, ইত্যাদি এবং গৃহস্থের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষেরই আমদানি হয়। ওজন ৮০ এবং ৮৪

বিশ্বনাথ ষ্টীমার ষ্টেশন হইতে ১২ মাইল দূর। পাট, শরিষা ও ধান যথেষ্ট পাওয়া যায়

সুটীয়া ব্যবসায়ীগণের তালিকা পোঃ সুটীয়া, জিঃ দরং (আসাম)

ষ্টেশনারি দোকান

১। বিশ্বনাথ ট্রেডিং কোম্পানী
২। হাজি আরজান পিয়ার বকস বেপারী
৩। বাণেশ্বর শর্ম্মা
৪। সাদি খাঁন পাঞ্জাবী।

চাউল, ঘৃত, ময়দা, চিনি প্রভৃতি

১। বিশ্বনাথ ট্রেডিং কোম্পানী
২। মাই সিং মেঘ রাজ
৩। হাজারী মল মুলতান মল
৪। চতুর্ভুজ রাম প্রসাদ
৫। বাণেশ্বর শর্ম্মা

কাটা কাপড় ও কাপড় বিক্রেতা

১। সওকী রাম ধন রূপ
২। বিশ্বনাথ ট্রেডিং কোম্পানী
৩। হাজি আর জান পিয়ার বকস বেপারী
৪। বাণেশ্বর শর্ম্মা বড় কটকী

সাইকেল ও পার্টস বিক্রেতা

১। দি ফুকন ব্রাদার্স

অয়েল ষ্টোর

১। হাজী আর জান পিয়ার বকস বেপারী

কনট্রাক্টরস

১। অটল বিহারী দাস

শরিষা ও পাট ব্যবসায়ি

১। মাই সিং মেঘরাজ
২। হাজারি মল মুলতান মল
৩। চতুর্ভুজ রাম প্রসাদ
৪। বড় কটকী এজেন্সি

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন ; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা ১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" **নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ** অধ্যায় খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। বার

মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন ; তাহা হইলে রেজেষ্টারি বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭ পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চা'ন, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে Indian Trade Journal বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence
1 Council House Street,
Calcutta.

১১। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন। পত্র ইংরাজীতে লিখিতে হয়।

INDIAN TRADE JOURNAL

15th Novr, 1928

মোরগের পালক।

(R 163) পেশোয়ারের জনৈক মহাজন সোনালী রংএর মোরগের পালক সরবরাহ করিতে চা'ন।

চামড়ার টুকরা।

(R 164) মান্দ্রাজের জনৈক ব্যবসায়ী চামড়ার টুকরা বেচিতে চাহেন।

ঘড়িয়ালের চামড়া।

(R 165) লক্ষ্ণৌএর জনৈক ব্যবসায়ী নিম্নলিখিত জানোয়ারের চামড়া বেচিতে চা'ন।

(১) ঘড়িয়াল
(২) বন বিড়াল
(৩) খ্যাক্ শিয়ালী
(৪) „ শিয়াল

পট্টু, নামদা প্রভৃতি

(R 166) শ্রীনগরের জনৈক ব্যাপারী পট্টু, নামদা এবং নানারূপ পশমের কাপড়ের খরিদ্দার খুঁজিতেছেন।

ময়ূর পুচ্ছ

(R 161) লাহোরের জনৈক ব্যবসায়ী ময়ূরের পুচ্ছ সরবরাহ করিতে চাহেন।

শূকরের কুঁচী

(R 168) লক্ষ্ণৌএর জনৈক মহাজন শূকরের কুঁচীর খরিদ্দার খুঁজিতেছেন।

শজারুর কাঁটা

(R169) লাহোরের জনৈক ব্যবসায়ী শজারুর কাঁটা সরবাহ করিতে চাহেন।

গেরীমাটী (Red Ochre)

(R 170) লক্ষ্ণৌএর জনৈক ব্যাপারী প্রচুর পরিমাণে গেরীমাটী সরবরাহ করিতে পারেন।

পশুর হাড়

(R 171) টৌকিওর (জাপান) কোনও বড় কারখানা চিনি পরিষ্কার করার জন্য প্রচুর পরিমাণে পশুর হাড় খরিদ করিতে চাহেন।

INDIAN TRADE JOURNAL

22nd Nov. 1928

ডিভি ডিভি।

(R 172) দক্ষিণভারতের গণ্টুর নামক স্থানের জনৈক মহাজন ডিভি ডিভি সরবাহ করিতে চাহেন। চামড়া পাকাইবার জন্ত এবং কালী প্রস্তুত করিতে ডিভি ডিভি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

শুকনা ফল

(R 173) পেশোয়ারের জনৈক মেওয়ার মহাজন নানা রকমের শুষ্ক ফল বেচিতে চাহেন।

মধু ও মোম

(R 174) পেশোয়ারের জনৈক মহাজন প্রচুর পরিমাণে মধু ও মোম সরবরাহ করিতে পারেন।

শিমুলতুলা

(R 175) আমেদাবাদের জনৈক ব্যবসায়ী প্রচুর পরিমাণে শিমুল তুলা খরিদ করিতে চাহেন।

কথা বা খদিরের মূল

(R 176) পেশোয়ারের জনৈক ব্যাপারী খদিরের শিকড়ের খরিদ্দার খুঁজিতেছেন।

ম্যাঙ্গানীজ

(R 177) দক্ষিণভারতের গুণ্টুর নামক স্থানের জনৈক ব্যবসায়ী Manganese সংবরাহ করিতে চাহেন।

দার্জ্জিলিং চা

(R 178) মাদ্রাজের জনৈক ব্যবসায়ী চা বিক্রয়ের এজেন্সী লইতে চাহেন।

INDIAN TRADE JOURNAL

29th November 1928

ব্রাহ্মীশাক ও শাকের বীজ

(R 179) বোম্বাইয়ের কোনও ব্যবসায়ী ব্রাহ্মীশাক ও তাহার বীজ কিনিতে চাহেন। দেশভেদে উহার বিভিন্ন নাম,—থোলকুড়ী, থুলাকুড়ী, ব্রহ্মবটী, ব্রাহ্মী, ভেল্লারাই, কথব্রাহ্মী।)

লোহাপাথর (Iron Ores)

(R180) মাদ্রাজের কোনও ব্যবসায়ী Iron Ores এর খরিদ্দার খুঁজিতেছেন।

ম্যাঙ্গানীজ (Manganese ores)

(R 181) মাদ্রাজের কোনও ব্যবসায়ী মাঙ্গানীজের খরিদ্দার খুঁজিতেছেন।

নীম তেল

(R182) Raichur (Deccan) রাইচুড়ের এক ব্যবসায়ী নীম তৈল খরিদ করিতে চান।

রুবার্বের মূল

(R183) নিউইয়র্কের কোনও ব্যবসায়ী ভারতবর্ষ হইতে Rhubart Root খরিদ করিতে চান। ইহা একটী মসলা বিশেষ।

INDIAN TRADE JOURNAL
6th December 1928

ব্যারাইটীজ (Barytes)

(R 184) সার্গোধা (Sargodha in Punjab) হইতে কোনও ব্যবসায়ী ব্যারাইটাসের গুঁড়া খরিদ করিতে চাহেন।

শিরীষ

(R185) চামড়া ও হাড় হইতে শিরীষ প্রস্তুত করার কোনও কারখানা ভারতবর্ষে থাকিলে জনৈক ব্যবসায়ী তাহার সন্ধান জানিতে চাহেন।

ল্যাপিস ল্যাজুলি (Lapis Lazuli)

(S186) ইহা একরকম মূল্যবান পাথর; দিল্লীর কোনও ব্যবসায়ী এই পাথর বিক্রেতাদিগের সন্ধান জানিতে চাহেন।

ঘিয়ের ব্যবসায়

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় নামক আমাদের জনৈক গ্রাহক বহুদিন যাবত ঘিয়ের ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি এটোয়ার Ghee Merchants Association এর Laboratoryতে কয়েক বৎসর যাবৎ ঘি analyse করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি বেনারসে ঘিএর ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা ঘি খরিদ করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে খাঁটী ঘি সরবরাহ করিতে পারেন। ব্যবসা ও বাণিজ্যে "ঘি এর ব্যবসায়ে কারচুপী" এবং "ঘি এর ব্যবসায়" নামক দুইটী নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। যাঁহারা খাঁটী ঘিয়ের ব্যবসা করিতে চাহেন তাঁহারা সুরেন্দ্র বাবুর সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া সমুদয় জানিতে পারেন। তাঁহার ঠিকানা এই :—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
3 Kewalgal, Benares City

ভাগলপুরী ও মুর্শিদাবাদের রেশমী কাপড়

১৫।১ এ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বিমল কুমার বসু লিখিতেছেন :—

আমি ভাগল পুরি ও মুর্শিদাবাদ Silk এর order এর জন্য Canvass করিতে ইচ্ছুক। কোথায় ঐ দ্রব্য বিশুদ্ধ পাওয়া যায় এবং কমিশনও বেশী পাওয়া যায় তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। আমি ২।৪ প্রকার Silk এর কাপড় নগদ ক্রয় করিব এবং অন্যান্য প্রকারের নমুনা নিজের কাছে রাখিব এবং অবিক্রীত মাল ফেরৎ দিব এই রূপ ব্যবস্থা থাকিবে। সুতরাং কোথা হইতে ক্রয় করা সুবিধা হইবে এবং আপনাদের কোনও দোকান জানা থাকিলে আমাকে অবিলম্বে জানাইবেন।

সম্পাদকীয় :—কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের **মুর্শিদাবাদ সিল্ক ষ্টোরস্** বহরমপুর ও ভাগল পুরের নানারূপ রেশমী বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইঁহারা কেবল মাত্র রেশমী বস্ত্রাদি বিক্রয় করেন এবং direct তাঁতীদের তৈরী জিনিষ বেচেন। আমরা ইঁহাদের জানি; বহুদিন যাবত কলিকাতায় সুখ্যাতির সহিত কারবার চালাইতেছেন।

এতদ্ব্যতীত মুর্শিদাবাদ ও ভাগলপুরের রেশমী বস্ত্র ব্যবসায়ী দিগের মধ্যে আমাদের যাঁহারা গ্রাহক আছেন তাঁহারা ইঁহার সহিত পত্রব্যবহার করিতে পারেন।

ত্রিপুরার মুলীবাঁশ

ত্রিপুরা রাজ্যের বন বিভাগে মুলীবাশের উত্তম লাঠি, চাইনিজ পেটার্ন ফার্ণিচার ও হকি ষ্টীক (hockey stick) ইত্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে এমন বহু পরিমাণ ২॥ হাত লম্বা মুল সহ উক্ত বাঁশের (গোড়া) কারবার করার উপযোগী সরবরাহ করিতে ইচ্ছা করি। যদি কেহ এই প্রকার জিনিষের কারবার চালাইতে ইচ্ছা করেন তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্র দ্বারা জানাইলে, এখান হইতে তাহার নমুনা সহ দর লিখিয়া পাঠাইতে পারি।

Kishori Mohan Deb Varman
Superintendent. W. A. School
Agartala, Tippera

১৯২৮ সালের—ভিঃ পিঃ ফেরৎ-কারীদিগের তালিকা।

নাম ও ঠিকানা——	ভিঃ পিঃ পাঠাইবার তারিখ—	ভিঃ পিঃর টাকার পরিমাণ -
Sj. Ram Chandra Lahiri Gopali Chack Head Colliery Po. Jhari Manbhum	7.-5.-28	Rs. 5-10-0
M. L. Ray Esqre Po. Sadulyapur Rangpur	Do	Rs. 5-10-0
Dhirendra Nath Ray Chowdhury Esq. 8, Kanklia Road Ballyganj, Local	Do	Rs. 5-10-0
Messrs Mukheejee & sons 45 Malakar Tola Bahadur Bazar Dacca	Do	Rs. 5-10-0
Babu Ramendra Nath Sircar Sagan Mill agents Po. Paushi Para Vill. Baduria Rajsahi.	Do	Rs. 5-10-0
Sibsnkar Shaw Esqe 3. Beadon Street Calcutta.	Do	Rs. 5-10-0
G. C. Majumdar Esq Po. Tara Manikganj Dacca.	Do	Rs. 5-10-0

নাম ও ঠিকানা—	ভিঃ পিঃ পাঠাইবার—তারিখ—	ভিঃ পিঃর টাকার—পরিমাণ
Sachindra Nath Ray Chowdury Esqure P. W. D. office Dt Dinajpur	7-5-28	Rs. 5·10-0
Babu Lakshmi Narayan Sha 107 Belgachia Road ShamBazar (Local)	Do.	Rs, 5-10
Babu Tarakesar Burdhan General Merchant Karimganj, Sylhet.		Rs. 5-10-0
Jogendra Chandra Paul Esqe Managing Agent. Karimgonj tea Co· Ld. Karimgonj, Assam		Rs. 5 10-0
Sj Nani Gopal Roy Po. Debothar Pabona, Bengal		Rs. 5-10-0
Messrs R. Y. Macaire P, W. C. H. B. P.o Norsingdi Dacca.	Do	Rs. 5-10-0
R. C, Ghose, Esqe Merchant Wakma Burma	D,	Rs. 5-10-0
N. B. Ray Esqre Po. Karapara Khulna	Do	Do
Datta Narayan Henc, Naryan Patowary, Po. Doom Doma Bazar. Assam.	7-5 28	Rs. 5-10-0

নাম ও ঠিকানা——	ডিঃ পিঃ পাঠাইবার তারিখ—	ডিঃ পিঃর টাকার পরিমাণ।
Babu Purnendu Bikash Cox's. Bazar Chittagong	Do	Rs 5-10 0
S. M. Chaudhury Esqre Po. Dattapara Noakhali	Do	
Ali Ahmed Esquire Cashier, Municipal office Chittagong	8-7-28	Rs-12-0
N. Haldar Esqre Po. Barisha (24 Parganas)	13-7-28	Rs-5-10-0
Sj. Kanti Gopal Sinha Roy Head Master Banka M. E. School P. O. Daulatganj (Nadia)	Do	"
Sj. Surendra Mohan Ray Po. Gopalganj Mymensingh	18-7-28	Rs 5-10-0
Sj. Jatindra Ch. Chakroborty Pleader Kishoregonj (Mymensingh)	31-8-28	Do
Sj. Gauranga Charan Guha C/o R. K. Mission Po. Hajigonj Tipperah	10-9-28	Rs. 12 o
Aswini Kumar Dutta Esqre Galsi Po. Burdwan	13 9-28	" 5-10.0
Batuk Dev Misra সরস্বতী দেব শর্ম্মণ। Sovaram pore Bagan Bati Debhog, PO. Midnapore	Do	" "